মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

(BANGLA)

নেকীর দাওয়াত

NEKI KI DAWAT

১ম অংশ

ফয়যানে সুন্নাত ২য় খণ্ডের একটি অধ্যায়

নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা | নেকীর দাওয়াতের ফজিলত | নেকীর দাওয়াত ত্যাগ করার ক্ষতিসমূহ

- কথা বলে এমন আশ্চর্য আকৃতির জন্তু
- রিয়াকারীর ৮০টি উদাহরণ
- ইবাদতের মজা
- কলম ও কলমের কারুকার্যের বয়ান (হাদীস)
- সুরমা লাগানোর বরকতে বৃদ্ধ বয়সেও চোখের জ্যোতি ঠিক থাকে
- বৃষ্টির পানি দিয়ে রোগের চিকিৎসা
- মিউজিক কি বাস্তবেই আত্মার খোরাক?
- অত্যাচারীর মুখ দেখলে অন্তর কালো হয়ে যায়
- ফিরআউনের জাদুকরদের ঈমান-নির্ভর কাহিনী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

مکتبۃ المدینہ
(دعوت اسلامی)

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। ان شاء الله عزوجل জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

(BANGLA)

নেকীর দাওয়াত

NEKI KI DAWAT

১ম অংশ

ফয়যানে সুন্নাত ২য় খণ্ডের একটি অধ্যায়

নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা | নেকীর দাওয়াতের ফজিলত | নেকীর দাওয়াত ত্যাগ করার ক্ষতিসমূহ

- কথা বলে এমন আশ্চর্য আকৃতির জন্তু
- রিয়াকারীর ৮০টি উদাহরণ
- ঈমানের সংজ্ঞা
- কসম ও কসমের কাফফারার বয়ান (হানাফী)
- সুরমা লাগানোর বরকতে বৃদ্ধবয়সেও চোখের জ্যোতি ঠিক থাকে
- বৃষ্টির পানি দিয়ে রোগের চিকিৎসা
- মিউজিক কি বাস্তবেই আত্মার খোরাক ?
- অত্যাচারীর মুখ দেখলে অন্তর কালো হয়ে যায়
- ভিসিআরের কারণে ধ্বংসের হৃদয়-বিদারক কাহিনী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

مکتبۃ المدینہ (دعوت اسلامی)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কিতাবের নাম : **নেকীর দাওয়াত** (১ম খন্ড)

লিখক : শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মওলানা **আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

প্রকাশনায় : **মাকতাবাতুল মদীনা**

এই কিতাবটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই কিতাবটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, bdmaktabatulmadina26@gmail.com

web : www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এ কিতাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

সমস্ত নবীদের সরদার, মদীনার তাজেদার صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের উম্মত থেকে আমার উম্মত বেশী হবে।" (মুসলিম শরীফ, ১২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৩১) বিখ্যাত তাফসীরকারক হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: জান্নাতীদের ১২০ কাতার হবে, যার মধ্যে ৮০ কাতার **প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা** صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হবে, আর বাকী ৪০ কাতার হবে অন্যান্য সমস্ত নবীদের উম্মত। (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৫৫৫) মুফতী সাহেব অন্য জায়গায় লিখেন: যেভাবে **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সমস্ত নবীদের সরদার,** একইভাবে **নবী করীম** صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর উম্মত সমস্ত উম্মতদের সরদার।** (মিরআতুল মানাজিহ্, ৮ম খন্ড, ৫৫৮৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ جَلَّ جَلَالُه কোটি কোটি দয়া যে, তিনি আমাদেরকে মানুষ এবং মুসলমান বানিয়েছেন আর নিজের **প্রিয় হাবীব** صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** এই উম্মতকে দুনিয়া ও আখিরাতে যেসব মর্যাদা, শান এবং সৌভাগ্য ও সম্মান দান করেছেন তার একটি কারণ এই উম্মতের اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهِىٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ- সৎ কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা) এর ফরযকে আদায় করাও। যেমন: 'খাযাইনুল ইরফান সম্বলিত কান্‌যুল ঈমান' এর ১২৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, সৎকাজের আদেশ দিচ্ছো এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করছো, আর **আল্লাহ্**র উপর বিশ্বাস রাখছো।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ জায়গায় মুবাল্লিগ চাই সে যেকোন বিভাগের সাথে সম্পর্ক রাখুক না কেন? অর্থাৎ- সে আলিম হোক কিংবা ছাত্র, মসজিদের ইমাম হোক বা মুয়াজ্জিন, পীর হোক বা মুরিদ, ব্যবসায়ী হোক বা ক্রেতা, মালিক হোক বা কর্মচারী, নেতা হোক বা শ্রমিক, রাজা হোক বা প্রজা। **মোট কথা:** যেখানেই থাকে, কাজকর্ম করে, **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের নিকটবর্তী এলাকার পরিবেশকে সুন্নাতে পরিপূর্ণ পরিবেশ বানানোর চেষ্টা করা এবং **নেকীর দাওয়াতের** মাদানী কাজ অব্যহত রাখা উচিত। কিন্তু আফসোস! বর্তমান সময়ে এ মহান মাদানী কাজ অনেক বেশী অলসতার শিকার।

এই অলসতাকে উদ্যমতায় পরিবর্তন করার জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ, মাদানী কাফিলাসমূহ, এলাকায়ী দাওরাহ **নেকীর দাওয়াত**, মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স, ফরয উলুম কোর্স, মাদানী চ্যানেল এবং ফয়যানে সুন্নাতের দরস ইত্যাদীর মাধ্যমে খুব দ্রুত কাজ চালাচ্ছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাব লিখা পর্যন্ত **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর পাঁচটি অধ্যায়: (১) ফয়যানে বিসমিল্লাহ্ (২) আদাবে তু'আম (খাবারের ইসলামী নিয়মাবলী) (৩) পেটের কুফ্লে মদীনা (ক্ষুধার ফযীলত) (৪) ফয়যানে রমযান (৫) গীবতের ধ্বংসলীলা ইত্যাদি সর্বসাধারণের হাতে এসে গেছে, এখন ৬ষ্ঠ অধ্যায় **"নেকীর দাওয়াত** (১ম অংশ)" আপনার হাতে রয়েছে, যার মধ্যে **নেকীর দাওয়াতের** প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত এবং **নেকীর দাওয়াত** না দেওয়ার ক্ষতি সমূহের বর্ণনা রয়েছে (এ অধ্যায় খুবই ব্যাপক, এতে আম্বিয়ায়ে কিরামের হিকায়াত, **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের কুরবানি সমূহ, কারামতের মাধ্যমে **নেকীর দাওয়াত**, চিঠির মাধ্যমে **নেকীর দাওয়াতে**, মৃত্যুর পর **নেকীর দাওয়াতে**, ছোট মুবাল্লিগ ইত্যাদি ইত্যাদির উপর কাজ করার নিয়্যত রয়েছে, জীবনের কোন ভরসা নেই। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমার পছন্দনীয় মাদানী মজলিশ **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"** কে সালামত রাখুন। এই মজলিশকে অছিয়্যত করছি যে, আমার পরও এই কাজকে অভ্যাহত রেখে বর্ণিত বিষয়গুলোকে সমাপ্ত করে যেন **ফয়যানে সুন্নাত** এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত করে দেয়।) এই কিতাবে প্রায় ১২৫টি কুরআন শরীফের আয়াত, **প্রিয় আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২৪৯টি ফরমান, ১১৩টি শিক্ষণীয় ঘঠনা, ৫১টি মাদানী বাহার এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাজারো **মাদানী ফুল** এর মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়েছে। **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতে আশাকরি যে, এই কিতাব পাঠ করে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের মধ্যে **নেকীর দাওয়াতের** মত মহান কাজের অনুপ্রেরণা আরো বেড়ে যাবে। এই কিতাবকে বিভিন্ন ভুল থেকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করা হয়েছে এবং এমনকি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধীনে পরিচালিত দারুল ইফতার মুফতি সাহেব থেকে শরয়ী পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ চেষ্টা থাকে যে, আমার কিতাব, রিসালা এবং না'ত ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ السَّلَام দের দেখানো পর সর্বসাধারণের সামনে পেশ করার, ভুলের জন্য ভয় লাগে যেন এমন না হয় যে, কোন ভুল মাসয়ালা ছাপানো হয়ে যায়, আর লোকেরা এর উপর আমল করতে থাকে এবং مَعَاذَ الله (**আল্লাহ্ তা'আলার** পানাহ্!) শেষ পর্যন্ত আমি না ফেঁসে যাই। যাহোক আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকার পরও হয়তঃ ভুল থেকে গেছে, যদি এতে কোন শরয়ী ভুল পাওয়া যায় তবে মেহেরবানী করে সাওয়াবের নিয়্যতে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে সতর্ক করে দিবেন এবং নিজেকে উত্তম প্রতিদানের হকদার বানিয়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখক) কে রাগান্বিত নয় বরং ধন্যবাদের সহিত মেনে নেওয়াদের মধ্যে পাবেন।

আত্তারের আবেদন: সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের নিকট মাদানী আবেদন এই যে, এই প্রণীত কিতাবের মাধ্যমে **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস (এর মধ্যে একটি অবশ্যই ঘরে) দিন অর্থাৎ- বিভিন্ন সময়ে পড়ে পড়ে মুসলমানদেরকে শুনান। যদি কারো অন্তর প্রভাবিত হয় এবং সে কুরআন ও সুন্নাতের পথে চলে আসে, তবে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আপনারও দুনিয়া-আখিরাতে তরী পার হয়ে যাবে। **নবী করীম, রউফুর রহিম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: **"আল্লাহ্ তা'আলা** তোমার মাধ্যমে যদি কোন এক ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উট থাকার চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম শরীফ, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৪০৬) হযরত আল্লামা ইয়াহইয়া বিন শারাফ নববী رَحۡمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: আরব বাসীরা লাল উটকে খুবই মূল্যবান সম্পদ মনে করত। এই জন্য উদাহরণ স্বরূপ লাল উটের কথা বলা হয়েছে। পরকালীন বিষয়কে দুনিয়াবী জিনিষের মাধ্যমে উদাহরণ দেওয়া, শুধুমাত্র বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে। নতুবা বাস্তবতা এটাই যে, চিরস্থায়ী আখিরাতের একটি কণাও এই দুনিয়া এবং আরো এরকম যত দুনিয়ারই কল্পনা করা হোক না কেন, এগুলো থেকে উত্তম। (শরহে মুসলিম লিন নববী, ১৫তম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

আত্তারের দো'আ: হে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রব! যে কেউ প্রতিদিন **"ফয়যানে সুন্নাত"** হতে দুটি দরস দেয় বা শুনে, এমনকি ২৫ দিনের মধ্যে এই কিতাব (**নেকীর দাওয়াত**, ১ম অংশ) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নেয়, তাকে ঈমানের উপর অটলতা, মৃত্যু শয্যায় **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জেয়ারত, কলেমা পড়ে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায়, কবর ও হাশরে শান্তি এবং তোমার দয়ায় বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার **প্রিয় মাদানী হাবীব** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব দান করো, আর সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡهُ (লিখক), সহযোগিতাকারীগণ, বিশ্লেষক ওলামায়ে দ্বীনগণ এবং মাজলিশে মাকতাবাতুল মদীনার নিগরান ও আরাকিনরা এবং মাকতাবার সমস্ত কর্মচারীদের হকের মধ্যেও এইসব দো'আ কবুল কর এবং সমস্ত উম্মতের মাগফিরাত কর। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ।

হে তুজছে দো'আ রব্বে রহমত, মকবুল হো ফয়যানে সুন্নাত।
ঘর ঘর মসজিদ মসজিদ পড় কর, ইসলামী ভাই শুনাতা রাহে।

। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাকী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২ রমযানুল মোবারক ১৪৩২ হিজরী
03-07-2011

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد
تُوۡبُوۡا اِلَی اللہ! اَسۡتَغۡفِرُ اللہ
صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ

রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।" (আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুলঃ (১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।
(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রত্যেকবার হাম্‌দ তথা **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রশংসা (২) দরূদ শরীফ (৩) তা'উয তথা আউযুবিল্লাহ (৪) তাসমিয়্যা তথা বিসমিল্লাহ পড়ার মাধ্যমে শুরু করব। (এই পৃষ্ঠায় উপরে দো'আ আরবী লাইনটি পড়ার মাধ্যমে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে।) (৫) **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করব। (৬) যথা সম্ভব এই কিতাব ওযু সহকারে (৭) ক্বিবলামুখী হয়ে পাঠ করব। (৮) কুরআন শরীফের আয়াত এবং (৯) হাদীস শরীফের ইবারতের যিয়ারত করব। (১০) যেখানে যেখানে "**আল্লাহ্ তা'আলা**"র নামে পাক আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ (১১) যেখানে যেখানে "**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" এর মোবারক নাম আসবে সেখানে صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করব। (১২) শরয়ী মাসয়ালা শিখব। (১৩) যদি কোন মাসয়ালা বুঝে না আসে তবে ওলামাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করব। (১৪) হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই উক্তি "عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ- নেক্কার লোকদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১০৭৫০) এর উপর আমল করে নেক্কারদের আলোচনার বরকত অর্জন করব। (১৫) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে **আন্ডারলাইন** করব। (১৬) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) "**স্বরণ রাখুন**" লিখা বিশিষ্ট পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় টিকা, মাদানী ফুল নোট করব। (১৭) কিতাবটি সম্পূর্ণ পড়ার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করার নিয়্যতে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ইলমে দ্বীন অর্জনের সাওয়াবের অংশীদার হবো। (১৮) অন্যদেরকে এ কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করব (১৯) এ হাদীসে পাক تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ "একে অপরকে হাদিয়া দাও, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩১) এর উপর আমল করে ১০ই মুহার্‌রামুল হারাম এর বিবেচনায় কমপক্ষে দশটি কপি অথবা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী) এ কিতাব ক্রয় করে অন্যদেরকে তোহ্‌ফা প্রদান করব (২০) যাকে দিব তাকে যথাসম্ভব এই হাদফ দিব যে, আপনি এতদিন (যেমন; ২৬দিন) এর মধ্যে সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। (২১) যে জানে না তাকে শিখাব। (২২) এই কিতাব পাঠ করার সাওয়াব সকল উম্মতের জন্য ইছাল করব। (২৩) কিতাব ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে প্রকাশকদেরকে অবহিত করব।

(প্রকাশক, লিখক ইত্যাদির কিতাবের ভুলত্রুটি শুধু মৌখিক ভাবে জানালে বিশেষ উপকার হয় না)

বিষয়	পৃষ্ঠা
নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা	২৫
ক্ষমা পূর্ণ ইজতিমা	২৫
মসজিদ আবাদ করার তিনটি ফযীলত	২৫
আল্লাহ্ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন	২৬
কুরআনে পাকে নেকীর দাওয়াতের আদেশ	২৭
প্রত্যেকে নিজের পদানুযায়ী নেকীর দাওয়াত দিন	২৭
প্রত্যেক মুসলমান মুবাল্লিগ	২৮
সর্বোত্তম আমল সেটা, যেটার উপকার অন্যান্যদের নিকট পৌঁছে	২৮
গুনাহে ভরা জীবনের উপর অনুশোচনা	২৯
গুনাহস মূহের চিকিৎসা	২৯
খাও-দাও আর ফুর্তি করো	৩০
দুনিয়া অপছন্দনীয় হওয়ার আবেগময় কারণ	৩১
ইসলামের শুধু নাম বাকী থাকবে	৩২
শুধু নামের মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে	৩২
কাফন চোর যখন অদৃশ্য আওয়াজ শুনল...	৩৩
অমুসলিমরাও কি আমাদের অনুসরণ করে?	৩৪
বিফল প্রেমিক	৩৪
শরীয়তবিরোধী কৃত্রিম ভালবাসার ধ্বংসলীলা	৩৬
হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর স্বত্তা কৃত্রিম ভালবাসা থেকে পবিত্র	৩৬
মুর্খ প্রেমিকদের যুক্তি খন্ডন হয়ে গেল!	৩৮
ইমাম আওজায়ীর আবেগপূর্ণ বয়ান	৩৮
ইমাম আওজায়ী কে ছিলেন?	৪০
স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ	৪০
আশ্চার্যজনক ইনতিকাল	৪০
মদ্যপায়ী মুয়াজ্জিন হয়ে গেল	৪১
পেশকৃত মাদানী বাহারের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত	৪২
যা নিজে খাবেন ও পরিধান করবেন তা চাকরদেরকেও দিন	৪২
অভিনব লজ্জাবোধ ও অদ্ভূত কাফ্ফারা	৪৩
আবু যর গিফারী তাকওয়ার আদর্শ ছিলেন	৪৪
সায়্যিদুনা আবু যর গিফারীর ঈমানের দৃঢ়তা	৪৪
কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভয়ানক এক জন্তু বের হবে	৪৫
কথা বলে এমন আশ্চর্য আকৃতির জন্তু	৪৫
যে ব্যক্তি কান্না করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে	৪৬
ঈর্ষণীয় মাদানী মুন্না	৪৬
প্রিয় আক্বা ﷺ কান্না করতে করতে নেকীর দাওয়াত দিলেন	৪৮
সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কবর দেখলেই কান্নাকাটি করতেন	৪৮
কারো কবর বাগান, কারো কবরে আগুন	৪৯
কবরের একাকীত্ব	৪৯
আপনার যৌবন যেন কখনো আপনাকে প্রতারণায় না ফেলে	৫০
ক্বলবে সালীম (প্রশান্ত হৃদয়) কাকে বলে?	৫১
পাঁচটিতে ভালবাসা এবং পাঁচটিতে উদাসীনতা	৫১
গান-বাজনা থেকে তাওবা নসিব হল	৫২
নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদে দিলেন	৫৩
কাউকে কান্না করতে দেখলে আপনিও কান্না করুন	৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রিয়াকার ব্যক্তি বোকাদের সর্দার	৫৪	রিয়া নামক রোগের চিকিৎসা করুন	৭০
সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে	৫৫	রিয়াকারীর ১০টি চিকিৎসা	৭০
রিয়াসম্পন্ন আমল কবুল হয় না	৫৫	**প্রথম চিকিৎসা**	৭০
রিয়াকারীর জন্য জান্নাত হারাম	৫৬	দো'আ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন	৭০
রিয়াকারী কে এ উদাহরণ থেকে বুঝুন	৫৬	**দ্বিতীয় চিকিৎসা**	৭১
রিয়ার পরিচয়	৫৬	রিয়াকারীর ক্ষতিগুলো চোখের সামনে রাখুন	৭১
রিয়াকারীর ৮০টি উদাহরণ	৫৭	লোকদেখানো আমলকারীর উদাহরণ	৭২
নামায সম্পর্কিত রিয়াকারীর ১১টি উদাহরণ	৫৭	**তৃতীয় চিকিৎসা**	৭২
মুবাল্লিগদের জন্য রিয়াকারীর ১৮টি উদাহরণ	৫৮	রিয়ার সবগুলো কারণ নির্মূল করুন	৭২
না'ত শরীফ পাঠক ও শ্রোতাদের জন্য রিয়াকারীর ১৬টি উদাহরণ	৬০	(১) যশখ্যাতির বাসনা	৭২
আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারীদের জন্য রিয়াকারীর ৩টি উদাহরণ	৬২	এভাবে 'ফিকরে মদীনা' করবেন	৭৩
রিয়াকারী সম্পর্কিত ৩২টি সাধারণ উদাহরণ	৬২	নিজের মিথ্যা প্রশংসা পছন্দ করা হারাম	৭৩
রিয়ার সংজ্ঞায় উল্লেখিত উদাহরণ সমূহ নিয়ে চিন্তা করুন	৬৫	(২) লোকনিন্দার ভয়	৭৪
রিয়াকারীর উদাহরণ সমূহ নিয়ে একটি জরুরি ব্যাখ্যা	৬৬	(৩) ধন-সম্পদের লোভ	৭৪
রিয়াকারীর আযাবকে ভয় করুন!	৬৬	**চতুর্থ চিকিৎসা**	৭৫
রিয়াকারীর চিহ্ন সমূহ	৬৭	নিজের আমলে ইখলাস সৃষ্টি করুন	৭৫
লোকজনের সামনে নিজেকে তুচ্ছ প্রকাশ করাও রিয়ার আলামত	৬৭	মুখলিস ব্যক্তির আমলকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রসিদ্ধ করে দেন	৭৬
রোজার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না	৬৭	মুখলিস কাকে বলে?	৭৬
প্রয়োজনে রোযার কথা প্রকাশ করে দিন	৬৭	**পঞ্চম চিকিৎসা**	৭৭
নেকীর কারণে জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া	৬৮	নিয়্যতের হিফাজত করুন	৭৭
একনিষ্ঠ বান্দাদের রিয়া থেকে দূরে থাকার নমুনা	৬৮	নিয়্যতের সংজ্ঞা	৭৭
আমরা আবার রিয়াকার তো নই?	৬৯	ভাল নিয়্যতের ফযীলত সম্পর্কিত ৭টি হাদীস শরীফ	৭৭
রিয়াকারী থেকে তাওবা করার বরকত	৬৯	**ষষ্ঠ চিকিৎসা**	৭৮
		ইবাদত করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচুন	৭৮
		ইবাদতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক	৭৮
		সপ্তম চিকিৎসা	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
একা অবস্থান করুন কিংবা সকলের সামনে একই রকম আমল করবেন	৭৯	আমল কবুল হওয়ার শর্তসমূহ	৮৯
ইমাম ছোট করে কিরাত পড়া নামায গুলোতেও তাজভীদের গুরুত্ব দিবেন	৭৯	প্রতিটি কাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল	৯০
অষ্টম চিকিৎসা	৮০	নিয়্যত কাকে বলে?	৯০
নেক আমলগুলো গোপন রাখুন	৮০	মুবাহ্ কাজ ভাল নিয়্যতের কারণে ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়	৯০
গোপন আমল উত্তম	৮০	মুবাহ্ কাজে ভাল নিয়্যত না করা লোক ক্ষতিতে রয়েছে	৯১
আমলকে প্রকাশ করার একটি ধরন	৮০	নিয়্যত না করার ক্ষতি আর করার উপকারিতা সম্পর্কিত রেওয়ায়ত	৯১
চরম বিনয়	৮১	(১) অভিনব গাভী	৯২
বসরার সকল অলি-গলি থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যেত	৮১	(২) ইক্ষুর শীতল মিষ্টি রস	৯৩
এখন তো না করা কাজেও রিয়াকারী করা হয়	৮১	নিয়্যত সম্পর্কিত একটি জ্ঞানগর্ভ ফতোয়া	৯৪
নবম চিকিৎসা	৮২	ভাল নিয়্যতের তৌফিক কীভাবে অর্জিত হয়	৯৫
কেবল নেককারদের সংস্পর্শেই থাকবেন	৮২	ওয়াশরুমে যেতেও নিয়্যত করা চাই	৯৫
সংস্পর্শের তাৎক্ষণিক প্রভাবের উপমা	৮২	আগেকার মুসলমানেরা রীতিমত নিয়্যতের জ্ঞান অর্জন করতেন	৯৬
সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের প্রভাব	৮৩	গুহার ইবাদতকারী	৯৬
দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মা'হল (পরিবেশ)	৮৩	নিয়্যতের বরকতে মাগফিরাতের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী	৯৬
হার্ট ও নাকের রোগ হতে আরোগ্য	৮৪	ভাল নিয়্যত করা কষ্টসাধ্য, তার চেয়ে পিঠে বেত্রাঘাত অনেক সহজ	৯৬
আজ্ওয়াহ্ খেজুরের বিচি দিয়ে হার্টের চিকিৎসা	৮৫	পার্থিব নেয়ামতের কারণে আখিরাতে নেয়ামত কমে যাবে	৯৭
মাদানী ইন্‌'আমাত	৮৬	সুগন্ধি ব্যবহার করার নিয়্যত সমূহ	৯৭
মাদানী ইন্‌'আমাতের আমলকারীদের জন্য আনন্দময় সুসংবাদ	৮৬	সুগন্ধি লাগানোতে ভুল নিয়্যত কী কী?	৯৮
দশম চিকিৎসা	৮৭	মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করার বরকত	৯৮
যিক্‌র ও ওযীফাগুলোর অভ্যাস গড়ে তুলুন	৮৭	জুতা পরিধানে যখন বাম পা দিয়ে আরম্ভ করল …	১০০
চিকিৎসা করেও ভাল না হলে তখন ?	৮৮	জুতা পরার নিয়্যত সমূহ	১০০
ইবাদতের সংজ্ঞা	৮৮	বদনা ক্বিবলামুখী হয়ে গেল	১০১
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে করা যে কোনো কাজই ইবাদত	৮৯		

বিষয়	পৃষ্ঠা
নেক্‌কারদের অনুকরণও উত্তম কাজ	১০১
জুতো পরিধানের ৭টি মাদানী ফুল	১০১
আ'লা হযরতের খেদমতে প্রশ্ন	১০৩
আ'লা হযরতের জবাব	১০৩
'লাল উট' দ্বার কি উদ্দেশ্য?	১০৪
মাদানী কাফেলায় সফরের ৪৪টি নিয়্যত	১০৫
উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব	১০৭
اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা সৌভাগ্যবান	১০৭
সৎকাজে আহ্বান ও অসৎকাজে নিষেধের সংজ্ঞা	১০৭
অধিকাংশ মুসলমান বে-আমলীর শিকার	১০৮
গুনাহ্‌গার ব্যক্তি অন্যদের জন্যও আপদ	১০৯
মসজিদ তালাবদ্ধ ছিল	১০৯
মসজিদের আশ্চর্যজনক সৌন্দর্য	১০৯
জামাআত সহকারে নামায পড়ার আশ্চর্যজনক আগ্রহ	১১০
বৃদ্ধটি কান্না করতে লাগলেন	১১১
সর্বপ্রথম কী শিখা ফরজ	১১৩
গোসলের পদ্ধতি (হানাফী)	১১৩
গোসলের তিন ফরজ	১১৩
(১) কুলি করা	১১৪
(২) নাকে পানি দেওয়া	১১৪
(৩) সমস্ত শরীরের বাইরের অংশে পানি প্রবাহিত করা।	১৪৪
প্রবাহমান পানিতে গোসল করার নিয়ম	১১৫
ফোয়ারাও প্রবাহমান পানির হুকুমে	১১৫
ফোয়ারার সাবধানতা	১১৫
W.C (কমোড) এর দিক ঠিক করুন	১১৫
কখন গোসল করা সুন্নাত	১১৬
বৃষ্টিতে গোসল	১১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
খাটো পোষাক পরিধানকারীদের দিকে দেখা কেমন ?	১১৬
উলঙ্গ গোসল করার সময় খুবই সাবধান	১১৬
বালতি হতে গোসল করার সময় সাবধানতা	১১৬
গ্রামের সকলেই দাঁড়ি মুন্ডানো!	১১৭
মসজিদকে আবাদ রাখা ওয়াজিব	১১৭
জঙ্গলে মসজিদ	১১৮
৯জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ	১১৮
মারহাবা! মাদানী কাফেলার বরকত	১১৯
নেকীর দাওয়াতের ফযীলত	১২০
দরূদ শরীফের ফযীলত	১২০
صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد এর ফযীলত	১২০
হযরত খিজির ও হযরত ইলিয়াছ عَلَيْهِمَا السَّلَام সম্পর্কে মন মাতানো জ্ঞান	১২১
আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবিত	১২১
সকলকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে	১২১
নেকীর দাওয়াত দানকারীদের পরিচয়	১২৩
উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য	১২৩
তিলাওয়াত, পরহেজগারী, নেকীর দাওয়াত ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	১২৪
হায়াত ও রিযিকে বৃদ্ধি হওয়ার মর্মার্থ	১২৫
সাথে সাথে ফুফুর সাথে সন্ধি করে নিলেন	১২৫
বউ-শ্বাশুড়িতে মীমাংসার রহস্য	১২৬
যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকবে সেখানে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় না	১২৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ৭টি মাদানী ফুল	১২৭
(১) কোন্ আত্মীয়ের সাথে কীভাবে ব্যবহার করবেন	১২৭
(২) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ব্যবহারের ধরন	১২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৩) প্রবাসী হয়ে থাকলে চিঠি-পত্র দেওয়া	১২৮	নীল চক্ষুবিশিষ্ট মুনাফিক	১৩৭
(৪) বিদেশে থাকা অবস্থায় পিতা-মাতা আহ্বান করলে আসতে হবে	১২৮	জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হবে	১৩৮
(৫) কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে কখন কখন সাক্ষাৎ করবেন	১২৮	মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ীদের জন্য হবে বেদনাদায়ক শাস্তি	১৩৮
(৬) আত্মীয়-স্বজন কোনো প্রয়োজন দেখালে তা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া গুনাহ	১২৮	মিথ্যা কসমের কারণে বরকত উঠে যায়	১৩৯
(৭) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থই এই যে, সে ভাঙ্গুক আপনি জুড়বেন	১২৯	শুকরের মত লাশ	১৩৯
সৎ মনোভাব পোষণ করার নিয়ম	১২৯	অন্তরে কালো বিন্দু	১৪০
জান্নাতের প্রাসাদ তারই মিলবে, যে ব্যক্তি ...	১৩০	কসম কেবল সত্যের উপরই করা যেতে পারে	১৪০
শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনদেরকে সদকা দেওয়া উত্তম কাজ	১৩০	মুসলমানের কসম বিশ্বাস করে নেওয়া উচিৎ	১৪০
আত্মীয়-স্বজন যখন কঠিন দুঃখ দিয়ে থাকে	১৩০	তুমি চুরি করোনি	১৪০
কসম ও কসমের কাফ্ফারার বয়ান (হানাফী)	১৩২	মুমিন কীভাবে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম করতে পারে!	১৪১
কসমের সংজ্ঞা	১৩২	কুরআন উঠানো কসম কি না?	১৪১
কসম তিন প্রকার	১৩২	দুইটি শিক্ষণীয় ফতোয়া	১৪১
মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্	১৩৩	(১) মদ্যপায়ী কুরআন উঠিয়ে কসম করল, আবার ভেঙে দিল !!!	১৪১
সর্বপ্রথম শয়তান মিথ্যা কসম করেছিল	১৩৩	(২) মিথ্যা শপথকারীকে জাহান্নামের টগবগ করা সমুদ্রে ডুব দেওয়ানো হবে	১৪২
কারো হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথকারী জাহান্নামী	১৩৪	অত্যাধিক কসম করার নিষেধাজ্ঞা	১৪২
মিথ্যা কসমকারী হাশরে হাত-পা কাটা অবস্থায় হবে	১৩৫	কসম সম্পর্কিত ১৫টি মাদানী ফুল	১৪৩
সাতটি জমির হার (মালা)	১৩৫	কথায় কথায় কসম করা উচিত নয়	১৪৩
জনসাধারণের গমনাগমনের রাস্তা অযথা ঘেরাও করবেন না	১৩৬	ভুলে কসম করে ফেললে?	১৪৩
মিথ্যা কসম ঘরকে বিরান বানিয়ে দেয়	১৩৬	এমন কতগুলো শব্দ যেগুলো দিয়ে কসম হয় না	১৪৪
ইহুদীরা রাসুলের শান গোপন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করত	১৩৭	চার প্রকারের কসম	১৪৪
		এমন কসম যা ভেঙ্গে দেওয়াতে কুফরের সম্ভাবনা রয়েছে	১৪৫
		কোন বিষয় বা বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া	১৪৫
		আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা কসম নয়	১৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্যকে কসম দেওয়ানো কসম নয়	১৪৬	কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে আদায় হবে না	১৫৫
কসমে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নেই	১৪৬	কাফ্ফারার হকদার কে?	১৫৫
ডিম না খাওয়ার কসম করল	১৪৭	দ্বীনি বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানকে কাফ্ফারার অর্থ দান করার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	১৫৬
কসমের কতিপয় শব্দ	১৪৭	মারহাবা! মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স মারহাবা!!	১৫৬
ছরকারে মদীনা ﷺ এর কসমের শব্দমালা	১৪৭	পরিবার-পরিজনদের সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে	১৫৮
নবী করীম ﷺ এর নামে কসম	১৪৭	ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরি করার ১৯টি মাদানী ফুল	১৫৮
কসমকালে ইনশা আল্লাহ্ বললে কসম হবে কি না?	১৪৮	অপবাদের ঘটনা!	১৬১
বড় বড় গোঁফধারী বদমাশ	১৪৯	ইজতিমার বরকতে জান্নাত পেয়ে গেল	১৬৩
কসমের হিফাজত করবেন	১৫০	স্বপ্নে রাসুলে পাকের দরবারে তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য!	১৬৫
উত্তম কাজ করার জন্য কসম ভঙ্গ করা	১৫০	তিলাওয়াতে কান্না করা সাওয়াবের কাজ	১৬৫
উত্তম কাজের জন্য কসম ভঙ্গ করা জায়েয কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে	১৫১	মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইনফিরাদি কৌশিশ	১৬৫
অত্যাচারমূলক কষ্ট দেবার জন্য কসম করে ফেলল, এবার কী করবে?	১৫১	মুবাল্লিগ সর্বত্রই মুবাল্লিগ	১৬৭
তালাকের কসম করা ও করানো কেমন?	১৫২	আল্লাহর প্রিয়পাত্র-বানানো লোক	১৬৮
কসমের কাফ্ফারা	১৫২	মুবাল্লিগ কেবল প্রিয়জনই নন বরং প্রিয়জন গঠনকারীও বটে	১৬৮
কসমের কাফ্ফারার ১৩টি মাদানী ফুল	১৫৩	সায়্যিদুনা হাসান বসরী ও এক সম্পদশালীর	১৬৮
কাফ্ফারার জন্য কসমের শর্তসমূহ	১৫৩	নামাযে কী ধরনে পোষাক হওয়া চাই	১৭০
কসমের কাফ্ফারা	১৫৩	নামাযের জন্য আতর লাগানো মুস্তাহাব	১৭০
কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি	১৫৩	নামাযে কাপড়ের বিধান সম্বলিত ১৪টি মাদানী ফুল	১৭১
কাফ্ফারার জন্য নিয়্যত শর্ত	১৫৪	নামাযের মধ্যে পোষাক পরিধান করা	১৭১
কাফ্ফারায় ৩টি রোযার অনুমতি কখন?	১৫৪	কাঁধে চাদর ঝুলানো	১৭১
কাফ্ফারা আদায় কালের অবস্থাই ধর্তব্য যে, রোযা রাখবে কি না ...	১৫৪	মাকরূহে তাহরীমীর সংজ্ঞা	১৭১
কাফ্ফারার ৩টি রোযাই লাগাতার রাখা আবশ্যক	১৫৫	‘আমলে কছীর’ এর সংজ্ঞা	১৭২
রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত	১৫৫	হাফ-হাতা জামা পরে নামায পড়া কেমন?	১৭২
কাফ্ফারার রোযার নিয়্যতের দুইটি বিধান	১৫৫	মাকরূহে তানযীহীর পরিচয়	১৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাদানী কাফেলা আমাকে বদলে দিয়েছে!	১৭৩
‘জামেয়া আশরাফিয়া’র প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৭৪
সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা	১৭৫
হাফেজে মিল্লাতের কারামত	১৭৫
হাফেজে মিল্লাতের কিছু মোবারক অভ্যাস	১৭৬
সুরমা লাগানোর বরকতে বৃদ্ধাবস্থায়ও চোখের জ্যোতি ছিল প্রখর	১৭৬
সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল	১৭৭
নেকীর দাওয়াত দেয়া এক মজার ইবাদত	১৭৮
নেকীর দাওয়াতে ব্যথর্তার কালে মৃত্যু কামনা	১৭৮
বদ আকীদা হতে তওবা	১৭৮
কী যে অনুপম মর্যাদা!	১৮১
ঈমান গ্রহণের পর সাহাবায়ে কিরামের জযবা	১৮১
আমাকে তিন দিন ধোপী’র কাজ করতে হয়েছে!	১৮২
কামেল পীরের বরকত	১৮২
উট যখন ইঁদুরের হয়ে গেল	১৮৩
ব্যাঙের ভয়ে দৌঁড়ে পালালো!	১৮৩
মুরিদের পিঠ মজবুত হয়ে থাকে	১৮৩
বাইয়াতের অর্থ	১৮৪
মৃত্যুদন্ড কালে পীরের প্রতি মুরিদের দৃঢ় বিশ্বাস	১৮৪
দোকান উল্টিয়ে দিব	১৮৪
কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুরিদগণ	১৮৫
একটি আপত্তি ও তার জবাব	১৮৫
বিস্ময়কর হত্যা মামলা	১৮৫
সৎকর্মশীলদের মত কে রয়েছে?	১৮৭
সকল আমলকারীদের সাওয়াব	১৮৭
লাখ লাখ নেকী আর লাখ লাখ গুনাহ্	১৮৭
‘নেক’ বানানোর মেশিন হয়ে যান	১৮৮
প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে সারা বছর ইবাদতের সাওয়াব এবং …	১৮৯
নেকীর ভান্ডার	১৮৯
দরস দেওয়ার সাওয়াব	১৯০
দরসের বরকত	১৯০
দ্বীনের কুতুবে আযম (বড় কুতুব)	১৯১
আরশের ছায়া পাওয়া যাবে	১৯১
সূর্য সোয়া এক মাইল উপরে হবে	১৯২
ভাল-মন্দের অগ্রদূত	১৯৩
সৎকাজের ইমামের উত্তম পরিণতি	১৯৩
ক্যাসেটের “একটি বাক্য” হৃদয়ে এমন দাগ কাটল যে …	১৯৪
মসজিদের ইমাম যেন এলাকার মুকুটহীন সম্রাট	১৯৫
সাতটি বিষয়ের জন্য সাতটিই যথেষ্ট	১৯৬
গোপনে অশ্লীলতাকারীদের ভুল ধারণা	১৯৭
ফেরেশতাদেরকে সফরসঙ্গী বানানোর আমল	১৯৮
নেকীর দাওয়াত দেওয়াও একটি জিহাদ	১৯৮
ফাসিকের ‘ফাসেকীকে’ ঘৃনা করা উচিত	১৯৯
ফাসিকের সাহচর্য বড়ই ক্ষতিকর	১৯৯
নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য ফাসিকদের কাছে গমন করা জায়েয	২০০
কথাবার্তা বলার সময় মুচকি হাসা সুন্নাত	২০০
হাত মিলানোর সময় মুচকি হাসা গুনাহ্ মাফ হওয়ার কারণ	২০২
মুচকি হাসির ভাল-মন্দ নিয়্যত সমূহ	২০২
অট্টহাসি শয়তানের পক্ষ থেকে	২০৩
অট্টহাসি গুনাহ্ নয়	২০৩
হাসি কম, চুপ বেশি	২০৩
সাহাবীরা কি হাসতেন?	২০৪
কাউকে হাসতে দেখে পড়ার দো‘আ	২০৪
মুবাল্লিগরা ঘোষণার মাধ্যমে মসজিদে হাসতে নিষেধ করুন	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযে হাসার বিধান	২০৪
মুসলমান ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসি দেওয়াও সদকা	২০৫
ধন সম্পর্কিত সদকার সংজ্ঞা	২০৫
গোপন রোগ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল!	২০৬
দো'আ কবুলে বিলম্ব হওয়াতে ঘাবড়াবেন না!	২০৭
দো'আ কবুল হওয়ার উপায়	২০৭
অকেজো কিডনীর চিকিৎসা হয়ে গেল	২০৮
দুটি নেশা	২০৮
শিক্ষিতের মুর্খতা	২০৯
পূর্ববর্তীদের ন্যায় প্রতিদান	২০৯
কোন মুবাল্লিগ সাহাবীর সমপর্যায়ের হতেই পারেন না	২১০
ইসলামের ভালোবাসা অন্তর হতে দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণ	২১১
দুনিয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানসম্পর্কিত মাদানী ফুল	২১২
দুনিয়া হল খেল-তামাশা	২১২
'দুনিয়া' শব্দের অর্থ	২১৩
দুনিয়া কী?	২১৩
কোন্ প্রকারের দুনিয়া ভাল, কোন্ প্রকারের দুনিয়া নিন্দনীয়?	২১৩
দুনিয়ার কোন্ কাজটি আল্লাহ্‌র জন্য, আর কোন্‌টি নয়?	২১৪
দুনিয়াদারের পরিচিতি	২১৪
দুনিয়াবী বস্তুসামগ্রীর স্বাদ গ্রহণের আশ্চর্যজনক বাস্তবতা	২১৪
ইবলিশের কন্যা	২১৫
নীল চোখ বিশিষ্ট বীভৎস বুড়ী	২১৫
দুনিয়া স্বাদময় তরুতাজা	২১৫
দুনিয়ার তিনটি উত্তম কাজ	২১৬
চারটি বিষয় ব্যতীত দুনিয়া অভিশপ্ত	২১৬
দুনিয়া মাছির ডানায় চেয়েও অধিকতর তুচ্ছ	২১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অমুসলিমদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাময়িক	২১৮
মৃত ছাগল	২১৯
দুইজন মৎস্য-শিকারীর ঘটনা	২১৯
নাফরমানদের বেলায় পছন্দের বস্তু অর্জিত হওয়া একটি অশনি সংকেত মাত্র	২২০
তাৎক্ষণিক শাস্তির হিকমত	২২০
মুবাল্লিগেরও গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেল	২২১
যে কান্না করে তার কাজ হয়	২২২
কান্না করার ফযীলত	২২২
কান্নাকাটি করা লোকদের সদকায় কান্নাকাটি না করা লোকের গুনাহ ক্ষমা	২২৩
মাছির মাথা পরিমাণ অশ্রু	২২৩
এক মাইল দূর পর্যন্ত বুকের ভেতরের কান্নার আওয়াজ শোনা যেত!	২২৪
প্রিয় নবীর পরবর্তী মর্যাদা কার?	২২৪
পাথর আর বৃক্ষও কান্না শুরু করে দিত	২২৪
জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ঘাঁটি রয়েছে	২২৫
চোখের পানির প্রত্যেকটি ফোঁটা হতে একটি করে ফেরেশতার জন্ম	২২৫
ক্রন্দনশীল লোক কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না	২২৬
আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনশীল ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে	২২৬
যদি আপনি নাজাত চান, তবে ...	২২৬
মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল	২২৭
বৃষ্টির পানি দিয়ে রোগের চিকিৎসা	২২৭
আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্না করা সুন্নাত	২২৮
কান্না কান্না ভাব কর	২২৯
মাথা আর দাঁড়িতে আটা ছিটিয়ে দেবার অভিনব অছিয়ত	২২৯
সাদা চুল কিয়ামতের দিন নূর হবে	২৩০
অশ্রু না মোছার ফযীলত	২৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গৃহাভ্যন্তরে গোপনে কান্না করা ভাল	২৩০	মৃত্যুবরণ করা কুমার-কুমারীদের বিবাহ	২৪১
চোখের পানি দাঁড়ি দিয়ে মুছে নিতেন	২৩১	জান্নাতী মহিলারা উত্তম না হুরেরা?	২৪১
কান্না না এলে চেষ্টা করে হলেও কাঁদবে	২৩১	পৃথিবীতে যে মহিলার কয়েকজনস্বামী ছিল বেহেশতে সে কার সাথে থাকবে?	২৪২
এক ফোঁটা চোখের পানি দিয়ে, আল্লাহ্ আগুনের বহু সাগর নিভিয়ে দিবেন	২৩১	লোকজনের উপকার করা	২৪৩
এক ফোঁটা চোখের পানি, এক হাজার দীনার সদকা করার চেয়েও উত্তম	২৩২	ডাকাতদল বাসের সবাইকে ডাকাতি করল, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিল	২৪৩
মাটিতে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দুর ফযীলত	২৩২	ডাকাত থেকে বাঁচার রহস্য	২৪৪
আল্লাহ্র ভয়ে বের হওয়া অশ্রুবিন্দু হুরেরা মুখে মেখে নিল	২৩২	সকাল-সন্ধ্যার পরিচয়	২৪৫
		লোকজন নাফরমানদের ঘৃণা করে থাকে	২৪৫
গুনাহ্ করা সত্ত্বেও আনন্দে থাকা, জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে	২৩২	মানবতার সব চেয়ে বড় সেবা কী?	২৪৬
		সমগ্র দুনিয়া হতেও শ্রেষ্ঠ	২৪৭
নির্ভয়ে গুনাহ করা খুব জঘন্য বিষয়	২৩৩	লাল উট থেকেও শ্রেষ্ঠ	২৪৭
...তা হলে হাসতে কম, কান্না করতে বেশি	২৩৩	লাল উট দ্বারা কী উদ্দেশ্য	২৪৭
হে হেসে হেসে গুনাহ্কারী!	২৩৩	১২ মাস মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করার কারণে ক্যান্সার রোগ নির্মূল হয়ে যায়	২৪৮
অন্তর-গলানো দো'আ কোথা হতে কোথায় পৌঁছে দিল!	২৩৪	ক্যান্সারসহ যে কোন রোগের মাদানী চিকিৎসা	২৪৯
হৃদয় কাপাঁনো এক বাস্তব ঘটনা	২৩৬	গুনাহের ৬টি চিকিৎসা	২৪৯
আল্লাহ্কে ভয় না করা সব চেয়ে বড় গুনাহ্	২৩৭	আল্লাহ্ তা'আলা দেখছেন	২৫১
গুনাহের বিষয়ে নেককার ও বদকারের স্ব-স্ব দৃষ্টি ভঙ্গি	২৩৭	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের ফিত্না থেকে বাঁচুন	২৫২
রেইচ ও বানর-নাচ দেখা হারাম	২৩৭	আমরাদের সাথে একাকী অবস্থান করা বিপজ্জনক	২৫৩
জনসমক্ষে নেককারের অভিনয় করা লোকের কবরের অবস্থা	২৩৮	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, মহিলাদের চেয়েও বিপজ্জনক	২৫৩
গুনাহের কারণে অনুশোচনা করার নামই তাওবা	২৩৯	(আমরদ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুদর্শণ ছেলের সাথে ১৭টি শয়তান	২৫৩
অনুশোচনার ব্যাখ্যা	২৪০	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের সাথে একা অবস্থান করা জায়েয হওয়ার দিকগুলো	২৫৩
সত্তর হাজার বাঁদীদের সাথে চলাফেরাকারী হুর	২৪০	মনোবৃত্তির প্রভাব	২৫৪
		নেকীর দাওয়াতের ১১টি মাদানী ফুল	২৫৪
হুরদের সম্পর্কে নবী পাকের তিনটি বাণী	২৪০	রাস্তায় বসার হক সমূহ	২৫৫
পুরুষদের জন্য তো হুর হবে, বেহেশতী মহিলাদের জন্য কিসের ব্যবস্থা থাকবে?	২৪১	কিয়ামত দিবসে এদিক-ওদিক দৃষ্টি দেওয়ারও হিসাব হবে	২৫৫
জান্নাতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহ	২৪১		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দৃষ্টিকে হিফাজত করার কুরআনী আদেশ	২৫৬	ইনফিরাদি কৌশিশের ১৫টি নিয়্যত	২৭০
চক্ষুগুলোতে আগুন ঢেলে দেওয়া হবে	২৫৬	মুবাল্লিগদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	২৭১
দৃষ্টিদান সম্পর্কে ৪টি বরকতময় হাদীস	২৫৭	বিরামহীন ইনফিরাদি কৌশিশের সুফল	২৭১
দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও	২৫৭	পবিত্র আয়াতটির তাফসীর	২৭৪
সাবধানে দৃষ্টি দিবেন	২৫৭	সব চেয়ে প্রিয় আমল	২৭৫
দৃষ্টিকে হিফাজত করার ফযীলত		হে কাবা! তোমার পরিবেশটাই যে কী চমৎকার!	২৭৫
ইবলিশের বিষাক্ত তীর	২৫৭	জাহান্নামের হৃদয়বিদারক অবস্থা	২৭৬
মহিলাদের চাদরও দেখবেন না	২৫৮	চুপ থাকার চেয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া উত্তম	২৭৭
কথাবার্তা বলার সময় দৃষ্টি কোথায় হওয়া উচিত?	২৫৮	সাওয়াব লাভের আশা	২৭৭
মাদানী চ্যানেল দেখে প্রভাবিত হয়ে ১২ জনের ইসলাম গ্রহণ	২৫৮	কবরে আলোর পাথেয়	২৭৮
রাসুলে পাকের দৃষ্টি মোবারকের অবস্থা	২৬০	আল্লাহ্ তা'আলা চান তো মুবাল্লিগদের কবরগুলো ঝলমল করতে থাকবে	২৭৮
চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে	২৬১	রোগী, চিকিৎসক হয়ে গেল	২৭৯
আমি ছিলাম T.B. রোগী	২৬১	পৈতা কাকে বলে?	২৭৯
রাস্তার দ্বিতীয় হক হল, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা	২৬৩	খলীফা সোলায়মান কান্নায় ঢলে পড়লেন	২৮০
কাঁটাযুক্ত ডালপালা সরিয়ে নেয়া ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে গেল	২৬৩	অধীনস্থদের ব্যাপারে সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে	২৮০
রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়ার সাওয়াব	২৬৪	নেতৃত্ব পাওয়াতে কান্না	২৮১
রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তুসমূহের পরিচিতি	২৬৪	আঙ্গুর ভক্ষণেও ভয়	২৮১
রাস্তার তৃতীয় হক হল, 'সালামের জবাব দেওয়া'	২৬৫	আঙ্গুরের হিসাব, আখিরাতের ভয়	২৮২
১০০ টির মধ্যে ৯০টি রহমত সে ব্যক্তিই পেয়ে থাকে যে ...	২৬৫	আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে ৩টি হাদীস	২৮২
'সালাম' এর ১১টি মাদানী ফুল	২৬৬	নেয়ামতের দুইটি প্রকার এবং আখিরাতের জিজ্ঞাসাবাদ	২৮৩
হাত মিলানোর ১৪টি মাদানী ফুল	২৬৭	আহ্! কত উন্নতমানের খাবার!	২৮৩
অপরিচিতা মহিলার সাথে হাত মিলানোর শাস্তি	২৬৮	সম্পদ-ভক্ষণে লোভীরা একটু ভাবুন	২৮৪
রাস্তার চতুর্থ হক হল, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া	২৬৯	মৃত্যুকালীন কঠোর পরিস্থিতির নমুনা	২৮৪
ইনফিরাদি কৌশিশই 'নেকীর দাওয়াত' এর প্রাণ	২৬৯	নেয়ামতের হিসাব নেওয়া সম্পর্কিত ৯টি হৃদয় কাঁপানো হাদীস	২৮৫
		যত সম্পদ তত আপদ	২৮৬
		১২ বৎসর যাবৎ হিসাব-নিকাশ	২৮৬
		সাহাবাদের মধ্য হতে সব চাইতে সম্পদশালী সাহাবীর কিয়ামতের দিনে হিসাব-নিকাশের অবস্থা	২৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পদশালীদের জন্য ভাবনার বিষয়	২৮৮
ধন-সম্পদ সম্পর্কিত ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ	২৮৮
আহত হৃদয়ের বুজর্গ ব্যক্তি	২৯০
একজন নেককার বান্দার কারণে আশ-পাশের ১০০টি ঘর হতে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়	২৯২
তিনটি মাদানী ফিস	২৯৩
হাশরের ভয়াবহ দৃশ্য	২৯৫
জন্ম না নেওয়াটা বাস্তবেই ঈর্ষণীয়	২৯৬
হায়! আমি যদি পৃথিবীতে জন্মই না নিতাম!	২৯৬
যদি বাম হাতে আমলনামা মিলে তখন কী হবে!	২৯৭
ফারূক ও মোশতাকের মাজারের মাদানী বাহার	২৯৮
আপন মাজারে ছাবিত বুনানীর নামায পড়া	২৯৯
নবীগণ আপন কবরে নামায পড়ে থাকেন	২৯৯
রওজায়ে আনওয়ার হতে আযান ও ইকামতের ধ্বনি	৩০০
মুমিনদের ‘ফেরাসত’ বা অন্তদৃষ্টিকে ভয় কর	৩০০
আল্লাহ্ তা‘আলা আপন ওলীদেরকে ইলমে গাইব দান করেন	৩০১
ফেরাসতের (অন্তরদৃষ্টির) সংজ্ঞা	৩০২
আমার বন্ধুর স্বপ্ন	৩০২
এক আঘাতেই উহুদের ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে যায়	৩০৪
উল্লেখিত হাদিস শরীফ দিয়ে ইলমে গাইব সাব্যস্ত হয়	৩০৪
গাইব এর পরিচিতি	৩০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইলমে গাইব সম্পর্কে ইসলামী মনীষীগণের বাণী	৩০৫
লওহে মাহফুজ সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান	৩০৬
লওহে মাহফুজ কোথায়	৩০৭
লওহে মাহফুজ শ্বেত (সাদা) মুক্তা দিয়ে তৈরি	৩০৭
লওহে মাহফুজে সর্বপ্রথম কী লিপিবদ্ধ করা হয়	৩০৭
তোমরা নফসের পেছনে লেগে গেছ	৩০৭
কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে	৩০৮
‘لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ’র সাক্ষ্য দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে	৩০৮
জান্নাতের অধিকারী কে?	৩০৮
পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ	৩০৮
প্রথম ভাবনাতেই কেন বের হলে না?	৩০৯
ওফাতের পরেও নেকীর দাওয়াত	৩১০
এক হাজার রাকাত নামায হতেও শ্রেয়	৩১০
ব্যাঙ আর ইঁদুরের বন্ধুত্ব	৩১১
এক হাদীস বর্ণনাকারী মুবাল্লিগের ঘটনা	৩১২
সবুজ পোশাকে মরহুম আব্বাজান হাসছিলেন	৩১২
স্বপ্নের মাধ্যমে কি নির্ভরযোগ্য ইল্‌ম অর্জিত হয়?	৩১৩
স্বপ্নে মদ পান করার হুকুম দিল? না কি নিষেধ করল?	৩১৪
এক যুবককে যখন ওজুতে ভুল করতে দেখেন	৩১৪
অযথা দোষ না খুঁজে সংশোধনের চেষ্টা করুন	৩১৫
ওজুর নিয়ম (হানাফী)	৩১৬
ওজুর অবশিষ্ট পানিতে ৭০টি রোগের আরোগ্য	৩১৮
জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়	৩১৮
দৃষ্টিশক্তি কখনও দুর্বল হবে না	৩১৯
ওজুর পর তিন বার সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত	৩১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওজুর পরে পাঠ করার দো'আ	৩১৯
ওজুর পরে এই দো'আটিও পড়ে নিন	৩১৯
৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পসম্বার	৩১৯
গুনাহ্ থেকে নিষেধ করা কখন ফরজ?	৩২৩
ইমাম আযম গুনাহ্ দেখতে পেতেন!	৩২৪
জেনে-শুনে কারও দোষ-ত্রুটি খুঁজতে থাকা কেমন?	৩২৪
আলেমদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা দুই কারণে হারাম	৩২৫
দোষ-ত্রুটি গোপন করা সম্পর্কে হুযুর ﷺ এর তিনটি বাণী	৩২৫
দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করার ৫৯টি উদাহরণ	৩২৬
মিষ্টি কথায় মনের দুনিয়াটি পাল্টে দিল	৩২৮
বিনয়ের গুরুত্ব	৩২৯
ফেরাউনের প্রতি নেকির দাওয়াত পৌঁছানোর সময় বিনয়ের আদেশ	৩৩০
মদ্যপায়ীকে পুলিশে দেয়া কেমন?	৩৩০
(১) মদ আপনা আপনি সির্কায় পরিণত হয়ে গেল! কীভাবে?	৩৩১
(২) শরাবী যুবক বেলায়তের মর্যাদায়!	৩৩১
স্বর্ণের আংটি ব্যবহারকারীর সংশোধন	৩৩৩
হায়! আমরাও যদি গুনাহ্ হতে পরিত্রাণদাতা হতে পারতাম!	৩৩৪
(১) স্বর্ণের আংটি ... আগুনের কয়লা	৩৩৪
(২) দেব-দেবী ও জাহান্নামীদের অলংকার	৩৩৪
আংটি সম্পর্কিত ১৯টি মাদানী ফুল	৩৩৫
জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেল	৩৩৬
আমরা দুনিয়াতে কেন এলাম?	৩৩৮
মসজিদে যখন দ্রুত বেগে হাটা-চলা করাও নিষেধ তখন	৩৩৯
মসজিদে মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ রাখুন	৩৩৯
মসজিদ সম্পর্কিত ১৯টি মাদানী ফুল	৩৪০
ক্যান্সার রোগ ভাল হয়ে গেল	৩৪৩
মাদানী কাফেলার অসুস্থ মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে ৫টি মাদানী ফুল	৩৪৩
প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে	৩৪৫
অমুসলিম থেকে চিকিৎসা করানোর শিক্ষনীয় এক কাহিনী	৩৪৬
রোগ ভাল হওয়া না হওয়ার রহস্য	৩৪৭
ক্যান্সার রোগের রূহানী চিকিৎসা	৩৪৭
ডান হাতে পান করুন, কেননা এটা সুন্নাত	৩৪৮
বাম হাতে পানাহার করা ও আদান-প্রদান করা শয়তানের রীতি	৩৪৯
যে কোন কাজে বাম হাত কেন?	৩৪৯
মাতা-পিতার বাধ্য হয়ে গেল	৩৫০
উল্লেখিত মাদানী বাহারের অর্ন্তভুক্ত নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল	৩৫২
মায়ের দো'আয় সন্তানের কালেমা নসীব হয়ে গেল	৩৫২
মৃত্যুকালে কালেমা শরীফ পাঠকারী জান্নাতী	৩৫৩
কলেমা পাঠকারীর ঘটনা	৩৫৩
মকবুল হজ্বের সাওয়াব	৩৫৩
মা-কে একাকী ফেলে রাখা লোকের শিক্ষণীয় মৃত্যু	৩৫৪
শিশুকালে মাও তো সন্তানদের মল-মূত্র সহ্য করে থাকে	৩৫৫
মৃত্যু যন্ত্রণায় ভয়ানক চিৎকার কারী যুবক	৩৫৬
মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে বোবা হয়ে গেল	৩৫৬
মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের ইবাদত কবুল হয় না	৩৫৬
গাধার ন্যায় মানুষের মৃতদেহ	৩৫৭
মায়ের সাথে অভদ্রতাকারীকে মাটি জীবিত গিলে ফেলে	৩৫৭
তাওবা! তাওবা!!	৩৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আগুনের ডালে ঝুলন্ত ব্যক্তি	৩৫৮	আমি গুনাহের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলাম	৩৭৫
বৃষ্টির ফোঁটার মত আগুনের কয়লা	৩৫৮	ইনফিরাদী কৌশিশ করা সুন্নাত	৩৭৬
কবর পাঁজরের হাঁড়গুলো ভেঙ্গেদেয়	৩৫৯	মাদানী ব্যাগ আর রিসালা বিতরণ	৩৭৭
পায়ে পড়ে মা-বাবা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন	৩৫৯	আযাব নাযিল হওয়ার কারণ	৩৭৭
মায়ের বদ দো'আর কারণে পা কাটা গেল	৩৫৯	নেককারও আযাবের শিকার	৩৭৮
মা-বাবার প্রিয় সন্তানের উপর চিকিৎসাজনিত প্রভাব	৩৬০	সামাজিক দুরাবস্থার কারণে মর্মাহত হওয়াটা ঈমানের দাবি	৩৭৯
বৃদ্ধাশ্রম এবং এক অতিশয় বৃদ্ধা	৩৬০	নেককার ব্যক্তিদের ধ্বংসের কারণ	৩৭৯
বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানরত দুইজন পাকিস্তানী বৃদ্ধের আকুল আবেদন	৩৬২	মনে মনে খারাপ জানুন	৩৮০
মাকে কাঁধে করে নিয়ে উত্তপ্ত পাথরে ছয় মাইল ...	৩৬২	আমরা কি মনে মনে খারাপ জানি?	৩৮০
গর্ভধারণের কষ্ট	৩৬৩	তিন মদ্যপায়ী সহোদর মাদানী পরিবেশে এসে গেল!	৩৮১
ড্রাইভারের জীবন বাঁচল	৩৬৩	উক্ত মাদানী বাহারের আলোকে নেকীর দাওয়াত	৩৮২
সুন্নাতেভরা ইজতিমায় রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে	৩৬৪	জাদু সম্পর্কে...	৩৮৩
যিকির কাকে বলে?	৩৬৫	জাদু ও জিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কুফর	৩৮৩
নেকীর দাওয়াত না দেওয়ার ক্ষতি সমুহ	৩৬৭	মালেক বিন দীনার رحمة الله تعالى عليه এর উৎকণ্ঠা	৩৮৩
দরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কিত ঘটনা	৩৬৭	অগ্নিপূজারী প্রতিবেশী মুসলমান হয়ে গেল	৩৮৩
দরূদ শরীফের ঘটনার ভিত্তিতে 'সুপারিশ' সম্পর্কিত মাদানী ফুল	৩৬৭	আমি আগুনের মাঝে পুরো ২০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম!	৩৮৫
ওলামায়ে কিরামগণ সুপারিশ করবেন	৩৬৭	হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল	৩৮৭
যেসব আয়াতে শাফাআতের অস্বীকৃতি রয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা	৩৬৮	মাদানী বাহারের আলোকে সৎকাজ সম্পর্কে নেকীর দাওয়াত	৩৮৮
পবিত্র কুরআন দ্বারা সুপারিশের প্রমাণ	৩৬৮	দুইটি ফরমানে মুস্তাফা ﷺ	৩৮৮
কারা কারা শাফাআত করবেন?	৩৬৯	গুনাহ্ মুছে ফেলার উপায়	৩৮৮
৮ প্রকারের শাফাআত	৩৭০	তওবা করার মনোভাব নিয়ে গুনাহ্ করা কুফর	৩৮৯
শাফাআতের আশায় গুনাহ্ সম্পাদন কারী কেমন?	৩৭২	প্রতিবেশীদেরকে অসৎকাজে বাধা না দেওয়ার আপদ	৩৮৯
জাহাজের মুসাফির	৩৭৩	কিয়ামতের দিন প্রতিবেশীরা অভিযোগ করবে	৩৮৯
গুনাহের ভয়াবহতা অন্যদেরকেও ঘিরে পেলে	৩৭৩	বে-নামাযী প্রতিবেশীকে নামাযের দাওয়াত দিন	৩৯০
চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা!	৩৭২		
গুনাহের পাঁচটি পার্থিব ক্ষতি	৩৭৪		
দো'আ কবুল হবে না	৩৭৪		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমামের উচিত মুক্তাদীদের তদারকী করা	৩৯০	পরিবারবর্গকে দোযখ থেকে কীভাবে রক্ষা করবেন	৪০৪
‘ফারূকে আযম’ ফজর নামাযে অনুপস্থিতদের খোঁজ-খবর নিলেন	৩৯০	সন্তানের আমল নামা পেশ	৪০৪
জিকির ও নাত মাহফিলের কারণে যেন জামাআত ছুটে না যায়	৩৯১	নাচকে জায়েয বলা কেমন?	৪০৫
নামাযের সময় ঘুমুতে যাওয়া লোকদের মাথা ফাটানোর শাস্তি	৩৯১	নেকীর দাওয়াতকে বর্জণকারী ব্যক্তি হুজুর ﷺ এর পথে নেই	৪০৬
সিনেমার ২০০০টি ভিসিডি ভেঙ্গে ফেললেন	৩৯২	নেকীর দাওয়াত দেওয়া কেবল আলেমদের উপরই নয় বরং সাধারণ লোকদের উপরও বাধ্যতামূলক	৪০৬
নেককার বান্দাদের শান-মান	৩৯৩		
হযরত বারা বিন মালেক رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنۡہُ এর দো‘আ কবুল হওয়ার ঘটনা	৩৯৩	গ্রাম্য লোকটি যখন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল ...	৪০৬
গায়ক কীভাবে মুহাদ্দিস হয়ে যায়!	৩৯৪	নেকীর দাওয়াতে নম্রতা অবলম্বন করা আবশ্যক	৪০৭
গান-বাজনার প্রতি তিরষ্কারমূলক চারটি বর্ণনা	৩৯৫	প্রস্রাব করতে করতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি সমূহ	৪০৭
গান প্রেমিকের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি	৩৯৬	দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সুন্নাত নয়	৪০৭
লাশের স্তুপ	৩৯৬	দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার ক্ষতি সমূহ	৪০৮
মিউজিক কি বাস্তবেই আত্মার খোরাক?	৩৯৭	প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে না বাঁচার শাস্তি	৪০৮
কণ্ঠশিল্পী ও কম্যাডিয়ানদের খেদমতে মাদানী আবেদন	৩৯৮	আকা ﷺ এর ‘ইলমে গাইব’ রয়েছে	৪০৯
নৃত্য প্রশিক্ষকের তাওবা	৩৯৯	মদ্যপায়ীকে ইনফিরাদী কৌশিশ করার সুফল	৪০৯
দরূদ সালামের প্রতি আমার ভালবাসা ছিল	৩৯৯	আমি তাকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম...	৪১০
মরহুম মাতা-পিতা আগুনের মাঝে ছিলেন	৩৯৯		
দাতার দরবারে দয়া আর দয়া	৪০০	মুবাল্লিগরা জুমায় বয়ান করুন	৪১২
আমি যখন মাদানী কাফেলায় সফর করলাম ...	৪০০	প্রতি দুই মিনিটে তিনটি আত্মহত্যা	৪১২
		আত্মহত্যার মাধ্যমে কি জীবন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?	৪১৩
আমি ঈমানোদ্দীপক স্বপ্ন দেখলাম	৪০০	আগুনে শাস্তি	৪১৩
লৌহদণ্ড আমার বাহু বিদির্ণ করে ফেলল!	৪০১	একই হাতিয়ার দিয়ে শাস্তি	৪১৩
আমি মাদানী মারকাযে বিভিন্ন কোর্স করেছি	৪০১	শ্বাসরুদ্ধ করার শাস্তি	৪১৩
আমার প্যান্ট-শার্ট পরিহিত মর্ডাণ স্ত্রী	৪০২	শূণ্য থলে	৪১৩
মাদানী মারকাযে ইতিকাফ করলাম তো রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেল	৪০২	অন্তর ‘অন্ধ’ ও ‘অধোমুখী’ হওয়ার মর্ম	৪১৪
		ক্ষমা মিলবে না?	৪১৫
মাদানী বাহারের মাধ্যমে মাদানী বাহার	৪০২	অসৎকাজ থেকে বারণ কর, নচেৎ ...	৪১৫
উল্লেখিত মাদানী বাহারটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাদানী ফুল	৪০৩	স্ত্রীর ইনফিরাদী কৌশিশে মাদানী পরিবেশ মিলে গেল	৪১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নম্রতা ও ভালবাসাই হল মাদানী হাতিয়ার	৪১৭	ইবাদতখানায় গান-বাজনা	৪৩৮
বিয়ে করার ফজিলতের উপর ৪ টি হাদীস মোবারক	৪১৭	কূফার জামে মসজিদে জুমা হয় না!	৪৩৯
বিয়ে সম্পর্কে সিদ্দীকে আকবরের বাণী	৪১৯	সবাই দাঁড়ি মুন্ডানো	৪৩৯
গোত্রসহ মুসলমান হয়ে গেল	৪১৯	শাহাদাতের খুশিতে মহিলাদের আনন্দ-নৃত্য	৪৩৯
প্রভাবশালীদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করার গুরুত্ব	৪২১	কুরতুবার জামে মসজিদে নামাযের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে	৪৪০
‘সগে মদীনা’(লিখক) ও প্রভাবশালী ব্যক্তি	৪২২	১৮ বৎসরের কম বয়সীদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ	৪৪০
মাদানী কাফেলায় প্রভাবশালীদের থেকে সেবা নেওয়ার পদ্ধতি	৪২৩	মসজিদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হচ্ছে!	৪৪১
যিম্মাদাররাও মাদানী কাফেলায় সফর কারীদের দেখাশুনা করুন	৪২৩	‘মসজিদ ভরো সংগঠন’ চালান!	৪৪১
মাদানী কাফেলা হতে ফিরে আসা লোকদের উদ্দেশ্যে ‘সংবর্ধনা অনুষ্ঠান’	৪২৪	ইনফিরাদি কৌশিশের বরকত	৪৪২
মাদানী কাফেলায় খেদমত করার হিকমত	৪২৪	পাকিস্তানের মুহাদ্দিসে আযমের ইনফিরাদি কৌশিশ	৪৪৩
লোকজন আমাদের কথা শুনে না!	৪২৬	মৃত্যুর পূর্বে ঘরের লোকেরা যুবকের দাঁড়ি কেটে নিল!	৪৪৪
বিরোধীদের মধ্যে আমি কিভাবে মাদানী কাজ করব ?	৪২৮	মুসলমান নামধারীদের সুন্নাত হতে দূরত্ব	৪৪৫
‘তালুত’ ও ‘জালুতে’র কুরআনী কাহিনী	৪২৮	মাদানী পরিবেশ থেকে বাধা দেওয়ার ফলে হিরোইঞ্চি হয়ে গেল, পিতা আফসোস করতে লাগল	৪৪৫
বাদশাহের গুনাহের সমপরিমাণ দোযখে ঢুকবে	৪৩০		
অত্যাচারীর মুখ দেখলে অন্তর কালো হয়ে যায়	৪৩০	সন্তান-সন্ততিদের সঠিক শিক্ষা দিন, নয়তো আফসোস করবেন	৪৪৬
ভারতের ‘মুফতিয়ে আযম’ প্রশাসনিক লোকজন থেকে দূরে থাকতেন	৪৩১	গুনাহে লিপ্ত হওয়ায় মাতা-পিতার ছাড়!	৪৪৭
		ছেলেও কি কখনও পিতাকে মারে?	৪৪৮
আব্বাজানের ইনফিরাদি কৌশিশে ঘরে মাদানী পরিবেশ গড়ে ওঠে	৪৩১	কিয়ামতের দিন প্রহারের কারণে পিতার চামড়া-মাংস খসে যাবে	৪৪৯
মাদানী চ্যানেল	৪৩২	যে পরিবার-পরিজনের কারণে মাদানী পরিবেশ ত্যাগ করল	৪৪৯
যখন আমার মাদানী চ্যানেল দেখার সৌভাগ্য হল	৪৩৪	পরে যেতে যেতে সামলে নিল	৪৫০
বনী ইসরাঈলদের ধ্বংসের কারণ	৪৩৫	মৃত্যুর পরের ভয়ানক দৃশ্য	৪৫১
ধর্মের দু’টি অংশই নষ্ট করে দিল	৪৩৭	দাঁড়ি মুন্ডাতেই মৃত্যু	৪৫৩
বেচারা মুসলমান!	৪৩৭	দাঁড়ি-মুন্ডানোদের ব্যাপারে হুযুর ﷺএর ঘৃণাভরা এক শিক্ষণীয় ঘটনা	৪৫৩
সন্তানদের সুন্নাত শিক্ষা দিন, না হয় আফসোস করবেন	৪৩৭		
ইরাকের মুসলমানদের হৃদয়-বিদারক কাহিনী	৪৩৮	কিয়ামতের হৃদয়-কাঁপানো দৃশ্য	৪৫৪
		যদি আক্বা মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে..!	৪৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুর পূর্বে দুর্ভাগ্য	৪৫৬
ফ্যাশন-পুজারীদের সঙ্গদোষ!	৪৫৬
কেবল প্রিয় নবী ﷺ এর পছন্দের দাঁড়িই রাখবে	৪৫৭
দাঁড়ি মুণ্ডানোর ৩০টি দুর্ভাগ্য	৪৫৭
আমি খুবই বিপথগামী চরিত্রের ছিলাম	৪৫৮
দাওয়াতে ইসলামীর জামেয়া সমূহ ও মাদ্রাসা সমূহের সংখ্যা	৪৫৯
পবিত্র কুরআন-শিক্ষা সম্পর্কে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	৪৬০
ফ্যাশন-পূজারীরাই কি সম্মানিত?	৪৬১
পৃথিবীর ভালবাসাই সকল গুনাহের মূল	৪৬১
ঘৃণারপাত্র, কীভাবে প্রিয়পাত্র হয়ে গেল?	৪৬২
পরিবার-পরিজনকে নেকীর দাওয়াতের প্রতি উৎসাহ	৪৬৩
আল্লাহ্-ভীতির ঈমানোদ্দীপক ঘটনা	৪৬৪
আযাব হতে কীভাবে বাঁচাবেন?	৪৬৫
পরিবার-পরিবারকে সৎকাজের শিক্ষা দাও	৪৬৫
প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সংশোধন সম্পর্কে আলা হযরতের ফতোয়া	৪৬৫
জাহান্নামের পরিচয়	৪৬৬
জিবরাঈলের ভাষায় জাহান্নামের হৃদয়-বিদারক কাহিনী	৪৬৬
আফসোস! আমাদের মন কাঁপে না!	৪৬৮
রাতের একাকীত্বে আয়াত শুনে ওফাত	৪৬৮
পরিবার-পরিজনকেও নেকীর দাওয়াত দিন	৪৭০
বাচ্চাদেরকে সর্ব প্রথম ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দিন	৪৭০
সন্তানকে দান ও উদারতার শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব	৪৭১
নিঃসন্তান যখন সন্তান পেল!	৪৭১
সন্তানেচ্ছুদের নিকট নেকীর দাওয়াত	৪৭১
একজন আলিম পিতার শিক্ষণীয় পরিণতি	৪৭৩
পেন্সিল চুরি থেকে ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত	৪৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি কিছুই না!	৪৭৪
পিতাকে পোড়াঁনোর জন্য কাঠ-খড় নিয়ে আসি	৪৭৪
ঈছালে সওয়াবের অপেক্ষা!	৪৭৬
আমাকে আমার বাবাই ধ্বংস করে দিল!	৪৭৬
প্রকৃত মাদানী মুন্নার আল্লাহ্-ভীতি	৪৭৭
দ্বীনি বিষয়াদিতে সাহস ভঙ্গকারী মাতা-পিতার আক্ষেপ	৪৭৮
সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ফযীলত	৪৭৯
অলস যুবক	৪৭৯
এই মাদানী বাহারটির আলোকে নেকীর দাওয়াত	৪৮০
কালেমায়ে তাইয়্যেবা উপকারে আসবে, যে পর্যন্ত ...	৪৮১
ইসলামের ৮টি অংশ	৪৮১
দুনিয়াতেও শাস্তি হবে	৪৮১
আখিরাতেও সাজা হবে দুনিয়াতেও সাজা হবে	৪৮২
আপনাদের হৃদয় কাঁপে না!	৪৮২
মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব	৪৮৩
কবরের হৃদয়-কাঁপানো নেকীর দাওয়াত	৪৮৩
সম্মানিতকে অপমানিত করা হয়	৪৮৫
কান কাটা বধির	৪৮৫
গুনাহ থেকে নিষেধ না করা কখন গুনাহ্	৪৮৫
সোনার আংটি পুরুষদের জন্য হারাম	৪৮৬
বানর ও শুকরের আকৃতি	৪৮৬
বানর আর শুকরের মত চেহারা	৪৮৭
চেহারার ব্রণ ও মেছতা তো আজ ভাবিয়ে তুলছে কিন্তু....	৪৮৭
আমার অন্ধকারে আলোর কিরণ পড়েছে	৪৮৭
দরসের ২২টি মাদানী ফুল	৪৯১
দরস দেওয়ার পদ্ধতি	৪৯৩
তথ্যসূত্র	৪৯৬

নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

ক্ষমা পূর্ণ ইজতিমা

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে মদীনা, সুরুরে সিনা, হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: “**আল্লাহ্ তা'আলার** কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছে। যখন তারা যিকিরের মাহফিল সমূহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন একে অপরকে বলে, এখানে বস। যখন যিকিরকারীরা দো'আ করে তখন ফিরিশতারা ও তাদের দো'আর সাথে আমিন (অর্থাৎ কবুল হোক) বলে। যখন তারা নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করে, তখন ঐ ফিরিশতারা ও তাদের সাথে দরূদ প্রেরণ করে। যতক্ষণ তারা এদিক সেদিক চলে না যায়, আর ফিরিশতারা একে অপরকে বলে যে, এ সৌভাগ্যবানদের জন্য সু-সংবাদ, তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।”

(জামউল জাওয়ামে লিস্ সূয়ুতী, ৩য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭৫)

মসজিদ আবাদ (মুসল্লী দ্বারা ভরপুর) করার ৩টি ফযীলত

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! যিকির ও দরূদের মাহফিল সমূহের কি অপূর্ব শান! মনে রাখবেন! সুন্নাতেভরা ইজতিমা সমূহ, দরসের মাদানী হালকা এবং ইজতিমায়ী যিকির ও না'ত ইত্যাদি ও যিকিরের মাহফিল। ঐ মুসলমান কতই সৌভাগ্যবান, যে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে এ রকম রহমত ভরা ইজতিমা সমূহে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে উঠে। তবে এরকম ক্ষমা ভরা ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য সবার নসীব হয় না, এটা শুধু সৌভাগ্যবানদেরই অংশ। সাধারণত দরস এবং বয়ান মসজিদ সমূহে হয়ে থাকে এবং মসজিদের ভিতর হওয়া মাদানী হালকা সমূহে বসা যেহেতু অনেক বেশি সাওয়াব অর্জনের কারণ, সেজন্য শয়তান মসজিদে মন লাগাতে দেয় না। মসজিদ পূর্ণ করার সংগঠন জারী রাখুন এবং মসজিদ সমূহকে বেশি বেশি আবাদ (মুসল্লী দ্বারা ভরপুর) করুন, আর শয়তান কে অকৃতকার্য এবং নিরাশ করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেনেঃ“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন মাকিল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেনঃ আমাদের বয়ান করা হতো যে, اَلْمَسْجِدُ حِصْنٌ حَصِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ অর্থাৎ-“মসজিদ শয়তান থেকে বাঁচার একটি শক্তিশালী কেল্লা বা দূর্গ।” (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা) আরও আগ্রহ বাড়ানোর জন্য মসজিদের ফজিলতের উপর বর্ণিত ৩টি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হলোঃ

(১) নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তা'আলার** ঘর গুলোকে আবাদকারীই হল প্রকৃত আল্লাহ্ওয়ালা। (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫০২) (২) যে মসজিদকে ভালবাসে **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁকে আপন মাহবুব তথা প্রিয় বানিয়ে নেন। (আল মুজামুল আওসাত, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩৮৩) (৩) যখন কোন বান্দা যিকির বা নামাযের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয়, তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন, যেমন; যখন কোন হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে, তখন তার ঘরের অধিবাসীরা তার উপর সন্তুষ্ট হয়। (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮০০)

ওহ্ সালামত রাহা কিয়ামত মে পড়লিয়ে জিছনে দিল ছে চার সালাম
মেরে পেয়ারে পে মেরে আক্বা পর মেরী জানিব ছে লাখ বার সালাম
মেরী বিগড়ী বানানে ওয়ালে পর
বেজ আয় মেরে কিরদগার সালাম

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ্ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। তিনি কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি আপন কুদরত দিয়ে এ দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এটাকে বিভিন্নভাবে সাজিয়েছেন এবং পরবর্তীতে দুনিয়াতে মানুষদেরকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** মানুষের হেদায়তের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসুলদেরকে عَلَیۡہِمُ السَّلَام প্রেরণ করেছেন। তিনি যদি চান তবে আম্বিয়া কিরামদেরকে عَلَیۡہِمُ السَّلَام ছাড়াও বিপথগামী মানুষের সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মর্জি কিছুটা এ রকম যে, আমার বান্দা **নেকীর দাওয়াত** প্রদান করে, আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করুক এবং আমার মহান দরবার থেকে উচ্চ মর্যাদাসমূহ অর্জন করুক। এমনকি **আল্লাহ্ তা'আলা** নিজের রাসুলগণ এবং নবীদের عَلَیۡہِمُ السَّلَام কে **নেকীর দাওয়াতের** জন্য প্রেরণ করতে থাকেন এবং সব শেষে নিজের **প্রিয় হাবীব, রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতকে অর্পন করেছেন যেন, নিজের এবং পরস্পরের মধ্যে সংশোধন করতে থাকে এবং **নেকীর দাওয়াতের** এই গুরুত্বপূর্ণ **আল্লাহ্র** নির্দেশকে পালন করে। এভাবে বর্তমানে দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমান আপন আপন স্থানে মুবাল্লিগ বা প্রচারক। এমনকি সে যে পর্যায়ে থাকুক না কেন, অর্থাৎ সে আলিম হোক কিংবা ছাত্র, মসজিদের ইমাম হোক বা মুয়াজ্জিন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমা উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পীর হোক বা মুরিদ, ব্যবসায়ী হোক বা ক্রেতা, মালিক হোক বা কর্মচারী, নেতা হোক বা শ্রমিক, রাজা হোক বা প্রজা। মোটকথা; যে যেখানেই থাকে, যেই কাজকর্ম করে, নিজের যোগ্যতানুসারে নিজের নিকটবর্তী এলাকার পরিবেশকে সুন্নাতেভরা পরিবেশ বানাতে চেষ্টা করুন এবং **নেকীর দাওয়াতের** মাদানী কাজ চালু রাখুন।

মে মুবাল্লিগ বনো সুন্নতো কা হুব চরচা করো সুন্নতো কা
ইয়া খোদা দরস দোঁ সুন্নতো কা হো করম বেহরে হাঁকে মদীনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনে পাকে নেকীর দাওয়াতের আদেশ

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় **নেকীর দাওয়াতের** প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। এমনকি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদকৃত পবিত্র কুরআন **'খাযাইনুল ইরফান সম্বলিত কান্‌যুল ঈমান'** এর ১২৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে।

প্রত্যেকে নিজের পদানুযায়ী নেকীর দাওয়াত দিন

বিখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **'তাফসিরে নঈমী'**তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: হে মুসলমানগণ! তোমরা সবাইকে এমন দল হওয়া উচিত অথবা এরকম সংগঠন হও অথবা এমন সংগঠিত হয়ে থাক, যা সমস্ত পথহারা মানুষদেরকে **নেকীর দাওয়াত** দেয়, কাফিরদের কে ঈমানের দাওয়াত দেয়, পাপীদেরকে তাকওয়ার, উদাসীনদেরকে চেতনার, অজ্ঞদেরকে জ্ঞান ও মারিফাতের, রুক্ষ-মেজাজীদেরকে ইশকের স্বাদ, ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত হওয়ার এবং ভাল কথা, ভাল আক্বিদা তথা বিশ্বাস, ভাল কার্যাবলীকে মুখে করা, কলম তথা লিখনী, আমলী শক্তি দ্বারা নম্রতা দ্বারা, (এবং রাজা নিজের প্রজাদের ও অধিনস্থদেরকে) কঠিনতার মাধ্যমে আদেশ দিবে এবং মন্দ কথা, মন্দ আক্বিদা, মন্দ কার্যাবলী, মন্দ চিন্তাভাবনা থেকে মানুষদেরকে (নিজের পদানুযায়ী) মুখ, অন্তর, আমল, লিখনী, তাওবারীর মাধ্যমে বাধা দিবে। আরো বলেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

প্রত্যেক মুসলমান মুবাল্লিগ

সকল মুসলমান মুবাল্লিগ। সবার উপর ফরয হচ্ছে যে, মানুষদেরকে ভাল কথাবার্তার নির্দেশ দিবে এবং খারাপ কথাবার্তা থেকে বাধা দিবে। (তাফসীরে নঈমী, ৪৪তম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা) কিছুটা পরে হযরত মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের তাফসীরে নঈমীতে বোখারী শরীফের এ হাদীস শরীফ নকল করেন যে, **মদীনার তাজেদার, রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: " بَلِّغُوْاعَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।"

(বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৬১)

মে নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাছা দো
হো তাওফিক এয়ছি আতা ইয়া ইলাহী

সর্বোত্তম আমল সেটা, যেটার উপকার অন্যান্যদের নিকট পৌঁছে

বিখ্যাত মুফাস্সির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আরো বলেন: 'ইসলামে তাবলীগ তথা প্রচার খুব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে নিজের উপকার হয়, কিন্তু তাবলীগ তথা প্রচারের উপকার অন্যান্যদেরও হয়। শুধু নিজের উপকার হওয়া আমল থেকে যা অন্যান্যদের ও উপকার দেয় এমন আমল সর্বোত্তম।' (বর্ণিত আছে যে) কেউ **প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করল: সর্বোত্তম বান্দা কে? ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তা'আলাকে** ভয়কারী, আত্মীয়স্বজনদের সাথে ভাল আচরণকারী, সৎকাজের নির্দেশদানকারী এবং অসৎ কাজ সমূহ থেকে বাধা প্রদান কারী।" (আয্ যুহদুল কবীর লিল বায়হাকী, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৮৭৭) হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: 'যে সৎ কাজের আদেশ দেয় খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, সে **আল্লাহ্ তা'আলার** খলিফা (প্রতিনিধি), **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ও খলিফা এবং তার কিতাব (তথা কুরআন মজিদ) এর ও খলিফা।' হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: 'যদি মুসলমানগণ তাবলীগ তথা প্রচার ত্যাগ করে, তখন তাদের উপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত হবে এবং তাদের দো'আ সমূহ কবুল হবে না।' (রূহুল মায়ানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬) হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: 'হে লোকেরা! সৎকাজের আদেশ দাও, এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর। তোমাদের জীবন ভালভাবে অতিবাহিত হবে।' আমীরুল মু'মিনীন হযরত শে'রে খোদা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: 'তাবলীগ তথা ধর্মপ্রচার হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ।' (তাফসীরে কবীর, ৩য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা) যেভাবে তাবলীগ করা সর্বোত্তম ইবাদত, সেভাবে তাবলীগ করা ছেড়ে দেওয়া খুবই মারাত্মক অপরাধ আর তাবলীগ ত্যাগকারী খুব অপমাণিতহ ও লাঞ্ছিত। আমীরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: 'যে অন্তর ভালকে ভাল জানবে না এবং মন্দকে মন্দ জানবে না, তবে ঐ অন্তরের উপরিভাগকে এ রকম উপুড় করা হবে যেভাবে ব্যাগকে উল্টানো হয়, অতঃপর ব্যাগের ভিতর থেকে জিনিস সমূহ বেরিয়ে যায়।'

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৮ম খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৪/১২৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

গুনাহে ভরা জীবনের উপর অনুশোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল চারিদিকে গুনাহ আর গুনাহ সংঘটিত হচ্ছে এমনকি প্রকাশ্যে দেখতে কোন নেক লোকের নিকটবর্তী হলে তবে সেও অধিকাংশ সময় খারাপ আক্বীদা, মুখের অসতর্কতা, খারাপ দৃষ্টি এবং খারাপ চরিত্রের বিপদে লিপ্ত দেখা যায়। আহ! চারিদিকে গুনাহ আর গুনাহ বরং শুধু গুনাহই পরিলক্ষিত করা হচ্ছে। নেক বান্দা অবশ্যই আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম হয়ে গিয়েছে। এ রকম করুণ অবস্থায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাতেভরা সংগঠন '**দা'ওয়াতে ইসলামী**র' সৌভাগ্যশীল অস্থিত্ব কোন অতি প্রত্যাশিত নিয়ামতের চেয়ে কম নয়। আসুন! আপনার উৎসাহ ও প্রেরণার জন্য একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি। বাবুল মদীনা (করাচীর) 'কীমাড়ী' এলাকার বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: অনেক বছর থেকে আমি গুনাহের রোগের শিকার ছিলাম। কথায় কথায় গালি-গালাজ, ঝগড়া-বিবাদ এবং মারামারির মত অপছন্দনীয় আচরণ আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং সিনেমা, নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনার আগ্রহ পাগলের পর্যায়ে পৌছেছিল। আমার তাওবার পথ কিছুটা এভাবে হল যে, আমি এক বাংলোতে (দালানে) ড্রাইভার হিসেবে চাকুরী করতাম। একদিন কাজ থেকে অবসর হয়ে T.V. রুমে বসলাম। ওখানে **মাদানী চ্যানেলে**র মাধ্যমে আমার সুন্নাতেভরা বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। বয়ান শুনে আমার সমস্ত শরীর নড়ে উঠল। আমার নিজের গুনাহে ভরা জীবনের উপর অনুশোচনা হতে লাগল। আমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে নিজের গুনাহ সমূহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করলাম এবং সুন্নাতের পথকে আপন করে নিলাম। যখন **মাদানী চ্যানেলে** রমযানুল মোবারকে ৩০ দিনের তরবিয়্যতি ইতিকাফের উৎসাহ দেয়া হল আমি ৩০দিনের তরবিয়্যতি ইতিকাফের নিয়্যত করে নিলাম। এটা লিখা পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঐ নিয়্যতকে আমলী পোষাক পরিধান করিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা (করাচী) তে ইতিকাফের বরকত অর্জন করছি। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ইতিকাফ থেকে অবসর হতেই আমি সাথে সাথে একসঙ্গে ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহ সমূহের চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী চ্যানেলের বরকতে গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হল এবং সম্পূর্ণ রমযানুল মোবারক ইতিকাফ করল আর তাও আবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে করার সৌভাগ্য মিলে গেল এবং সাথে সাথে(হাতো হাত) ১২ মাসের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় মুসাফির হওয়ার নিয়্যত করা নসীব হল, বস্তুত প্রত্যেকের উচিত গুনাহের চিকিৎসা করা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

যদি গুনাহ করতে করতে তাওবা ছাড়া মারা যায় এবং **আল্লাহ্ তা'আলা** অসন্তুষ্ট হয়, তবে নিশ্চিত ভাবে জেনে নিন, অবস্থা খুব ভয়াবহ হবে। **আল্লাহ্ তা'আলার** নেক বান্দাদের কার্যকলাপ ও খুব চমৎকার ছিল। তারা নেকী সমূহ করার পরও **আল্লাহ্ তা'আলাকে** ভয় করতেন এবং গুনাহের রোগের ঔষধ তালাশ করতেন। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি কোন ইবাদত পরায়ন যুবকের সাথে বসরায় কোথাও যাচ্ছিলাম, একজন ডাক্তারের প্রতি দৃষ্টি পড়ল, যার সামনে অনেক পুরুষ ও নারী এবং বাচ্চা হাতে পানি ভর্তি বোতল নিয়ে নিজেদের রোগের চিকিৎসার আখাঙ্খী ছিল। আমার সাথে যে ইবাদতকারী যুবক ছিল সে বলল: হে ডাক্তার! আপনার কাছে কি গুনাহের রোগের ঔষধ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আছে। যুবক বলল: আমাকে দিন। তিনি বললেন: গুনাহ রোগের ঔষধ দশ জিনিসের মধ্যে সমন্বিত। (১) দারিদ্র ও বিনম্রতার গাছের ডাল নাও, অতঃপর (২) তাতে তাওবার হাঁড়ভাঙ্গার দেশী ঔষধ মিশাও। (৩) তাকে **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির এমন পাত্রে মেশাও যেখানে ঔষধ মিশ্রণ হয়। (৪) অল্পতুষ্টির হামানদিস্তা (ঔষধ গুড়ো করার পাথরের পাত্র বিশেষ) দিয়ে ভালভাবে গুড়ো করে নাও। অতঃপর (৫) তাকে তাকওয়া ও পরহেযগারীর ডেক্সিতে ঢেলে দাও, এবং (৬) তার সাথে লজ্জাশীলতার পানি ও মিশিয়ে নাও, অতঃপর (৭) তাতে **আল্লাহ্**র ভালবাসার আগুন দিয়ে সিদ্ধ করে নাও। (৮) তারপর তাকে কৃতজ্ঞতার পাত্রে ঢেলে নাও, এবং (৯) আশা এবং পাওয়ার বিশ্বাসের পাখা দিয়ে বাতাস কর, এবং তারপর (১০) **আল্লাহ্**র প্রশংসা এবং তাঁর হামদ ও সানার চামচ দিয়ে পান করতে থাক। যদি তুমি এসব কিছু করে থাক, তবে মনে রেখ- এই ব্যবস্থাপত্র তোমাকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সব রকমের অসুস্থা ও বিপদ-আপদে উপকার দিবে।

(আলমুনাব্বাহাত, ১১১ পৃষ্ঠা)

কব গুনাহু ছে কিনারা মে করোঁগা ইয়া রব! নেক কব এ মেরে আল্লাহ! বনোঁগা ইয়া রব!
কব গুনাহুঁ কে মরজ ছে মে শিফা পাওঁগা, কব মে বিমারে মদীনে কা বনোঁগা ইয়া রব!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাও-দাও আর ফুর্তি করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ অমুসলিমদের দুষ্ট সংগঠনগুলো দুনিয়ার সব জায়গায় নিজেদের মতবাদের নিরাপত্তা, স্থায়ীত্ব এবং উন্নতির জন্য খুবই প্রচেষ্টারত আছে। কিন্তু আফসোস! দুনিয়ার ভালবাসায় বিভোর মুসলমানদের দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে অবসর নেই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আফসোস! শত কোটি আফসোস! এ সময়ের অধিকাংশ মুসলমান শুধু 'খাও-দাও, ফুর্তি কর' কেউ যেন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করছে, অন্যান্যদের নামায ও সুন্নাতের শিক্ষা দেওয়া কার দায় পড়েছে; বরং তাদের কাছে আখিরাতের মঙ্গলের জন্য এত সময় নেই যে, শান্তভাবে নামায পড়তে পারবে এবং ঐ ব্যথাভরা অন্তর কোত্থেকে আনবে, যেটা সুন্নাতের ভালবাসায় সিক্ত হয়। সব সময় শুধু দুনিয়া এবং দুনিয়ার লাভের চিন্তা-ভাবনা থাকে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"শুকর কি ফাযায়িল"** এর ১০৩ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যে শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া এবং পোষাককেই **আল্লাহ্ তা'আলা**র নেয়ামত মনে করে, তবে নিঃসন্দেহে তার জ্ঞান অপরিপূর্ণ।" (আয্ যুহদ লি ইবনিল মোবারক, ১৩৪ পৃষ্ঠা, নং-৩৯৭)

দেতা হু তুজে ওয়াসেতা মে পেয়ারে নবী কা
উম্মত কো খোদা ইয়া রাহে সুন্নাত পে চলা দে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া অপছন্দনীয় হওয়ার আবেগময় কারণ

আমাদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার ভালবাসা কম হওয়ার নাম নেই আর সব সময় দুনিয়ার নেয়ামত সমূহ এবং আরাম আয়েশ বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালু রয়েছে যেখানে **আল্লাহ্ তা'আলা**র নেক বান্দা এবং সত্যিকার নবী প্রেমিকগণ দুনিয়ার প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি এবং দুনিয়ায় নেয়ামতের কম হওয়ার উপর শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী হতেন, যেমন; **"শুকর কি ফাযায়িল"** এর ৬৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি শিক্ষামূলক বর্ণনা শুনুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন। হযরত সায়্যিদুনা মাজমা আনসারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: '**আল্লাহ্ তা'আলা**র আমাকে দুনিয়ার আরাম আয়েশসমূহ থেকে বাঁচিয়ে নেওয়ার দয়া, দুনিয়ার ধন সম্পদের প্রশস্ততা রূপে মিলিত নেয়ামত থেকে উত্তম। কেননা! **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য দুনিয়াকে পছন্দ করেননি। এজন্য আমার ঐ নেয়ামতসমূহ যা **আল্লাহ্ তা'আলা** নিজের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য পছন্দ করেছেন তা ঐ নেয়ামত থেকে অধিক প্রিয় যা **আল্লাহ্ তা'আলা** তার **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য অপছন্দ করেছেন।' (শুআবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৪৪৮৯, সংক্ষেপিত) দুনিয়ার ধন সম্পদের আধিক্যতা এবং এটার উত্তম আরাম আয়েশসমূহ নিঃসন্দেহে নেয়ামত কিন্তু এসব জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এর চেয়ে বড় নেয়ামত।

পি-ছা মেরা দুনিয়া কি মুহাব্বত ছে ছুড়া দে
ইয়া রব্! মুজে দিওয়ানা মুহাম্মদ কা বানা দে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের শুধু নাম বাকী থাকবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে চলেছে। এমন লাগছে, এখন ইসলামের শুধু নামই রয়ে গেছে। শত কোটি আফসোস! মুসলমানদের জীবন যাপনের ধরণ অধিকাংশ অমুসলিমদের মত হয়ে গেছে। খুব মনোযোগ সহকারে এ বর্ণনাটি শুনুন এবং অনুধাবন করুন, আর যদি সম্ভব হয় তবে কান্না করুন, যেমন- হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "অতিশীঘ্রই মানুষের উপর ঐ সময় আসবে, যখন শুধু ইসলামের নাম এবং কুরআনের রীতিনীতিই (রসম) বাকী থাকবে, তাদের মসজিদ সমূহ আবাদ হবে, কিন্তু হেদায়েতশূন্য হবে। তাদের আলিমগণ আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হবে, তাদের থেকে ফিতনা ফ্যাসাদ বের হবে এবং পুনরায় তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।" (শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯০)

শুধু নামের মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে

প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: "(ইসলামের শুধু নামই বাকী থাকবে) অর্থাৎ তা এভাবে যে, মুসলমানদের ইসলামী নাম হবে এবং নিজেকে নিজে মুসলমানও বলবে কিন্তু চাল-চলন সব কাফিরদের মত হবে যেমন; আজকাল দেখা যাচ্ছে, অথবা ইসলামের রুকন সমূহের নাম ও আকৃতি অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু উদ্দেশ্য রহিত হয়ে যাবে। (যেমন) নামাজের ধরণ বাকী থাকবে কিন্তু বিনয় ও নম্রতা থাকবেনা। যাকাত দিবে কিন্তু জাতির রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হয়ে যাবে। হজ্জ করবে কিন্তু শুধুমাত্র ভ্রমন (ও বিনোদনের) জন্য। জিহাদ হবে কিন্তু শুধুমাত্র দেশের রাজত্ব ও সম্রাজ্য অর্জনের জন্য।" মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফের এ অংশের (কুরআনের শুধু রীতিনীতি বাকী থাকবে) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "রীতিনীতি নকশাকেও বলে আবার পদ্ধতিকেও বলে। এখানে দু'অর্থই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ-কুরআনের চিত্রাবলী কাগজে এবং শব্দাবলী মুখের উপর হবে কিন্তু অন্তরে সম্মান এবং শরীরে আমল হবে না অথবা আনুষ্ঠানিকতার জন্য কুরআন পড়া বা রাখা হবে। আদালতে মিথ্যা শপথ করার জন্য এবং মৃতব্যক্তির জন্য পড়ার উদ্দেশ্যে (এর ব্যবহার তো হবে কিন্তু) আমল (করার) জন্য খ্রীষ্টানদের নিয়ম-কানুন হবে। (হাদীসের এই অংশে "তাদের মসজিদ সমূহ আবাদ হবে, কিন্তু হিদায়তশূন্য হবে" থেকে উদ্দেশ্য এই যে) মসজিদ সমূহের বিল্ডিং চমৎকার হবে। চারিদিকের দেয়াল কারুকার্য দ্বারা সজ্জিত হবে। বিদ্যুতের সংযোজন ও খুব চমৎকার হবে কিন্তু কোন নামাযী হবে না। তাদের ইমাম বেদ্বীন, মসজিদ সমূহ যেন হেদায়তের পরিবর্তে বেদ্বীন লোকদের আড্ডাখানায় পরিণত হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছে: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রত্যেক মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে দরসের আওয়াজ তো আসবে কিন্তু (ঐ বেদ্বীন আলিমদের) ঐ দরস হত্যাকারী বিষের মত হবে। যাতে কুরআনের নামে কুফর ও অবাধ্যতা পান ছড়িয়ে দেওয়া। (হাদীস শরীফের শেষের অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন) অর্থাৎ-বেদ্বীন খারাপ আলিমগণের (অর্থাৎ-খারাপ মাযহাব এবং খারাপ আমলের আলিমদের) আধিক্য হবে। যাদের ফিতনা সমস্ত মুসলমানদের এভাবে ঘিরে ফেলবে যেভাবে বৃত্তকারের লিখার মত যে, যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে পৌছে বৃত্তকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

(মিরআতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

কাফন চোর যখন অদৃশ্য আওয়াজ শুনল....

মনে রাখবেন! মসজিদ সমূহে সংঘটিত সত্যিকার ওলামায়ে কিরামদের কুরআন ও হাদীসের দরস এবং ঈমান তাজাকারী বয়ানকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। ঐসব সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের দরস ও বয়ানসমূহ উম্মতের জন্য হেদায়াতের উৎস এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত নাযিলের মাধ্যম আর মাগফিরাতের কারণ হয়ে থাকে এমনকি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ একবার "বলখ" শহরে বয়ান করছিলেন। বয়ানের মধ্যে গুনাহগারদের মঙ্গল কামনার আগ্রহে দো'আ করলেন: **হে প্রতিপালক!** এ ইজতিমায় যে সবচেয়ে বড় গুনাহগার তোমার নিজের দয়াতে তাকে ক্ষমা করে দাও। এক কাফন চোর ও সেখানে বিদ্যমান ছিল। যখন রাত হল, সে কাফন চুরির উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গেল কিন্তু যখনই কবর খনন করতে লাগল এক অদৃশ্য আওয়াজ গর্জন করে উঠল : "হে কাফন চোর! তুমি আজ দিনের বেলা হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ইজতিমাতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছ তারপর আজ রাতে এ গুনাহ কেন করতেছ! এটা শুনে সে শুরু করে দিল এবং সত্য অন্তরে তাওবা করে নিল।"

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২২২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মুজে দেদে ঈমান পর ইস্তিকামত, পায়ে সায়্যিদি মুহতাশাম ইয়া ইলাহী
মেরে ছর পে ইছয়া কা ভার আহ মাওলা, বাড়া যাতা হে দম বদম ইয়া ইলাহী
যমী বোঝ ছে মেরে পাটতী নেহী হে
ইয়ে তেরা হি তো হে করম ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

অমুসলিমরাও কি আমাদের অনুসরণ করে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বাস্তবিকই নেক বান্দাদের সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শ, তাদের বয়ানের বরকত এবং আশিকানে রাসুলদের ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহণ উভয় জাহানের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, মুবাল্লিগদেরকে বিপথগামী মুসলমানদের সাথে সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। গুনাহগারদেরকে বুঝানোর সাথে সাথে তাদের জন্য মঙ্গলের দো'আ করাতে অলসতা না করা উচিত, আর এটা তাবে-তাবেয়ীনদের সোনালী যুগের ঘটনা ছিল। আফসোস এখন তো আমলের দিক দিয়ে ধর্ম থেকে খুব বেশি দূরে সরে গেছে। আজকাল অধিকাংশ মুসলমানদের জানি না কি হয়ে গেছে, সুন্নাতকে ভূলে অন্যান্যদের ফ্যাশন গ্রহণ করার মধ্যে গর্ব অনুভব করে। অমুসলিমদের মত কাপড় পরিধান করাই তাদের নিকট হয়তঃ আসল সৌভাগ্য! আপনারা কি কোন অমুসলিমকে মুসলমানের সত্যিকার চাল-চলন (যেমন: এক মুষ্ঠি দাড়ি, সুন্নাত মোতাবেক বাবরী চুল, পাগড়ী শরীফ এবং সুন্নাতেভরা পোষাক ইত্যাদি) গ্রহণ করতে দেখেছেন? কখনো দেখেননি। এসব লোক বড় চালাক ও ধোকাবাজ। তারা নিজেদের মিথ্যা ও দুর্গন্ধময় রীতিনীতি ছেড়ে কখনো মুসলমানদের অনুসরণ করেনা কিন্তু শত কোটি আফসোস! অন্যান্যদের অনুসরণ সম্পন্ন বোকামী এখন মুসলমানদের ঢুকে গেছে।

হে আমার অলসতার ঘুমে ঘুমন্ত ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াস্তে জেগে উঠুন!! মৃত্যুর ফেরেশতা আপনার জীবনের সম্পর্ক এ দুনিয়া থেকে সব সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পূর্বে। জেগে উঠুন! অপর ইসলামী ভাইদেরকেও জাগ্রত করুন!! অন্যথায় মনে রাখবেন-

না সমঝো গে তো মিঠ জাও গে আয় মুসলমানো!
তোমারে দা'স্তা তক ভি না'হুগী দাস্তানো মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিফল প্রেমিক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের অবস্থা আজ বলার মত নয়। গুনাহসমূহের শক্তিশালী বন্যা তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ মহান নেয়ামত থেকে কম নয়। এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যক্তিদের জীবনে অসাধারণ পরিবর্তন সমূহ বরং মাদানী পরিবর্তন চলে আসে। এ বিষয়ে একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

বাবুল মদীনা (করাচীর) মালীর এলাকায় একজন ইসলামী ভাই নিজের জীবনে সংগঠিত মাদানী পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছুটা এই রকম লিখেন: আমি দুর্ভাগ্যবশত কৃত্রিম ভালবাসায় পড়ে গুনাহের মধ্যে মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম, একদিন আমার কাছে সংবাদ আসল যে, তার ঘরের বাসিন্দারা তার (প্রেমিকার) বিয়ে অন্য জায়গায় দিয়ে দিয়েছে। এ কষ্টের পর আমার জীবন কঠিন হয়ে উঠল। অবশেষে আমার পরিণাম তাদের মত হল যারা কৃত্রিম ভালবাসায় পড়ে শয়তানের হাতের খেলনাতে পরিণত হয়, ঠিক শত শত বিফল ও নিরুদ্দেশ প্রেমিকদের যেমন অবস্থা হয়। এক পর্যায়ে আমি আফিম, মদ, হিরোইন, নেশা ও মাদকের ইনজেকশনের মত ক্ষতিকারক নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। নিজের ভ্রান্ত ধারণায় অন্তরে শান্তি পাওয়ার জন্য হয়ত এমন কোন নেশা নেই যা আমি করিনি। জীবনের উপর এমন বিরক্তি চলে এসেছিল যে, **আল্লাহর** পানাহ! অনেকবার তো আত্মহত্যার বিফল চেষ্টা করি। নিজেকে শেষ করে দেওয়ার জন্য ডেটল, পেট্রোল এবং বিষাক্ত পানি ও পান করি কিন্তু হায়াত বাকী ছিল। **আল্লাহ্ তা'আলার** অমুখাপেক্ষীতার প্রতি কুরবান যায় যে, এত নাফরমানীর সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি রহমতের দরজা বন্ধ করলেন না। দয়ার কারণ কিছুটা এরকম হল যে, আমার সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকে রাসুলের সাথে সাক্ষাত হল। তার মিষ্টি ভাষা শুনে আমার অন্তরে নতুনভাবে বাঁচার আশা জাগল। তার **ইনফিরাদী কৌশিশের** বরকতে ২৯ই শাবান ১৪২৭ হিজরী (২০০৬ সাল) আমার **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমার মনোরম পরিবেশে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হল। এখানে চারিদিকে সবুজ সবুজ ইমামাওয়ালা আশিকানে রাসুলদের দেখে আমার ঈমান তাজা হয়ে গেল এবং সাথে সাথে ১৪২৭ হিজরীর রমযানুল মোবারকের ৩০ দিনের সম্মিলিত ইতিকাফে বসে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহগারের ও রমযান শরীফের রোযা রাখার সৌভাগ্য নসীব হল। মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার মাথা থেকে কৃত্রিম ভালবাসার ভূত নেমে যায়। মন থেকে খারাপ চিন্তাসমূহ দূর হয়ে গেল। আমি চেহারাতে দাঁড়ি, মাথায় সবুজ সবুজ ইমামা শরীফ এবং শরীরে সুন্নাত মোতাবেক মাদানী পোষাক সাজিয়ে নিলাম, আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অনুসারী হয়ে গেলাম এবং এটি লিখা পর্যন্ত **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এ পবিত্র প্রেরণা মাদানী কাজে রত আছি।

আতায়ে হাবিবে খোদা মাদানী মাহল, হে ফয়যানে গাউস ও রযা মাদানী মাহল
ব'ফয়যানে আহমদ রযা ইনশাআল্লাহ, ইয়ে ফুলে ফলেগা সদা মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শরীয়তবিরোধী কৃত্রিম ভালবাসার ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কৃত্রিম ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হওয়া দুঃখিত প্রেমিক এক আশিকে রাসুলের **ইনফিরাদি কৌশিশে**র ফলে মাদানী পরিবেশে এসে ইশকে রাসুলের সুধা পান করতে সফল হয়ে গেল। সুতরাং তার উপর **আল্লাহ্ তা'আলা**র দয়া হয়ে গেল নতুবা কৃত্রিম ভালবাসার এমন আশ্চর্যজনক পরিণতি, সাধারণত যে একবার এটার জালে আটকা পড়েছে, এটা থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যায়। আজকাল কৃত্রিম ভালবাসার খুব বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। এটার সবচেয়ে বড় কারণ অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব এবং ধর্মীয় পরিবেশ থেকে দূরে থাকা। এই কারণে চারিদিকে গুনাহের বন্যাস্রোত এসেছে। টিভি, ভিসিআর এবং ইন্টারনেট ইত্যাদিতে প্রেমময় সিনেমা সমূহ ও অশ্লীল নাটক সমূহ দেখে এবং অধিক প্রেমপূর্ণ পত্রিকার খবরসমূহ এমনকি উপন্যাস, বাজারের মাসিক ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তুর মধ্যে ধারণমূলক প্রেমময় কাহিনী পড়ে বা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা (যেখানে ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হয়) ক্লাস সমূহে বসে বা না মুহরিম আত্মীয়দের সাথে মিলেমিশে পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গতার চোরাবালিতে পড়ে অধিকাংশ যুবকদের কারো না কারো সাথে প্রেম হয়ে যায়। প্রথমে একপক্ষ থেকে হয় পরবর্তীতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অভিহিত করে, তখন অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকে প্রেম হয়ে যায়, আর সাধারণ ভাবে গুনাহ ও নাফরমানীর তুফান উঠে যায়। ফোনে মন খুলে নির্লজ্জ কথাবার্তা বরং বেপর্দামূলক সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা চালু হয়। চিঠিপত্র, উপহারের আদান প্রদান হয়, বিয়ের গোপন কথা ও সমর্থন হয়ে যায়। যদি ঘরের অধিবাসীরা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তো অনেক সময় দুজনই পলাতক হয়ে যায়। তারপর সংবাদপত্রে তাদের ছবি ছাপানো হয়। বংশের মানসম্মান বাজারে নিলাম হয়। কখনো কখনো “কোট মেরেজ” করে নেয়। তবে **আল্লাহ্**র পানাহ! কখনো বিবাহ ছাড়াও.................. এবং কখনো এ নির্দয়দের অবৈধ সন্তানের লাশ সমূহ ময়লা আবর্জনার স্তূপে পাওয়া যায়, এমনকি এরকমও হয় যে, পালাতে না পারলে তবে আত্মহত্যার রাস্তা নিয়ে নেয়। যার সংবাদসমূহ আজকাল সংবাদপত্রসমূহে চাপতে থাকে।

হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর স্বত্তা কৃত্রিম ভালবাসা থেকে পবিত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল ইসলামী শিক্ষা কমে যাওয়ার যুগ। চারিদিকে অজ্ঞতা বিরাজ করছে। কিছু ব্যর্থ প্রেমিক নিজের খারাপ প্রেমের উপর পর্দা দেওয়ার জন্য এটা পর্যন্ত বলতে শুনা যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام ও জুলাইখার সাথে প্রেম করেছিলেন। (**আল্লাহ্**র পানাহ!) এরকম কখনো নয়। অবশ্যই এরকম মন্তব্যকারী অপদার্থ প্রেমিকগণ মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

নিজের নফসের খারাপ বিষয়ে শয়তানের কথায় এসে চিন্তা না করে না বুঝে কোন নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে মুখ খোলা ঈমানের জন্য সীমাহীন ভয়ানক হয়। মনে রাখবেন! নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর সামান্য বেয়াদবী ও কুফরী। হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তা'আলার** নবী আর প্রত্যেক নবী নিষ্পাপ। নবী থেকে কখনো কোন খারাপ চাল-চলন সংঘটিত হতে পারে না। যেমন- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদসম্পন্ন পবিত্র কুরআন **"খাযায়েনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান"** এর ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১২পারা সূরা ইউসুফের ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং নিশ্চয় স্ত্রী লোকটা তার কামনা করেছিলো এবং সেও স্ত্রী লোকের ইচ্ছা করতো যদি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখতো।"

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র আত্মাগুলোকে অসৎ চরিত্র ও খারাপ কার্যাবলী থেকে পবিত্র করেই সৃষ্টি করেছেন এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্র সৌন্দর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেই সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে তারা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন। অপর এক বর্ণনায় এ অভিমত ও প্রকাশ করা হয়েছে, যখন জুলাইখা তাঁর প্রতি উদ্যত হলো, তখন তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখেছিলেন যে, তিনি আঙ্গুল মোবারক পবিত্র দাঁতে চেপে ধরে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। (খাযায়েনুল ইরফান) বাস্তবতা এটা যে, প্রেম শুধু জুলাইখার পক্ষ থেকে ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সত্তা অকাট্যভাবে নিঃসন্দেহে পবিত্র ছিল। ১২ পারার সূরা ইউসুফের ৩০ নং আয়াতে মিশরের অভিজাত বংশের কিছু মহিলাদের উক্তি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং শহরে কিছু নারী বললো আযীযের স্ত্রী তার যুবকের হৃদয়কে প্রলোভিত করেছে। নিশ্চয় তার প্রেম তার অন্তরকে উন্মুক্ত করেছে, আমরা তো তাকে সুস্পষ্ট প্রেমে-বিভোর দেখতে পাচ্ছি।"

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "জুলাইখার প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام শক্তি ও সামর্থ্য রাখার পর ও তার (অর্থাৎ জুলাইখার প্রতি প্রবণতা) থেকে বিরত থাকেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** কুরআন শরীফে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর বিরত থাকার কাজকে খুব প্রশংসা করেন।"

(ইহইয়াউল্ উলম, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

মুর্খ প্রেমিকদের যুক্তি খন্ডন হয়ে গেল!

এটা সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট এবং অতিক্রান্ত দিন থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য যে, বর্তমানের মূর্খ প্রেমিকগণ যারা নিজের গুনাহে ভরা দূর্গন্ধময় প্রেমকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য **আল্লাহ্**র পানাহ! হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام এবং জুলাইখার ঘটনাকে আশ্রয় বানায়। এটা কুরআনের হুকুমের সরাসরি বিপরীত এবং কিছু অবস্থায় সোজা কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। সূরা ইউসুফে শুধু জুলাইখার দিক থেকে প্রেমের আলোচনা রয়েছে। কিন্তু কোথাও কোন ইঙ্গিতও নেই যে, **আল্লাহ্**র পানাহ! হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام ও তার প্রেমে শরীক ছিলেন। এজন্য যে ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام কেও প্রেমের মধ্যে শরীক সাব্যস্ত করে, সে তা থেকে তাওবা এবং নতুন করে ঈমান আনবে অর্থাৎ তাওবা করে নতুন ভাবে মুসলমান হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা**র নবী عَلَيۡهِ السَّلَام এর মর্যাদা অনেক মহান এবং তারা গুনাহসমূহ থেকে নিষ্পাপ।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে **তোমার** সত্যিকার ভালবাসা এবং **তোমার প্রিয় হাবীব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ও খাঁটি ভালবাসা দান কর। **হে আল্লাহ!** আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার আশা আকাঙ্খা দূর করে দাও। **হে আল্লাহ!** যে সকল মুসলমান গুনাহে ভরা "কৃত্রিম প্রেম" এর জালে ফেঁসে গেছে, তাদেরকে মুক্তিদান করে **তোমার মাদানী মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুলফি শরীফের ভালবাসার কয়েদী বানিয়ে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুহাব্বত গাইর কি দিল ছে নিকালো ইয়া রাসুলাল্লাহ
মুজে আপনাহি দিওয়ানা বানালো ইয়া রাসুলাল্লাহ।

(কৃত্রিম ভালবাসার সম্পর্কে মনোপূত শিক্ষার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"পর্দে কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** ৩১৮ পৃষ্ঠা থেকে ৩৫৬ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।)

ইমাম আওজায়ীর আবেগপূর্ণ বয়ান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আমরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর **নেকীর দাওয়াতে** পরিপূর্ণ উদাসীনদেরকে অলসতার ঘুম থেকে জাগ্রতকারী জ্বালাময়ী এবং শিক্ষামূলক বয়ান শুনি। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"শুকর কি ফাযায়িল"** এর ৩২ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বয়ান করতে গিয়ে বলেন: "**হে লোকেরা!** (দুনিয়াতে পাওয়া) ঐ নেয়ামত সমূহের মাধ্যমে **আল্লাহ্ তা'আলার** ঐ আগুন থেকে পালানোর সাহায্য অর্জন কর, যা অন্তরের উপর এসে পরবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নিঃসন্দেহে তোমরা এ রকম ঘরে (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে) রয়েছ। যেখানে (দীর্ঘ হায়াতের মাধ্যমে মিলিত) অবস্থানের দীর্ঘ সময়ও কম সময় এবং এতে তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ বিগত লোকদের স্থলাভিষিক্ত করে পাঠানো হয়েছে। যারা দুনিয়ার সাজসজ্জা এবং তার সৌন্দর্য্যের প্রতি অভিমুখী হয়, তাদের বয়স তোমাদের থেকে বেশি এবং দেহের উচ্চতা তোমাদের থেকে বেশি ছিল এবং যাদের মহান নিদর্শন ছিল। তারা পাহাড় সমূহকে বিদীর্ণ করেছিল, পাথরের মেরু সমূহ কেটেছিল, শহরের মধ্যে ঘুরাফেরা করতে থাকে, অধিক শক্তি সম্পন্ন, তাদের শরীর খুঁটির মত ছিল। এরপরেও যুগ তাড়াতাড়ি তাদের পরিধিকে ভাজ করে দিয়েছে, তাদের চিহ্ন সমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের ঘর সমূহকে তছনছ করে দিয়েছে এবং তাদের আলোচনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা তাদের দেখনা, আওয়াজ ও শুননা। তারা মিথ্যা আশা-ভরসার উপর খুশি থাকত, অলসতার মধ্যে রাত-দিন অতিবাহিত করতো। অতঃপর তোমরা জান যে, রাতে তাদের ঘরে **আল্লাহ্ তা'আলার** আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে এবং যারা বেঁচে গেল, তারা **আল্লাহ্ তা'আলার** শাস্তি, তার নেয়ামতসমূহের পতন এবং ধ্বংসের শিকার লোকদের পতিত ধ্বংসশীল ঘরসমূহের চিহ্ন দেখতে লাগলো। তাতে নিদর্শন রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা বেদনাদায়ক শাস্তিকে ভয় পায় এবং ঐ লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা অন্তরে **আল্লাহ্‌র** ভয় রাখে; আর তাদের পরে তোমাদের সময় খুব কম এবং দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও সময় এমন এসেছে যে, ক্ষমা প্রদর্শন ও নম্রতা বিদ্যমান নেই বরং মন্দের আবর্জনা, বাকী পরিত্যক্ত দুঃখ দুর্দশা, শিক্ষণীয় বিভীষিকা সমূহ, বিভিন্ন শাস্তির নিদর্শন, ফিতনার বন্যা, পরপর ভূমিকম্প সমূহ এবং খারাপ রাজাদের শাসনকাল। তাদের মন্দ স্বভাবের কারণে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে খারাপ দিক প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর তাদের মত হয়ো না যাদেরকে দীর্ঘ আশা সমূহ এবং দীর্ঘ সময় ধোকায় ফেলে দিয়েছে আর তারা প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায়। আমরা **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে দো'আ করছি যে, আমাকে এবং তোমাদেরকে ঐ সকল লোকের মধ্যে গণ্য করুক, যারা নিজের মান্নতের হিফাজত করতে গিয়ে তা পূর্ণ করে এবং নিজের (বাস্তব) ঠিকানার পরিচয় লাভ করে নিজেকে তৈরি রাখে।"

(তারিখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকির, ৩৫তম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা,নং-৩৯০৭)

মওত টেহরি আনে ওয়ালি আয়েগী, জান টেহরি জানে ওয়ালি জায়েগী
রুহ রগ্ রগ্ ছে নিকালি জায়েগী, তুজ পে এক দিন খাঁক ডালি জায়েগী
কবর মে মায়্যিত উতরনি হে জরুর
জায়ছি করনি ওয়ছি ভরনি হে জরুর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

ইমাম আওজায়ী কে ছিলেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবদুর রহমান আওজায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যার এখনই ভাবাবেগপূর্ণ বয়ান শুনলেন। তিনি প্রসিদ্ধ আলিম, নির্ভরযোগ্য মুফতি এবং শাম দেশের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সত্তর হাজার ফতোয়া দেন। তিনি তাবে-তাবেয়ীন ছিলেন। তিনি ৮৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫৭হিজরীর রবিউন নূর শরীফে ইন্তিকাল করেন। (হায়াতুল হায়াওয়ান, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি এক বার স্বপ্নে **আল্লাহ্ তা'আলার** দিদার লাভ করলাম। **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করলেন: "হে আব্দুর রহমান! তুমি কি **নেকীর দাওয়াত** দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর?" আমি আরয করলাম: জি হ্যাঁ, আমার প্রিয় প্রতিপালক! তোমারই দয়া এবং অনুগ্রহে তা করার সামর্থ লাভ করি। হে আমার মাওলা! আমাকে দুনিয়া থেকে ইসলাম সহকারে উঠিয়ে নিও। তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করলেন: সুন্নাতের উপরও। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, নং- ৮১৩১)

আশ্চর্যজনক ইনতিকাল

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বৈরুতে বসবাস করতেন। একদা তিনি বৈরুতের গোসলখানায় প্রবেশ করলেন, গোসলখানার মালিক ভুলে গোসলখানার দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে চলে যান। কিছুদিন পর যখন গোসলখানার মালিক এসে দরজা খুললেন, তিনি দেখলেন হযরত সায়্যিদুনা আওজায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ডানহাত গালের নীচে রেখে কিবলামূখী হয়ে শুয়ে আছেন এবং রুহ তাঁর দেহ পিঞ্জর হতে বের হয়ে গিয়েছিল। (ইবনে আছাকির, ৩৫তম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ছরকারে মদীনা কি সুন্নাত পেঁ জু চলতে হ্যায়,
আল্লাহ্ কে উহ বান্দে জিন্দা হ্যায় মাজারো মে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো, إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

মদ্যপায়ী মুয়াজ্জিন হয়ে গেল!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে, তা অর্জন করতে, মৃত্যুর প্রস্তুতির মনমানসিকতা তৈরি করতে, শরীয়াতের গন্ডিতে থেকে দুনিয়ার সাথে সাথে নিজের আখিরাতকে সাজানোর আগ্রহ পেতে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। দেখুনতো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ কেমন বিগড়ে যাওয়া মানুষদেরকে সংশোধন করে থাকে। সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শপূর্ণ **সুন্নাতেভরা** সফর সমাজের হতভাগা লোকদেরকে কোথা থেকে কোথায় পৌছিয়ে দেয়। যেমন: মহারাষ্ট্র (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হল: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের রোগে চুড়ান্ত পর্যায়ে আক্রান্ত ছিলাম। সারাদিন মজুরী করে যা উপার্জন হত তা দিয়ে (**আল্লাহুর** পানাহ্) মদ কিনে খুবই আমোদ ফুর্তি করতাম, চিৎকার করতাম, গালি-গালাজ করতাম এবং মাতাপিতা ও প্রতিবেশিদের খুবই কষ্ট দিতাম, এছাড়াও আমি অনেক বড় জুয়াড়ী ও নিকৃষ্ট বেনামাযী ছিলাম। এভাবে অলসতায় আমার জীবনের মুল্যবান সময় নষ্ট হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যের তারকা প্রজ্বলিত হল। এটা হল যে, সৌভাগ্যক্রমে এক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে **ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ** করে মাদানী কাফেলায় **সুন্নাতেভরা** সফর করার উৎসাহ দিলেন। তার মিষ্ঠভাষায় এমন প্রভাব ছিল যে, আমি 'না' বলতে পারলাম না এবং আমি সাথে সাথে তিনদিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসুলদের সংস্পর্শ পেলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসালামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত রিসালাও পড়তে লাগলাম। যার দ্বারা এই বরকত অর্জন হল যে, আমার মত বেনামাযী, মদ্যপায়ী, জুয়ারী শুধু তাওবা করে নামাযী নয় বরং **সাদায়ে মদীনা** (অর্থাৎ-ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো) এবং অন্যদেরও **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হওয়ার উৎসাহ প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার **ইন্‌ফিরাদী কৌশিশে** (এই বয়ান দেয়া পর্যন্ত) ৩০জন ইসলামী ভাই **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হয়েছে এবং এখন আমি একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন, আর মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টায় রয়েছি।

চোঁড়ে ম্যায় নওশিয়াঁ মত বকে গালিয়াঁ, আয়েঁ তাওবা করেঁ কাফেলে মে চলো।
আয়ঁ শরাবী তু আঁ, আয়ঁ জুয়াড়ী তু আঁ, চোড়েঁ বদ আদতোঁ কাফেলে মে চলো।
হুগা লুতফে খোদা, আও ভাই দো'আ মিলকে সারে করেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

পেশকৃত মাদানী বাহারের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বেনামাযী, শরাবী, জুয়াড়ী, মাতাপিতার মনে কষ্টদানকারী এবং প্রতিবেশিদের সাথে খারাপ ব্যবহারকারী, গালি-গালাজকারী, বিগড়ে যাওয়া যুবক মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **ইন্‌ফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হয়ে গেল, সেখানে আশিকানে রাসুলদের সংস্পর্শে সুন্নাতেভরা বয়ান শুনল এবং তাওবা করে সুন্নাতের মাদানী ফুল বন্টনকারী, **সদায়ে মদীনা** দাতা, মসজিদে আজান দিয়ে নামাযীদের আহবানকারী হয়ে গেল এবং **মাদানী কাফেলায়** সফর করে অন্যদেরও **মাদানী কাফেলায়** মুসাফির বানানোর কাজে লেগে গেল। হে আশিকানে রাসুল! মনে রাখবেন! নামায- প্রত্যেক সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষ ও নারীদের উপর ফরয, নামায আদায়কারী জান্নাতের হকদার, আর শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে এক ওয়াক্তও নামায কাযাকারী, হাজারো বৎসর জাহান্নামের আযাবের হকদার। শরাবী ও জুয়াড়ী উভয় জাহানে নিকৃষ্ট ও জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আযাবের হকদার হবে। মাতাপিতাকে কষ্টদানকারীকে **তাজেদারে মদীনা, রাহাতে কলবো সীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ রজনীতে এই অবস্থায় দেখেন যে, আগুনের ডালে ঝুলে রয়েছে। প্রতিবেশির অনেক অধিকার রয়েছে! **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশি তার বিপদ হতে মুক্ত নয়” (মুসলিম, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৩,(৪৬)) কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

যা নিজে খাবেন ও পরিধান করবেন তা চাকরদেরকেও দিন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘আল মুনতাখাবুল হাদীস’** নামক কিতাবের ১৫৬ থেকে ১৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গালি দেয়া ও গালি দেওয়ার কারণে লজ্জাবোধ সম্পর্কিত প্রদত্ত বিষয়বস্তু থেকে কিছু অংশ পেশ করা হচ্ছে। মেহেরবানী করে শুনুন এবং তা থেকে মাদানী ফুলগুলো কুঁড়িয়ে নিন। যেমন; বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা মারূর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: “আমি সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে ‘রাবাযা’ নামক স্থানে (যা মদীনা শরীফ থেকে তিন মনজিল দূরে অবস্থিত) সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আর তাঁর গোলামটি একই ধরণের কাপড় পরিধান করেছিলেন। আমি সে বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করলে হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাকে বললেন: আমি একজনের সাথে ঝগড়া করেছিলাম এবং তার মাকে নিয়ে আমি মন্দ বলেছিলাম। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “হে আবু যর! তুমি তার মাকে নিয়ে মন্দ কথা উচ্চারণ করেছ। তুমি এমন মানুষ যে, তোমার মাঝে জাহেলিয়াতের অভ্যাসগুলো রয়েছে। তোমার দাস-দাসীরা তোমার (দ্বীনি) ভাই স্বরূপ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, তার উচিত যা সে খাবে তা তাকেও খাওয়াবে এবং যা সে পরিধান করবে তা তাকেও পরিধান করাবে, আর তুমি তোমার গোলামদেরকে এমন কোন কাজের বোঝা তুলে দিও না, যা তাদেরকে অপারগ করে দেয়। তুমি যদি তাদের এমন কষ্ট দিয়ে থাক (অর্থাৎ কষ্টকর কোন কাজ দিয়ে থাক), তাহলে তাদের কাজে তুমি নিজেও সাহায্য করিও।"

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০)

অভিনব লজ্জাবোধ ও অদ্ভুত কাফ্‌ফারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যে ব্যক্তিকে গালমন্দ করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। শব্দগুলো **আল্লাহ্‌র** পানাহ! প্রচলিত মন্দ কোন গালি ছিল না। তিনি শুধু এটুকুই বলেছিলেন যে, (হে কালো মায়ের সন্তান)। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন **রাসুল পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এ নিয়ে অভিযোগ করলেন; তখন **হুরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বকা দিয়ে উপদেশ শুনিয়ে দেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই উপদেশ অনুযায়ী কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যে আমল **(Reaction)** করেছেন, তা এই ভীতি প্রদর্শনকারী কাহিনী থেকেই বুঝা যায়। কাহিনীটি শুনুন এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কেঁপে উঠুন। যেমন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বকা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে যান, এবং নিজের সুন্দর গাল মোবারক মাটিতে লাগিয়ে খুবই কোমল স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন: হে বিলাল! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার পা আমার গালের উপর রাখবে না, ততক্ষণ আমি আমার চেহারা মাটি থেকে উঠাব না। হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জোর করায় বাধ্য হয়ে হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের পা হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর গাল মোবারকে রেখে সাথে সাথে সরিয়ে নিলেন, আর হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ক্ষমা করে দিলেন।

(ইরশাদুস সারী, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

আবু যর গিফারী তাকওয়ার আদর্শ ছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা কাসতালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ঘটনাটি সম্পর্কে এও লিখেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এই মন্দ উক্তিটি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উদ্দেশ্যে তখনই বলেছিলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এই ধরণের উক্তি করা যে হারাম তা জানতেন না। অন্যথায় হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ন্যায় তাকওয়া ও পরহেজগারীর একজন আদর্শ সাহাবী থেকে এ ধরণের উক্তি কখনও কল্পনা করা যায় না। তাই **শফিউল মুজনিবিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হুজুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেবল এই কথা বলেই তাঁকে বকা দিলেন যে, 'তোমার মাঝে এখনও জাহেলিয়াতের অভ্যাস রয়ে গেছে', আর এই বকাও তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণেই করা হয়েছিল যে, এমন উচ্চ মর্যাদার একজন সাহাবীর মুখ দিয়ে এত তুচ্ছ ও মন্দ কথা বের হওয়াই উচিত নয়।

সায়্যিদুনা আবু যর গিফারীর ঈমানের দৃঢ়তা

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হলেন অত্যন্ত প্রবীণ সাহাবীদের একজন। এমনকি কোন কোন আলেমে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইসলাম কবুল করার মধ্যে অনারব সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে তিনি হলেন পাঁচ নম্বরের। তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মুসলমান হওয়ার সম্পূর্ণ ঘটনা বুখারী শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ঈমানী জযবা এমন ছিল যে, ইসলাম কবুল করার পর প্রতিদিন কাফেরদের সমাবেশে তিনি উচ্চ স্বরে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতেন, আর মক্কার কাফেররা তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উপর হামলা করত এবং এতই মারধর করত যে, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে যেতেন। কিন্তু যখই হুশ ফিরে পেতেন পুনরায় নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে থাকতেন।

(মুনতাখাব হাদীস, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খোদায়া বহক্কে বিলাল ও আবু যর, মুঝে দ্বীন পর ইস্তিকামত আতা কর।
ইলাহী না কুছ পূছনা রোজে মাহশর, মুঝে বখশ বাহরে বিলাল ও আবু যর।
ইলাহী বরায়ে বিলাল ও আবু যর, মুঝে খুলদ মেঁ দেয় জওয়ারে পয়ম্বর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভয়ানক এক জন্তু বের হবে

দয়া করে **নেকীর দাওয়াতে**র গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করুন। কিয়ামত যখন ঘনিয়ে আসবে মানুষ **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া ছেড়ে দিবে। তাদের সংশোধনের কোন আশা আর বাকী থাকবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত অনূদিত পবিত্র কুরআন **‘খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান’**-এর ৭১২ পৃষ্ঠায় ২০তম পারার সূরা নামালের ৮২ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا لَا یُوْقِنُوْنَ۠ (۸۲)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর যখন বাণী তাদের উপর এসে পড়বে, আমি তখন মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে তাদের জন্য এক জীব বের করব, যা মানুষের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনতো না।”

কথা বলে এমন আশ্চর্য আকৃতির জন্তু

সদরুল আফাজিল হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ তাদের উপর **আল্লাহ্**র গজব হবে এবং তাঁর আযাবও অবধারিত হয়ে যাবে, প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবে। এমন ভাবে যে, লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ছেড়ে দিবে, আর তাদের সংশোধনের আর কোন আশা বাকি থাকবে না। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে, আর এর আলামতগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে দেখা যাবে। তখন তাওবাও কাজ দিবে না। তিনি আরো বলেন: সেই চতুষ্পদজন্তুকে **‘দাব্বাতুল আরদ্ব’** বলা হয়ে থাকে। এটি একটি আশ্চর্য আকৃতির জন্তু হবে। জন্তুটি (মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত) ছাফা পর্বত থেকে বের হয়ে সমস্ত শহরগুলোতে খুবই তাড়াতাড়ি সফর করবে। উন্নত, সুন্দর ভাষায় কথা বলবে। প্রত্যেক মানুষের কপালে একটি চিহ্ন লাগিয়ে দিবে। ঈমানদারদের কপালে মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর লাঠি দিয়ে একটি আলোকোজ্জ্বল রেখা টেনে দিবে। কাফিরদের কপালে হযরত সোলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام এর আংটি দিয়ে কালো মোহর বসিয়ে দিবে। আরো বলেন: এবং পরিষ্কার ভাষায় বলবে: هٰذَا مُؤْمِنٌ وَّ هٰذَا كَافِرٌ (অর্থাৎ) এ মুমিন এ কাফির। আরো বলেন: (অর্থাৎ) তারা কুরআন পাকের উপর ঈমান রাখত না, যাতে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, **আল্লাহ্ তা'আলার** আযাব ও দাব্বাতুল আরদ্বের কথা উল্লেখ রয়েছে।

যে ব্যক্তি কান্না করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

শফিউল মুযনিবিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কান্না করতে করতে সূরাতুত তাকাসুর পড়া সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে **নেকীর দাওয়াত** দেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আবদুল্লাহ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীকুল ছরদার, মদীনার তাজেদার, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের সামনে সূরাতুত তাকাসুর পাঠ করছি। তোমাদের মাঝে যারা কান্না করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরাটি পাঠ করলেন। আমাদের মধ্য হতে কেউ কান্না করল, কেউ করল না। যারা কান্না করতে পারেনি তারা আরজ করল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা কান্না করার চেষ্টা অনেক করেছি, কিন্তু কান্না আসেনি। **মদীনার তাজেদার, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদের সামনে সূরাটি আবারও পাঠ করছি। যারা কান্না করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যাদের কান্না আসবে না তারা অন্ততঃ কান্নার ভান করবে।" (নাওয়াদিরুল উসুল, ১ম খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬২)

ঈর্ষণীয় মাদানী মুন্না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রেওয়ায়াতটিতে আমাদের **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কর্তৃক **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার এক সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। এই রেওয়াতটি দিয়ে বুঝা যায়, **আমাদের আক্বা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তা'আলার** দানে যাকে চান, যা চান, দান করে দেন। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন: 'যারা কান্না করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে'। উক্ত রেওয়ায়াতটিতে কুরআন করীমের সর্বশেষ পারার ৮ আয়াত সম্বলিত সূরা তাকাসুরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যে সূরাটি পাঠ করলে এক হাজার আয়াত পাঠ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। এ সূরাটিতে কবর, আখিরাত ও জাহান্নামের খুবই ভয়ানক বর্ণনা রয়েছে। আমরা যদি **কানযুল ঈমান** থেকে সূরাটির অনুবাদ মুখস্থ করে নিতে পারতাম! আর যখনই এ সূরা পাঠ করব বা শুনব **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে যদি ভীত হয়ে যেতে পারতাম! আসুন, এ সূরাটির বরাত দিয়ে এক মাদানী মুন্নার বেদনাদায়ক একটি কাহিনী শুনুন। যে মুন্নাটি বাস্তবিক ভাবে **আল্লাহ্ তা'আলার** ভীতিপূর্ণ **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে প্রত্যেককে আশ্চর্যান্বিত করে দিল! এক বৃদ্ধ লোক কোন মাদ্রাসার বাইরে একটি মাদানী মুন্নাকে দেখতে পেলেন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না করছিল।কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল: আমাদের ওস্তাদ সাহেব আজকের সবকে খাতায় কয়েকটি আয়াতে করীমা লিখিয়েছেন। আয়াতগুলো আমাকে কাঁদাচ্ছে। কথাগুলো বলতে বলতে সে খাতাটি চোখের সামনে মেলে ধরল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

তাতে লেখা ছিল:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
اَلۡہٰکُمُ التَّکَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰی زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۴﴾ کَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡیَقِیۡنِ ؕ﴿۵﴾

(পারা: ৩০। সূরা: তাকাসুর। আয়াত: ১-৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা। যে পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে; অতঃপর হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি 'ইয়াকীন এর জ্ঞান' রাখতে, তবে সম্পদের মোহ রাখতে না।"

মাদানী মুন্নাটি শুধু কান্নাই করে যাচ্ছিল। বুজুর্গটি তার এ আবেগ দেখে অত্যন্ত প্রভাবন্বিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: বাবা! এ সূরাটির সবক এখানেই শেষ নয়, সামনে আরও রয়েছে। যা তোমাকে হয়ত কাল দেওয়া হবে। এ কথা বলে তিনি সূরাতুত তাকাসুরের বাদ বাকি আয়াতগুলোও শুনিয়ে দিলেন। আয়াতগুলো হচ্ছে:

لَتَرَوُنَّ الۡجَحِیۡمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّہَا عَیۡنَ الۡیَقِیۡنِ ۙ﴿۷﴾ ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "নিশ্চয় জাহান্নামকে দেখবে। অতঃপর তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় সেটিকে 'ইয়াকীনের দেখাই' দেখবে। অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (পারা: ৩০। সূরা: তাকাসুর। আয়াত: ৬-৮)

মাদানী মুন্নাটি জাহান্নামের কথা শুনতেই থরথর করে কেঁপে উঠল ও মাটিতে পড়ে গেল এবং চটফট করা শুরু করল। অতঃপর চটফট করতে করতে স্থীর হয়ে গেল। তার ওস্তাদটি দৌঁড়ে এলেন। এসেই সেই বৃদ্ধটিকে ধরে ফেললেন। লোকজন জমা হয়ে গেল। মরহুম মাদানী মুন্নাটির মাতা-পিতাও এসে পৌঁছলেন। সেই বৃদ্ধটিকে ঘাতক হিসাবে আদালতে সোপর্দ করা হল। বিজ্ঞ বিচারক সেই বৃদ্ধটির আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন কথা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সব শোনার পর বিচারক তাঁর রায় ঘোষণা করলেন, এই মাদানী মুন্নাটি অত্যন্ত সৌভাগ্যবানই ছিল, আর সে **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রতি ভীতির তাওবারি দিয়েই শহীদ হয়েছে। এই বৃদ্ধটিকে স্বসম্মানে মুক্তি দেওয়া হল। (নুযহাতুল মাজালিস থেকে সংকলিত, ২য় খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মাদানী মুন্নে কে খওফে খোদা পর ফিদা
সুনতে হি আয়তেঁ ডের জো হো গয়া।
কাশ! মিল জায়ে মুঝ কো ভি এয়সি বেলা
মেরে মরনে কা বায়িছ হো খওফে খোদা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

প্রিয় আক্বা ﷺ কান্না করতে করতে নেকীর দাওয়াত দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা নবী করীম** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হতে **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে ভীত হওয়া অবস্থায় কান্না করতে করতে **নেকীর দাওয়াত** ইরশাদ করার একটি আবেগ সৃষ্টিকারী রেওয়ায়ত লক্ষ্য করুন: 'ইবনে মাজাহ্'র হাদিস; হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন, আমি **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় শরিক ছিলাম। **তিনি** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবরের পাশে বসলেন এবং এতই কান্নাকাটি করলেন যে, **তাঁর** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চোখ মোবারকের পবিত্র পানিতে মাটি ভিজে হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর **তিনি** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এর (অর্থাৎ- কবরের) জন্য প্রস্তুতি নাও।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৯৫)

সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কবর দেখলেই কান্না করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কান্না করতে করতে **নেকীর দাওয়াত** দিয়েছেন। আমার **প্রিয় আক্বা, নবী করীম** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবর ও হাশর সম্পর্কিত যে কোন প্রকারের আযাব থেকে নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও কবরের অবস্থাদির প্রকৃত পরিচয় জানার কারণে **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে সেগুলোর আলোচনা করতেই কান্না করতেন। আমীরুল মুমিনীন, জামেউল কুরআন, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্‌ফান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ অকাট্য রূপে জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও কবর যিয়ারত করার সময় চোখের পানি বন্ধ করতে পারতেন না। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'আল্লাহ্ওয়ালোঁ কি বাতেঁ'** নামক কিতাবের প্রথম খন্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্‌ফান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর গোলাম হযরত সায়্যিদুনা হানী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: 'আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যখনই কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন এমনভাবে কান্না করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেত।' (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৫) **'আল মাওয়ায়িযুল আছফুরিয়া'**তে বর্ণনাটিকে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে এটাও রয়েছে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে কবর দেখে অতিশয় কান্না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: আমার একাকীত্বের কথা ভাবনায় এসে যায়। কেননা, কবরে আমার সাথে কোন মানুষই থাকবে না। (অতঃপর **নেকীর দাওয়াতে**র মাদানী ফুল উপহার দিতে গিয়ে) বললেন: যে ব্যক্তির জন্য এই দুনিয়াটি জেলখানা তার জন্য তার কবরটি জান্নাত। পক্ষান্তরে এই দুনিয়াটি যার জন্য জান্নাত স্বরূপ ছিল, তার জন্য তার কবরটি জেলখানা হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

মৃত্যুই তা থেকে রেহাই পাওয়ার একটি মাধ্যম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নফসের প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, সে আখিরাতে পুরাপুরি অংশ পাবে। উত্তম সেই ব্যক্তি, দুনিয়া যাকে ছেড়ে দেবার আগে সে নিজেই দুনিয়াকে ছেড়ে দেয়, আর নিজের মহান প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবার পূর্বে তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কবরের বিষয়টি তার দুনিয়াবী জীবনের মতই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালকাজে জীবন কাটিয়ে থাকে সে কবরে শান্তি পাবে, আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে মৃত্যু বরণ করেছে তার কেবল ধ্বংসই ধ্বংস। (মাওয়েযায়ে হাসানাহ্, পৃষ্ঠা: ৬১, ৬২)

কারো কবর বাগান, কারো কবরে আগুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দারা কবরের ভিতরের অবস্থাদি নিয়ে খুবই চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয়! আমরা অনেক বারই কবর দেখি, অথচ কোন শিক্ষা গ্রহণ করিনা। হায়! আমরাও যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতাম! বাহির থেকে একই রকম মনে হওয়া কবরগুলোর ভিতরকার অবস্থা কিন্তু এক রকম নয়। কারো কবরের ভেতরে ফুলের বাগান ও বসন্ত চলতে থাকে। পক্ষান্তরে কারো কবরে প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকে। কবর সাপ-বিচ্ছুর গর্ত হয়ে থাকে, আর এটিও মনে রাখবেন যে, কবরে কিন্তু জ্ঞান ঠিকই থাকবে। সুতরাং যেসব নেক বান্দা ঈমান সহকারে **আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি নিয়ে দুনিয়ার জীবন শেষ করেন তারা মৃত্যুর পর **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতের ছায়ায় গিয়ে পৌঁছান, আর তাদের জন্য কেবল সুখ আর সুখ থাকে। কিন্তু গুনাহ্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে **আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট করে যেসব মানুষ মৃত্যু বরণ করার পর কবরে আসে তারা অশান্তির জায়গাতেই চলে আসে। যেহেতু সেখানে জ্ঞান ও হুশ বহাল থাকে তাই কবরে মৃতের সবকিছু অনুভব হয়ে থাকে। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবনশক্তি লোপ পাওয়া তো দূরের কথা, বরং আরো বেড়ে যায়। মৃত ব্যক্তি অনেক কিছুই দেখে ও শুনে থাকে। তাকে দাফন করে বন্ধু-বান্ধবদের চলে যাওয়ার দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পায়। এমনকি তাদের পায়ের আওয়াজও সে শুনতে পায়।

কবরের একাকীত্ব

কেবল এতটুকুই চিন্তা করুন যে, যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নেওয়া যায় যে, গুনাহের কারণে কবরে আর কোন আযাবই শাস্তি না হোক, কেবল এটুকুই হল যে, এমনই ঘোর অন্ধকার একটি কবরেই তাকে একা পড়ে থাকতে হবে, **আল্লাহ্**র কসম, এতেও অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়ে গেছে। একটু ভাবুন তো! তার সময়গুলো সে কীভাবে কাটাবে। তাছাড়া কবরের এমন ভয়ানক অন্ধকার ও একাকীত্বের পরিবেশে ভয়ানক জায়গাটিতে একজন গুনাহ্গারের উপর কী কী ঘটতে পারে। বিবেকবান বলতেই বিষয়টি নিয়ে কিছু না কিছু বুঝতে পারবেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এ তো কেবল ভাবার জন্যই বলা হয়েছে। না হয় কবর সংক্রান্ত এমন এমন আযাবের কথা বর্ণিত রয়েছে যে, তা শুনে যে কোন মানুষের লোম শিউরে উঠবে। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা মাসরূক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি চুরি বা মদ বা যেনায় লিপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে তার উপর দুইটি সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। এরা তার দেহের মাংসগুলো ছোবল মেরে মেরে খেতে থাকে।" (কিতাবু জিকরিল মাওতি মাআ মাউসূআতি ইমাম ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৫ম খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ২৫৭) এতটুকুই চিন্তা করে নিন যে, কেবল এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করাতে, একবার মিথ্যা কথা বলার কারণে, একবার গীবত করার কারণে, একবার বদগুমানী (খারাপ ধারণা) করার দোষে, একবার গান শোনার কারণে, একবার ফিল্ম দেখা, একবার গালমন্দ করা, একবার রাগের কারণে শরীয়াতের বিরুদ্ধে কাউকে বকাঝকা করা বা একবার দাঁড়ি মুন্ডানোর শাস্তিতে পাকড়াও করে যদি কাউকে ছোট কবরের ঘোর অন্ধকারে ভয়ানক একাকীত্বে বন্দী করে রাখা হয় তখন কী অবস্থা হবে! নিঃসন্দেহে এই ভাবনাটি **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে ভীতদেরকে প্রকম্পিত করে তুলবে। এ তো কেবল দুনিয়াবী অনুমান মাত্র। না হয় **আল্লাহ্ তা'আলাকে** অসন্তুষ্ট করে মৃত্যুর পর যেসব আযাবের সম্মুখীন হতে হবে, তা কে সহ্য করতে পারবে! **'হিলিয়াতুল আউলিয়া'** কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, 'বান্দা যখন কবরে প্রবেশ করে, তখন তাকে ভয় দেখানোর জন্য সেসব বস্তু এসে হাজির হয়, যেগুলোকে সে দুনিয়াতে ভয় পেত। অথচ **আল্লাহ্ তা'আলাকে** ভয় পেত না।' (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, নং-১৪৩১) আমরা কবরের আযাব থেকে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে পানাহ্ চাই।

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মেঁ ওয়ার না সাজা হোগি কড়ি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৭ পৃষ্ঠা)

আপনার যৌবন যেন কখনো আপনাকে প্রতারণায় না ফেলে

প্রসিদ্ধ ওলী হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এক যুবকের উপর **ইনফিরাদী কৌশিশ** করত: **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে বলেন: "হে যুবক! তোমাকে যেন তোমার এই যৌবন প্রতারণায় না ফেলে। অনেক যুবক তাওবা করতে বিলম্ব করল। দীর্ঘ আশা পোষণ করল, মৃত্যুর কথা স্মরণে আনল না, বলল: আমি কাল না হয় পরশু তাওবা করে নিব। সে তাওবা করা থেকে উদাসীন রইল। শেষ পর্যন্ত কবরের পেটে গিয়ে প্রবেশ করল। তাকে তার সম্পদ, গোলাম, মাতা-পিতা ও সন্তানেরা কোন উপকার করতে পারল না। যেমন; পবিত্র কুরআনে ১৯ পারার সূরা শুআরার ৮৮ ও ৮৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ﴿۸۸﴾
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿۸۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যেদিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি। কিন্তু সে ব্যক্তি, যে **আল্লাহ্‌র** সামনে হাযির হয়েছে বিশুদ্ধ (পবিত্র) অন্তর নিয়ে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মিলে খাক মেঁ আহলে শাঁ কেয়ছে কেয়ছে মকীঁ হো গয়ে লা মকাঁ কেয়ছে কেয়ছে।
হুয়ে নামওয়র বে নিশাঁ কেয়ছে কেয়ছে জমিঁ খা গয়ি নও জওয়াঁ কেয়ছে কেয়ছে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহিঁ হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ক্বল্‌বে সালীম (প্রশান্ত হৃদয়) কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্বল্‌বে সলীম বা প্রশান্ত হৃদয় দ্বারা সেই হৃদয়কেই বুঝায়, যা বদ আকীদা ইত্যাদি থেকে পবিত্র। সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আয়াতটির টীকায় লিখেছেন: যে ব্যক্তি শিরক, কুফর ও নিফাক থেকে পবিত্রতার জন্য তার সেই সম্পদও কাজে আসবে যা সে **আল্লাহ্ তা'আলা** রাস্তায় ব্যয় করেছে, যে সন্তান নেক্‌কার সে সন্তানও কাজে আসবে। যেমন; হাদীস শরীফে রয়েছে; "মানুষ যখন মরে যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ছাড়া। প্রথমটি হল সদকায়ে জারিয়া, দ্বিতীয়টি হল সেই সম্পদ যা দিয়ে মানুষ উপকার ভোগ করে, তৃতীয়টি হল নেক্‌কার সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে।" (মুসলিম, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৬৩১। খাযায়িনুল ইরফান, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

মীজাঁ পে সব খাড়ে হেঁ আমাল তুল রহে হেঁ
রাখ লো ভরম খোদা রা আত্তার ক্বাদেরী কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাঁচটিতে ভালবাসা এবং পাঁচটিতে উদাসীনতা

অলসতা থেকে জাগ্রতকারী **নেকীর দাওয়াতের** পাঁচটি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: سَيَأْتِيْ زَمَانٌ عَلٰى أُمَّتِيْ يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَّيَنْسَوْنَ خَمْسًا অর্থাৎ "আমার উম্মতদের উপর এমন এক সময় অচিরেই আসবে যখন তারা পাঁচটি বিষয়কে অত্যন্ত ভালবাসবে আর পাঁচটি বিষয়কে ভুলে বসবে। (১) يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَ يَنْسَوْنَ الْاٰخِرَة অর্থাৎ "তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে, অথচ আখিরাতকে ভুলে বসবে।" (২) وَ يُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَ يَنْسَوْنَ الْحِسَاب অর্থাৎ "তারা সম্পদকে ভালবাসবে, অথচ হিসাব-নিকাশের কথা ভুলে বসবে।" (৩) وَ يُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِق অর্থাৎ "তারা সৃষ্টিজগতকে ভালবাসবে, অথচ সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে বসবে।" (৪) وَ يُحِبُّوْنَ الذُّنُوْبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَة অর্থাৎ "তারা গুনাহকে ভালবাসবে, অথচ তাওবা করা ভুলে বসবে।" (৫) وَ يُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَة অর্থাৎ "তারা অট্টালিকা ভালবাসবে, অথচ কবরের কথা ভুলে বসবে।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

উয় হে আইশ ও ইশরত কা কুয়ি মহল ভি জাহাঁ থাক মেঁ হার ঘড়ি হো আজল ভি।
বস আব আপনে ইস জাহল ছে তো নিকল ভি ইয়ে জীনে কা আনদাজ আপনা বদল ভি।
জাগা জী লাগানে কি দুনিয়া নেহিঁ হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গান-বাজনা থেকে তাওবা নসিব হল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পেতে, অন্তরে **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয় জাগিয়ে তুলতে, ঈমান হিফাজতের আগ্রহ বাড়াবার, মৃত্যুর ভাবনা সৃষ্টি করার, কবর ও জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অন্তরে ভয় সৃষ্টি করার, গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করার, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানানোর, অন্তরে ইশকে রাসুলের প্রদীপ জ্বালানোর এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ লাভ করার আশা বাড়ানোর জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। প্রতি মাসে অন্ততঃ পক্ষে তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা**য় সুন্নাতেভরা সফর করতে থাকুন। ফিক্বরে মদীনার মাধ্যমে দৈনিক **মাদানী ইন্'আমাতে**র রিসালা পূরণ করে মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ নিজ যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। আসুন, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার পেশ করছি। বাবুল ইসলাম (সিন্ধ) হায়দ্রাবাদের এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারমর্মটি তুলে ধরলাম: আমি দুনিয়ার রং-তামাশায় মত্ত এক মর্ডাণ যুবক ছিলাম। নামাযের ধারে-কাছেই ছিলাম না। সুন্নাত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। দুনিয়ার অগণিত অশোভন কার্য-কলাপ যেমন: গান-বাজনা, ফিল্ম-ড্রামা ইত্যাদি নিয়ে বিভোর ছিলাম। আমার মাদানী পরিবেশে আসার কারণ প্রায় এ রকম যে, সৌভাগ্যক্রমে রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী (২০০৮ সনে) মাদানী চ্যানেল আরম্ভ হল। ক্যাবলে সেই মাদানী চ্যানেল চালু হয়ে গেল। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতে আমি মাদানী চ্যানেল দেখলাম। আমার খুব ভাল লাগল। তখন থেকে আমি বেশির ভাগ সময় কেবল মাদানী চ্যানেলই দেখতে থাকি। একবার মাদানী চ্যানেলে সুন্নাতেভরা বয়ান **'কালো বিচ্ছু'** শোনার সৌভাগ্য লাভ করি। আমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে কেঁপে উঠি। আমি সাথে সাথেমুখে দাঁড়ি রেখে দেবার নিয়্যত করি। মাদানী চ্যানেলে যখন **'গানোঁ কে ৩৫ কুফরীয়া আশআর'** বয়ানটি শুনলাম, সাথে সাথে আমি ভয়ে গান-বাজনা শোনার ব্যাপারেও তাওবা করে নিলাম। মাদানী চ্যানেলে যখন বায়আত করানো হয় তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি হুজুর গাউছে আযম সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুরিদ হয়ে কাদেরী হয়ে গেলাম। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তে শুরু করি। দয়ার উপর দয়া! এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা** বাবুল মদীনা (করাচী) তে রমযানুল মোবারকের ৩০ দিনের সুন্নাতেভরা ইতিকাফে শরীক হয়েছি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

মাদানী চ্যানেল সুন্নাতোঁ কি লায়েগা ঘর ঘর বাহার
মাদানী চ্যানেল ছে হামেঁ কিঁউ ওয়ালেহানা হো না পেয়ার।
আয় গুনাহোঁ কে মরীজো! চাহ্তে হো গর শেফা
অন্ করতে হি রহো তুম মাদানী চ্যানেল কো সদা।
ইছ মেঁ ইসইয়াঁ সে হেফাজত কা বহুত সামান হে
إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ খুলদ মেঁ ভি দাখেলা আসান হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৫, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে দিলেন

আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নেকীর দাওয়াত দেওয়ার কোন সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। পথ চলার সময় এমনকি সফরের সুযোগ হলে তখনও নেকীর দাওয়াত দিয়ে থাকতেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন বাশশার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: আমি হযরত ফাসাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় এক ব্যক্তি দৌঁড়ে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সামনে এল। সালাম করার পর লোকটি আরজ করল: 'হে আবু ইউসুফ! আমাকে কিছু নসিহত করুন। এ কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কান্না করতে লাগলেন, আর (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) বললেন: হে আমার ভাই! নিশ্চয় রাত-দিনের তাড়াতাড়ি আগমন আপনার শরীরটি গলে যাওয়ার, আপনার এই জীবনটি শেষ হয়ে যাওয়ার এবং সর্বদা যে আপনি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছাতে চলেছেন সেটির সংবাদ দিয়ে যাচ্ছে। তাই হে আমার ভাই! আপনি যেন সেই সময় পর্যন্ত একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না যে পর্যন্ত আপনি আপনার শুভ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবেন না। এ কথাও জানবেন না যে, আপনি কি জান্নাতে যাবেন না কি জাহান্নামে, আর জানবেন না যে, আপনার পরওয়ারদিগার আপনার গুনাহ ও উদাসীনতার কারণে আপনার উপর অসন্তুষ্ট না কি তাঁর রহম ও করমে আপনার উপর সন্তুষ্ট। হে দুর্বল মানব! নিজের আসল রূপের কথা ভুলে যাবেন না! আপনার সৃষ্টি 'একটি নাপাক বিন্দু' তথা ফোঁটা থেকে, আর পরিণতি হল গলিত লাশ। এই নসিহত যদি এখন বুঝতে দেরীই হচ্ছে তাহলে অনতিবিলম্বেই বুঝে আসবে, যখন আপনি কবরে প্রবেশ করবেন। সেখানে গিয়ে আপনি নিজের গুনাহের কারণে লজ্জিত তো হবেন কিন্তু সে লজ্জাবোধ তখন আর কাজে আসবে না। এ কথাগুলো বলেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কান্না করতে লাগলেন। সাথে সেই লোকটিও আবেগে কান্না করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন: এদের দুজনকে কান্না করতে দেখে আমিও কান্না করতে লাগলাম। কান্না করতে করতে তারা দুজন বেহুশ হয়ে গিয়ে মাটিতে লুটে পড়লেন। (যম্মুল হাওয়া, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

মুঝে সাচ্চী তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়
পায়ে তাজেদারে হারম ইয়া ইলাহী।
জো নারাজ তো হো গয়া তো কহিঁ কা
রহোঁগা না তেরি কসম ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

কাউকে কান্না করতে দেখলে আপনিও কান্না করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام **আল্লাহ্**-ভীতি! কখনও কখনও **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে **আল্লাহ্**-ভীতির কারণে তাঁদের কান্না এসে যেত। বর্তমানেও যদি **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে **আল্লাহ্**র ভয়ে কেউ কান্না করে বসেন, কান্না করতে করতে বয়ান করেন, কান্না করতে করতে দো'আ করেন, তিলাওয়াতে কুরআন বা নাত শরীফ শুনে কান্না করেন। তাহলে তা সেই ব্যক্তির পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। তাকে রিয়াকার মনে করে তার উপর কখনো খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না। কেননা, খারাপ ধারণা পোষণ করা মুসলমানের জন্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। অন্যের উপর খারাপ ধারণা পোষণ করে নিজের অন্তরকে জ্বালিয়ে ফেলা-লোকদের নিজেদেরই ধ্বংস। হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেশকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: কাউকে যখন কান্না করতে দেখবেন আপনিও কান্না করতে থাকুন, আর তাকে রিয়াকার বলে মনে করবেন না। আমি একবার কোন কান্নারত লোককে রিয়াকার মনে করেছিলাম। এতে করে আমি এক বৎসর যাবৎ কান্না করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। (তানবীহুল মুগতাররীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

ইয়াদে নবী মেঁ রোনে ওয়ালা হাম দীওয়ানোঁ কো
লাখ পরায়া হো উহ প্যির ভি আপনা লাগতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিয়াকার ব্যক্তি বোকাদের সর্দার

কোন দো'আ ইত্যাদিতে কান্না করতে দেখে প্রকাশ্য কোন কারণ ছাড়া কাউকে রিয়াকার মনে করা ব্যক্তি নিঃসন্দেহে গুনাহ্গার এবং জাহান্নামের আযাবের যোগ্য। অবশ্য স্বয়ং কান্না-করা ব্যক্তিকে ১১২ বার যাচাই করে নেওয়া উচিত যে, সে কেন কান্না করছে! যদি রিয়ার আলামতও পাওয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন না হয়ে যাবে, কান্না থেকে বিরত থাকবেন। রিয়াকার ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বোকাদের সর্দার। কারণ, কোন মানুষকে নিজের সত্তায় প্রভাবান্বিত করার, তার মুখ দিয়ে প্রশংসার বাক্য শোনার, সাময়িক মজা পাওয়ার, নিজেকে তার সামনে নেক বান্দা বানানোর বাসনায় অর্থাৎ সে তার প্রতি সুন্দর কিছু দেখার দৃষ্টিতে দেখবে, আর সে মনে মনে আনন্দ পাবে এবং কেবল এই তুচ্ছ সুখ-ভোগের জন্য **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ থেকে পাওয়া মহান নেয়ামত সমূহকে তুচ্ছ মনে করে বসে। সেই ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়ার শেষ দুনিয়াতেও রয়েছে, তা হল বেশির ভাগ সময়ে নিজেকে নিজে বড় মনে করা অভিশাপের যোগ্য এই রিয়াকার ব্যক্তিরা জানেও না যে, যাদের নিকট সে লোকদেখানো নেক্কার হতে চেয়েছিল তাদের মনে সে আদৌ কোন জায়গা করে নিতে পেরেছে কি না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ধরে নেওয়া যাক, জায়গা করেও নিতে পেরেছে, আর সে পিছন থেকে তার কোন প্রশংসা করেও দিয়েছে, তবু সাধারণ ভাবে নিজের পক্ষে প্রশংসার বাক্য শোনা খুব কম কারো ভাগ্যেই জুটে। কেউ যদি মুখের উপর প্রশংসা করেও দেয়, তাহলেও তা ধ্বংসের দিকেই পাল্লা ভারী করবে। বিশ্বাস করুন! যদি কোন কান্নাকাটি করা লোকের ব্যাপারে কিংবা ইবাদত প্রকাশকারী লোকের ব্যাপারে লোকজন জানতে পারে যে, এ লোকটি রিয়া করছে তাহলে তো সে লোকটির ব্যাপারে সকলেরই একটি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং একবার ভেবে নিন যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছে সবকিছু জানা আছে। তাহলে এমতাবস্থায় **আল্লাহ্ তা'আলার** অসন্তুষ্টি কীরূপ মারাত্মক হয়ে থাকবে!

আজ বনতা হোঁ মুআজ্জজ জো খুলে হাশর মেঁ আইব
হায়ে রুসওয়ায়ি কি আফত মেঁ প্হসোঁগা ইয়া রব। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে

রিয়া (লোক দেখানো) থেকে বাঁচার আগ্রহ বাড়াবার নিয়্যতে এখন **নেকীর দাওয়াত** স্বরূপ কিছু আয়াতে কুরআনী পেশ করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্যদানকারী মুর্খ রিয়াকারের আমলের সব সাওয়াবই নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৪১৮ ও ৪১৯ পৃষ্ঠায় ১২ পারার সূরা হুদের ১৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ঘোষণা করেছেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও সাজ-সজ্জা কামনা করে, আমি তাতে তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দিয়ে দিব। আর এরমধ্যে কম দেওয়া হবে না।"

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আয়াতটির তাফসীরে বলেন: 'দুনিয়াতেই রিয়াকারদের নেক আমলের বদলা দিয়ে দেওয়া হয়, আর তাদের উপর অনু পরিমাণও অত্যাচার করা হয় না।' (তাফসীরে তাবারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৩)

রিয়াকারিয়োঁ ছে বাঁচা ইয়া ইলাহী বানা মুঝকো মুখলিস বনা ইয়া ইলাহী।

রিয়াসম্পন্ন আমল কবুল হয় না

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'রিয়াকারী' কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** সেই আমল কবুল করেন না, যে আমলে সরীষা দানা পরিমাণ রিয়াও বিদ্যমান থাকবে।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৭)

দিখাওয়ে ছে মুঝকো ইলাহী বাঁচানা মুঝে আপনি রহমত ছে মুখলিস বানানা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

রিয়াকারীর জন্য জান্নাত হারাম

শাহানশাহে দো জাহান, মদীনার সুলতান, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** প্রত্যেক রিয়াকারের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।" (জামউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৩২৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ঈমান সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** চাইলে তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিবেন, ইচ্ছা হলে শাস্তি দিয়ে জান্নাতে স্থান দান করবেন। সুতরাং 'রিয়াকারীর জন্য জান্নাত হারাম' বাণীটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রউফ মুনাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণিত হাদিসটির টীকায় বলেন: অর্থাৎ রিয়াকার মুসলমান শুরুতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (ফয়যুল কদীর লিল মুনাদী, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৭২৫)

খতায়েঁ মেরি আফু গাফফার কর দেয়
রিয়াকারিয়োঁ ছে তু বেযার কর দেয়।

রিয়াকারীকে এ উদাহরণ থেকে বুঝুন

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এভাবে রিয়াকারীর উদাহরণ প্রদান করেছেন, যেমন: কোন ব্যক্তি সারা দিন ধরে বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল যেরূপ সেবকরা করে থাকে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বাদশাহর নৈকট্য লাভ করা নয়, বরং তাঁর কোন সেবিকা দেখার উদ্দেশ্যেই হয়। তাহলে তার এ ধরণের দাঁড়িয়ে থাকা যেন বাদশাহ্র সাথে ঠাট্টা করারই শামিল। অতএব, এর চেয়ে ঘৃন্য ও তুচ্ছ বিষয় আর কী হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদত করবে তাঁরই দুর্বল ও তুচ্ছ বান্দাদের দেখানোর জন্য, যে বান্দা ব্যক্তিগতভাবে তার কোন লাভ-ক্ষতিই করতে পারে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

ইখলাস নেকিয়োঁ মেঁ আয় রব্বে করীম
আকলে সলীম দেয় মুঝে কলবে সলীম দেয়।

রিয়ার পরিচয়

রিয়াকারীর কিছু ক্ষতিকর দিক তো তুলে ধরা হল। আসুন! এবার আমরা জেনে নিই, গুনাহে পূর্ণ রিয়াকারী কাকে বলে? শুনুন, রিয়া হল **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। যেমন; ইবাদতের মাধ্যমে উদ্দেশ্য এই হয় যে, লোকজন তার ইবাদত সম্পর্কে জেনে যাক। যাতে করে তারা তার হাতে টাকা-পয়সা দিয়ে দেয়, কিংবা তার প্রশংসা করে অথবা তাকে নেক্কার ব্যক্তি বলে মনে করে বা সম্মান করে ইত্যাদি। (আযযাওয়াজির, ১ম খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

রিয়াকারীর ৮০টি উদাহরণ

(যেসব উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে সেগুলো যদিও একমাত্র রিয়াকারীরই, তা সত্ত্বেও অনেক স্থানে নিয়্যতের পার্থক্যের কারণে শরীয়াতের বিধি-বিধানেও পরিবর্তন হতে পারে)

নামায সম্পর্কিত রিয়াকারীর ১১টি উদাহরণ

(১) এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত নামায পড়া যে, লোকেরা তাকে নামাযী বলবে।

(২) কোন হাফেজে কুরআন তারাবীর নামাযে কুরআন তিলায়াত শুনানো। কারণ, টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে।

(৩) নিজের বিয়ের দিনে বা ঘরে মৃতদেহ রেখে সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদান করা বা নামাযে জামাতের পাবন্দি করা বা সাদায়ে মদীনা লাগানো (অর্থাৎ ফজরের নামাযের জন্য মুসলমানদেরকে জাগিয়ে তুলতে ঘর থেকে বের হওয়া)। যাতে করে লোকজন বলে, ইশ্, দেখ দেখ, এমন দিনেও লোকটি নেক আমলগুলো বাদ দেননি। (এমন লোকের কি সঙ্গ ছাড়া যায়!)

(৪) লোকদেরকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের সাথে শান্তভাবে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায পড়া।

(৫) যদি বড় রাতের 'ইজতিমায়ে যিকির ও নাত' এর রাত জাগার বা কোন রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ হয়, দিনে লোকজনের সামনে এভাবে চোখ কচলানো বা বড় বড় হাই তোলা, যাতে করে তারা বুঝে যে, লোকটি রাতে ঘুমায়নি, নেক আমল করার জন্য জাগ্রত ছিল।

(৬) অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ইশ্রাক, চাশ্ত, আওয়াবীন বা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা, যাতে লোকজন তাকে নফল নামায-আদায়কারী ব্যক্তি বলে ধারণা করে নেয়।

(৭) কারো ব্যাপারে লোকজনের ভাল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তিনি একজন তাহাজ্জুদগুজার ও নফল নামায আদায়কারী লোক। তিনি যদি বাস্তবে তা না হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর সামনে যখন এসব গুণাবলী সহকারে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তখন তিনি এই নিয়্যতে মুচকি হেসে মাথা ঝুকিয়ে নেন, যাতে নিজের প্রতি তাদের মুগ্ধভাব বহাল থাকে।

(৮) তাহাজ্জুদের জন্য উঠার সুযোগ হলেই এভাবে জোরে জোরে কাশি ইত্যাদি দেওয়া কিংবা এমন ব্যাপার ঘটানো যার কারণে তার স্ত্রী বা ঘরের অন্যান্য সদস্যরা জেগে যায় এবং দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় যে, দেখ দেখ! ইনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠে গেছেন!

(৯) নামাযের পর মসজিদে এজন্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করা যে, লোকজন তাকে নেক্কার মানুষ বলবে।

(১০) নামাযে এজন্য প্রথম কাতারে গমন করা যে, লোকজন মুগ্ধ হবে এবং তার প্রশংসা করবে।

(১১) প্রথম কাতারে নামায পড়তে না পারলে কিংবা জামাআত হারিয়ে ফেললে লোকজনের সামনে আফসোস করতে থাকা, এজন্য যে, তারা মুগ্ধ হবে আর তাকে প্রথম কাতার ও জামাআতের জন্য আগ্রহী বলে মনে করবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মুবাল্লিগদের জন্য রিয়াকারীর ১৮টি উদাহরণ

(১) ইজতিমা ইত্যাদিতে এজন্য বয়ান করা যে, লোকজন তার বয়ানের প্রশংসা করবে এবং ভাল মুবাল্লিগ বলবে।

(২) মুবাল্লিগের বয়ান চলা কালে হৃদয়ে চোট লাগে এমন কথা গর্জে উঠে বলা বা জোশে উঠে শের ইত্যাদি পড়া, শ্রোতারা যেন প্রশংসনীয় ধ্বনি করে, বড় আওয়াজে سُبْحٰنَ الله বলে, বাহাবা মরহাবা বলে সুর মিলায়, বয়ানের প্রশংসা করে এবং অনলবর্ষী মুবাল্লিগ বলে।

(৩) বয়ানে সুন্দর বাক্য, কঠিন শব্দ, আরবি-ইংরেজী প্রবাদবাক্য ইত্যাদি শামিল করা, লোকজন যেন উচ্চশিক্ষিত মনে করে এবং মুগ্ধ হয়।

(৪) শ্রোতারা যেন তাকে **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাস্তায় উৎসর্গকারী বলে মনে করে সেজন্য বয়ানের শুরুতে এ রকম কিছু কথা বলা যে, আমি ৬ দিন ধরে ধারাবাহিক সফরে রয়েছি। এখনও ১৩ ঘণ্টা সফর করে এখানে এসেছি। অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখনো কোন কিছু খাইনি। কিন্তু বয়ান করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছি ইত্যাদি।

(৫) ইসলামী ভাইদেরকে এভাবে বলা, আমি তো ২৫ মাস ধরে মাদানী কাফেলার মুসাফির। আমি তো **"ওয়াকফে মদীনা"**। সেই থেকে প্রতিদিনই বয়ান করে আসছি। বর্তমানে কয়েক দিন ধরে ধারাবাহিক মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহণ করছি। প্রতি মাসে দুই কি চারটি মাদানী কাফেলায় তিন তিন দিনের সফর করে আসছি। এত এত বৎসর থেকে প্রতি মাসে ৩দিনের মাদানী কাফেরায় সফর করে থাকি, আর এসব বলার মাধ্যমে লোকদের মাঝে সম্মান পাওয়া উদ্দেশ্য হয়। লোকে খুব বাহাবা জানাবে। ইসলামী ভাইয়েরা তার উদাহরণ পেশ করবেন। দ্বীনের জন্য অত্যন্ত উৎসর্গকারী বলবে।

(৬) জোশে উঠে একই দিনে **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে পঞ্চাশ কিংবা একশ বার দরস দিয়ে ফেলা, যেন খুব বাহ্বা পাওয়া যায়, অনেক সুখ্যাতির সাথে পরিচয় দেওয়া হয়, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উচ্চ পর্যায়ের যিম্মাদারদের পক্ষ থেকে বাহাবা এবং উপহার পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

(৭) উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন লোকের সামনে সুন্নাতেভরা বয়ান করার সুযোগ মিলতেই খুব সুন্দর করে করে উন্নত মানের বয়ান করা, যাতে তিনি এর দিকে ধাবিত হন এবং এর প্রশংসা করেন।

(৮) কোন মুবাল্লিগের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা দুনিয়াবী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, যাতে করে লোকজন জেনে যায় বা নিজেই বলতে পারে যে, অমুক অমুক লোক আমার ভক্ত। এরা আমাকে দো'আর জন্য বলে। অমুক ব্যক্তি তো আমার হাতে চুমু খায়। তাদের কাছে আমার সম্মানটাই আলাদা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

(৯) কোন মুবাল্লিগের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যে, যেভাবেই হোক বড় কোন অফিসার বা মন্ত্রী ইত্যাদি তার ঘরে আসুক। যাতে করে লোকজন এই কথা মনে করে যে, ভাই! অনেক বড় বড় লোক দেখছি এর ভক্ত! দো'আর জন্য সবাই এর কাছে চলে আসে।

(১০) দুনিয়ার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন বড় লোককে সংশোধনমূলক কথা এজন্য বলা অথবা ভুল সংশোধন এজন্য করে দেওয়া যে, লোকজন যেন বলাবলি করে, বাহাবা! লোকটা তো দেখছি বড় লোকদেরকেও ভয় করে না। শরীয়াতের কথা বলাতে কারো কাছে সঙ্কোচবোধ করে না।

(১১) কোন বড় লোকের মুখে দাঁড়ি রাখিয়ে দিলেন বা কুখ্যাত কোন লোককে তাওবা করিয়ে নিয়েছেন, এরপর নিজের ভক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য বয়ানে কিংবা ইসলামী ভাইদের মাঝে তার সেই কর্মকান্ডের কথা (কিংবা মাদানী বাহার) উল্লেখ করা।

(১২) লোকজনের সাথে বসে কিংবা বয়ান করার সময় অথবা কথাবার্তার সময় চোখ নিচু করে রাখা। লোকজন যেন তা দেখে তার ভক্ত হয়ে যায়, আর বলে, দেখ তো! লজ্জায় চোখ নিচু করে রাখার এবং চোখে কুফ্লে মদীনা লাগিয়ে রাখার সেই লোক কোথায়! (আর যখন লোকজন থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন কিন্তু ঠিকই চোখ দুইটি চারদিকে ঘুরে এবং খুবই এদিক ওদিক দেখেন)।

(১৩) একাকী সময়ে ভয়-ভীতি নিয়ে নামায পড়ার কিংবা চোখ নিচে করে রাখার চেষ্টা করা। যাতে করে লোকজনের সামনেও নামাযে বিনয় ও নম্রতা থাকতে পারে, চোখ নিচু করে রাখতে পারে, লোকজনের মনে স্থান পেতে পারে। (এ হল দ্বিগুণ রিয়া। অর্থাৎ একাকী অবস্থায় করা চেষ্টাও রিয়া। কারণ, উদ্দেশ্য **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি নয়। বরং লোকজনের কাছে সাধু সাজার একটি বাহানা মাত্র)।

(১৪) নিয়মিত ফিক্‌রে মদীনা করতঃ **মাদানী ইন্'আমাতের** রিসালা পূরণ করা, অন্যদের কাছে মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী আমলের সংখ্যা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, তার প্রশংসা হোক। লোকে উপমা দিক যে, অমুক ব্যক্তিটি মাদানী ইন্'আমাতের একজন পরিপূর্ণ আমলকারী। তিনি এত এত মাদানী ইন্'আমাতে আমল করেছেন।

(১৫) দ্বীনের খেদমত করা, মাদানী কাফেলায় সফর করা, দ্বীনি কাজে বেশি বেশি সময় দেওয়া, দ্বীনের কাজে কষ্ট সহ্য করা এই উদ্দেশ্যে যে, লোকে তার উৎসর্গ দেখে বাহাবা দিক। দ্বীনি কাজে তাকে নিষ্ঠাবান কর্মী মনে করুক।

(১৬) দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে **আল্লাহ্**র রাস্তায় এই নিয়্যতে সফর করা যে, ইসলামী ভাইয়েরা তার এই উৎসর্গ স্বীকার করবেন, তাকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করবেন, তাকে আন্তর্জাতিক মুবাল্লিগ বলবেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(১৭) ধারবাহিক ভাবে সদায়ে মদীনা লাগানো অর্থাৎ লোকজনকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়া, এই জন্য যে, তার সুনাম হবে যে, ইনি অন্ধকারকেও ভয় পান না, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকও ভয় করেন না, শীত-বর্ষাও পরোয়া করেন না, তাছাড়া শুতে তার যতই বিলম্ব হোক না কেন, কোন দিন কিন্তু সদায়ে মদীনা বাদ দেননা।

(১৮) কাউকে এই উদ্দেশ্যে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া যে, লোকজন তাকে মুসলমানদের বড়ই শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করবে। অথবা কাউকে অসৎকাজ থেকে এই উদ্দেশ্যে নিষেধ করা যে, লোকজন তার ভক্ত হয়ে যাবে। বলবে, ইনি বড়ই ব্যক্তিত্ববান মানুষ, অসৎ কিছু দেখে একদম নীরব থাকতে পারেন না। (হায়! ঘরে চলমান অসৎ কার্যাদি দেখেও যদি তিনি সহ্য করতে না পারতেন, তার হৃদয় জ্বলে উঠত এবং সংশোধন করে নেওয়ার সৌভাগ্য নসিব হত!)

না'ত শরীফ পাঠক ও শ্রোতাদের জন্য রিয়াকারীর ১৬টি উদাহরণ

(১) ইজতিমা ইত্যাদিতে এই উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা, না'ত শরীফ পাঠ করা যে, লোকজন টাকা ফেলবে, আহার করাবে, খাম পেশ করবে, আওয়াজ ও কণ্ঠে সুর মিলাবে, উচ্চারণের ঢং এবং পঠিত কালামের প্রশংসা করবে।

(২) না'ত শরীফ পাঠ করতে গিয়ে বিভিন্ন শের যেমন; **হাদায়িকে বখশিশ শরীফ** ইত্যাদির শেরগুলো এজন্য বেশি বেশি পাঠ করা, লোকজন যেন বলে, বাহ্! ইনি তো অনেক শের জানেন, তাও আবার কঠিন কঠিন শেরগুলোই তার মুখস্থ।

(৩) কিতাব না দেখে না'ত শরীফ পাঠ করা এজন্য যে, শ্রোতারা যেন বলে, ভাই! ইনার তো দেখছি অনেক মনোমুগ্ধকর নাত মুখস্থ।

(৪) না'ত খাঁ বা মুবাল্লিগের কোন মুশকিল শেরের ব্যাখ্যা করে দেওয়া, এজন্য যে, লোকজন থাকে মেধাবী ও ভাষাবিদ মনে করবে এবং তার জ্ঞানের প্রশংসা করবে।

(৫) দুর্লভ কালাম খুঁজে কিংবা কোন কালামের নতুন ঢং বানিয়ে গোপন করে রেখে দিয়ে বড় রাত ইত্যাদি কোন বিশেষ সুযোগে অনেক লোকের জমজমাট আসরে এজন্য পাঠ করা যে, শ্রোতামন্ডলী আন্দোলিত হয়ে পড়বে, আর জোরে জোরে سُبْحٰنَ اللّٰه বলে তাকে সমর্থন দেবে। খুব নারা লাগাবে এবং অন্যান্য না'ত খাঁ'রাও তার প্রশংসা করতে বাধ্য হবে।

(৬) না'ত পাঠ, তিলাওয়াতে কুরআন, বয়ান ইত্যাদিতে একই সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যে, লোকজন তাকে 'সবজান্তা' বলুক।

(৭) ধনবানদের কাছে আগ্রহ সহকারে যাওয়া, তাদের বা অন্য কোন দ্বীনি বা দুনিয়াবী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এজন্য না'ত পাঠ করা যে, মালদার টাকা ছাড়বে আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকটির পক্ষ থেকে প্রশংসা পেয়ে তার নফস আনন্দিত হতে পারবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি অমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

(৮) সম্মান, নাম ও নজরানা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য দেশে গিয়ে নাত ইত্যাদি পড়া। তাছাড়া এ উদ্দেশ্যও পোষণ করা যে, নিজের নামের পাশে (সাথে) 'আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন না'ত পাঠক' বলা হবে এবং খবরের কাগজে নাম আসবে।

(৯) চ্যানেলে এই কারণে না'ত পাঠ করা (কিংবা বয়ান করা) যাতে প্রসিদ্ধি লাভ করা যায়, রাস্তায় লোকজন সাক্ষাতে সম্মান করে, তাদের মাহফিলগুলোতে দাওয়াত দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, মিডিয়া বা অমুক চ্যানেলের প্রসিদ্ধ নাত পাঠক (বা মুবাল্লিগ) বলবে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নাম আসবে, সিডি তৈরি হবে, খুব সুনাম হয়ে যাবে।

(১০) খ্যাতি ও বাহ্‌বা পাওয়ার জন্য না'ত পাঠক (বা মুবাল্লিগ) কর্তৃক সিডি বা ভিসিডি বের করা।

(১১) বয়ান করার সময় বা বয়ান শোনার সময় কিংবা দো'আ করার সময় বা করানোর সময়, মুনাজাত বা না'ত শরীফ পাঠ করার বা শোনার সময় কান্না করার ন্যায় আওয়াজ করা, কান্নার অভিনয় করা, জোর করে চোখের পানি বের করা, বার বার চোখ মোছা এজন্য যে, লোকজন তার প্রতি দৃষ্টি দেয়, আর তাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে।

(১২) যিকির ও না'তের মাহফিলে সামনের দিকে বসা, না'ত শুনতে শুনতে শরীরকে হেলানো-দুলানো, বড় আওয়াজে سُبْحٰنَ الله মারহাবা ইত্যাদি বলা, নারা লাগানো, খুব আন্দোলিত হতে থাকা, এজন্য যে, লোকজন তাকে 'আশিকে রাসুল' মনে করে।

(১৩) মুনাজাত বা না'ত শরীফ শুনে চিৎকার দিয়ে উঠা বা ডাক দিয়ে উঠা অথবা লাফিয়ে উঠা যাতে লোকজনের দৃষ্টি পড়ে, যদি তার আবেগ সৃষ্টি হয়ে ছিল আর জোশে উঠেছিল, কিন্তু এখন মাহফিল শেষ হওয়া সত্ত্বেও এজন্য হাত-পা নড়াচড়া করার ধারা অব্যাহত রাখা যে, লোকজন যেন এ কথা না বলতে পারে, আরে এত তাড়াতাড়ি লোকটি নরমাল হয়ে গেল! কিংবা এজন্য মাটিতে লুটে পড়া আর ধড়ফড় করতে থাকা, যেন লোকজন তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নেয়, তাকে শান্ত করে, জোশে উঠার জন্য চেষ্টা করা, পানি পান করায়, আর এ লোকটি 'হু হু' করতে করতে আস্তে আস্তে হুশ ফিরে পাওয়ার ভাব দেখায়, এমনি করে সে যেন লোকদের কাছে 'আশিকে রাসুল' হিসাবে পরিচয় লাভ করতে পারে।

(১৪) না'তে রাসুল শুনে শুনে মদীনার বিরহে এজন্য আহঃ আহঃ করতে থাকা, বার বার মদীনা মদীনা বলতে থাকা, লোকজন তাকে যেন 'মদীনার পাগল' মনে করে।

(১৫) ইজতিমা ও না'তের মাহফিলে কেবল বিরানী ও খিচুরি ইত্যাদি খাওয়ার জন্য যোগদান করা।

(১৬) মুনাজাত, না'ত, মানকাবাত ইত্যাদির লেখক কর্তৃক তাদের লেখায় ছদ্মনাম এজন্য ব্যবহার করা যেন সুখ্যাতি হয়, প্রশংসা পাওয়া যায়, লোকজনের অন্তরে রেখাপাত হয়। তারা যেন বলে, বেশ ভাই বেশ! এ তো বড় ভাল শায়ের।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়কারীদের জন্য রিয়াকারীর ৩টি উদাহরণ

(১) লোকজন দানবীর বলবে এই উদ্দেশ্যে দ্বীনি কাজকর্মে চাঁদা দেওয়া।

(২) গরীব-দুঃখীদের মাঝে খয়রাত করা, লোকজন যেন 'হাজী সাহেব', 'শেঠ সাহেব' বলে বলে তার চতুর্দিকে ভীড় জমায়, তাকে সম্মান করে, তার সামনে নত হয়ে থাকে।

(৩) অসুস্থদের, গরীব-দুঃখীদের, বন্যা-কবলিত লোকজনদের সেবার জন্য ছুটাছুটি করা, এজন্য যে, লোকজন তাকে গরীব-দুঃখীদের বন্ধু বা একনিষ্ঠ সমাজসেবী বলে।

রিয়াকারী সম্পর্কিত ৩২টি সাধারণ উদাহরণ

(১) ক্বিরাত এজন্য শিক্ষাগ্রহণ করা, লোকজন যেন তাকে 'ক্বারী সাহেব' বলে।

(২) ইজতিমায় উপস্থিত লোকজনের দিকে দেখে (ক্বিরাত বড় করে পড়তে হয় এমন ওয়াক্তের নামাযে মুসল্লিদের সংখ্যা দেখে) তাজভীদের কায়দাগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া, আওয়াজের বড়-ছোট করাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে করা। (হায়! **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য ছোট করে ক্বিরাত পড়তে হয় এমন নামাযগুলোতেও যদি ক্বিরাতে তাজভীদের কায়দাগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া যায়!)

(৩) নিজের জন্য বিনয়ের শব্দ যেমন, 'ফকির', 'গুনাহ্‌গার', 'নাখান্দা', 'খাকছার' ইত্যাদি বলা বা লিখা, লোকজন যেন বিনয়ী মেজাজের লোক বলে মনে করে, বিনয়ের প্রশংসা করে। (অন্তরের সাড়া ব্যতীত নিজের জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা মুনাফিকীও তো বটে)।

(৪) এজন্য লোকজনের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা, তাকে যেন সবাই মিশুক ও সচ্চরিত্রবান বলে।

(৫) সকলের সামনে দো'আ ইত্যাদিতে কান্না এসে গেলে চোখের পানি মুছতে থাকা, এজন্য যে, লোকজনের যেন এমন ভক্তি সৃষ্টি হয় যে, লোকটি রিয়াকারী থেকে বাঁচার জন্য তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে নিচ্ছে।

(৬) লোকজনের মনে স্থান পাবার জন্য এ ধরণের কথা তৈরি করা যে, গুনাহ্‌কে আমার বেশি ভয় হয়, অশুভ পরিণতির ভয় হয়, অন্ধকার কবরে কি অবস্থা হবে, হায়! হায়! কিয়ামতের ময়দানে **আল্লাহ্‌র** দরবারে হিসাব কীভাবে দিব।

(৭) দুনিয়ার প্রতি নিজের অনাসক্তি ও আমলদারীর ছাপ দেখানোর জন্য লোকদেরকে এ কথা বলা, 'আমি তো ধনী ও বড় লোকদের নিকট থেকে দূরেই থাকি'। (এ কথা যদি ধনীদেরকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ মনে করে বলে থাকে, তাহলে তো সে অহংকারীও হল)।

(৮) কারো মুসিবতের কথা শুনে মুখ মলিন করা, সমবেদনামূলক কথা বলা, লোকজন যেন তাকে কোমল হৃদয়ের লোক বলে। (অবশ্য, দুঃখী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য একমাত্র **আল্লাহ্‌র** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার সামনে এরূপ করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ)।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

(৯) হাতে তাসবীহ রেখে দেখানো, লোকজনের সামনে ঠোঁট নাড়া, আওয়াজ করে পড়া, দরূদ ও যিকির করা, এজন্য যে, লোকজন তাকে নেক্‌কার মনে করবে।

(১০) লোকজনের সামনে পানাহার, উঠাবসা ইত্যাদির সুযোগে যত্নের সাথে সুন্নাতের খেয়াল রাখা, এজন্য যে, লোকজন তাকে সুন্নাতের অনুসারী মনে করবে। (হায়! যদি একাকী অবস্থায়ও পানাহার ও অন্যান্য কাজকর্মে সুন্নাত অনুযায়ী ভালরূপে আমল করার মনোভাব সৃষ্টি হত)!

(১১) দাওয়াতে বা কারো উপস্থিতিতে কম খাওয়া, এজন্য যে, লোকজন তাকে সুন্নাতের অনুসারী ও স্বল্পভোজী লোক বলে জানে। (আফসোসের কথা, এ লোক ঘরে একা অবস্থায় বা আপনজন, বন্ধুবান্ধবের সাথে খাওয়ার সময় অন্যজনের খাবারও নিজেই খেয়ে বসে)।

(১২) কাউকে নিজের নেক আমলের কথা বলে 'কথাটি আপনি অন্য কাউকে বলবেন না' বলা, লোকটি যেন ভক্ত হয়ে গিয়ে বলে, লোকটি বড়ই মুখলিস! কারো কাছে নিজের নেক আমল প্রকাশ করতে চান না।

(১৩) নিজের নামের সাথে 'হাফেজ' লিখা বা বলার জন্য গুরুত্বারোপ করা, এজন্য যে, লোকজন তাকে শ্রদ্ধা করবে, مَاشَآءَاللّٰه বলবে, সম্মান করে তাকে 'হাফেজ সাহেব' বলবে, তার কাছে দো'আ চাইবে। (রিয়ার নিয়্যত যদি না থাকে, তাহলে একজন হাফেজ নিজেকে নিজের মুখে হাফেজ বলা বা লিখাতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই)।

(১৪) রমযানুল মোবারকে ইতিকাফ করা, সকলের সামনে তিলাওয়াত করা, কান্না করতে করতে ফরিয়াদ করা, এজন্য যে, লোকজন তাকে নেককার বলবে।

(১৫) এজন্য রমযানুল মোবারকের ইতিকাফ করা যে, ফ্রি সাহরী ও ইফতারী মিলবে।

(১৬) কারো মৃত্যুজনিত ঘটনায় দৌঁড়াদৌঁড়ি আরম্ভ করে দেওয়া, লোকজনকে দেখিয়ে জানাযা ও দাফনে সকলের সামনে সামনে থাকা, যাতে ঘরের লোকেরা প্রভাবম্বিত হয়, তাদের দৃষ্টিতে ভাল মানুষ সাজতে পারে।

(১৭) নেক কাজগুলোতে আগেভাগে অংশ গ্রহণ করা, এজন্য যে, লোকজন তাকে নেককাজের প্রতি আগ্রহী বলে মনে করে।

(১৮) নিজের দ্বীনি কার্যাবলী এজন্য প্রকাশ করা যে, শ্রোতা যেন তাকে দ্বীনের এক বড় খাদেম বলে ধারণা করে, তার মহত্বের প্রশংসা করে, যেমন; নিজের ফযীলতের কথা বলার জন্য এটা বলা যে, **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করার কাজে তো আমার ১৫ বৎসর চলছে, আমি এত এত কাল ধরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অমুক অমুক পদের যিম্মাদারীতে ছিলাম, আমি এত এত এলাকায় বরং রাষ্ট্রে গিয়ে মাদানী কাজ করেছি, আমি কোটি কোটি লোকের মুখে দাঁড়ি রাখিয়েছি, পাগড়ী পরিয়েছি, মাদানী কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছি, প্রশিক্ষণ দিয়েছি, অমুক অমুক যিম্মাদরদেরকেও আমি মাদানী পরিবেশে এনেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

(১৯) অধ্যয়নের সময় হিকমতভরা কোন মাদানী ফুল প্রাপ্ত হলে তা অন্যদের নিকট থেকে গোপন রেখে বড় ইজতিমায় বয়ান করা, যাতে করে বাহাবা ও সুবহানাল্লাহ্র গুঞ্জন উঠে, অনেক অনেক লোক তাকে বেশি জ্ঞানী হিসাবে বুঝে আর প্রশংসা করে।

(২০) নিজের ফি সবিলিল্লাহ্ ইমামতি করা, দ্বীনি শিক্ষাদান ইত্যাদির কথা অন্যের কাছে এ কারণে বলা যে, লোকজন তার ভক্ত হয়ে যাবে, তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে।

(২১) বড় রাত বা ইজতিমা ইত্যাদিতে সুন্দর-সুললিত কণ্ঠে আজান দেওয়া, লোকজন যেন তার কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে তাকে বাহাবা জানায়।

(২২) বেচা-কেনার সময় বা কারো দ্বারা কোন কাজ করানোর সময় নিজের দ্বীনি পদ যেমন; তালেবে ইলম, হাফেজে কুরআন, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুবাল্লিগ ইত্যাদি হবার কথা উল্লেখ করা, এজন্য যে, তারা যেন অনুগ্রহ করে বা টাকা-পয়সা না নেয়।

(২৩) কিতাব বা রিসালা লিখার সময় শিক্ষণীয় বর্ণনাগুলো, মন কেড়ে নেওয়া ঘটনাগুলো এবং ভাল ভাল মাদানী ফুলগুলো সন্নিবেশ করা, এজন্য যে, পাঠক যেন তার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়ে যায়।

(২৪) নিজে কতবার হজ্ব করেছে, কতবার ওমরা করেছে, দিনে কত পারা কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে, পুরো রজবুল মুরাজ্জাব ও শাবানুল মুয়াজ্জমের রোযা সহ অন্যান্য নফল রোযা, নফল নামায, অনেক অনেক দরূদ শরীফ পাঠ করার কথা বলা, যাতে করে বাহাবা মিলে, লোকদের মনে সম্মান সৃষ্টি হয়।

(২৫) ছোট-বড় দ্বীনি কিতাবাদির নাম বলে বা নাম না বলে সেগুলো অনেক অনেকবার পাঠ করেছে বলে প্রকাশ করা, যাতে ইসলামী ভাইয়েরা তাকে ইলমে দ্বীনের আশিক মনে করে এবং অন্যদেরকে তার উপমা দেয়।

(২৬) হজ্ব করা, নিজের হজ্বের কথা প্রকাশ করা, এজন্য যে, লোকেরা হাজী বলবে, সাক্ষাতের জন্য আসবে, কেঁদে কেঁদে দো'আর জন্য বলবে, ফুলের মালা দিবে, উপহার ইত্যাদি পেশ করবে। (নিজের সম্মান কড়িয়ে নেওয়া কিংবা উপহার ইত্যাদি পাওয়া যদি উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, বরং নেয়ামতের শুকরিয়া সহ ভাল ভাল নিয়্যতে হয়, তাহলে হজ্ব ও ওমরার কথা উল্লেখ করা, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনদের এককিত্রত করা, মাহফিলে মদীনা সাজানোতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তা বরং আখিরাতের সাওয়াবের কারণ হবে)।

(২৭) সৈয়দ বংশের লোকদের সম্মান করা, হাতে চুমু দেওয়া, যাতে তাঁদের মনে সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়, লোকজন বলে 'ইনি একজন আহলে বাইতের প্রেমিক'।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(২৮) বেশি বেশি মাজার যেয়ারত করা, ওরস ইত্যাদিতে সামনে সামনে থাকা, যাতে লোকজন তাকে আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আশিক বলে।

(২৯) বার বার হুযুর গাউছে আযমের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কথা বলতে থাকা, গেয়রভী শরীফের নেয়াজ করা, তাঁর মানকাবাতে খুব করে আন্দোলিত হওয়া, যাতে লোক তাকে গাউছে আযমের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ দিওয়ানা মনে করে।

(৩০) নিজের পীরের খুব খেদমত করা, লোকজনের কাছে খেদমতের কথা উল্লেখ করা, তাঁদের চোখের সামনে সামনে ঘুরতে থাকা, যাতে লোক তাকে আপন মুরশিদের নৈকট্যশীল, গ্রহণযোগ্য ও খাস খাদেম বলে মনে করে, তার সম্মান করে, হাতে চুমু দেয়, উচ্চ আসনে স্থান দেয়, দো'আ করতে বলে, তোহফা-নজরানা পেশ করে, পীর সাহেবের দরবারে সুপারিশকার বানায়।

(৩১) পীর-মুরশিদের বেঁচে যাওয়া খাবার অন্যদের সামনে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলা, যাতে লোকজন তাকে 'তাবাররুকের লোভী' বলে মনে করে। (আর যদি এমন হয় যে, কেউ দেখছে না, তাহলে তাবাররুকে হাতও লাগাবে না। অথবা অন্যদেরকে দিয়ে দিবে)।

(৩২) অন্যদের উপস্থিতিতে নীরব থাকা, ইশারায় বা লিখে কথাবার্তা বলা, যাতে লোকজন তাকে ভদ্র, নীরব প্রকৃতির এবং মুখে কুফ্লে মদীনা লাগানো লোক বলে ধারণা করে। (স্বয়ং ঘরে এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সামনে খুবই অট্টহাসিতে হাসে আর হিংস্র বাঘের ন্যায় চিৎকার করে)।

রিয়ার সংজ্ঞায় উল্লেখিত উদাহরণ সমূহ নিয়ে চিন্তা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত উদাহরণসমূহ মনে মনে রেখে রিয়াকারীর সংজ্ঞার প্রতি আরেকবার দৃষ্টি নিন। যেমন; বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৬২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, রিয়া (অর্থাৎ লোকদেখানোর জন্য নেক আমল করা) আর সুম'আ (অর্থাৎ লোকজন শুনবে আর ভাল বলে মনে করবে) এই দুইটি বিষয় অত্যন্ত জঘন্য। এগুলোর কারণে ইবাদতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, বরং গুনাহ্ হয়। আর এ ধরণের লোক শাস্তির সম্মূখীন হয়। রিয়াকারীর সংজ্ঞায় লোকদের কাছে নিজের ইবাদতের ঢাক-ঢোল পিটানো, প্রশংসা ও বাহবা কুড়ানো, সম্মান আশা করা, নেক কাজের কারণে স্যুট-পিস, টাকার খাম, খাবার, মিষ্টি বা কোন ধরণের নজরানা লাভের মনোভাব, তাছাড়া উক্ত উপমাগুলোতে সম্মান ও যশখ্যাতির লোভও শামিল রয়েছে। কেননা, রিয়াকারীর একটি বড় কারণ হল, হুব্বে জাহ্ বা যশখ্যাতি ও সম্মানের লোভ।

রিয়াকারীর উদাহরণ সমূহ নিয়ে একটি জরুরি ব্যাখ্যা

মনে রাখবেন! রিয়াকারীর এ সমস্ত উদাহরণ পাঠক ও শ্রোতামন্ডলীর নিজেদের মাঝে রিয়াকারীর কী কী রয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্যই পেশ করা হয়েছে; অন্য কাউকে রিয়াকার সাব্যস্ত করার জন্য নয়। কেননা, রিয়াকারীর সম্পর্ক অন্তরের সাথে, আর কারো অন্তরের অবস্থার কথা অপর কেউ জানতে পারে না। তাই উপরোক্ত উদাহরণগুলোর উপর অনুমান করে কোন মুসলমানের উপর কু-ধারণা করা যাবে না। বদগুমানী করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। অনুরূপ কারো দোষ খোঁজা, গোপন কিছু প্রকাশ করে দেওয়া, রিয়াকারীর আলামত অন্বেষণ করা, যাতে করে তার বদনাম করা যায় সবই হারাম।

রিয়াকারীর আযাবকে ভয় করুন!

দয়া করে আপনার নেক আমলগুলো ভালভাবে চেক করে নিবেন যে, সেগুলোতে কোন রিয়াকারী ঘটল কি না! কেননা, রিয়া পীপড়ার চলাচলের চেয়েও সূক্ষ্ম ভাবে আমলের মধ্যে প্রবেশ করে। বাস্তবে রিয়ার মাঝে যে তৃপ্তি রয়েছে তা কোন উন্নত খাবারেও নেই, ধন-দৌলত বেশি হওয়াতেও নেই। এ থেকে বাঁচা অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা, এই তৃপ্তি বা স্বাদ জাহান্নামেই নিয়ে যায়। অতএব, আপনার নেক আমলে যদি রিয়ার সন্দেহ পেয়ে থাকেন, তাহলে তাওবা করে নিন আর ভয় করুন।কারণ, **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জাহান্নামে এমন এক উপত্যকা রয়েছে যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামই দৈনিক চারশতবার পানাহ্ চায়। **আল্লাহ্ তা'আলা** এই উপত্যকাটি উম্মতে মুহাম্মদীর সেসব রিয়াকারদের জন্যই তৈরি করেছেন যারা কুরআনে পাকের হাফেজ, **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য কারো জন্য সদকাকারী, **আল্লাহ্**র ঘরের হাজী এবং **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরকারী।" (আল মু'জামুল কবীর, ১২তম খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১২৮০৩) কোন ইসলামী ভাই-বোন নিজেদের মাঝে উল্লেখিত আলামতগুলো যদি পেয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই রিয়াকারীর চিকিৎসা করে নিবেন। এমন যেন না হয় যে, মূল নেক আমল করার সৌভাগ্যময় অভ্যাসই ত্যাগ করে দিবেন। কেননা, নাকে মাছি বসলে মাছিটিকেই উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু নাক কেটে ফেলা যায় না।

বাঁচা লে রিয়া ছে বাঁচা ইয়া ইলাহী
তো ইখলাস কর দেয় আতা ইয়া ইলাহী।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

(রিয়া বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠার 'রিয়াকারী' কিতাবটি পাঠ করুন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

রিয়াকারীর চিহ্ন সমূহ

আমীরুল মুমিনীন মাওলায়ে কায়েনাত, হযরত আলী মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: 'রিয়াকারীর তিনটি আলামত রয়েছে: (১) একা যখন অবস্থান করে তখন আমলে অলসতা করে এবং লোকজনের সামনে যখন অবস্থান করে তখন কর্মঠ দেখায়। (২) যখন প্রশংসা পায় তখন আমল বাড়িয়ে দেয় এবং (৩) নিন্দা করা হলে আমল কমিয়ে দেয়।'

(আযযাওয়াজিরু আন ইতিরাফিল কবায়ির, ১ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা)

লোকজনের সামনে নিজেকে তুচ্ছ প্রকাশ করাও রিয়ার আলামত

হযরত সায়্যিদুনা খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'যে ব্যক্তি লোকজনের সামনে কোন আসরে নিজেকে তুচ্ছ করে (অর্থাৎ নিজেকে বদকার, গুনাহ্গার ইত্যাদি বলে) মূলত: কিন্তু সে নিজেরই প্রশংসা করে। (কারণ, লোকজন এমন লোকদেরকে বিনয়ী ও একনিষ্ঠ বলে তাদের প্রশংসা করে থাকে)। আর এটিও রিয়ার আলামতগুলোর মধ্যে একটি।' (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৪ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! নিজের বিনয় প্রকাশের শব্দ উচ্চারণ করা তখনই রিয়া হয়ে যায় যখন রিয়াকারীর নিয়্যত মনের মাঝে লুকায়িত থাকে। তখন সেটি গুনাহ, আর অনুরূপ যদি কেবল মুখ দিয়ে বিনয়ের শব্দ বলে অথচ অন্তরে এ অবস্থা বিরাজ না করে থাকে, তাহলে সে একজন মুনাফিকই, আর এটিও গুনাহ্।

রোযার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'নিজের কোন ভাইয়ের কাছে রোযার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। কেননা, সে যদি বলার সুযোগ পায়, আমি রোযাদার, তাহলে তার নফস খুশি হবে, আর যদি বলতে হয়, আমি রোযা রাখিনি, তাহলে তার নফস অপমানিত হবে। এ দুটোই রিয়ার আলামত।' (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৪ পৃষ্ঠা)

প্রয়োজনে রোযার কথা প্রকাশ করে দিন

প্রয়োজনে রোযার কথা প্রকাশ করাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন; **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কাউকে যদি দাওয়াত দেওয়া হয় আর সে যদি রোযাদার হয়, তাহলে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার।" (সহীহ মুসলিম, ৫৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه হাদিসটির টীকায় লিখেছেন: 'মনে রাখবেন! নফল রোযা গোপন রাখা উত্তম। কিন্তু এখানে যেহেতু (যেমন কারো ঘরে গিয়ে থাকলে সেখানে) গোপন রাখার কারণে ঘরের মালিকের মনে ব্যথা পাবে অথচ (**আল্লাহ্**কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যতে) মুসলমানদেরকে খুশি করাও ইবাদত, তাই রোযার কথা প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' (মিরআতুল মানাজীহ্, ২য় খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

নেকীর কারণে জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রিয়াকারীর প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: এর চেয়েও অতিশয় গোপন রিয়া হল সেটি যা (নেকীর ব্যাপারে) লোকজনের জানতে পারার আকাংখা রাখে না, ইবাদত প্রকাশ পাওয়াতে খুশি (সৃষ্টি) হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে সে আনন্দ পায় যে, সাক্ষাতের সময় লোকজন তাকে আগে থেকে সালাম দেয়, হাসিমুখে তার সাথে সাক্ষাৎ করে, (যেমন; সে কিছু কিনতে চাইলে তাকে সস্তায় মাল দেয় কিংবা বিনা মূল্যে দিয়ে দেয়), আর যখন সে লোকজনের নিকট আগমন করে তখন তারা তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। (তাকে সম্মানজনক স্থানে বসায়, দো'আ করতে বলে, তার সামনে বড় আওয়াজে কথা বলে না, করজোড়ে থাকে, নত হয়ে থাকে ইত্যাদি)। কোন ব্যক্তি যখন এসব করতে চায় না বা গড়িমসি করে বিষয়টি তার গোপন নেকীকে বড় মনে করার কারণে তার অন্তরে অশোভন লাগে। মনে হয় যেন তার নফস সেই ইবাদতের বিনিময়ে নিজের সম্মান চায়। এমনকি যদি মেনে নেওয়া হয় যে, সে এই নেককাজগুলো করেনি, তাহলে তার নফস এই সম্মানের বাসনাও রাখত না। (আয যাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

একনিষ্ঠ বান্দাদের রিয়া থেকে দূরে থাকার নমুনা

তিনি আরও বলেন: তাই মুখলিস বান্দারা সর্বদা গোপন রিয়াকে ভয় করে চলে। অন্য সব লোক যত চেষ্টা তাদের গুনাহ্ গোপন রাখার জন্য করে থাকে, এরা তাদের চেয়ে বেশি চেষ্টা করে নেককাজ গোপন রাখার জন্য। তার একমাত্র কারণ হল, এসব লোক তাদের নেক্কাজগুলোকে খালেস করতে চায়। তবেই তো **আল্লাহ্ তা'আলা** কিয়ামতের দিন সেসব লোকদের সামনে তাদের প্রতিদান দিবেন। কেননা, তারা এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** কেবল সেসব আমলই কবুল করেন যা ইখলাস সহকারে করা হয়ে থাকে। তারা এও জানেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও মুখাপেক্ষী হবে। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না। কেবল সেসব লোকদেরকেই **আল্লাহ্ তা'আলা** কবুল করবেন, যারা কলবে সালীম (অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে মাহফুজ অন্তর) নিয়ে হাজির হবেন।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আমরা আবার রিয়াকার তো নই?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত গভীরভাবে নিজেদের আমলের প্রতি লক্ষ্য করা যে, ইবাদত করার সময় লোকদের সামনে নিষ্ঠাবান এবং একা অবস্থায় অলসতা করে থাকি কিনা? নেক আমল করার পর বিনা প্রয়োজনে সে কথা লোকদের কাছে বলে বেড়াই কি না? অতঃপর সেই আমলের কারণে কেউ যদি আমাদের প্রশংসা করে তাহলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমল বাড়িয়ে দিই কি না? আমাদের কেউ প্রশংসা না করলে আমরা মুখ ভার করি কি না? আর আমল কমিয়ে দিই কি না? এমন হয় কি না যে, লোকজনের সামনে নেক আমল করতে আমাদের আনন্দ লাগে, কিন্তু একা অবস্থায় আনন্দ লাগে না? লোকজনের সামনে নিজেদেরকে গুনাহ্গার, তুচ্ছ, অপরাধী, ফকীর, হাকীর, বিনয়ী ও মিসকিন ইত্যাদি বলে নিজের নিন্দাবাদ তাদের ভক্তি যোগাবার জন্য করি কি না? আমরা মুবাল্লিগ হওয়ার সুবাদে কিংবা সুন্নাতে-ভরা মাদানী লেবাস ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে আমাদের ভক্ত দোকানদারদের নিকট থেকে এ জন্য বেচা-কেনা করি কি না যে, তারা আমাকে বিনামূল্যে কিংবা কম দামে পন্য দিবে? এসব প্রশ্নের জবাবে যদি 'হ্যাঁ' আসে তাহলে তাড়াতাড়ি তাওবা করে নিন এবং ইখলাস অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকুন। কারণ, কখনো যেন এমন না হয় যে, তাওবা করার আগেই আপনার মৃত্যু এসে যায় এবং রিয়াকারীর কারণে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়।

রিয়াকারী থেকে তাওবা করার বরকত

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন: '**মনে রাখবেন!** রিয়ার কারণে ইবাদত করা না-জায়েয হয়ে যায় না (অর্থাৎ এমন নয় যে, নামায পড়েছে, তবু তাকে নামায পড়েনি বলে গণ্য করা হবে), বরং কবুল না হওয়ার সন্দেহ থেকে যায় আর শেষে রিয়াকার যদি রিয়া থেকে (সত্যিকার) তাওবা করে নেয়, তাহলে রিয়া সহকারে সে যেসব ইবাদত করেছে সেগুলো আদায় করে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। বরং সেই তাওবার বরকতে বিগত কবুল না হয়ে রিয়াপূর্ণ ইবাদতগুলোও কবুল হয়ে যাবে। সাধারণতঃ রিয়া থেকে বেঁচে থাকা বড়ই কঠিন। কোন ব্যক্তি যেন রিয়ার সন্দেহ করে ইবাদত করা বাদ না দিয়ে দেয়। বরং রিয়া থেকে বাঁচার জন্য দো'আ করতে থাকে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

তেরে রহম ও করম পর আস মাঁই নে বান্ধ রাক্ষি হে
বড়ি উম্মিদ হে আক্বা! করম রোজে জযা হোগা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

রিয়া নামক রোগের চিকিৎসা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যদি আমাদের অন্তরে এই রিয়া রোগের উপস্থিতি অনুভব করি, তাহলে তাওবা করার পর পরই চিকিৎসা করতে যেন বিলম্ব না করি। আমরা যখন আমাদের বাতেনকে পবিত্র করার চেষ্টা করব, তখনই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের জাহেরও পবিত্র হয়ে যাবে। **শাহানশাহে মদীনা, করারে কলব ও সীনা, বায়িছে নুযুলে ছাকিনা, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন ব্যক্তি যদি তার বাতেনকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে **আল্লাহ্ তা'আলা** তার জাহেরকেও সংশোধন করে দিবেন।" (আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৩৩৯)

রিয়াকারীর ১০টি চিকিৎসা

(১) দো'আ করার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করুন। (২) রিয়াকারীর ক্ষতিগুলো চোখের সামনে রাখবেন। (৩) রিয়ার সবগুলো কারণ নির্মূল করুন। (৪) নিজের আমলে ইখলাস সৃষ্টি করুন। (৫) নিয়্যতের হিফাজত করুন। (৬) ইবাদত করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচুন। (৭) একা অবস্থান করুন কিংবা সকলের সামনে একই রকম আমল করবেন। (৮) নেক আমলগুলো গোপন রাখুন। (৯) কেবল নেক্কার লোকদের সংস্পর্শে থাকবেন। (১০) যিকির ও ওয়াজীফার অভ্যাস করুন।

এবার এই চিকিৎসাগুলোর ব্যাখ্যা শুনুন:

প্রথম চিকিৎসা:

দো'আ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন

প্রিয় নবী, রাসুলে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِن অর্থাৎ "দো'আ মুমিনদের হাতিয়ার স্বরূপ।" (আল মুসতাদরিক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৫৫) শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হাতিয়ার ব্যবহার করতে গিয়ে **আল্লাহ্ তা'আলার** দয়াময় দরবারে এই দো'আটি করবেন: **হে রব্বে মুস্তফা!** আমাকে তুমি রিয়াকারীর রোগ থেকে শিফা দান কর। আমার খালি থলেটি তুমি ইখলাসের অফুরন্ত দৌলত দিয়ে পূর্ণ করে দাও। আমি এখন এমন দুশমনের মুখোমুখি (অর্থাৎ শয়তানের) যে আমাকে দেখছে, কিন্তু আমাকে দেখা দিচ্ছে না, আর তুমি তাকে প্রকাশ্য দেখতে পাচ্ছ। **হে আল্লাহ!** তুমি আমাকে সেই দুশমনের প্রতারণা ও ধোঁকা থেকে বাঁচাও। **হে আল্লাহ!** লোকজনের দৃষ্টিতে আমার অবস্থা অনেক ভাল হবে, তারা আমাকে পরহেজগার মনে করবে, অথচ তোমার নিকট আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হব, তোমার দরবারে এই অবস্থা থেকে আমি পানাহ্ চাই।

মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বর দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

দ্বিতীয় চিকিৎসা:

রিয়াকারীর ক্ষতিগুলো চোখের সামনে রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত রিয়াকারীর বিপদ এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো নিজের চোখের সামনে রাখা। কেননা, মানুষের মন কোন বস্তুকে সেই সময় পর্যন্ত পছন্দ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি তার জন্য উপকারী বলে ধারণা করে। কিন্তু যখনই সে বস্তুটি তার জন্য ক্ষতিকর বলে বুঝে ফেলবে তখন সে বস্তুটিকে পরিহার করে চলে। যেমন; কোন ইসলামী ভাইয়ের কাছে সুস্বাদু ও মিষ্টি হওয়ার কারণে মধু খুবই পছন্দের। কিন্তু তাকে যদি এ কথা বলে দেওয়া হয় যে, যে মধু তুমি খাচ্ছ তাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে। তাহলে সে মধুর স্বাদ ও মিষ্টি দেখতে পাবে না বরং দেখবে বিষ, আর তা সে কখনও খাবে না। অনুরূপ লোকজনের সামনে নিজের নেক আমল প্রকাশ করাতে এবং তাদের পক্ষ থেকে বাহ্বা পাওয়াতে মনে অবশ্যই আনন্দ সৃষ্টি হয়, বরং সে আনন্দের কারণে ইবাদত করার কষ্টও ভুলে থাকা যায়। এমনকি ইবাদত করাতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা এটিকে স্বাদ বলে মনে না করে যদি রিয়াকারীর কারণে হতে পারে এমন বিষ থেকেও বিপদজ্জনক ক্ষতিকর বলে মনে করতে পারি, তাহলে তা থেকে বাঁচা আমাদের জন্য অনেকাংশেই সহজ হয়ে যাবে। কেননা, বিষের ক্ষতি কেবল দুনিয়ার মাঝেই সীমিত। পক্ষান্তরে রিয়া আখিরাতের জন্য ধ্বংসাত্মক। রিয়াকারীর এই ক্ষতিও কি এত কম যে, নেক কাজের জন্য কষ্ট করা সত্ত্বেও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়! সেই মজুরের কী অবস্থা হবে যে সারা দিন রোদে শরীরের ঘাম ঝরাবে, আর যখন মজুরী পাওয়ার সময় আসবে তখন এ কথা বলে দেওয়া যে, তুমি এই এই ভুল করেছ। তাই তোমাকে মজুরী দেওয়া যাবে না। কিন্তু রিয়াকার লোক তো সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি জাহান্নামের শাস্তিরও হকদার হয়ে গেল। যে বস্তু দিয়ে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করা যায় সে বস্তুটিকে যে ব্যক্তি নিতান্ত খেয়াল-খুশিতে বিনা মূল্যে বিক্রি করে দেয় সে ব্যক্তি কতই বোকা! অনুরূপ সেই ইবাদতগুজার লোকটিও কতই বোকা, যে ইবাদতের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য চাওয়ার বদলে সৃষ্টিকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করে। এমন রিয়াকার ব্যক্তি যেন **আল্লাহ্ তা'আলা**র নাফরমানি করাটাকেই ভাল মনে করে নিয়েছে। বিনিময়ে লোকদের পক্ষ থেকে সে ভালবাসা চেয়েছে। **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবার থেকে হওয়া নিন্দাবাদকে ভয় না করে বরং লোকদের পক্ষ থেকে প্রশংসা তলব করেছে। **আল্লাহ্ তা'আলা**র অসন্তুষ্টিকে ভয় না করে বরং লোকদের সন্তুষ্টি ও মনোতুষ্টি কামনা করেছে। যে নেয়ামত কখনো ফুরিয়ে যাবে না এমন জান্নাতী নেয়ামত সমূহের পরিবর্তে একদিন শেষ হয়ে যাবে এমন দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে! তারপরও সকল মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা তো সম্ভবই নয়, বরং সেটি তো দুধের নদী খনন করার চেয়েও কঠিন কাজ। যে বিষয়ে কিছু লোক আনন্দিত হবে একই বিষয়ে অসন্তুষ্ট হবার মত লোকের সংখ্যাও তো কম নয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আতা কর দেয় ইখলাস কি মুঝ কো নেয়মত
না নযদীক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লোকদেখানো আমলকারীর উদাহরণ

লোকদেরকে দেখানো এবং শোনানোর জন্য আমলকারী লোকের উপমা সেই ব্যক্তিরই মত, যে নিজের পকেটে অনেক কঙ্কর ভর্তি করে সেগুলো লোকদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে কিছু কেনার জন্য বাজারে গেল। লোকজন যখন তার পকেটটি দেখল, আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, বাঃ বেশ তো! দেখ ভাই! লোকটির পকেট টাকায় ভর্তি! কিন্তু লোকদের এই বাহ্‌বা ছাড়া লোকটির আর কোনই ফায়দা হবে না। কেননা সে যখনই দোকানদারকে মূল্য পরিশোধ করার জন্য তার পকেট থেকে টাকার স্থলে পাথর বের করবে, তখনই তাকে লাঞ্ছিত হতে হবে। অনুরূপ দেখানো ও শোনানোর জন্য আমলকারী রিয়াকার লোকেরা মানুষের পক্ষ থেকে পাওয়া প্রশংসার বুলিগুলো ছাড়া আর কোন উপকারই অর্জন করতে পারবে না, আর কিয়ামতের দিনেও তার কোন সাওয়াব মিলবে না। (আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা)

বড়ি কৌশিশ কী গুনাহ্ ছোড়নে কি
রহে আহ! না-কাম হাম ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তৃতীয় চিকিৎসা:

রিয়ার সবগুলো কারণ নির্মূল করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন রোগের কোন না কোন কারণ থাকে। সব কটি যদি মিটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে রোগও সেরে যায়। অনুরূপ রিয়াকারীরও মৌলিকভাবে তিনটি কারণ রয়েছে। এই তিনটি থেকে যদি কোন রকম বাঁচা যায়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রিয়াকারী থেকে বাঁচা খুবই সহজ হয়ে যাবে। সেই তিনটি কারণ হল: (১) নিজের যশখ্যাতির বাসনা, (২) লোকনিন্দার ভয় এবং (৩) ধন-সম্পদের লোভ।

(১) যশখ্যাতির বাসনা

যশখ্যাতির বাসনা মানে নিজের প্রসিদ্ধি ও সম্মান কামনা করা। যশখ্যাতির নিন্দা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্য হল মানুষের মনে স্থান করে নেওয়া আর এই ইচ্ছাটি সকল ফিতনার মূল। আমাদের উচিত যশখ্যাতির বাসনাকে জয় করতে পারার জন্য হাদীসসমূহে বর্ণিত এর ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অতএব, এ বিষয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) **আল্লাহ্ তা'আলার** আনুগত্যকে বান্দাদের পক্ষ থেকে করা প্রশংসার সাথে মিলানো থেকে বেঁচে থাকো। যেন কখনো তোমাদের আমলগুলো বরবাদ হয়ে না যায়। (ফিরদৌসুল আখবার লিদ দায়লামী, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৫৬৭) (২) ধন ও মর্যাদার প্রতি ভালবাসা মুমিনের অন্তরে এমনভাবে মুনাফিকী বাড়িয়ে দেয় যেভাবে পানি উদ্ভিদকে বাড়িয়ে দেয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৮৬, ৩৪২ পৃষ্ঠা) (৩) দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালের জন্য তেমন ধ্বংসাত্মক নয়, যেমন: ধ্বংস সম্পদ ও যশখ্যাতির ভালোবাসা একজন মুসলমানকে করতে পারে তার দ্বীনের ক্ষেত্রে। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৮৩) (৪) নিজের প্রশংসা পছন্দ করা, মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়।

(ফিরদৌসুল আখয়ার লিদ্দায়লামী, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৪৮)

এভাবে 'ফিক্‌রে মদীনা' করবেন

চেষ্টা করে এভাবে চিন্তা-ভাবনা (ফিক্‌রে মদীনা) করুন: লোকজনের মুখে আমার প্রশংসা হওয়া, আমাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা, আমার সুখ্যাতি অর্জন হওয়া, এসব আমার নফসের জন্য নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়। কিন্তু লোকজনের মুখে করা আমার প্রশংসা কিয়ামতের দিন আমাকে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে কোন সাফল্য ও উপকার দিতে পারে না। কেননা, যারা আজ আমার প্রশংসা করে সেদিন তারা নিজেরাই তো **আল্লাহ্ তা'আলার** শাস্তির ভয়ে কাঁপতে থাকবে। তাদের মুখে প্রশংসা করাতে না আমার রিযিক বৃদ্ধি পাবে, না আমার হায়াত বাড়বে, আখিরাতেও আমার কোন মর্যাদা লাভ হবে না। অতএব, এমন লোকদের পক্ষ থেকে করা প্রশংসার আশা করাতে কী লাভ! আমি কেন সেসব লোকদের দেখানোর জন্য নেক আমল করব? বরং আমি একান্ত আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করব اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

নিজের মিথ্যা প্রশংসা পছন্দ করা হারাম

ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২১ খন্ডের ৫৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'যদি কোন লোক নিজের মিথ্যা প্রশংসা পেতে চায়, অর্থাৎ লোকজন এমন কিছু বলে তার প্রশংসা করুক যে গুণাবলী মূলত: তার কাছে বিদ্যমান নেই, এ রকম মনোভাব প্রকাশ্য ও অকাট্য হারাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

لَا تَحۡسَبَنَّ الَّذِيۡنَ يَفۡرَحُوۡنَ بِمَاۤ اَتَوْا وَّيُحِبُّوۡنَ اَنۡ يُّحۡمَدُوۡا بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُوۡا فَلَا تَحۡسَبَنَّهُمۡ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الۡعَذَابِ‌ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۱۸۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে, যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবং চায় যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক; এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে কখনো দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৮)

আজ বনতা হোঁ মুয়াজ্জজ জো খুলে হাশর মেঁ আইব
হায়ে রুসওয়ায়ি কি আফত মেঁ পঁহুসোঁগা ইয়া রব। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

(২) লোকনিন্দার ভয়

মানুষের পক্ষ থেকে নিন্দা পাওয়ার অর্থাৎ ভালমন্দ শোনার ভয় আপনি এভাবে দূর করতে পারেন, আপনি আপনার মনকে এভাবে বানিয়ে ফেলুন যে, কারো নিন্দা করাতে না আমি শীঘ্রই মরে যাব আর না আমার রিযিক কমে যাবে। আমার **রব তা'আলা** যদি আমার উপর রাজি থাকেন, তাহলে লোকজনের নিন্দাবাদ ও অসন্তোষ প্রকাশে আমার চুল পরিমাণও ক্ষতি হবে না। এসব লোকজন তো নিজেরাই তাদের লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদির মালিক নয়। তাহলে আমি কেন শুধুশুধু তাদের নিন্দার ভয়ে নেক আমল করতে যাব, কিংবা তাদের ভয়ে কেন নেক আমল বাদ দিয়ে দিব? আমাকে কেবল আমার রবের কহর ও গজবকে ভয় করাই উচিত।

(৩) ধন-সম্পদের লোভ

ধন-সম্পদের লোভ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আপনি এভাবে মানসিকতা তৈরী করুন যে, ধন-সম্পদ পাওয়া ও না পাওয়া কেবল **আল্লাহ্ তা'আলার** পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, এ কথা সবাই জানে ও মানে। আমি যাদের জন্য রিয়াকারীর মত আমল করে চলেছি তারা নিজেরাই তো সবকিছুতে অপারগ। রিযিকদাতা সত্তা তো কেবল **আল্লাহ্ই**। যে ব্যক্তি লোকজনের সম্পদের প্রতি লোভ রাখে সে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে থাকে। আর সে যদি সম্পদ পেয়েও যায়, তবুও তাকে দাতার দয়ার তলে থাকতে হয়। অতএব, রিয়ার কারণে যেক্ষেত্রে সম্পদ পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই, লাঞ্ছনা ও অপমানের আশঙ্কাও যেক্ষেত্রে পুরোপুরি বিদ্যমান, তবুও কেন আমি নেক কাজের মাধ্যমে লোকজনের ভক্তি অর্জন করে তাদের পক্ষ থেকে সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করব? অতএব, আমি আমার **রব তা'আলাকে** রাজি করার জন্য ইবাদত এবং যে কোন প্রকারের নেক কাজগুলো করে যাব اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

পীছা মেরা দুনিয়া কি মহব্বত সে ছোড়া দেয়
ইয়া রব মুঝে দীওয়ানা মদীনে কা বানা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চতুর্থ চিকিৎসা:

নিজের আমলে ইখলাস সৃষ্টি করুন

ছরকারে ওয়ালা তাবার, অসহায়দের মদদগার, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! **আল্লাহ্ তা'আলা**র জন্য ইখলাস সহকারে আমল করো। কেননা, **আল্লাহ্ তা'আলা** সেই আমলগুলোই কবুল করেন যা তাঁর জন্য ইখলাস সহকারে করা হয়ে থাকে। আর তোমরা এ কথা বলবে না যে, এই (আমল)টি **আল্লাহ্ তা'আলা**র জন্য এবং আত্মীয়তার জন্য।" (সুনানে দার কুতনী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩০)

ইখলাস ছাড়া সাওয়াব পাওয়া যায় না

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'**-এর ৮৯২ ও ৮৯৩ পৃষ্ঠায় ২৫ পারার সূরা শুরার ২০ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করছেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿۲۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যে আখিরাতের ফসল চায় আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু প্রদান করব এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।"

তাফসীরে নূরুল ইরফান থেকে এই আয়াতটির বিভিন্ন অংশের তাফসীর লক্ষ্য করুন। "যে ব্যক্তি আখিরাতের ক্ষেত কামনা করে" অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি** এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি কামনা করে, রিয়ার জন্য আমল করে না, "আমি তার জন্য ক্ষেত বৃদ্ধি করে দিব" অর্থাৎ তাকে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করব, নেক কাজগুলো তার জন্য সহজ করে দেব, তার আমলের সাওয়াব বিনা হিসাবে দান করব। "আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষেত চায়" অর্থাৎ কেবল দুনিয়া অর্জনের জন্য নেক আমল করে, ইজ্জত ও সম্মানের জন্য আলিম, হাফেজ ইত্যাদি হয়, গণীমতের মাল পাওয়ার জন্য গাজী হয়, "আর তার জন্য আখিরাতের কোন অংশই নেই"। কেননা, সে আখিরাতের জন্য আমল করেনি। বুঝা গেল যে, রিয়াকার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, কিন্তু শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার আমলটি সঠিকই। রিয়ার নামায দ্বারা ফরয আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব মিলবে না। এজন্য فِي الْاٰخِرَةِ (অর্থাৎ আখিরাতে তার কোন অংশ নাই) বলা হয়েছে। (নূরুল ইরফান, ৭৭৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

মুখলিস ব্যক্তির আমলকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রসিদ্ধ করে দেন

হুজুরে পাক, ছাহেবে লাওলাক, সাইয়াহে আফলাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন শক্ত কংকরময় ভূমিতে কোন আমল করে, (অর্থাৎ যে ঘরে না কোন দরজা আছে না আছে বাতি) তবুও তার (সেই) আমল প্রকাশ হয়ে যাবেই। আর যা হবার তা হয়েই থাকবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১২৩০) প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: এই পবিত্র বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা রিয়া করে কেন সাওয়াব নষ্ট করছ! তোমরা ইখলাস সহকারে নেক আমলগুলো করে যাও, গোপনে ইবাদত কর। **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদের নেক আমলগুলো নিজেই লোকদের কাছে জানিয়ে দিবেন। লোকজন তোমাদেরকে নেক্কার বলে মান্য করবে। বিষয়টি নিতান্তই পরীক্ষিত। কোন কোন ব্যক্তি গোপনে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। লোকজনও তাকে এমনিতেই তাহাজ্জুদগুজার বলতে থাকে। তাহাজ্জুদ সহ সকল নেক আমলের নূর চেহারায় ফুটে ওঠে, যা প্রায়শঃ দেখা যায়। লোকজন হুযুর গাউছে পাক ও খাজা গরীবে নেওয়াজ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا কে ওলী বলে থাকে। কেননা, তা **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের দিয়ে বলাচ্ছেন। এটাই হচ্ছে উক্ত পবিত্র বাণীর বাস্তব প্রকাশ। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

মুখলিস কাকে বলে?

"মানুষ কখন মুখলিস হয়ে থাকে" এ নিয়ে আসলাফে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চারটি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল: মানুষ কখন মুখলিস হয়? তিনি বললেন: 'সে যখন দুধ পানকারী শিশুর ন্যায় হয়ে যায়। দুধ পানকারী কোন শিশুর প্রশংসা করা হলে তা তার ভাল লাগে না, আর যদি নিন্দা করা হয় তাও তার খারাপ লাগে না। যেভাবে সে নিজের প্রশংসা ও নিন্দা সম্পর্কে বে-পরওয়া থাকে, তেমনিভাবে কোন মানুষ যখন তার প্রশংসা ও নিন্দার পরওয়া করে না, তখনই তাকে মুখলিস বলা যাবে।' (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৪ পৃষ্ঠা) (২) হযরত যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করল: মানুষ কিভাবে বুঝতে পারবে যে সে মুখলিস? উত্তরে তিনি বললেন: 'মানুষটি যখন কোন নেক কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও এটা কামনা করে যে, আমাকে যেন সম্মানিত মনে না করা হয়!' (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৩ পৃষ্ঠা) (৩) কোন ইমামের নিকট জানতে চাওয়া হল: মুখলিস কে? তিনি বললেন: 'মুখলিস সেই ব্যক্তি, যে নিজের নেক আমলগুলো তেমনিভাবে গোপন করে যেমনিভাবে সে খারাপ আমলগুলো গোপন করে।' (আয যাওয়াজির, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) (৪) অপর এক বুজুর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করা হল: ইখলাসের পরিচয় কী? তিনি জবাব দিলেন: 'তোমার যেন এই কামনাই না থাকে যে, লোকে তোমার প্রশংসা করুক।' (প্রাগুক্ত)

একসাঁ হো মদহ্ ও যম মুঝ পে কর দো করম না খুশি হো না গম তাজেদারে হেরম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

পঞ্চম চিকিৎসা:

নিয়্যতের হিফাজত করুন

রিয়াকারী থেকে বাঁচার জন্য নিজের নিয়্যতকে হিফাজত করা আবশ্যক। অর্থাৎ আপনি যে আমলগুলো করবেন তার উদ্দেশ্য কী! যদি লোকদেখানোর গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে আপনার নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করে নিন। মনে এই ভাব পোষণ করবেন যে, কেবল সেই আমলটিই মকবুল হবে যা কেবল **আল্লাহ্ তা'আলার** জন্যই করা হবে। আমি যদি লোকদেরকে দেখানোর জন্য কিংবা লোকদেরকে শোনানোর জন্য কোন আমল করে থাকি, তাহলে কবুল তো হবেই না, তদুপরি জাহান্নামের আযাবেরও হকদার হতে হবে! শয়তান যদিও লাখো বাধার সৃষ্টি করে কিন্তু লোকদেখানো বা রিয়ার নিয়্যত থেকে বাঁচতে হবে এবং ভাল নিয়্যতই করতে হবে। হযরত সায়্যিদুনা নাঈম বিন হাম্মাদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: আমাদের জন্য ভাল নিয়্যত করার চাইতে পিঠে মার খাওয়াটাকে বেশি সহজ বলে মনে করি। (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৫ পৃষ্ঠা)

নিয়্যতের সংজ্ঞা

অভিধান মতে নিয়্যত 'মনের দৃঢ় ইচ্ছাকে' বলা হয়। শরীয়াতে ইবাদতের ইচ্ছা করাকে নিয়্যত বলে। (নুযহাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী থেকে গৃহীত, ১ম খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা) অন্তরে নিয়্যতের গুরুত্ব উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সাতটি রেওয়ায়াত লক্ষ্য করুন:

ভাল নিয়্যতের ফযীলত সম্পর্কিত ৭টি হাদীস শরীফ

(১) "আমল সমূহ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই (মিলবে) যার সে নিয়্যত করবে।" (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১) (২) "মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।" (আল মুজামুল কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯৪২) (৩) "সত্য নিয়্যত সর্বোত্তম আমল।" (আল জামিউস সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪) (৪) "ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৯৫) (৫) "**আল্লাহ্ তা'আলা** বান্দাকে আখিরাতের নিয়্যতের কারণে দুনিয়া দান করে দেন। কিন্তু দুনিয়ার নিয়্যতের কারণে আখিরাত দান করতে বারণ করে দেন।" (আয যুহদ লিইবনি মোবারক, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৪৯) (৬) "সত্যিকার নিয়্যত আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব যখন কোন বান্দা সত্যিকার নিয়্যত করে তখন আরশ দুলতে আরম্ভ করে। অতঃপর বান্দাটিকে মাফ করে দেওয়া হয়।" (তারিখে বাগদাদ, ১২তম খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯২৬) (৭) 'যে ব্যক্তি (কোন) নেক কাজের নিয়্যত করল, (কিন্তু)কাজটি করল না, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিখা হবে।" (সহীহ মুসলিম, ৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩০)

আচ্ছি আচ্ছি নিয়্যতোঁ কা হো খোদা জযবা আতা
বান্দায়ে মুখলিস বানা, কর আফু মেরি হার খতা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

ষষ্ঠ চিকিৎসা:

ইবাদত করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইখলাস হল কবুল হওয়ার চাবি। সুতরাং নেক আমলের আগে যেভাবে অন্তরে ইখলাস থাকা আবশ্যক ঠিক সেভাবে নেক আমল এবং ইবাদত করার সময়ও ইখলাস বহাল রাখা আবশ্যক। কেননা, শয়তান সর্বদা আমাদের মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা প্রদান করার চেষ্টায় লেগে আছে। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ‘যে ব্যক্তি নিজের আমলে জাদুকরের চেয়েও অধিক হুশিয়ার হবে না, (শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে) অবশ্যই সে ব্যক্তি রিয়াকারীতে (অর্থাৎ রিয়াকারীর ফাঁদে) আটকে যাবে।’ (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৩ পৃষ্ঠা)

ইবাদতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক

ইবাদত করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাচাঁর জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক। সেগুলো হল: (১) শয়তানের কুমন্ত্রণাগুলো বুঝতে পারা, (২) সেগুলো অপছন্দ করা এবং (৩) সেগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করা। যেমন: ‘কোন ব্যক্তি ভাল ভাল নিয়্যত করে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে আরম্ভ করল। এবার নামাযের সময় শয়তান তার মনে রিয়াকারীর কুমন্ত্রণা দিল যে, লোকেরা যখন আমার তাহাজ্জুদের কথা জানবে, তারা তখন আমার ভক্ত হয়ে যাবে। এমন ধরণের কুমন্ত্রণা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে ফেলতে হবে যে, এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকেই হচ্ছে। এরূপ বুঝে ফেলাটা নামাযী ব্যক্তিটির জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। অতঃপর সেটিকে ঘৃণাও করবে। কেননা, সৃষ্টিকর্তার জন্য করে যাওয়া আমলে সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করার ও তাদের ভক্ত বানানোর চেষ্টা করা **আল্লাহ্ তা'আলার** গজবকে হাতছানি দিয়ে ডাকার মতই। এরূপ কুমন্ত্রণা থেকে নিজের মনকে ফিরিয়ে নিন। এ কাজটি যদিও কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। শুরুতে কাজটিকে কঠিন বলে মনে হবে, কিন্তু কষ্ট করে যদি কিছু দিন পর্যন্ত ধৈর্য নিয়ে কাজ করেন, **আল্লাহ্ তা'আলার** দয়া ও অনুগ্রহে এ কাজটি আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আমাদের কাজ হল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, আর সাফল্য দান করবেন মহান প্রতিপালক **আল্লাহ্ তা'আলা**। ২১ পারার সূরা আনকাবূতের ৬৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্** পাক ইরশাদ করছেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۶۹﴾

(পারা: ২১, সূরা: আনকাবূত, আয়াত: ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “এবং যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন পথ দেখাব; এবং নিশ্চয় **আল্লাহ্** সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।”

তো শয়তান কে শর সে বাঁচা ইয়া ইলাহী হো দিল ওয়াসওয়াসোঁ সে ছফা ইয়া ইলাহী।
মুঝে ওয়াসওয়াসোঁ সে বাঁচা ইয়া ইলাহী হো শর দূর শয়তান কা ইয়া ইলাহী।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সপ্তম চিকিৎসা:

একা অবস্থান করুন কিংবা সকলের সামনে একই রকম আমল করবেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বান্দা প্রকাশ্যে নামায পড়ে তাও ভাল, আর গোপনে নামায পড়ে তাও ভাল। তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন: এ আমার সত্যিকার বান্দা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২০০)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْهِ হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ সেই বান্দাটির মাঝে রিয়াকারী নেই, বান্দাটি মুখলিস। যদি সে রিয়াকার হত, তাহলে প্রকাশ্যে নামাযগুলো ভাল মত করে পড়ত আর গোপনে (অর্থাৎ একা অবস্থায়) নামাযগুলো পড়ত মামুলিভাবে। লোকটি যেহেতু গোপন (একাকী) নামাযগুলোও ভালভাবে পড়ে সেহেতু সে মুখলিস। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)

ইমাম ছোট করে কিরাত পড়া নামাযগুলোতেও তাজবীদের গুরুত্ব দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা চাই একা থাকি কিংবা ইসলামী ভাইদের সাথে, উভয় অবস্থাতেই আমাদের উচিত একই রূপে নামায পড়ার জোর প্রচেষ্টা করা। যেমন: যেরূপ খুযু-খুশু (নম্রতাও বিনয়) নিয়ে লোকদের সামনে নামায পড়ব, সেরূপ খুযু-খুশু একা নামায পড়ার সময়ও বহাল রাখব। ইমাম সাহেবদের উচিত, যেরূপ বড় করে ক্বিরাত-পড়া নামাযগুলোতে তাজবীদের প্রতি গুরুত্ব দেন, তেমনি ভাবে ছোট করে ক্বিরাত-পড়া নামাযগুলোতেও তাজবীদের প্রতি গুরুত্ব বজায় রাখা। তাছাড়া যেসব কাজ আমরা লোকজনের সামনে করা অপছন্দ করি, একা অবস্থায়ও যেন না করি। **শফীউল মুযনিবীন, আনীসুল গরীবিন, সিরাজুস সালিকীন, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা যেসব কাজ লোকজনের সামনে করা অপছন্দ কর, সেগুলো একা অবস্থায়ও করো না।" (আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯৭২)

বাঁচা মুঝ কো শয়তান কি মক্কারিয়াঁ ছে
খোদা বাহরে হায়দার রিয়াকারিয়োঁ ছে।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

অষ্টম চিকিৎসা:

নেক আমলগুলো গোপন রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমন যদি হতো! আমরা যদি এমন সৌভাগ্য লাভ করি যে, আমরা আমাদের নেক আমলগুলোকেও তেমনি ভাবে গোপন রাখি যেমনি ভাবে আমাদের গুনাহের কাজগুলো গোপন রাখি, আর এটিকেই যথেষ্ট বলে মনে করি যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদের সব নেক আমলের কথা ভাল করেই জানেন। বিশেষ করে গোপন ভাবে নেক আমল করার পর নিজের নফসকে ভাল ভাবে কন্ট্রোল করতে হবে। কেননা, এই আমলটি প্রকাশ করার জন্য নফসের ভিতর থেকে প্রবল ইচ্ছা জাগতে পারে, আর নফস এমনিভাবে আমাদের ফাঁসাবার পন্থা নিতে পারে যে, “তোমাদের ওসব আমল প্রকাশ করে দাও। এভাবে নেক আমলগুলো গোপন রাখালে তো তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কেউ জানবে না। এতে করে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে কীভাবে? এমন যদি হয় তাহলে মানুষেরা তাদের ইমাম কাকে বানাবে? তোমাদের মাধ্যমে **নেকীর দাওয়াত** ব্যাপক হবে কীভাবে?” ইত্যাদি ইত্যাদি। এমতাবস্থায় **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে নিজেকেস্থির রাখার জন্য দো'আ করতে হবে, আর নিজের আমলের প্রতিদান পাওয়ার আশা করে জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামতের কথা স্মরণ করতে হবে। নিজের মধ্যে ভয় হওয়া দরকার। কারণ, যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদতের বিনিময়ে তাঁর বান্দাদের নিকট প্রতিদানের আশা করে, তার উপর **আল্লাহ্‌র** গজব নাযিল হয়। এও হতে পারে যে, অন্যদের সামনে নিজের আমল প্রকাশ পাওয়ার কারণে সে তাদের নিকট তো প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে, কিন্তু **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট তার মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যাবে! এভাবে আপনার আমলও বরবাদ হয়ে যাওয়ার খুব আশঙ্কা রয়েছে! অতঃপর নফসকে এভাবে বুঝাবেন যে, “আমি কীভাবে সেই আমলকে লোকজনের প্রশংসা পাওয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে পারি, যেসব লোকজন নিজেরাই অপারগ ও দূর্বল। তারা আমাকে রিযিক দিতে পারে না, তারা আমার জীবন-মৃত্যুর মালিকও নয়।”

গোপন আমল উত্তম

গোপন আমলের ফযীলত নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করুন। যেমন; **নবী পাক ছাহবে লাওলাক, সাইয়াহে আফলাক, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “প্রকাশ্য আমলের তুলনায় গোপন আমল উত্তম।” (শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭০১২)

আমলকে প্রকাশ করার একটি ধরন

এমন ব্যক্তিত্ব যার অনুসরণ করা হয় তিনি লোকদেরকে উৎসাহিত করার নিয়্যতে প্রকাশ্যভাবে আমল করতে পারেন, যদি সেই প্রকাশ্য আমল করাতে রিয়ার কোন ভাব না থাকে। এভাবে ইখলাস সহকারে আমলকে প্রকাশ করাতে তিনি মহান সওয়াবের মালিক হবেন। যেমন; একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: “যখন প্রকাশ্যভাবে করা আমলের অনুসরণ করা হয়, তখন ঐ (প্রকাশ্যে করা আমল) গোপনভাবে করা আমলের তুলনায় উত্তম।” (প্রাগুক্ত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

চরম বিনয়

নিজের গোপন আমলকে (নেয়ামতের) আলোচনা করার বা কাউকে উৎসাহিত করার স্বার্থে প্রকাশ করার আগে খুব ভাল করে ভেবে নিন যে, এটা কোন শয়তানী চাল নয় তো? আমি আবার কোন রিয়াকারীতে ফেঁসে যাব না তো? এ ব্যাপারে আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বিনয় তুলনাহীন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেছেন: ‘আমি যে পরিমাণ আমল প্রকাশ্যভাবে করেছি সেগুলো করিনি বলেই মনে করছি। কেননা, লোকজন যখন দেখে থাকে তখন ইখলাস রক্ষা করা আমাদের মত লোকদের সাধ্যের বাইরে।’ (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৬ পৃষ্ঠা)

বসরার সকল অলি-গলি থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যেত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه লিখেছেন: ‘কোন এক সময়ে বসরা নগরীর অলি-গলি থেকে বড় আওয়াজে **আল্লাহ্** তা‘আলার যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনা যেত। এভাবে লোকজনের মাঝে যিকির-আজকারের একটা আগ্রহ সৃষ্টি হত। হঠাৎ সেই জামানার কোন আলিম **“রিয়াকি বারিকিঁউ”** নামে একটি রিসালা প্রণয়ন করেন। ফলে সমস্ত লোক উচ্চ আওয়াজে যিকির ও তিলায়াত করা বন্ধ করে দেয়। এ নিয়ে কতিপয় লোক বলেছিল: হায়! এই আলিম সাহেব যদি রিসালাটি না লিখতেন!’ (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৬৯২ পৃষ্ঠা)

এখন তো না করা কাজেও রিয়াকারী করা হয়

হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন ইয়াজ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেছেন: ‘আমরা লোকদেরকে প্রথমে তো এ অবস্থায় পেয়েছিলাম যে, তারা সেসব কাজেই রিয়া করত যা তারা বাস্তবেই করত। এখন দেখা যায় যে, তারা সেসব কাজেই রিয়া করে যা তারা করেই না।’ (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৫ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ তখনকার লোকেরা সৃষ্টিকে খুশি করার জন্য নেক আমল করত, আর এখন নেক কাজ বলতেই করে না, বরং নেক কাজের রূপ বানিয়ে সেটির বিশ্বাস যোগাতে চায় যে, সে নেক আমল করে। অতএব, এটি আগেকার রিয়াকারদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট।

নেকিয়াঁ ছুপ কর করেঁ এয়ছি হেদায়াত দেয় খোদা
হাম কো পুশিদা ইবাদত কি তু লজ্জত দেয় খোদা।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নবম চিকিৎসা:

কেবল নেক্‌কারদের সংস্পর্শেই থাকবেন

আল্লাহ্ তা'আলার নেক্‌কার বান্দা ও আশিকানে রাসুলদের সাহচর্য যদি নসিব হয়ে যায়, তাহলেই তো আসল সৌভাগ্য। তাদের নৈকট্য ও তাদের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে পাওয়া **নেকীর দাওয়াতে**র বরকতে অন্যান্য উপকারের পাশাপাশি إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রিয়াকারীর চিকিৎসাও হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! কেবল নেক্‌কারদের সংস্পর্শ গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে মন্দ লোকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করাও আবশ্যক। **মক্কী মাদানী সুলতান রাহমতে আলমিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ভাল ও মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ কস্তুরী উত্তলণকারী ও ফাঁপর (ভাট্টি) টানা ব্যক্তির ন্যায়। কস্তুরী প্রস্তুতকারী তোমাকে হয় উপহার দিবে বা তুমি কিনে নিবে, তা থেকে তোমার উন্নত সুগন্ধি বের হবে। পক্ষান্তরে ফাঁপর-টানা ব্যক্তি তোমার কাপড় পুড়ে দিবে বা তোমার দূগন্ধ আসবে তা ভাল লাগবে না।" (সহীহ মুসলিম, ১৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২২৮)

চনগে বন্‌দে দে সোহবত ইয়ারও জেওয়াই দুকান আত্তারা
সওদা বাওয়ান মূল না লায়ে হুল্লে আন হাজারা
বুরে বনদে দেয় সোহবত ইয়ারাও দুকান লুহারা
কাপড়ে বাহাওয়ে গুন্‌জ গুন্‌জ বাইয়ে চিংগা ফেন হাজারা

(অর্থাৎ সৎলোকের সাহচর্য আতর বিক্রেতার দোকানেরই মত। সেখান থেকে কিছু না কিনলেও তার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হয়। পক্ষান্তরে মন্দ লোকের সংস্পর্শ কামারের দোকানের মতই। নিজেকে যতই সামলে রাখবেন না কেন, সেখানে আপনার কাপড়ে আগুনের ফুলকি লাগবেই)।

সংস্পর্শের তাৎক্ষণিক প্রভাবের উপমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সংস্পর্শ বলতেই কোন না কোন প্রভাব অবশ্যই রাখে। যেমন; আপনার সাক্ষাৎ যদি এমন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হয় যার চোখে নিজের কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকের ছাপ ফুটে উঠেছে, চেহারায় দুঃখের চিহ্ন, কথাবার্তায় বিরহের ভাব, তাহলে তার এই অবস্থা দেখে কিছুক্ষণের জন্য আপনিও শোকার্ত হয়ে যাবেন। আর আপনার যদি এমন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে বসার সুযোগ হয়ে যায়, যার চেহারা কোন সাফল্যের কারণে উজ্জ্বল থাকে, ঠোঁটে থাকে মুচকি হাসির ঝিলিক, কথাবার্তায় দেখা যায় আনন্দের ভাব, তাহলে এমনিতেই আপনিও অবশ্যই কিছুক্ষণের জন্য তার আনন্দে আনন্দিত হয়ে যাবেন।

সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের প্রভাব

অনুরূপ কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন লোকের সংস্পর্শ গ্রহণ করে যে আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা থেকে একেবারেই উদাসীন, গুনাহে জড়িত হওয়াকে কোন ধরণের ভীতিমূলক কাজ মনে করে না, তাহলে অবশ্যই মনে করা যেতে পারে যে, সেও শীঘ্রই তার মত হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি আশিকানে রাসুলদের সংস্পর্শ গ্রহণ করে, যাদের অন্তর ফিক্‌রে মদীনায় ভরপুর, যারা দিন-রাত আখিরাতের সাফল্য পাওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন, যাদের চোখগুলো **আল্লাহ্**র ভয়ে কান্না করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই আশা করা যায় যে, তাদের এই অবস্থা ঐ ব্যক্তিটির অন্তরেও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ

বুরি সোহবতোঁ ছে বাঁচা ইয়া ইলাহী
বানা মুঝ কো আচ্ছা বানা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب !   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মা'হল (পরিবেশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল মাদানী সঙ্গ পাওয়ার জন্য আপনার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার অবশ্যই কোন কারণ নেই। কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এর বরকতে اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অভাবনীয় ভাবে আপনার চরিত্রের অংশে পরিণত হতে থাকবে। সকল ইসলামী ভাইদের উচিত নিজ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদান করা, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতেভরা সফর করা। মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ নিজের বিগত জীবন-যাপন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হবে, আখিরাতে উন্নতির জন্য হৃদয় অস্থির হয়ে উঠবে। ফলে অধিক হারে গুনাহের জন্য লজ্জাবোধ সৃষ্টি হবে, তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলাগুলোতে লাগাতার সফর করার ফলে অশ্লীল ও অযথা কথাবার্তার স্থলে দরূদ শরীফের অজিফা জারি হবে, জিহ্বা তিলাওয়াতে কুরআন, যিকির ও নাত পড়াতে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, রাগের স্থলে কোমলতা, ধৈর্যহীনতার স্থলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, অহংকারের স্থলে বিনয় ও মুসলমানদেরকে সম্মান করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। দুনিয়াবী ধন-সম্পদের লোভ চলে যাবে। নেক আমল করার মনোভাব সৃষ্টি হবে। মোটকথা, বার বার **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করতে থাকা লোকের জীবনে আমূল মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ। ইসলামী বোনদেরও উচিত নিজ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমাগুলোতে যথারীতি যোগদান করা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হার্ট ও নাকের রোগ হতে আরোগ্য

আপনাদের উদ্বুদ্ধ করণের উদ্দেশ্যে আশিকানে-রাসুলের সাহচর্যের বরকতে পরিপূর্ণ একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমন; মুরাদাবাদের (ইউপি, ভারত) এক বাসিন্দা ইসলামী ভাইয়ের লেখার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করছি: কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হবার পূর্বে আমি গুনাহের সাগরে ডুবে ছিলাম। নামায থেকে দূরে ছিলাম, ফ্যাশনপূজা সহ বে-হায়াপনার শিকলে আবদ্ধ থাকার কারণে আমার জীবনের সময়গুলো মুল্যহীন, অলসতায় বিলীন করে দিচ্ছিলাম। হার্টের রোগ ছাড়াও আমি শারীরিক রোগেও জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার নাকের হাঁড় বেড়ে যাওয়া সহ হার্টের রোগও ছিল। যে কারণে আমি বিভিন্ন কষ্টে ভুগতাম। অবশেষে গুনাহের অন্ধকার, রাতের কালো মেঘমালা সরে গেল। ঘটনাটি এমন ছিল যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে সুন্নাত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সফরকারী মাদানী কাফেলার সাথে আমার সফর করার সুযোগ হল। আশিকানে রাসুলদের সাহচর্যের বদৌলতে আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন দেখা দিল, আর আমি বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করতঃ নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই বরকতও লাভ হল যে, মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার সময় আমার নাকের বর্ধিত হাঁড়টি ভাল হয়ে গিয়েছিল, আর কিছু দিন পর আমার হার্টের রোগও ভাল হয়ে যায়।

দিল মেঁ গর দর্দ হো ডর সে রুখ্ যর্দ হো   পাওগে ফরহাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
হে শিফা হি শিফা মারহাবা! মারহাবা!   আ কে খোদ্ দেখ লেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! সমাজের একজন বিপথগামী যুবকের যখন মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য নসীব হয়, আর সেই সাথে যখন আশিকানে রাসুলদের সংস্পর্শও নসিব হয়, তখন তার সংশোধনেরও একটি কারণ হয়ে যায়, আর **আল্লাহ্ তা'আলার** দয়ায় শারীরিক অসুস্থতা থেকেও আরোগ্য লাভ করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার নাকের বর্ধিত হাঁড়টিও ভাল হয়ে যায়, আর হার্টের ভয়াবহ রোগ হতেও সে আরোগ্য লাভ করে। পাশাপাশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে হার্টের চিকিৎসার এক মাদানী ব্যবস্থাপনাও আপনাদের খেদমতে পেশ করছি। যেমন;

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

আজ্ওয়াহ্ খেজুরের বিচি দিয়ে হার্টের চিকিৎসা

স্থানীয় একটি পত্রিকার কলামে প্রদত্ত একটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করছি। ৮৪ বৎসর বয়সের এক বড় মাপের সাবেক সেনা অফিসার বর্ণনা করেছেন: ৫৬ বৎসর বয়সে আমার হার্টের রোগ দেখা দেয়। আমি আমার রোগটিকে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। কেননা, সেটি প্রকাশ করলে আমার সেনা কেরিয়ারে সমস্যা আসতে পারে। তাই আমি ডাক্তারি চিকিৎসা এড়িয়ে চললাম। এমন সময় আমাকে কোন এক ভদ্রলোক বলেন: মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ খেজুর 'আজ্ওয়াহ্'র বিচি মেকি করে পিষে সেই পাউডার দৈনিক সকালে আধা চামচ পানির সাথে মিশিয়ে নিয়মিত পান করুন। আমি সেই মাদানী চিকিৎসার উপর আমল করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ খুব ভাল ভাবে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। (২৩/১২/২০১০ইং তারিখের সংবাদ অনুযায়ী) এই চিকিৎসা তিনি আজও অব্যাহত রেখেছেন, আর হয়ত তারই বরকতে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি না কেবল স্বাস্থ্যবান এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে কর্মঠ (ACTIVE) রয়েছেন বরং তাঁর অন্তরও যুবকদের ন্যায় আজও সুদৃঢ়। সেই সাংবাদিক কলামে আরও রয়েছে, ১৯৯৫ সালে একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ডাক্তাররা বললেন: আপনার হার্টের তিনটি নালি বন্ধ হয়ে গেছে। এতে তিনি এনজিওপ্লাষ্টি (Angioplasty) করানোর জন্য লন্ডন যাবার ইচ্ছা করলেন। আমি (অর্থাৎ উক্ত সাবেক সেনা অফিসারটি) তাকেও এই মাদানী চিকিৎসার কথা বললাম। আর পরামর্শ দিলাম যে, আপনি ৩০ দিন ধরে এই চিকিৎসাটি চালিয়ে যান। কোন উপকার না হলে অবশ্যই এনজিওপ্লাষ্টি (Angioplasty) করিয়ে নেবেন। তিনি সাথে সাথে এই মাদানী চিকিৎসাটি গ্রহণ করলেন। সেটি চালাতে আরম্ভ করে দিলেন। এক মাস পরে তিনি লন্ডন গেলেন। সেখানে তিনি বিশ্বের এক নামকরা ডায়ালজিষ্টের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি তার টেষ্ট করালেন। টেষ্টের ফলাফল দেখে তাকে তিনি (অর্থাৎ ডাক্তার) বললেন: আপনার হার্ট পূর্ণাঙ্গ রূপে ঠিক আছে। কোনরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। তিনি তার টেষ্টের পুরাতন রিপোর্টটি ডক্তারের সামনে মেলে ধরলেন। তিনি টেষ্ট দুইটি মিলালেন, আর এ কথা মানতেই পারছিলেন না যে, টেষ্ট দুইটি একই ব্যক্তির। কাহিনী সংক্ষেপ। তিনি পুনরায় দেশে চলে আসেন। এসেই তিনি এই মাদানী চিকিৎসাটিকে নিজের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস বানিয়ে নিলেন। ২০০৯ ইং সনে তিনি দ্বিতীয়বার টেষ্ট করান। পুরাতন টেষ্টের রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা হয়। পরে ডাক্তার এ কথা বলে বিস্মিত করে দেন যে, ১৯৯৫ ইং থেকে ২০০৯ ইং পর্যন্ত তার হার্টে কোন প্রকার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। তার হার্ট পরিপূর্ণরূপে ঠিকঠাক আছে। তিনি সেই মাদানী চিকিৎসা আজও ব্যবহার করে যাচ্ছেন, আর তাঁর অসংখ্য বন্ধুদেরকেও করিয়ে যাচ্ছেন।

না হো আরাম জিস বীমার কো সারে জমানে সে
উঠা লে জায়ে থুড়ি খাক উনকে আস্তানে ছে। (যওকে নাত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মাদানী ইন্‌'আমাত

দা'ওয়াতে ইসলামী ফিতনার এই যুগে নেক্‌কার হওয়ার ব্যবস্থাপনা স্বরূপ প্রশ্নোত্তর আকারে **'মাদানী ইন্‌'আমাত'** নামে একটি রিসালা প্রদান করেছে। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, তালেবে ইলমে দ্বীনদের (জামেয়ার ছাত্রদের) জন্য ৯২টি, দ্বীনি ইলম অর্জনকারীনী মেয়েদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের জন্য ৪০টি, বিশেষ ইসলামী ভাইদের জন্য (অর্থাৎ বোবা-বধিরদের জন্য) ২৭টি মাদানী ইন্‌'আমাত রয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই-বোন সহ ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছেলে-মেয়েরা মাদানী ইন্‌'আমাত অনুযায়ী আমল করতঃ দৈনিক শোয়ার পূর্বে (অথবা যে কোন সুযোগ মত) 'ফিক্‌রে মদীনা' অর্থাৎ নিজেদের আমলের পরিসংখ্যান নিয়ে মাদানী ইন্‌'আমাতের রিসালায় প্রদত্ত ঘরগুলো পূরণ করে থাকেন। এসব মাদানী ইন্‌'আমাতে অভ্যস্থ হয়ে নেক হওয়ার এবং গুনাহ্ হতে বাঁচার পথে বাধা-বিপত্তিগুলো **আল্লাহ্ তা'আলার** দয়া ও অনুগ্রহে দূর হতে চলেছে, আর এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হবার, গুনাহকে ঘৃনা করার এবং ঈমানের হিফাজতের মনোভাব সৃষ্টি করায় ব্যস্ত রয়েছেন। প্রকৃত মুসলমান হিসেবে নিজেকে তৈরি করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা হতে মাদানী ইন্‌'আমাতের রিসালা সংগ্রহ করুন, আর দৈনিক ফিক্‌রে মদীনা করতঃ (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান চালিয়ে) তাতে প্রদত্ত ছকগুলো পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার মাদানী ইন্‌'আমাতের যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মাদানী ইন্‌'আমাতের আমলকারীদের জন্য আনন্দময় সুসংবাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইন্‌'আমাতের রিসালা পূরণকারীরা কত যে সৌভাগ্যবান হয়ে থাকেন, তার নমুনা এই মাদানী বাহার থেকে বুঝে নিতে পারেন। যেমন; হায়দ্রাবাদের (বাবুল ইসলাম, সিন্ধ, পাকিস্তান) বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের শপথ মূলক এ রকম কিছু বক্তব্য রয়েছে যে: ১৪২৬ হিজরীর রজব মাসের এক রাতে আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখার মহান সৌভাগ্য অর্জন করি। **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় নড়ে ওঠে, রহমতের ফুল ঝরতে থাকে, তিনি অনেকটা এ রকমই ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এই মাসে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌'আমাতের রিসালা পূরণ করবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"

মাদানী ইন্‌'আমাত কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে
কুরবে হক কে তালেবোঁ কে ওয়াস্তে সওগাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

দশম চিকিৎসা:

যিকির ও অযীফাগুলোর অভ্যাস গড়ে তুলুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া থেকে বাঁচার জন্য বর্ণিত চিকিৎসার পাশাপাশি আপনার সুযোগ-সুবিধা চালিয়ে যান। মত আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ এই ৮টি রূহানী চিকিৎসাও করুন। যা দ্বারা রিয়ার কুমন্ত্রনা দূর হয়ে যাবে।

(১) দৈনিক এই দো'আটি তিনবার পাঠ করবেন। **আল্লাহ্** আপনাকে ছোট-বড় যে কোন ধরণের রিয়া থেকে দূরে রাখবেন। দো'আটি হল:

"اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِكَ اَنۡ اُشۡرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعۡلَمُ وَاَسۡتَغۡفِرُكَ لِمَا لَا اَعۡلَمُ"[১]

(২) যখনই অন্তরে রিয়াকারীর ভাব সৃষ্টি হবে, সাথে সাথে একবার "اَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ" পাঠ করতঃ বাম কাঁধের দিকে তিনবার থু থু করুন। (অর্থাৎ থু থু নিক্ষেপের ন্যায় অবস্থা সৃষ্টি করুন, তবে লালা বের করবেন না।)

(৩) দৈনিক দশ বার 'اَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ' যে ব্যক্তি পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তার জন্য শয়তান হতে হিফাজতকারী একটি ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন।

(৪) প্রত্যহ সকালে (মাঝরাত থেকে সূর্য উদয় হওয়া পযন্ত সময়কে সকাল বলা হয়) ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠকারীর উপর যদি শয়তান সদলবলে তাকে দিয়ে গুনাহ করানোর চেষ্টা করে তবুও সে করাতে পারবে না যতক্ষণ না এটির পাঠকারী স্বয়ং গুনাহ না করে। (আল ওযীফাতুল করীমা, ২১ পৃষ্ঠা)

(৫) সূরা নাস পাঠ করলেও ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রনা) দূর হয়ে যায়।

(৬) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه বলেছেন: সূফিয়ায়ে কিরামেরা বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল ২১বার করে 'لَا حَوۡلَ' শরীফ পাঠ করে পানিতে দম দিয়ে পান করবেন, তাহলে اِنۡ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রনা) থেকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদে থাকবেন। (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা)

(৭) "هُوَ الۡاَوَّلُ وَ الۡاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الۡبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ۝" (পারা : ২৭, সূরা : হাদীদ, আয়াত: ৩) পাঠ করলেও তৎক্ষণাৎ ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যায়।

(৮) سُبۡحٰنَ الۡمَلِكِ الۡخَلَّاقِ (اِنۡ يَّشَاۡ يُذۡهِبۡكُمۡ وَيَاۡتِ بِخَلۡقٍ جَدِيۡدٍ ۝ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيۡزٍ ۝) (পারা : ১৩। সূরা : ইবরাহীম। আয়াত : ১৯, ২০) বেশি বেশি পাঠ করলে ওয়াসওয়াসা সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৭৭০ পৃষ্ঠা) এই আয়াতটির দো'আর অংশটিকে আপনাদের বুঝতে সহজ হবার জন্য সামান্য পরিবর্তন করে লিখা হয়েছে।

---

[১] হে আল্লাহ! জেনে শুনে আমি আপনার সাথে শরীক করা হতে আপনার দরবারে পানাহ চাই। আর না জানা অবস্থায় এমনরূপ কাজ করা হতে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

রিয়াকারী ছে হার দম তু বাঁচানা
খোদায়া বান্দায়ে মুখলিস বানানা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চিকিৎসা করেও ভাল না হলে তখন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সব ধরণের চিকিৎসা করেও যদি ভাল না হন, তাহলে ভয় পাবেন না। বরং চিকিৎসা চালিয়েই যান। কারণ, এতে হৃদয়ে প্রশান্তি আসবে। কেননা, আমরা যদি চিকিৎসা বন্ধ করে দেই, তাহলে নিজেকে যেন সম্পূর্ণরূপে শয়তানের হাতে তুলে দিলাম। কারণ, এভাবে সে তো আমাদেরকে কোথাও ছাড় দেবে না। সুতরাং আমাদের উচিত, রিয়া হতে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'মিনহাজুল আবেদীনে'** হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ যা বলেছেন: তার সারমর্ম হচ্ছে, আপনি যদি এ ধারণা করেন যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছে পানাহ্ চাওয়া সত্তেও শয়তান আপনার পিছু ছাড়ছে না এবং আপনাকে জয় করার চেষ্টায় রয়েছে, তাহলে তার মর্ম এই যে, আপনার চেষ্টা, আপনার শক্তি এবং আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা করাই **আল্লাহ্ তা'আলার** উদ্দেশ্য। অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনাকে পরীক্ষা করছেন, আপনি কি শয়তানের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন, না কি তার কাছে হেরে যাচ্ছেন। (মিনহাজুল আবেদীন (আরবি), ৪৬ পৃষ্ঠা)

রিয়া কারিওঁ ছে বাঁচা ইয়া ইলাহী   সিয়া কারিওঁ ছে বাঁচা ইয়া ইলাহী।

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَی الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইবাদতের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এইমাত্র রিয়ার কথা বলা হলো, আর এ কথা বুঝা গেল যে, রিয়া করা হয় ইবাদতেই। তাই ইবাদতের সংজ্ঞাও জানিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে ওলামায়ে কিরামেরা বলেছেন: 'কাউকে ইবাদতের যোগ্য মনে করে তার কোন ধরণের সম্মান করার নামই ইবাদত।' পক্ষান্তরে ইবাদতের যোগ্য মনে না করা হলে তা কেবল সম্মানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, ইবাদত বলে গণ্য হবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

যেমন; নামাযে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যাওয়া ইবাদত। কিন্তু হাত বাধার এই আমলটি যদি **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের সোনালী জালীর সামনে হয় কিংবা সালাত ও সালাম পাঠকালে হয় অথবা কোন বুজুর্গ লোকের আগমনে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয় বা বরকতময় স্থান ইত্যাদি দেখার জন্য হয়, কোন ওলির মাজার শরীফের সামনে হয়, নিজের পীর, ওস্তাদ কিংবা মাতা-পিতার জন্য হয়, তাহলে এসব ইবাদত নয়, বরং এগুলো তাযীম (আদব)।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে করা যে কোন কাজই ইবাদত

ইবাদতের মর্মার্থ বিশাল। এটি **আল্লাহ্‌র** সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে করা যে কোন কাজকেই পরিবেষ্টন করে। যেমন; **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ২৯ তম খন্ডে, **গমজুল উয়ুন ও রদ্দুল মুহতারের** বরাত দিয়ে লিখেছেন: ইবাদত হল যা সম্পদান করলে সাওয়াব দেয়া হয়, আর তা সাওয়াবের নিয়্যতের উপর মওকুফ (ঝুলন্ত) থাকে। **তাজুল আরুজে** বলা হয়েছে: ইবাদত হল এমন কাজ যা করলে প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯ খন্ড, ৬৪৭, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর লেখার সারমর্ম হল: যে কাজই হোক না কেন সেটি যদি প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা ইবাদত। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)

আমল কবুল হওয়ার শর্তসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমল কবুল হওয়ার জন্য আখিরাতে সাওয়াব পাওয়ার নিয়্যত অবশ্য প্রয়োজনীয়। যথা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **"খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান"**-এর ৫২৯ পৃষ্ঠায় ১৫ পারায় সূরা বনী ইসরাঈলের উনবিংশ আয়াতে **আল্লাহ্‌** পাক ইরশাদ করছেন:

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿۱۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং যে আখিরাত চায় আর সেটার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে আর হয় ঈমানদার; তবে প্রচেষ্টা ঠিকানায় পৌঁছে থাকে।

উক্ত আয়াতের টীকায় সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক। (১) আখিরাতের প্রত্যাশী হওয়া, অর্থাৎ বিশুদ্ধ (ভাল) নিয়্যত থাকা। (২) সাঈ বা প্রচেষ্টা থাকা, অর্থাৎ আমলকে যথাযথভাবে সেটির হকগুলোসহ আদায় করা। (৩) ঈমান থাকা, যা সব চেয়ে বেশি আবশ্যক। (খাযায়িনুল ইরফান, ৫৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় সফর ও প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের দশ তারিখের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ছরকারে দো'আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় মন্দ নিয়্যত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন এবং ভাল ভাল নিয়্যতের অভ্যাস গড়ে তোলার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি কাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল

পবিত্র কুরআনের পরে সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হচ্ছে বুখারী শরীফ। এই কিতাবটির সর্বপ্রথম হাদিসটি হচ্ছে "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ প্রতিটি কাজ নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল"। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১)

এই হাদিসটির ব্যাপারে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: হাদিসটির মর্ম হল যে, যেকোনো আমলের সাওয়াব তার নিয়্যতের উপরই নির্ভর করে। নিয়্যত ছাড়া কাজ করলে কোন সাওয়াবের আশা করা যায় না। (নুজহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

ভাল ভাল নিয়্যত সম্পর্কিত ২টি হাদীস শরীফ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল'** কিতাবের ১৭৩ ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ভাল ভাল নিয়্যতের ফযীলতের উপর ২টি হাদীস লক্ষ্য করুন। (১) "সত্য নিয়্যত সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।" (আল জামিউস সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪) (২) "ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (আল জামিউস সগীর, ৫৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩২৬)

নিয়্যত কাকে বলে?

অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছাকে নিয়্যত বলে, তা যে কোন বিষয়েরই হোক না কেন, আর শরীয়াতে নিয়্যত বলা হয় ইবাদত করার ইচ্ছাকে। (নুজহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

মুবাহ্ কাজ ভাল নিয়্যতের কারণে ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়

অনেক কাজই তো মুবাহ্ রয়েছে। মুবাহ্ সে সব জায়েয কাজকেই বলা হয়, যা করা আর না করা সমান। অর্থাৎ এমন কাজ করাতে না সাওয়াব মিলে না গুনাহ্। যেমন: পানাহার, নিদ্রা, হাটাচলা, সম্পদ অর্জন করা, উপহার দেওয়া, উত্তম বা বাড়তি পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি মুবাহ্। একটু মনোযোগ দিলেই মুবাহ্ কাজকে ইবাদত বানিয়ে তাতে সাওয়াব কামানো সম্ভব হতে পারে।

সেটির পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: যে কোন মুবাহ্ (অর্থাৎ এমন জায়েয আমল যা করা না করা সমান এমন) কাজ ভাল নিয়্যতের কারণে মুস্তাহাবে পরিণত হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা)

ফোকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام গণ বলেছেন: মুবাহ্ কাজগুলোর হুকুম ভিন্ন ভিন্ন নিয়্যতের কারণে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এ কারণে যখন এ দ্বারা (অর্থাৎ কোন মুবাহ্ দ্বারা) ইবাদতের শক্তি সঞ্চয় করা কিংবা ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এই মুবাহ্‌টিও (অর্থাৎজায়েয বিষয়টিও) ইবাদত হয়ে যাবে। যেমন: পানাহার করা, শয়ন করা, সম্পদ অর্জন করা এবং সহবাস করা। (প্রাগুক্ত, ৭স খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা । দুররুল মুখতার, ৪র্থ খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

মুবাহ্ কাজে ভাল নিয়্যত না করা লোক ক্ষতিতে রয়েছে

কোন মুবাহ্ কাজ যদি মন্দ নিয়্যতের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, তাহলে তা মন্দই হয়ে যাবে, আর যদি ভাল নিয়্যতের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, তাহলে ভাল। নিয়্যতে যদি কিছুই না থাকে, তাহলে মুবাহ মুবাহ্ই থেকে যাবে, আর কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশে অপরাগতার সম্মুখীন হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, যে কোন মুবাহ্ কাজে কম পক্ষে এক-আধটি ভাল নিয়্যত করে নেওয়া। সম্ভব হলে বেশি বেশি ভাল নিয়্যত করে নিবে। কারণ, ভাল নিয়্যতের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই সাওয়াব বাড়বে। নিয়্যতের আরও উপকারিতা হল যে, নিয়্যত করার পর যদি সে কাজটি কোন কারণে করতেই পারল না, তাহলেও নিয়্যতের সাওয়াব সে পেয়ে যাবে। যেমন: **নবী করীম, রউফুর রাহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه অর্থাৎ মুমিনের নিয়্যত তার আমলের চেয়েও উত্তম।"

(আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৫৯৪২)

নিয়্যত না করার ক্ষতি আর করার উপকারিতা সম্পর্কিত রেওয়ায়াত

মুহাক্কিক আলাল ইতলাক খাতিমুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: বর্ণনায় পাওয়া যায়, ফেরেশতারা যখন বান্দাদের আমলনামা আসমানে তুলে নিয়ে যান আর **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে পেশ করেন, তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করবেন: اَلْقِ تِلْكَ الصَّحِيْفَةَ اَلْقِ تِلْكَ الصَّحِيْفَةَ অর্থাৎ "এই আমলনামাটি ছুঁড়ে মার, এই আমলনামাটি ছুঁড়ে মার।" ফেরেশতারা আরজ করেন: **হে আল্লাহ্!** তোমার এই বান্দাটি যেসব নেক আমল করেছে তা আমরা দেখে-শুনে লিখেছি। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: لَمْ يُرِدْ وَجْهِىْ অর্থাৎ এই বান্দাটি এসব আমলে আমার সন্তুষ্টির নিয়্যত করেনি। তাই এগুলো আমার দরবারে কবুল হবে না।

অতঃপর অপর এক ফেরেশতাকে **আল্লাহ্ তা'আলা** হুকুম দেন: أُكْتُبْ لِفُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا অর্থাৎ "অমুক বান্দার আমলনামায় অমুক অমুক আমলগুলো লিখে দাও।" ফেরেশতা আরজ করবে: **হে আল্লাহ্!** এই বান্দা তো আমলটি করেনি। **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করবেন: বান্দা আমলটি যদিও না করে থাকে কিন্তু তার নিয়্যত তো আমলটি করার পক্ষে ছিল। তাই আমি তার নিয়্যতের উপর তাকে এই আমলের প্রতিদান দিব। (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস : ২৫৪৮)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরও বলেছেন: হাদীস শরীফে আরও পাওয়া যায় نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه অর্থাৎ "মুমিনের নিয়্যত তার আমল হতে উত্তম।" (আল মুজামুল কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৫৯৪২)

প্রকাশ থাকে যে, আমলের নিয়্যতের সাওয়াব তখনই পাওয়া যাবে যখন নিয়্যত হয়ে থাকে ভাল, আর যদি মন্দ নিয়্যত হয়ে থাকে তাহলে নেক আমলের উপর কোন সাওয়াবই মিলবে না। কিন্তু ভাল নিয়্যতের উপর তো যে কোন অবস্থাতেই সাওয়াব মিলবে, আমলটি সে করুক বা না করুক। এ কারণে যে, মুমিনের নিয়্যত তার আমলের চাইতেও উত্তম। তাই কোন কোন বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন:

হর কেরা আন্দর আমল ইখলাস নীস্ত　　দর জাহাঁ আয বন্দগানে খাস নীস্ত।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির আমলে ইখলাস নেই, সে ব্যক্তি **আল্লাহ্**র খাস বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

হার কেরা কার আয বরায়ে হক বুয়দ　　কারে উ পাইয়াস্ত বা রওনক বুয়দ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির আমল **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, তার আমল সর্বদা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে থাকে। (আশিআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল নিয়্যত ভাল আর মন্দ নিয়্যত মন্দ ফলাফল নিয়ে আসে। বরং কখনও কখনও মন্দ নিয়্যতের মন্দ ফল সাথে সাথেই প্রকাশিত হয়ে যায়। এতদসংক্রান্ত দুইটি রিওয়ায়াত আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। যেমন;

(১) অভিনব গাভী

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেছেন: এক বাদশা একদা নিজের রাজ্যে ভ্রমণে বের হলেন। সে সময় এক ব্যক্তির কাছে তিনি অবস্থান নিলেন। ঘরের মালিক (বাদশাহ্কে চিনত না) সন্ধ্যার সময় নিজের গাভী থেকে দুধ দুয়ালেন। বাদশা এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ, এই গাভীটি থেকে ৩০টি গাভীর সমপরিমাণ দুধ বের হল। তিনি মনে মনে এই অভিনব গাভীটি ছিনিয়ে নিবার খারাপ নিয়্যত করলেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় গাভীটি হতে অর্ধেক দুধ পেল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

বাদশা যখন বিস্ময় প্রকাশ করলেন, ঘরের মালিকটি বলল: বাদশা তার প্রজাদের সাথে জুলুমের নিয়্যত করেছে, সে কারণে আজ দুধ অর্ধেকে নেমে এসেছে। কারণ, বাদশাহ যখন জালিম হবে, বরকত শেষ হয়ে যাবে। এই আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ সেই অভিনব গাভীটি ছিনিয়ে নেওয়ার নিয়্যত বাদ দিয়ে দিলেন। অতএব পরের দিন গাভীটি আগের দিনের সম পরিমাণ দুধ দিল। এই ঘটনা থেকে বাদশাহ্ শিক্ষা নিলেন, আর তিনি প্রজাদের জুলুম করা বন্ধ করে দিলেন। (শুআবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা, সংখ্যা : ৭৪৭৫)

(২) ইক্ষুর শীতল মিষ্টি রস

পূর্বে ইরানের বাদশাহ্গণের পদবী ছিল 'কিসরা'। যেমন; মিশরের বাদশাহদের বলা হত 'ফেরআউন'। একদা এক 'কিসরা' নিজের সেনাদের পাশ কেটে একটি বাগানের গেইটে এসে উপস্থিত হন। তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন। এক মেয়ে তার জন্য ইক্ষুর শীতল রস নিয়ে এল। বাদশাহ তা পান করলেন, খুবই স্বাদ পেলেন। তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কীভাবে তৈরি কর? সে বলল: এই বাগানটিতে খুবই উন্নত মানের ইক্ষু জন্মায়। আমরা নিজেদের হাতে ইক্ষু থেকে রস বের করে নিই। বাদশা আর এক গ্লাস রস চাইলেন। সে আনতে গেল, ইত্যবসরে বাদশাহের নিয়্যত খারাপ হয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন: আমি এই বাগানটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এর পরিবর্তে আর একটি বাগান দিয়ে দেব। এমন সময় মেয়েটি কান্না করতে করতে এসে বলল: আমাদের বাদশাহের নিয়্যত খারাপ হয়ে গেছে। বাদশাহ বললেন: তুমি তা কীভাবে জানলে? সে বলল: আগে তো সহজভাবে রস নিংড়ানো যেত কিন্তু এবারে অনেক জোর করেও রস বের করতে পারলাম না। বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ বাগান ছিনিয়ে নেওয়ার খারাপ নিয়্যত বাদ দিয়ে দিলেন, আর বললেন: আর একবার যাও তো, একটু চেষ্টা করে দেখ। অতএব সে গেল, আর সহজভাবে রস নিংড়াতে পারল।

(হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা। আল মুনতাজিম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম লি ইবনিল জওযী, ১৬ খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন সুন্নাত ইত্যাদিতে আমল করার সুযোগ আসবে তখনই মনের মধ্যে নিয়্যত উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। যেমন: কাপড় পরিধান করার সময় প্রথমে ডান হাত দিলেন, খুলে ফেলার সময় বাম হাত দিয়ে আরম্ভ করলেন। অনুরূপভাবে জুতো পরতে এবং খুলতেও একই নিয়ম অনুসরণ করলেন। এগুলো সুন্নাত। কিন্তু আমল করার সময় সুন্নাতের উপর আমল করার মোটেই নিয়্যত না থাকলে এ আমলকে ইবাদত বলা হবে না, অভ্যাস বলা যাবে। সুন্নাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নিয়্যত সম্পর্কিত একটি জ্ঞানগর্ভ ফতোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর কর্তৃক পরিচালিত "**দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত**"এর পক্ষ থেকে নিয়্যত সম্পর্কিত এক জ্ঞানগর্ভ ফতোয়া লক্ষ্য করুন। নিঃসন্দেহে নিয়্যতবিহীনভাবে কোন আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না। বরং এরূপ (নিয়্যত না করা) ইবাদতগুলো অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কোন ভাল কাজে নিয়্যতের অর্থ হল: যে কাজ করা হচ্ছে অন্তরও সেদিকে মনোযোগী থাকা আর সে কাজটি **আল্লাহ্ তা'আলার** ওয়াস্তে করা, এই নিয়্যতের মাধ্যমে অভ্যাস ও ইবাদতের মাঝে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য হওয়া। এতে করে বুঝা গেল যে, অন্তরের মনোযোগ ও **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি একসাথে মনে মনে থাকাটাই নিয়্যত। আর এর মাধ্যমেই অভ্যাস ও ইবাদতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং যদি ইবাদতে নিয়্যত করে নেয় তাহলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর যদি নিয়্যত করা না হয়, তাহলে সে আমলটি অভ্যাস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তাতে সাওয়াবও পাওয়া যায় না। যেমন; হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন:

اَلنِّيَّةُ لُغَةً : اَلْقَصْدُ وَ شَرْعًا تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ ابْتِغَاءً

لِّوَجْهِ اللهِ وَ الْقَصْدُ بِهَا تَمْيِيْزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ

অর্থাৎ 'নিয়্যতের আভিধানিক অর্থ হল 'ইচ্ছা' ও 'সাধ'। শরীয়াতের পরিভাষায় যে আমলটি করছে অন্তর সে আমলটিতে মনোযোগী থাকা আর সে আমলটি **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য করে যাওয়া এবং নিয়্যতের মাধ্যমে অভ্যাস ও ইবাদতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য থাকা।' (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১ম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

কিন্তু সেই সাথে এ কথা মনে রাখবেন যে, অনেক আমল এমন রয়েছে, যাতে আমরা অনুভব করি যে, এ কেবল অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে করে যাচ্ছে। অথচ এইগুলোতেও ইবাদতের নিয়্যত বিদ্যমান থাকে। সেটি এ কারণেই ভালভাবে বুঝা যায় না যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বা বিশেষভাবে যে পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে, তা বারবার আমল করার কারণে বিদ্যমান থাকে না। হ্যাঁ যদি আদৌ কোন নিয়্যত না থাকে, তাহলে তাতে বাস্তবেই কোন সাওয়াব নেই। **আল্লাহ্** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

ভাল নিয়্যতের তৌফিক কীভাবে অর্জিত হয়

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: প্রত্যেক মুবাহ্ কাজ (অর্থাৎ প্রত্যেক জায়েয কাজ যা করাতে সাওয়াবও নাই গুনাহ্ও নাই) এক বা ততোধিক নিয়্যতের সম্ভাবনা রাখে। যার মাধ্যমে একটি মুবাহ কাজ উন্নত ধরণের একটি ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। আর এর মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়ে থাকে। সে ব্যক্তি কত বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, যে ভাল ভাল নিয়্যতের মাধ্যমে সাওয়াবপূর্ণ কাজ করার স্থলে পশুর ন্যায় যে কোন কাজ অলসতার মাধ্যমে করতে থাকে, আর নিজেকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখে। বান্দার পক্ষে উচিত নয় যে, কোন মনোভাব, সময় ও পদক্ষেপকে তুচ্ছ মনে করা। কেননা, ওসব কাজের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে: এ কাজ কেন করেছিলে? তোমার উদ্দেশ্য কী ছিল? এ বিষয়টি (অর্থাৎ মুবাহ কাজটি ভাল নিয়্যতের মাধ্যমে ইবাদতে পরিণত হওয়া) কেবল সেসব মুবাহ্ কাজসমূহের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যেগুলোতে কোন ধরণের (শরয়ী) বাধা না থাকে। তাই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "حَلاَلُهَا حِسَابٌ وَ حَرَامُهَا عَذَابٌ অর্থাৎ হালালে রয়েছে হিসাব আর হারামে রয়েছে শাস্তি।"

(আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খিতাব, ৫ম খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৮১৯২)

তিনি আরও বলেন: যে ব্যক্তির অন্তরে আখিরাতের মঙ্গলসমূহ সঞ্চয় করার আগ্রহ থাকে সেই ব্যক্তির জন্য এভাবে নিয়্যত করা সহজ হয়ে যায়। অবশ্য যার অন্তরে দুনিয়াবী নেয়ামতসমূহের আধিক্য বিরাজ করে তার অন্তরে এ ধরণের নিয়্যতগুলো আসেই না। বরং কেউ মনে করিয়ে দিলেও তার মধ্যে এ ধরণের নিয়্যতের আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। নিয়্যত যদি হয়ও তা কেবল এক মুহূর্তকালের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তব নিয়্যতের সাথে তার কোন সম্পর্কই থাকে না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

ওয়াশরুমে যেতেও নিয়্যত করা চাই

পায়খানা-প্রস্রাবখানায় গমনেও নিয়্যত করা আবশ্যক। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন: আমি প্রতিটি কাজে নিয়্যত করাকে ভালবাসি। এমনকি পানাহার, শয়ন, পায়খানা-প্রস্রাবখানায় গমন ইত্যাদিতেও। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) জনৈক ভদ্রলোক ছাদে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন: আমার চিরুনিটি আন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন: আয়নাও আনব না কি? তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, এবার বললেন: হ্যাঁ। কোন শ্রোতা তাৎক্ষণিক জবাব না দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি এক নিয়্যতে আমার স্ত্রীকে চিরুনী আনতে বলেছিলাম। তিনি যখন আয়না আনার কথা বললেন: সে সময় আয়নার ব্যাপারে আমার কোন নিয়্যত ছিল না। তাই আমি নিয়্যত করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করলাম। এক পর্যায়ে **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাকে নিয়্যত দান করলেন। এ নিয়্যতের উপর আমি বলে দিলাম: হ্যাঁ, আয়নাও নিয়ে আস।

(কুতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আগেকার মুসলমানেরা রীতিমত নিয়্যতের জ্ঞান অর্জন করতেন

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: আগেকার মুসলমানেরা যেভাবে ইলম অর্জন করতেন সেভাবে আমলের জন্য নিয়্যতের ইলমও শিক্ষা নিতেন। (কুতুল ক্বলুব, ২য় খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা সিররী সক্বতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: একনিষ্ঠ নিয়্যত সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া তোমার জন্য ৭০টি হাদীস লিপিবদ্ধ করার চেয়ে উত্তম। অথবা তিনি বলেন: সাত শত হাদীস লিপিবদ্ধ করার চেয়ে উত্তম। (কুতুল ক্বলুব, ২য় খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মুবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: কতিপয় ছোট আমল এমন, যেগুলোকে নিয়্যত বড় আমলে পরিণত করে দেয়। (কুতুল ক্বলুব, ২য় খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

গুহার ইবাদতকারী

লোকজনকে দেখানোর জন্য এবং বাহ্‌বা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে করা পাহাড়তুল্য বড় বড় আমলও না-মকবুল হয়ে যায়। যেমন; বর্ণিত রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ইবাদতকারী একটি গুহায় ৪০ বৎসর পর্যন্ত **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদত করে। ফেরেশতারা তার আমলগুলো নিয়ে আসমানে যেতেন, সেগুলো কবুল করা হত না। ফেরেশতারা আরজ করলেন: হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার ইজ্জতের দোহাই, আমরা তোমার নিকট বিশুদ্ধ (আমল) নিয়ে এসেছি। **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন: হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সত্য বলেছ। কিন্তু (ইবাদতে তার নিয়্যত খুবই মন্দ বিধায়) তার বাসনা যে, সকলের কাছে তার একটা মর্যাদা সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ সে রিয়া ও প্রসিদ্ধি কামনা করে। (কুতুল ক্বলুব, ২য় খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

নিয়্যতের বরকতে মাগফিরাতের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী

বর্ণিত আছে, এক অনারব ব্যক্তি এমন কিছু আরব লোকের পাশ দিয়ে চলছিল যারা ঠাট্টা-মশকারায় লিপ্ত ছিল। (আরবী বাক্য শুনে) সে অনারবটি মনে করল যে, এ লোকেরা **আল্লাহ্ তা'আলার** জিকিরে মশগুল রয়েছে। সে ভাল নিয়্যতে তাদের মত বলতে আরম্ভ করে দিল। কথিত রয়েছে, **আল্লাহ্ তা'আলা** ভাল নিয়্যতের কারণে সেই অনারব লোকটিকে ক্ষমা করে দেন।

(কুতুল ক্বলুব, ২য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

ভাল নিয়্যত করা কষ্টসাধ্য, তার চেয়ে পিঠে বেত্রাঘাত অনেক সহজ

ভাল ভাল নিয়্যত করার জন্য আবশ্যক মনকে স্থির রাখা। যে ব্যক্তি ভাল নিয়্যতে অভ্যস্থ নয় সে যেন প্রথম প্রথম অভিনয় করে হলেও এর অভ্যাস গড়ে তোলে। তাই প্রারম্ভে সে এই উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াবে, চোখ বন্ধ করে মনকে বিভিন্ন খেয়াল হতে মুক্ত করতঃ এক মন এক ধ্যান হয়ে যেতে হবে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে, শরীরের বিভিন্ন অংগ চুলকিয়ে, কোন বস্তু রাখতে বা নিতে গিয়ে কিংবা তাড়াহুড়া করে যদি নিয়্যত করতে চান তাহলে হয়ত তা হয়ে উঠবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

নিয়্যতের অভ্যাস গড়ার জন্য নিয়্যতের গুরুত্বের উপর দৃষ্টি রেখে আপনাকে খুব ভদ্রতার সাথে প্রথমে নিজের মনমানসিকতা তৈরী করতে হবে। হযরত সায়্যিদুনা নুয়াইম বিন হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'আমাদের পিঠে বেত্রাঘাত সহ্য করা, ভাল নিয়্যতের তুলনায় অনেক সহজ।' (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৫তম পৃষ্ঠা)

পার্থিব নেয়ামতের কারণে আখিরাতে নেয়ামত কমে যাবে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইরশাদ করেন: '**আল্লাহ্ তা'আলার** নেয়ামতের উপকার ভোগ করা গুনাহের কাজ নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে অবশ্যই প্রশ্নের শিকার হতে হবে, আর যে ব্যক্তি হিসাব-নিকাশে ব্যর্থ হয় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মুবাহ্ বস্তু ব্যবহার করে, যদিও সে কারণে কিয়ামতে তার শাস্তি হবে না, তথাপি ঐ পরিমাণ নেয়ামত আখিরাতে তার জন্য কম হয়ে যাবে। একটু ভাবুন তো! কত বড় ক্ষতির কথা যে, মানুষ ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত উপার্জন করার জন্য অতিশয় তাড়াহুড়া করে, অথচ এর বিনিময়ে আখিরাতের নেয়ামতের কম হওয়ার মাধ্যমে ক্ষতির শিকার হয়।'

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াবী লাজ্জাত কা দিল ছে মিটা দেয় শওক তু
কর আতা আপনি ইবাদত কা ইলাহী যওক তু।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

সুগন্ধি ব্যবহার করার নিয়্যত সমূহ

আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামতরাজির মধ্যে সুগন্ধিও একটি প্রিয় নেয়ামত। এটি ব্যবহার করা মুবাহ (অর্থাৎ সাওয়াবও না, গুনাহও না)। এই নেয়ামতটি সেভাবে ব্যবহার করা চাই, যেন ইবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং সাওয়াবও পাওয়া যায়। অতএব, এটিকে ইবাদতে রূপান্তরিত করার জন্য ভাল ভাল নিয়্যতসমূহ করতে হবে। যখনই কোন কাজ করতে যাবেন, এমনি এমনি আরম্ভ করে দিবেন না, প্রথমে একটু থামুন, মনকে জোর দিয়ে ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ করে নিন। মনে করুন, আপনি সুগন্ধি লাগাচ্ছেন, এর বোতল হাতে নেওয়ার আগে উঠিয়েও যদি নিয়ে ফেলেন, তাহলে খুলবার আগে এক মনে এক ধ্যানে মাথা নুইয়ে না হয় চোখ বন্ধ করে একনিষ্ঠ হয়ে খুবই মনোযোগ সহকারে সুগন্ধি মাখার মাধ্যমে বিভিন্ন সাওয়াব লাভ করার জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন। এর পরামর্শ দিতে গিয়ে মুহাক্কিক আলাল ইতলাক, খাতেমুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন: 'মুবাহ কাজগুলোতেও ভাল নিয়্যত করার মাধ্যমে সাওয়াব লাভ করা যায়। যেমন; সুগন্ধি ব্যবহারে সুন্নাতের অনুসরন, (মসজিদে যাওয়ার সময় লাগালে) মসজিদের তাজিমের নিয়্যতও করা যেতে পারে। মস্তিষ্কের বিশুদ্ধির নিয়্যতও করা যেতে পারে। ইসলামী ভাইদের কাছ থেকে নিজের শরীরের দুর্গন্ধ দূর করার নিয়্যতও হতে পারে। এভাবে প্রত্যেক নিয়্যতের আলাদা আলাদা সাওয়াব মিলবে।

(আশিআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

এখানে পরিবেশ অনুযায়ী বাড়তি নিয়্যতও করা যেতে পারে। যেমন: بِسۡمِ اللّٰہ বলে আতরের শিশির হাতে নিব। بِسۡمِ اللّٰہ বলে মুখ খুলব। بِسۡمِ اللّٰہ বলে বন্ধ করব। মুসলমানদের এবং ফেরেশতাদে কে সুগন্ধি দ্বারা আনন্দ দান করব। (বিশেষ করে গরমের দিনে কাপড়ে যদি ঘামের দুর্গন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই নিয়্যতও করা যায় যে) নিজের শরীর হতে দুর্গন্ধ দূরীভূত করে মুসলমানদেরকে গীবত থেকে বাঁচাব। (নামাযের আগে লাগানোর সময় এই নিয়্যতও করে নেওয়া যায় যে,) নামাযের জন্য সৌন্দর্য বর্ধন করব। সুগন্ধি লাগিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করব। (সুগন্ধি একটি নেয়ামত, তাই ব্যবহার করাতে **আল্লাহ্ তা'আলার** শুকরিয়া স্বরূপ) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলব। সুগন্ধি লাগাব যেন জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। এতে দ্বীনি বিধি-বিধান (দ্বীনি তালীম, দ্বীনি পাঠ, **সুন্নাতেভরা** বয়ান ইত্যাদি) বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। **ইহইয়াউল উলুমে** রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: 'যে ব্যক্তির সুগন্ধি উন্নত হবে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।' (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

সুগন্ধি লাগানোতে ভুল নিয়্যত কী কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুগন্ধি লাগানোর সময় শয়তান বেশি বেশি ভুল নিয়্যত করিয়ে দেয়। তাই সুগন্ধি লাগানোর সময় ভাল ভাল নিয়্যত করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: এই নিয়্যতে সুগন্ধি লাগানো যে, লোকেরা প্রশংসা করবে, অথবা দামী সুগন্ধি লাগিয়ে লোকজনের কাছে ধনী হবার ভাব দেখানো। এমতাবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহারকারী লোকটি গুনাহগার হবে, আর তার সেই সুগন্ধি কিয়ামতের দিন মৃত লাশ হতেও বেশি দুর্গন্ধে পরিণত হবে। (প্রাগুক্ত)

দুনিয়া পছন্দ করতি হে আতর গোলাব কো
লেকিন মুঝে নবী কা পসীনা পছন্দ হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিক্বরে মদীনার মাধ্যমে **মাদানী ইন্'আমাতে**র রিসালা পূরণ করতঃ প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় মন্দ নিয়্যত ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করা সহ ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। কাওরাঙ্গীর (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম শুনুন: আমার সেনা বাহিনীতে চাকুরি ছিল, আমি মডার্ণ যুবক ছিলাম। অবশ্য নামায পড়তাম, আম্মাজানের অসুস্থতার কারণে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধি হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

এক ইসলামী ভাই **ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ** এর মাধ্যমে **মাদানী কাফেলায়** সফর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। আমি আপত্তি স্বরূপ তাকে বললাম: আম্মাজান খুবই অসস্থ। এমন অবস্থায় তাঁকে রেখে সফর করতে পারব না। তিনি পরামর্শ দিলেন: আপনি শুধু **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যতটি কেবল করে নিন। এভাবে যে, যখনই সুযোগ হবে, সফর করে নিবেন। আপনি আজই তাহাজ্জুদ নামাযের পর আম্মাজানের জন্য **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে কেঁদে কেঁদে দো'আ করুন। إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই **আল্লাহ্ তা'আলা** দয়া করবেন। তিনি কথাগুলো এমন এক মধুর ভাষায় বললেন যে, আমার মনে তাঁর কথাগুলো প্রভাব বিস্তার করল। আমিও সফরের নিয়্যত করে নিলাম। রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে খুব কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করলাম। এর পর ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। যখন ঘরে ফিরে আসি, হতবাক হয়ে আমি কেবল দাঁড়িয়েই রইলাম। কী দেখছি! আমার দুর্বল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত আম্মাজান যিনি নিজে নিজে উঠে টয়লেটেও যেতে পারতেন না, তিনি দেখছি বসে বসে ভালভাবে ভালভাবে কাপড় কাঁচছেন। আমি আরজ করলাম: আম্মাজান! আপনি আরাম করুন। আবার যদি স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। আমি নিজেই কাপড়গুলো ধুয়ে নিব। তিনি বললেন: বাবা, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ আমার কোন ব্যথাও নেই, কোন কষ্টও নেই। আজ আমি নিজেকে অত্যন্ত হালকা-পাতলা অনুভব করছি। এ কথা শুনে আমার চোখে আনন্দের অশ্রু বের হয়ে গেল। আমার মনে প্রশান্তির এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল। মনে হল, সফর করার নিয়্যতের বরকতে আমার দো'আ কবুল হয়েছে। ইসলামী ভাইটির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বললাম। শুনে তিনি আমাকে খুবই বাহ্‌বা দিলেন আর সমবেদনা মূলক পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন: আর দেরি না করে **মাদানী কাফেলায়** সফর করে নিন, আর আমি আশিকানে রাসুলদের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলার** মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী কাফেলায় সুন্নাতেভরা** সফর এবং আশিকানে রাসুলদের সাহচর্যের বরকতে আমাদের ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার মত মডার্ণ যুবক দাঁড়ি ও পাগড়ীতে সজ্জিত হয়ে সুন্নাতের খেদমতে লিপ্ত হয়ে যাই। আম্মাজান এবং আমার বাচ্চার মা উভয়ে ইসলামী বোনদের ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে। একটু ভাবুন! আমি কেবল **মাদানী কাফেলায়** সফরের নিয়্যত করেছিলাম, আর সেই কারণে কেবল বরকত আর বরকত হয়ে যায়। জানি না **মাদানী কাফেলায় সুন্নাতেভরা** সফরে কী যে মাদানী বাহারই হয়। হায়! যদি প্রতিটি ইসলামী ভাই প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** সফরে অভ্যস্থ হয়ে যেত!

আচ্ছী নিয়্যত কা ফল পাওগে বে বদল, ছব করো নিয়্যতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
দূর বীমারিয়াঁ আওর না দারিয়াঁ, হোঁ টলেঁ মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **মাদানী কাফেলায়** সফরের নিয়্যতকারীর কাজ সফল হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সম্পদের নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবারের সকলের জন্য আখিরাতের শান্তি পাওয়ার জন্য তৈরি হবার পাথেয়ও অর্জিত হয়ে গেছে। বাস্তবেই ভাল নিয়্যত তো ভাল নিয়্যতই, ভাল নিয়্যতের মাধ্যমে **মাদানী কাফেলায়** সফর করার কথা কী বা বলব!

জুতা পরিধানে যখন বাম পা দিয়ে আরম্ভ করল ...

হুযুর মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বিশ্বস্ত শাগরিদ বলেছেন: আমি ১৯৫৫ সনে যখন দাওরায়ে হাদীস হতে ফারেগ হই এবং তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম, ভুলে আমি বাম পা দিয়ে জুতা পরা আরম্ভ করলাম। তিনি দেখেই আমাকে তৎক্ষণাৎ ডাকলেন। আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। তিনি (আমাকে **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে) বললেন: জুতা পরার সুন্নাত পদ্ধতি হল, ডান পা দিয়ে আরম্ভ করা, আর জুতা খোলার সুন্নাত পদ্ধতি হল, প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলবে।

(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৮৫ পৃষ্ঠা)

জুতা পরার নিয়্যত সমূহ

যে কাজই হোক না কেন, এমনিতে আরম্ভ করার পূর্বে কিছুক্ষণ থেমে নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি জুতা পরতে যাচ্ছেন, একটু থামুন, আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নিয়্যতগুলো করে নিন: ❁ জুতো পরিধানে সুন্নাতের অনুসরণ করব। ❁ পথ-চলা লোকের জুতার শব্দ যেহেতু **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ হত না, সেহেতু পথ উঠার সময় বা সিঁড়িতে চড়ার বা নামার সময় যেন শব্দ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব। ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে জুতো পরিধান করব। ❁ জুতার কারণে পায়ে আঘাত ইত্যাদি হওয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করার মাধ্যমে ইবাদত করায় সাহায্য নিব। ❁ পরিধান কালে ডান পা দিয়ে আরম্ভ করার মাধ্যমে সুন্নাতের অনুসরণ করব। ❁ সুন্নাতে তানযীফ আদায় করব অর্থাৎ পা'কে ময়লা-আবর্জনা থেকে রক্ষা করব। এই ভাবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও বিভিন্ন ধরণের নিয়্যতও করা যেতে পারে। অনুরূপ জুতা খোলার সময়ও بِسْمِ الله পড়া, বাম পা দিয়ে আরম্ভ করা, সুযোগ সাপেক্ষে বুজুর্গদের অনুসরণ করতে গিয়ে জুতার সামনের দিককে ক্বিবলামুখী রাখা ইত্যাদির নিয়্যত হতে পারে। জুতাকে ক্বিবলামুখী রাখা সম্পর্কে বর্ণিত আছে: হুযুর মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শাগরিদ ও মুরীদ হযরত ক্বিবলা মুফতি আবদুল লতীফ ছাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাহচর্যে কিছু দিন কাটাবার সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখকের) সৌভাগ্য হয়। সে দিনগুলোতে মুফতি সাহেবের এই আমলগুলো দেখা যায়, তিনি আমাদের এলোমেলো ভাবে রাখা জুতো ও চপ্পলগুলোর মুখ নিজ হাতে ক্বিবলার দিকে করে দিতেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন: আমি আমার ওস্তাদ হুযুর মুহাদ্দিসে আযম মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দেখেছি যে, তিনি কেবল জুতা নয়, বরং প্রতিটি জিনিসই ক্বিবলার দিকে করে রাখাকে পছন্দ করতেন, আর হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে,

বদনা ক্বিবলামুখী হয়ে গেল

এক বার জীলান শরীফের মশায়েখে কিরামের একটি দল হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে হাজির হলেন। তাঁরা তাঁর বদনা শরীফটিকে ক্বিবলামুখী-বিহীন দেখতে পেলেন। (তাঁরা সেটির দিকে গাউছে আযমে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে) তিনি আপন খাদিমের দিকে জালালী দৃষ্টিতে দেখলেন। সে খাদিম তাঁর জালালী দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ পড়ে গিয়ে চটপট করতে করতে ইন্তিকাল করলেন। তিনি এক নজর বদনাটির দিকে দিলেন। সাথে সাথে বদনাটি ক্বিবলামুখী হয়ে গেল। (বাহজাতুল আসরার, ১০১ পৃষ্ঠা)

নেক্‌কারদের অনুকরণও উত্তম কাজ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যাকে কেউ ভালবাসে তার সব কিছুই তার কাছে ভাল লাগে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং হুযুর মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখকের) অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাই যখন থেকে আমি জানতে পারলাম যে, তাঁর এই কর্ম পদ্ধতি ছিল, সেই সময় থেকে তাঁর কর্মপদ্ধতিকে অভ্যাসে পরিণত করে নিলাম, আর আমার বদনা, চপ্পল সহ সব কিছুর সামনের দিক যেন ক্বিবলামুখী হয়ে থাকে সে বিষয়ে চেষ্টা করতে থাক। ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আল্লাহ-ওয়ালাদের অনুকরণে নিঃসন্দেহে বরকতই বরকত নিহিত রয়েছে।কেন থাকবে না, কারণ! **মদীনার তাজেদার, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ অর্থাৎ বরকত তোমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সাথেই রয়েছে।"

(আল মুজামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা, হাদিস : ৮৯৯১)

জুতো পরিধানের ৭টি মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'১০১ মাদানী ফুল'** নামক রিসালার ১৭ থেকে ১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (১) "অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)।" (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৯৬) (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। কথিত আছে: কোন জায়গায় দাওয়াত থেকে অবসর হয়ে এক ব্যক্তি যখনই জুতা পরিধান করল,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সে চিৎকার করে উঠল এবং তার পা রক্তাক্ত হয়ে গেল। আসলে ঘটনা হল যে, খাওয়ার সময় কেউ ধারাল হাড্ডি নিক্ষেপ করেছিল। ফলে তা জুতার ভিতর ডুকে গিয়েছিল, আর পরিধানকারী জুতা না ঝেড়ে পরিধান করে নেয়। ফলে পা রক্তাক্ত হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই জুতা খুলে, তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পা জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৫৫) **'নুজহাতুল ক্বারী'** কিতাবে রয়েছে: মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এর বিপরীত করা অর্থাৎ প্রথমে বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া। কিন্তু এ হাদীস অনুসারে জুতা পরিধানের পদ্ধতিগত নিয়মের উপর আমল করা কঠিন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সমাধান এভাবে দিয়েছেন, যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে পা জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করে নিন। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি সর্বদা জুতা পরিধান করার সময় ডান পায়ে এবং খোলার সময় বাম পা দ্বারা শুরু করে। সে প্লীহার রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। (হায়াতুল হায়ওয়ান, ২য় খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরিধান করবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: "**রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালীমেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৯৯) সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঐ সকল বিষয়ে একে অপরের অনুসরণ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষ সুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন, এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, জুতা উল্টা অবস্থায় দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। **'দাওলতে বে যাওয়াল'** কিতাবে বর্ণিত আছে যে: যদি সারারাত জুতো উল্টা অবস্থায় পড়ে রইল তবে শয়তান এর উপর শান শওকাত সহকারে বসে। যেন সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা) উল্টা হয়ে পড়ে থাকা জুতা সোজা করে নিন। বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম খন্ড ও ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদাব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

আ'লা হযরতের খেদমতে প্রশ্ন

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে প্রশ্ন করা হল: কতিপয় গরীব মুসলমান নামাযের প্রচারের জন্য পায়ে হেঁটে শহরের বাইরের বিভিন্ন গ্রামে রোদ ও পিপাসার কষ্টকে সহ্য করে কোন বিনিময়ের আশা না রেখে ফি সবীলিল্লাহ চলে যায় এবং পরের দিনে ফিরে আসে। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধা আর পিপাসার জ্বালাও সহ্য করেছে। তাদের প্রচেষ্টায় প্রায় একশত মুসলমান নামাযের অনুসারী হয়ে গেছে। তাদের কি কোন বিনিময় দেওয়া যাবে? যাতে করে ভবিষ্যতে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আমাদের এই ভাল কাজের ব্যাপারে একজন বলল: এতে বিনিময়ের কী রয়েছে! যে নামায পড়বে সে তার নিজের জন্যই পড়বে, তোমরা কেন শুধুশুধু চেষ্টা করে যাচ্ছ -এই লোকটির এ কথা বলা কেমন, যে লোকদের আগ্রহ নষ্ট করছে?

আ'লা হযরতের জবাব

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এভাবে জবাব দিলেন: নামাযের প্রতি আহ্বানকারীদের জন্য তাদের নিয়্যতের উপরই মহান বিনিময় রয়েছে। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** যদি তোমাদের মাধ্যমে কাউকে হেদায়াত দান করে থাকেন, তাহলে এটি তোমাদের জন্য তোমাদের নিকট লাল উট থাকার চেয়েও উত্তম।" (সহীহ মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪০৬) কাউকে হেদায়াত করতে যাওয়ার জন্য যতটি পদক্ষেপ সে দিবে, প্রতিটি পদক্ষেপে দশটি করে নেকী রয়েছে। যেমন; **আল্লাহ্ তা'আলা** ২২ পারায় সূরা ইয়াসীনের ১২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন: وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আমি লিপিবদ্ধ করেছি যা তারা আগে প্রেরণ করেছে এবং যেসব নিদর্শন পিছনে রেখে গেছে।" (পারা : ২২, সূরা: ইয়াসীন, আয়াত: ১২) 'কেন শুধুশুধু চেষ্টা করে যাচ্ছ'-এ কথা বলা শয়তানী উক্তি। اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرْ অর্থাৎ "সৎকাজের আহ্বান ও অসৎকাজে নিষেধ করা" ফরয। ফরয থেকে নিষেধ করা শয়তানী কাজ। (শিকার করার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও) বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে যারা (শনিবার) মাছ শিকার করেছিল তাদেরকে বানর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর যারা তাদের নসিহত করাকে নিষেধ করে দিয়েছিল তারাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নিষেধকারীদের উক্তি ৯ম পারার সূরা আরাফের ১৬৪ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে: لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۨ اللهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "কেন সদুপদেশ দিচ্ছো ঐসব লোককে যাদেরকে **আল্লাহ্** ধ্বংসকারী কিংবা কঠোর শাস্তিদাতা।" (তাহলে গুনাহ থেকে নিষেধকারীদেরকে গুনাহ্ থেকে নিষেধ করার মত সৎকাজ থেকে নিষেধকারীরাও) ধ্বংস হয়েগেছে এবং নসিহতকারীরা নাজাত পেয়েছেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

আর ‘এতে (অর্থাৎ নামাযের প্রতি আহ্বান কারীদের কাজে) কী বা রাখা হয়েছে’-বলা অত্যন্ত খারাপ উক্তি। এ রকম উক্তিকারীদের নতুন সূত্রে ইসলাম গ্রহণ করা এবং নতুন সূত্রে নিকাহ্ পড়া আবশ্যক। وَ اللهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ **আল্লাহ্ তা'আলাই** সব চেয়ে ভাল জানেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে, ৫ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)

‘লাল উট’ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরতের এই বরকতময় ফতোয়ায় **নেকীর দাওয়াত** প্রদানকারীদের কাজে বাধা সৃষ্টিকারীদের ‘তোমরা কেন শুধুশুধু চেষ্টা করে যাচ্ছ?’-এই কথাকে শয়তানী কথা বলে ঘোষণা করে এর ভৎসনা করা হয়েছে। এখানে সেসব লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা কখনও কখনও মুবাল্লিগদের বলে থাকেন ‘বাদ দাও তো, তাকে বুঝানোতে কী লাভ? এরা তো নেকির কথা মানবেই না’ (গুনাহ্ ছাড়েই না, সংশোধনও হয় না, সত্য পথে আসে না) - এ রকম কথা সম্পূর্ণ ভুল। নিঃসন্দেহে কাউকে বুঝানো উপকারশূণ্য নয়। ভাল নিয়্যত থাকলে সংশোধনের জন্য বুঝানো সাওয়াবের কাজ। তাহলে কি সাওয়াব অর্জনে উপকার নেই? ‘এরা তো মানছেই না’ বলে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আপনি কি এ কথা মানেন না যে, একজন মুবাল্লিগের কাজ ‘মানিয়ে নেওয়া’ নয়, বরং ‘পৌঁছিয়ে দেওয়া’। মানিয়ে নেওয়ার জন্য একমাত্র মহান সত্তা **আল্লাহ্ তা'আলাই**। এই ফতোয়াটিতে **মুসলিম শরীফের** এই হাদীস শরীফটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, “**আল্লাহ্ তা'আলা** যদি তোমাদের মাধ্যমে কোন একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করে থাকেন, তাহলে এটি তোমাদের জন্য তোমাদের কাছে লাল উট থাকার চেয়েও উত্তম।” (মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৬) হযরত আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নওয়াবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন: ‘লাল উটকে আরবগণ মহা মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করত। তাই উদাহরণ স্বরূপ লাল উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার জিনিস দিয়ে আখিরাতের উপমা দেয়া মানে কেবল বুঝাবার চেষ্টা করা। না হয় বাস্তবতা এই যে, সর্বদা স্থায়ী আখিরাতের একটি মাত্র অণুও দুনিয়া ও এরকম যত যত দুনিয়া কল্পনা করা যায় তা থেকেও উত্তম।’ (শরহে মুসলিম লিন নওয়াবী, ১৫ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদিসের টীকায় লিখেছেন: ‘অর্থাৎ একজন কাফেরকে মুসলমান বানানো দুনিয়ার সকল দৌলত থেকেও উত্তম, শুধু তাই নয় বরং একজন কাফেরকে হত্যা করার চাইতেও উত্তম। কারণ, তাকে উদ্বুদ্ধ করতঃ মুসলমান বানিয়ে নেওয়া হবে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** চাইলে তার বংশে আগত বংশধরদের সবাই মুসলমান হবে।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৮ম খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

শিখনে সুন্নতেঁ কাফেলে মেঁ চলো, লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
হোঁঙ্গি হল্ মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো, পাওগে বরকতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মাদানী কাফেলায় সফরের ৪৪টি নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর নিকট পেশকৃত প্রশ্নের মাধ্যমেও বুঝা যায় যে, নামাযের প্রতি আগ্রহী সেই যুগের মুসলমানরাও **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার জন্য কাফেলায় সফর করতেন, আর এখন তো ফয়যানে রযার মাধ্যমে সেই মাদানী কাজের জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**ও সুপ্রতিষ্ঠিত[১]। **মাদানী কাফেলা**র মুসাফিরদের তরণী তো পার করিয়েই দিচ্ছে, পাশাপাশি অনেক নেক আমল সঞ্চয় করিয়ে দিচ্ছে। এই **মাদানী কাফেলা**য় সফরে যত ভাল ভাল নিয়্যত করে নিবেন, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তত সাওয়াবও বাড়তে থাকবে। যেমন; অবস্থার প্রেক্ষিতে এ নিয়্যতগুলো করতে পারেন:

❁ যদি শরয়ী সফর হয়ে থাকে, তবে সফরে বের হবার পূর্বে ঘরে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নিব। ❁ নিজের ব্যক্তিগত টাকায় সফর করব। ❁ নিজের ভাগের অংশ খাব। ❁ প্রতি বারেই আরোহণের দো'আ পড়ব এবং সুযোগ পেলে পড়াব। ❁ কোন ইসলামী ভাইয়ের যদি জায়গা না হয়, তার জন্য বসার জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাকে জোর করে বসাব। ❁ বাসে বা রেল গাড়িতে কোন বৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ দেখতে পেলে তার জন্য বসার জায়গা ছেড়ে দেব। ❁ **মাদানী কাফেলা**র শুরাখাদের (অংশগ্রহণকারীদের) সেবা করব। ❁ আমীরে কাফেলার আনুগত্য করব। ❁ মুখে, চোখে ও পেটে কুফ্লে মদীনা লাগাব। অর্থাৎ অযথা কথাবার্তা, অযথা এদিক সেদিক দেখা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব এবং ক্ষুধা থেকে কম খাব। ❁ সফরেও **মাদানী ইন্'আমাতে**র আমল জারী রাখব। ❁ অযু, নামায এবং কুরআন তিলাওয়াতে যেসব ভুল হয়, তা আশিকানে রাসুলদের সাহচর্যে থেকে ঠিক করে নিব। (যার জানা থাকবে, সে শিক্ষা দানের নিয়্যত রাখবে)। ❁ সুন্নাত ও দো'আ সমূহ শিখব। ❁ অন্যদের শিখাব। ❁ সে অনুযায়ী আজীবন আমল করতে থাকব। ❁ সমস্ত ফরয নামায মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করব। ❁ তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্‌ত্ এবং আওয়াবীনের নামাযগুলো আদায় করব। ❁ এক মুহূর্ত সময়ও অযথা নষ্ট করব না। অবসর পেলে **আল্লাহ্ তা'আলা**র যিকির করতে থাকব, দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকব। (দরস ও বয়ান চলাকালে কিছু না পড়ে নীরব হয়ে শুনে থাকব)। ❁ **'সদায়ে মদীনা'** দিব। অর্থাৎ ফজর নামাযের জন্য মুসলমানদেরকে জাগিয়ে দেব। ❁ পথে যখনই মসজিদ দেখতে পাব, উচ্চ আওয়াজে 'صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب' বলে 'صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد' বলব এবং বলিয়ে নিব।

---

[১] যার মাদানী বার্তা এই কিতাব লিখা পর্যন্ত দুনিয়ার প্রায় ১৮৭টি দেশের মধ্যে পৌছেছে ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

❋ বাজারে যেতে হলে বিশেষ করে নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে চলতে দো'আ পাঠ করব। সুযোগ পেলে পড়াব। ❋ পথে মুসলমানদের সাথে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাৎ করব।❋ বেশি বেশি **'ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ'** করব। ❋ পাশাপাশি **মাদানী কাফেলায়** সফর করার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ ও তৈরি করে নিব। ❋ **নেকীর দাওয়াত** দিব। ❋ দরস দিব। ❋ সুযোগ পেলে **সুন্নাতেভরা** বয়ান করব। ❋ কাফেলা যেখানে যাবে সেখানকার কোন বুজুর্গের মাজার শরীফে **মাদানী কাফেলার** সাথে উপস্থিত হব। ❋ সুন্নী আলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করব। ❋ **মাদানী কাফেলার** কোন মুসাফির যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তার সেবা করব। ❋ কোনো মুসাফিরের টাকা শেষ হয়ে গেলে আমীরে কাফেলার পরামর্শ সাপেক্ষে তাকে অর্থিক সাহায্য করব। ❋ সফরে নিজের জন্য, ঘরের সদস্যদের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য মঙ্গলের দো'আ করব। ❋ যে মসজিদে অবস্থান নিব, সেখানকার অযুখানা এবং মসজিদ ঝাড়ু দেব। ❋ কেউ যদি বিনা কারণে কঠোরতা প্রদর্শন করে, তবে ধৈর্য্য ধারণ করব। ❋ বিভিন্ন কারণে রাগ এসে গেলেও 'কুফ্‌লে মদীনা' লাগিয়ে মুখ বন্ধ রাখব। ❋ মসজিদে যদি **মাদানী কাফেলার** জন্য অবস্থান করার অনুমতি না মিলে থাকে, কারো প্রতি রাগ না দেখিয়ে বরং নিজের ইখলাসের কমতি মনে করব এবং **মাদানী কাফেলার** সাথে হাত তুলে নেক দো'আ করে ফিরে যাব। ❋ কেউ যদি ঝগড়া করে থাকে তাহলে সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও তার সাথে ঝগড়া না করে হাদীস শরীফে প্রদত্ত সেই সুসংবাদের অংশীদার হব যে হাদিসে **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া করে না, তার জন্য আমি নিজেই জান্নাতের (ভিতরের) প্রান্তে একটি ঘরের জামিন হলাম।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮০০) ❋ কেউ যদি অত্যাচারমূলক মেরেও থাকে, তাহলে সেটির জবাব না দিয়ে বরং শুকরিয়া আদায় করব যে, এতে করে **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় মার খাওয়া সুন্নাতে বেলালী আদায় হবে। ❋ আমার কারণে যদি কোন মুসলমানের মনে কষ্ট আসে, তাহলে সাথে সাথে বিনয়ের সাথে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব। ❋ যেহেতু সর্বদা এক সাথে অবস্থান করার কারণে অপরের হক বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে, সেজন্য ফেরার সময় প্রত্যেকের কাছে এক এক করে অত্যন্ত নম্রতার সাথে ক্ষমা চেয়ে নিব। ❋ (শরয়ী) সফর থেকে ফেরার সময় পরিবার-পরিজনদের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার সুন্নাত আদায় করব। ❋ (সফর যদি শরয়ী হয়ে থাকে তাহলে) মসজিদে এসে মাকরূহ নয় এমন সময়ে সফর থেকে ফিরে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানবজাতির মধ্যে; সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দকাজ থেকে বারণ করছো, আর **আল্লাহ্**র উপর ঈমান রাখছো।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা সৌভাগ্যবান

সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তা'আলারই** জন্য, আমরা সৌভাগ্যবান। এ কারণে যে, **আল্লাহ্র হাবীব, হুরওয়ারে কায়েনাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়ার দামন আমরা গুনাহ্গারদের হাতেই এসেছে। নিঃসন্দেহে **আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবী-রাসুলদের মাঝে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সেরা। তাঁরই সদকায় তাঁর উম্মতেরাও বিগত (অর্থাৎ অন্যান্য নবী-রাসুলদের) সমস্ত উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কখনও এটা নয় যে, এই উম্মতে নেতা প্রকৃতির লোকের সংখ্যা বেশি হবে কিংবা এরা পার্থিব ভাবে সর্বাধিক শিক্ষিত হয়ে থাকবে, এদের মধ্যে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বেশি হবে। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটাও নয় যে, এরা যোদ্ধা, বীর বাহাদুর বা শক্তিশালী হবে অথবা এ কারণেও নয় যে, এরা বেশি চালাক ও চতুর হয়ে থাকবে, বরং এদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, এরা সৎকাজে আহ্বানকারী ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারীর পদে সমাসীন হবে। আমরা যেন এই সুমহান পদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি, **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

সৎকাজে আহ্বান ও অসৎকাজে নিষেধের সংজ্ঞা

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه 'তাফসীরে নঈমীতে' اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَ نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَر অত্র আয়াতে করীমার টীকায় লিখেছেন: اَلْمَعْرُوْف ও اَلْمُنْكَر -এ মুস্তাহিব্বাত থেকে ঈমানিয়াতের (অর্থাৎ মুস্তাহাব থেকে শুরু করে ইসলামী আকাইদ পর্যন্ত) সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এবং মাকরূহাত থেকে কুফরীয়াতের (অর্থাৎ মাকরূহ বিষয়াদি থেকে শুরু করে যে কোন ধরণের কুফরী পর্যন্ত) সব কিছু শামিল রয়েছে। اَمْرٌ (শব্দের অর্থ আদেশ) অর্থাৎ (এখানে) আদেশ দ্বারা যে কোন ধরণের আদেশকেই বুঝায়, মৌখিক হোক আর লিখিত, শক্তি প্রয়োগ করে হোক, বড়দের প্রতি আবেদনের মাধ্যমে হোক, কিংবা সাথীদেরকে পরামর্শ দানের মাধ্যমে, অথবা ছোটদের চাপ সৃষ্টি করে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অর্থাৎ তোমাদের মিশন হল, যে কোন **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া, যে কোন সৌন্দর্য যে করেই হোক প্রচার প্রসার করা, যে কোন মন্দ ও অসৎকাজ যে কোন ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া, লোকদেরকে সেই মন্দ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। তিনি আরও বলেছেন: উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হে আমার মাহবুবের উম্মতেরা! তোমরা হলে আমার 'হেদায়াত' গুণটির 'মুযহির' (প্রকাশকারী)। তাই তোমরা শ্রেষ্ঠতর উম্মত। তোমাদের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বমানবতা উপকার পেতে থাকবে। আমি তোমাদের মাধ্যমে লোকদেরকে ঈমান, কুরআন ও ইরফান বা রবের পরিচিতি দান করব। তোমাদেরই মাধ্যমে তাদেরকে জান্নাতের রাস্তা দেখাব। যারা আমার নৈকট্য চায়, তারা যেন তোমাদেরই দলভূক্ত হয়ে যায়। (তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খন্ড, ৯৫০৮৯ পৃষ্ঠা)

সুন্নাতেঁ আম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ
নেক হো জায়েঁ মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অধিকাংশ মুসলমান বে-আমলীর শিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মধ্যে **নেকীর দাওয়াতের** প্রচার-প্রসার করার যে প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে, মনে হয় পূর্বে এমন ছিল না। আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বে-আমলিতে নিমজ্জিত। নেক আমল করা নিজের পক্ষে খুবই কঠিন এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া খুবই সহজ হয়েগেছে। মসজিদগুলো দিন দিন খালি হতে চলেছে, আর সিনেমা হলগুলো ভরপুর হচ্ছে। দ্বীনের প্রতি যারা ভালবাসা রাখে, তারা আজ চারিদিক থেকে বিপদের সম্মুখীন। টিভি, ভিসিআর, ডিস এন্টেনা, ইন্টারনেট আর ক্যাবলের অপব্যবহারকারীরা যেন চক্ষু লজ্জার পর্দা তুলে ফেলেছে। প্রয়োজন মিটানোর সুবিধা সমূহ অর্জনের চরম প্রতিযোগিতা অধিকাংশ মুসলমানদেরকে আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। গালমন্দ করা, অপবাদ দেওয়া, কু-ধারণা পোষণ করা, গীবত করা, চুগলখোরী করা, অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজা, মিথ্যাচারিতা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কারো সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা, রক্তপাত করা, শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া কাউকে কষ্ট দেওয়া, জোরপূর্বক ঋণ আদায় করা, কারো কোন জিনিস ধারস্বরূপ নিয়ে ফিরিয়ে না দেওয়া, মুসলমানদেরকে মন্দ উপাধিতে ডাকা, কারো কোন জিনিস তাকে অসন্তুষ্ট করে অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করা, মদপান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, যেনা করা, ফিল্ম, ড্রামা ইত্যাদি দেখা, গান বাজনা শোনা, সূদের লেনদেন করা, মাতাপিতার না-ফরমানি করা, তাদের কষ্ট দেওয়া, আমানত খেয়ানত করা, কুদৃষ্টি দেওয়া, পুরুষেরা মেয়েদের মত হয়ে চলা, মেয়েরা পুরুষদের মত হয়ে চলা, বেহায়াপনা, অহংকার, হিংসা, রিয়া, কোন মুসলমানের ব্যাপারে মনের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, শামাতত্ অর্থাৎ কোন মুসলমানের রোগ, কষ্ট ও ক্ষতিতে আনন্দিত হওয়া, রাগের সময় শরীয়াতের সীমালঙ্ঘন করা, গুনাহের প্রতি আসক্তি, প্রতিপত্তির লোভ, কার্পণ্য, একনায়ক মনোভাব ইত্যাদি বিষয় আজ আমাদের সমাজে নির্ভয়ে করে যাচ্ছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

গুনাহ্গার ব্যক্তি অন্যদের জন্যও আপদ

অনেক গুনাহ্ এমন রয়েছে, যেগুলোর কারণে যথারীতি অন্যদেরকেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন: কেউ যদি চুরির গুনাহ্ করে, তাহলে যার জিনিস চুরি করেছে তারও ক্ষতি হয়ে যাবে, অনুরূপ ডাকাতি করলেও। অস্ত্র দেখিয়ে মোবাইল ফোন ইত্যাদি ছিনতাইকারীরও, দুনিয়াবী ক্ষতি তো আছেই তদুপরী গুনাহ্গারের মূল ও বড় ক্ষতি তো আখিরাতেই। হে সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী আশিকানে রাসুলগণ! গুনাহের চোরাবালিতে পতিত লোকদের কে বাঁচাবে? চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে ধাবমান ব্যক্তিকে উন্নতির দিকে কে আনয়ন করবে? জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজে মশগুল ব্যক্তিকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া আমলের দিকে কে ফিরিয়ে আনবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রত্যেককেই একে অপরের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। কিছু সত্য ঘটনা লক্ষ্য করুন। অন্তরে '**নেকীর দাওয়াতের**' জযবা সৃষ্টি করুন।

মসজিদ তালাবদ্ধ ছিল

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসুলদের সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা** ৩ দিন, ১২ দিন, ৩০ দিন ও ১২ মাসের জন্য **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় সফর করে থাকেন। আশিকানে রাসুলদের এক **মাদানী কাফেলা** সুন্নাত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বাবুল ইসলাম (সিন্ধ)-র এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানকার মসজিদটি ছিল তালাবদ্ধ। লোকদের সাথে যোগাযোগ করে যখন মসজিদটি খোলার ব্যবস্থা করা হল, **মাদানী কাফেলা**র মুসাফিরেরা যা দেখলেন তাতে তাঁরা বড়ই ব্যথিত হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন: বহু দিন থেকে ঝাড়ু না দেওয়ার কারণে মসজিদের দরজা-দেওয়াল সব ধুলো-বালিতে মলিন হয়ে গেছে। এদিক সেদিক সবত্র মাকড়সারা জাল বুনিয়ে রেখেছে। **মাদানী কাফেলা**র শুরাখাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে বলা হয়: অনেক দিন হয় এখানকার মুসলমানেরা নামায পড়া বাদ দিয়ে দিয়েছে। যে কারণে ইমাম সাহেবও চলে গেছেন। তাই মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আফসোস! মসজিদটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আর গ্রামে সর্বত্র গুনাহের আড্ডা চলছিল। বেশির ভাগ দোকানগুলোতে গান-বাজনা ও টিভিতে ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা জমজমাট ছিল।

মসজিদের আশ্চর্যজনক সৌন্দর্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মুসলমানদের অবস্থা কেমন ভাবে খারাপের দিকে ধাবিত হতে চলেছে। অথচ একদিন এমনও ছিল যে, রাতদিন মসজিদগুলো আবাদ হতে চলেছিল। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেছেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

'এক ব্যক্তি আখিরাতের চিন্তায় মসজিদে মসজিদে পড়ে থাকতেন। সংক্ষিপ্ত এই জীবনে যত বেশি পারা যায় উপকার লাভ করে আখিরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জন করে নিবেন। ইবাদতকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে মসজিদের বাইরে ছেলেরা খাবার ও পানীয় জাতীয় বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করত। এভাবে খাবার ও পানীয় জাতীয় দ্রব্যও ইবাদকারীদের সহজলভ্য ছিল। سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! সেগুলো কী যে পবিত্র যুগ ছিল। মসজিদে রাতদিন সৌন্দর্য বিরাজ করত, আর আজকের অবস্থা! হায়! বর্তমানে মসজিদের দুরাবস্থা দেখলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। হে মৃত্যু অবধারিত জানা ইসলামী ভাইয়েরা! যাদের সম্ভব হালাল উপার্জন, মাতাপিতা-সন্তান-সন্ততির দেখাশোনা সহ অপরাপর সকল বান্দার হকগুলো যথাযথ আদায় করে যে সময়টি আপনি পাবেন, অবশ্যই সেই সময়টিকে যিকির, দরূদ, ফিক্‌রে আখিরাত, সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবেন। **(কীমিয়োয়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)** আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন মুহূর্তই **আল্লাহ্ তা'আলার** যিকির থেকে শূণ্য কাটেনি। হায়! আমরাও যদি এই অমূল্য সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারতাম!

ইয়া খোদা কদরে ওয়াক্ত কি দেয় দেয়
কোয়ি লামহা না ফালতু গুজরে।

জামাআত সহকারে নামায পড়ার আশ্চর্যজনক আগ্রহ

আগেকার দিনের মুসলমানেরা জামাআত সহকারে নামায আদায় করার প্রতিও খুবই গুরুত্ব প্রদান করতেন। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: ১৮তম পারার সূরাতুন নূরের ৩৭ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেনঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "ঐসব লোক যাদেরকে অমনোযোগী করেনা কোন ব্যবসা বাণিজ্য, না বেচাকেনা **আল্লাহ্‌র** স্বরণ থেকে এবং নামায কায়েম রাখা ও যাকাত প্রদান করা থেকে; তারা ভয় করে ঐ দিনকে, যেদিন উল্টে যাবে অন্তর ও চক্ষুসমূহ।"

এই আয়াতটি উদ্ধৃত করার পর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: কোন মুফাসসির লিখেছেন; 'এতে সেসব নেক বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যাদের মধ্যে সেই কামারও ছিল, সে যদি লোহায় আঘাত করার জন্য হাতুড়ি উঠানো অবস্থায় আযান শুনতে পেত হাতুড়িটি লোহায় না মেরে বরং তৎক্ষণাৎ রেখে দিত। তাছাড়া কোন মুচি অর্থাৎ চামড়া সেলাইকারী সুঁই চামড়ায় ঢুকাবার সাথে সাথে যদি আযানের শব্দ কানে বেজে উঠত, তখন সেই সুঁইটিকে বের না করেই চামড়া ও সুঁই সে অবস্থায় রেখেই দেরী না করে মসজিদে চলে যেতেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

অর্থাৎ উঠানো হাতুড়িটি দিয়ে একটি আঘাত লাগিয়ে দেওয়া কিংবা সুঁইটিকে অপরদিকে নিয়ে আসাও তাদের নিকট বিলম্ব বলে মনে হত। অথচ এ কাজে সময়ই বা আর কত লাগে!' (কীমিয়ায়ে সাআদত, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

মে পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়ো বা জামাআত, হো তৌফিক এয়সী আতা ইয়া ইলাহী।
মাঁই পড়তা হোঁ সুন্নতেঁ ওয়াক্ত হি পর, হোঁ সারে নাওয়াফেল আদা ইয়া ইলাহী।
দেয় শওকে তিলাওয়াত দেয় যওকে ইবাদত, রহোঁ বা অযু মে ছদা ইয়া ইলাহী।

বৃদ্ধটি কান্না করতে লাগলেন

আশিকানে রাসুলদের ৩০ দিনের একটি **মাদানী কাফেলা আল্লাহ্‌র** রাস্তায় সফরে ছিল। এমন সময় এক জায়গায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক মাদানী হালকায় **'গোসলের ফরযসমূহ'** যখন শিখানো হয় তখন একজন বৃদ্ধ লোক কান্না করতে করতে বললেন: আমার বয়স এখন ৭০ বৎসর, গোসলের ফরয কি জিনিস তা আমি এতদিন জানতাম না, **মাদানী কাফেলা**র বরকতে আমি গোসলের ফরযগুলো শিখতে পেলাম। আফসোসের বিষয় যে, আমি তো এও জানতাম না যে, গোসলে ফরয বলতেও কিছু রয়েছে।

সর্বপ্রথম কি শিখা ফরয?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গোসলের ফরয সম্পর্কেও জানে না বলে স্বীকারকারী ৭০ বৎসর বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের উক্ত ঘটনাটি হতে **মাদানী কাফেলা**র প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আপনারা অবশ্যই ভাল করেই বুঝতে পারছেন। কোন মুসলমানকে রোগ-বালাইয়ে, অর্ধাহার-অনাহারে, ঋণগ্রস্থ অবস্থায়, বিপদ-আপদে, পার্থিব মুসিবতে কিংবা বিভিন্ন অসুবিধার শিকার হতে দেখে আমাদের মায়া হয়, হওয়াও দরকার। কিন্তু ভরপুর গুনাহের কারণে আখিরাতকে ধ্বংসকারীদেরকে দেখে কিংবা কবর ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হওয়া কোন মুসলমানকে দেখে আদৌ কোন মায়া হয় না। এটি বড় আফসোসের কথা। দুনিয়াবী মুসিবতগুলোর তুলনায় আখিরাতের মুসিবতগুলোকে যেন তুচ্ছই মনে করা হচ্ছে। অথচ শারীরিক অসুস্থতার তুলনায় রূহানী বা গুনাহের রোগীকে বেশি করে দেখতে হবে। কারণ, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট মুসলমানকে আখিরাতে শান্তি দিতে পারে। কিন্তু একজন গুনাহগারকে তার গুনাহ দোজখের ভয়ঙ্কর গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, ইল্‌মে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে করে অনেক কিছু জানা যাবে। তাহলেই তো বান্দা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। গুনাহ-সাওয়াবের জ্ঞানই যদি না থাকে, তাহলে সুন্নাতেভরা জীবনই বা সে কীভাবে সাজাতে পারবে? শত কোটি আফসোস! বর্তমান যুগে মুর্খ মুসলমানেরা নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জন্য তো মনে-প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু ফরয সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই নেই। অথচ **ছরকারে দো আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ সকল মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।" (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস : ২২৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই হাদীস শরীফটিতে স্কুল-কলেজের প্রচলিত দুনিয়াবী শিক্ষার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞানের কথা। সুতরাং সর্বপ্রথম শিখা ফরয হল; ইসলামী আকাইদ, এরপর নামাযের ফরয সমূহ, শর্ত সমূহ, নামায ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ অর্থাৎ কিভাবে নামায বিশুদ্ধ হয় এবং কিভাবে নামায ভঙ্গ হয়। অতঃপর পবিত্র রমজান শরীফ আগমন করলে যার উপর রোযা ফরয তার জন্য রোযার জরুরী মাসআলাগুলো, যার উপর যাকাত ফরয তার জন্য যাকাতের মাস্‌আলাগুলো। অনুরূপ হজ্ব ফরয হওয়া সাপেক্ষে হজ্বের। বিয়ে করতে চাইলে সে বিষয়ে। ব্যবসায়ীকে ব্যবসার। ক্রেতাকে কেনার। চাকুরী যে করবে এবং যে কর্মচারী রাখবে, তাকে ইজারার (চাকুরী সম্পর্কিত মাসআলা)। এভাবে প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ মুসলমানের যার যার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মাস্‌আলা শিখা ফরজে আইন। অনুরূপ প্রতিটি মুসলমানের জন্য হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও ফরয। এছাড়াও 'মাসায়েলে কলব' (বাতেনী মাসআলা) অর্থাৎ ফরায়েজে ক্বলবিয়া যেমন: বিনয়, ইখলাস, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সহ এগুলো অর্জনের পদ্ধতি। আর বাতেনী গুনাহ যেমন; অহংকার, রিয়া, হিংসা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, বিদ্বেষ, শামাতত্ (কারো বিপদে আনন্দ পাওয়া) ইত্যাদি সহ এগুলো থেকে বাচাঁর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩ খন্ডের ৬১৩ থেকে ৬২৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)। মুহ্‌লিকাত অর্থাৎ হালাকত বা ধ্বংসের দিকে ধাবিতকারী বিষয় যেমন: ওয়াদাখেলাফী, মিথ্যাচারিতা, গীবত, চুগোলখোরী, অপবাদ, কুদৃষ্টি, প্রতারণা এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি সহ সমস্ত ছগীরা ও কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জরুরী বিধান শিখাও ফরয, তাহলে ওসব থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। ড্রাইভার, প্যাসেঞ্জার, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন, ঋণগ্রস্থ, ঋণদাতা সুপারভাইজার-ঠিকাদার, ঘরের স্থাপতি-মিস্ত্রি, কৃষক-জমিদার, মালিক-ভাড়াটিয়া, শাসক-শাসিত, ওস্তাদ-শাগরিদ, ডাক্তার-কবিরাজ, মুকিম-মুসাফির, কশাই, জেলে, চাঁদাবাজ-চাঁদাদাতা, মসজিদ বা মাদ্‌রাসা, কবরস্থান বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুতাওয়াল্লীবৃন্দ, বেচা-বিক্রির ও পোষা জীব-জন্তু, রাখাল, ধোপা, দর্জি, কামার, কুমার, কারিগর, শেষোক্ত পাঁচটি হতে সেলাইকারী, তৈরি করে ধোপা এমন লোক ইত্যাদি সকলের জন্য আপন বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী মাস্‌আলাসমূহ শিখে নেওয়া ফরজে আইন। শয়তানের এই কুমন্ত্রনায় কখনও মন দিবেন না যে, শিখবেন তো আমল করতে হবে বরং শরীয়াতের সেই বিধান মনে রেখে দিবেন। কেননা, অবস্থা অনুযায়ী ফরয ইলম না জেনে থাকা গুনাহ এবং জেনে না নেওয়ার মাধ্যমে গুনাহ করতে থাকা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

খোদায়া হাম ইসলামী আহকাম শিখেঁ   বাঁচায়েঁ জো দোযখ ছে উহ কাম শিখেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

গোসলের পদ্ধতি (হানাফী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা এতক্ষণ শুনলেন যে, ৭০ বৎসর বয়স্ক ইসলামী ভাইটি **মাদানী কাফেলা**ওয়ালাদের মাদানী হালকায় শরিক হওয়ায় তিনি গোসল সম্পর্কে জীবনে প্রথম বার জানতে পারলেন। কে জানে কত মুসলমান যে এমন রয়েছেন, যারা এসব বিধি-বিধান জানেনেই না। তাই এ বিষয়ে **নেকির দাওয়াতে**র সাওয়াব লাভের নিয়্যতে গোসলের পদ্ধতি (হানাফী) আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'নামাযের আহকাম'** নামক কিতাবের ৭২ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হওয়া বিষয়বস্তু হতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করা হচ্ছে: নিয়্যত ছাড়াও গোসল হয়ে যাবে। কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে এভাবে নিয়্যত করে নিন, আমি পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে গোসল করছি। প্রথমে উভয় হাত কব্জি পযন্ত তিন বার ধৌত করুন, অতঃপর ইস্তিঞ্জার স্থান ধৌত করুন, নাপাকি থাক বা না থাক, এরপর শরীরের কোথাও নাপাকি থাকলে তা ধুয়ে ফেলুন। এবার নামাযের ন্যায় অযু করে নিন। অবশ্য যদি চৌকি ইত্যাদির উপর গোসল করে থাকেন, তাহলে পাগুলোও ধৌত করে নিন। অতঃপর শরীরে তেল মাখার মত করে পানি ছিটিয়ে নিবেন। বিশেষ করে শীতকালে (এ সময়ে সাবানও মাখতে পারেন)। এরপর তিন বার ডান কাঁধে পানি বইয়ে দিবেন। অতঃপর তিন বার বাম কাঁধে। অতঃপর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে তিন বার। এরপর গোসলের স্থান হতে আলাদা হয়ে যাবেন। অযু করার সময় যদি পা না ধুয়ে থাকেন, তাহলে এখন ধুয়ে নিন। গোসলের সময় ক্বিবলামুখী হবেন না। সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে ভালভাবে গোসল করবেন। এমন জায়গায় গোসল করা উচিত যেখানে কেউ না দেখে। এটি যদি সম্ভব না হয় তবে পুরুষ নিজ সতর (নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত) সহ মোটা কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন। মোটা কাপড় না থাকলে প্রয়োজন মত দুই কিংবা তিনটি কাপড় একটির উপর অপরটি দিয়ে ঢেকে রাখবেন। কেননা, পাতলা কাপড় হলে পানিতে কাপড় শরীরের সাথে লেগে যাবে। এতে করে **আল্লাহ্র পানাহ!** হাঁটু বা উরুর রং প্রকাশ পেয়ে যাবে। মহিলাদের তো আরও বেশি করে সাবধানতা রক্ষা করতে হবে। গোসল করার সময় কোন ধরণের কথাবার্তা বলবেন না। কোন দো'আও পাঠ করবেন না। গোসলের পর তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে মুছে নেওয়াতে কোন বাধা নেই। গোসল শেষে তাড়াতাড়ি কাপড় পরিধান করে নিন। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে, দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

(আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

গোসলের তিন ফরয

(১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেওয়া, (৩) সমস্ত শরীরের বাইরের অংশে পানি প্রবাহিত করা। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(১) কুলি করা

মুখে সামান্য পানি নিয়ে পিচ্ করে ফেলে দেওয়ার নাম কুলি নয়। বরং মুখের ভিতরের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক কোণায়, ঠোঁট হতে গলার মূল পর্যন্ত সবখানে পানি প্রবাহিত করতে হবে। অনুরূপ মাড়িঁর পিছনের মুখের সমান জায়গায়, দাঁতের ফাঁক ও মূলে, জিহ্বার চতুর্দিকে বরং কণ্ঠদেশের কিনারায় পর্যন্ত পানি যেতে হবে। রোযা না হলে গড়গড়াও করে নিবেন, কারণ এটি সুন্নাত। দাঁতের ফাঁকে দানা জাতীয় কিছু থাকলে কিংবা ছাল জাতীয় কিছু দাঁতের সাথে লেগে থাকলে তা ছাড়িয়ে নেওয়া আবশ্যক। অবশ্য তা ছাড়াতে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সমস্যা নেই। গোসলের পূর্বে দাঁতে ছাল বা ছিলকা জাতীয় কিছু অনুভব হয়নি এবং থেকে গেছে, নামাযও পড়ে নিয়েছে, পরে জানতে পারার পর ছাড়িয়ে নিয়ে পানি বইয়ে দেওয়া ফরয। পূর্বে যে নামাযগুলো পড়েছিল সেগুলো হয়ে গেছে। নড়বড়ে যে দাঁত ফিলিং করা হয়েছে কিংবা তার দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তার কিংবা ফিলিং-এর নিচে পানি না পৌঁছে থাকলে সমস্যা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৪৩৯, ৪৪০ পৃষ্ঠা) যে ধরণের কুলি গোসলের জন্য ফরয, অনুরূপ তিনটি কুলি অযুতে সুন্নাত।

(২) নাকে পানি দেওয়া

তাড়াহুড়া করে নাকের সামনের দিকে পানি লাগিয়ে নিলে হবে না বরং যেখানে নরম জায়গা রয়েছে সেখান পর্যন্ত অর্থাৎ শক্ত হাড্ডির শুরু পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক। এ কাজটি এভাবে হতে পারবে যে, পানিকে নাক দ্বারা শুকে টেনে উপরে তুলবে। মনে রাখবেন যে, এক চুল পরিমাণ জায়গাও পানি পৌঁছা থেকে বাদ যেতে পারবে না। অন্যথায় গোসল হবে না। নাকের ভিতর যদি ময়লা শুকিয়ে যায়, তাহলে তা ছাড়িয়ে নেওয়া ফরয। তাছাড়া নাকের লোমগুলোও ধৌত করা ফরয। (প্রাগুক্ত, ৪৪২, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

(৩) সমস্ত শরীরের বাইরের অংশে পানি প্রবাহিত করা।

মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের তলা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অংশে এবং প্রতিটি লোমকূপে (কম করে হলেও দুই ফোঁটা) পানি প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক। শরীরের বিভিন্ন জায়গা এমন যে, আপনি যদি সাবধান না হন তাহলে তা শুকনো থেকে যাবে, এতে করে গোসল হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা) অযু, গোসল, নামায, জুমার নামায, কাযা নামায, সফরের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি সম্পর্কে জরুরী মাস্আলাসমূহ জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"নামাযের আহকাম"** নামক কিতাবটি অধ্যয়ন করুন।

প্রবাহমান পানিতে গোসল করার নিয়ম

যদি প্রবাহমান পানি যেমন: সমুদ্র বা নদীতে গোসল করে, তাহলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করলে তিন বার ধৌত করা, ধারাবাহিকতা, অযু-এসব সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। শরীরকে তিনবার নড়াচড়া করারও প্রয়োজন নেই। যদি পুকুর ইত্যাদি বদ্ধ পানিতে গোসল করে, তাহলে শরীরকে তিনবার নড়াচড়া করলে কিংবা জায়গা বদলালে তিনবার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। বৃষ্টির পানিতে (শাওয়ার বা ফোয়ারার নিচে) দাঁড়িয়ে থাকা প্রবাহমান পানিতে দাঁড়িয়ে থাকার মতই। প্রবাহমান পানিতে অযু করলে সেই কিছুক্ষণ সময় ধরে অঙ্গকে ধরে থাকা আর স্থির পানিতে নড়াচড়া করা তিনবার ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা) অযু ও গোসলের এসব অবস্থায় কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে।

ফোয়ারাও প্রবাহমান পানির হুকুমে

ফতোওয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাতে (অপ্রকাশিত) রয়েছে: ফোয়ারা বা নলের ধারার নিচে গোসল করা প্রবাহমান পানিতে গোসল করার একই হুকুম। তাই নলের নিচে গোসল করার সময় অযু ও গোসল করার সময়কাল পর্যন্ত অবস্থান করলে তিনবার করে ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। যেমন: **‘দুররে মুখতার’** কিতাবে রয়েছে: যদি প্রবাহমান পানি, বড় হাউজ, বৃষ্টির পানিতে অযু ও গোসল করার সময়কাল পর্যন্ত অবস্থান করে সে যেন সব সুন্নাতই আদায় করল। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা) **মনে রাখবেন!** গোসল বা অযুতে কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে।

ফোয়ারার সাবধানতা

আপনার ঘরে যদি ফোয়ারা বা শাওয়ার থাকে, তাহলে ভালভাবে লক্ষ্য করবেন যে, সেটির দিকে মুখ করে উলঙ্গ গোসল করার সময় মুখ বা পিঠ ক্বিবলার দিকে হচ্ছে কি না। ইস্তিন্‌জাখানাতেও বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ হওয়ার অর্থ এই যে, ৪৫° (পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী)-র ভেতরে যেন ক্বিবলা শরীফ না পড়ে। সুতরাং আপনাকে সাবধান থাকতে হবে আপনার চেহারা ও পিঠ যেন ক্বিবলার দিক হতে ৪৫° ডিগ্রীর (পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণের) বাইরে থাকে। এই মাস্‌আলাটি সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকই অজ্ঞ।

W.C (কমোড) এর দিক ঠিক করুন

দয়া করে আপনার ঘর ইত্যাদির W.C (কমোড) এবং শাওয়ারের দিক যদি ভুলভাবে বসানো হয়, তাহলে তা ঠিক করে নিন। সাবধান থাকবেন যে, W.C (কমোড) ক্বিবলা হতে যেন ৯০° ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ নামায পড়ার সময় যেদিকে সালাম ফেরাবেন সেদিকে করে দিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

সাধারণতঃ নির্মাণ কাজ সহজতর হওয়া এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি করার দিকে মগ্ন থাকে। ক্বিবলা শরীফের আদবের দিকে মোটেও ভাবেনা। মুসলমানদের উচিত, অনাবশ্যক সৌন্দর্যের দিক বিবেচনা না করে বরং আখিরাতের বাস্তব শ্রেষ্ঠত্বের দিক বিবেচনা করা।

কুচ্ছ নেকিয়াঁ কামা লে জলদ আখিরাত বানা লে
ভাই নিহিঁ ভরোছা হে কোয়ি জিন্দেগী কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

কখন গোসল করা সুন্নাত

জুমা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, আরাফার দিন (অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখ) এবং ইহরাম বাধার সময় গোসল করা সুন্নাত। (ফতাওয়ায়ে আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

বৃষ্টিতে গোসল

মানুষের সামনে সতর খুলে গোসল করা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩য় খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা) বৃষ্টি ইত্যাদিতে গোসল করার সময় পায়জামা কিংবা সালোওয়ারের উপরে বাড়তি রঙ্গিন মোটা কাপড় জড়িয়ে নিবেন, তাহলে পায়জামা পানিতে ভিজে শরীরের সাথে লেগে গেলেও আপনার উরুদেশের রং ভেসে উঠবে না।

খাটো পোষাক পরিধানকারীদের দিকে দেখা কেমন?

খুব জোরে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে, বৃষ্টির কারণে কিংবা সমুদ্র উপকূল বা নদী ইত্যাদিতে কেউ মোটা কাপড় জড়িয়ে গোসল করা কালে কাপড় এমনভাবে লেগে যায় যে, সতরের কোন পূর্ণ অঙ্গ যেমন: রানের পূর্ণ পরিধির অবস্থা প্রকাশ পেয়ে যায়, এমতাবস্থায় সেই (বিশেষ) অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কারো জন্য অনুমতি নেই। খাটো পোষাক পরিধান-করার কারণে কারো (কাপড়ের ভিতর হতে) প্রকাশ পাওয়া পরিপূর্ণ অঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার বেলায়ও একই হুকুম।

উলঙ্গ গোসল করার সময় খুবই সাবধান

গোসলখানায় একাকী গোসল করছেন কিংবা এমন পায়জামা পরে গোসল করছেন যা শরীরের সাথে লেগে গেলে উরু ইত্যাদির চিহ্ন ভেসে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে এমন সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করবেন না।

বালতি হতে গোসল করার সময় সাবধানতা

আপনি যদি বালতির পানি দিয়ে গোসল করে থাকেন, তাহলে সাবধানতা সহকারে সেটিকে কোন উঁচু টেবিলে রাখুন। যাতে করে বালতিতে (ব্যবহৃত পানির) ছিঁটা না পড়ে। তাছাড়া গোসলে ব্যবহার করা মগটিও নিচে (মাটিতে বা ফ্লোরে) রাখবেন না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

গ্রামের সকলেই দাঁড়ি মুন্ডানো!

সুন্নাত প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের **মাদানী কাফেলা** সফর করতে করতে (বাবুল ইসলাম, সিন্ধ) জিলা দাউদের কোন গ্রামের এক মসজিদে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে মুয়াজ্জিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। তাই কাফেলার কেউ আযান দিল। যখন জামাতের সময় হল, দেখা গেল মসজিদে সামান্য কিছু নামাযী এলেন। এসেই **মাদানী কাফেলা** ওয়ালাদের বললেন: আপনারা নামাযও পড়িয়ে দিন। এখানে মসজিদে জামাআত হয় না। সবাই নিজে নিজে নামায আদায় করে। কেননা, সারা গ্রামটিতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার মুখে দাঁড়ি আছে এবং ইমাম হতে পারে।

মসজিদকে আবাদ (মুসল্লী দ্বারা ভরপুর) রাখা ওয়াজিব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই এ হল শিক্ষণীয় বিষয়। দুনিয়াবী ভালবাসায় রয়েছে বড়ই সমস্যা রয়েছে। কেননা, এতে লিপ্ত থাকার কারণে গ্রামের বাসিন্দারা **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদত হতে বঞ্চিত হয়ে গেল। **আল্লাহ্**র ঘর মসজিদ খালি হয়ে গেল। **মনে রাখবেন!** মসজিদকে আবাদ রাখা মহল্লার মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। যেমন: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে সাবেক সেসব মদ-ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যারা পরবর্তীতে তাওবা করতঃ হালাল সম্পদ দিয়ে তা নির্মাণ করেছিল। সেই জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৮ম খন্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'সেই মসজিদ যা তারা তাওবা করার পর হালাল সম্পদ দিয়ে তৈরি করেছিল নিঃসন্দেহে শরীয়াত সম্মত এটি একটি মসজিদই। সেটিতে নামায কেবল হতে পারে তা নয়, বরং এর নিকটবর্তী মহল্লাবাসী পাড়া-প্রতিবেশিদের উপর সেটিকে আবাদ রাখা ওয়াজিব। এতে পাঁচ ওয়াক্ত আযান, ইকামত, জামাআত, ইমামত ইত্যাদি জারি রাখা আবশ্যক। এমন যদি না করে থাকে, তাহলে গুনাহ্গার হবে, আর যারা এই মসজিদে নামায পড়া থেকে নিষেধ করবে তারা এমন জঘণ্য জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে যাদের সম্পর্কে স্বয়ং **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করছেন:

وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللهِ اَنۡ یُّذۡکَرَ فِیۡهَا اسۡمُهٗ وَسَعٰی فِیۡ خَرَابِهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যে **আল্লাহ্**র মসজিদগুলোতে বাধা দেয় সেগুলোতে **আল্লাহ্**র নামের চর্চা হওয়া থেকে এবং সেগুলোর বিরান করতে সচেষ্ট হয়।"

(পারা : ১, সূরা : বাকারা, আয়াত : ১১৪)

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

জঙ্গলে মসজিদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে আবেদন করতে চাই যে, যেসব স্থানে কোন মুসলমান বসবাস করে না, সেসব অনাবাদী ও বিরান স্থানে নির্মিত মসজিদ মূলতঃ মসজিদের হুকুমেই পড়ে না। যথা, এক প্রশ্নের জবাবে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার'** ১৬শ খন্ডের ৫০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'এ কথা যদি বিশুদ্ধ হয় যে, সেই স্থান আবাদ হতে পারে না, আর সেই মসজিদ কাজেও আসবে না, তাহলে সেটি মসজিদই হয়নি। সেটির ইট ও টাকা-পয়সা অন্য মসজিদে ব্যবহার বা ব্যয় করা যাবে।' **'আলমগিরীতে'** উল্লেখ রয়েছে: 'কোন ব্যক্তি এমন বনে বা বিরান ভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করল যেখানে কেউ বসবাস করে না আর লোকজনের গমণাগমণও সেখানে কম তাহলে তা মসজিদই হয়নি। কেননা, সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।'

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

করেঁ মসজিদেঁ জু ভি আবাদ মাওলা, তু রাখ্ ইছ মুসলমান কো শাদ মাওলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৯ জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, আমরা বিশ্বব্যাপী **নেকির দাওয়াত**কে প্রসার করায় আগ্রহী মাদানী সংগঠন অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের ও দুনিয়ার সকল মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যাই। নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌'আমাতের উপর আমল ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য আশিকানে রাসুলদের **মাদানী কাফেলা**য় সফর করার অভ্যাস গড়ে তুলি। উৎসাহ প্রদান করতে একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। যেমন: বাবুল ইসলাম (সিন্ধ)-র প্রসিদ্ধ শহর হায়দ্রারাবাদ থেকে তিন দিনের এক **মাদানী কাফেলা** 'টন্ডো আদম' নামক শহরে পৌঁছায়। তৃতীয় দিনে এক ব্যক্তি মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আমীরে কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। সাক্ষাতের পর সেই লোকটি নিজেকে একজন অমুসলিম পরিচয় দিয়ে ইসলামের অনেক প্রশংসা করেন। আমীরে কাফেলা তাঁকে ইসলামের প্রতি আগ্রহান্বিত দেখে তাকে **ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ** করেন। যার বদৌলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। আর বলেন: আপনি এসে আমার পরিবার-পরিজনদেরও ইসলামের দাওয়াত পেশ করুন। **মাদানী কাফেলার** লোকেরা তাঁর ঘরে গেলেন এবং তাদের প্রতি ইসলাম কবুল করার প্রস্তাব দিলেন। যার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাঁর পরিবারের ৯ জন সদস্যবিশিষ্ট ঘরের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন। আমীরে কাফেলা সেই নও মুসলিমটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি তো প্রথম থেকেই ইসলামকে ভালবাসতেন। তো ইসলাম গ্রহণ করতে এত দেরি করলেন কেন?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তিনি জবাবে বললেন: যে ইসলামে আমি অভিভূত হয়েছি, তা তো বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিল। আমি কিন্তু সেই মুসলমান কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি যখন আশিকানে রাসুলদের **সুন্নাতেভরা মাদানী কাফেলা** দেখতে পাই, তখন আমার মন সেদিকে ঝুঁকে পড়ে, আর আমি আপনাদের চাল-চলন ও গতিবিধি লক্ষ্য করতে শুরু করি। আমি তিন দিন ধরে আপনাদের কর্মকান্ড ও কার্যাবলী সব কিছু লক্ষ্য করছি। চলাফিরায় দৃষ্টি নত করে রাখা, মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করা, আর আপনাদের সাদা পোষাক, মাথায় পাগড়ীর মুকুট, চেহারায় নূর ইত্যাদি দেখে আমি পুস্তকে পাওয়া ইসলামের বাস্তব নমুনা আপনাদের মাঝে উপলব্ধি করি। সে কারণেই আমি মনে মনে স্থির করে নিই যে, এখনই তাঁদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে এই নও-মুসলিম ভাইটি একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসাবে রয়েছেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে সৎকাজের এবং নামাযের দাওয়াতও দিচ্ছেন। তাঁর মাদানী মুন্নারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় পবিত্র কুরআনুল করীমের শিক্ষা নিচ্ছে।

আয়িয়ে আশেকিঁ মিল কে তাবলিগে দীঁ কাফেরোঁ কো করেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
কাফের আ জায়েঙ্গে রাহে হক পায়েঙ্গে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ চলেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
কুফর কা ছর ঝুকে দীঁ কা ডঙ্কা বাজে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ চলেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মারহাবা! মাদানী কাফেলার বরকত

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! এ **মাদানী কাফেলা**র বরকতকে শত কোটি মারহাবা! সকল ইসলামী ভাইয়েরা সর্বদা প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিন এবং ১২ মাসে একটানা ৩০ দিনের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসুলদের সাথে **সুন্নাতেভরা** সফর করার সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জন করুন। বর্ণিত চমৎকার মাদানী বাহারে مَاشَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ৯ জন অমুসলিমের হেদায়াত প্রাপ্তির এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হওয়ার ঈমান তাজাকারী বক্তব্য রয়েছে। বাস্তবে সেই ইসলামী ভাইটি বড়ই সৌভাগ্যবান যাঁর **ইন্‌ফিরাদী কৌশিশে** কোন অমুসলিম কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে ফিরে এসেছে, কিংবা কোন মুসলমান গুনাহ্ হতে তাওবা করে সুন্নাতেভরা জীবন অতিবাহিত করার নিয়্যত করে নিয়েছে। **হে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রব! বিনা হিসেবে আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে সুন্নাতের আন্তরিক মুবাল্লিগ বানিয়ে দাও। সর্বদা **মাদানী কাফেলায়** সফর করার সৌভাগ্য দান কর। **মাদানী ইন্‌আমাতের** উপর আমল করে অন্যান্যদেরকেও **মাদানী ইন্'আমাতের** আমলকারী বানানোর তৌফিক দান কর।

না নেকি কি দাওয়াত মেঁ সুসতি হো মুঝ ছে, বানা শায়িকে কাফেলা ইয়া ইলাহী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াতের ফযীলত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নেকীর দাওয়াতের ফযীলত

দরূদ শরীফের ফযীলত

(صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد এর ফযীলত)

হযরত সায়্যিদুনা আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ খাইয়াম সমরকন্দী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি একদিন পথ হারিয়ে ফেলি, হঠাৎ এক ভদ্রলোককে দেখতে পাই। তিনি বললেন: আমার সাথে চল। আমি তাঁর সঙ্গ নিলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, ইনি হয়ত হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام। আমার জানতে চাওয়াতে তিনি নিজের নাম **খিজির** বললেন। তাঁর সাথে আর একজন বুজুর্গ ব্যক্তিও ছিলেন। আমি তাঁর নামও জানতে চাইলাম। বললেন: **ইলিয়াছ** (عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)। আমি বললাম: **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনাদের দয়া করুন। আপনারা উভয়ে কি **ছরওয়ারে কায়েনাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভ করেছেন? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম: **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে শুনেছেন এমন কোন ইরশাদ শুনান, যাতে করে আমি আপনাদের সনদে রিওয়ায়ত করতে পারি। তাঁরা বললেন: আমারা **আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তার অন্তরকে নিফাক হতে এমনভাবে পবিত্র করে দেওয়া হয় যেভাবে পানি দ্বারা কাপড় পবিত্র করা হয়ে থাকে। তাছাড়া যে ব্যক্তি 'صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد' পাঠ করে সে নিজের উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে নেয়।

(আল কওলুল বদী, ২৭৭ পৃষ্ঠা। জয়বুল কুলুব, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

সাকিয়ে হওজে কওছার পে লাখোঁ সালাম, দোনোঁ আলম কে সরওয়ার পে লাখোঁ সালাম।
জিস কা আব্রও করম সব পে সায়া ফগন, এয়সে পেয়ারে পয়াম্বর পে লাখোঁ সালাম।
জিছ কি খুশবো ছে তাইবা কি কলিয়াঁ বছেঁ, এয়ছে জিসমে মুয়াত্তর পে লাখোঁ সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হযরত খিজির ও হযরত ইলিয়াছ عَلَيْهِمَا السَّلَام সম্পর্কে মন মাতানো জ্ঞান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! 'صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد' পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিজের জন্য অফুরন্ত রহমতের অসংখ্য দরজাসমূহ খুলে নিন। বর্ণিত রিওয়ায়তে হযরত খিজির ও হযরত ইলিয়াছ عَلَيْهِمَا السَّلَام এর মঙ্গলময় বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। রহমত বর্ষণ ও বরকত অর্জনের ইচ্ছা নিয়ে তাঁদের সম্পর্কে ঈমান তাজাকারী জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মালফুজাতে আ'লা হযরত'** নামক কিতাব হতে দুইটি বর্ননা পেশ করা হচ্ছে। শুনুন এবং ঈমান তাজা করুন:

প্রশ্ন: হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام নবী কি না?

জবাব : জুমহুরের (অর্থাৎ অধিকাংশের) মতামত এবং বিশুদ্ধ মতামতও এই যে, তিনি একজন নবী এবং তিনি জীবিত রয়েছেন। (ওমদাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৮৪, ৮৫ পৃষ্ঠা)

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবিত

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:) চারজন নবী জীবিত রয়েছেন। এমন যে: তাদের উদ্দেশ্যে (ওফাত সম্পর্কিত) **আল্লাহ্ তা'আলা** কর্তৃক ওয়াদা এখনো আসেনি। এমনিতেই তো প্রত্যেক নবী জীবিত। যেমন; হাদীস শরীফে রয়েছে:

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ

অর্থাৎ "**আল্লাহ্ তা'আলা** নিঃসন্দেহে নবীদের শরীর মোবারককে বিনষ্ট করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। **আল্লাহ্ তা'আলা**র নবীগণ জীবিত রয়েছেন। তাঁদের রিযিক প্রদান করা হয়।" (ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৩৭) কেবল **আল্লাহ্ তা'আলা**র ওয়াদার বাস্তবায়নের জন্য শুধু এক মুহূর্তের জন্য নবীগণের মৃত্যু হয়। এর পরে পুনরায় তাঁদের জন্য বাস্তব অনুভূতিপূর্ণ পার্থিব জীবন (অর্থাৎ পৃথিবীর মত জীবন) দান করা হয়। যাক, সেই চার জনের মধ্য হতে দুইজন আসমানে রয়েছেন আর দুইজন পৃথিবীতে। খিজির ও ইলিয়াছ عَلَيْهِمَا السَّلَام পৃথিবীতে এবং ইদ্রিস ও ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام আসমানে রয়েছেন। (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৫ম খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

সকলকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে

প্রশ্ন: হুযুর, সেই চার জনের উপর কি মৃত্যু আসবে?

জবাব : অবশ্যই আসবে। ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(অতঃপর বললেন) যখন (২৭ পারার সূরা আর রহমানের ২৬ নং) এই আয়াতটি নাযিল হয়:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ফেরেশতারা আনন্দিত হয়ে গেল যে, তারা বাঁচতে পারল। কারণ তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেন না। যখন অপর (৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নম্বর) আয়াতটি নাযিল হল:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

তখন ফেরেশতারা বললেন: এখন তো আমারাও বাদ গেলাম না (অর্থাৎ আমাদের ভাগ্যেও তো মৃত্যু রয়েছে)। (রূহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৯৭, ২৯৮ পৃষ্ঠা। মালফুজাতে আ'লা হযরত, ৪৮৩-৪৮৫ পৃষ্ঠা)

আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে মগর এয়ছি কেহ্ ফকত আনী হে
ফেহ্র উসী আন্ কে বাদ উন কি হায়াত মিছলে সাবেক ওয়হি জিসমানী হে।
রূহ তো সব কি হে জিন্দা উন কা জিসম পুর নূর ভি রূহানী হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উল্লেখিত শেরগুলোর সারমর্ম এই যে, ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলার** كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" এ অনুযায়ী নবীগণের মৃত্যু আসে। কিন্তু তা কেবল এক মুহূর্তের জন্য। অতঃপর আগের মতই রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অন্য যে কোন মানুষের রূহ জীবিত থাকে, কিন্তু নবীগণের মোবারক শরীরও অক্ষত থাকে। হাদীস শরীফে রয়েছে: اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ অর্থাৎ "নবীগণ তাঁদের কবরগুলোতে জীবিত অবস্থায় আছেন নামাযও পড়েন।" (আবু ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হদীস : ৩৪১২) অন্য আর এক হাদীসে রয়েছে: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ

অর্থাৎ "**আল্লাহ্ তা'আলা** নিঃসন্দেহে নবীদের শরীর মোবারককে বিনষ্ট করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। **আল্লাহ্ তা'আলার** নবীগণ জীবিত রয়েছেন। তাঁদের রিযিক প্রদান করা হয়।" (ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৩৭) প্রত্যেক নবীই জীবিত। অবস্থা যখন এই তাহলে আমাদের **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবিত হবেন না কেন? আর আশিকে রাসুল আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আন্দোলিত হয়ে কেন আরজ করবে না:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্, মেরে চশমে আলম ছে ছুপ জানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: দুনিয়াবী কপালের চোখ থেকে গোপন হয়ে যাওয়া এবং দৃষ্টিতে ধরা না দেওয়া **হে আমার প্রিয় আক্বা! আল্লাহ্‌র কসম!** আপনি অবশ্যই জীবিত, আপনি নিঃসন্দেহে জীবিত আছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত দানকারীদের পরিচয়

পবিত্র কুরআনে মহান **আল্লাহ্‌র** বাণী:

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম যে **আল্লাহ্‌র** প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে আর বলে 'আমি মুসলমান'।"

(পারা: ২৪, সূরা: হামীম সিজদা, আয়াত: ৩৩)

উক্ত আয়াতে মোবারকার টীকায় সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন: হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: আমার মতে এই আয়াতটি মুয়াজ্জিনদের শানে নাযিল হয়। আর এক মত এও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি যে কো ভাবে **আল্লাহ্‌র** প্রতি আহ্বান করে অর্থাৎ **নেকীর দাওয়াত** দেয়, সেও এই আয়াতের শামিল রয়েছে।

জু নেকী কি দাওয়াত কি ধূমেঁ মচায়ে
ম্যাঁ দেতা হোঁ উছ কো দো'আয়ে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

ছাহেবে কুরআনে করীম, মাহবুবে রব্বুল আ'লামীন, জনাবে ছাদেকে আমীন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক বার মিম্বর শরীফে তাশরীফ নেন। এমন সময় একজন সাহাবী আরজ করল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? ইরশাদ করলেন: "সর্বোত্তম ব্যক্তি হল সে যে বেশি বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, অধিক খোদাভীরু, **সব চেয়ে বেশি নেকীর আদেশ দেয় আর অসৎকাজে নিষেধ করে,** সর্বাধিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৫০৪)

তিলাওয়াত, পরহেজগারী, নেকীর দাওয়াত ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেশি বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে বর্ণিত হাদীস শরীফের আলোকে কিছু **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত। উক্ত রিওয়ায়তে সর্বোত্তম ব্যক্তির চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (১) বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত (২) অধিক পরহেজগারী (৩) সকলের চেয়ে অধিক নেকীর আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া এবং (৪) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। বাস্তবেই এই চারটি খুব উন্নত বৈশিষ্ট্য। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদের দান করুন, আমীন! এই চারটি বৈশিষ্ট্যের ফযীলত সমূহ লক্ষ্য করুন।

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন কোরআন তিলাওয়াতকারী আসবে, তখন কুরআন আরজ করবে: **হে আল্লাহ্!** একে হুল্লা (জান্নাতি পোষাক) পরিয়ে দাও। এরপর তাকে হুল্লা পরিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর কুরআন আরজ করবে: **হে আল্লাহ!** তাতে বৃদ্ধি করে দাও, তবে তাকে কারামতের তাজ পরানো হবে। অতঃপর কুরআন আরজ করবে: **হে আল্লাহ্!** এই ব্যক্তির উপর তুমি রাজি হয়ে যাও। তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** তার উপর রাজি হয়ে যাবেন। অতঃপর সেই কুরআন তিলাওয়াতকারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে: তুমি কুরআন পড়তে পড়তে যাও আর জান্নাতের দরজাগুলো অতিক্রম করে যাও। প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে নেয়ামত দান করা হবে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, হাদীস: ২৯২৩)

(২) পরহেজগারদের জন্য আখিরাতে সাফল্যের সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। যেমন; ২৫ পারার সূরা যুহরুফের ৩৫ নম্বর আয়াতে ইরাশাদ হচ্ছে:

وَالْاٰخِرَۃُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِیْنَ

(পারা: ২, সূরা: যুহরুফ, আয়াত: ৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং আখিরাত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরহেজগারদের জন্যই।"

(৩) হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেছেন: 'জান্নাতুল ফিরদৌস' বিশেষ করে সেসব ব্যক্তির জন্যই যারা সৎকাজে আহ্বান করে এবং অসৎকাজে বারণ করে।

(তানবীহুল মুগতারীন, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

(৪) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে যে, তার হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হোক তার উচিৎ নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"

(আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

হায়াত ও রিযিকে বৃদ্ধি হওয়ার মর্মার্থ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'**এর ৩য় খন্ডের ৫৬০ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাতে হায়াত বৃদ্ধি পায় আর রিযিক প্রশস্ত হয়। কোন কোন আলিম এই হাদীস শরীফটিকে এর বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এ দিয়ে তকদীরে মুয়াল্লাকই উদ্দেশ্য। কেননা, তকদীরে মুবরাম পরিবর্তনই হতে পারে না।[১]

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তাদের ওয়াদা যখন আগমন করবে তাহলে একটা মুহূর্ত না পিছে হটবে না সামনে বাড়বে।" (পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ৪৯)

আবার কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বলেছেন: হায়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে ও তার সাওয়াব লিখা হয়, সে যেন এখনও জীবিত। অথবা উদ্দেশ্য হল মৃত্যুর পরেও লোকদের মুখে মুখে তার ভাল আলোচনা অব্যাহত থাকে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে সন্ধি করে নিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল লোকেরা কথায় কথায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। তাই পরস্পরের মাঝে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য ভাল নিয়্যত সহকারে বেশি বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে আরো কিছু মাদানী ফুল পেশ করার চেষ্টা করছি। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একদা **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস বয়ান করছিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীরা যেন আমার মাহফিল হতে উঠে যায়। এক যুবক উঠে গিয়ে তার ফুফুর নিকট গেলেন, যার সাথে তাঁর কয়েক বৎসরের পুরাতন ঝগড়া ছিল। তারা উভয়ে যখন একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক হয়ে গেল, ফুফু তাঁকে বললেন: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে, শেষে এরূপ কেন হল? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই ঘোষণার হিকমত কী?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন: হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে এরূপ শুনেছি, যে জাতির মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী রয়েছে, সে জাতির উপর **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত নাযিল হয় না। (আয যাওয়াজির আন ইতিরাফির কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

---

[১] ক্বাজা দ্বারা এখানে ভাগ্যকেই বুঝানো হয়েছে। ক্বজার প্রকার ও এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **বাহারে শরীয়াতের** ১ম খন্ডের ১৪ থেকে ১৭ পৃষ্ঠার অধ্যয়ন করুন। বিশেষ করে মজলিশ মদীনাতুল ইলমিয়ার পক্ষ থেকে প্রদত্ত টীকা-টিপ্পনীগুলো অনুপম এবং বিভিন্ন ধরনের ওয়াসওয়াসার মহৌষধ।

বউ-শ্বাশুড়িতে মীমাংসার রহস্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আগেকার দিনের মুসলমানেরা কী ধরনের **আল্লাহ**ভীতি পোষণ করতেন। সৌভাগ্যবান যুবকটি **আল্লাহ্‌র** ভয়ে তৎক্ষণাৎ তার ফুফুর কাছে ছুটে গিয়ে পরস্পর মীমাংসার ব্যবস্থা করে নেন। সকলেরই ভাবা উচিৎ, বংশের কার কার সাথে সুসম্পর্ক নেই। এটি জানা হয়ে গেলে শরীয়াতের কোন বাধা না থাকলে তৎক্ষণাৎ অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মীমাংসার ব্যবস্থা করা উচিৎ। তার কাছে গিয়ে যদি ছোটও হতে হয়, একমাত্র **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য ছোট হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বড়ত্ব লাভ করতে পারবেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ্‌র** ওয়াস্তে ছোট হয়, **আল্লাহ্** তাকে বড়ত্ব দান করেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৪০) নিজের পরিবার-পরিজন ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুগন্ধিময় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতে ভরা সফর করুন। তাছাড়া মাদানী ইন্'আমাত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করুন। উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানার্থে একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন: বাবুল মদীনা (করাচী)-র এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম শুনুন, তিনি বলেন: দীর্ঘদিন ধরে আমার স্ত্রী ও আমার মা অর্থাৎ বউ-শ্বাশুড়ীতে খুবই ঝগড়া চলছিল। ফলে স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে যায়। আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি এখন কী করতে পারি। এমন সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'মাদানী মুযাকারা'**র **'ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়ছে বনে'** ভি.সি.ডি.টি আমার হস্তগত হয়। বিষয়বস্তু দেখেই বড় আক্বা নিয়ে ভিসিডিটি নিজেও দেখলাম, আমার আম্মাজানকেও দেখালাম। একটি ভিসিডি আমার শ্বশুড়-বাড়িতেও পাঠিয়ে দিলাম। ভিসিডিটি আমার আম্মাজানের এমন পছন্দ হল যে, তিনি সেটি পুনরায় দেখলেন। তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে আমাকে বললেন: 'চল্ বাবা, তোমার শ্বশুড়-বাড়ি যাই'। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছি। মনে হচ্ছে যেন, যে কাজ আমি আপ্রাণ চেষ্টার বিনিময়েও করতে পারিনি, তা এ ভিসিডিটিই করতে পেরেছে। আমার শ্বশুড়-বাড়িতে গিয়ে আম্মাজান খুবই ভালবাসা নিয়ে আমার স্ত্রীকে মানালেন। তাকে পুনরায় ঘরে নিয়ে এলেন। অপর পক্ষে আমার স্ত্রীও ইতিবাচক ব্যবহার প্রদর্শন করেছে। ঘরে আসার পরের দিনেই সে শ্বাশুড়ীকে (অর্থাৎ আমার আম্মাজানকে) বলছে: আম্মাজান, আমার রুমটি তো অনেক বড়। অন্যান্য লোকেরা যেরূপ ঘরে থাকে তাদের রুমগুলো এত বড় হয় না। আপনি আমার রুমটি ব্যবহার করুন, আর আমি এই ছোট রুমটি বেছে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যে ঘর ঝগড়া-বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকতে শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে গেল। (মাদানী মুযাকারার 'ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়ছে বনে' ভি.সি.ডি.টি মাকতাবাতুল মদীনা হতে হাদিয়া স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net ও দেখতে ও শুনতে পারেন)।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকবে সেখানে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় না

'তাবারানী'তে হযরত সায়্যিদুনা আমাশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হতে বর্ণিত: 'হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ভোরে একবার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের **আল্লাহ্ তা'আলা**র দোহাই দিচ্ছি, তারা যেন এখান হতে উঠে যায়, যাতে করে আমারা **আল্লাহ্ তা'আলা**র কাছে মাগফিরাতের ফরিয়াদ করতে পারি। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের জন্য আসমানের দরজাগুলো বন্ধ থাকে। (অর্থাৎ তারা যদি এখানে উপস্থিত থাকে, তাহলে রহমত আসবে না আর আমাদের দো'আ কবুল হবে না)।'

(আল মুজামুল কবীর, ৯ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ৮৭৯৩)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ৭টি মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'** কিতাবের ৩য় খন্ডের ৫৫৯ থেকে ৫৬০ পৃষ্ঠা হতে ৭টি মাদানী ফুল কবুল করে নিন।

(১) কোন্ আত্মীয়ের সাথে কীভাবে ব্যবহার করবেন

হাদীস শরীফগুলোতে সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা সম্পর্কে আদেশ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন শরীফে সাধারণ ভাবে (অর্থাৎ শর্তহীনভাবে) 'যবিল কতাওবা' অর্থাৎ নিকটাত্মীয় বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা জানা প্রয়োজন যে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে, তাই সম্পর্ক রক্ষার বেলাতেও ভিন্নতা হয়ে থাকে। পিতা-মাতার মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক। তাদের পরবর্তীতে 'যু রেহেম মুহরিম'দের মর্যাদা (অর্থাৎ সেসব আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে করা সব সময়ের জন্য হারাম)। তাদের পরবর্তীতে বাকি আত্মীয়-স্বজনদের নৈকট্যশীলগণের পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মর্যাদা রয়েছে।

(দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

(২) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ব্যবহারের ধরন

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। তাদের হাদিয়া-তোহফা দান করে এবং কোন ব্যাপারে যদি আপনাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাহলে সে কাজে তাদের সাহায্য করা। তাদের সালাম দেওয়া। তাদের সাক্ষাতে গমন করা। তাদের সাথে উঠা-বসা করা। তাদের সাথে কথাবার্তা বলা। তাদের সাথে দয়া, ভালবাসা ও নম্রতা প্রদর্শন করা। (দুরর, ১ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

(৩) প্রবাসী হয়ে থাকলে চিঠি-পত্র দেওয়া

সে যদি প্রবাসী হয়ে থাকে, তাহলে আত্মীয়-স্বজনদের নিকট চিঠি-পত্র দিবে। তাদের সাথে চিঠি-পত্রের লেনদেন অব্যাহত রাখবে, যাতে করে সম্পর্ক-ছিন্নতা সৃষ্টি না হয়। সম্ভব হলে দেশে আসবে। আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক করে নিবে। এভাবে করলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা) (ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও যোগাযোগ রক্ষা করা যায়)।

(৪) বিদেশে থাকা অবস্থায় পিতা-মাতা আহ্বান করলে আসতে হবে

সে যদি বিদেশে থাকে, আর এদিকে দেশ হতে যদি তার পিতা-মাতা তাকে দেশে আসতে বলেন, তাহলে আসতেই হবে। চিঠি লিখে জবাব দেওয়া যথেষ্ট হবে না। এমনিভাবে মাতাপিতার যদি তার সেবা নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে বিদেশ থেকে চলে এসে তাদের সেবা করবে। পিতা-মাতার পরবর্তীতে পিতামহ ও বড় ভাইয়ের স্থান। কারণ, বড় ভাই পিতার জায়গায়। বড় বোন, খালা মায়ের জায়গায়। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম চাচাকে পিতার স্থানেও বলেছেন, আর হাদীস শরীফ হল: عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ অর্থাৎ 'চাচারা পিতার মতই হয়ে থাকে।' এ থেকেও তাঁদের কথার প্রমাণ মিলে। তাদের ব্যতীত অন্যান্যদের নিকট চিঠি কিংবা উপহার সামগ্রী পাঠানোতেই যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

(৫) কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে কখন কখন সাক্ষাৎ করবেন

বিরতি দিয়ে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকবেন। অর্থাৎ একদিন সাক্ষাতে যাবেন, তো পরের দিন যাবেন না। এভাবে যাতায়াত রাখবেন। কেননা, এতে করে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। বরং কাছের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে প্রতি জুমাবারে সাক্ষাত করবেন। কিংবা মাসে একবার করে, আর বংশের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যতদিন হকের উপর থাকবে। অন্যান্যদের সাথে মোকাবেলায় ও হক প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। (দুরর, ১ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

(৬) আত্মীয়-স্বজন কোন প্রয়োজন দেখালে তা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া গুনাহ

আপন কোন আত্মীয়-স্বজন যখন আপনার কাছে কোন প্রয়োজন দেখায় তাহলে আপনি তার হাজত পূর্ণ করে দিবেন। তাকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া সম্পর্ক ছিন্ন করাই। (প্রাগুক্ত) (মনে রাখবেন! আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব, আর ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৭) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থই এই যে, সে ভাঙ্গুক আপনি জুড়বেন

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার এর নাম নয় যে, সে সদ্ব্যবহার করলে আপনিও করবেন। এ তো মূলতঃ অদল-বদলই। সে তোমার কাছে কিছু পাঠিয়ে দিল, তুমিও তা তাকে দিয়ে দিলে। সে তোমার কাছে এল বলে তুমি তার কাছে গেলে। বাস্তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা মানে হল সে ভাঙ্গুক, আপনি কিন্তু জুড়তে থাকবেন। সে আপনার কাছ হতে সরে যেতে চায়, আপনাকে পাশে রাখতে চায় না, আপনি কিন্তু তার সাথে আত্মীয়তার হকের খেয়াল রাখবেন।

(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

সৎ মনোভাব পোষণ করার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত ৭টি মাদানী ফুল খুবই মনোযোগ দেওয়ার মত। বিশেষ করে সপ্তম মাদানী ফুলটি যাতে অদল-বদলের কথা উল্লেখ রয়েছে সেটির ব্যাপারে আবেদন যে, আজকাল সাধারণতঃ এই অদল-বদলই হচ্ছে। এক আত্মীয় যদি তাকে বিয়েতে দাওয়াত দিয়ে থাকে, তখনই সেও তাকে দাওয়াত দেয়। সে না দিলে এও দেয় না। এ যদি ওদের কয়েকজনকে দাওয়াত দেয় পক্ষান্তরে সে যদি তাদের কম সদস্যকে দাওয়াত দেয়, তাহলে ঠিকমত নোটিশ দিয়ে দেয়, খুব বদনাম ও গীবত ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। অনুরূপ যে আত্মীয় তাদের এখানে কোন অনুষ্ঠানে শরীক না হয়ে থাকে তাহলে সে তার কোন অনুষ্ঠানে যাওয়াই বন্ধ করে দেয়, আর এতে করে অনেক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। অথচ কেউ আমাদের দাওয়াতে উপস্থিত না হলে তার ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করার কয়েকটি দিক থাকতে পারে। যেমন: মনে করতে পারেন, সে হয়ত অসুস্থ হয়ে গেছে, ভুলে গেছেন, জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছেন, কোন কঠিন বাধ্যবাধকতায় পড়েছেন যা তিনি বলতে পারছেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। সে তার অনুপস্থিতির কারণ বলুক না বলুক আমাদের উচিৎ তার প্রতি ভাল মনোভাব রেখে সাওয়াব অর্জন করা, আর জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকা। যেমন; **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ “ভাল মনোভাব একটি উত্তম ইবাদত।” (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৯৩) প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ উক্ত হাদীসে পাকের কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: ‘মুসলমানদের ব্যাপারে ভাল মনোভাব রাখা, তাদের প্রতি মন্দ মনোভাব পোষণ না করা এগুলোও ভাল ইবাদতের পর্যায়ভূক্ত।’ (মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

জান্নাতের প্রাসাদ তারই মিলবে, যে ব্যক্তি ....

যদি মেনে নেওয়া যায়, আমাদের আত্মীয়-স্বজন অলসতার কারণে বা অন্য যে কোন কারণে জেনে-বুঝে আমাদের এখানে এলনা, আমাদেরকে তাদের কাছে দাওয়াত দিলনা, বরং সে প্রকাশ্যে আমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করেছে, তা সত্বেও উদারতার সাথে তার সাথে সদ্ভাব রাখা দরকার। হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাআব رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **সুলতানে দোজাহান, শাহানশাহে কওন ও মকান, রহমতে আলমিয়ান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এই বাসনা রাখে যে, তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ তৈরি করা হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক তার উচিত, যে ব্যক্তি তার উপর অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে তাকে বঞ্চিত করে, সে তাকে দান করা। যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।" (আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, ৩য় খন্ড, ১২ পৃষ্টা, হাদীস: ৩২১৫)

শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনদেরকে সদকা দেওয়া উত্তম কাজ

কেউ আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করুক বা না করুক আমাদের পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখা উচিত। মুসনাদে ইমাম আহমদের হাদীস শরীফে রয়েছে: "اِنَّ اَفۡضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِیۡ الرَّحِمِ الۡكَاشِحِ অর্থাৎ 'নিশ্চয় উত্তম সদকা তা-ই যা শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া হয়ে থাকে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯য় খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৫৮৯)

আত্মীয়-স্বজন যখন চরম দুঃখ দিয়ে থাকে

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে তাঁর খালাত ভাই অভাবী, মুহাজির, বদরী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা মিসতাহ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ (যাঁর ব্যয় তিনি নির্বাহ করতেন) খুবই দুঃখ দিলেন। তা হল, তিনি আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর উপর অপবাদ লেপনকারীদের পক্ষে ছিলেন (তা লম্বা এক কাহিনী, যাকে 'ইফ্‌কে আয়িশা' বলা হয়ে থাকে। এর উল্লেখ সামনে আসছে)। এতে তিনি তাঁকে খরচ না দেয়ার কসম করে ফেললেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮ পারার সূরা নূরের ২২ নম্বর আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটি শুনুন:

وَ لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَ الْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং তারা যেন শপথ না করে যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান, আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় হিজরতকারীদের প্রদান না করার এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি একথা পছন্দ কর না যে, **আল্লাহ** তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল দয়ালু।"

আয়াতটি যখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: আমি অবশ্যই আশা রাখি যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর আমি মিস্তাহের সাথে যে আচরণ করতাম, তা কখনও বন্ধ করে দিব না। অতএব, তিনি তাঁর জন্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত পুনরায় খুলে দিলেন। আয়াতটি দ্বারা বুঝা গেল, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করার পরে যখন বুঝতে পারবে যে, এতে মঙ্গল নিহিত রয়েছে, তাহলে তার উচিত সে কাজটি করা এবং কসমের কাফ্‌ফারা দেওয়া সহীহ হাদীসে এমনই উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরও বলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মহত্ব প্রমাণিত হল এ আয়াত দ্বারা। এর মাধ্যমে তাঁর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে যে, **আল্লাহ্** তাঁকে (কুরআনের আয়াতে) 'উলুল ফজলে' (ফযীলতপূর্ণ) বলে প্রকাশ করেছেন। (খাযায়িনুল ইরফান, ৫৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !!

বয়াঁ হো কিস জবাঁ ছে মর্তবা সিদ্দীকে আকবর কা
হে ইয়ারে গার মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা।
মকামে খাবে রহমত চেয়ন ছে আরাম করনে কো
বনা পেহলুয়ে মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কসম ও কসমের কাফ্‌ফারার বয়ান (হানাফী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ঘটনাটিতে কসমের এবং তাফসীরে কসমের কাফ্‌ফারার আলোচনা রয়েছে। বর্তমানে যেহেতু অধিকাংশ লোকদের মাঝে কথায় কথায় কসম করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, বার বার মিথ্যা কসমও খেয়ে বসতে দেখা যায়, তাওবা করারও কোন নাম নেই, কাফফারা দেয়ার চেতনাবোধও নেই, তাই উম্মতের মঙ্গল কামনার মাধ্যমে সাওয়াব লাভের আক্বায় '**নেকীর দাওয়াত**' স্বরূপ সামান্য ব্যাখ্যাসহ কসম ও এর কাফফারা সম্পর্কে মাদানী ফুল পেশ করছি। আক্বা করি, আপনারা তা গ্রহণ করে নিবেন। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করাতে কিংবা কতিপয় ইসলামী ভাই বসে দরস দেওয়াতে কেবল উপকারই হবে না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সর্বাধিক উপকার হিসাবেই গণ্য হবে।

কসমের সংজ্ঞা

কসমকে আরবি ভাষায় 'ইয়ামীন' বলা হয়। অর্থাৎ ডান দিক। যেহেতু আরব লোকেরা কসম করা ও গ্রহণ কালে সাধারণতঃ পরস্পর ডান হাত মিলাত, তাই একে ইয়ামীন বলা হয়ে থাকে। ইয়ামীন শব্দটি আবার 'ইয়ামন' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ হল বরকত ও শক্তি। কসমে যেহেতু **আল্লাহ্ তা'আলার** বরকতপূর্ণ নামও ব্যবহার করা হয়, এবং তা দ্বারা নিজের উক্তিতে শক্তি প্রদান করা হয়, তাই তাকে ইয়ামীন বলা হয়। অর্থাৎ বরকত ও শক্তি-সমৃদ্ধ উক্তি বা কথা। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা) শরীয়াতের পরিভাষায় সেই চুক্তিকেই কসম বলা হয়, যার মাধ্যমে শপথকারী কোন কাজ করা বা না করা সম্বন্ধে কঠিন ও মজবুত ইচ্ছা প্রকাশ করে। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা) উদাহরণ স্বরূপ, কেউ বলল: '**আল্লাহ্‌র কসম**, আমি আগামী কাল তোমার সব দেনা শোধ করে দিব' -তাহলে এটি কসম।

কসম তিন প্রকার

কসম তিন প্রকার। যেমন; **(১) লাগ্‌ভ (২) গুমুস্ ও (৩) মুন্‌আক্বিদ**।

(১) লাগ্‌ভ হল: অতীত কিংবা বর্তমান কোন বিষয়ে নিজের ধারণার (অর্থাৎ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে) শুদ্ধ মনে করে কসম করা, অথচ সেই কথা বাস্তবতার বিপরীত। যেমন: কোন ব্যক্তি কসম করল, '**আল্লাহ্‌র কসম**, যায়দ ঘরে নেই।' তার জানা মতে যায়েদ ঘরে বিদ্যমান নেই। সে কিন্তু নিজের ধারণা অনুযায়ী সত্য কসমই করেছে। বাস্তবে কিন্তু যায়েদ ঘরে ছিল। তাহলে এই কসমটিকে লাগ্‌ভ বলা হবে। এ ধরনের কসম ক্ষমা। এই কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

(২) গুমুস হল: অতীত কিংবা বর্তমান কোন বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যা কসম করা। যেমন, কেউ কসম করল: **'আল্লাহ্র কসম**, যায়েদ ঘরে আছে।' অথচ সে জানে যে, যায়েদ ঘরে নেই। এরূপ কসম গুমুস নামে অভিহিত। শপথকারী জঘন্য ধরনের গুনাহ্গার হবে। তার উপর ইস্তেগফার ও তাওবা করা ফরজ। কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে না।

(৩) মুনআক্বিদ হল: ভবিষ্যতের জন্য কসম করা। যেমন, কেউ কসম করল, **'আল্লাহ্র কসম**, আমি আগামীকাল অবশ্যই তোমাদের ঘরে আসব।' কিন্তু সেদিন সে এল না। তাহলে সে কসম ভঙ্গ করল। তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সে গুনাহ্গারও সাব্যস্ত হবে। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

মোটকথা হল: শপথকারী যদি অতীত বিংবা বর্তমান কালের কোন বিষয়ে কসম করে, তাহলে হয়ত সেই কসম সত্য হবে, না হয় মিথ্যা হবে। সত্য হলে কোন অসুবিধা নেই। মিথ্যা হয়ে থাকলে, সে যদি তা সত্য জেনে করে থাকে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ গুনাহ্ও নেই, কাফ্ফারাও নেই। অবশ্য সে যদি আগে থেকেই জানত যে, সে মিথ্যা কসমই করছে, তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে না।[১] আর সে যদি কসম পূর্ণ করে দেয়, তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় কাফ্ফারা দিতে হবে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে কসম ভঙ্গ করার কারণে গুনাহ্গারও হবে। (এই বিষয়ে সামনে আলোচনা হবে)।

মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্

মদীনার তাজেদার, রাসুলদের ছরদার, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্**র সাথে শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণী হত্যা করা আর মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৭০)

সর্বপ্রথম শয়তান মিথ্যা কসম করেছিল

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সিজদা না করার কারণেই শয়তান অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছিল। তাই সে তাঁর (আদমের) ক্ষতি সাধন করার ফন্দিতে সুযোগ খুঁজছিল। হযরত সায়্যিদুনা আদম ও হাওয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام কে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করলেন: 'তোমরা উভয়ে জান্নাতে অবস্থান কর। যা যা ইচ্ছা হয় আনন্দ ভরে খাও। কিন্তু ওই বৃক্ষটির দিকে গমন করবে না। শয়তান কোনভাবে আদম ও হাওয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام এর নিকট এসে বলল: 'আমি কি আপনাদেরকে 'শজরে খুলদ'টি (চিরজীবি হতে পারার বৃক্ষটি) দেখিয়ে দিব?' হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অগ্রাহ্য করে দিলেন।

---

[১] ভবিষ্যতে কোন কাজ করার বা না করার শপথ করে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

এবার শয়তান কসম করল: 'আমি আপনাদের শুভাকাংখি!' এঁরা (আদম ও হাওয়া عَلَیۡهِمَا السَّلَام) মনে করলেন যে, **আল্লাহ্‌র** নামে মিথ্যা কসম কে করতে পারে। এই ভেবে হযরত সায়্যিদাতুনা হাওয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا তা হতে সামান্য খেলেন। অতঃপর হযরত আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে খেতে দিলেন। তিনিও খেয়ে নিলেন। (তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক, ২য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা) যেমন: ৮ম পারার সূরা আরাফের ২০ থেকে ২১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَوَسۡوَسَ لَهُمَا الشَّیۡطٰنُ لِیُبۡدِیَ لَهُمَا مَاوٗرِیَ عَنۡهُمَا مِنۡ سَوۡاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَا مَلَكَیۡنِ اَوۡ تَكُوۡنَا مِنَ الۡخٰلِدِیۡنَ ﴿۲۰﴾ وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّیۡ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِیۡنَ ﴿۲۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "(২০) অতঃপর শয়তান তাদের মনে এই আশংকা সঞ্চয় করলো যে, তাদের সম্মুখে অনাবৃত করে দেবে তাদের লজ্জার বস্তুগুলো, যা তাদের থেকে গোপন ছিল এবং বলল, তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ থেকে এই জন্য নিষেধ করেছেন যে, তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরজীবি হয়ে যাবে। (২১) এবং তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, 'আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্খী।

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে লিখেছেন: অর্থ এই যে, ইবলিস শয়তান মিথ্যা কসম করে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে ধোঁকা দিয়েছিল, আর সর্বপ্রথম মিথ্যা কসমকারী ছিল ইবলিসই। হযরত আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ধারণাতেও ছিল না যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** নাম নিয়ে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে। তাই তিনি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন।

কারো হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথকারী জাহান্নামী

রাসুলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কসম করে কারো হক নষ্ট করে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন। আরজ করা হল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা যদি নগণ্য বা স্বল্প জিনিসই হয়ে থাকে? ইরশাদ করলেন: যদিও পীলূর একটি ডালও হয়ে থাকে।" (মুসলিম, ৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৮) পীলূ এক জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। এর শেঁকড় দিয়ে মিস্‌ওয়াক বানানো হয়।

মিথ্যা কসমকারী হাশরে হাত-পা কাটা অবস্থায় হবে

জনৈক হাজরামী (ইয়ামনের হাজরামওত নগরীর বাসিন্দা) আর এক কিন্দী (কিন্দা সম্প্রদায়ের লোক) **মদীনার তাজেদার নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইয়ামনের এক খন্ড জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে হাজির হল। হাজরামী বলল: **হে আল্লাহ্র রাসুল!** আমার জমিটি এর পিতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এখন তা এই লোকটির হাতে রয়েছে। এটা শুনে **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? সে বলল: নেই। কিন্তু আমি তার নিকট হতে কসম নিব, সে **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে কসম করে বলুক যে, যে জমিটি তার পিতা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তা যে আমার সে বিষয়ে সে জানে না। কিন্দী লোকটি কসম করার জন্য প্রস্তুত হল। এমন সময় **রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কারও সম্পদ দখল করবে, সে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে হাত-পা কাটা অবস্থায় উপস্থিত হবে। এই বাণীটি শুনে কিন্দীটি বলে দিল: জমিটি তারই (হাজরামীরই)।” (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৪৪)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীসের টীকায় লিখেছেন: سُبْحٰنَ اللّٰه! এই প্রভাব সেই পবিত্র ফয়েজসমৃদ্ধ জবানের। মাত্র দুইটি কথায় কিন্দী লোকটির মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, আর সত্য কথা বলে দিয়ে জমি সম্পর্কে দাবি প্রত্যাহার করল। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৩)

সাতটি জমির হার (মালা)

সূদের মাধ্যমে অন্যের জায়গায় অবৈধ দখল করে ঘর-বাড়ি নির্মাণকারী লোকেরা, অন্যের পক্ষ হতে ঠিকায় প্রাপ্ত ফসলী জমি-জমা হস্তক্ষেপকারী কৃষকেরা এবং খেয়ানতকারী জমিদারেরা যেন তাড়াতাড়ী তাওবা করে নেয়। যাদের যাদের হক নষ্ট করেছে বা দখল করেছে সেগুলো যেন শীঘ্র ফিরিয়ে দেয়। কারণ, মুসিলম শরীফে **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘত পরিমাণ জমিও অবৈধ পন্থায় ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত জমির মালা পরিয়ে দেওয়া হবে।”

(মুসলিম, ৮৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

জনসাধারণের গমনাগমনের রাস্তা অযথা ঘেরাও করবেন না

কেউ কেউ সাধারণ গমনাগমনের রাস্তা-ঘাট অযথা ঘেরাও করে থাকেন। যা লোকজনের ভোগন্তির কারণ হয়। এর কয়েকটি ধরন হতে পারে। যেমন: (১) ঈদুল আযহার দিনগুলোকে কতাওবানীর পশু বিক্রি করার জন্য, ভাড়ায় রাখার জন্য, কিংবা জবাই করার জন্য কোথাও কোথাও অযথা সম্পূর্ণ রাস্তাই ব্যবহার করে। (২) লোকজনের কষ্ট হয় এমন পর্যায়ে রাস্তায় ময়লা ইত্যাদি ফেলে। ভবন নির্মাণ ইত্যাদির জন্য অযথা ইট, বালি, কংকর ইত্যাদি স্তূপ করে রাখে। এমনিভাবে নির্মাণ কাজ শেষে বেঁচে যাওয়া সামগ্রী মাসের পর মাস সেখানে ফেলে রাখা হয়। (৩) বিয়ে-শাদীতে, ভোজের আয়োজনে, কিংবা যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে, মেজবান ও ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে রাস্তায় ডেক পাকানো হয়ে থাকে। এতে কখনো কখনো মাটি গর্ত হয়ে যায়। পরে তাতে কাদা ও দুর্গন্ধময় পানি জমে মশা-মাছি ইত্যাদি জন্মায়, আর রোগ ছড়ায়। (৪) সাধারণের গমানাগমনের রাস্তাগুলো খনন করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর ভরে দিয়ে সমতল করে দেওয়া হয় না। (৫) বসবাসের জন্য কিংবা ব্যবসার জন্য অবৈধ হস্তক্ষেপে জায়গা দখল করে নেয়। এতে করে লোকজনের রাস্তা ছোট হয়ে যায়। এসব খুবই উদ্বেগজনক বিষয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জাহান্নামে মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল'** নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ৮১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কবীরা গুনাহ্ নম্বর ২১৫-তে এই কর্মকান্ডকে কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন: সাধারণ মানুষের গমনাগমনের রাস্তায় শরীয়াত-বিরুদ্ধ ভাবে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা কিংবা এমনভাবে দখল করে রাখা বা ব্যবস্থা নেওয়া যাতে লোকজনের অসুবিধা হয়, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: এতে করে লোকজনের ক্ষতি, ভোগান্তি এবং দুর্ভোগ প্রদান করা হয়। **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন ততটুকু পরিমাণ করে সাত স্থরের জমির মালা বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে।" (সহীহ্ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৯৮)

মিথ্যা কসম ঘরকে বিরাণ বানিয়ে দেয়

মিথ্যা কসমের ক্ষতিসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: মিথ্যা কসম ঘরকে বিরান বানিয়ে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা) অন্য এক জায়গায় লিখেন: মিথ্যা শপথ আগের কথার উপর জেনে শুনে (অর্থাৎ জেনে শুনে শপথকারীর উপর যদিও) এর কোন কাফ্‌ফারা নেই। (কিন্তু) তার শাস্তি হল যে, জাহান্নামের ফুটন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩ তম খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন, যে **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যিনি সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, যাঁর কাছে কিছুই গোপন নয়, এমনকি অন্তর সমূহের ভাবগুলোও যিনি ভালভাবে জানেন, যিনি রহমান, যিনি রহীম, যিনি কাহ্হার, যিনি জাব্বার সেই বিশ্ব-প্রতিপালকের নাম নিয়ে মিথ্যা কসম করা কত বড় মুর্খতা হতে পারে! তাও আবার পার্থিব কোন সাময়িক সুখ-ভোগ ও তুচ্ছ উপকার প্রাপ্তির জন্যই।

ইহুদীরা রাসুলের শান গোপন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করত

ইহুদী পাদ্রী এবং তাদের নেতা আবু রাফে, কেনানা বিন আবিল হুকাইক, কাআব বিন আশরাফ, হুবাই বিন আখতাব প্রমূখ **আল্লাহ্ তা'আলার** সেসব প্রতিশ্রুতিগুলো গোপন করে ফেলেছিল যা **রহমতে আলম, রাসুলে মুহতারাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে তাওরাত শরীফে নেওয়া হয়েছিল। এভাবে যে, তারা সেগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং তদস্থলে নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের হাতে অন্য কিছু লিখে দিয়েছিল, আর মিথ্যা কসম খেয়ে বলত, এসব **আল্লাহ্ তা'আলার** পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ সব তারা তাদের দলের মুর্খদের পক্ষ হতে ঘুষ ও ধন অর্জনের জন্যই করেছিল তাদের সম্পর্কে এই আয়াতে মোবারাকাটি নাযিল হয়:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَشۡتَرُوۡنَ بِعَهۡدِ اللّٰهِ وَاَیۡمَانِهِمۡ ثَمَنًا قَلِیۡلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا یَنۡظُرُ اِلَیۡهِمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیۡهِمۡ ۪ وَلَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۷۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যারা **আল্লাহ্**র প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের কসমের বিপরীতে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের জন্য কোনই অংশ নেই এবং **আল্লাহ্ তা'আলা** কিয়ামতের দিনে না তাদের সাথে কথা বলবেন, না দৃষ্টিপাত করবেন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৭৭)

(তাফসীরে খাযেন, ১ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

নীল চক্ষুবিশিষ্ট মুনাফিক

আবদুল্লাহ ইবনে নব্তল্ নামের জনৈক মুনাফিক (ছিল) যে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত থাকত, আর এখানকার সব কথা ইহুদীদের নিকট পাচার করত। একদা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে উপস্থিত ছিলেন। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এক্ষুণি একজন লোক আসবে, যার অন্তর খুবই কঠিন। সে দেখে শয়তানের চোখে। কিছুক্ষণ পর এল আব্দুল্লাহ্ ইবেন নব্তল্। তার চোখগুলো নীল ছিল।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: "তুমি আর তোমার সাথীরা আমাকে গালি দাও কেন?" তখন সে কসম খেয়ে বলল: সে এরূপ করে না। সে তার সাথীদের নিয়ে এল। তারাও কসম করল: 'আমারা আপনাকে গালি দেইনি।' এই ঘটনায় নিচের আয়াতটি নাযিল হয়:

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِیۡنَ تَوَلَّوۡا قَوۡمًا غَضِبَ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ ؕ مَا ہُمۡ مِّنۡکُمۡ وَ لَا مِنۡہُمۡ ۙ وَ یَحۡلِفُوۡنَ عَلَی الۡکَذِبِ وَ ہُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আপনি কি তাদের দেখেননি যারা এমন লোকদের বন্ধু হয়েছে যাদের উপর **আল্লাহ্**র গজব রয়েছে? তারা না তোমাদের মধ্য থেকে, না তাদের মধ্য থেকে। তারা বুঝে-শুনে মিথ্যা শপথ করে।" (পারা: ২৮, সূরা: মুজাদালা, আয়াত: ১৪)

(খাযায়িনুল ইরফান)

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হবে

বর্ণিত রয়েছে: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তা'আলা**র সামনে আনা হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিবেন। সে আবেদন করবে: **হে আল্লাহ্!** আমাকে কী দোষে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ইরশাদ হবে: তোমাকে এ কারণেই জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে যে, তুমি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়তে, আর আমার নামে মিথ্যা শপথ করতে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ীদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ হতে বর্ণিত: **আল্লাহ্**র **মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, মুনায্যাহি আনিল উয়ুব, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তিন ব্যক্তি এমন যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করবেন, না তাদের পবিত্রতা দান করবেন, বরং তাদের জন্য কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেছেন: **আল্লাহ্**র **হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কথাগুলো তিনবার করে ইরশাদ করেছেন। এরপর আমি আরজ করলাম: তারা তো (তাহলে) ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। তারা কারা? তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: (১) যে ব্যক্তি লুঙ্গী দম্ভ ও অহংকার সহকারে ঝুলিয়ে পরে, (২) যে ব্যক্তি উপকার করে খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে।

(সহীহ মুসলিম, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭১ (১০৬))

মিথ্যা কসমের কারণে বরকত উঠে যায়

উক্ত বর্ণনা থেকে বিশেষ করে ব্যবসায়ী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যাদি বিক্রি করেন, পন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে খারাপ ও নষ্ট পণ্য চড়া দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করেন, তাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, **কিয়ামতের দিনের সুপারিশকারী, দোজাহানের মালিক-মুখতার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য তো বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু বরকত উঠে যায়।"

(কানযুল উম্মাল, ১৬ খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৬৩৭৬)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: "কসম পণ্য বিক্রয় করিয়ে দেয়, তবে বরকত উঠিয়ে দেয়।"

(বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৮৭)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: বরকত উঠে যাওয়া মানে আগামীতে ব্যবসায় পন্ড হয়ে যাওয়া অথবা ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেওয়া। অর্থাৎ আপনি যদি মিথ্যা কসম খেয়ে প্রতারণামূলক অন্যকে ত্রুটিপূর্ণ কোন পণ্য বিক্রি করে থাকেন, সে হয়ত একবারই প্রতারিত হবে, দ্বিতীয়বার কিন্তু আর আসবে না। কাউকে আসতেও দিবে না অথবা যে টাকাটা আপনি তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন তাতে বরকত হবে না। কারণ, হারাম উপার্জনে বরকত নেই।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

শুকরের মত লাশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'কাফন চোর'** নামক রিসালায় উল্লেখ রয়েছে: কোন এক সময় খলিফা আবদুল মলিকের কাছে ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় এক কাফন চোর এসে বলল: জাহাঁপনা! আমি একজন অত্যন্ত গুনাহ্গার ব্যক্তি। আমি জানতে চাই যে, আমার গুনাহ্ ক্ষমা হওয়ার কোন রাস্তা আছে কি না? খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ্ কি আসমান-জমিন থেকেও বড়? সে বলল: হ্যা! বড়। খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ্ কি লওহ ও কলম থেকেও বড়? সে বলল: হ্যা! বড়। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার গুনাহ কি আরশ ও কুরছি থেকেও বড়? জবাব দিল: হ্যা! বড়। খলিফা এবার বললেন: ভাই! তোমার গুনাহ তো **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত থেকে অবশ্যই বড় হবে না? এ কথা শোনার সাথে সাথে লোকটির মনের পূঞ্জীভূত বাধভাঙ্গা জোয়ার চোখের অশ্রু হয়ে অনর্গল ধারায় ঝরতে আরম্ভ করল। সে অঝোর নয়নে কান্না করতে লাগল্ খলিফা বললেন: এবার একটু জানতে পারি কি তোমার গুনাহ্টি কী? প্রশ্নের জবাবে সে বলল: হুযুর! আপনাকে বলতে আমার বড় লজ্জাবোধ হচ্ছে। তবু বলছি, এতে করে হয়ত আমার তাওবা করার কোন একটা সমাধান হয়ে যাবে। এই বলে সে তার অবাক করা কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। বলল: জাহাঁপনা! আমি হচ্ছি একজন কাফন চোর। আজ রাতে আমি পাঁচটি কবর হতে শিক্ষা অর্জন করেছি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অতঃপর লোকটি পাঁচটি কবরের শিক্ষামূলক অবস্থার কথা বর্ণনা করল। একটি কবরের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সে জানাল, কাফন চুরি করার উদ্দেশ্যে আমি যেই কবরটি খুঁড়লাম, দেখতে পেলাম হৃদয়-বিদারক এক দৃশ্য। দেখলাম, মুর্দার চেহারাটি শুকরের মুখের মত হয়ে গেছে। আর সে গলায় শিকলবদ্ধ ছিল। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, এ মিথ্যা কসম করত আর হারাম উপায়ে উপার্জন করত। (তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, ৬১২ পৃষ্ঠা)

অন্তরে কালো বিন্দু

খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কসম করে আর সাথে মাছির পাখা পরিমাণও মিথ্যা মিশিয়ে দেয়, তাহলে সেই কসমটি তার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত কালো একটি বিন্দু সৃষ্টি হয়ে থাকবে।"

(ইত্হাফুস সাদাতি লিয যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

কসম কেবল সত্যের উপরই করা যেতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাগ্রত হোন! কেঁপে উঠুন! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তা'আলার** শাস্তি সহ্য করার মত নয়। অতীতে মিথ্যা কসম করে থাকলে অতি শীঘ্রই তাওবা করে নিন। এ কথা ভালভাবে মনে রাখবেন যে, বিশেষ কারণে প্রয়োজন সাপেক্ষে কসম যদি করতেই হয়, তাহলে কেবল সত্য কসমই করবেন।

মুসলমানের কসম বিশ্বাস করে নেওয়া উচিৎ

কোন মুসলমান যদি আমাদের সামনে কোন বিষয়ে কসম করে তাহলে ভাল ধারণা রেখে আমাদের উচিৎ তার কসমকে বিশ্বাস করে নেওয়া। ইমাম শরফুদ্দীন নওয়াবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'মুসলমান ভাইয়ের কসমকে বিশ্বাস করা আর তা পূর্ণ করা মুস্তাহাব। শর্ত হল তাতে ফিত্না ইত্যাদির আশঙ্কা না থাকা।' (শরহে মুসলিম লিন নওয়াবী, ১৪তম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

তুমি চুরি করোনি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব মুনাযযাহি আনিল উয়ুব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(হযরত) ঈসা ইবনে মরিয়ম এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন: তুমি চুরি করেছ। সে বলল: যিনি ব্যতীত কোন মাবুদর নেই, তার কসম! কখনো না। তখন (হযরত) ঈসা বললেন: আমি **আল্লাহ্র** উপর ঈমান এনেছি আর আমি নিজেকে নিজে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম।" (সহীহ্ মুসলিম, ১২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৬৮)

মুমিন কীভাবে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম করতে পারে!

আল্লাহু আকবর! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কসমকারীর সাথে কীরূপ উদার আচরণ করলেন। প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ সেই কসমকারী লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর পবিত্র উদারতার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন: অর্থাৎ এই কসমের কারণে আমি তোমাকে সত্য জানলাম। কারণ, কোন মুমিন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে মিথ্যা কসম করতে পারে না। কেননা, তার হৃদয়-মনে **আল্লাহ্ তা'আলার** নামের মহত্ববোধ কাজ করে। আমি নিজের ভ্রান্ত ধারণা বলে মেনে নিচ্ছি যে, আমার চোখ ভুল দেখেছে। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কুরআন উঠানো কসম কি না?

পবিত্র কুরআনের কসম খাওয়া কসমই। অবশ্য কেবল কুরআন শরীফ উঠিয়ে কিংবা সামনে রেখে অথবা কুরআনে হাত রেখে কোন কথা বলা কসম নয়। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ১৩তম খন্ডের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মিথ্যা বিষয়ে পবিত্র কুরআনের কসম উঠানো জঘন্যতম গুনাহ্ কবীরা। সত্য বিষয়ে কুরআনুল করীমের কসম করাতে কোন গুনাহ্ নেই। প্রয়োজন সাপেক্ষে উঠাতেও পারবে। কিন্তু এটি কসমকে অত্যন্ত দৃঢ়তা দান করে। বিশেষ কোন কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ না করা উচিৎ। তাছাড়া ৫৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: হ্যাঁ, কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে কিংবা তাতে হাত রেখে কোন কথা বলা যদি শব্দগতভাবে কসম ও শপথের সাথে না হয়ে থাকে, তাহলে তা হলফে শরয়ী বা শরীয়াত সম্মত কসম হবে না। (অর্থাৎ কেবল কুরআন শরীফ উঠানো কিংবা তাতে হাত রাখাকে শরীয়াত মতে কসম আখ্যা দেওয়া যাবে না।) যেমন; কেউ বলল: 'আমি কুরআন শরীফে হাত রেখে বলছি, এমন এমন করব।' পরে সে তা করল না। তাই সেটি যেহেতু কসমই হয়নি, তাই কাফ্ফারা দিতে হবে না। وَ اللہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

দুইটি শিক্ষণীয় ফতোয়া

(১) মদ্যপায়ী কুরআন উঠিয়ে কসম করল, আবার ভেঙে দিল !!!

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ১৩তম খন্ডের ৬০৯ পৃষ্ঠায় এক মদ্যপায়ী সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করা হল: কোন ব্যক্তি চারজন ব্যক্তির সামনে কুরআন শরীফ উঠিয়ে শপথ করেছে যে, আগামীতে সে মদ পান করবে না। পরে কিন্তু পান করেছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

এই জিজ্ঞাসাটির বিস্তারিত জবাবের শেষের দিকে আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: সে যদি কুরআন উঠিয়ে কুরআনের নামে শপথ করে থাকে কিংবা **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে কসম করে থাকে, আর তা মুখে উচ্চারণ করে থাকে, পরে কসম ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যক, আর সে যদি কুরআন শরীফ উঠিয়ে কসম খেয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটি বড়ই জঘন্য। কারণ, সে কুরআন উঠিয়ে তার বিপরীত পুনরায় মদ পান করেছে। এতে করে বিষয়টি কুরআন শরীফের অবমাননা পর্যন্ত গড়িয়েছে। সে পবিত্র কুরআনের মহত্বের শানকে অপমাণিত করেছে। তাই এই জঘন্য কর্মকান্ডের জন্য (অর্থাৎ কসম শব্দ উচ্চারণ করেনি, কেবল কুরআন মজীদ উঠিয়েছে) কাফ্ফারা দিতে হবে না। বরং এ জন্য তার আবশ্যক যে, আর দেরি না করে তাওবা করে নেওয়া, আর সেই মন্দ কাজ (মদ পান করা) ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করা। অন্যথায় সে পুনরায় **আল্লাহ্ তা'আলার** পক্ষ থেকে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং জাহান্নামের আগুনের জন্য অপেক্ষা করুক, (নাউযু বিল্লাহ্) আর সে যদি মুখে কসম শব্দ উচ্চারণ না করে থাকে, বরং সেই কুরআন উঠানোকেই কসম হিসাবে সাব্যস্ত করে থাকে, তাহলে সেই কসমের বিধানও সে রকমই। অর্থাৎ কাফ্ফারা নেই। বরং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অপেক্ষা করুক।

(২) মিথ্যা শপথকারীকে জাহান্নামের টগবগ করা সমুদ্রে ডুবানো হবে

প্রশ্ন: মিথ্যা কসম করার কারণে কি কাফ্ফারা দিতে হবে? একই সময়ে যদি কয়েক বার করে **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে মিথ্যা কসম করে থাকে, তাহলে কাফ্ফারা কি একবারই দেবে? না কি প্রতিবারের কসমের জন্য একটি একটি করে দিবে?

উত্তর: অতীতের কোন বিষয়ে জেনে-শুনে মিথ্যা কসম করাতে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। এ রকম মিথ্যা কসমের শাস্তি হচ্ছে, তাকে জাহান্নামের ফুটন্ত সমুদ্রে ডুব দেওয়ানো হবে, আর যদি ভবিষ্যতের কোন বিষয় নিয়ে কসম করে থাকে, আর তা পূরণ না করে থাকে, তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে। একবার কসম করলে কাফ্ফারা একবার দিবে। দশবার করলে দশবার।

وَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَعۡلَمُ

অত্যাধিক কসম করার নিষেধাজ্ঞা

২য় পারার সূরা বাকারার ২২৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন :

وَلَا تَجۡعَلُوا اللّٰہَ عُرۡضَۃً لِّاَیۡمَانِکُمۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং **আল্লাহ্**কে তোমাদের শপথগুলোর (এ মর্মে) নিশানা বানিয়ে নিওনা।"

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উক্ত আয়াতের টীকায় লিখেছেন: কিছু মুফাস্সির এও বলেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা অধিক হারে কসম খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়। (হাশিয়াতুস সাবী, ১ম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম নাখাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেছেন: 'ছোট বেলায় আমারা কখনো কসম ও ওয়াদা করলে আমাদের মুরব্বীরা আমাদের পিটাতেন।'

(সহীহ্ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৫১)

তু ঝুটি কসমো ছে মুঝ কো সদা বাচা ইয়া রব!
না বাত বাত পে খাওঁ কসম খোদা ইয়া রব।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কসম সম্পর্কিত ১৫টি মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'** ২য় খন্ডের ২৯৮ থেকে ৩১১ এবং ৩১৯ পৃষ্ঠা হতে কসম ও কাফ্ফারা সংক্রান্ত ১৫টি মাদানী ফুল পেশ করছি (প্রয়োজনে কোন কোন স্থানে পরিবর্তন করা হয়েছে)।

কথায় কথায় কসম করা উচিত নয়

(১) কসম করা জায়েয। কিন্তু যতটুকু সম্ভব কম করা উত্তম। কথায় কথায় কসম করা উচিত নয়। কেউ কেউ তো কসমকে কথার অংশ বানিয়ে ফেলেছে। (অর্থাৎ কথার ফাঁকে ফাঁকে কসম করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে)। অর্থাৎ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের মুখ হতে কসম বের হতেই থাকে। সে এতটুকু খেয়ালও করে না যে, তার কথাটা কি সত্য না মিথ্যা। এ খুবই দোষণীয় বিষয়, আর **আল্লাহ্ তা'আলা** ব্যতীত অন্য কোন নামে কসম করা মাকরূহ্। শরীয়াতে তা কসমও না। অর্থাৎ এ ধরনের কসম ভঙ্গ করাতে কাফ্ফারাও দিতে হয় না।

ভুলে কসম করে ফেললে?

(২) ভুলবশতঃ কসম খেয়ে বসল, যেমন: বলতে চেয়েছিল, 'পানি নাও, পানি পান করব।' কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ ভুলে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, **'আল্লাহ্‌র কসম,** আমি পানি পান করব।' এমতাবস্থায় এটিও কসমই হয়ে গেল। ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

(৩) কসম কেউ নিজে থেকে ভঙ্গ করুক, কিংবা কারো চাপের মুখে, ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গুক বা অনিচ্ছায় বা ভুলে, সর্বাবস্থায় কাফ্ফারা দিতে হবে। বরং বেহুশি বা মাতাল অবস্থাতেও যদি কসম ভঙ্গ করে তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, যখন সে হুশ অবস্থায় কসম খেয়ে থাকে এবং বে-হুশ অবস্থায়, পাগল অবস্থায় কসম খেয়ে থাকলে কসম হবে না, কারণ! কসমে আকল (বুদ্ধি) শর্ত, আর সে বুদ্ধিমান নয়। (তাবঈনুল হাকায়িক, ৩য় খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

এমন কতগুলো শব্দ যেগুলো দিয়ে কসম হয় না

(৪) এসব শব্দ কসম নয়, যদিও এগুলো বলাতে গুনাহ্‌গার হবে, যদি সে তার কথায় মিথ্যুক হয়ে থাকে: আমি যদি এরূপ করি, তাহলে আমার উপর **আল্লাহ্‌ তা'আলার** গজব হবে। খোদার লানত পড়ুক। আমার উপর আসমান ভেঙ্গে পড়বে। আমি মাটিতে ধ্বসে যাব। আমার উপর খোদার শাস্তি হবে। **রাসুলুল্লাহ্‌** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফাআত মিলবে না। আমার **আল্লাহ্‌র** দিদার নসিব হবে না। মরার সময় কলেমা নসিব হবে না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

চার প্রকারের কসম

(৫) কিছু কসম এমন যে, সেগুলো পূর্ণ করা আবশ্যক। যেমন: কোন ব্যক্তি এমন কোন বিষয়ে কসম করল, যে বিষয়টি কসম না করলেও তার উপর করা আবশ্যক ছিল অথবা সে গুনাহ্‌ হতে বাঁচার কসম করল (অথচ কসম না করলেও গুনাহ্‌ থেকে এমনিতেই বাঁচা আবশ্যক) এমতাবস্থায় কসমটিকে সত্যে পরিণত করা তার উপর আবশ্যক। যেমন: (সে বলল) খোদার কসম, আমি যোহরের নামায পড়ব। অথবা বলল: **আল্লাহ্‌র** কসম, আমি চুরি, যেনা করব না। **কসমের দ্বিতীয়** প্রকার হল সেটি ভঙ্গ করে দেওয়া আবশ্যক। যেমন: কেউ গুনাহ্‌ করার কিংবা ফরজ-ওয়াজিব জাতীয় কোন কাজ না করার কসম করল। তাহলে সে অবশ্যই কসম ভঙ্গ করবে। **তৃতীয় প্রকার** কসম হল সেটি ভঙ্গ করে দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন: সে এমন কোন বিষয়ে কসম করল, যেটি ভঙ্গ করলে মঙ্গল বেশি রয়েছে। তাহলে এমন কসম ভেঙ্গে দিয়ে সেটিই করবে যা এর চেয়ে মঙ্গলজনক। **চতুর্থ প্রকার** হল সে মুবাহ্‌ কোন বিষয়ে কসম করল। অর্থাৎ যেটি করা আর না করা সমান কথা। এমতাবস্থায় কসম রক্ষা করা উত্তম। (আল মাবসুত লিস সরখ্‌সী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

(৬) **আল্লাহ্‌ তা'আলার** যে সমস্ত নাম আছে সেগুলোর যে কোন একটির উপর কসম করলে কসম হয়ে যাবে। কথাবার্তায় সেসব নামের কসম করা হোক বা না হোক। যেমন: **আল্লাহ্‌র** কসম, খোদার কসম, রহমানের কসম, রহীমের কসম, পরওয়ারদিগারের কসম। এমনিভাবে **আল্লাহ্‌ তা'আলার** যে সমস্ত গুণাবলীর কসম খাওয়া যায় খেল, কসম হয়ে যাবে। যেমন: **আল্লাহ্‌ তা'আলার** ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম, **আল্লাহ্‌ তা'আলার** কিবরিয়ায়ির কসম, **আল্লাহ্‌র** মহত্বের কসম, **আল্লাহ্‌র** বড়ত্বের কসম, **আল্লাহ্‌র** মহানত্বের কসম, **আল্লাহ্‌র** কুদরত ও কুওয়তের কসম, কুরআনের কসম, কালামুল্লাহ্‌র কসম ইত্যাদি। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

(৭) এসব শব্দ ব্যবহার করলেও কসম হয়ে যাবে: আমি শপথ করছি, আমি কসম করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি **আল্লাহ্‌কে** সাক্ষী রেখে বলছি, আমার উপর কসম, لَا اِلٰهَ اِلَّا الله আমি এ কাজ করব না। (প্রাগুক্ত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এমন কসম যা ভেঙ্গে দেওয়াতে কুফরের সম্ভাবনা রয়েছে

(৮) আমি যদি এ কাজটি করি কিংবা করেছি তাহলে আমি ইহুদী, খ্রীষ্টান, কাফির, কাফেরের দলের, মৃত্যু কালে ঈমান নসিব হবে না, বে-ঈমান মরব, কাফির হয়ে মরব, আর এ ধরনের উচ্চারণ অত্যন্ত জঘন্য। কারণ, সে যদি মিথ্যা কসম করে থাকে কিংবা কসম ভঙ্গ করে থাকে, তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে সে কাফির হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এ ধরনের মিথ্যা কসম করে তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে: "সে তেমনই যেমন সে বলেছে। অর্থাৎ ইহুদী হওয়ার কসম করলে ইহুদী হয়ে গেছে।" এমনিভাবে সে যদি বলে: **আল্লাহ্** জানেন যে, আমি এমনটি করিনি। অথচ সে তা মিথ্যা বলেছে। এমতাবস্থায় অধিকাংশ আলিমে দ্বীনের মত অনুযায়ী সে কাফির হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

কোন বিষয় বা বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া

(৯) যে ব্যক্তি কোন বিষয় বা বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেয়, যেমন বলে: 'অমুক জিনিসটি আমার জন্য হারাম', এরূপ বলে দেওয়াতে সে জিনিসটি তার জন্য হারাম হবে না। কারণ, যে বস্তু স্বয়ং **আল্লাহ্ তা'আলা** হালাল করে দিয়েছেন, কে তা হারাম করতে পারে? কিন্তু যে জিনিসটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছে, সেটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ, এটিও কসম। (তাবঈনুল হাকায়িক, ৩য় খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা) 'তোমার সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম' এটিও কসম। কথা বলতে গেলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা কসম নয়

(১০) **আল্লাহ্** ব্যতীত অপর কারো নামে কসম কসমই নয়। যেমন: তোমার কসম, আমার কসম, তোমার প্রাণের কসম, আমার জীবনের কসম, তোমার মাথার কসম, আমার মাথার কসম, চোখের কসম, যৌবনের কসম, মাতা-পিতার কসম, সন্তানের কসম, ধর্মের কসম, মাজহাবের কসম, ইলমের কসম, কাবার কসম, **আল্লাহ্**র আরশের কসম, **আল্লাহ্**র রাসুলের কসম। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

(১১) '**আল্লাহ্** এবং রাসুলের কসম এ কাজটি করব না' এটি কসম নয়।

(প্রাগুক্ত, ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অন্যকে কসম দেওয়ানো কসম নয়

(১২) 'আমি যদি এরূপ করে থাকি, তাহলে কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাব' বলা কসম। আর যদি বলে, 'আমি এ কাজটি করলে কাফির আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে' কসম নয়।

(প্রাগুক্ত, ৫৮ পৃষ্ঠা)

(১৩) অপরকে কসম দেওয়ানোতে কসম হবে না। যেমন: বলল, 'তোমাকে খোদার কসম দেওয়ালাম, এ কাজটি করবে' এতে যাকে কসম দেওয়ানো হল তার পক্ষ থেকে কসম হবে না। অর্থাৎ কাজটি না করার কারণে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না।[১] (প্রাগুক্ত, ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা)

(১৪) এ ক্ষেত্রে একটি নীতি মনে রাখতে হবে যে, কসমের ব্যাপারে যে বিষয়টি সর্বদা গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হল কসমের শব্দগুলো থেকে সেই অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে, স্থানীয় জনগণ সেই শব্দগুলোকে যে অর্থে ব্যবহার করে থাকে। যেমন: কেউ কসম করল, 'আমি কোন ঘরে যাব না'। অথচ সে মসজিদে বা কাবা শরীফে গেল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না, যদিও এগুলোও ঘরই। এভাবে গোসল খানায় গেলেও কসম ভঙ্গ হবে না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

কসমে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নেই

(১৫) কসমে শব্দেরই গুরুত্ব হবে। এর গুরুত্ব হবে না যে, এই কসম দ্বারা উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ শব্দগুলোর অর্থ গ্রহণ করা হবে স্থানীয়ভাবে কথাবার্তায় যে অর্থে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় তা। কসমকারীর নিয়্যত বা উদ্দেশ্য গুরুত্ব পাবে না। যেমন: কেউ কসম করল, 'অমুকের জন্য এক পয়সার কোন জিনিস আমি কিনব না'। অথচ সে এক টাকার জিনিস কিনল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবেনা। অথচ তার কথার উদ্দেশ্য এই হয় যে, না পয়সার কিনব না টাকার। কিন্তু যেহেতু শব্দগুলো দিয়ে এই মর্ম বুঝা যায় না, তাই সেটির গুরুত্ব হবে না। অথবা কেউ কসম করল, 'আমি দরজার বাইরে যাব না'। সে কিন্তু দেওয়াল ভেঙে বা সিঁড়ি লাগিয়ে বের হল। তাহলে কসম ভাঙ্গেনি। যদিও তার কথার উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, ঘর থেকে বাইরে যাব না।

(দুররে মুখতার রদ্দুল মুখতার, ৫ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

এরই আলোকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এক ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। যেমন:

---

[১] এক ব্যক্তি কারো কাছে গেল ঐ ব্যক্তি উঠতে চাইল, আগত ব্যক্তি বলল: খোদার উঠবেন না আর (যাকে বললেন) ঐ ব্যক্তি দাড়িয়ে গেলেন, তবে ঐ শপথকারীর উপর কাফ্ফারা দিতে হবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

ডিম না খাওয়ার কসম করল

এক ব্যক্তি কসম করল, 'আমি ডিম খাব না'। সে আবার কসম করল, 'অমুক ব্যক্তির পকেটে যা আছে তা আমি অবশ্যই খাব।' দেখা গেল তার পকেটে ডিমই ছিল। কোটি কোটি হানাফীদের মহান কর্ণধার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন: এই ডিমটিকে কোন মুরগির নিচে রেখে দিন। যখন বাচ্চা বের হয়ে আসবে, তখন সেটিকে ভুনে খেয়ে নিবেন। কিংবা রান্না করে ঝোলসহ খেয়ে নিবেন। (এভাবে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে)। (আল খাইরাতুল হিসান, ১৮৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !

কসমের কতিপয় শব্দ

কেউ যদি 'وَاللهِ بِاللهِ تَاللهِ' বলে তাহলে তিনটি কসম হয়ে গেছে। 'বখোদা' কসম। 'বহলফে শরয়ী বলছি', '**আল্লাহ্**কে হাজির নাজির জেনে বলছি', '**আল্লাহ্**কে সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা জেনে বলছি', By God এসব কসমেরই শব্দ। **আল্লাহ্**কে হাজির নাজির জেনে বলছি এ ধরনের কথাতে কসম অবশ্য হয়ে যাবে কিন্তু **আল্লাহ্**কে 'হাজির নাজির' বলা নিষেধ।

ছরকারে মদীনা ﷺ এর কসমের শব্দাবলী

নবী করীম হুযুর পুর নূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই "وَمُقَلِّبَ الْقُلُوْب" 'ওয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুব' (অন্তর সমূহ পরিবর্তনকারীর নামে কসম), "وَالْذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ" 'ওয়াল্লাযী নফসী বি ইয়াদিহী' (যাঁর কুদরতের হাতে আমার জীবন তাঁর কসম) এই শব্দাবলী দিয়ে কসম করে থাকতেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বাধিক যে শব্দাবলী দিয়ে কসম করতেন তা হল, مُقَلِّبَ الْقُلُوْب মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুব' (অর্থাৎ অন্তর সমূহ পরিবর্তনকারীর নামে কসম)। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২১৭)

নবী করীম ﷺ এর নামে কসম

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**মলফুজাতে আ'লা হযরত**' কিতাবের ৫২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর নিকট আবেদন করা হয়, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে কসম করে ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে কি না? জবাবে তিনি ইরশাদ করেছেন: না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

পিতার নামে কসম করা কেমন?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে **আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরোহী অবস্থায় সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি (ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) আপন পিতার কসম করছিলেন। এমতাবস্থায় **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্** তোমাকে পিতার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করে তাহলে সে যেন **আল্লাহ্**র নামেই কসম করে, না হয় চুপ থাকে।" (সহীহ্ বুখারী, ৪ খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৪৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه উক্ত হাদীসে পাকের টীকায় বলেছেন: অর্থাৎ **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম করা নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু আরবরা সাধরণতঃ পিতা ও পিতামহের নামে কসম করে থাকত, তাই সেটির উল্লেখ হয়েছে। **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা মাকরূহ্। (মিরকাতুল ক্ষমাতীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্**র নামে মানে **আল্লাহ্**র সত্তাবাচক ও গুণবাচক নামসমূহের নামে। অতএব, কুরআন শরীফের নামে কসম করা জায়েয। কারণ, কুরআন মজীদ **আল্লাহ্**রই কালাম, আর **আল্লাহ্**র কালাম **আল্লাহ্**র গুণই। কুরআন শরীফে যুগ, আঙ্গুর, যাইতুন ইত্যাদির নামে কসম উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো শরয়ী কসম নয়। তাছাড়া এসব বিধি-বিধান আমাদের উপরই প্রযোজ্য; **আল্লাহ্ তা'আলা**র উপর নয়। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ১৯৪. ১৯৫ পৃষ্ঠা)

কসমকালে اِنْ شَآءَ الله বললে কসম হবে কি না?

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: কসমে اِنْ شَآءَ الله বললে সেই কসম পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। শর্ত হল اِنْ شَآءَ الله বলাটা তার কসমের শব্দের সাথে সংযুক্ত থাকে, আর সংযুক্ত না থেকে যদি আ'লাদা হয়ে থাকে, যেমন: কসম করে চুপ হয়ে গেল কিংবা মাঝখানে অন্য কোন কথাবার্তা বলল: এরপর اِنْ شَآءَ الله বলল: তাহলে কসম বাতিল হবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৫ম খন্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কসম করে আর সেই সাথে اِنْ شَآءَ الله জুড়ে দেয়, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৩৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه উক্ত হাদীসের টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ কসমের সাথে اِنْ شَآءَ الله জুড়ে দেয়। সার কথা হল, যদি ওয়াদা কিংবা কসমের সাথে সম্পৃক্ত করে اِنْ شَآءَ الله বলে, তাহলে এর বিপরীত করাতে গুনাহ্ হবে না, কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

বড় বড় গোঁফধারী বদমাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আপনিও আপনার শহরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন। এসব ইজতিমার বরকতে কেমন কেমন বিগড়ে যাওয়া লোকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেছে, তার একটি ঝলক এই মাদানী বাহার হতে বুঝে নিন। যেমন: দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগ আলিমে দ্বীন বলেন: ১৯৯৫ সনে জনৈক ব্যক্তি যার নামে ১১টি ডাকাতির মামলা রয়েছে, যাতে একটি হত্যা মামলাও রয়েছে, এক বৎসরকাল জেলখানায়ও বন্দী ছিল। মহকুমায় চাকুরিও ছিল। বেতন ছিল ৩০০০। সে কিন্তু অবৈধ পন্থায় যেমন: গাছ বিক্রি করে, মদ ইত্যাদি বিক্রি করে মাসে ১০,০০০ পর্যন্ত উপার্জন করত। তার বড় বড় গোঁফ ছিল। দেখলে ভয় সৃষ্টি হত। একদা আমি **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিই। সে কিন্তু আমার দাওয়াত নাকচ করে দেয়। আমি সাহস হারায়নি। সময়ে সময়ে তাকে দাওয়াত দিতে থাকলাম। অবশেষে কম বেশি দুই বৎসর পর সে দাওয়াত কবুল করে নিল, আর সে রিভলবার (অস্ত্র) সহ ইজতিমায় যোগ দিল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আমারই বয়ান ছিল। তাও ছিল জাহান্নামের শাস্তি সংক্রান্ত। জাহান্নামের ধ্বংসাত্মকতা সম্পর্কে শুনে প্রচন্ড শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও সেই বদমাশটি ঘামে ভিজে গেল। ইজতিমার পরে সে কান্না করতে রইল আর বলতে রইল, হায়! আমার কী অবস্থা হবে। আমি তো অনেক অনেক গুনাহ করেছি। অতঃপর সে তিন দিন জ্বরে ভুগছিল। সে নিজের গুনাহের আধিক্য বুঝতে পেরেছিল। সে তাওবা করে নিল। নামাযও পড়তে লাগল। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে সে আবার ইজতিমায় আসার সৌভাগ্য অর্জন করল। জান্নাতের বিষয়ে বয়ান শুনে তার আগ্রহ জাগল। ধীরে ধীরে সে মাদানী রঙে রঙ্গিন হতে লাগল। এমনকি সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। সে ঘর হতে টিভি বের করে ফেলল। (কেননা তাতে কেবল গুনাহপূর্ণ চ্যানেলগুলো দেখা হয়ে থাকত, মাদানী চ্যানেল তখনও আরম্ভ হয়নি)। সে দাঁড়ি ও সবুজ পাগড়ী পরার সৌভাগ্যও অর্জন করে নিল। এই বয়ান দেয়ার সময়কালে সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে লিপ্ত সাংগঠনিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে খোদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশের দায়িত্বে রত আছে।

আগর চোর ডাকু ভি আ জায়েঙ্গে তো
সুধর জায়েঙ্গে গর মিলা মাদানী মাহল।
গুনাহগারো আও সিয়া কারো আও
গুনাহোঁ কো দেগা ছোড়া মাদানী মাহল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কসমের হিফাজত করবেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত কুরআন শরীফ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'**-এর ৫১৬ থেকে ৫১৭ পৃষ্ঠায় ১৪ পারার সূরাতুন নাহালের ৯১ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَیْكُمْ كَفِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۹۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “এবং **আল্লাহ্**র ওয়াদা পূর্ণ করো, যখন পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও এবং শপথগুলোকে দৃঢ়করে ভঙ্গ করোনা; এবং তোমরা **আল্লাহ্**কে নিজেদের উপর জামিন করেছো, নিশ্চয় **আল্লাহ্** তোমাদের কাজ সম্পর্কে জানেন।”

৭ম পারার সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন: وَاحْفَظُوْۤا اَیْمَانَكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “এবং স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর।”

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَیْهِ তাফসীর খাযায়িনুল ইরফানে উক্ত আয়াতের টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ সেগুলো পূর্ণ করবে, যদি এতে শরীয়াত মতে কোন অসুবিধা না থাকে, আর হিফাজতের আওতায় এও যে, কসম করার অভ্যাস বাদ দিয়ে দেওয়া।

উত্তম কাজ করার জন্য কসম ভঙ্গ করা

হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেছেন: “আমার কাছে এক ব্যক্তি ১০০ দিরহাম চাইতে এল। আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম: তুমি তো আমার কাছে শুধু ১০০ দিরহাম চেয়েছ। অথচ আমি হচ্ছি হাতিম তাঈর পুত্র। **আল্লাহ্**র কসম আমি তোমাকে দেব না। অতঃপর আমি বললাম: আমি যদি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটি না শুনতাম যে, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করল, অতঃপর সে তার চেয়ে উত্তম কিছুর ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সে সেই উত্তম কাজটিই করবে। অতএব, আমি তোমাকে ৪০০ দিরহাম দিব।”

(সহীহ মুসলিম, ৮৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৫)

উত্তম কাজের জন্য কসম ভঙ্গ করা জায়েয কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম কোন কাজের জন্য কসম ভঙ্গ করার অনুমতি অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ভঙ্গ করার পর কাফ্ফারা দিতে হয়। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল আহওয়াছ আওফ বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন: আমি আরজ করলাম: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! মেহেরবানী করে ফয়সালা দিন, আমি আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে কিছু চাইতে গেলে, সে আমাকে দেয় না। আত্মীয়তার সম্পর্কও রক্ষা করে না। কিন্তু সে যখন তার কাছে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন সে আমার নিকট আসে। আমার কাছে কিছু চায়। আমি কসম করে নিয়েছি যে, আমি তাকে কিছু দিব না, তার সাথে সম্পর্কও রাখব না। তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে আদেশ দিলেন: যে কাজটি উত্তম সেটিই যেন আমি করি আর আমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দিই। (সুনানে নাসাঈ, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৯৩)

অত্যাচারমূলক কষ্ট দেয়ার জন্য কসম করে ফেলল, এবার কী করবে?

কাউকে যদি অত্যাচারমূলক কষ্ট দেয়ার জন্য কসম করে থাকে, তাহলে সেই কসমটি পূর্ণ করা গুনাহ। সেই কসমের বদলায় কাফফারা দিয়ে দিতে হবে। যেমন: বুখারী শরীফে রয়েছে: **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন ব্যক্তি যদি আপন পরিবারের কাউকে কষ্ট এবং ক্ষতি করার জন্য কসম করে, তাহলে তাকে কষ্ট দেওয়া আর কসম পূর্ণ করা, **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট সেই কসমের বদলায় কাফ্ফারা (যা **আল্লাহ্** তার উপর ধার্য করে দিয়েছেন তা) দিয়ে দেওয়ার তুলনায় জঘন্য গুনাহ।"

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬২৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩তম খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ঘরের অধিবাসীদের কারো হক বিনষ্ট করার জন্য কসম করে বসে, যেমন: বলে, 'আমি আমার মায়ের খেদমত করব না' বা 'পিতার সাথে কথাবার্তা বলব না' এমন কসমগুলো পূর্ণ করা গুনাহ। তার উপর ওয়াজিব এমন কসম ভঙ্গ করে দেওয়া, আর পরিবারের হকসমূহ আদায় করা। মনে রাখবেন! এখানে উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই কসমটি পূর্ণ না করাও গুনাহ্, কিন্তু পূর্ণ করা অধিক গুনাহ্। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এমন কসম পূর্ণ করা খুবই বড় গুনাহ্। পক্ষান্তরে পূর্ণ না করা সাওয়াবের কাজ। যদিও কসম ভঙ্গ করাতে **আল্লাহ্ তা'আলার** নামের অপমান হয়ে থাকে। তাই তো কাফ্ফারা ওয়াজিব হচ্ছে। এ ব্যাপারে কসম ভঙ্গ না করা বরং অধিক গুনাহেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

তালাকের কসম করা ও করানো কেমন?

কারো কাছ থেকে তালাকের কসম নেওয়া মুনাফিকের আ'লামত। যেমন: কাউকে এভাবে বলা: 'তুমি কসম কর, আমি যদি অমুক কাজটি করে থাকি, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে'। এমনকি আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার'** ১৩ তম খন্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় হাদীস পাক উল্লেখ করেছেন: "কোন মুমিন তালাকের কসম করে না, আর তালাকের কসম কেবল মুনাফিকরাই নিয়ে থাকে।" (ইবনে আসাকির, ৫৭তম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

কসমের কাফ্‌ফারা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ২৩৫ পৃষ্ঠায় সূরা মায়িদার ৮৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۸۹﴾

(পারা: ৭, সূরা: আল মায়িদা, আয়াত: ৮৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ভুল শপথের কারণে পাকড়াও করবেন না, অবশ্য সেসব শপথের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন, যেগুলো তোমরা সুদৃঢ় করেছ; এমন শপথের কাফ্‌ফারা হল দশজন মিসকিনকে আহার করানো, নিজের পরিবারের লোকদের যা আহার করাও তার মধ্যম মানের অথবা তাদের কাপড় দান করা কিংবা একজন গোলাম আযাদ করা। যে ব্যক্তি এসবে সক্ষমতা রাখে না সে তিন দিনের রোযা রেখে দেবে। এ হল তোমরা যখন কসম করবে তোমাদের শপথসমূহের কাফ্‌ফারা এবং স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো। এভাবে **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"

কসমের কাফ্‌ফারার ১৩টি মাদানী ফুল

কাফ্‌ফারার জন্য কসমের শর্তসমূহ

(১) কসমের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো পাওয়া না গেলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। যে কসম করবে তাকে ❁ মুসলমান হতে হবে, ❁ বিবেকবান হতে হবে এবং ❁ প্রাপ্ত-বয়স্ক হতে হবে। কাফেরের কসম কসম নয়। অর্থাৎ কেউ (ঈমান আনার পূর্বে) কাফির থাকা অবস্থায় কসম করল, পরে ইসলাম গ্রহণ করল, তাহলে সে কসম ভঙ্গ করলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না, আর **আল্লাহ্‌র** পানাহ! কেউ যদি কসম করার পর মুরতাদ হয়ে যায় (প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে) তাহলে তার কসম বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে যদি পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে এবং কসম ভঙ্গ করে এমতাবস্থায় কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। ❁ কসমের আরও শর্ত এই, যে বিষয়ে কসম করা হয়েছে তা সম্ভবপর বিষয় হওয়া। অর্থাৎ ধারণা যাকে সম্ভাবনাময় বলে সাব্যস্ত করে, যদিও তা অস্বাভাবিক হয়ে থাকে এবং ❁ কসম ও যে বিষয়ে কসম করেছে উভয়টি একসাথে বলে থাকে। মাঝখানে সময়ের ব্যবধান থাকলে কসম হবে না। যেমন: ধরুন, কেউ তাকে বলতে বাধ্য করল যে, 'বল, **আল্লাহ্‌র কসম**'! সে বলল: '**আল্লাহ্‌র কসম**'! তাকে বলতে বলা হল: 'বল আমি অমুক কাজটি করব'। সে তাই বলল। এভাবে কসম সাব্যস্ত হবে না।

(ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

কসমের কাফ্‌ফারা

(২) গোলাম আযাদ করা। কিংবা ১০ জন মিসকিনকে আহার করানো। অথবা তাদের পোষাক পরানো। অর্থাৎ এ তিনটির যে কোন একটির অনুমতি রয়েছে। (তাব্‌ঈনুল হাকায়িক, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা) (**মনে রাখবেন!** কাফ্‌ফারা সেসব কসমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে কসম ভবিষ্যতের জন্য করা হবে, অতীত কালের জন্য কিংবা বর্তমানের জন্য করা কসমের কোন কাফ্‌ফারাই নেই। যেমন; কেউ বলল: '**আল্লাহ্‌র কসম,** গত কাল আমি এক গ্লাসও ঠান্ডা পানি পান করিনি'। বাস্তবে সে যদি পান করে থাকে, স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি মিথ্যা কসম করে থাকে, তাহলে সে গুনাহ্‌গার হয়েছে। তাওবা করবে। কাফ্‌ফারা দিবে না)।

কাফ্‌ফারা আদায় করার পদ্ধতি

(৩) ১০ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে আহার করাতে হবে। যে মিসকিনগুলোকে সকাল বেলায় আহার করানো হয়েছে, সন্ধ্যা বেলায় তাদেরকেই আহার করাবে। অপর দশজনকে আহার করালে কাফফারা আদায় হবে না। এ হতে পারে যে, ১০ (দশ) জনকে একই দিনে (দুই বেলা) আহার করিয়ে দেবে। কিংবা প্রত্যহ ১ (এক) জন করে (দুই বেলা) খাওয়াবে। নতুবা ১ (এক) জনকেই ১০ (দশ) দিন ধরে উভয় বেলা খাওয়াবে। যেসব মিসকিনকে আহার করাবে, তাদের মধ্যে কেউ যেন শিশু না থাকে।

আহার করানোতে অবাধ (খাওয়ার পূর্ণ অধিকার) ও মালিকানা দান করা। (অর্থাৎ ইচ্ছা হলে খাবে, ইচ্ছা হলে নিয়ে যাবে উভয় হতে পারবে)। এও হতে পারে যে, খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' করে গম কিংবা এক সা' করে যব অথবা এর মূল্য ধরে টাকা দিয়ে দিবে। (এক সা' হল ৪ কেজি থেকে ১৬০ গ্রাম কম আর অর্ধ সা' হল ২ কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম)। না হয়, ১০ দিন যাবৎ একজন মিসকিনকে প্রত্যহ সদকায়ে ফিতরের (ফিতরার) সমপরিমাণ দিয়ে দিবে। এমনও পারবে যে, কয়েকজনকে খাওয়াবে এবং বাকীদেরকে দিয়ে দিবে। মোটকথা হল, এর (কাফ্ফারা আদায় করার) সব কটি নিয়ম ও ধরন সেখান থেকেই (অর্থাৎ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের দ্বিতীয় খন্ডের ২০৫ থেকে ২১৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত (যিহারের) কাফ্ফারা সম্পর্কিত বর্ণনা থেকে) জেনে নিন। পার্থক্য কেবল এই যে, সে ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যিহারের কাফ্ফারায়) ৬০ জন মিসকিনের কথা উল্লেখ রয়েছে, আর এ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কসমের কাফ্ফারায়) ১০ জনের। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৫ম খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারার জন্য নিয়্যত শর্ত

(৪) কাফ্ফারা আদায় হবার জন্য নিয়্যত শর্ত। নিয়্যত ছাড়া আদায় হবে না। অবশ্য যা মিসকিনকে দেওয়া হল, দেওয়ার সময় নিয়্যত করা হয়নি, কিন্তু তা এখনও তার নিকট বিদ্যমান আছে, এখন যদি নিয়্যত করে নেয়, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। যেমন; যাকাতের বেলায় ফকিরকে দেওয়ার পর নিয়্যত করাতে একই শর্ত। অর্থাৎ এখনও সেই জিনিসটি ফকিরটির নিকট বিদ্যমান আছে, তাহলে নিয়্যত কাজে আসবে, নতুবা না। (হাশিয়াতুত তাহতাভী আ'লাদ দুররিল মুখতার, ২য় খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

(৫) রমজান মাসে কেউ কাফ্ফারার আহার করাতে চাইলে সন্ধ্যা ও সাহ্‌রী উভয় বেলাতেই করাবে। অথবা ১ জন মিসকিনকে ২০ দিন পর্যন্ত সন্ধ্যা বেলায় আহার করাবে। (আল জাওহারাতুন নাইয়িরা, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারায় ৩টি রোযার অনুমতি কখন?

(৬) যদি গোলাম আযাদ করার কিংবা ১০টি মিসকিনকে আহার করানোর অথবা পোষাক দান করার তৌফিক না থাকে, তাহলে লাগাতার ৩টি রোযা রেখে দিবে। (প্রাগুক্ত)

কাফ্ফারা আদায় কালের অবস্থাই ধর্তব্য যে, রোযা রাখবে কি না ...

(৭) সেই সময়ের অপারগতাই গ্রহণযোগ্য, যে সময়ে কাফ্ফারা আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে। যেমন: ধরুন, যে সময়ে সে কসম ভঙ্গ করেছিল তখন সে সম্পদশালী ছিল, কিন্তু যখন কাফ্ফারা আদায় করবার ইচ্ছা করছে তখন সে (সম্পদহীন বা) অভাবী হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে। পক্ষান্তরে (কসম) ভঙ্গ করার সময় সে অভাবী ছিল, আর এখন (কাফ্ফারা আদায় করার সময়) সে সম্পদশালী হয়ে গেছে, তাহলে রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে না। (আল জাওহারাতুন নাইয়িরা, ২৫৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

কাফ্ফারার ৩টি রোযাই লাগাতার রাখা আবশ্যক

(৮) ৩টি রোযা এক সাথে (একটির পর একটি করে) না রাখলে অর্থাৎ মাঝখানে বিরতি দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না, যদিও একান্ত অপারগ হয়েও মাঝখানে বিরতি হয়ে থাকে। এমনকি কোন মহিলা যদি হায়েজপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার পূর্বে রাখা রোযা ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর নতুন সূত্রে লাগাতার ৩টি রোযা রাখতে হবে। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

(৯) রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করার ক্ষেত্রে শর্ত হল, ৩টি রোযা শেষ হওয়ার এই (৩ দিনের) সময় কালে সম্পদ হস্তগত না হওয়া। যেমন: ধরুন, দুইটি রোযা রাখার পর এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার হস্তগত হল যে, সে কাফ্ফারা দিয়ে দিতে পারবে। এমতাবস্থায় রোযার মাধ্যমে সে কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে না। বরং সে যদি তৃতীয় রোযাও রেখে ফেলে আর সূর্যাস্তের পূর্বে সে সম্পদ পায়, তাহলে রোযা যথেষ্ট নয়। যদিও সে এমনভাবে সম্পদের মালিক হয়, সে যে ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে এমন লোকটি মারা গেল, আর সে পরিত্যক্ত সম্পত্তি এতটুকু পাবে, তা দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা যাবে। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারার রোযার নিয়্যতের দুইটি বিধান

(১০) ঐ রোযাগুলোর নিয়্যত রাতেই করে নিতে হবে, এটি শর্ত। এও শর্ত যে, কাফ্ফারার নিয়্যত হতে হবে। শুধু রোযার নিয়্যত করলেই হবে না। (মাবসূত, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে আদায় হবে না

(১১) কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা নেই। তাছাড়া দিয়ে থাকলেও (আদায় করলেও) আদায় হবে না। অর্থাৎ কাফ্ফারা দেওয়ার পরে কসম ভঙ্গ করে থাকলে পুনরায় দিবে। কারণ, যা পূর্বে দিয়েছিল তা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হয়নি। কিন্তু ফকিরকে দিয়ে দেওয়া বস্তু পুনরায় ফেরৎ নিতে পারবে না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারার হকদার কে?

(১২) কাফ্ফারা এমন সব মিসকিনকে দেওয়া যাবে, যাদের যাকাত দেওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির ব্যক্তিবর্গকে যাদের যাকাত দেওয়া যায় না, কাফ্ফারাও দেওয়া যাবে না। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

(১৩) কসমের কাফ্ফারার টাকা-পয়সা মসজিদে ব্যয় করা যাবে না। কোন মুর্দার কাফনেও ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে যাকাত ব্যয় করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে কাফ্ফারার টাকা-পয়সাও ব্যয় করা যাবে না। (আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(কসম ও কাফ্ফারার বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়াত"** কিতাবের ২য় খন্ডের ২৯৮ থেকে ৩১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করুন)।

দ্বীনি বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানকে কাফ্ফারার অর্থ দান করার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

যদি দ্বীনি বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানকে কাফ্ফারার টাকা দান করতে চান, তবে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বলে দিতে হবে যে, এটা কাফ্ফারার টাকা। এতে করে সে কাফ্ফারার টাকাগুলোকে আ'লাদা করে তাকে শরীয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে সে নিয়মে কাজে লাগাতে পারবে। অর্থাৎ একই মিসকিনকে দশ দিন পর্যন্ত দুই বেলা করে আহার করানো কিংবা দশ জন মিসকিনকে দৈনিক এক ফিতরা পরিমাণ অথবা দশ মিসকিনকে একই দিনে এক একটি সদকায়ে ফিতর পরিমাণের মালিক বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর সে (মিসকীন) তা নিজের পক্ষ হতে দ্বীনের কাজের জন্যে (প্রতিষ্ঠানকে) পেশ করবে।

তু জুটি কসমছে বাঁচা ইয়া ইলাহী!
মুজে ছাঁচ কা আ'দী বানা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوبُوا إِلَى الله! أَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মারহাবা! মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স মারহাবা!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিথ্যা কসম থেকে তাওবা করার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য, কথায় কথায় কসম করার বদ অভ্যাস দূর করার জন্য, জরুরী দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং সুন্নাতের উপর আমল করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করে নিন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য আপনাদেরকে একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমন: এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম এইরূপ: আমাদের এলাকার মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান এক যুবক অসৎসঙ্গের কারণে চরস (গাঁজা জাতীয় নেশা) টানতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকাই তার নিত্য দিনের কাজ ছিল। তার পিতা প্রায় সময় তাকে কবরস্থানে গিয়ে চরসিদের আড্ডা থেকে তুলে ঘরে নিতে আসতেন। তার ব্যাপারে ঘরের সবাই চিন্তিত ছিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এক দিন এক ইসলামী ভাই সেই যুবকটিকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে তা মেনে নেয়।সে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় এসে যায়। তার ঘরে আনন্দের সীমা রইল না। ঘরের সবাই তার জন্য দো'আ করতে থাকে। যেন সে ভাল হয়ে যায়, কিন্তু ভয় রয়ে যায় যে আবার কখন ফিরে আসে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه, কিছু দিন পর সে ফোন করল, "তরবিয়্যতি কোর্স ও ফয়যানে মদীনায় আমি খুবই আনন্দে আছি। ফয়যানে মদীনায় এমন লাগছে যে, মদীনা শরীফ থেকে যেন সরাসরি ফয়য্ আসছে। আমি আমার সমস্ত গুনাহ্ হতে তাওবা করে নিয়েছি। এখন আমি জামাত সহকারে নামায আদায় করি, সুন্নাত শিখছি। আমার খুব প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে।" اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স থেকে ফিরার পর সে বাস্তবিকই বদলে গিয়েছিল। তার আশ্চর্যজনক পরিবর্তনে ঘরের সবাই সহ এলাকাবাসীরাও হতবাক হয়ে যায়। তার চেহারায় নূর বর্ষণকারী দাঁড়ি এবং মাথায় সবুজ পাগড়ীর মুকুট শোভা পেতে থাকে। সে আসার সাথে সাথেই ঘরের সকলের কাছে **ইনফিরাদি কৌশিশ** আরম্ভ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে তার পিতা মাথায় সবুজ পাগড়ী ও মুখে দাঁড়ি সাজিয়ে নিলেন, আর নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদান করতে থাকেন। সম্মাণিত মাতা 'দরসে নেজামী' এবং তার বোন 'শরীয়াত কোর্স' করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যুবকটির পিতা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগকে বলেন: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**-ওয়ালাদের জন্য বরকতের দো'আ করছি। বিশেষ করে তাদের জন্য যাঁরা আমার সন্তানের উপর **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেছেন, আর ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্সে তাৎক্ষণিক ভাবে নিয়ে যান। কেননা আমি তার চরিত্র নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলাম। তার মা তো এতই চিন্তিত ছিল যে, একদিন রাগের বশবর্তী হয়ে কীট-পতঙ্গ মারার ঔষধ পর্যন্ত এনে রেখেছিল, হয় সে খেয়ে মরে যাবে, না হয় তার ছেলেকে খাওয়াবে। এখন তার মা কান্না করে করে এভাবে দো'আ করছে। বলছে, **আল্লাহ্!** তুমি **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর। কারণ, তাদের প্রচেষ্টায় আমার পথহারা ছেলে নেক্কার হয়ে গেছে।

আগর সুন্নাতে ছিকনে কা হে জজবা
তুম আ'যাও দেগা ছিকায়ে মাদানী মাহল।
তু দাড়ী বাড়ালে আমামা সাজালে
নেহি হে ইয়ে হার গিজ বুড়া মাদানী মাহল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

পরিবার-পরিজনদের সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **ইনফিরাদি কৌশিশের** যে কত বড় বাহার! একজন পথহারা যুবক ৬৩ দিন মাদানী তরবিয়্যত কোর্সে যোগদান করে এবং এরই বরকতে গুনাহ্ হতে তাওবা করে পরিবার-পরিজনের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করে। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের পাশাপাশি আমাদের পরিবার-পরিজনদের সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত। আসুন, ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরি করার জন্য সুন্নাতের বাগান হতে রহমতের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরি করার ১৯টি মাদানী ফুল

(১) ঘরে আসতে-যেতে বড় আওয়াজে সালাম দিবেন।

(২) মাতা কিংবা পিতাকে আসতে দেখলে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে যাবেন।

(৩) দিনে কম করে হলেও এক বার ইসলামী ভাইয়েরা তাদের পিতার আর ইসলামী বোনেরা তাদের মায়ের হাতে ও পায়ে চুমু দিবেন।

(৪) মাতা-পিতার সামনে ছোট আওয়াজে কথাবার্তা বলবেন। কখনও তাঁদের চোখে চোখ রাখবেন না। চোখ নিচের দিকে রেখেই কথাবার্তা বলবেন।

(৫) তাঁদের প্রদত্ত যে কোন কাজ যা শরীয়াত-বিরোধী নয় যতদূর সম্ভব শীঘ্রই সম্পন্ন করবেন।

(৬) নম্রতা ও ভদ্রতার শিক্ষা নিন। পরিবার-পরিজনের সাথে তুই-তুকারি ব্যবহার করা, অযথা আবোল-তাবোল বকা, ঠাট্টা-মশকারা করা, কথায় কথায় রাগ করা, খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করা, ভাই-বোনদেরকে বকা-ঝকা করা, মারা, বড়দেরকে ধমক দিয়ে কথা বলা সহ যুক্তি-তর্ক করার দোষগুলো যদি আপনার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তাহলে অতি শীঘ্র তা বদলানোর চেষ্টা করুন। সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।

(৭) ঘরে-বাইরে সর্বত্র আপনি নম্র ও ভদ্র হয়ে যান। তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার ঘরে অবশ্যই এর বরকত প্রকাশ পাবে।

(৮) মাকে বরং আপনার বাচ্চার মাকেও এবং বাইরের একদিনের শিশুকেও 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন।

(৯) আপনার মহল্লার মসজিদে ইশার জামাতের সময় থেকে শুরু করে দুই ঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন। এতে করে তাহাজ্জুদের সময় আপনার চোখ খুলে যেতে পারে। না হয় অন্তত: ফজরের নামায তো সময় মত মসজিদে গিয়ে জামাত সহকারে পড়তে পারবেন। এতে করে কাজ-কর্মেও অলসতা আসবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(১০) ঘরের কেউ যদি নামাযে অলসতা করে থাকে, ঘরে ফিল্ম, ড্রামা, গান-বাজনা ইত্যাদি চলতে থাকে, আর আপনি যদি গৃহকর্তা না হয়ে থাকেন, যদি বুঝতে পারেন যে, আপনার কথা কেউ শুনবে না, তাহলে বার বার বাধা না দিয়ে বরং সবাইকে শান্তভাবে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রচারিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের অডিও ক্যাসেট, অডিও/ভিডিও সিডি ইত্যাদি শোনান, দেখান এবং মাদানী চ্যানেল দেখান। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ মাদানী সুফল দেখতে পাবেন।

(১১) ঘরে যতই শাসন করুক বরং মারলেও, ধৈর্যের উপর ধৈর্য ধারণই করতে থাকুন। আপনি যদি মুখে মুখে কথা বলেন, তাহলে আপনাকে দিয়ে মাদানী পরিবেশ তৈরীর কোন আশাই থাকবে না বরং এর উল্টেটাই হবারই আশঙ্কা থাকে। কেননা, অযথা কঠোরতা করলে কখনও কখনও শয়তান মানুষকে জেদী বানিয়ে দেয়।

(১২) মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করার একটি উত্তম পন্থা এটাও যে, ঘরে প্রতিদিন '**ফয়যানে সুন্নাতে**'র দরস অবশ্যই অবশ্যই দিবেন অথবা শুনবেন।

(১৩) আপনার পরিবার-পরিজনের দুনিয়া-আখিরাতের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে দো'আও করতে থাকুন। কেননা, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:" اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ দো'আ মুমিনের হাতিয়ার।" (আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৫৫)

(১৪) যে সকল মহিলারা শশুড় বাড়িতে অবস্থান করেন তারা নিজ ঘরের স্থলে শশুড় বাড়ীর এবং আপন পিতা-মাতার স্থলে শশুড়-শাশুড়ীর সাথে সদ্ব্যবহার করবেন, যদি শরীয়াতের বাধা কিছু না হয়ে থাকে। অবশ্য এ কথা আবশ্যক যে, পুত্রবধু শাশুড়ের ও জামাই শাশুড়ীর হাত-পা চুমু খাবে না।

(১৫) 'মাসায়িলুল কুরআন' কিতাবের ২৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: প্রত্যেক নামাযের পর আগে-পরে দরূদ শরীফ সহ নিচের দো'আটি একবার পড়ে নিবেন। তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার সন্তান-সন্তুতি আপনার অনুগত থাকবে এবং আপনার ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে।

দো'আটি এই: (اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো- আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান-সন্তুতি থেকে চক্ষুসমূহের প্রশান্তি এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ করো।" (পারা-১৯, সূরা ফোরকান, আয়াত- ৭৪) (اَللّٰهُمَّ শব্দটি কুরআন শরীফের আয়াতে নেই।)

(১৬) অবাধ্য ছোট ছেলে বা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে যখন ঘুমাবে, ১১ অথবা ২১ দিন পর্যন্ত তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত শরীফটি একবার এতটুকু আওয়াজে পাঠ করবেন যেন তার ঘুম না ভাঙ্গে: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "বরং তা পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন কোরআন, লওহে মাহফুযের মধ্যে।"

(আগে-পরে একবার দরূদ শরীফ সহকারে)।

মনে রাখবেন! অবাধ্য ছেলেটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকলে শোয়ার সাথে সাথে তার নিদ্রা গভীর না হওয়ার পূর্বে তার মাথার পাশে এ দো'আটি পড়লে সে ঘুম থেকে জেগে যেতে পারে। তাই এ কথা বুঝা বড়ই কঠিন যে, সে কি কেবল চোখ বন্ধ করে রেখেছে না কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে? সুতরাং যে ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা থাকবে, এ আমল করা যাবে না। বিশেষ করে কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ব্যাপারে এ আমলটি না করে।

(১৭) নিজ অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করার জন্য উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর আকাশের দিকে মুখ করে ২১ বার يَا شَهِيْدُ পড়বেন (আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পড়ে নিবেন)।

(১৮) মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী আমল করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ঘরের যেসব সদস্যদের মাঝে মেনে নেওয়ার অভ্যাস পান, তাদের মাঝে আপনি যদি পিতা হয়ে থাকেন তাহলে সন্তানদের মাঝে নম্রতা ও কৌশলের সাথে মাদানী ইন্'আমাতের প্রচলন করুন। **আল্লাহ্**র রহমতে আপনার ঘরে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(১৯) নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে ঘরের অধিবাসীদের জন্যও দো'আ করতে থাকুন। **মাদানী কাফেলায়** সফরের বরকতেও ঘরে ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার মাদানী বাহার শোনা যায়।

রওয়াঁইয়ে ছে তেরে হে ঘরওয়ালে বদযন, তো কেয়ছে বনেগা ভালা মাদানী মাহল।
তো করনা না ঘর মে লড়াই বেড়াই, উয় ঘরনা না বন পায়েগা মাদানী মাহল।
তো বক বক না কর, লবপে কুফ্লে মদীনা লাগা, ঘরমে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
তো নরমী ও হিকমত কো আপনালে ভাই! তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
না কর মছকরি খুব ছানজিদা হো জা, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
জু আখলাক ছে তেরে মা বাপ হে খোশ, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
তো নজরে ঝুকা কর বাত কর ছবছে, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
তু ঘরমে সবিকো দিখা মাদানী চ্যানেল, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
ছদা ঘরমে দে দরসে ফয়যানে সুন্নাত, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
তু মা বাপ কি দসত বুচি কিয়া কর, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
তু ছোটো পে সফকত বড়োকা আদব কর, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
পড়ে ঢাট কেইছিহি তু ছাহা লিয়া কর, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
আগর হো পিটাই না কর লব কুশাই, তেরি ঘর মে বন যায়েগা মাদানী মাহল।
দো'আ কর ইয়ে শাম ও সাহার গির গিরা কর, বনে মেরা ঘর মে খোদা মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অপবাদের ঘটনা!

পূর্বে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর বর্ণনায় যে **অপবাদের ঘটনার** ইঙ্গিত দেওয়া হয়, সেটি খাযায়িনুল ইরফানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : পঞ্চম হিজরীতে গাযওয়ায়ে **বনী মুসতালিক** থেকে ফেরার সময় কাফেলা মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানে এসে থামে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে কোন এক আঁড়ালে তাশরীফ নিলেন। সেখানে তাঁর হারটি হারিয়ে যায়। তিনি তা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। এদিকে কাফেলা যাত্রা আরম্ভ করে দেয় আর উটের পিঠে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর হাওদা শরীফটিকে তিনি সেখানে আছেন মনে করে পর্দা করে দেওয়া হয়। কাফেলা চলতে আরম্ভ করে। এদিকে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ঐ জায়গায় এসে (কাফেলা ও উট না দেখতে পেয়ে) সেখানেই বসে পড়েন। তিনি মনে মনে ধারণা করলেন, তাঁর খোঁজে কাফেলা অবশ্যই ফিরে আসবে। কাফেলার কিছু ফেলে গেল কি না ইত্যাদি খোঁজ নিতে একজন লোক নিযুক্ত থাকেন। এ স্থলে সে দায়িত্বে ছিলেন হযরত সাফওয়ান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ। তিনি যখন আসলেন আর হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে দেখতে পেলেন, বড় আওয়াজে বললেন: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ। আওয়াজ শুনে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কাপড় দিয়ে পর্দা করে নিলেন। হযরত সাফওয়ান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিজের উটকে বসালেন আর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এতে সাওয়ার হয়ে দলে পৌঁছলেন। এদিকে কলুষ-হৃদয় মুনাফিকরা কুৎসা রটনা শুরু করে দেয়। তাঁর শানে তারা মন্দ কথাবার্তা বলতে শুরু করে। কিছু কিছু মুসলমানও তাদের প্রতারণার শিকার হয়। তাঁদের মুখ দিয়েও অবাঞ্ছিত কিছু কথাবার্তা বের হয়ে যায়। এদিকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক মাস ধরে তিনি অসুস্থ থাকেন। এই সময়টিতে তিনি জানতেনই না যে, তাঁকে নিয়ে মুনাফিকরা কী কী বলাবলি আরম্ভ করে দিয়েছে। একদিন উম্মে মিস্‌তাহ্ থেকে তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন। এই কথা শোনা মাত্র অপমানের আঘাতে তিনি আরও অসুস্থ ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তিনি এই শোকে এমনভাবে কান্না করেছেন যে, তাঁর চোখের পানির অন্ত রইল না। তিনি এক মূহুর্ত কালের জন্য নিদ্রা পর্যন্ত যেতে পারলেন না। এমতাবস্থায় **সৈয়্যদে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর ওহী নাযিল হয় এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পবিত্রতা ও অটুট সতীত্বের ঘোষণা স্বরূপ (সূরা নূরের কতিপয়) আয়াত নাযিল হল। তাঁর (আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর) মর্যাদা ও শান **আল্লাহ্ তা'আলা** এমনভাবে বৃদ্ধি করে দিলেন যে, পবিত্র কুরআনের অসংখ্যা আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

ঐ সময়কালে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে শপথের মাধ্যমে এ কথা ঘোষণা করে দেন যে, আমি আমার পরিবারের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা ভাল করেই জানি। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে মন্দ কথা রটিয়েছে তার পক্ষ থেকে কে আমার কাছে পক্ষপাতমূলক প্রমাণ আনতে পার? হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: মুনাফিকরা তো নিঃসন্দেহে মিথ্যুক, আর উম্মুল মুমিনীন নিঃসন্দেহে পূতঃ-পবিত্র ও নিষ্কলুষ। **আল্লাহ্ তা'আলা** তো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর শরীর মোবারককে একটি মাছি বসা থেকেও হিফাজত করেছেন। (কেননা, তা নাপাক জিনেসেও বসে থাকে)। তাহলে এ কীভাবে হতে পারে যে, সেই **আল্লাহ্** তাঁকে (**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে) একটি অসৎ মহিলা থেকে হিফাজত করবেন না! হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও অনুরূপ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর পবিত্রতা সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করেন। তিনি বললেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার ছায়াকে জমিনে পড়তে দেয়নি, যাতে করে কারো পা না পড়ে। যে **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার ছায়াকে পর্যন্ত হিফাজত করেছেন, তিনি এ কীভাবে করতে পারেন যে, আপনার পরিবারকে হিফাজত করবেন না! হযরত আলী মুরতাযা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: তুচ্ছ একটি জোঁকের রক্ত লাগাতে **আল্লাহ্** আপনাকে আপনার নালাইন শরীফাইন (পবিত্র খড়ম মোবারক) খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে **আল্লাহ্** আপনার পবিত্র খড়মেও এতটুকু অপবিত্রতা অশোভন জানেন, সে **আল্লাহ্**র পক্ষে কখনও সম্ভব হতে পারে না যে, আপনার পরিবারের তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ অপবিত্রতা বরদাশত করবে! এভাবে অনেক অনেক সাহাবা ও অনেক অনেক মহিলা সাহাবী বিভিন্ন ভাবে শপথ করেন। আয়াত নাযিল হওয়ার আগেও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ব্যাপারে সকলেরই মন পরিস্কার ও নিরুদ্বেগ ছিল। আয়াত নাযিল হয়ে তাঁর সম্মান, মর্যাদা, শান ও শওকত আরও বাড়িয়ে দেয়। এবার কুৎসা রটনাকারীদের কুৎসা **আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর নিকট অনর্থক তুচ্ছ হয়ে রয়ে গেল। আর কুৎসা রটনাকারীদের বেদনাদায়ক শাস্তি জন্য অবধারিত হয়ে রইল। (খাযায়িনুল ইরফান, ৫৬২ পৃষ্ঠা)

নিয়্যতে ছিদ্দিক আরামে জানে নবী ইছ হারিমে বারাআত পে লাখো সালাম
ইয়ানি হে সূরা নূর জিনকি গাওয়াহ ইন কি পুর নূর চুরত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরতের উভয় শেরের মূল কথা হল: যথাক্রমে

(১) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا যিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সম্মানিত শাহজাদী আর **আমাদের প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক প্রাণ ও মনের প্রশান্তি ও আনন্দ, স্বয়ং **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত-ওয়ালা উচ্চ মর্যাদাবান দরবারের পক্ষ থেকে যাঁর পূতাত্মা হওয়ার বিষয় ঘোষিত হয়েছে, তাঁর উপর আমাদের পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ সালাম বর্ষিত হোক।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(২) আমাদের প্রিয় মাম্মাজানের উপর যখন মুনাফিকরা অপবাদ আরোপ করে, ঠিক তখনই স্বয়ং **আল্লাহ্ তা'আলা** সূরা নূরে পবিত্র আয়াত নাযিল করে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা ঘোষণা করে দিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নিষ্কলুষতা ও পূতঃ-পবিত্র হওয়ার উপর সীল মেরে দিলেন। আমাদের এমন পবিত্রাত্মা মাম্মাজানের আলোকোজ্জ্বল অবয়বের উপর আমাদের লক্ষ লক্ষ সালাম বর্ষিত হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইজতিমার বরকতে জান্নাত পেয়ে গেল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"তাওবা কি রিওয়ায়াত ও হিকায়াত"** নামক কিতাবের ৭৫ থেকে ৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ মুররী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক ইজতিমায় বক্তব্য রাখার সময় সামনে বসা এক যুবককে উদ্দেশ্য করে বলেন: তুমি কোন একটি আয়াত তিলাওয়াত কর। ঐ যুবকটি সূরা মুমিনের ১৮ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করল:

وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ؕ ﴿۱۸﴾

__কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:__ "এবং তাদেরকে সতর্ক করো ঐ সন্নিকটে আগমনকারী বিপদসঙ্কুল দিন সম্পর্কে যখন হৃদয় কণ্ঠাগত হবে, দুঃখ-কষ্টে ভরা, এবং যালিমদের না কোন বন্ধু আছে, না এমন কোন সুপারিশকারী আছে, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।"

এ আয়াত শরীফটি শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: কোন অত্যাচারীর বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী কীভাবে হওয়া যায়? কারণ, সে তো **আল্লাহ্**র গ্রেফতারে বন্দী হয়ে আছে। তোমরা অবাধ্য গুনাহ্গারদের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবে যে, তাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা উলঙ্গ হবে, তাদের শরীর বিশাল আকৃতির হবে, চেহারা হবে কালো বর্ণের আর চোখ ভয়ে নীল হবে, তারা চিৎকার করবে, বলবে: আমারা তো শেষ হয়ে গেলাম! আমারা তো সর্বনাশ হয়ে গেলাম! আমাদের শিকল কেন পরানো হল! আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আমাদের নিয়ে এসব কী হচ্ছে? ফেরেশতারা আগুনের হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করতে করতে তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, কখনও তারা অধোমুখী হয়ে পতিত হচ্ছে, কখনও তাদেরকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কান্না করতে করতে তাদের চোখের পানি যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, এরপর রক্তের অশ্রু বইতে থাকবে, তাদের মন ভেঙ্গে যাবে, অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে যাবে, কেউ তাদের প্রতি চোখ পেতে দেখার সাহস করতে পারবে না, তা তারা অন্তরে বরদাশত করতে পারবে না, এই ভয়াবহ দৃশ্য যারা দেখতে পাবে তাদের শরীর-মন কাঁপতে থাকবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এ কথাগুলো বলার পর হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ মুররী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه অনেক কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর অন্তরের আবেগ নিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আফসোসের স্বরে বললেন: হায়! হায়! সে দৃশ্য যে কত হৃদয়-বিদারক হবে! বলে তিনি আবার কান্নায় ঢলে পড়েন। তাঁকে কান্না করতে দেখে উপস্থিত সকলেও কাঁদতে লাগলেন, এ সময় এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল, সে বলতে লাগল, হুযুর! এ দৃশ্য কি কেবল কিয়ামতের দিনই হবে? তিনি জবাবে বললেন: হ্যাঁ! এ দৃশ্যটি খুব বেশি দীর্ঘ সময়ের হবে না, কারণ, তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে, তখন তাদের চিৎকারের শব্দও কানে আসা বন্ধ হয়ে যাবে, এ কথা শুনে যুবকটি চিৎকার করে উঠল, চিৎকার করতে করতে সে বলল: **আফসোস!** আমি সারাটা জীবন অলসতায় কাটিয়েছি, **আফসোস!** আমি বিভিন্ন দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে গেছি, **আফসোস!** আমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র আনুগত্যে অত্যন্ত অলসতা করে চলেছি, হায়! আমি আমার জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছি। কথাগুলো বলে সে কান্না করতে থাকে, কিছুক্ষন পর যুবকটি **আল্লাহ্ তা'আলা**র মহান দরবারে এভাবে মুনাজাত করল: **হে আমার প্রতিপালক!** আমি গুনাহ্গার তোমার দরবারে তাওবা করার জন্য উপস্থিত। তুমি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি আমার সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে কবুল করে নাও। আমাকে এবং উপস্থিত সবাইকে তুমি দয়া ও অনুগ্রহ কর। তুমি তোমার বিশেষ রহমত ও বদান্যতা দিয়ে আমাদেরকে ধন্য কর। **হে দয়াময়দের দয়াময়!** আমি আমার গুনাহের বোঝাটি তোমার সামনে এনে রাখলাম। সত্য অন্তরে নিয়ে আমি তোমার দরবারে এসে হাজির হলাম। তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করে না নাও, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব, এরপর যুবকটি বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। কিছুদিন রোগশয্যায় কাটানোর পর মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। তাঁর জানাযায় অগনিত লোকের সমাগম হয়। কেঁদে কেঁদে তাঁর জন্য দো'আ করা হয়। হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ মুররী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه প্রায় সময় যুবকটির কথা তাঁর আলোচনায় বলে থাকতেন। একদিন কেউ যুবকটিকে স্বপ্নে দেখল। জানতে চাইল: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ "**আল্লাহ্** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?" যুবকটি জবাবে বলল: হযরত সালিহ্ মুররী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ইজতিমা থেকে আমার অনেক বরকত লাভ হয়েছে। আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। (কিতাবুত তাওয়াবীন, ২৫০-২৫২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

স্বপ্নে রাসুলে পাকের দরবারে তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমলদার একজন মুবাল্লিগের বক্তব্য কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে! **আল্লাহ্**র ভয়ে ভীত মুবাল্লিগগণের বক্তব্য তীর হয়ে গুনাহ্গারের অন্তর ভেদ করে ফেলতে পারে। কখনও কখনও তার দুনিয়া ও আখিরাতকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেয়। হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ মুর্‌রী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একজন প্রসিদ্ধ ক্বারীও ছিলেন। তাঁর কিরাতের কণ্ঠের আকর্ষণ ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। তিনি বলেন: একবার আমার স্বপ্নে **জনাবে রিসালাতে মাআব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে কুরআন তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য হয়। **তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে সালিহ্! এতো তোমার কিরাতই হল, কান্না কোথায়?" (ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তিলাওয়াতে কান্না করা সাওয়াবের কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করতে করতে কান্না করা মুস্তাহাব। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআন শরীফের তিলাওয়াত করার সময় কান্না করো। কান্না যদি না আসে, অন্ততঃ কান্নার ভান করো।"

(সুনানি ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩৭)

আতা কর মুঝে এয়ছা রিক্কত খোদায়া করোঁ রোতে রোতে তিলাওয়াত খোদায়া।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইনফিরাদি কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিলাওয়াত করার সময় কিংবা শোনার সময় অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হওয়া, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া নিঃসন্দেহে বড়ই সাওয়াবের কাজ। কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কান্না করা এমন এক আমল, যাতে রিয়ার (লোকদেখানোর) প্রচুর আশঙ্কা থাকে। তাই দো'আ ইত্যাদিতে বিশেষ করে অন্যান্যদের সামনে কান্না করার বেলায় রিয়া থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রিয়া-কারী **আল্লাহ্**র আযাবের হকদার হয়ে যায়। তিলাওয়াত ও নাতে ইখলাস সহকারে কান্না করার ও করানোর আগ্রহ সৃষ্টি করণার্থে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

আপনার ঈমানের হিফাজতের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকুন। নিয়মিত নামাযের অভ্যাস অব্যাহত রাখুন। সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী জীবন গড়ুন। এতে অবিচল ও সুদৃঢ় থাকার জন্য প্রতিদিন 'ফিক্রে মদীনা'র মাধ্যমে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা পূরণ করতে থাকুন, আর প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন। আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'** অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন, আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাই। সুন্নাতে ভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে পছন্দ করত না এমন এক ব্যক্তি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে থানায় বাবুল মদীনা (করাচী)র এক মুবাল্লিগ যিনি মাঠে-ময়দানে দৈনিক চৌক-দরস দিতেন, তাঁর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করায়।

এলাকায় ব্যাপরটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল, পুলিশ এল। আশিকে রাসুল ঐ ইসলামী ভাইকে থানায় নিয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগরা সর্বত্র মুবাল্লিগই হয়ে থাকেন। অতএব, একজন আসামীর সাথে সাক্ষাত হতেই তিনি তাকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদানের জন্য তৈরি করে ফেলেন। সে বলল: আমি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অবশ্যই আসব। আপনাকে সেখানে পাব তো? ঐ মুবাল্লিগটি বলল: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। অতঃপর তিনি তাঁর হালকা নম্বর বলে দিলেন। আরো বললেন: আমি ইজতিমায় অমুক জায়গায় থাকব। পুলিশ তাঁর সুন্দর চরিত্র ইত্যাদি দেখে আসল বিষয় বুঝতে পারল এবং নাম মাত্র কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্মানের সাথে তাঁকে ছেড়ে দিল। কয়েক মাস পরে সেই আসামী যখন জেল থেকে মুক্তি পেল, তখন কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা কারাচীতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সে সেখানে বয়ান শুনে, যিকির ও দো'আতে তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। সে কান্না করে করে নিজের গুনাহ্ থেকে তাওবা করে নেয়। দো'আ ইত্যাদির পর থানায় যে মুবাল্লিগটি তাকে **নেকীর দাওয়াত** দিয়েছিলেন তাঁর বলে দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী তাকে খুঁজতে খুঁজতে নির্দিষ্ট হালকায় পৌঁছে যায়। এক ইসলামী ভাই তাকে বললেন: গত মঙ্গলবারেই সেই মুবাল্লিগের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। শোনা মাত্র সে শোকার্ত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরল আর বলতে লাগল: আমার জীবনে যিনি সর্ব প্রথম **নেকীর দাওয়াত** দেন, যার কারণে আমি তাওবা করে নিয়েছি, আফসোস! আজ আমি সেই উদার লোকটির সাথে দ্বিতীয় বার সাক্ষাত করতে পারলাম না!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তখন এক আশিকে রাসুল **ইনফিরাদি কৌশিশে**র মাধ্যমে তাকে সান্তনা দিয়ে বুঝাতে লাগলেন যে, আপনি এখন আর তাঁর সাথে সাক্ষাত তো করতে পারবেন না, কিন্তু আপনি তাঁর উপকার অবশ্যই করতে পারবেন। সে পন্থা এ যে, তাঁর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দেরী না করে আপনি আজ সকালেই সুন্নাত প্রশিক্ষনের ৩০ দিনের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাথে সাথে তিনি ৩০ দিনের আশিকানে রাসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে বের হয়ে গেলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ সেই আসামী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগ। অথচ ইতোপূর্বে **আল্লাহ্**র পানাহ! মদের সে আসর বসাত।

আপ থানে মে ভি, জেল খানে মে ভি
হার জাগা পর কাহেঁ কাফিলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুবাল্লিগ সর্বত্রই মুবাল্লিগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই মুবাল্লিগ সর্বত্র মুবাল্লিগই হয়ে থাকেন। সর্বত্র সর্বদা তাঁরা তাঁদের পোষাক-আকাশ ও ভাবমূর্তি সুন্নাত অনুযায়ী রাখেন। মহল্লায় হোক আর বাজারে, জানাযায় হোক আর বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে, দাওয়াখানায় হোক আর হাসপাতালে, মাঠে হোক আর কারও দাফন কার্যে কবরস্থানে, সুযোগ মিলতেই তৎক্ষণাৎ **নেকীর দাওয়াতে**র মাদানী ফুল প্রদান করা শুরু করে দেন আর নিজের জন্য সাওয়াবের স্তুপ তৈরি করে নেন। উল্লিখিত মাদানী বাহার থেকে বুঝা গেল যে, মরহুম আশিকে রাসুল ঐ মুবাল্লিগের আগ্রহ কত উল্লেখযোগ্য ছিল যে, কেউ তাঁকে অত্যাচারমূলক ভাবে থানায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল, আর তিনি সেখানেও মাদানী কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেন আর একজন মদের আড্ডা পরিচালনাকারী লোককে তাওবা করানো সহ তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগ বানানোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে সবসময়ের জন্য চোখ বন্দ করে নিলেন।

আল্লাহ্র রহমত তার উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরি সুন্নতোঁ পে চল কর মেরি রুহ যব নিকাল কর,
চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র-বানানো লোক

মদীনার তাজেদার, দোজাহানের সরদার, হাসান-হোসাইনের নানাজান, হাবীবে রহমান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী: "আমি কি তোমাদেরকে এমন কতগুলো লোকদের সম্পর্কে সংবাদ দিব না, যারা নবীও না, শহীদও না। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পদ-মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন। এঁরা নূরের মিম্বরের উপর উচ্চ স্থানে বসা থাকবেন। তারা সেই লোক যারা **আল্লাহ্‌র** মাহবুব (প্রিয়) বান্দা তৈরি করে। তারা পৃথিবীতে মানুষদের নসিহত করে থাকে। আরজ করা হল: তারা কীভাবে বান্দাদেরকে **আল্লাহ্‌র** মাহবুব বান্দা বানিয়ে দেন? ইরশাদ করলেন: এসব লোক মানুষদেরকে **আল্লাহ্‌র** প্রিয় বিষয়াদির নির্দেশ দিয়ে থাকেন, আর **আল্লাহ্‌র** অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিষেধ করে থাকেন। অতএব, যখন লোকেরা তাদের অনুসরণ করবে, তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদেরকে তাঁর মাহবুব (বান্দা) বানিয়ে নিবেন।"

(শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৯)

মুবাল্লিগ কেবল প্রিয় বান্দা নন বরং প্রিয় বান্দা তৈরীকারীও বটে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন **নেকীর দাওয়াতের** সাড়া যারা জাগিয়ে তোলেন তারাও যে কত মর্যাদাবান! কিয়ামতের দিন তাদের উপর **আল্লাহ্ তা'আলার** বিশেষ দান ও দয়া দেখে স্বয়ং নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং শহীদগণও ঈর্ষা করতে থাকবেন। এই রকম মর্যাদা আর এইরূপ সম্মানের কারণ কী? তার কারণ হল, তারা সৎকাজের আহ্বান ও অসৎকাজে নিষেধ করার মাধ্যমে লোকদেরকে আমলদার বানিয়ে তাদেরকে **আল্লাহ্‌র** প্রিয় বান্দা বানিয়ে থাকেন। তারা যেহেতু অন্যান্যদেরকেও **আল্লাহ্‌র** প্রিয় পাত্র বানিয়ে থাকেন, তাহলে নিজেই বা কেন প্রিয় পাত্র হবেন না!

আল্লাহ কা মাহবুব বনে জু তুমে চাহে
উচ কা তো রয়াঁ হি নেহি কুচ তুম জেয়ছে চাহো। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা হাসান বসরী ও এক সম্পদশালী ব্যক্তি

নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব অর্জনের ব্যাপারে আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামেরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এ কাজে তাঁরা কারও ভয়ে ভীত হতেন না। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর শাগরিদদের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয় এক সম্পদশালী ব্যক্তিকে অতিমাত্রায় সাজ-সজ্জা সহকারে আপন গোলামদের সাথে নিয়ে ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে কোথাও যেতে দেখলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো, اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

তিনি তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় যাবেন? বলল: বাদশাহের দরবারে যাচ্ছি। তিনি তাকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করতে গিয়ে বললেন; হে ভাই! আপনি তো দেখছি খুব উন্নত পোষাক পরিধান করেছেন, চমৎকার সুগন্ধিও লাগিয়েছেন। সব দিক থেকে আপনার বাহ্যিক সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তুলেছেন। নিঃসন্দেহে এসব কেবল এ জন্যই যে, বাদশাহের দরবারে যেন আপনাকে কোনরূপ লজ্জায় পড়তে না হয়। অথচ সেই নশ্বর পৃথিবীর বাদশাহ আর তার পরিবার-পরিজন সহ রাজন্যবর্গের সকলেই অসহায় মানুষ। আপনি একটু ভেবে দেখুন তো! কাল কিয়ামতের দিনে **আল্লাহ্ তা'আলার** শাহী দরবারে যখন হাজির হবেন, সেখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে এজাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام গণও থাকবেন, আপনি সেখানকার জন্য আপনার ভিতরের সাজ-সজ্জারও কোন ব্যবস্থা করে রেখেছেন কি? আপনি কি সেখানে গুনাহের বোঝা আর খারাপ কাজের দুর্গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হবেন? ঐ সম্পদশালী ব্যক্তি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি কখনও আপনার ঘোড়ায় তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা তুলে দিয়েছেন? সে বলল: জ্বী, না। আপনি তো আপনার ঘোড়ার ব্যাপারে খুবই সচেতন। কিন্তু আপনি আপনার দুর্বল শরীরের প্রতি তো মোটেও দয়া করেন না। আপনি তো তার উপর একের পর এক গুনাহের বোঝা তুলে দিয়ে চলেছেন। চিন্তা করে দেখুন তো একবার! এভাবে যদি গুনাহে ভরা জীবন কাটান তাহলে মৃত্যুর পর আপনার কী অবস্থা হতে পারে? সম্পদশালী লোকটি তাঁর **ইনফিরাদি কৌশিশ** এবং **নেকীর দাওয়াতে** খুবই প্রভাবিত হয়ে গেল। ঘোড়া হতে নেমে গিয়ে সাথে সাথে তাঁর মুরিদ হয়ে গেল এবং **আল্লাহ্**-ওয়ালা হয়ে গেল। (সাচ্চি হিকায়াত, ৫ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নফস ইয়ে কিয়া জুলুম হে জব দেখুঁ তাজা জুরম হে
না তুয়াঁকি ছর পে ইতনা বোঝ ভারী ওয়াহ ওয়াহ! (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই শেরটিতে বলেছেন: হে বদকার নফস! তোমার অত্যাচার আর অনাচারেরও এখন একটি সীমা নির্ধারিত হয়ে গেছে! তুমি প্রতি মূহুর্তে আমার গুনাহ্গুলো বরাবর বৃদ্ধি করেই চলেছ। আর আমি দুর্বল বান্দার মাথায় গুনাহের ভারি ভারি বোঝা বহন করতেই চলেছে। (বুঝা গেল, নফসে আম্মারা অর্থাৎ গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী নফসটি আমাদের দুশমন। তার চালবাজি থেকে সর্বদা আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক)।

আহ! হার লমহা গুনাহেঁ কি কচরত ও ভরমার হে
গালাবায়ে শয়তান হে আউর নফসে বদ আতওয়ার হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

নামাযে কী ধরনের পোষাক হওয়া চাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্**র ওলীগণ সম্পদশালীর ও ধনীদেরকে তোষামোদ বা চাটুকারিতা করার স্থলে তাদের সংশোধনের জন্য মাদানী ফুল উপহার দিতেন। তাদেরকে দু-চার বাক্য নসিহত করতেন। ধনবানদের তোষামোদী তো সেই করবে যার তাদের নিকট হতে দুনিয়ার কিছু তুচ্ছ সম্পদ পাওয়ার লোভ থাকবে। **আল্লাহ**-ওয়ালাগণ **আল্লাহ্**র দয়ার মাদানী দৌলতে ধন্য। ধনবানদের ক্ষণস্থায়ী সম্পদে তাদের নজর পড়ে না, **আল্লাহ্**র রহমতের উপরই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। মনে রাখবেন! ধন-সম্পদের কারণে ধনবানদের সম্মান করার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি সম্পদের কারণে কোন সম্পদশালী ব্যক্তিকে সম্মান ও তোষামোদী করে, তার দুই তৃতীয়াংশ দ্বীনই (ধর্ম) হারিয়ে যায়।" (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৪৪২) উক্ত বর্ণনায় আখিরাতের চিন্তা-ভাবনার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রশাসকদের, মন্ত্রীদের, অফিসারদের, নেতৃস্থানীয়দের সামনে যাবার কালে তো পোষাক-আকাশ পরিপাটি করা হয়ে থাকে, টিপ-টাপ হয়ে ভালমত সেজে-গুজে যাওয়া হয়, কিন্তু **আল্লাহ্**র পবিত্র দরবারে উপস্থিত হবার জন্য পূর্ব ব্যবস্থাপনার কোন উদ্যোগই দেখা যায় না। আমারা পৃথিবীর কোন 'বড় লোকের' কাছে যাবার সময় কিংবা এমন কোন জায়গায় যাবার সময় যেখানে আমাকে দেখবে এমন অনেক লোক রয়েছে, মাথার চুল, পোষাক-আকাশ, পাগড়ী, চাদর ইত্যাদি খুব সাবধানতার সাথে পরিপাটি করে নিই। অথচ নামায যা পাওয়ারদেগারের মহান দরবারে উপস্থিত হবার একটি সূবর্ণ সুযোগ ও মাধ্যম, সে সময় পরিপাটির কোনরূপ ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না। কোন 'বড় লোকের' আমন্ত্রণে যাবার সময় মানুষ যে পোষাক পরিধান করে থাকে, অন্ততঃ সেগুলো হলেও তো মসজিদে যাবার সময় পরিধান করা যেতে পারে। মসজিদে যাবার সময় পোষাক পরিধান করে সুন্দর হবার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ৮ম পারায় সূরা আরাফের ৩১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমরা সুন্দর পোষাক পরিধান করো যখন মসজিদে যাবে।"

নামাযের জন্য আতর লাগানো মুস্তাহাব

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত আয়াতে করীমার টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ পোষাকের সাজ সজ্জা। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী মাথায় চিরুনী করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদিও সাজ সজ্জার অন্তর্ভূক্ত আর সুন্নাত হল বান্দা সুন্দর আকৃতি ও অবস্থায় নামাযের জন্য হাজির হবে। কেননা, নামাযে রবের সাথে মুনাজাত তথা কথাবার্তা হয়ে থাকে। তাই সাজ-গোজ করা আতর ব্যবহার করা মুস্তাহাব। মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: "জাহেলী যুগে দিনে পুরুষেরা এবং রাতে মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত।" এই আয়াতটিতে সতর ঢাকার এবং কাপড় পরিধান করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতটিতে এর দলিল রয়েছে যে, নামায ও তাওয়াফ সহ যে কোন অবস্থায় সতর ঢাকা ওয়াজিব। (খাযায়িনুল ইরফান, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

নামাযে কাপড়ের বিধান সম্বলিত ১৪টি মাদানী ফুল

নামাযের মধ্যে পোষাক পরিধান করা

(১) নামায পড়াবস্থায় জামা বা পায়জামা পরলে কিংবা লুঙ্গি পরলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়া, ৪৫২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

(২) নামায পড়াবস্থায় সতর খুলে গেলে এবং সেই অবস্থায় কোন রোকন আদায় করলে কিংবা তিনবার 'سُبۡحٰنَ الله' বলার সমপরিমাণ সময় চুপ চাপ কেটে গেলে নামায ভঙ্গ যাবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

কাঁধে চাদর ঝুলানো

(৩) নামাযে 'সদল' অর্থাৎ কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া মাকরূহে তাহ্‌রীমী। যেমন: মাথা বা কাঁধের উপর চাদর কিংবা রুমাল ইত্যাদি এমনভাবে রাখা যে, উভয় প্রান্ত ঝুলতে থাকে। হ্যাঁ, যদি এক প্রান্ত এক কাঁধের উপর রাখা হয় এবং অপর প্রান্ত ঝুলতে থাকে তাহলে অসুবিধা নেই।

(৪) আজকাল কিছু কিছু লোক এক কাঁধে এমনভাবে রুমাল রাখে যে, তার এক প্রান্ত ঝুলে থাকে পেটে, অপর প্রান্ত পিঠে। এভাবে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা)

(৫) উভয় আস্তিনের (হাতার) একটিও যদি আধা কব্জির উপরে উঠে থাকে তাহলে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা)

(৬) শরীরের উপরের অঙ্গের কাপড় থাকা সত্ত্বেও কেবল পায়জামা বা লুঙ্গি পরে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)

(৭) (নামাযে) জামা ইত্যাদির বোতাম খোলা অবস্থায় যদি বুক খোলা থাকে মাকরূহে তাহরীমী। হ্যাঁ, ভিতরে যদি এমন কোন কাপড় থাকে যা দিয়ে বুক ঢাকা থাকে, তাহলে মাকরূহে তানযীহী। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা)

(৮) প্রাণীর ছবি আছে এমন কাপড় পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। নামায ছাড়াও এমন কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই। (প্রাগুক্ত, ৬২৭ পৃষ্ঠা)

মাকরূহে তাহরীমীর সংজ্ঞা

মাকরূহে তাহরীমী ওয়াজিবের বিপরীত। এটি করলে ইবাদত অপূর্ণ হয়ে যায় এবং সম্পাদনকারী গুনাহ্‌গার হয়। যদিও এটির গুনাহ্ হারামের গুনাহ্ হতে কম। কিন্তু এটি বার বার করলে কবীরা (গুনাহ্) হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা) যে নামাযে মাকরূহে তাহরীমী পাওয়া যাবে, সে নামায পুনরায় পড়ে দেওয়া ওয়াজিব। মাকরূহে তাহরীমীর এমন পর্যায়ও রয়েছে, যেগুলোতে 'সিজদায়ে সাহু' করে নিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'নামাযের আহকাম' কিতাবটি অধ্যয়ন করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

(৯) অন্য কাপড় থাকা সত্ত্বেও কাজকর্মের সাধারণ পোষাক পরে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী। (শরহে বেকায়া, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

(১০) কাপড় উল্টো করে পরিধান করে কিংবা শরীরের উপর পেচিয়ে দিয়ে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী। (ফতোওয়াওয়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৩৫৮-৩৬০ পৃষ্ঠা)

(১১) অলসতার কারণে খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা) নামাযে পাগড়ী বা টুপি পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নেওয়া উত্তম, যদি **'আমলে কছীরের'** সম্ভাবনা না থাকে অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যদি বার বার উঠাতে হয় তাহলে উঠাবেন না, আর না উঠানোতে যদি নামাযে একাগ্রতা ও অন্তরের বিনয়ীভাব (খুশু-খুযু) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে না উঠানোই উত্তম। (দুররে মুখতার। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা)

(১২) যদি কেউ খালি মাথায় নামায পড়তে থাকে কিংবা তার টুপি পড়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় অপর কেউ তাকে টুপি পরিয়ে দিবে না।

'আমলে কছীর' এর সংজ্ঞা

'আমলে কছীর' নামায ভেঙ্গে দেয়, যদি তা নামাযের আমলের মধ্য হতে না হয়ে থাকে কিংবা নামায সংশোধন করার জন্য না করা হয়ে থাকে। যে কাজটিকে দূর থেকে দেখে মনে হয় যে, লোকটি নামায পড়ছেন না। বরং যদি মন বেশির ভাগ এই সাড়া দেয় যে, লোকটি নামায পড়ছে না, তাহলেও তা 'আমলে কছীর' হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আর যদি দূর হতে দেখা ব্যক্তির সন্দেহ হয় যে, সে কি নামায পড়ছে, না পড়ছে না, তাহলে তা 'আমলে কলীল'। এতে নামায ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

হাফ-হাতা জামা পরে নামায পড়া কেমন?

(১৩) হাফ-হাতা শার্ট বা জামা পরে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী, যদি তার কাছে অপর কোন কাপড় বিদ্যমান থাকে। হযরত সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: 'যার কাছে কাপড় রয়েছে অথচ সে বরাবরই কেবল হাফ-হাতা জামা পরে নামায পড়ে তাহলে মাকরূহে তানযীহী হবে, আর যদি অন্য কাপড় না থাকে, তাহলে (কোন প্রকারের) মাকরূহই হবেনা।' (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

(১৪) পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযম হযরত ক্বিবলা মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: 'হাফ-হাতা জামা বা শার্ট কাজকর্মের পোষাক হিসাবে ধর্তব্য। (আর এসব কাজকর্মের পোষাক পরে মানুষ সম্মানের আসনে বসতে সংকোচ বোধ করে থাকে) তাই যারা হাফ-হাতা জামা পরে অপর লোকজনের সামনে যাওয়া অশোভনীয় মনে হয় তাদের নামায মাকরূহে তানযীহী, আর যেসব ব্যক্তি এমন পোষাক পরে সকলের সামনে যেতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না তাদের নামায মাকরূহ হবে না। (ওয়াকারুল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মাকরূহে তানযীহীর পরিচয়

যে কাজ করা শরীয়াতে অপছন্দনীয়, কিন্তু এতটুকু নয় যে, সে কাজের জন্য শাস্তিবার্তা রয়েছে। মাকরূহে তানযীহী হল সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদার বিপরীত (বিরুদ্ধ)। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা) মাকরূহে তানযীহী সংঘঠিত হয়েছে এমন নামায নতুন সূত্রে পড়ে দেওয়া উত্তম। না পড়লেও গুনাহ্গার হবে না।

মেরি দিল ছে দুনিয়া কি চাহাত মিটাকর
কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলা আমাকে বদলে দিয়েছে!

নেকীর দাওয়াতের অসংখ্য সাওয়াব লাভের নিয়্যতে নিজের মধ্যে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আসুন, আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি মাদানী বাহার শুনাই। যেমন: আন্ধেরী (বোম্বাই, ভারত) এলাকার এক ইসলামী ভাই নিজের ভাষায় যা বলেন তার সার-সংক্ষেপ হল: আমি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। মডার্ণ ও বিপথগামী ছেলেদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এতে করে আমি বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাই। সেগুলোর মধ্যে ছিল চরস, গাঁজা, মদ সহ মেয়েদের সাথে প্রেম-প্রীতি করা ইত্যাদি। এমনকি এক পর্যায়ে ঘরের ট্রাঙ্ক ভেঙ্গে টাকা হাতিয়ে নিয়ে আমি ‘গুয়া’ (নামক শহরে) পালিয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত পুনরায় ঘরে চলে আসি। স্কুল ছেড়ে দিয়ে এ.সি. রিপিয়ারিং-এর কাজ শিখতে থাকি। কয়েকমাস পর দা'ওয়াতে ইসলামীর এক আশিকে রাসুল সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমাকে দাওয়াত করলেন। আমি কিন্তু রাজী হইনি। তিনি বেচারা কয়েক বার করে সাক্ষাত করে আমাকে যাওয়ার জন্য **ইনফিরাদি কৌশিশ** করলেন। কিন্তু আমি ইজতিমায় যেতে রাজি হলাম না। একবার সেই ইসলামী ভাইটি আমার বড় ভাইকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করলেন। ঘটনাক্রমে আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম। ভাইজান সেই ইসলামী ভাইটির কাছে নিজের ওজর-আপত্তি দেখিয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি মাদানী কাফেলায় যাও। আমি ছিলাম ‘না’ বলার লোক। কিন্তু মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে ‘হ্যাঁ’ বেরিয়ে গেল। অথচ আমি এতটুকুও জানতাম না যে, মাদানী কাফেলা মানে কী? যাই হোক আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম, আর আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় সফরে রাওয়ানা হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! মাদানী কাফেলা আমাকে একেবারে বদলে দিল! আমার চোখ খুলে গেল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর কাজে আগ্রহ ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি আমার গুনাহ্পূর্ণ জীবন থেকে তাওবা করে নিলাম। নিয়মিতভাবে নামায পড়া শুরু করে দিলাম। মাদানী কাফেলা গুনাহ্পূর্ণ পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়া আমার মত জঘন্য নাফরমান বান্দাকে নামাযী বানিয়ে দিল এবং সুন্নাতের প্রতি আন্তরিক ও এতে অভ্যস্ত করে তুলল। এই বক্তব্য দেওয়া কালে আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه আহ্লে সুন্নাতের মহান প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া আশরাফিয়া' মোবারকপুরে (ইউপি ভারত) 'দরসে নেজামী' করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

ছুট যায়ে গুনাহ, আপ পায়ে ফানা, তুড়ি হিম্মত করে, কাফেলে মে চলো।
তুম চুদর যাওগে গর ইদার আও গে, সিকনে সুন্নাতে, কাফেলে মে চলো।
ফজলে মাওলা ছে জব আয়েগি পায়েগি, জজবায়ে ইল্মে দ্বীন কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

'জামেয়া আশরাফিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের **ইনফিরাদি কৌশিশের** অবিচলতার বরকতে শেষ পর্যন্ত সমাজের বিপথগামী, গুনাহে লিপ্ত নেশাখোর যুবক মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জামেয়া আশরাফিয়াতে (মোবারকপুর, ভারত) ভর্তি হয়ে 'তালেবে ইল্মে দ্বীন' হয়ে গেল। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সাওয়াবের নিয়্যতে মাসিক আশরাফিয়া মুখপাত্র 'হাফেজে মিল্লাত নম্বর,' সংখ্যা নং: (রজবুল মুরাজ্জাব ১৩৯৮ হি. মোতাবেক জুন ১৯৭৮)-এর আলোকে জামেয়া আশরাফিয়া সহ এর প্রতিষ্ঠাতার স্মরণ করবার সৌভাগ্য অর্জন করছি। জামেয়া আশরাফিয়া (মোবারকপুর, ভারত) আহলে সুন্নাতের এক আজীমুশ্শান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ভারতের প্রদেশ ইউপির আজমগড় জেলার 'মোবারকপুর শরীফে' অবস্থিত। এই মহান দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন উস্তাযুল উলামা, জালালাতুল ইল্ম, হাফেজে মিল্লাত হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه। তিনি ১৩৫২ হিজরীর ২৯শে শাওয়াল মোতাবেক ১৯৩৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী আপন ওস্তাদ সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর আদেশে ইলম অর্জন শেষ করে মোবারকপুর চলে আসেন। সে সময়ে এখানে 'মিসবাহুল উলূম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত হাফেজে মিল্লাতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে **আল্লাহ্ তা'আলা** এই ছোট মাদরাসাটিকে বিশেষ বরকত দান করলেন। অবশেষে এই মাদরাসাটি বিরাট এক ফলদার বৃক্ষের রূপ ধারণ করে। আর জামেয়া আশরাফিয়া নামে চারিদিকে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা শিক্ষার্জন সমাপ্ত করে থাকেন, তাঁদেরকে এর পুরনো নাম 'মিসবাহুল উলূম' অনুসারে 'মিসবাহী' বলা হয়ে থাকে।

সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা

'হাফেজে মিল্লাত' নিজের প্রত্যেক আমলে সুন্নাতের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। একবার হযরতের ডান পায়ে ব্যথা পান। কোন ভদ্রলোক ঔষধ নিয়ে আসেন। বললেন: হযরত ঔষধ এনেছি। শীতকাল ছিল। হযরত মৌজা পরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি প্রথমে বাম পায়ের মৌজা খুললেন। ভদ্রলোকটি বললেন: হুযুর! আপনার ব্যথা তো ডান পায়ে! তখন হযরত বললেন: বাম পা আগে খোলা সুন্নাত।

হাফেজে মিল্লাতের কারামত

জামেয়া আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হাফেজে মিল্লাত হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উচ্চমানের একজন বুজুর্গ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর বেশ কয়েকটি কারামতের কথা বর্ণনা করেন। একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, মোবারক শাহ্ জামে মসজিদও প্রথম প্রথম খুব ছোট ছিল। সেটি জীর্ণ-শীর্ণও হয়ে গিয়েছিল। যেভাবে চতুর্দিক আবাদ হচ্ছিল সেদিক বিবেচনায় মসজিদের সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, পুরাতন মসজিদটিকে শহীদ করে দিয়ে নতুন সূত্রে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। মসজিদ সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। এলাকার মুসলমানেরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সাথে এ কাজে অংশ নেন। হযরত হাফেজে মিল্লাত এই কাজের পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ছিলেন। হযরত জামে মসজিদটির জন্য আন্তরিকতার সাথে অনেক মেহনত করে চাঁদার উঠানোর কাজ শুরু করে দিলেন। মোবারকপুরে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল। অভাব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা দ্বীনি কাজে সহযোগিতায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। পুরুষরা তাদের উপার্জন দিয়ে এবং মহিলারা তাদের অলংকার দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করলেন। ছাদ ঢালাইয়ের পর হাজী মুহাম্মদ ওমর অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে হযরতের নিকট এসে হাজির হলেন। বললেন: হাফেজ ছাহেব! মসজিদের ছাদটি নিচের দিকে নেমে আসছে। এখন কী করা! হাজী ছাহেব এ কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। হাফেজে মিল্লাত তৎক্ষণাৎ উঠে অযু করে হাজী ছাহেবের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সাথে তাঁর প্রতিবেশী খান মুহাম্মদ ছাহেবকেও নিলেন। জামে মসজিদ পৌঁছে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে কাঠের কিছু বল্লি দিয়ে ঠেস লাগিয়ে দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এতে করে ছাদ কেবল ঠিক হয়ে গিয়েছিল তাই নয় বরং আজ যদি আপনি দেখেন, বুঝতেই পারবেন না যে, এই ছাদের কোন অংশ কখনও ঝুকে গিয়েছিল!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হাফেজে মিল্লাতের কিছু মোবারক অভ্যাস

তিনি যখন অযু করতে বসতেন, ক্বিবলামুখী হয়েই বসতেন। হযরতের পায়জামা এতটুকু লম্বা কখনও দেখা যায়নি যে, গোড়ালি ঢেকে যায়। সত্য কথা হল, তাঁর সমস্ত অস্থিত্ব ও পোষাকের ধরন দেখেই লোকজন বুঝে নিতে পারত শরীয়াতের আসল রূপরেখা ও মানদন্ড যে কী। সফরে হোক কিংবা নিজ দেশে হযরত হাফেজে মিল্লাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রিয় আমলের মধ্যে এও ছিল যে, তিনি আহারের পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন। খাদ্য ভালমত চিবিয়ে চিবিয়ে খেতেন। খাবার মনের মত হোক কিংবা না হোক, তিনি এর কোন দোষ বের করতেন না। আহার শেষে তিনি তাৎক্ষণিক পানি পান করতেন না, কিছুক্ষণ পরেই পান করতেন। অনুরূপ পানি চুমুক দিয়ে তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন।

সুরমা লাগানোর বরকতে বৃদ্ধাবস্থায়ও চোখের জ্যোতি প্রখর ছিল

হুযুর হাফেজে মিল্লাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ের ঘটনা। তিনি ট্রেনে সফর করছিলেন। তিনি যে বগিতে আসন নিয়েছিলেন কাকতালীয়ভাবে সে বগিতে এক ডাক্তার ছিল। ডাক্তার সাহেব তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিলেন, তাঁর ইলমের বাহার দেখে ডাক্তার খুবই প্রভাবিত হলেন। ডাক্তার সাহেব বিস্ময়ের চোখে বারংবার তাঁর দিকে দেখতে থাকেন। কথাবার্তার ফাঁকে ডাক্তার সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: মাওলানা ছাহেব! আমি একজন চোখের ডাক্তার। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এই বয়সেও আপনার দৃষ্টিশক্তিতে কোনরূপ দোষ নেই। বরং আপনার চোখে শিশুদের চোখের ন্যায় জ্যোতি রয়েছে। আমাকে একটু বলুন তো, আপনি এর জন্য কী জিনিস ব্যবহার করে থাকেন? বললেন: ডাক্তার সাহেব! আমি বিশেষ কোন ঔষধ তো ব্যবহার করি না। হ্যাঁ, একটি আমল অবশ্য আছে, যা আমি নিয়মিত করি। রাতে শোয়ার সময় আমি সুন্নাত অনুযায়ী সুরমা ব্যবহার করি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, চোখের জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোন ঔষধ হতেই পারে না। **আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তার উপর বর্ষিত হেক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মসলকে আ'লা হযরত কা এক গুল ছিঁতা, ইলমে সদরুশ শরীয়া কা বেহরে রাওয়াঁ।
ইলমে ছে জিস কে চেয়রাব ছারা জাহাঁ, লাহ লাহানে লাগা দ্বীন কা বুছঁতা।
জিস তরফ দেখে ইছ কদম কি নিশান,
হাফিজে দ্বীনো মিল্লাত পে লাখো সালাম।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর হাফেজে মিল্লাতের সুন্নাতর প্রতি ভালবাসা মোবারকবাদ! আর সুন্নাত প্রেমের মাধ্যমে সুরমা লাগানোর বরকত দুনিয়াতেও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কোন অসুবিধা না থাকলে আপনারাও দৈনিক সুরমা ব্যবহারের নিয়্যত করে নিন। আপনাদের সুবিধার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'১০১টি মদনী ফুল'**এর ২৪-২৫ পৃষ্ঠা হতে সুরমা সম্পর্কে ৪টি মাদানী ফুল পেশ করছি। আপনারা তা গ্রহণ করে আপনাদের হৃদয়ের মাদানী পুস্পস্তাবকে সাজিয়ে নিন।

(১) 'সুনানে ইবনে মাজাহ্'র রিওয়ায়তে রয়েছে "সব সুরমার মধ্যে উত্তম হচ্ছে 'ইসমাদ'। এটি চোখের জ্যোতি: বৃদ্ধি করে, পালক গজায়।" (ইবনে মাজাহ্, ৪য় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪৯৭)

(২) 'পাথুরী সুরমা' ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু 'কালো সুরমা' বা 'কাজল' সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুরুষদের ব্যবহার করা মাকরূহ। আর যদি সৌন্দর্য বৃদ্ধি উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তাহলে মাকরূহ নয়। (আলমগিরী, ৫য় খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)০

(৩) রাতে ঘুমাবার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)

(৪) সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছে: ❁ কখনও উভয় চোখে তিন শলা করে। ❁ কখনও ডান চোখে তিন শলা এবং বাম চোখে দুই শলা করে এবং ❁ আবার কখনও উভয় চোখে দুই শলা করে লাগিয়ে পুনরায় এক শলা সুরমা নিয়ে উভয় চোখে পর্যায়ক্রমে লাগাবেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা) এই ভাবে করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটিতেই আমল হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল এবং মঙ্গলজনক যত কাজই রয়েছে, সবগুলো আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক হতেই আরম্ভ করতেন। তাই প্রথমে ডান চোখেই সুরমা লাগাবেন, অতঃপর বাম চোখে। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত)' এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'সুন্নাতেঁ আওর আদাব'** নামক কিতাব দুইটি হাদিয়ার বিনিময়ে ক্রয় করে পাঠ করে নিন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের এক নির্ভরযোগ্য ও উন্নত মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত দেয়া এক মজার ইবাদত

নেকীর দাওয়াতে কখনও অলসতা করবেন না। এই মাদানী কাজটি যদি ইখলাস সহকারে **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় করা হয়ে থাকে, তাহলে এটি একটি অত্যন্ত মজার ইবাদত। যেমন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি চারটি বিষয়ে ইবাদতের মজা পেয়েছি **(১) আল্লাহ্ তা'আলা**র ফরজগুলো আদায় করাতে, **(২) আল্লাহ্ তা'আলা**র নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকাতে, **(৩) আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ভাল কাজের আদেশ দেয়াতে করাতে এবং **(৪) আল্লাহ্ তা'আলা**র শাস্তি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাতে। (আল মুনব্বিহাত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

নেকীর দাওয়াত থেকে বঞ্চিত থাকাবস্থায় মৃত্যু কামনা

সাহাবীয়ে রাসুল হযরত সায়্যিদুনা আবু বাকরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একদা ইরশাদ করেছেন: 'কোন প্রাণীর মৃত্যু না হয়ে বরং আমার নিজের মৃত্যু হওয়াটাই আমি পছন্দ করি। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে আরজ করল: এমন কেন? তিনি জবাবে বললেন: আমার ভয় হয় জীবনে কখনও আবার এমন যুগ দেখতে না পাই যে, যে যুগে ভাল কাজের নির্দেশ দিতে পারব না আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে পারব না। কেননা, এমন যুগে কোন কল্যাণ নেই।

(শরহুস সুদূর, ১১ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ৬২তম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ কী যে জযবা ছিল! তাঁদের মাদানী চিন্তা-চেতনা যে কি ধরনের ছিল! আর **নেকীর দাওয়াতে**র প্রতি তাঁদের কী রকমের যে আগ্রহ ও একনিষ্ঠতা ছিল! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের মন-মানসিকতা এমন ছিল যে, **নেকীর দাওয়াত** ব্যতিরেকে তাঁরা জীবন যাপনেও কোন আগ্রহ রাখতেন না। এদিকে আমাদের অবস্থাও দেখুন! আমাদের **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার হাজারো সুযোগ রয়েছে, অথচ সেদিকে আমাদের কোনরূপ খেয়ালও নেই। অথচ এমন অনেক সুযোগও মিলে যায়, যেসব অবস্থায় অসৎকাজে বাধা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু আপসোসের বিষয়, সেদিকেও আমাদের কোনরূপ খেয়ালই থাকে না।

বদ আকীদা হতে তাওবা

নেকীর দাওয়াত দেয়ার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য, মন-মানসিকতা ও আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, বদ-আকীদা মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে অন্তরে জযবা সৃষ্টি করার জন্য এবং বিপথগামী লোকদের সংশোধনের কারণ হয়ে নিজেকেও জান্নাতের হকদার হিসাবে তৈরি করার জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনার ঈমানকে হিফাজত করার জন্য সচেষ্ট থাকুন। নিয়মিত নামায অব্যাহত রাখুন। সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী জীবন গড়তে থাকুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আর তাতে অবিছল থাকার জন্য প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইন্‌'আমাতের রিসালা পূরণ করতে থাকুন। প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট তা জমা করিয়ে দিন আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধোনের চেষ্টা করতে হবে'** অর্জনের উদ্দেশ্যে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আসুন, আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি: পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই যা লিখিত বক্তব্য পেশ করেন সেটির সারমর্ম আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমার উঠা-বসা বদ-আকীদার লোকজনের সাথে ছিল। কম বেশি ১৩ বছর ধরে তাদের গোমরাহীপূর্ণ সংস্পর্শে থেকে আমার আকীদাও **আল্লাহ্‌র** পানাহ! তাদেরই মত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমার আমলের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। আমি সিনেমা, নটক, গান-বাজনায় লিপ্ত ছিলাম। সুন্নাত মোতাবেক আমার মুখে দাঁড়িও ছিল না, ছোট ছোট ছিল। আমার 'জেনারেল ষ্টোরের' পাশের মসজিদটিতে এক দ্বীনি 'তালেবে ইলম' ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিত এবং মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্কদের) পড়াতে আসতেন। সম্ভবত: ১৪২০ হিজরীর সফর (১৯৯৯ সালের জুন) মাসের ঘটনা। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা আমাদের এলাকায় সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল। এমন দিনে সেই 'তালেবে ইলম'টি আরেকটি ইসলামী ভাইকে সাথে নিয়ে আমার দোকানে এসে উপস্থিত। তারা আমাকে সালাম দেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**দেরকে গোমরাহ মনে করার কারণে আমি তাদের ঘৃনা ভরে তাকাচ্ছিলাম। তাই তাদের সালামের জবাব আমি দিয় নাই, আর তাদের এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে দোকানের মাল পত্র পরিস্কার করতে লেগে গেলাম। তারা কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। অতঃপর বড়ই কোমল স্বরে মুচকি হেসে শহরে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। আমি তো তাদের দাওয়াত কবুল করলাম না, আর তাদের গালমন্দ করেই চললাম। আমার এই ঘৃণারভাব দেখে তাদের চেহারায় অনীহা এসে গেল। কিন্তু তাদের ধৈর্যের সাধুবাদ অবশ্যই দিতে হয়। তারা মুখে একটি কথাও ফিরিয়ে দেননি। তাদের এই বিরল চরিত্র সত্যিকার অর্থে চমৎকার ছিল। আমি যখন সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ঘরে চলে গেলাম আর রাতের খাবার শেষ করলাম, তখন সেই দুইজন আশিকে রাসুলের দাওয়াতের কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, অন্তত গিয়ে তো দেখতে পারি তারা ইজাতিমায় করেটা কী? অতএব, আমি কেবল তাদের দেখার জন্যই ইজতিমায় গেলাম। আমি তো দেখতেই গিয়েছিলাম, এদিকে আমার ভাগ্য জেগে উঠল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه, ইজতিমায় থাকাকালীন আমি জাগ্রত অবস্থাতেই কপালের চোখে **মদীনার তাজেদার, মাহবুবে রব্বে গাফ্‌ফার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সোনালী জালী দেখতে পাই। সেই ইজতিমায় সর্দারাবাদ থেকে আগমন করা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ সুন্নাতে ভরা বয়ান করেন। ইজতিমা শেষে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে মুহাব্বত সহকারে তিনি আমাকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

তাই আমি মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিলাম আর অতি শীঘ্রই আমার আশিকানে রাসুলদের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায়। আমাদের মাদানী কাফেলাটি একটি মসজিদে গিয়ে অবস্থান নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! প্রথম রাতেই আমি গুনাহ্গারের উপর দয়া হয়ে গেল। আমি দেখলাম কী, (আমার সামনে) মসজিদে নববী শরীফের আঙ্গিনা, আর আমি ঝাড়ু দিচ্ছি! দেখতে দেখতে সোনালী জালিগুলো খুলে যাচ্ছে আর **উম্মতের একমাত্র কর্ণধার, মাহবুবে পরওয়ারদেগার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ আনলেন। আমার নাম ধরে ইরশাদ করলেন: "তোমার ভিতরটাও পরিষ্কার করে নাও"। এই স্বপ্ন দেখেই আমার মনের মাঝে মাদানী ইনকিলাব সৃষ্টি হয়ে গেল। অথচ এই অল্প কিছুক্ষণ আগেও আমি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হায়াতুন্নবী হওয়াটাই মানতাম না (নাউযু বিল্লাহ্)। আর **আল্লাহ্**র পানাহ! আমার আকীদা ছিল, **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের দেখেনও না, আমাদের কথা শুনেনও না, আর তিনি আমাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতও নন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রবাশ্য সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কেবল নামই না, বরং অন্তরের অবস্থাদি সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত আছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি বাতিল আকীদা থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিলাম। সেদিনও ছিল কিন্তু আজকের দিনে আমার মুখে সম্পূর্ণ এক মুষ্ঠি দাঁড়ি আছে। মাথায় পাগড়ীর মুকুট রয়েছে। গায়ে সুন্নাত মোতাবেক মাদানী লেবাস রয়েছে। বর্তমানে আমার পরিবারের সবাই মাদানী রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে গেছে। **আল্লাহ্**র শান, যে আশিকে রাসুল দোকানে এসে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আর যারা ইজতিমা শেষে আমাকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেছিলেন তারা আজ উন্নতি করতে করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরার একজন রোকন হয়ে গেছেন। এই বক্তব্য প্রদান কালে আমি প্রায় দশ বছর ধরে মাদানী পরিবেশে রয়েছি, আর পর পর তিন বছর পর্যন্ত মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে তেহসীল মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে যিম্মাদারী পালন সহ আমার তিনবার বাংলাদেশে আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করারও সুযোগ হয়। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ইস্তিকামত (আজীবন সম্পৃক্ততা) দান করুন। ইখলাস সহকারে মাদানী কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন আর ঈমান ও ক্ষমার সাথে মদীনার গলিতে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সিকনে সুন্নাতেঁ, মসজিদে আওঁ চলেঁ — লায়ে হেঁ কাফিলে আশিকানে রাসূল।
ইয়াদ রাখনা সবি চোড়না মাত কাভি — দামনে মুস্তফা আশিকানে রাসূল।
কাশ! দুনিয়া মে তুম দো বা'ফজলে খোদা
দ্বীন কা ঢংকা বাজা আশিকানে রাসূল। (ওসায়িলে বখশিশ, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

কী যে অনুপম মর্যাদা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! রহীম ও রহমান খোদার শান যে কত মহান! কারও উপর যখন তাঁর মেহেরবানী হয়ে যায়, তখনই তাকে রহমত দ্বারা তিনি পথভ্রষ্ট ভাগ্যকে অনুপম সাজে সাজিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তার হৃদয়কে বদ-আকীদার অপবিত্রতা থেকে পাক করে দিয়ে আপন মাহবুবের শান বর্ণনাকারী বানিয়ে দেন। যেমন; আপনারা এই মাত্র মাদানী বাহারে লক্ষ্য করেছেন। **আল্লাহ্**র নিজস্ব গোপন ব্যবস্থাপনা কার ব্যাপারে কেমন তা কেউ জানে না। এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বকে কেবল অস্বীকারই করত না, বরং ঘৃনাভরে তাঁর বিরোধীতা করত, মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করে আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রাণোৎসর্গকারী মহাবীরের রূপ দান করেছেন। আসুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'সাহাবায়ে কিরাম কা ইশ্‌কে রাসুল'** কিতাবের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা থেকে কিছু সাহাবীর নবী-প্রেমের উদাহরণ শুনুন।

ঈমান গ্রহণের পর সাহাবায়ে কিরামের জযবা

(১) হযরত সায়্যিদুনা সুমামা বিন উছাল ইয়ামামী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ যিনি ইয়ামেন বাসীদের সর্দার ছিলেন, ঈমান গ্রহণের পর তিনি বলতে লাগলেন: “আমি **আল্লাহ্**র কসম করে বলছি, **আল্লাহ্**র জমিনে **আপনার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চেহারার মত ঘৃনিত চেহারা আমার কাছে আরেকটি ছিলনা। আজ সেই আপনার চেহারাই আমার কাছে সমস্ত চেহারার চাইতে অধিকতর প্রিয়তর। **আল্লাহ্**র কসম, আপনার দ্বীনের মত আর কোন ধর্ম আমার কাছে মন্দ ছিল না। আজ আপনার সেই দ্বীনই আমার নিকট দুনিয়ার সকল ধর্মের চাইতে অধিকতর পছন্দনীয়। **আল্লাহ্**র কসম, আপনার শহরের চাইতে ঘৃনিত কোন শহর আমার দৃষ্টিতে আরেকটি ছিল না। **আল্লাহ্**র শপথ, আজ সেই শহরই আমার নিকট দুনিয়ার সকল শহরের চাইতে অধিকতর প্রিয়।” (বুখারী, ২য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৭২)

(২) হযরত সায়্যিদাতুনা হিন্দ বিনতে উতবা (আবু সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী) رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا যিনি হযরত সায়্যিদুনা আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিলেন, ঈমান গ্রহণ করার পর বলতে লাগলেন: “**ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই পৃথিবীতে আমার চোখে আপনার তাঁবুর লোকদের চেয়ে অধিক ঘৃনিত আর কেউ ছিল না। কিন্তু আজ আমার চোখে পৃথিবীর বুকে আর কোন তাঁবুর লোকজন আপনার তাঁবুর লোকজনের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়।”

(প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮২৫)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: “হুনাইন (গযওয়ার) যুদ্ধের দিনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সম্পদ দান করেন। অথচ **তিনি** আমার চোখে সবচেয়ে ঘৃনিত ব্যক্তি ছিলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তিনি আমাকে দান করতে থাকেন, এক পর্যায়ে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার চোখে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে গেলেন।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৬)

শরাবে ইশক্বে আহমদ মে কুচ এয়চি কেয়ফ ও মাস্তি হে
কে জান দে কর ভি এক দু গুঁট মিল যায়ে তো চুচতি হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমাকে তিন দিন ধোপী'র কাজ করতে হয়েছে!

আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামেরা প্রকাশ্যে ছাড়াও বাতেনী ভাবেও **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে দিতেন। যেমন: ইমামুত তায়েফা হযরত সায়্যিদুনা জোনাইদ বোগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বসরায় বসবাসরত এক মুরিদের মনে মনে কোন গুনাহের ভাব এল। সেই গুনাহের নোংরা মনোভাবের কারণে সাথে সাথে তার চেহারা কালো বর্ণের হয়ে যায়। সে খুব ভয় পেয়ে গেল। তিন দিন পর কালোত্ব দূর হয়ে যায় আর সে দিনই তার নিকট তার পীরের (মুরশিদের) চিঠি হাতে আসে। তাতে লেখা ছিল, আপন মনকে আয়ত্বে রাখবে। চেহারার কালোত্ব ধোয়ার জন্য আমাকে তিন দিন পর্যন্ত ধোপার কাজ করতে হয়েছে। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কামেল পীরের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত সায়্যিদুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একজন অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্ন পীর ছিলেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁকে দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। দেখুননা! তিনি বসরায় বসবাসরত আপন মুরিদের মনের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন। কালো চেহারাটিও দেখে নিয়েছিলেন, আর দূর থেকেই বাতেনী দৃষ্টি দিয়ে মুরিদের চেহারার কালোত্বও ধুয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে আরও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কামেল পীরের বদৌলতে মানুষ গুনাহ্ হতে মুক্তি পেয়ে থাকেন। যদি কোনরূপ পদস্খলন হয়েও যায়, তাহলে **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতে পীর-মুর্শিদের দৃষ্টি দানের কারণে সেটির সংশোধনের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। তাই সকলেরই অবশ্যই কোন কামেল পীরের মুরিদ হওয়া উচিত। আরও বুঝা গেল যে, **আল্লাহ্র** স্মরণের কারণে চেহারায় একটি নূরানী ভাব বিরাজ করে। পক্ষান্তরে গুনাহের কারণে অন্তরও কালো হয়ে যায়। আর মুখেও কালিমা ছেয়ে যায়।

তেরে হাত মে হাত মেনে দিয়া হে, তেরে হাত হে লাজ ইয়া গাউছে আযম
মুরিদো কো খত্বরা নেহি বাহরে গম ছে, কেহ বিড়ে কে না খোদা গাউছে আযম
নিকলা থা পেহলে তো ডুবে হুঁয়ে কো
আউর ডুবতোঁ কো বাঁচা গাউছে আযম। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ'দী)

উট যখন ইঁদুরের হয়ে গেল

কোন পূর্ণাঙ্গ পীরের মুরিদ হয়ে যাওয়াতে আর কারও (অধিনস্ত) হয়ে থাকাতে কেবল মঙ্গলই মঙ্গল। যেমন: মুহাক্কিক আ'লাল ইতলাক, খাতিমুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্লভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর আউলিয়াদের জীবনী সম্পর্কিত বিখ্যাত কিতাব **'আখবারুল আখিয়ার'**-এ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হুস্‌সামুদ্দীন্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জীবনীতে বর্ণিত দুইটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে পীরে কামেলের মাধ্যমে মুরিদের মঙ্গল লাভের ধরন বুঝা যায়। যেমন; তিনি বলেন: কোন ইঁদুর বনে একটি উট চরতে দেখে বলল: হে উট! তুমি কারো হয়ে যাও। উটটি জবাবে বলল: আমি তোমার হয়ে গেলাম। একদিন উটটি বনের সবুজ সবুজ পাতা খাচ্ছিল। এমন সময় তার নাকের রশিটি গাছের ডালের সাথে পেঁচিয়ে যায়। ফলে উটটি অসহায় হয়ে পড়ে। এই নাজুক অবস্থায় সে ইঁদুরটিকে আহ্বান করল। সাথে সাথে ইঁদুর অপরাপর সব ইঁদুরকে নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে এল। সবাই মিলে গাছের সাথে পেঁচানো রশিটি কেটে দিল। এভাবে উটটি ছাড়া পেয়ে যায়। (আখবারুল আখিয়ার, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাঙের ভয়ে দৌঁড়ে পালালো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কল্পিত এই ঘটনায় এই কথাটাই হৃদয়ঙ্গম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, 'মুক্ত' থাকার চাইতে কারও 'হয়ে' বেঁচে থাক। অতএব, যে ব্যক্তি কোন পীরে কামেলের হয়ে যায়, তাহলে বিপদের সময় সেই কামেল পীরের বরকতে মুক্তি লাভের কোন ওসিলা হয়ে যায়। এরই আলোকে আরেকটি চমৎকার ঘটনা শুনুন। এক মজলিসে কিছু লোক জমায়েত হয়েছিল। হঠাৎ একটি ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। এ দেখে এক বিজ্ঞ লোক মজলিস থেকে উঠে পালাতে লাগল। লোকেরা তাকে দুর্বল মনের লোক বলে হাসাহাসি করতে লাগল। লোকেরা যখন তার কাছে ব্যাঙকে ভয় পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করল, জবাবে সেই বিজ্ঞ লোকটি বলল: আমি ব্যাঙকে ভয় পাচ্ছিলাম না। অবশ্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম সেই ব্যাঙের পিছনে হয়ত সাপ আসে। অনুরূপ কোন দরবেশ যদি খুবই দুর্বল হয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর সিলসিলা যদি অত্যন্ত মজবুত হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে ভয় করতে হবে। কেননা, তাঁকে মনে কষ্ট দিলে তাঁর সিলসিলার সকল মাশায়িখ অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হবেন। (আখবারুল আখিয়ার, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

মুরিদের পিঠ মজবুত হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাপ ব্যাঙ খায়। তাই বিজ্ঞ লোকটি ব্যাঙ দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কেননা, এমন যেন না হয় যে, ব্যাঙটিকে শিকার করার জন্য পিছনে সাপ আসবে আর তাকেও দংশন করবে। এই উদাহরণটি পেশ করার পর হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হুস্‌সামুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দুর্বল দরবেশ এবং তাঁর সবল মুরশিদগণের উদাহরণ পেশ করেন।

অতএব কোন মানুষ যখন কোন কামেল পীরের মুরিদ হয়ে যায়, তবে তার 'পিঠ মজবুত' হয়ে যায়। কারণ, তার পীর যদি দুর্বল ও হয়ে থাকেন, তাঁর পীরের পীর কিংবা উর্ধ্বতন পীরগণ তো মজবুত হয়ে থাকবেন। আর এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'মালফুজাতে আ'লা হযরত' কিতাবের ২৬০ থেকে ২৬৩ পৃষ্ঠা হতে কিছু শিক্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পেশ করা হচ্ছে। শুনুন, আর ঈমান তাজা করুন।

বাইয়াতের অর্থ

প্রশ্ন: 'বাইয়াত' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'বাইয়াত' শব্দের অর্থ 'বিক্রি হয়ে যাওয়া'।

মৃত্যুদন্ড কালে পীরের প্রতি মুরিদের দৃঢ় বিশ্বাস

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন) 'সবয়ে সানাবিল শরীফ' কিতাবে রয়েছে, বাদশাহ্ এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দিলেন। জল্লাদ তলোয়ার উঠাল। লোকটি আপন শায়খের মাজারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। জল্লাদ বলল: এ সময়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করতে হয়। লোকটি বলল: তুমি তোমার কাজ কর। আমি ক্বিবলার দিকেই মুখ করে নিয়েছি। বাস্তব কথা হল, কাবা তো শরীরের ক্বিবলা, আর শায়খ হচ্ছেন রূহের ক্বিবলা। এরই নাম হল মুরিদী। যদি এমনি ভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে একটি দরজা (তথা পীর) ধরে নেয়, তাহলে তার ফয়েজ আবশ্যই আসবে। তার পীর যদি শূণ্য হয়ে থাকেন, তার পীরের পীর তো শূণ্য হবেন না। তিনিও না হোক, হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো ফয়েজের ধারক এবং নূরের উৎস, তাঁর নিকট থেকে তো ফয়েজ আসবেই। অবশ্য, সিলসিলা বিশুদ্ধ হতে হবে এবং মুত্তাসিল হতে হবে (অর্থাৎ তার পীর হতে শুরু করে সিলসিলার ধারাবাহিকতা **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে পৌছাতে হবে, সিলসিলার মাঝখানে কোন বাতিল আকীদার পীর ঢুকে গেলে চলবে না।)

দোকান উল্টিয়ে দিব

এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। কোন ফকির একটি দোকানে এসে বলল: একটি টাকা দাও। দোকানদার টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। ফকিরটি বলল: "টাকা দিবে তো দাও, না হয় তোমার দোকান উল্টিয়ে দিব।" লোকজন জড়ো হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে কোন কাশফওয়ালা বুযুর্গ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দোকানদারকে বললেন: লোকটিকে শীঘ্র টাকা দিয়ে দাও, না হয় দোকান উল্টে যাবে। কেননা! আমি এই ফকিরটির ভিতরে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি কিছু আছে কি না! দেখলাম একদম খালি। তারপর তার পীরকে দেখলাম, তাঁকেও শূণ্য পেলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

তাঁর পীরের পীরকে অর্থাৎ দাদা-পীরকে দেখলাম, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন আহ্লুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌ওয়ালা)। আরও দেখলাম যে, তিনি এই ভেবে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন যে, কখন এর মুখ দিয়ে কথাটি বের হবে, আর আমি দোকান উল্টিয়ে দিব। ঘটনাটি বলার পর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: সেই ফকিরটি তার পীরের দামান অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন।

কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুরিদগণ

দ্বীনের ইমামগণ বলেছেন: "হুযুর গাউছে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর রেজিষ্টার বইতে কিয়ামত পর্যন্ত হওয়া মুরিদানের নামসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। যারা বর্তমানে রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে হয়ে থাকবেন।" হুযুর গাউছে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেছেন: "রব **তা'আলা** আমাকে একটি অনেক বিরাট দফ্‌তর (বড় ভলিয়ম) দান করেছেন, যা এক নজর প্রশস্ত ছিল। সেটিতে কিয়ামত পর্যন্ত আমার যতসব মুরিদ হবে তাদের সকলের নাম লিখা ছিল। আর আমাকে বললেন: قَدْ وَهِبُوْا لَكَ অর্থাৎ এসব তোমাকে দান করা হল।" (বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

একটি আপত্তি ও তার জবাব

প্রশ্ন: হুযুর! এ তো বাধ্য করে টাকা নেওয়া হল। সেই **আল্লাহ্‌**র ওলিটি যদি তার দোকান বাঁচাবার জন্য টাকা দেয়ার জন্য তাগাদা দিয়ে থাকেন, তাহলে ব্যাপার তো এমন ছিল যে, অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দিতে হয়েছিল। অথচ সেই ফকিরটির দাদা-পীর ছিলেন **আল্লাহ্‌**-ওয়ালা বুজুর্গ। এমন ধরনের অত্যাচার তাঁর কাছে কিভাবে বৈধ হতে পারে?

উত্তর: পবিত্র শরীয়াতের দুই ধরনের হুকুম রয়েছে। একটি হল প্রকাশ্য বিধান আর অপরটি হল গোপনীয় বিধান। বিচারক হোক আর সাধারণ মানুষই হোক তাদের দৌঁড় হল প্রকাশ্য অবস্থা পর্যন্ত। এদের পক্ষে এই প্রকাশ্য অবস্থায় বিচার করা দরকার। যদিও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির নিকট বিচার তার উল্টোই হয়ে থাকে।

বিস্ময়কর হত্যা মামলা

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরও বলেন:) এই উদাহরণটি হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জমানায় ঘটেছিল। এক নিঃস্ব, অসহায়, রাতের খাবারের অভাবী ব্যক্তি দো'আ করত, "হে **আল্লাহ্‌**! তুমি আমাকে হালাল রিযিক দান কর।" কোন রাতে তার ঘরে এক গাভী এসে উপস্থিত হল। সে মনে করল যে, তার দো'আ কবুল হয়েছে। এই হালাল রিযিকটি তার কাছে গাইব থেকে দান করা হয়েছে। গাভীটিকে সে জবাই করে দিল। মাংস রান্না করল আর খেল। সকালে মালিক এ ঘটনা জানতে পারল। সে হযরত দাঊদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দরবারে অভিযোগ করল। হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "বাদ দাও। তুমি সম্পদশালী লোক।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

একটি সে না হয় খেয়ে ফেলেছে তাতে তোমার কি এসে যায়?" লোকটি রাগান্বিত হয়ে বলল: "**হে আল্লাহ্র নবী!** আমি আমার হক চাই।" হযরত দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: "তুমি যদি হক চাও তাহলে শোন, গাভীটি তারই ছিল।" লোকটি আরও রেগে গেল। তখন হযরত দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আরো বললেন: "কেবল গাভীটিই নয়, বরং তোমার কাছে যত সম্পদ আছে সবই তার ছিল।" সে আবারও অভিযোগ করল। হযরত দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: "তুমি নিজেও তারই মালিকানায় আছো এবং তারই গোলাম।" এবার সে পাগলপারা হয়ে উঠল। হযরত দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: "এর সত্যতা যদি তুমি যাচাই করতে চাও, তাহলে আমার সাথে এসো।" সেই ফকির এবং গাভীটির মালিককে সাথে নিয়ে তিনি বনে চলে গেলেন। বিস্ময়কর ঘটনা ছিল। সমগ্র সৃষ্টি জগত যেন একত্রিত হয়ে গেল। একটি বৃক্ষের নিচে এসে আদেশ দেওয়া হল, "এখানে খনন কর।" খনন করার পর দেখা গেল, একটি মানুষের মাথা এবং একটি খঞ্জর যেটিতে নিহত ব্যক্তির নাম খুদিত ছিল। **আল্লাহ্**র নবী সেই বৃক্ষটিকে আদেশ দিলেন, "হে বৃক্ষ! তুমি কী কী দেখেছ সব কিছুর সাক্ষ্য দাও।" বৃক্ষটি আরজ করল: **হে আল্লাহ্র নবী!** এ মাথাটি হল এই ফকিরটির পিতার। এই গাভীর দাবীদার লোকটি তার গোলাম ছিল। সে সুযোগ নিয়ে স্বয়ং তার মালিককে (অর্থাৎ এই ফকিরটির পিতাকে) আমার নিচে এই ছুরি দিয়ে জবাই করে, আর ছুরি সহ জমিনে পুতে পেলে। এভাবে সে তার সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়। তার এই ছেলেটি তখন ছোট বয়সের শিশু ছিল। তার যখন বুদ্ধির বয়স এল, তখন সে নিজেকে একজন নিঃস্ব ও অভাবী হিসেবে পেল, আর সে এও জানতে পারেনি যে, তার পিতা কে ছিল এবং সে ধনবান ছিল না কি নিঃস্ব ছিল। গোপন অবস্থা ফাঁস হয়ে গেল। গোলামটির (অর্থাৎ গাভীর দাবীদারটি যেহেতু ফকিরটির পিতার খুনী ছিল, তাই) গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হল, আর সব সম্পত্তি (যা ছিল গাভীর দাবীদারের) ওয়ারিশ হিসাবে ফকিরের হয়ে গেল।

(মসনবী শরীফ, ৩য় খন্ড, ২২৪ থেকে ২৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

(আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন:) সেটি এখানেও প্রযোজ্য হতে পারে যে, দোকানদারটি এই ফকিরটির মওরেছের (অর্থাৎ ফকিরটি যার ওয়ারিশের) কাছে ঋণী। যদিও সেই ফকিরটিও সেই খবর রাখেনি, না সে এই দোকানদারকে চেনে। তাহলে এভাবে বাধ্য করে দেওয়ানোতে মূলত: কোন বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয় না। বরং এ হল حَقّ بَحَقّ دَارِ رَسَانِیۡدَن অর্থাৎ হকদারকে তার হক যথাযথ দিয়ে দেওয়াই।

হার হার যার্রা হার কাত্‌রা শাহিদ হে হার হার লামহা
ইচ্ কি কুদরত ও চনঅদ কা একতায়ি ও ওয়াহদাত কা। (সামানে বখশিশ শরীফ)

لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ط اٰمَنَّا بِرَسُوۡلِ اللّٰهِ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

সৎকর্মশীলদের মত কে রয়েছে?

মদীনার সরদার, দো জাহানের মালিক মুখতার, শাহানশাহে আবরার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সৎকাজে আহ্বানকারী সৎকর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৭৯) প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বলেন: "সৎকাজ যে করে, যে করায়, যে শিখায় আর যে পরামর্শ দেয় সবাই সাওয়াবের অধিকারী।" (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبۡحٰنَ الله! **নেকীর দাওয়াতের** মাদানী কাজে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে জায়েয পন্থায় সহযোগীরাও সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। এ কাজে কুরআনের এই আয়াতের উপরও আমলের নিয়্যত করা যেতে পারে। যেমন: পারা: ৬, সূরা: আল মায়িদা, আয়াত: ২ এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ۪

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে সাহায্য করো না।"

সকল আমলকারীদের সাওয়াব

সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সত্যপথের দিকে আহ্বান করে সে সকল আমলকারীদের ন্যায় সাওয়াব পাবে, আর এতে আমলকারীদের নিজেদের সাওয়াবে কোন কমতি হবে না, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার সকল পথভ্রষ্ট অনুসারীদের গুনাহের সমপরিমান তার গুনাহ হবে, আর এটা তাদের গুনাহ থেকে কোন কিছু কমাবে না।" (মুসলিম, ১৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৭৪)

লাখ লাখ নেকী আর লাখ লাখ গুনাহ্

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বলেছেন: 'এই হুকুম (সাধারণ, অর্থাৎ) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় সকল সাহাবা, মুজতাহিদ ইমামগণ, উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন সবাইকে শামিল করে। যেমন; কারো তাবলিগ দ্বারা যদি এক লাখ মানুষ নামাযী হয়ে যায়, তাহলে সেই মুবাল্লিগের জন্য প্রতি ওয়াক্তের নামাযে এক লক্ষ নামাযের সাওয়াব মিলবে, আর সেসব নামাযীদের নিজ নিজ নামাযের সাওয়াবও মিলবে। এতে করে বুঝা গেল যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামাযের সাওয়াবের হিসাবের পরিমাণ সৃষ্টি জগতের অনুমানের বাইরে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝ (পারা: ২৯, সূরা: কলম, আয়াত: ৩) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** “আর অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে।” একই ভাবে সেসব লিখকেরা যাদের কিতাবাদি থেকে মানুষ হেদায়াত পাচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষের সাওয়াব তাঁদের পক্ষে মিলবে। হাদীসটি এই আয়াতে করীমার বিরোধী নয়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে: لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** “মানুষ আপন প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই পাবে না।” (পারা: ২৭, সূরা: নজম, আয়াত: ৩৯) কেননা তার এই সাওয়াবের আধিক্য তার তাবলিগী আমলেরই ফলাফল। আরও বলেছেন, এতে গোমরাহীর আবিষ্কারকগণ এবং অন্যের নিকট এর প্রসার কারীগণ সবাই শামিল রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট লাখ লাখ গুনাহ্ পৌঁছতে থাকবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)

‘নেক্‌কার’ বানানোর মেশিন হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎকাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠুন। অন্যান্যদেরকে নামাযী বানানোর গুরুত্ব অনুধাবন করুন। যখনই আপনি জামাত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদের দিকে রাওয়ানা হবেন অন্যান্যদেরকেও উৎসাহ দিয়ে সাথে নিয়ে যান। যারা নামায পড়তে জানে না,তাদেরকে নামায শিক্ষা দিন। আপনার প্রচেষ্টায় একজনও যদি নামাযী হয়ে যায়, তাহলে যতদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি নামায পড়তে থাকবে, তার প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব আপনিও পেতে থাকবেন। সাধারণতঃ ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিতব্য প্রায় ৪০ মিনিটের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **‘মাদরাসাতুল মদীনা’**য় ভর্তি হয়ে যান। এতে আপনি নিজেও কুরআন করীম শিক্ষা নিন, অন্যান্যদেরকেও শিক্ষা দিন। আপনার কাছে শেখা লোকেরা যখনই কুরআন করীম তিলাওয়াত করতে থাকবে, আপনিও তাদের তিলাওয়াতের সাওয়াব পেতে থাকবেন। আপনিও সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। অন্যান্যদেরকেও আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। আপনি যদি কাউকে একটি মাত্র সুন্নাত শিখিয়েছেন, এখন থেকে সে যখনই সেই সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকবে, আপনিও সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীর ন্যায় সাওয়াব পেতে থাকবেন। এলাকায়ী দাওরা বরায়ে **নেকীর দাওয়াত** ও **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতে ভরা সফরের মাধ্যমে আপনি সহ অন্যান্যদের সংশোধনের জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলমানদেরকে নেক্‌কার বানানোর মেশিনে পরিণত হয়ে যান। তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবের স্তুপ হয়ে যাবে এবং উভয় জাহানে কামিয়াব হয়ে যাবেন।

তেরে করমছে আয় করীম! মুঝে কোনছি শেয় মিলি নেহি
ঝুলি হি মেরি তং হে তেরী ইহা কমি নেহি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে সারা বছর ইবাদতের সাওয়াব এবং ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন মুসলমান **নেকীর দাওয়াত** দিতে থাকে, তখন **আল্লাহ্**র রহমতের সাগরে ঢেউ উঠে। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'একদা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্** পাকের দরবারে আরজ করলেন, **হে আল্লাহ্!** যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে সৎকাজে আহ্বান করে এবং অসৎকাজে নিষেধ করে তার প্রতিদান কী? **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক এক বছরের সাওয়াব লিখে দিই, আর তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।' (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা)

নেকির ভান্ডার

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনি যদি কাউকে **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে থাকেন, তাহলে প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে পূর্ণ এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব পেয়ে যাবেন। মনে করুন, আপনি কোন সময় মসজিদে কেবল একটি ইসলামী ভাইয়ের সামনে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলেন, আর তাতে দুইটি পৃষ্ঠা পাঠ করে শুনালেন। এখন যদি সেগুলোতে সৎকাজের এবং মঙ্গলের বিশটি কথা বয়ান হয়ে থাকে তাহলে দরস-শোনা সেই ইসলামী ভাইটি সে অনুযায়ী আমল করুক বা না করুক আপনার আমল-নামায় اِنْ شَآءَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ বিশ বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখা হয়ে যাবে, আর যদি আপনার দরস শুনে সেই ইসলামী ভাইটি আমল করতে শুরু করে, তাহলে সে ব্যক্তি যতদিন আমল করতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আপনিও বরাবর সেই আমলের সাওয়াব পেতে থাকবেন, আর যদি সে ব্যক্তি আপনার দরস হতে শিখা কোন সুন্নাত অপর কারো নিকট পৌঁছিয়ে থাকে, তাহলে এর সাওয়াব তারও মিলবে; আপনারও। এভাবে اِنْ شَآءَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ আপনার সাওয়াব কেবল বাড়তেই থাকবে। আখিরাতে **নেকীর দাওয়াতে**র বিনিময়ে যে সাওয়াব মিলবে তা যদি কোন বান্দা দুনিয়াতেই দেখে ফেলে তাহলে একটি মূহুর্তও বৃথা যেতে দিবে না, সর্বদা **নেকীর দাওয়াতে**র সাড়া জাগিয়ে তুলবে।

মে নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচাঁও
তু কর এয়ছা জযবা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

দরস দেওয়ার সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দানও **নেকীর দাওয়াতের**ই একটি মাধ্যম। অতএব সাহস করুন। শয়তানের পিছু ছাড়ুন। অলসতা পরিহার করুন, আর দিনে কমপক্ষে দুইটি দরস অবশ্যই দিন। মসজিদ দরস, চৌক দরস, বাজার দরস ইত্যাদির যে কোন একটি হলেও নিয়মিত প্রদান করুন। তাছাড়া সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন অবশ্যই অবশ্যই ঘর দরসের মাধ্যমেও বেশি বেশি সুন্নাতের মাদানী ফুল বিতরণ করুন। প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন। এ ব্যাপারে দুইটি হাদীসে ইরশাদ শুনুন, আর আনন্দে মেতে উঠুন। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত কোন ইসলামী বিষয় পৌঁছিয়ে দিল, যা দিয়ে সুন্নাত কায়েম হবে কিংবা এর মাধ্যমে কু-ধর্ম (বাতিল আকীদা) দূর করা যাবে, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতী।" (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৪৬৬) **হুযুর পূর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দো'আ: "**হে আল্লাহ!** সে ব্যক্তিকে তুমি তরতাজা রাখিও, যে ব্যক্তি আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অপর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬৫)

দরসের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে সুন্নাতের দরসের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদেরকে একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমন: বাবুল মদীনার (করাচী) বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য তাঁর ভাষায় শুনুন। ১৪১০ হিজরীর (১৯৯০ সালে) কথা। আমি মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) একটি জায়গায় চাকুরি করতাম। সে সময়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইও সেখানে চাকরি করতেন। আমি একদা তাকে বললাম: আমাকে এমন কোন কিতাবের নাম বলুন যা পাঠ করে ইসলামী পদ্ধতিতে জীবন গঠন করা যায়। তিনি বললেন: আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত '**ফয়যানে সুন্নাত**' কিতাবটি কিনে নিন। জীবন-পরিক্রমা অনেক দূর এগিয়ে গেল। রাত-দিন বিপদ-আপদে উদাসীন হয়ে জীবন কাটতে লাগল। তদুপরি দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে কিতাবটি আর কিনা হল না। কিছু দিন পর **আল্লাহ্ তা'আলার** হুকুমে আমি বাবুল মদীনা (করাচী) ট্রান্সফার হলাম। এক দিন মাগরিব নামাযের জন্য কোন মসজিদে গেলাম। নামায শেষে আমি দেখতে পেলাম সাদা পোষাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে এক ইসলামী ভাই কোন কিতাব থেকে দরস দিচ্ছেন। আর কিছু ইসলামী ভাই দরস শুনছেন। আমিও সেই দরসে বসে গেলাম। আমার চোখ যখন সেই কিতাবটির উপর পড়ল, যে কিতাব দেখে দেখে সেই ইসলামী ভাইটি দরস দিচ্ছিলেন, দেখলাম তাতে লেখা ছিল '**ফয়যানে সুন্নাত**'।

দেখতেই আমার মনে পুরানো স্মৃতি ভেসে উঠে। এ তো তাহলে সেই কিতাব যেটি কেনার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) অমুক ইসলামী ভাইটি। দরসের পর আমি ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আর তাদের কাছে ফয়যানে সুন্নাতটি অধ্যয়ন করার জন্য চাইলাম। তাঁরা দিয়ে দিলেন। এই কিতাবটি অধ্যয়ন করে আমার ভিতর সুন্নাত মোতাবেক আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেল। আর اَلْحَمْدُ لِله! ধীরে ধীরে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। আমার সাথে সাথে আমার তিনজন ভাইও اَلْحَمْدُ لِله عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

না নেকী কি দাওয়াত মে ছুছতি হু মুঝ ছে, বানা শায়েখে কাফিলা ইয়া ইলাহী।
সায়াদাত মিলে দরসে ফয়যানে সুন্নাত, কি রোযানা দো মরতবা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনের কুতুবে আযম (বড় কুতুব)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সৎকাজে আহ্বান করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা দ্বীনের কুতুবে আযম। (অর্থাৎ কাজটি দ্বীনের এতই মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, এর সাথে দ্বীনের সব বিষয়ই সম্পৃক্ত রয়েছে)। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির জন্য **আল্লাহ্ তা'আলা** সমস্ত নবীগণকে প্রেরণ করেছেন।" (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

আরশের ছায়া পাওয়া যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাশরের মাঠের ভয়াবহ পরিবেশে যে দিন **আল্লাহ্ তা'আলার** আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া হবে না, সেদিন **আল্লাহ্ তা'আলা** যে সকল অনুগত এবং বাধ্য বিশেষ বান্দাদেরকে আরশে আযীমের ছায়ায় স্থান সহ জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশ করাবেন, সেসব সৌভাগ্যবানদের মাঝে শামিল থাকবেন সৎকাজে আহ্বানকারী এবং অসৎকাজে নিষেধকারী ইসলামী ভাই-বোনেরাও। যেমন: **আল্লাহ্ তা'আলা** হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে ওহী প্রেরণ করেন: "যে ব্যক্তি সৎকাজের আহ্বান করল এবং অসৎকাজে নিষেধ করল আর লোকদেরকে আমার অনুগত হবার প্রতি আহ্বান করল, সে কিয়ামতের দিন আমার আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।"

(হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৭১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

সূর্য এক মাইল উপরে হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামত যখন সংগঠিত হবে আর সূর্য তখন এক মাইল উপরে এসে অবস্থান করে আগুন বর্ষাতে থাকবে, কঠোর পিপাসায় জিহ্বা বেরিয়ে আসবে, মানুষেরা তাদের ঘামের মধ্যে সাঁতরাতে থাকবে, আরশের ছায়ার সঠিক অর্থ যে কী তা তখন হারে হারে বুঝা যাবে। আরশের ছায়ার খোঁজা অন্তরের মধ্যে জাগিয়ে তুলুন। যেমন; গ্রীষ্মের দুপুর, আপনি কোন মরুভূমিতে তপ্ত বালির উপর খালি পায়ে চলছেন এমন অবস্থায় কোন ছায়াদার কিছু যখন আপনি দেখতে পাবেন তখন আপনি কীরূপ আনন্দিত হবেন আপনিই বুঝুন। অথচ কিয়ামত দিবসের উত্তাপের বিপরীতে পৃথিবীর রোদের তাপ বলতে গেলে কিছুই না। তাই কিয়ামত দিবসে **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতের মাধ্যমে আরশের ছায়া পাওয়ার জন্য আজ পৃথিবীতেই বেশি বেশি করে **নেকীর দাওয়াতের** সাড়া জাগিয়ে তুলুন এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট আরশের ছায়া লাভের প্রার্থনা করতে থাকুন।

ইয়া ইলাহী গরমিয়ে মাহশর ছে জব বটকে বদন দামনে মাহবুব কি ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হু।
ইয়া ইলাহী জব জবানে বাহার আয়ে পিয়াস ছে ছাহেবে কাওছার শাহে জুদু আতা কা সাথ হু।
ইয়া ইলাহী সরদ মেরে পর হু জব খুরশিদে হাশর
সায়্যিদে বে ছায়া কে ঝিল্লে লিওয়া কা সাথ হু। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুনাজাতের তিনটি শেরের ধারাবাহিক সারমর্ম : (১) **হে আমার মাবুদ!** হাশর যখন অনুষ্ঠিত হবে আর সেই দিনের বেহুশ করা উত্তাপে মানুষের শরীর যখন উত্তপ্ত হতে থাকবে সে সময়ে আমারা **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদেরকে আপনার **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার বাহুর ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস নসিব করবেন। (২) **হে আমার পরওয়ারদিগার!** কিয়ামতের ভয়াবহ উত্তাপ ও প্রাণান্তকর পিপাসায় জিহ্বা যখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এমন হৃদয়-বিদারক পরিবেশে দান-দক্ষিণার মূর্ত প্রতীক, কাওছার ও জান্নাতের মালিক **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য দান করবেন। এমন যেন হয় যে, আমারা পিপাসার্তদেরকে কাওছার ও জান্নাতের মালিকের প্রিয় হাত মোবারক হতে কাওছারের পিপাসা-নিবারণকারী পানির পেয়ালা নসিব হয়ে যায়। (৩) **হে দয়াময় রব!** কিয়ামতের উত্তপ্ত ময়দানে সূর্য যখন খুবই তাপ বিকিরণ করতে থাকবে, হায়! সেই প্রাণ-ছিনিয়ে নেওয়া রোদের কঠোর তাপে যখন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে, তখন রোদ যাঁর ছায়া মাটিতে ফেলতে পারত না সেই সৈয়্যদ ও সর্দারের আযীমুশ্‌শান ঝান্ডার ছায়া আমাদের নসিব করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভাল-মন্দের অগ্রদূত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাউকে নিজের নেতা, অগ্রদূত কিংবা লিডার বানানোর পূর্বে আখিরাতের উপকার ও অপকারের বিচারে ভাল করে চিন্তা করে নিতে হবে। যে সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলা** কর্তৃক প্রেরিত কোন নেক বান্দাকে নিজের পথপ্রদর্শক বানাবে, তাঁর আদেশ মেনে চলবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাঁরই সংস্পর্শ লাভ করবে, আর যে বদ নসীব ব্যক্তি দুনিয়ার রং-তামাশায় মত্ত হয়ে ধন-সম্পদ ও পদের লালসায় মন্দ নেতার ফাঁদে পা দিবে, পার্থিব জগতে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তবে সে হাশরের দিন সেই নেতারই সংস্পর্শ লাভ করবে সে। আমাদের প্রত্যেকেরই কিয়ামত দিবসে লজ্জা পাওয়াকে ভয় করতে হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'**-এর ৫৩৯ পৃষ্ঠায় ১৫ পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ৭১ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহ্বান করব।"

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এই আয়াতের টীকায় লিখেছেন: (সেই ইমামের সাথে আহ্বান করা হবে) যার অনুসরণ সে দুনিয়াতে করত। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: (ইমাম) শব্দটি দ্বারা সমসাময়িক সেই নেতাই উদ্দেশ্য যার আহ্বানে পৃথিবীতে লোক চলে থাকে। চাই সে সত্যের আহ্বান করে থাকুক কিংবা বাতিলের। মোটকথা হল, প্রত্যেক দল কিংবা গোষ্ঠী নিজ নিজ সরদারের নিকট গিয়ে একত্রিত হবে, যার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী তারা পৃথিবীতে চলত আর তাদেরকে তারই নাম ধরে আহ্বান করা হবে। যেমন: বলা হবে, হে অমুকের অনুসারীরা!

(খাযায়িনুল ইরফান)

সৎকাজের ইমামের উত্তম পরিণতি

তাবলিগ, পথনির্দেশনা ও **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার ফলে পৃথিবীতে যেসব সৌভাগ্যবান লোকের উন্নত মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব অর্জিত হয়ে থাকবে, একান্ত ইখলাস ও সদ্ব্যবহারের সাথে নিজের দায়িত্ব আদায় করবে, তাদের সৎকাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সেসব মুখলিস বান্দাদের আখিরাতে খুবই সম্মান ও মর্যাদা হবে। এরই আলোকে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা কাআব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: কিয়ামত দিবসে সৎকাজের ইমামকে উপস্থিত করা হবে। তাকে বলা হবে, তুমি পরওয়ারদিগারের দরবারে হাজেরী দাও।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

সে হাজেরী দিবে। এমতাবস্থায় যে, মাঝখান থেকে পর্দাসমূহ উঠিয়ে ফেলা হবে।তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হবে। সে জান্নাতে গিয়ে নিজের মর্যাদা ও সৎকাজে সহায়তাকারী অপরাপর বন্ধুদের মর্যাদাও দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, এ হল অমুকের মর্যাদার পদ আর এটি অমুকের। এরপর জান্নাতে সে সমস্ত কিছু দেখতে পাবে, যেগুলো তার এবং তার অপরাপর বন্ধুদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে এবং সে নিজের মর্যাদার পদটিকে দেখতে পাবে অন্যান্যদের মর্যাদার পদের চাইতে বড়। অতঃপর জান্নাতের লেবাস সমূহ হতে একটি লেবাস তাকে পরানো হবে। তার মাথায় জান্নাতী তাজ থাকবে। তার চেহারা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল হতে থাকবে। এমনকি তার চেহারা চাঁদের ন্যায় হয়ে যাবে। তাকে যে ব্যক্তি দেখবে, সে বলবে: হে **আল্লাহ্**! একে আমাদের দলভূক্ত করে দাও। এক পর্যায়ে সে আপন সেই বন্ধুদের নিকট আগমন করবে যারা তাকে সৎকাজে সহযোগিতা ও সাহায্য করে থাকত। সে তাদের বলবে: "হে অমুক! আনন্দিত হও, **আল্লাহ্ তা'আলা** জান্নাতে তোমাদের জন্য এমন সব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন।" তাদেরকে এভাবে সুসংবাদ শোনাতে থাকবে। এক পর্যায়ে তার উজ্জ্বল চেহারার ন্যায় তাদের চেহারাগুলোও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আর লোকজন এভাবে তাদেরকে তাদের উজ্জ্বল চেহারা দেখে চিনে ফেলবে। (আল বুদরুস সাফিরা ফি উমুরিল আখিরা, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

পুর যিয়া কর মেরা চেহরা হাশর মে এ্যয় কিবরিয়া
শাহ্ যিয়া উদ্দিন পীরে বা সাফা কে ওয়াস্তে

اٰمِين بِجاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !

ক্যাসেটের "একটি বাক্য" হৃদয়ে এমন দাগ কাটল যে ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সেই মাদানী পরিবেশের বরকতে অসংখ্য ইসলামী ভাই-বোন গুনাহ্ থেকে তাওবা করে **নেকীর দাওয়াতে**র সাড়া জাগিয়ে তোলাতে রত হয়ে গেছেন। আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানার্থে একটি মাদানী বাহার শুনানো হচ্ছে। যেমন: পাঞ্জাবের (পাকিস্তানের) নগরী চিশতিয়াঁ শরীফের এক ইসলামী ভাইয়ের কথাগুলো তাঁর ভাষায় শুনুন। নামায থেকে উদাসীনতা, দাঁড়ি মুন্ডানো, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদিই আমার জীবনের মৌলিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। গান-বাজনায় আমার পাগলের মত টান ছিল। আমার মোবাইল ফোন আর কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের গান সবসময়ই বিদ্ধমান থাকত। আমি ইন্টারনেটের অপব্যবহারের গুনাহেও লিপ্তছিলাম। জিন্সের প্যান্ট ছাড়া অন্য কোন প্যান্টই পরতাম না। এমন কি একবার ঈদের সময় আমার জন্য আমার বাবা একটি স্যুট সেলাই করেছিলেন। কিন্তু আমি তা পরতে অস্বীকৃতি জানাই। আমি আমার নফসের পছন্দ মত প্যান্ট-শার্ট ইত্যাদি কিনি এবং ঈদের আনন্দঘন দিনে সেই পোষাকই পরিধান করি।

আকর্ষণীয় পোষাক পরিধান করার মন-মানসিকতার কারণে আমি তো কখনও পাগড়ী, লিবাস ইত্যাদি পরার কথা কল্পনাও করিনি। আমার সংশোধনের মাধ্যম এমনই ছিল যে, আমাদের মসজিদে নতুন যে ইমাম সাহেবটি এসেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তিনি ছিলেন কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। একদিন তিনি আমাকে **ইনফিরাদি কৌশিশে**র মাধ্যমে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহী করে তোলেন। তাঁর **ইরফিরাদি কৌশিশে**র কারণে আমি দুই-একবার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদানও করি। একদিন তিনি আমার আব্বাজানকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান **'মুর্দে কি বে বসী'** নামক ক্যাসেটটি উপহার দিলেন। **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতে এক রাতে এই ক্যাসেটটি আমিও শোনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বয়ানটি শুনার বরকতে আমার মনের দুনিয়া পরিবর্তন হতে লাগল। বিশেষ করে এই বাক্যটি 'মৃত্যুর পর মানুষকে অন্ধকার কবরে রেখে দেওয়া হবে। গাড়ি থাকলে তাও গ্যারেজেই দাঁড়িয়ে থাকবে' আমার হৃদয়ে মাদানী ইনকিলাব সৃষ্টি করে দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সাথে সাথে আমার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ্ থেকে তাওবা করে নিই। আমার মোবাইল ফোন ও কম্পিউটারকেও গান-বাজনা ও মিউজিক থেকে পবিত্র করে নিলাম আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এই মাদানী পরিবেশ আমার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। আমি আমার মুখে **প্রিয় আক্বা মক্কী-মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের নিশান দাঁড়ি সাজিয়ে নিয়েছি, মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিয়েছি। সুন্নাত মোতাবেক মাদানী লেবাস পরা আরম্ভ করে দিয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এ বর্ণনা দান কালে আমি ইউনিভার্সিটির হোষ্টেলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "শোবায়ে তালিম (ছাত্র বিভাগ)" এর একজন যিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তোলার কাজে নিয়োজিত আছি।

একিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দার, জিচে খায়র ছে মিল গিয়া মাদানী মাহল।
ইহা সুন্নাতে সিকনে কো মিলে গি, দিলায়েগা খউফে খোদা মাদানী মাহল।
গুনাহগারোঁ আও ছিয়াকারোঁ আও
গুনাহ তুমছে দেগা ছুড়া মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদের ইমাম যেন এলাকার মুকুটহীন সম্রাট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মসজিদের পেশ ইমাম ইসলামী ভাইয়ের **ইনফিরাদি কৌশিশে** একজন ফ্যাশন-পূজারী মডার্ণ যুবককে সুন্নাতের প্রতীক ও আদর্শে রূপদান করতে পেরেছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

সাধারণ ইসলামী ভাইদের তুলনায় মসজিদের ইমামগণ সাধরণতঃ বেশিই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। বিশেষ করে সুন্দর চরিত্রের ও মিশুক চরিত্রের ইমামগণ যেন এলাকার মুকুটবিহীন সম্রাটই বটে। মানুষ-জন তাঁদের অত্যন্ত সম্মান ও সমীহ করে থাকে।তাঁদের কথা আন্তরিক ভাবে মেনে চলে। তাঁদের সামনে অবনত মস্তক হয়ে যায়। মসজিদের ইমামগণের খেদমতে আমার আরজ, তাঁরা যেন কেবল জুমার বয়ানেই সব কিছু শেষ করে না দেন। বরং সময়ের সুযোগে **'ফয়যানে সুন্নাতে'**র দরসের ব্যবস্থা করেন, দরস দাতা মুআল্লিমের সাহস যোগাবার জন্য তথায় যোগদানও করবেন। বেশি বেশি করে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করবেন। **নেকীর দাওয়াতে**র স্থানীয় সদস্যদের মধ্যে নিজেও সংশ্লিষ্ট হবেন। প্রতি মাসে অন্ততঃ তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। বাস্তবেই ইমাম সাহেবগণ যদি স্বয়ং সফর করেন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাঁদের দেখা-দেখি মুকতাদীরাও সহজভাবে মাদানী কাফেলায় সফর করবে। মোটকথা, মসজিদের ইমামগণের উচিত তাঁরা যেন নিজ আসনে অবস্থানপূর্বক বৈধ উপকারিতা অর্জনের স্বার্থে নিজের এলাকায় মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তুলে সুন্নাতের বাহারের মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করে নেন, আর যেন নিজের জন্য আখিরাতের সাওয়াবের ভান্ডার তৈরি করে নেন। নিজের মুকতাদীদের কাছে অবিনয়ী ও বানোয়াট হয়ে আপন সম্মান জলাঞ্জলি না দিয়ে বরং ফালতু কথা-বার্তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সুন্নাতে ভরা সুগন্ধিময় মাদানী ফুল উপহার দিন। এতে উভয় জাহানের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে আরেকটি উপদেশমূলক ঘটনা শুনুন।

সাতটি বিষয়ের জন্য সাতটিই যথেষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে এক ব্যক্তি এসে কিছু নসিহত প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন: (১) তুমি যদি কোন বন্ধু খুঁজে থাক, তাহলে **আল্লাহ্** (তথা **আল্লাহ্**র স্মরণই) তোমার বন্ধু হিসাবে যথেষ্ট। (২) পথ চলার বন্ধু চাইলে 'কিরামান কাতেবিন' (আমলনামা লিখক সম্মানিত ফেরেশতারাই) তোমার জন্য যথেষ্ট। (৩) যদি কোন শিক্ষা নিতে চাও, তাহলে 'দুনিয়ার ধ্বংস হওয়াটাই' তোমার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে যথেষ্ট। (৪) তোমার যদি উপকারী ও সহমর্মী কাউকে দরকার হয়, তাহলে তোমার জন্য পবিত্র কুরআনই যথেষ্ট। (৫) যদি কাজ চাও, তাহলে ইবাদতই যথেষ্ট। (৬) যদি কোন নসিহতকারী চাও, তাহলে মৃত্যুই যথেষ্ট। এই ছয়টি মাদানী ফুল উপহার দেওয়ার পর সপ্তম নম্বরে বললেন: এসব কথা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে তোমার জন্য দোযখই যথেষ্ট। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হউক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

গোপনে অশ্লীলতাকারীদের ভুল ধারণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনেরা **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার সুযোগ কখনও হাতছাড়া হতে দিতেন না। তাঁদের নিকট এসে কেউ যদি নসিহত প্রার্থনা করত, তাহলে তাকে আখিরাতে কাজে আসবে এমন মাদানী ফুল উপহার দিতেন। বাস্তবে জলে-স্থলে যে কোন সফরে বরং যে কোন স্থানে যদি **আল্লাহ্‌**র স্মরণই আমাদের সাথী হত! এবং সর্বদা অনুভূতিতে এ কথা গেঁথে যেত যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** দেখছেন! যেমন: ৩০ পারার সূরা আলকের ১৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "সে কি জানেনা যে, **আল্লাহ্** দেখছেন?"

এতে করে মানুষ গুনাহের ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকে। প্রকাশ্যে কি গোপনে **আল্লাহ** ও তাঁর রাসুলের নাফরমানি থেকে বিরত থাকে। যেসব ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে গোপনে মন্দ কার্যাদি করে থাকে, তাদের এ কথা ভাল করে বুঝা আবশ্যক যে, যেসব গুনাহ্গুলোকে সে গোপন বলে মনে করছে, সে সমস্ত মন্দ কার্যাদি ও অশ্লীলতাগুলো গুনাহে্র লিখক ফেরেশতারা জানে, লিখেও নিচ্ছে। কোন মানুষ যদি এ বিষয়টি যথাযথ বুঝতে পারে, তাহলে তার মধ্যে এমন লজ্জাবোধ সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, মন যেন বলে, এক্ষুণি জমিনটা ফেঁটে যাক আর আমি তাতে মিশে যাই। ২৬ পারার সূরা ক্বাফের ১৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।"

৩০ পারার সূরা ইনফিতারের ১০ থেকে ১২ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿۱۰﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿۱۱﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۱۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
"আর নিশ্চয় তোমাদের উপর কিছু সংখ্যক রক্ষণাবেক্ষণকারী রয়েছে, সম্মানিত লিখকগণ, যাঁরা জানেন যা কিছু তোমরা করো।"

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: বুঝা গেল যে, আমলনামা লিখক ফেরেশতাগণ আমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব ধরনের আমল সম্বন্ধে সম্যক অবগত রয়েছেন, তা না হলে তাঁরা তা লিখেছেন কীভাবে? (ইলমুল কুরআন, ৮৫ পৃষ্ঠা) سُبْحٰنَ الله! আমলনামা লিখক ফেরেশতারা যখন আমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব ধরনের আমল জানেন, সে ক্ষেত্রে সমস্ত ফেরেশতা সহ সকল সৃষ্টির সর্দার **মক্কা-মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গোলামদের অন্তরের অবস্থা কেন জানবেন না?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজক্ষমায যাওয়ায়েদ)

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বারগাহে রিসালতে আরজ করেছেন:

সরে আরশ পর হে তেরী গুজার, দিলে ফরশ পর হে তেরী নজর
মালাকুত ওয়া মুলক মে কোয়ী শে নেহী ওঅ জু তুজ পে ইঁআ নেহী। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কঠিন শব্দাবলীর অর্থ: সরে আরশ= আরশের উপর, মালাকুত= ফেরেশতাদের থাকার জায়গা, ইআ= প্রকাশ্য

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসুলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরশের উপরের এবং জমিনের নিচের সব কিছু আপনারই দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়ে আছে। সৃষ্টিকুলে এমন কিছু নেই, যা আপনার কাছে প্রকাশ্য নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফেরেশতাদেরকে সফরসঙ্গী বানানোর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, পৃথিবী বড়ই বিশ্বাসঘাতক, সে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে, তিলাওয়াত ও ইবাদত যার নিত্যদিনের কাজ হয়ে থাকে, যিকির ও দরূদে অভ্যস্ত থাকে, তবে উভয় জগতেই সে সফল হয়ে যাবে। মুকিম হোক আর মুসাফির প্রত্যেকেরই উচিত যে, অযথা কথাবার্তা না বলে তদস্থলে যিকির, দরূদ, সুন্নাতে ভরা সুন্দর সুন্দর কথাবার্তার মাধ্যমে সময়গুলো অতিবাহিত করা। বিশেষ করে সফর সম্পর্কিত একটি মাদানী ফুল কবুল করে নিন। যেমন: **মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বযমে হেদায়াত, নওশাহে বযমে ও জান্নাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সফরকালে **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রতি মনোযোগ রাখে আর **আল্লাহ্ তা'আলার** যিকিরে মশগুল থাকে, **আল্লাহ্ তা'আলা** সে ব্যক্তির জন্য একজন ফেরেশতাকে মুহাফিজ বা রক্ষণাবেক্ষণকারী রূপে নিয়োজিত করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অনর্থক কথাবার্তা, প্রবাদ বাক্য, কবিতা এবং অযথা কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, সে ব্যক্তির জন্য একটি শয়তান সাওয়ার করে দেওয়া হয়।" (আল মুজামুল কবীর, ১৭ খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৫)

সরওয়ারে দী লিজে আপনে নাতওয়ানে কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদাঁ কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত দেওয়াও একটি জিহাদ

মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা হযরত আলী মুর্তজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم হতে বর্ণিত, **হুজুরে আকরাম নবীয়ে মুকাররাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জিহাদ চার প্রকারের। (১) নেকীর দাওয়াত দেয়া, (২) অসৎকাজে নিষেধ করা, (৩) ধৈর্যের কারণে সময় সত্য কথা বলা আর (৪) ফাসিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। যে ব্যক্তি নেকীর দাওয়াত দিল, সে মুমিনদের বাহু সুদৃঢ় করল, আর যে ব্যক্তি অসৎকাজে নিষেধ করল, সে ফাসিকদের নাসিকা ধূলায় মলিন করল।" (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬১৩০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ফাসিকের 'গুনাহকে' ঘৃনা করা উচিত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল আজীজ দাব্বাগ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: কোন ফাসিক মুসলমানকে এমনভাবে ঘৃনা করা উচিত নয় যাতে তার ব্যক্তিস্বত্তাকেও ঘৃনা করা হয়। হ্যাঁ, তার খারাপ আমল এবং নাজায়েয কাজকেই মন্দ জানতে হবে। কেননা, তার এই গুনাহ্‌টি যা ঘৃনার উদ্রেক করে, নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু তার মনের মধ্যে বিদ্যমান ঈমান অবশ্য স্থায়ী। সে স্বয়ং একজন মুমিনই, আর এটি এমন এক বিষয়, যা ভালবাসা পাওয়ারই যোগ্য। তাই এই পবিত্র গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকার কারণে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়াও উচিত আর তার মন্দ কার্যাদি সহ গুনাহ্‌গুলোকে ঘৃনা করা উচিত। (ইবরিয, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

ফাসিকের সংস্পর্শ বড়ই ক্ষতিকর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কথা মনে রাখবেন যে, ফাসিকদের গুনাহকে ঘৃনা করতে হবে। তার অর্থ কখনও এ নয় যে, ফাসিকদের সংস্পর্শও গ্রহণ করবে। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'গীবত কি তাবাহ্‌কারিয়াঁ' নামক কিতাবের ১৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: অসৎসঙ্গ পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী। না হয় আখিরাত বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: পবিত্র শরীয়াত নামাযে এমন কোন যিকির রাখেনি, যা কেবল মুখ দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করলেই হয়ে গেল, অর্থ ও মর্ম সহকারে আদায় করতে হবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠা) এখন আ'লা হযরতের এই ফরমানের দৃষ্টিতে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করছি যে, আপনারা তো অবশ্যই বিতির নামাযে দো'আয়ে কুনূত পড়ে থাকেন, যাতে রয়েছে, وَنَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ অর্থাৎ '(হে **আল্লাহ্**) আমারা বাদ দিয়ে দিই আর পরিহার করি তাকে, যে তোমার নাফরমানি করে।' আজকের দিনের আগে যদি আপনি এর অর্থ না জেনে থাকতেন তাহলে আজ হলেও আপনি বুঝতে পারলেন। অতএব, আপনার রবের সাথে করা প্রতিদিনের এই ওয়াদাকে আপনি বাস্তবে রূপায়িত করুন আর বেনামাযী, গালমন্দকারী, কু-ধারণাপোষণকারী, অপবাদ লেপনকারী, চুগোলখোর সহ বিভিন্নভাবে গুনাহ সম্পাদনকারী ফাসিক ও ফাজিরদের সাথে উঠাবসা করা থেকে তাওবা করে নিন, আর পবিত্র কুরআন করীমও এমন সব লোকদের সংস্পর্শ অবলম্বন নিষেধ করে দিয়েছে। যেমন: ৭ম পারার সূরা আনআমের ৬৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতপর স্মরণে আসতেই জালিমদের নিকটে বসো না।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

তাফসীরাতে আহমদিয়াতে এই আয়াতের টীকায় উল্লেখ রয়েছে: এখানে অত্যাচারী দ্বারা কাফির, বিদআতী, পথভ্রষ্ট, বদ দ্বীন এবং ফাসিকরাই উদ্দেশ্য। (তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

‘গীবত কি তাবাহ্কারিয়াঁ’ কিতাবের ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য ফাসিকদের কাছে গমন করা জায়েয

যেসব ইসলামী ভাইয়েরা মুত্তাকী, পরহেজগার তাঁরাও বন্ধুত্বের খাতিরে না বরং কেবল **নেকীর দাওয়াতের** ভিত্তিতে নাফরমানদের এবং বিপথগামীদের সাথে বসতে পারেন। যেমন: **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **‘খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান’** এর ২৬০ পৃষ্ঠায় ৭ম পারার সূরা আনআমের ৬৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা‘আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَ مَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ لٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর মুত্তাকীদের উপর তাদের হিসাব থেকে কিছুই নেই, অবশ্য হ্যাঁ, রয়েছে উপদেশ দেয়া, হয়ত তারা ফিরে আসবে।”

হযরত সদরুল আফাজিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাযায়িনুল ইরফানে এই আয়াতের টীকায় লিখেছেন: উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, উপদেশ, নির্দেশনা ও সত্য প্রকাশের স্বার্থে তাদের পাশে বসা জায়েয রয়েছে।

নেকীর দাওয়াত দেওয়া সদকা

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **সরদারে কায়েনাত, শাহে মওযুদাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আপন ইসলামী ভাইয়ের সাথে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাত করা তোমাদের জন্য সদকা, আর সৎকাজে আহ্বান করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করাও সদকা।” (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬৩)

কথাবার্তা বলার সময় মুচকি হাসা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস শরীফে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাৎ করা, সৎকাজে আহ্বান করা, অসৎকাজে নিষেধ করা ইত্যাদিকে সদকা বলা হয়েছে। سُبْحٰنَ الله! উৎফুল্লভাবে মুচকি হেসে মিলিত হওয়াও যে কত বড় মর্যাদার বিষয়! হাসি মুখে সাক্ষাত করা, উৎফুল্লভাবে কাউকে কিছু বুঝানো সাধারণতঃ **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার মাদানী কাজকে অত্যন্ত সহজতর ও কার্যকর করে তোলে এবং আশ্চর্যজনক সাফল্য বয়ে আনে। জী হ্যাঁ, আপনার সামান্য একটি মুচকি হাসি একটি হৃদয়কে জয় করে নিয়ে তার গুনাহ্পূর্ণ জীবনে মাদানী ইনকিলাব সৃষ্টি করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ কালে অন্য মনস্ক ও বেপরোয়া হয়ে এদিক-ওদিক দেখে দেখে হাত মিলানো কারও হৃদয়কে ভেঙ্গে দিয়ে **আল্লাহ্র** পানাহ! তাকে গোমরাহীর গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

অতএব, যখনই কারো সাথে মিলিত হবেন, কথাবার্তা বলবেন, সে সময় যতদূর সম্ভব মুখে মুচকি হাসি রাখবেন। যদি রুক্ষ মেজাজ বা আনমনা হয়ে সাক্ষাতে মিলিত হওয়ার অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে মিশুক হওয়ার এবং হাসিমুখে সাক্ষাত করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকুন। বরং মুচকি হাসির অভ্যাস গড়ার করার জন্য প্রয়োজনে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে দিন যে, তিনি অন্যদের সাথে কথা বলার সময় আপনার মুখে মুড অফ করতে দেখলে তা সময়ে সময়ে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। কিংবা তিনি আপনাকে চিরকুট লিখে পাঠাবেন 'কথা বলার সময় মুচকি হাসা সুন্নাত'। জ্বী, হ্যাঁ, সত্যিই এটা সুন্নাত। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'হুসনে আখলাক' কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে, সায়্যিদাতুনা উম্মে দরদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا হযরত সায়্যিদুনা আবু দরদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে বলেন: তিনি সব কথা হাসিমুখেই কলতেন। আমি যখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জবাবে বললেন, "সুন্দর চরিত্রের অনুপম আদর্শ, মিশুকদের পথ প্রদর্শক, দুঃখ-ভারাক্রান্তদের বন্ধু, **আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কথাবার্তা বলার সময় মুচকি হাসতেন। (মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩১৯ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ২১)

জিস কি তাসকিঁ ছে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ে
উছ তাবাচ্ছুম কি আ'দাত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হাদায়িকে বখশিশ শরীফের অন্তর্গত 'সালামে রযা' শীর্ষক এই পংক্তি ' জিস কি তসকিঁ সে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ীঁ'র সর্বশেষ পদ 'পড়ীঁ' আ'লা হযরতের মাদানী চিন্তা-চেতনার এক মহান গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা, 'পঁড়ে' স্থলে যদি লিখা হত 'পড়ে', তাহলে অর্থগত দিক থেকে কোন এক বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করত। কিন্তু আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ 'পড়ীঁ' লিখে **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান গুণ বর্ণনা করে ফেললেন। যেমন: পংক্তিটির অর্থ হচ্ছে, জীবদ্দশাতে তো আপনার শান্তনায় দুঃখী-তাপী মানুষের মনের পুষ্পকলি ফুটে উঠত, কিন্তু আজও যখন **সুলতানে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন দুঃখী মানুষকে স্বপ্নে কিংবা কোন গোলামকে কবরে শান্তনা প্রদান করেন, সাথে সাথে সে পরিতৃপ্তিময় প্রশান্তি লাভ করে। পংক্তিটি আরও ইঙ্গিত বহন করে যে, হাশরের দিনেও তিনি আপন গুনাহ্গার উম্মতদেরকে নির্ভরযোগ্য প্রশান্তি ও শান্তনা প্রদান করবেন। দ্বিতীয় পংক্তিটির অর্থ এই যে, এই প্রশান্তিপ্রদ অভ্যাস মোবারকের উপর অসংখ্যা সালাম বর্ষিত হোক। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আখতার হামেদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই পংক্তিটিতে কতই সুন্দর পংক্তি জুড়ে দেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মুদতারিব গম ছে হুতি হুয়ি হাঁস পড়ি
রনজ ছে জান কোতে হুয়ি হাঁস পড়ি,
বখত জাগ উটি চোতে হুয়ি হাঁস পড়ি
জিস কি তাসকিঁ ছে রোতে হুয়ি হাঁস পড়ি,
উছ তাবাচ্ছুম কি আ'দাত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাত মিলানোর সময় মুচকি হাসা মাগফিরাতের কারণ

এক বর্ণনায় রয়েছে, সায়্যিদুনা নুফাই আ'মা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা বরা বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার হাত ধরে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন আর মুচকি হাসতে থাকেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: জান আমি এরূপ কেন করলাম? আমি বললাম: না, তো। বললেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার আমাকে সাক্ষাতের সৌভাগ্য দান করেন, তখন তিনি আমার সাথে এরূপই করেছিলেন। অতঃপর আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন: বলতে পার, আমি এরূপ কেন করলাম? আমি বললাম: না তো। তখন তিনি ইরশাদ করেছেন: দুই জন মুসলমান যখন সাক্ষাতে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করেন এবং একে অপরের সামনে **আল্লাহ্ তা'আলার** ওয়াস্তে মুচকি হাসেন, তবে পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৫ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৩)

বাগে জান্নাত মে মুহাম্মদ মুচকুরাতি জায়েঙ্গে,
ফুল রহমত কে ঝরেঙ্গি হাম উটাতে জায়েঙ্গি।

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুচকি হাসির ভাল-মন্দ নিয়্যত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত হাদীস শরীফটিতে '**আল্লাহ্ তা'আলার** ওয়াস্তে' বাক্যটি ভাল নিয়্যতের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে। মোটকথা কোন মুসলমানের সাথে হাত মিলানো, কথাবার্তার বলার সময় মুচকি হাসা কেবল সেই অবস্থাতেই সাওয়াবের কারণ ও আখিরাতের মাগফিরাতের মাধ্যম হবে যখন এই হাত মিলানো কেবল **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকবে। নিজেকে মিশুকের গুণে গুণান্বিত করা, কোন সম্পদশালী কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মন জয় করা, পার্থিব কোন মন্দ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে স্বার্থান্বেষী বন্ধুত্ব বাড়িয়ে তোলা, **আল্লাহ্‌র** পানাহ! সুশ্রী বালকের হাত স্পর্শ করা এবং এর জবাবে গুনাহ্‌পূর্ণ লালসায় ভরা মুচকি হাসি দেওয়া ইত্যাদি মন্দ নিয়্যত নিয়ে যেন মুসাফাহা না হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

বাস্তবেই সেই ইসলামী ভাইটি বড়ই ভাগ্যবান যে **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি লাভ করা, গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে নেওয়া, সুন্নাতের অনুসরণের সাওয়াব অর্জন করা, মুসলমানের অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করা, **ইনফিরাদি কৌশিশে**র মাধ্যমে ইসলামী ভাইদেরকে **মাদানী ইন্'আমাতের** আমিল ও সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা**য় মুসাফির হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা সহ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার সময় মুচকি হাসি দিতে থাকেন।

অট্টহাসি শয়তানের পক্ষ থেকে

খিল্‌খিলিয়ে(অট্টহাসি) হাসা উচিৎ নয়। কেননা, এটা সুন্নাত নয় বরং এ হচ্ছে শয়তানের পক্ষ হতেই। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ্**র **মাহবুব, হুযুরে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: **اَلْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّبَسُّمُ مِنَ اللّٰهِ** অর্থাৎ "অট্টহাসি হচ্ছে শয়তানের পক্ষ হতে আর মুচকি হাসি **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ হতে।" (আল মুজামুস সগীর লিত তাবারানী, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৫৩) হযরত আল্লামা আবদুর রউফ মুনাওয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: অট্টহাসি মানে স্বশব্দে হাসা। শয়তান এই হাসি পছন্দ করে, তার উপর সাওয়ার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুচকি হাসি হল অল্পসময়ের নিঃশব্দ হাসি।

(ফয়যুল কদীর লিল মুনাদী, ৪র্থ খন্ড, ৭০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬১৯৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেনে: মুচকি হাসি ভাল বিষয়, আর অট্টহাসি মন্দ বিষয়। তাবাস্‌সুম ছিল **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দরতম অভ্যাসগুলো হতে একটি। সুতরাং যখনই কারও সাথে সাক্ষাৎ করবে মুচকি হেসেই সাক্ষাত করবে। (মিরআতুল মনাজীহ্, ৭ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)

অট্টহাসি গুনাহ্ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যদিও অট্টহাসি শয়তানেরই পক্ষ হতে, মন্দও, সুন্নাতও নয়, তা সত্ত্বেও অট্টহাসি দেওয়া কিন্তু গুনাহ্ নয়। যেমন ধরুন, কোন আলিম বা কোন বুজুর্গকে অট্টহাসি দিতে দেখলেন, তখন তার বিরুদ্ধে মনে মনে কোনরূপ খারাপ ধারণা আনবেন না।

হাসি কম, চুপ বেশি

আল্লাহ্র **রাসুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছিলেন সর্বাধিক নীরবতা পালনকারী এবং অল্প হাসি প্রদানকারী। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৮৫৩) হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: বিভিন্ন হাদীস শরীফ পর্যালোচনা করে যা পাওয়া গেল তা হল, **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণতঃ তাবাস্‌সুম (মুচকি হাসি) বলতে যা বুঝায় তা থেকে বেশি হাসতেন না, আর কখনও বেশি হয়ে গেল তা হত কেবল হাসি। এটা স্পষ্ট যে, তা কিন্তু অট্টহাসি হত না। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ২য় খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

সাহাবীরা কি হাসতেন?

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, **আল্লাহ্র রাসুলের** সাহাবীরা কি হাসতেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, হাসতেন, আর তাঁদের হৃদয়ে পর্বতের চাইতেও সুদৃঢ় ঈমান ছিল। (শরহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ উক্ত হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: প্রশ্নকারী হয়ত এই হাদীসটি শুনে থাকবেন 'অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে', আর তা থেকে হয়ত চিন্তা করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম কখনও হাসতে পারেন না। কেননা, তাঁরা তো তাজা অন্তরের অধিকারী ছিলেন। তাহলে তাদের সাথে হাসির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর 'হ্যাঁ' বলার উদ্দেশ্য এই যে, হাসা কোন হারাম কাজ নয়, বরং হালাল। সাহাবায়ে কিরামগণ সেই হাসি হাসতেন না, যা অন্তরকে মেরে ফেলে, অর্থাৎ সর্বদা হাসতে থাকা। বরং তাঁরা সেই হাসিই হাসতেন, যে হাসি অন্তরকে সদা উৎফুল্ল রাখে এবং সামনের মানুষ-জনকেও আনন্দমুখর করে তোলে। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

কাউকে হাসতে দেখে পড়ার দো'আ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাউকে হাসতে দেখলে বুখারী শরীফে উল্লিখিত এই দো'আটি পড়ে নিবেন, اَضْحَکَ اللّٰہُ سِنَّکَ অর্থাৎ- '**আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাকে হাসিতে রাখুন'।

(সহীহ্ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০৮৫)

মুবাল্লিগরা ঘোষণার মাধ্যমে মসজিদে হাসতে নিষেধ করুন

উপযুক্ত সময়ে মসজিদেও মুচকি হাসির অনুমতি রয়েছে। কিন্তু হাসি ও অট্টহাসির কোনরূপ অনুমতি নেই। সুতরাং মসজিদে বয়ান চলা কালে এমন কোন কথা এসে যায় যা দ্বারা উপস্থিত লোকের হাসির সৃষ্টি হতে পারে, এমতাবস্থায় মুবাল্লিগের উচিত এভাবে ঘোষণা করা, 'খেয়াল রাখবেন! আমারা এখন মসজিদে অবস্থান করছি। মসজিদে প্রয়োজনে কেবল মুচকি হাসির অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ এমন হাসি যা কোন শব্দ সৃষ্টি করে না। আপনারা স্বশব্দে হাসবেন না। মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে। (আল জামিউছ ছগীর লিস সুয়ূতী, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫২৩১)

নামাযে হাসার বিধান

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'নামাযের আহ্কাম' এর ২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, (১) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অট্টহাসি দিলে অর্থাৎ এত জোরে হাসল যে পার্শ্ববর্তী লোকেরা তা শুনে ফেলল, তাহলে অযুও ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং নামাযও ভঙ্গ হয়ে যাবে,

আর যদি এমন আওয়াজে হাসে যে, হাসির আওয়াজ শুধু সে নিজেই শুনতে পায়। তাবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, অযু ভঙ্গ হবে না, আর মুচকি হাসি দিলে অযু নামায কিছুই ভঙ্গ হবে না। (মারাকিউল ফালাহ্, ৯১ পৃষ্ঠা) মুচকি হাসিতে মোটেই আওয়াজ হয় না, শুধুমাত্র দাঁত দেখা যায়। (২) কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি জানাযার নামাযে অট্টহাসি দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত) (৩) নামাযের বাইরে অট্টহাসি দিলে অযু ভঙ্গ হবে না তবে পুনরায় অযু করা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত, ৮৪ পৃষ্ঠা) **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দেননি। তাই আমাদেরও সচেষ্ট থাকা উচিত। এতে করে এই (অট্টহাসি না হাসার) সুন্নাতও জীবিত হবে আর আমারাও স্বশব্দে হাসব না।

মুসলমান ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসি দেওয়াও সদকা

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আপন ভাইয়ের উদ্দেশ্যে তোমাদের মুচকি হাসিও একটি সদকা। **নেকীর দাওয়াত** দেয়াও একটি সদকা। অসৎকাজে বারণ করাও একটি সদকা। বিপথগামীদের পথ প্রদর্শন করাও একটি সদকা। অসহায় লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করাও একটি সদকা। রাস্তা হতে পাথর, কাঁটা, হাড্ডি (কষ্টদায়ক বস্তু) সরিয়ে ফেলাও একটি সদকা। নিজের মশক থেকে আপন ভাইয়ের মশকে পানি ঢেলে দেওয়াও একটি সদকা।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬৩) অপর এক বর্ণনায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক ঋণ (প্রদান করাও একটি) সদকা স্বরূপ।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৬৩)

ধন সম্পর্কিত সদকার সংজ্ঞা

সাধারণতঃ সদকা বলতেই খয়রাত বলে মনে হয়। নিঃসন্দেহে খয়রাতকেও সদকা বলা হয়ে থাকে। আসুন, আমারা এখন ধন সম্পর্কিত সদকার পরিচয় জেনে নিই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'যিয়ায়ে সাদাকাত'** নামক কিতাবের ৩২ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, আভিধানিকভাবে সদকা বলতে বুঝায় عَطِيَّةٌ يُرَادُبِهَا الْمَثُوْبَةُ لَا الْمَكْرَمَةُ (মুনজিদ) অর্থাৎ 'সদকা হল সেই দান (গিফ্ট) যা দ্বারা নিজের সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য না রেখে বরং সাওয়াবের উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে'। (মূল কথা হল, সেই দানকেই সদকা বলা হয়ে থাকে যা দান করার উদ্দেশ্য নিজের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি ও বাহ্ বাহ্ কুঁড়ানো নয় বরং কেবল সাওয়াবেরই উদ্দেশ্যে দান করা হয়)। আল্লামা সৈয়দ শরীফ জুরজানী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সদকার অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

هِیَ الْعَطِيَّةُ تَبْتَغِیْ بِهَا الْمَثُوْبَةَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ 'সদকা হল সেই দান (উপহার) যা **আল্লাহ্**র দরবার হতে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে করা হয়ে থাকে'। (কিতাবুত তারিফাত, ৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

সদকা ইছ ইন্‌'আম কি কুরবান ইছ ইকরাম কি,
হো রাহিহে দোনো আলমমে তোমারি ওয়াহ ওয়াহ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত নাতিয়া শরীফে বলেছেন: হে **আল্লাহ্‌র রাসুল!** রব **তা'আলা**র সেই নেয়ামত ও সম্মানের উপর আমি উৎসর্গিত যে, তিনি আপনাকে সকল সৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার মালিক বানিয়েছেন। আর এটা তাঁরই দয়া ও বদান্যতা যে, উভয় জগতেই আপনার মহত্ত্বের ও উচ্চ মর্যাদার ডঙ্কা বাজছে।

সব ছে আ'লা ওয়ালা হামারা নবী,
সব ছে বালা ওয়ালা হামারা নবী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গোপন রোগ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায ও সুন্নাতে আমল করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। নেককার হবার মহা ঔষধ **মাদানী ইন্‌'আমাত** অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে নিজেকে সুন্নাত অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা করতে থাকুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আপনাদের উৎসাহ প্রদানার্থে মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে একটি গোপন রোগে কষ্টে জর্জরিত এক রোগীর আরোগ্য লাভ হওয়ার এক মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমন; এক ইসলামী ভাইয়ের নিজের ভাষায় কিছুটা এভাবে বর্ণনা দেন। আমি বহুদিন যাবৎ গোপন এক রোগে ভুগছিলাম। রোগ এতই বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল যে, ঘুমাতে গেলেই আমি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতাম। চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট টাকা-পয়সা ব্যয় করেও রোগমুক্ত হতে পারলাম না। রোগের কারণে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি যখন শুনলাম যে, মাদানী কাফেলায় দো'আ কবুল হয়, তখন সাহস করে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফর কালে আমি খুব দো'আ করি। তারই বরকতে আমার রোগ এমনভাবে ভাল হয়ে যায় যে, মনে হয় যেন এই রোগ কখনও ছিলই না!

কলব পর জংগ হো, কাফিলে মে চলো
নফস ছে জংগ হো, কাফিলে মে চলো।
পাও মে লং হো, কাফিলে মে চলো
দরদ ছে তং হো, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

দো‘আ কবুলে বিলম্ব হওয়াতে চিন্তিত হবেন না!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর আরোগ্যের কারণ হয়ে গেল। কেনইবা হবে না, সে যে দো‘আ করেছিল তা ছিল সফরের মধ্যে তদুপরি আশিকানে রাসুলদেরই সান্নিধ্যে দো‘আ করা হয়েছিল। **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের সান্নিধ্যে করা দো‘আ **আল্লাহ্ তা‘আলা**র পক্ষ হতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। কখনও যদি দো‘আ কবুলে দেরীও হয়, তবু ভীত হওয়া ও তাড়াহুড়া করা উচিৎ নয়। **দা‘ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘ফজায়েলে দো‘আ’**য় ৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: দো‘আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। হাদীস শরীফে রয়েছে: **আল্লাহ্ তা‘আলা** তিন ব্যক্তির দো‘আ কবুল করেন না। **প্রথম ব্যক্তি,** যে কোন গুনাহের দো‘আ করে। **দ্বিতীয় ব্যক্তি,** যে এমন দো‘আ করে যা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। **তৃতীয় ব্যক্তি,** যে দো‘আ কবুল হওয়াতে তাড়াহুড়া করে। অর্থাৎ “আমি দো‘আ করলাম, কিন্তু এখনও কবুল হল না।” এমন ব্যক্তিরা ভীত (হতাশ) হয়ে দো‘আ করা বাদ দিয়ে দেয়। ফলে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

দো‘আ কবুল হওয়ার উপায়

কোন রোগীর যদি আরোগ্য লাভ না হয়, তাহলে প্রথমে কিছু সদকা বা খয়রাত করে দিন। অতঃপর মাকরূহ্ নয় এমন সময়ে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করুন। কান্নাকাটি করে দো‘আ করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কবুল হয়ে যাবে। ‘ফজায়েলে দো‘আ’র ৫৯ থেকে ৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, (দো‘আ কবুল হওয়ার আদবসমূহের মধ্য হতে) আদব নং ৫: দো‘আ করার পূর্বে কোন নেক আমল করে নিবে, যাতে করে দয়াময় **আল্লাহ্**র রহমত তার প্রতি নিবদ্ধ হয়। সদকা, বিশেষ করে গোপণীয়ভাবে দান-খয়রাত করা এ ব্যাপারে বিশেষ উপকারী। ২৮ পারার সূরা মুজাদালার ১২ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা‘আলা** ইরশাদ করছেন:

فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ط

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তোমাদের আবেদনের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করো।”

(দো‘আ করার পূর্বে কোন কিছু সদকা করা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব)। ৬১ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, আদব নং ৯: মাকরূহ্ ওয়াক্ত না হয়ে থাকলে একনিষ্ঠতার সাথে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিবে। কারণ, এটি রহমত পাওয়ার মাধ্যম, আর রহমত হল নেয়ামত পাওয়ার মাধ্যম। (১২টি সময়ে নফল নামায পড়া নিষেধ। এই ১২টি সময়ের বিস্তারিত বর্ণনা মাকতাবাতুল মদীনার ‘ফজায়েলে দো‘আ’র ৬১-৬২ পৃষ্ঠার পার্শ্ব টীকা থেকে দেখে নিতে পারেন)।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

অকেজো কিডনীর চিকিৎসা হয়ে গেল

বাবুল মদীনা করাচীর এক অভিজাত ব্যক্তির জন্ডিস রোগ হয়। পেটে পানি জমে কিডনীও নষ্ট হয়ে যায় এবং সে বেহুশ হয়ে যায়। সে অত্যন্ত সম্পদশালী লোক ছিল। মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান ছিল। তাদের বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র অবলম্বনও ছিল। শোকের মাতম উঠল। ১৮ জন ডাক্তার তাকে দেখে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। সবাই তাকে দুরারোগ্য বলে ঘোষণা দিলেন। ১৯ নম্বর ডাক্তার এলেন। তিনি রোগীর পিতা-মাতাকে বললেন: সব চিকিৎসা তো করা হল, কিন্তু একটি চিকিৎসা করা হয়নি। সে চিকিৎসাটি আপনারা করতে পারবেন। আমি আক্বা করি, **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত হয়ে যাবে। আপনাদের তৌফিক অনুযায়ী কিছু সদকা করে দিন। এরপর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে কান্নাকাটি করে করে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে দো'আ করুন। দান-খয়রাত, নফল নামায ও দো'আ করা আরম্ভ হয়ে গেল। রোগীর পিতা-মাতা তিন দিন ধরে কান্নাকাটি করে করে **আল্লাহ্র** দরবারে তাদের সন্তানের সুস্বাস্থ্য ভিক্ষা চাইতে থাকলেন। তৃতীয় দিনে **আল্লাহ্র** হুকুমে কিডনী কাজ করতে শুরু করে। জন্ডিস রোগ ও পেটের পানি কমতে আরম্ভ করে। অতি আশ্চর্যজনক ভাবে এক সপ্তাহের মধ্যেই রোগী একেবারেই সুস্থ হয়ে ওঠে।

শিফা দেয় ইলাহী, শিফা দেয় ইলাহী
গুনাহ কে মরয কো মিটা দেয় ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুটি নেশা

হযরত সায়্যিদুনা মুআজ বিন জবল رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ্র প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্র** পক্ষ থেকে দলিলের অর্থাৎ হিদায়াতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের উপর দুইটি নেশা চেপে বসবে না। এক. মুর্খতার নেশা; দ্বিতীয়. দুনিয়াবি জীবনকে ভালবাসার নেশা। অতএব, তোমরা (এখনও তো) সৎকাজের আহ্বান করছ, অসৎকাজে নিষেধ করছ, আর **আল্লাহ্র** রাস্তায় জিহাদ করছ, কিন্তু যখনই তোমাদের মনে দুনিয়ার মুহাব্বত সৃষ্টি হবে, তখন তোমরা না সৎকাজে আহ্বান করবে, না অসৎকাজে নিষেধ করবে, না **আল্লাহ্র** রাস্তায় জিহাদ করবে। সুতরাং সেই সময়ে কুরআন-সুন্নাহ্র কথা-বলা লোকেরা, আনাসার-মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীর মত হবে।" (মাজক্ষমায যাওয়ায়িদ, ৭ম খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২১৫৯)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

শিক্ষিতদের মুর্খতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে এই দুইটি নেশাই সাধারণ ভাবে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজ আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্খতার নেশায় নিমজ্জিত। আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন, শিক্ষা তো উম্মুক্ত ও ব্যাপক হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মুর্খতা এখন আর কোথায় আছে? ক্ষমা করবেন, পার্থিব শিক্ষা মুর্খতার প্রতিষেধক নয়। বাস্তব সত্য কথা এই যে, ইসলামী বিধি-বিধান সম্বলিত দ্বীনের 'ফরজ ইলম' অর্জনের মাধ্যমেই দ্বীন থেকে মুর্খতা দূর হতে পারে। বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মাঝে প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষার অসীম অভাব রয়েছে। দুনিয়া আজ যাদেরকে শিক্ষিত বলছে তাদেরই অধিকাংশ কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারে না। এটা মুর্খতা নয় তো আর কী? শিক্ষিতদের কাছে অযু-গোসলের সঠিক পদ্ধতি কিংবা নামাযের রোকনসমূহ জিজ্ঞাসা করুন তো। হয়তো গুটি কয়েকজন জবাব দিতে পারবে। তাদের বলে দেখুন জানাযার নামাযের দো'আ পড়ে শোনাতে। শার্টের কলার ঝেড়ে পার পাবার চেষ্টা করবে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের মনোযোগ কেবল পার্থিব শিক্ষার দিকেই। এই দুনিয়াবী শিক্ষারই গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র। সব ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ এই দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের স্বার্থেই ব্যয় হচ্ছে। পক্ষান্তরে দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো ফ্রি পাঠদানের, ফ্রি খোরাকীর এবং ফ্রি আবাসনের সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রায় খালি পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে এসব দুনিয়াবী জীবনকে ভালবাসার নেশারই কারিশমা ছাড়া আর কিছু নয়।

মুঝে দরপে পির বুলানা মাদানী মদীনে ওয়ালে
মায়ে ইশক ভি পিলানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওসায়িলে বখশিশ, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পূর্ববর্তীদের ন্যায় প্রতিদান

হুযুর নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কিছু লোক এমনও হবে যাদেরকে পূর্ববর্তীদের ন্যায় (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের ন্যায়) প্রতিদান প্রদান করা হবে। তারা يُنْكِرُوْنَ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ অসৎকাজে নিষেধ করে থাকবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ৫৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৫৯২) হযরত আল্লামা মাওলানা আবদুর রঊফ মুনাওয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ "**আল্লাহ্ তা'আলা** মুসলমানদের এই জাতি বা সম্প্রদায় যাদের মাধ্যমে দ্বীন শক্তিশালী করবেন, সেসব মুসলমানদেরকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের ন্যায় সাওয়াব দান করবেন।" (ফয়জুল কদীর, ১ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৮৫)

কোন মুবাল্লিগ কোন সাহাবীর সমপর্যায়ের হতেই পারেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে কেউ যেন এ কথা না বুঝে থাকেন যে, অসৎকাজে নিষেধকারী মুবাল্লিগদের মর্যাদা সাহাবায়ে কেরামদের অনুরূপ হয়ে যাবে। এটা কখনো হবে না। বিধিবদ্ধ বিষয় এই যে, সাহাবায়ে কেরাম সাহাবীয়্যতের যে মর্যাদা অর্জন করেছেন, সাহাবী নন এমন যে কোন উম্মতের পক্ষে অর্জিত যে কোন ফযীলত ও মর্যাদা তার তুলনায় আসতে পারে না। **ছরওয়ারে দো আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَابَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ অর্থাৎ “আমার কোন সাহাবীকে গালমন্দ করিও না। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও ব্যয় করে, তা তাদের কারোর এক কিংবা অর্ধ ‘মুদ’ পরিমাণের সমানও হতে পারবে না।” (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৭৩) ‘মুদ’ হল দুই হেজাযী রিতলের একটি বাটখারা। রিতল হল প্রায় আধা সের ওজনের সমপরিমাণ। সাহাবী নন এমন কোন লোক কোটী কোটী নেক আমল করেও একজন সাহাবীর সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবেন না। যেমন, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **‘বাহারে শরীয়াত’** কিতাবের ১ম খন্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন: ‘কোন ওলী যত বড় মর্যাদারই হোক না কেন, কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারবেন না।’ ২৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: হাদীসটিতে ইমাম মাহদী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথীদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের প্রত্যেকের জন্য পঞ্চাশ জনের (সমপরিমাণ) প্রতিদান রয়েছে। কোন সাহাবা আরজ করলেন: তাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ জনের না কি আমাদের মধ্য হতে? ইরশাদ করেছেন: বরং তোমদের মধ্য হতে। এতে করে সায়্যিদুনা ইমাম মাহদী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথীদের প্রতিদান সাহাবাদের প্রতিদানের চেয়ে বেশি হয়ে গেল। কিন্তু ফযীলতের দিক থেকে তারা সাহাবীদের সমতুল্যই হতে পারেন না। বেশি হওয়া তো দূরের কথা। কোথায় ইমাম মাহদী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথী হওয়া আর কোথায় স্বয়ং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়া। এর দৃষ্টান্ত অনুপম রূপে এটি বুঝে নিন যে, বাদশাহ্ কোন যুদ্ধে মন্ত্রী সহ কিছু অফিসার প্রেরণ করলেন। যুদ্ধে জয় লাভ করাতে বাদশাহ্ সকল অফিসারদেরকে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেন। অপরদিকে মন্ত্রীদেরকে কেবল সন্তুষ্টচিত্ত প্রদর্শন করলেন। এতে করে পুরস্কার বিবেচনা করলে অফিসারদেরই বেশি মিলেছে। কিন্তু কোথায় তারা (লক্ষ লক্ষ টাকা করে পুরস্কারপ্রাপ্ত অফিসাররা) আর কোথায় (বাদশাহের সন্তুষ্টচিত্তের সনদ অর্জন করা) প্রধান মন্ত্রীর সম্মাননা! (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৪৭-২৫৩ পৃষ্ঠা) সাহাবায়ে কেরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অতুলনীয় মহান মর্যাদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সম্পর্কে বর্ণিত দুইটি ঘটনা থেকে বুঝে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(১) হযরত সায়্যিদুনা মুয়াফী ইবনে ইমরান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজীজ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ শ্রেষ্ঠ না কি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ শ্রেষ্ঠ? এটা শুনে তাঁর জালাল অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি বলতে লাগলেন: **হুযুর আকরম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন সাহাবীর উপর সাহাবী নন এমন কাউকে তুলনা করবে না। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হলেন **রাসুলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওহী লিখক, আর ওহীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। (তারিখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা। তারিখে দামেশক, ৫৯ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা) (২) কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজীজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মাঝে কে শ্রেষ্ঠ? জবাবে তিনি বলেন: **আল্লাহ্**র কসম! **আল্লাহ্**র রাসুলের সহগামীতায় (সাথী হয়ে পথ চলার সময়) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ঘোড়ার নাক দিয়ে প বেশ করা ধূলা-বালি হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ। (ফতোওয়ায়ে হাদীছিয়া, ৪০১ পৃষ্ঠা) শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হাইতামী শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দ্বিতীয় ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন: এ দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উদ্দেশ্য এই যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জেয়ারত, সাহচর্য ইত্যাদির যে মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছেন সে তুলনায় অন্য কোন আমল বা মর্যাদা হতেই পারে না। (প্রাগুক্ত)

হামকো আসহাবে মাহবুবে খোদা ছে পেয়ার হে, إِنْ شَآءَ الله দো জাহাঁমে আপনা বেড়া পাড় হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের ভালোবাসা অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণ

আফসোস! আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতেরা দুনিয়াকে অনেক বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়ার কারণে ইসলামের প্রকৃত ভালবাসা থেকে দূরে সরে যেতে রয়েছে। এর ভয়ানক ফলশ্রুতি বর্ণনায় একটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **তাজেদারে মক্কায়ে মুকাররামা, সুলতানে মদীনায়ে মুনাওয়ারা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় কিছু বলে মনে করতে আরম্ভ করবে, তখন ইসলামের ভালোবাসা তাদের হৃদয়-মন থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। আর যখন সৎকাজে আহ্বান করা আর অসৎকাজে নিষেধ করা বাদ দিয়ে দিবে, তখন তারা ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর সে সময় পরস্পর গালমন্দ করা আরম্ভ করে দিবে, তখন তারা **আল্লাহ্**র নিকট সম্মানের আসন থেকে সরে আসবে।" (নাওয়াদিরুল উসুল, ১ম খন্ড, ৬৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

দুনিয়া কি মুহাব্বাত ছে দিল পাক মেরা কর দো
বুলুয়া কে শাহানশাহে আবরার মদীনে মে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানসম্পর্কিত মাদানী ফুল

দুনিয়া হল খেল-তামাশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়, উম্মত যখন দুনিয়াকে খুবই গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে দিবে, তখন তারা ওহীর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। বাস্তবেই দুনিয়াকে বড় কিছু মনে করা খুবই খারাপ। আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে দুনিয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানসম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল পেশ করা হচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত পাক কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'কানযুল ঈমান সম্বলিত খাযায়িনুল ইরফান'** এর ২৫২ পৃষ্ঠায় ৭ম পারার সূরা আনআমের ৩২ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর দুনিয়ার জীবন তো নয় বরং খেল-তামাশাই। নিঃসন্দেহে আখিরাতের আবাস উত্তম তাদেরই জন্য যারা (আল্লাহকে) ভয় করে। এরপরও কি তোমরা বুঝতে পার না?"

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাযায়িনুল ইরফানে উক্ত আয়াতে মোবারকার টীকায় লিখেছেন: 'মুমিনদের নেক আমল ও ইবাদত যদিও দুনিয়াতেই সম্পাদিত হয়, কিন্তু ওসব কাজ আখিরাতেরই। এতে করে বুঝা গেল যে, মুত্তাকীদের আমলগুলো ব্যতীত দুনিয়াতে আর যা যা রয়েছে সবই খেল-তামাশা।'

দুনিয়া কে গামু কি তুম লিল্লাহ দাওয়া দে দে
বুলওয়া কে গাম আপনা দো ছরকার মদীনে মে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৮৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'ইছলাহে আমাল' কিতাবের ১ম খন্ডের ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

'দুনিয়া' শব্দের অর্থ

'দুনিয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নিকটবর্তী'। দুনিয়াকে এ কারণেই দুনিয়া বলা হয়ে থাকে যে, এটি আখিরাতের তুলনায় মানুষের অতিশয় নিকটবর্তী। কিংবা এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, আপন স্বাদ ও কু-প্রকৃত্তির চাহিদা পূরণের কারণে দুনিয়া হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী।

(আল হাদীকতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া কী?

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বুখারী শরীফের শরাহ্ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) 'উমদাতুল ক্বারী'র ১ম খন্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: আখিরাতের পূর্বে সমস্ত সৃষ্টিই দুনিয়া। (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য সহ এগুলো দিয়ে ক্রয় করা যায় এমন সব প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতেই দুনিয়া বুঝায়।

(আল হাদিকাতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

কোন্ প্রকারের দুনিয়া ভাল, কোন্ প্রকারের দুনিয়া নিন্দনীয়?

দুনিয়াবী দ্রব্যাদি তিন ধরনের: (১) সেই দুনিয়াবী দ্রব্যসামগ্রী যা আখিরাতে সহযোগীতা করে আর যেগুলোর উপকারিতা মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়। এ ধরনের দ্রব্য কেবলই দুইটি: ইলম আর আমল। আমল বলতে ইখলাস সহকারে **আল্লাহ্ তা'আলা**র ইবাদত করা। আর দুনিয়ার এই প্রকারটি প্রশংসনীয় (অর্থাৎ অতি উত্তম)। (২) সেসব দ্রব্যসামগ্রী যেগুলোর উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে; আখিরাতে সেসবের কিছুই মিলে না। যেমন, গুনাহ্ করার মাধ্যমে স্বাদ ভোগ করা, বৈধ দ্রব্য থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকার গ্রহণ করা। যেমন; জায়গা-জমি, সোনা-চাঁদি, উন্নত পোষাক, উন্নত মানের খাবার ইত্যাদি। আর এই প্রকারটি নিন্দনীয় (অর্থাৎ ঘৃনিত)। (৩) সেসব দ্রব্যাদি যেগুলো নেক কাজে সহযোগিতা করে। যেমন, প্রয়োজনীয় খাবার ও পোষাক ইত্যাদি। এই প্রকারটিও প্রশংসনীয়। কিন্তু এগুলো দ্বারা যদি দুনিয়ার সাময়িক উপকারিতা ও স্বাদ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়ার দ্রব্যাদিকেও নিন্দনীয় বলা হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া কে নাযারো ছে ভালা কিয়া হু সার ওয়াকার
উশ্শাক কো বাছ ইশক ছে গুলযারে নবী ছে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

দুনিয়ার কোন্ কাজটি আল্লাহ্র জন্য, আর কোন্টি নয়?

দুনিয়াবী কাজগুলোও তিন প্রকারের। (১) এমন কতগুলো কাজ রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে কল্পনাও করা যাবে না যে, এগুলো **আল্লাহ্ তা'আলার** জন্য করা হয়েছে। যেমন, নাজায়েয ও হারাম কাজসমূহ। (২) এমন কতগুলো কাজও রয়েছে, যেগুলো **আল্লাহ্ তা'আলার** জন্যও হতে পারে, আবার অন্য কারো জন্যও হতে পারে। যেমন, চিন্তা-ভাবনা করা এবং খাহেশাত (তথা নফসের কামনা-বাসনা) থেকে বেঁচে থাকা। যেমন ধরুন, কেউ লোকজনের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং মহত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করল, কিংবা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা কেবল এ কারণে ত্যাগ করল যে, ব্যয় থেকে বাঁচা যাবে অথবা স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তাহলে এ কাজটি **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য হবে না। (৩) এমন কতগুলো কাজ রয়েছে যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের জন্য মনে হলেও মূলতঃ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি বিধানের নিয়্যতে করা হয়েছে। যেমন; আহার করা ও বিয়ে-শাদি করা ইত্যাদি। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

তাজে শাহী ইছকে আগে হিচ হে
মুস্তফা কি জিস কো উলফত মিল গেয়ী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়াদারের পরিচিতি

যে ব্যক্তি আখিরাতের মঙ্গলকে সামনে রেখে দুনিয়া থেকে কিছু গ্রহণ করে, তাকে দুনিয়াদার বলা যাবে না; বরং দুনিয়া তার জন্য আখিরাতের ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি একান্ত ব্যক্তিগত ভোগ ও বিলাসের জন্য এগুলো গ্রহণ করে, তবে সে দুনিয়াদার হবে।
(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াবী বস্তুসমূহের স্বাদ গ্রহণের আশ্চর্যজনক বাস্তবতা

বাস্তবিক দুনিয়ার কোন বস্তুতেই প্রকৃত স্বাদ নেই। অবশ্য কষ্টবোধ নিরসনকারী বস্তু বা বিষয়কেই মানুষ স্বাদ বলে থাকে। যেমন, আহার এ কারণেই স্বাদ যেহেতু তা ক্ষুধা নিবারণ করে। তাই তো, ক্ষুধা নিবারণ হয়ে গেলেই আহারে আর স্বাদ অনুভুত হয় না। অনুরূপ পানিকে এ কারণেই সুস্বাদু মনে হয়, যেহেতু তা তৃষ্ণা নিবারণ করে। যখন পিপাসা মিটে যায়, তখন পানিতে স্বাদও আর বাকী থাকে না। বাস্তব ও প্রকৃত স্বাদ তো কেবল জান্নাতেই লাভ হবে। কেননা, জান্নাতবাসীদের কোন কষ্টবোধ যেই ক্ষেত্রে থাকবে না, সেই ক্ষেত্রে তা নিবারণকারী ও নিরসনকারী দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজনও বা হবে কেন? তাই সেগুলোর স্বাদ হবে মৌলিক। সেই পানাহার করার স্বাদ মৌলিকই হবে; কেবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য হবে না।
(আল হাদীকাতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ইবলিশের কন্যা

হযরত সায়্যিদুনা আলী খাওয়াছ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: দুনিয়াটা হল অভিশপ্ত ইবলিশের (অর্থাৎ-শয়তানের) কন্যা। আর এর সাথে যারা ভালবাসা রাখে তারা সবাই তার কন্যার স্বামী। ইবলিশ তার কন্যার খাতিরে সেই দুনিয়াদার ব্যক্তির নিকট আসা-যাওয়া করতে থাকে। অতএব, আমার ভাইয়েরা! আপনারা যদি শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকতে চান, তাহলে তার কন্যার (অর্থাৎ দুনিয়ার) সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে যাবেন না। (আল হাদীকাতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

নীল চোখ বিশিষ্ট বিশ্রী বুড়ী

হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন আয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন লোকজনের সম্মুখে সামনের দিকে দাঁত বের করা নীল চোখওয়ালা এক বিশ্রী বুড়ী আত্মপ্রকাশ করবে। আর তখন লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি একে চেন? তারা সবাই বলবে: আমারা এর পরিচয় জানা থেকে **আল্লাহ্**র কাছে পানাহ্ চাই। তখন (সকলের উদ্দেশ্যে) বলা হবে: এ হল সেই দুনিয়া যা নিয়ে তোমরা অহংকার করে থাকতে, এর কারণেই তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এরই কারণে তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে। অতঃপর সেই (বিশ্রী বুড়ী সদৃশ) দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন সে চিৎকার করে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার অনুসরণকারীরা এবং আমার দলটি কোথায়? **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করবেন: তাদেরকেও তার সঙ্গী বানিয়ে দাও।"

(যম্মুদ দুনিয়া মাআ ক্ষমাসুআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৩)

দৌলতে দুনিয়াছে বে রগবত মুজে কর দিজিয়ে
মেরী হাযত ছে মুঝে যায়েদ না করনা মালদার। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দুনিয়া স্বাদময় তরুতাজা

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুনিয়াটা বড়ই স্বাদময় তরুতাজা। এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে আর বিশুদ্ধ পথে ব্যয় করবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে সাওয়াব দান করবেন, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে আর অবৈধ পথে ব্যয় করবে, **আল্লাহ্** তাকে 'দারুল হাওয়ান' অর্থাৎ লাঞ্ছনার ঘরে প্রবেশ করাবেন।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৫২৭)

হযরত আল্লামা আবদুর রউফ মুনাওয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীসের টীকায় **'ফয়জুল কদীর'** কিতাবে লিখেছেন: বুঝা গেল যে, দুনিয়া মূলত: নিন্দনীয় নয়। কেননা, এই দুনিয়া হল আখিরাতেরই ক্ষেত স্বরূপ। এ কারণে যে ব্যক্তি শরীয়াতের অনুমোদন সাপেক্ষে দুনিয়ার কোন কিছু অর্জন করবে, তা আখিরাতে তার সাহায্য করবে। (ফয়জুল কদীর, ৩য় খন্ড, ৭২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৭৩)

হুসনে গুলশন মে সারা সার হে ফারিব এয় দুস্তো
দেখনা হে হুসন তো দেখো আরব কে রেগুযার। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার তিনটি উত্তম কাজ

সরকারে মদীনা, সুরূরে কলবো সীনা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:"দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই অভিশপ্ত, কিন্তু সৎকাজে আহ্বান, অসৎকাজে বারণ এবং **আল্লাহ্**র যিকির ব্যতীত।" (আল জামিউছ ছগীর, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৮২) হযরত আল্লামা আবদুর রউফ মুনাওয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **'ফয়জুল কদীরে'** হাদীসটির টীকায় লিখেছেন, নিঃসন্দেহে এসব কাজ (সৎকাজে আহ্বান, অসৎকাজে বারণ এবং **আল্লাহ্**র স্মরণ) যদিও দুনিয়াতেই করা হয়ে থাকে, কিন্তু দুনিয়াবী না। বরং এ হল আখিরাতেরই কাজ। এসব কাজ জান্নাতের নেয়ামত পর্যন্ত পৌঁছানোরই ওসিলা তথা মাধ্যম। অতএব, প্রত্যেক ঐ কাজ যা দ্বারা **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হবে, সেগুলো অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (ফয়জুল কদীর, ৩য় খন্ড, ৭৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৮২)

চারটি বিষয় ব্যতীত দুনিয়া অভিশপ্ত

সুলতানে মদীনা, করারে কলবো সীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সাবধান! দুনিয়াটা অভিশপ্ত বস্তু। আর যা যা এতে রয়েছে সবগুলোও অভিশপ্ত। কিন্তু **আল্লাহ্**র স্মরণ, **আল্লাহ্**র নৈকট্য প্রদানকারী বিষয়, আলিম ও তালেবে ইলম ব্যতীত।"
(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৯)

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: যে বস্তু বা বিষয় **আল্লাহ্** ও **আল্লাহ্র রাসুল** থেকে বিমুখ করে দেয় তা-ই হল দুনিয়া। অথবা যা **আল্লাহ্** ও **রাসুলে**র অসন্তুষ্টির কারণ হবে তা-ই দুনিয়া। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, আহার, পোষাক-আষাক, ঘর ইত্যাদি (শরীয়াতের নাফরমানি থেকে বিরত থেকে) অর্জন করা নবীগণের সুন্নাত; এটা দুনিয়া নয়। (মিরআতুল মানাজিহ, ৭ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া মশার ডানায় চেয়েও অধিকতর তুচ্ছ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াটা হল খুবই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ। দুনিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দুনিয়া তো মাছির ডানার চেয়েও অধিকতর তুচ্ছ বস্তু। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'মালফুজাতে আ'লা হযরতে'র ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠায় আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ দুনিয়ার নিন্দাবাদে লিখেছেন: হাদীস শরীফে রয়েছে: "দুনিয়ার মূল্য যদি **আল্লাহ্**র কাছে একটি মশার পাখার সমতুল্যও হয়ে থাকত, তাহলে এর থেকে পানির একটি বিন্দুও কাফিরদেরকে দান করতেন না।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৭) (দুনিয়াটা) নিকৃষ্ট। তাই এটি নিকৃষ্টদেরকে দান করা হয়েছে। **আল্লাহ্** যখন থেকে এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেন, তখন থেকে কখনও এটির দিকে তাকাননি। দুনিয়াটা আসমান ও জমিনের মাঝখানে শূণ্যেই (ঝুলন্ত অবস্থায়) রয়েছে। দুনিয়া কান্নাকাটি করতেই আছে। বলছে, হে আমার রব! তুমি আমার উপর্‌ কেন অসন্তুষ্ট? অনেক্ষণ পর ইরশাদ হয়: হে! নিকৃষ্ট, চুপ কর। (অতঃপর আ'লা হযরত বললেন) স্বর্ণ ও রৌপ্য **আল্লাহ্**র দুশমন। যেসব লোক দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রতি ভালবাসা রাখে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন এটা বলে আহ্বান করা হবে,ঐসব লোকেরা কোথায়, যারা **আল্লাহ্**র দুশমনকে ভালবাসে! **আল্লাহ্ তা'আলা** দুনিয়াকে আপন প্রিয় বান্দাদের থেকে এতই দূরে রাখেন যে, কোন মা যেমন তার অসুস্থ সন্তানকে ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। (পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১১ এর মধ্যে) **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَيَدۡعُ الۡاِنۡسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالۡخَيۡرِ ؕ وَكَانَ الۡاِنۡسَانُ عَجُوۡلًا ﴿۱۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে যেভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং মানুষ অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়।"

মানুষ তার মুখে এমনিভাবে মন্দেরই আবেদন করে, যেন ভাল কিছুরই আবেদন করছে। (সে যা যা আবেদন করছে) **আল্লাহ্** জানেন তাতে কীরূপ ক্ষতি রয়েছে। (তাই) এদিকে বান্দা প্রার্থনা করছে আর ওদিকে **আল্লাহ্** (সেই বান্দাকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য তার প্রার্থিত বস্তু তাকে) প্রদান করছেন না। (অতঃপর বলেন: পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৬-১৯৭ এর মধ্যে) ইরশাদ হচ্ছে:

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِى الۡبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيۡلٌ ثُمَّ مَاۡوٰٮهُمۡ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئۡسَ الۡمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "হে শ্রোতা! শহর গুলোতে কাফিরদের হেলে দোলে বিচরণ করা কখনো যেন তোমাকে আেক্বা না দেয়। সামান্য উপভোগ (মাত্র)। অতঃপর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নম এবং কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা"

(মালফুজাতে আ'লা হযরত, ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

ইয়া রব! ঘমে হাবীব মে রুনা নাছিব হু, আছো না রুয়েগা হু গমে রুযগার মে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অমুসলিমদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাময়িক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের মনে যেন এই ধরনের কোন কুমন্ত্রণা না আসে যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমারা দুনিয়ার অনেক অনেক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং আমারা নিতান্তই দূরাবস্থার শিকার। পক্ষান্তরে অমুসলিমরা দুনিয়ার বুকে অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করছে এবং উন্নত অবস্থায় রয়েছে। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন যে, মুসলমানদের জন্য জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। অথচ অমুসলিমদের জন্য মৃত্যুর পর কোনই সুখ-শান্তি অবশিষ্ট থাকবে না। বরং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে লেলীহান শিখাময় আগুন আর জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৯০৪ পৃষ্ঠায় ২৫ পারার সূরা যুখরুফের ৩৩ থেকে ৩৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿۳۴﴾ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর যদি এটা না হতো যে, সমস্ত লোক একই দ্বীনের[১] উপর হয়ে যাবে, তবে আমি অবশ্যই পরম দয়াবানের অস্বীকারকারীদের জন্য রৌপ্যের ছাদ সমূহ ও সিঁড়ি সমূহ সৃষ্টি করতাম, যেগুলোর উপর তারা আরোহণ করতো; এবং তাদের গৃহসমূহের জন্য (দিতাম) রৌপ্যের দরজাসমূহ এবং রৌপ্যের আসন, যেগুলোর সাথে তারা হেলান দিত। এবং বিভিন্ন ধরনের সাজ-সজ্জাও এবং এই যা কিছু রয়েছে সবই পার্থিব জীবনের আসবাব পত্র। এবং আখিরাত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরহেযগারদের জন্য।"

কর মাগফিরাত মেরি তেরি রহমত কে সামনে মেরে গুনাহ্ ইয়া খোদা হে কিছ শুমার মে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] কাফেরদের পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগ-বিলাস দেখে মানুষ কাফের হয়ে যাবার বিষয়টি যদি বিবেচনা না করা হত।

মৃত ছাগল

উক্ত আয়াতে করীমায় মুত্তাকী বা পরহেজগারদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: (পরহেজগার তারা) যাদের কাছে দুনিয়ার চাহিদা নেই (অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি তাদের কোন নজর নেই)। তিরমিযী শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে: **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট দুনিয়া যদি একটি মশার পাখার সমতুল্য মূল্যও রাখত তাহলে কাফিরদেরকে এই দুনিয়ার এক বিন্দু পানিও পান করতে দিতেন না। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৭) অপর হাদীসে রয়েছে: **সাইয়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অভাবী লোকজনদের একটি দল নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটি মৃত ছাগল দেখতে পেলেন। ইরশাদ করলেন: "দেখতে পাচ্ছ তো, এর মালিকেরা একে খুবই তুচ্ছ করে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। **আল্লাহ্**র দৃষ্টিতে দুনিয়াটা সেরূপ মূল্যও রাখে না যে মূল্য ছাগলওয়ালাদের এই মৃত ছাগলটির প্রতি রয়েছে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৮) আরেকটি হাদীস: **সাইয়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** যখন কোন বান্দার প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করেন, তখন তিনি তাকে দুনিয়া হতে এমনভাবে রক্ষা করেন, তোমরা যেমন করে তোমাদের কোন অসুস্থ লোককে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।" (প্রাগুক্ত, ৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৪৪) অপর হাদীস: "দুনিয়াটা হল মুমিনদের জন্য জেলখানা। আর কাফিরদের জন্য জান্নাত।" (প্রাগুক্ত, ২৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৩১) (খাযায়িনুল ইরফান, ৭৮২ পৃষ্ঠা)

কিউ করে না রাশক্ উছ পে ইয়ে জাহা কে তাজদার
হাত জিস কে ইশ্‌কে আহমাদ কা খাযিনা আগেয়া। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুইজন মৎস্য-শিকারীর ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: বর্ণিত আছে যে, 'অনেক দিন আগে কোন সময়ে একজন মুমিন আর একজন কাফির মাছ শিকার করতে বের হল। কাফির লোকটি তার মিথ্যা উপাস্যদের নাম নিয়ে বেশি বেশি মাছ ধরতে লাগল। তার মাছের স্তুপ হয়ে গেল। মুমিন ব্যক্তিটি **আল্লাহ্**র নামে জাল ফেলতে লাগল। কিন্তু সে মাছ পাচ্ছিল না। সন্ধ্যার দিকে একটি মাত্র মাছ জালে পড়ল, আর তাও লাফিয়ে পানিতে পড়ে গেল। মুমিন ব্যক্তিটি খালি হাতে ঘরে ফিরল, আর কাফির লোকটি ভরা মাছের টুকরি নিয়ে ফিরল। মুমিন ব্যক্তিটির জন্য তার নিয়োজিত ফেরেশতাটি আফসোস করতে লাগল। **আল্লাহ্ তা'আলা** সেই ফেরেশতাকে জান্নাতে মুমিন ব্যক্তিটির মহলটি (জান্নাতে যে মহলটি তার জন্য রাখা হয়েছে) দেখালেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তখন ফেরেশতাটি নিজেরই অজান্তে চিৎকার করে বলে উঠল, **আল্লাহ্র কসম!** এই আজিমুশশান মহলে প্রবেশ করার পর এই মুসলমান মৎস্য-শিকারীর মৎস্য শিকারে ব্যর্থতাজনিত আপদের আদৌ কোন পরওয়া হবে না, আর ফেরেশতাটিকে **আল্লাহ্ তা'আলা** যখন জাহান্নামে কাফিরটির ঠিকানাটি প্রদর্শন করালেন, তখন সে বলল: **আল্লাহ্**র কসম! এই শাস্তিতে যখন সে আপতিত হবে তখন তার কাছে অসংখ্য মাছ পাওয়া দুনিয়ার সাময়িক সুখ-ভোগ কোন কাজে আসবে না। (তানবীহুল গাফিলীন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

নাফরমানদের বেলায় পছন্দের বস্তু অর্জিত হওয়া একটি বিপদ সংকেত মাত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনাটি দ্বারা আমারা শিক্ষা পেলাম যে, অমুসলিমদের দুনিয়াবী উন্নতি এবং সম্পদের সহজপ্রাপ্যতা (অর্থাৎ সহজে অধিক সম্পদের মালিক হতে পারা) মোটেও ঈর্ষণীয় বিষয় নয়। হাশরের মাঠে গরীব, দুঃখী, অভাবী মুসলমানের ঈদ হবে। নেক মুসলমানদের পছন্দের বস্তু অর্জিত না হওয়াতে মনে কোনরূপ কষ্ট আনা মোটেও উচিত নয়। কারণ, বেনামাযী হয়ে থাকা ও গুনাহে ডুবে থাকা লোকদের যে কোন বাসনা পূর্ণ হতে থাকা উন্নতির প্রমাণই নয়; বরং বিপদ সংকেতই। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যখন দেখবে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** দুনিয়াতে গুনাহগার বান্দাকে সেসব বস্তু দিচ্ছেন যা যা সে পছন্দ করে, তখন বুঝে নিবে এটা উনার পক্ষ থেকে অবকাশ (মাত্র)।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৩১৩)

হুকুমত কি ত্বালাব দিল মে, না খাওয়াহিশ তাজে শহি কি
নজর মে আশিকো কে বাস মাদিনা হি সামাতা হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তাৎক্ষণিক শাস্তির হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক কাজেই কোন না কোন হিকমত থাকে। অভাব-অনটন সহ দুনিয়াবী যে কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আখিরাতের প্রতিদান অর্জন করা উচিত। কেননা, বিপদ-আপদ হচ্ছে গুনাহের কাফফারা এবং উন্নতির মাধ্যম স্বরূপ। যেমন; **তাজেদারে রিসালত, শাহেনশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** যখন কোন বান্দার পক্ষে মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার গুনাহের শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮০৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

হযরত মাওলানা রূম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন:

হাম খোদা খোওয়াহি ওয়া হাম দুনিয়াই দোঁ, এ্যাঁয় খেয়াল আস্ত ওয়া মুখাল আস্ত ওয়া জুনুঁ।

(তুমি **আল্লাহ্**কেও চাও, আর নিকৃষ্ট দুনিয়াকেও চাও। তোমার মনোভাব পাগলের এবং অসম্ভব ধরণের।)

মুঝ কো দুনিয়া কি দৌলত না যার চাহিয়ে
শাহে কাওছার কি মিঠে নযর চাহিয়ে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মুবাল্লিগেরও গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইম বিন মনসুর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: আমি আমার পিতা মনসুর বিন আম্মার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে মৃত্যুর পরে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: **ما فعل الله بك؟** অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? জবাবে তিনি বললেন: আমার রব আমার সাথে মহান দয়া প্রদর্শন করে আমাকে ইরশাদ করলেন: ওহে বদ আমল কারী বুড়ো! তুমি জান আমি কেন তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম? আমি বললাম: হে আমার রব! আমি জানি না। তখন আমার **রব তা'আলা** আমাকে ইরশাদ করলেন: তুমি একটি ইজাতিমায় মনোমুগ্ধকর এক বয়ানে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে কাঁদিয়েছিলে। সেই বয়ানে আমার এমন এক বান্দাও ছিল যে জীবনে কখনও আমার ভয়ে কান্না করেনি। অথচ তোমার বয়ান শুনে সেও কান্না করেছিল। আমি সেই বান্দাটির কান্না উপর দয়াপরবশ হয়ে সে সহ ইজতিমায় উপস্থিত সকল শ্রোতামণ্ডলীর গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দিই। এ কারণে তোমারাও ক্ষমা হয়ে যায়। (শরহুস সুদুর, ২৮৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরে আশক বেহতে রেহে কাশ হর দম তেরে খওফ ছে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহি
তেরে খওফ ছে তেরে ডর ছে হামেশা মে থর থর রহু কাপতা ইয়া ইলাহি।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

যে কান্না করে তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেসব মুবাল্লিগদের স্থান অনেক উচ্চ ও মহান যারা নিজেদের মনোমুগ্ধকর সুন্নাতে ভরা বয়ানের মাধ্যমে লোকজনের অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করে। আর **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবার থেকে পালিয়ে বেড়ানো ব্যক্তিদেরকে নিজের আকর্ষণীয় বয়ানের মাধ্যমে টেনে টেনে নিয়ে এসে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে হাজির করে। নিঃসন্দেহে ইখলাস সহকারে ভাল ভাল নিয়্যত পূর্বক নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়েরা উভয় জগতেই কামিয়াব। বর্ণনাটি দ্বারা এও বুঝা গেল যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে যে ব্যক্তি কান্না করে তার কাজ সাধন হয়। **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কান্না করা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। বরং কান্নাকরা লোকের বরকতে কান্না না করা লোকেরও তরী পার হয়ে যায়। অতএব, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদান করা এবং এসব ইজতিমায় ফরিয়াদ করা মনোমুগ্ধকর দো'আয় যোগদান করার অনেক অনেক বরকতসমূহ রয়েছে। জানি না কোন্ কান্না করা লোকের সদকায় উপস্থিত সকলেরই মাগফিরাতের কারণ হয়ে যায়।

তড়প্‌নে পাড়ক্‌নে কা দে দে সালিকা
তেরে ডর ছে রোনে কা শিকহলা ত্বরিকা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কান্না করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে এবং নবীপ্রেমে কান্না করা একটি মহান সাওয়াবের কাজ। তাই সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে এই নেকীর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সৎকাজের আহবান পূর্বক কান্না করার ফযীলত সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। কখনও আমারাও হয়ত গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করতে পারব। **আল্লাহ্‌র** ভয়ে এবং নবীপ্রেমে কান্না করে অশ্রুবিসর্জনকারী হতে পারব।

রোনে ওয়ালি আখে মাঙ্গগো রোনা সব কা কাম নেহি
যিক্‌রে মুহাব্বাতে আম হে লেকিন সোযে মুহাব্বাত আম নেহি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কান্নাকাটি করা লোকদের সদকায় কান্নাকাটি না করা লোকের গুনাহ ক্ষমা

সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাদানী হালকা, যিকির ও নাতের মাহফিলের কথাই বা কী বলব! শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এসব মাহফিলে যোগদান করা উচিত। কেউ জানে না যে, কার মন কখন বদলে যায়, আবেগপ্রবণ হয়ে যায়, কলবের ইখলাসের কারণে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়, মাহফিলের সম্পূর্ণ রহমত ও বরকত নিজের আয়ত্ব করে নিয়ে আর সেই মুখলিস বান্দার ইখলাসের বরকতে সেখানকার সকল মুসলমানের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নেক ইজতিমায় কান্না করা লোকের বরকতে ক্ষমা হয়ে যাওয়া লোকজনের সংখ্যা যে কত হবে তা এই হাদীসটি দ্বারা অনুমান করুন। যেমন; একদা **সরদারে দারাইন, রহমতে কাওনাইন, নানায়ে হাসনাইন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভাষণ দিলে উপস্থিতবর্গের একজন লোক কান্না করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আজ যদি তোমাদের মাঝে সেসব মুমিন বিদ্যমান থাকত যাদের গুনাহ্ পাহাড়ের সমপরিমাণ তাদের সকলের গুনাহ্গুলোও এই একজন মানুষের কান্না করার কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হত। কারণ, ফেরেশতারাও এর সাথে কান্না করছিল।" আর দো'আ করছিল: اَللّٰهُمَّ شَفِّعِ الْبَكَّائِيْنَ فِيْمَنْ لَّمْ يَبْكِ অর্থাৎ "হে **আল্লাহ্**! তুমি কান্না না করা লোকদের পক্ষে কান্না করা লোকদের সুপারিশ কবুল করে নাও।"

(শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১০)

হযরত মাওলানা রুম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

হার কুজা আ'বে রওয়াঁ গুঞ্জ বুওয়াদ,
হার কুজা আশকে রওয়াঁ রহমত বুওয়াদ।

(আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তখন জমিনে কলি ও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। আর যখন **আল্লাহ্**র ভয়ে কারও অশ্রুঝরতে হতে থাকে, তখন রহমতের ফুল ফুটে থাকে।)

মাছির মাথা পরিমাণ অশ্রু

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্**র ভয়ে যে মুমিন ব্যক্তির চোখে পানি আসে, যদিও সে পানি মাছির মাথার সমপরিমাণও হয়, আর সেই পানি যখন তার চোখের (চেহারার) বাহিরের অংশে প্রকাশ পায় তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** জাহান্নামের জন্য তাকে হারাম করে দেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮০২)

কলবে মুঝতর চশমে তর সোযে জিগর সিনা তাপা
ত্বালিবে আহ ওয় ফুগা জানে জাহা! আত্তার হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

এক মাইল দূর পর্যন্ত বুকের ভিতরের কান্নার আওয়াজ শোনা যেত!

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: 'হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلام যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন **আল্লাহ্‌র** ভয়ে তিনি এমন করে কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর বুকের ভিতরের কান্নার আওয়াজ এক মাইল দূর পর্যন্ত শোনা যেত!' (ইহইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)

জি চাহ্তা হে পুট কে রোওয়ো তেরে ডর ছে
আল্লাহ্! মাগার দিল ছে কাসাওয়াত নেহি জাতি

প্রিয় নবীর পরবর্তী মর্যাদা কার?

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট যার মর্যাদা যত বেশি তিনি তত বেশি **আল্লাহ্‌র** ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন। যেমন; আপনারা এখন হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلام এর কান্নাকাটির অবস্থার কথা শুনলেন। তাঁর মহান মর্যাদার কথাই বা কী বলব! জ্বী, হ্যাঁ, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে সমগ্র সৃষ্টি জগতে তিনিই عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلام শ্রেষ্ঠ। যেমন; ফকীহে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী জালাল উদ্দিন আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের প্রশ্নোত্তর সম্বলিত কিতাব 'ইসলামী তালিম' এর১৯৪ থেকে ১৯৫ পৃষ্ঠাতে বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত সায়্যিদুনা ইব্‌রাহিম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام। হযরত সায়্যিদান মূসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা নূহ নজিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلام এই নবীগণকে মুরসালনে উলুল আযম বলা হয়ে থাকে। (ইসলামী তালীম, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

পাথর আর বৃক্ষও কান্না শুরু করে দিত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'খওফে খোদা'** কিতাবের ৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلام যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন (**আল্লাহ্‌র** ভয়ে) এতই কান্না করতেন যে, বৃক্ষরাজি সহ মাটির ঢেলাগুলোও কান্না জুড়ে দিত। এমনকি তাঁর (عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام) শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام ও তা দেখে কান্নায় ঢলে পড়তেন। এমনকি বেহুশ হয়ে যেতেন। লাগাতার প্রবাহিত অশ্রুর কারণে সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام এর গাল মোবারকে জখমের দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا তাঁর (عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلام) এর বরকতময় গালে উলের পাটি লাগিয়ে দিতেন। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلام যখনই নামাযের জন্য দাঁড়াতেন কান্না আরম্ভ করে দিতেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

ফলশ্রুতিতে উলের সেই পাট্টিগুলো ভিজে যেত। তাঁর শ্রদ্ধেয় আম্মাজান সেগুলো যখন শুকানোর জন্য নিংড়াতেন আর তিনি (নবী ইয়াহইয়া عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) যখন নিজের চোখ দিয়ে বের হওয়া পানি মায়ের বাহু মোবারক দিয়ে গড়াতে দেখতেন তখন **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে এভাবে আরয করতেন: "হে **আল্লাহ্**! এগুলো হলো আমার চোখের পানি, ইনি হলেন আমার মা, আর আমি হলাম তোমার বান্দা। তুমি তো সকল দয়াময়ের চেয়ে ববড় দয়াময়।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

শারাবে মুহাব্বাত কুচ এয়ছি পিলা দে
কভি ভি নেশা হু না কম ইয়া ইলাহি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮১ পৃষ্ঠা)

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ঘাঁটি রয়েছে

নবীরছেলে নবী হযরত ইয়াহইয়া عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একবার কোথাও হারিয়ে যান। তাঁর (عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام)পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তিন দিন ধরে তাঁকে খুঁজতে রইলেন। অবশেষে এক জায়গায় এসে খুদিত একটি কবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না করা অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলেন। বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে তিন দিন ধরে খুঁজছি, আর তুমি এখানে কবরটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ঝরাচ্ছ? তিনি আরজ করলেন: আব্বাজান! আপনি আমাকে বলেছিলেন, যে জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝখানে একটি ঘাঁটি রয়েছে। ঘাঁটিটি সে ব্যক্তিই অতিক্রম করতে পারবে, যে বেশি বেশি কান্না করবে। তখন তিনি বললেন: হে আমার বৎস! কান্না করো। এই কথা বলে তিনি নিজেও তাঁর সাথে কান্না করতে লাগলেন। (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮০৯)

সরফরাজ অর সুরখুরো মাওলা
মুজকো তো রোজে আখিরাত ফরমা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

চোখের পানির প্রত্যেকটি ফোঁটা হতে একটি করে ফেরেশতার জন্ম

সুলতানুল আম্বিয়া, শাহে খাইরুল আনাম, রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্**র কিছু ফেরেশতা এমনও রয়েছে **তাঁর(আল্লাহ্র)** ভয়ে যাদের বাহু সর্বদা কাঁপতে থাকে। তাদের চোখ থেকে ঝড়ে পড়া প্রতিটি অশ্রু থেকে একটি করে ফেরেশতা জন্ম নেয়। জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই সে **আল্লাহ্**র পবিত্রতা বর্ণনা আরম্ভ করে দেয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১৪)

তেরে খওফ ছে তেরে ডর ছে হামেশা
মে থর থর রহু কাপতা ইয়া ইলাহি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

ক্রন্দনশীল ব্যক্তি কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্**র ভয়ে ক্রন্দনশীল ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; এমনকি দুধ স্তনে ফিরে আসবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮০০) প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ দোহন করা দুধ যেমন স্তনে পুনরায় ফিরে আসা সম্ভব নয়, তেমন সেই ব্যক্তিও জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। **আল্লাহ্ তা'আলা** যেমন ইরশাদ করেনে:

حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "সুঁইয়ের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করা পর্যন্ত।"

(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ৪০)

আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কান্না করার অনেক ফযীলত রয়েছে। **আল্লাহ্ তা'আলা**র প্রত্যেককে তা নসিব করুন।

কলবে মুঝতর কি লাজ রাখ মাওলা
ইয়ে ছাদা মেরি চশমে নাম কি হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনশীল ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **ছরকারে নামদার, দুই জাহানের মালিক ও মোখতার, শাহানশাহে আবরার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্**র ভয়ে কান্না করবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (ইবনে আদী, ৫ম খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

সাওযিশে সিনা ওহ জিগার দে দে
আওযু মুঝ কো চশমে নম কি হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

যদি আপনি নাজাত চান, তবে ...

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নাজাত কী? ইরশাদ করলেন: "(১) তোমার জিহ্বাকে সংবরণ করবে (অর্থাৎ তোমার মুখ সেখানেই খুলবে, যেখানে লাভ হবে; ক্ষতি হবে না), (২) তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় (অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে যেন বের না হও) এবং (৩) গুনাহের কারণে কান্নাকাটি করা গ্রহণ করো।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২১৪)

লায়িকে নার হে মেরে আমাল
ইলতিজা ইয়া খোদা করম কি হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল

আল্লাহ্র ভয়ে এবং নবীপ্রেমে অশ্রু বিসর্জন করা সৌভাগ্যের বিষয়। কান্না করার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য অশ্রু বিসর্জনকারীদের সংস্পর্শ খুবই উপকারী। কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আপনাদের অনেক অশ্রু বিসর্জনকারী মিলবে। আপনিও আশিকানে রাসুলদের সাহচর্য গ্রহণ করুন। তাঁদের সাথে মাদানী কাফেলাতে মুসাফির হয়ে যান। কান্না যদি নাও আসে তবুও এসে যাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার স্বার্থে একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমন: সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক মাদানী কাফেলা ১২ দিনের জন্য বাবুল ইসলাম সিন্দু প্রদেশের 'থর পার কর' জিলার ইসমাঈলের ঢানি নামক গ্রামে এসে পৌঁছাল। এলাকাটি বিগত কয়েক বছর যাবৎ অনাবৃষ্টিতে ভুগছিল। এ কারণে লোকজন অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত ছিল। নামাযের পর লোকেরা মাদানী কাফেলার মুসাফিরদের নিকট বৃষ্টির জন্য দো'আ করার আবেদন করল। আশিকানে রাসুলেরা হাত উঠিয়ে দিলেন। নামাযীরাও দো'আতে শামিল ছিলেন। ইত্যবসরেই আকাশ একদম কালো কালো মেঘে ছেয়ে গেল। রহমতের ঘনঘটা এলাকা জুড়ে ছেয়ে গেল। দেখতে দেখতেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। অথচ কিছুক্ষণ আগেও আকাশ একেবারেই মেঘহীন ছিল। সূর্য প্রখরভাবে চমকাচ্ছিল। সারা গ্রামে মাদানী কাফেলার এই সাড়া পড়ে গেল। সেখানকার ওলামা ও ইমামগণ এই বৃষ্টিটিকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসুলদের দো'আর ফসল বলে আখ্যায়িত করলেন।

খুব হো বারিশে, দুর হো খারিশে   কাহত কে দিন টলে, কাফিলে মে চলো
বর ছে বরসাত জব, বাগ ওহ গুলযার সব   লাহলাহা নে লাগে, কাফিলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বৃষ্টির পানি দিয়ে রোগের চিকিৎসা

سُبْحٰنَ الله! মাদানী কাফেলার বরকতের কথাই বা কী বলব! বাস্তবে বৃষ্টিও **আল্লাহ্**র একটি বড় নেয়ামত। পবিত্র কুরআনের ২৬ পারার সূরা ক্বাফের ৯ নম্বর আয়াতে বৃষ্টিকে مَآءً مُّبٰرَكًا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "বরকতপূর্ণ পানি" বলা হয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করার ফযীলত' নামক রিসালায় ৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত মাওলা আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একবার বলেন: "তোমাদের কেউ যদি আরোগ্য পেতে চাও, তবে পবিত্র কুরআন শরীফের যে কোন আয়াত রেকাবিতে লিখে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

অতঃপর নিজ স্ত্রীর নিকট হতে তার মোহরানার একটি দিরহাম তাকে রাজি করে নিবে আর তা দিয়ে মধু ক্রয় করে পান করবে। নিঃসন্দেহে আরোগ্য লাভ করবে।" (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা) কোন চিকিৎসক বলেন: 'আমি অসংখ্য রোগীকে তাদের চিকিৎসার জন্য মধু ও বৃষ্টির পানির পরামর্শ দিয়েছি। অন্যান্য ঔষধ থেকে আমি এটিকেই সর্বাধিক ফলদায়ক পেয়েছি।'

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্র ভয়ে কান্না করা সুন্নাত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: নিচের আয়াতটি যখন নাযিল হল,

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَ تَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমরা কি এ বাণী তে বিস্মিত হও? এবং হাসঁছো এবং কাঁদছো না।" (পারা: ২৭, সূরা নজম, আয়াত: ৫৯,৬০)

তখন আসহাবে সুফ্ফাগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ এমনভাবে কান্না করতে লাগলেন যে, তাঁদের পবিত্র গালগুলো চোখের পানিতে ভিজে গেল। তাঁদেরকে কান্না করতে দেখে স্বয়ং **রহমতে আলম, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও কান্না করতে লাগলেন। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গড়িয়ে পড়া চোখের পানি দেখে আসহাবে সোফ্ফারা আরও বেশি বেশি কান্না করতে থাকেন। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে **আল্লাহ্র** ভয়ে কান্না করল।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯৮)

আল্লাহ্! কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সারদ হু গা?
রো রো কে মুস্তফা নে দারইয়া বাহা দিয়ে হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: এই শেরটির মাধ্যমে আমার আক্বা আ'লা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ক্ষমাশীল **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে প্রার্থনা করছেন: হে **আল্লাহ্!** জাহান্নামের আগুন কি **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলামদের জন্য এতদসত্ত্বেও শিথিল হবে না? হে আমার প্রিয় পরওয়ারদেগার! তোমার **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো আপন উম্মতদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করানোর জন্য দো'আ করতে গিয়ে এত করেই কান্না করেছেন যেন চোখের জলের সাগর সৃষ্টি হয়ে গেছে।

খোদায়ে গাফ্ফার বখশদে আব তু লাজে মাহবুব রাখ হি লে আব
হামারা ঘামখার ফিক্রে উম্মত মে দেখ আসো বাহারাহা হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: " আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কান্না কান্না ভাব করুন

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যে ব্যক্তি কান্না করতে পারে সে কান্না করবে, আর যে ব্যক্তির কান্না আসে না সে অন্ততঃ কান্নার মত চেহারা বানিয়ে নিবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল লোকদের অনুকরণও উত্তম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'ফাযায়িলে দো'আ'**এর ৮১ পৃষ্ঠায় দো'আ কবুল হওয়ার আদবসমূহের আদব নম্বর ৩৩ হচ্ছে: (দো'আ করার সময়) কেবল এক ফোঁটা হলেও অশ্রুবিসর্জন করার চেষ্টা করবে। কারণ, এ হল কবুল হওয়ার ইঙ্গিত। কান্না না এলে কান্নার মত চেহেরা বানাবে। কেননা; ভাল লোকদের অনুকরণও উত্তম। দো'আর বিষয়ে বর্ণিত আদবের ব্যাখ্যায় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: কেবল অনুকরণের নিয়্যতে (অর্থাৎ ক্রন্দনশীলদের অনুকরণে ক্রন্দনশীলের) রূপ গ্রহণ করা **আল্লাহ্**র সামনেই (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র দরবারে) হতে হবে, অন্যদের দেখানোর জন্য যেন না হয়। অর্থাৎ লোকদের দেখানোর জন্য করাটা রিয়া ও হারাম এটি মনে রাখতে হবে।

নাদামাত ছে গুনাহু কা ইযালা কুচ তো হু জাতা
মুঝে রোনা ভি তো আতা নেহি হায়ে নাদামাত ছে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

মাথা আর দাঁড়িতে আটা ছিটিয়ে দেবার অভিনব অছিয়ত

নেককার লোকদের অসুকরণের আলোকে 'মা'দানে আখলাক' ১ম খন্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মনোমুগ্ধকর একটি বর্ণনা সামান্য পরিবর্তন সহকারে পেশ করা হচ্ছে। এক রসিক ব্যক্তি মৃত্যু কালে তার বন্ধুকে অছিয়ত করল: আমাকে যখন দাফন করতে যাবে, তখন আমার দাঁড়ি ও মাথার চুলে আটা ছিটিয়ে দিবে। বন্ধুটি বলল: তুমি তো সারা জীবন ঠাট্টা-মশকারা আর কৌতুকই করেছ। এখন মৃত্যু কালে হলেও ওসব বাদ দাও! সে বলল: তুমি যদি বাস্তবিক আমার শুভাকাঙ্খি হয়ে থাক, তবে যা বলছি তা করবেই। বন্ধুটি হেসে রাজি হয়ে গেল। মৃত্যুর পর সে দাফন করার সময় তার দাঁড়ি আর মাথার চুলে আটা ছিটিয়ে দিল। কিছু দিন পর সে তার বন্ধুটিকে স্বপ্নে দেখল। জিজ্ঞাসা করল: ما فعل الله بك؟ অর্থাৎ **"আল্লাহ্ তা'আলা** তোমার সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন?" মৃত বন্ধুটি তাকে বলল: আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি আটা ছিটিয়ে দেয়ার অছিয়ত কেন করেছিলে? আমি আরজ করলাম, **হে আল্লাহ্!** আমি **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনেছি যে, اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحِي عَنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسلِم অর্থাৎ **"আল্লাহ্ তা'আলা** বৃদ্ধ মুসলমানদের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন।" আর আমি বৃদ্ধ অবস্তায় পৌছায়নি। তাই আমি ভেবেছিলাম, যাই হোক বৃদ্ধদের রূপই ধারণ করি। তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন: যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

রহমতে হক বাহা, না মে জু'য়দ, রহমতে হক বাহানা মে জু'য়িদ।
(**আল্লাহ্**র রহমত বিনিময় চায় না; বরং **আল্লাহ্**র রহমত বাহানা চায়)

সাদা চুল কিয়ামতের দিন নূর হবে

আজ কাল সাধারণত বয়স্ক ইসলামী ভাইয়েরা সাদা চুল সহ্য করতে পারে না। তা তারা এড়িয়ে চলতে চায়। অথচ মুসলমান অবস্থায় বার্ধক্যজনিত কারণে চুল সাদা হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। যেমন: **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলবে না, কেননা; কিয়ামতের দিন এগুলো নূর হবে। যে ব্যক্তির একটি চুল সাদা হবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তার জন্য একটি নেকী লিখে দিবেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন আর তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।" (আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬)

অশ্রু না মোছার ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা আলী মুর্তজা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারও **আল্লাহ্**র ভয়ে কান্না আসে সে যেন তার চোখের পানিগুলো কাপড় দিয়ে না মুছে। বরং গাল দিয়ে বয়ে যেতে দিবে। কেননা, সে এ অবস্থাতেই **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে উপস্থিত হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮০৮)

রোতা হুয়া মে আয়ো দাগে জিগার দিখায়ো
আফসানা ভি সুনায়ো মে আপনি বে কসি কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

ঘরে গোপনে কান্না করা ভাল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে আর নবীপ্রেমে বের হওয়া চোখের পানি মুছে ফেলা কখনও উচিত নয়। কিন্তু অন্যান্যদের উপস্থিতিতে কান্না করার সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, চোখের পানি না মুছার অর্থ বা নিয়্যত যেন এ না হয় যে, আমার চোখের পানি লোকজন দেখে নিলে আমার প্রতি ঝুঁকবে, বাহ্বা দিবে, বলবে ইনি বড় নেক্কার বা আশিকে রাসুল। **আল্লাহ্**র পানাহ! এমন হলে তা অবশ্যই রিয়া হবে। তাহলে চোখের পানি না মোছাতে ফযীলত কী? উল্টো জাহান্নামেরই হকদার হবে। যে ব্যক্তির এ সন্দেহ হয় যে, মানুষের সামনে কান্না করাতে রিয়া হবে, তার উচিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'আখ্লাকে ছালেহীন' কিতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই ঘটনাটি চোখের সামনে রাখা। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সিজদায় কান্না করছেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন: نِعْمَ هٰذَا لَوْ كَانَ فِيْ بَيْتِكَ حَيْثُ لَا يَرَاكَ النَّاس অর্থাৎ: 'এ তো (কান্না করা) ভাল কাজ। কিন্তু তা যদি ঘরের ভিতরে হত, যেখানে লোকজন না দেখে।'
(তানবীহুল মুগতাররিন, ৩২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মেরে চেহরে পর কাফন ডাক দিজিয়ে সাথিয়ো রুসাওয়া মুঝে মত কিজিয়ে
বাড়তে জাতে হে গুনা আত্তার আহ! কুছ তো ইযহারে নাদামাত কিজিয়ে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২১৯ পৃষ্ঠা)

চোখের পানি দাঁড়ি দিয়ে মুছে নিতেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন কান্না করতেন তখন আপন মুখ ও দাঁড়িতে পানিগুলো মুছে নিতেন। আর বলতেন: আমি আশা করছি, আগুন এ জায়গাটিকে স্পর্শ করবে না; যেখানে **আল্লাহ্**র ভয়ে বের হওয়া পানি লেগেছে। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া খোদা বেহরে রযা আত্তার কো ওহ্ আখ দে
হো গমে মাহবুব মে আসু বাহা'না জিছ কা কাম। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৫১ পৃষ্ঠা)

কান্না না এলে চেষ্টা করে হলেও কাঁদবে

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আমার বিন আস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইরশাদ করেছেন: 'তোমরা কান্না করবে। যদি কান্না না আসে তাহলে কান্না করার চেষ্টা করবে। সেই সত্তার কসম যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কেউ যদি জানতে, তাহলে এরূপ চিৎকার করতে যে, আওয়াজ ফেঁটে যেত। আর এরূপ নামায পড়তে যে, পিঠ ভেঙে যেত।' (আযযুহদু লিইবনিল মোবারক, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ১০০৭) এ উদ্ধৃতি প্রদান করার পর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه 'ইহইয়াউল উলুমে' ৪র্থ খন্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: তিনি যেন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই হাদীস শরীফটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন: যেখানে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যদি সে কথা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৮৫)

সোযিশে ইশক মে জলতা হি রহো মে হারদম
আখ ছে গম মে তেরে খুন বরসতা দেখুঁ। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২১ পৃষ্ঠা)

এক ফোঁটা চোখের পানি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আগুনের অনেক সাগর নিভিয়ে দিবেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু সোলায়মান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: (**আল্লাহ্**র ভয়ে) যেসব চোখ অশ্রু সজল হবে, কিয়ামতের দিন সেই চেহারা কালো হবে না এবং লাঞ্ছিত হবে না। আর যদি অশ্রু সজল সেই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তাবে **আল্লাহ্ তা'আলা** তার অশ্রুর প্রথম ফোঁটাতেই আগুনের অনেক সাগর নিভিয়ে দিবেন। আর যে জাতির মধ্যে কোন একজন লোকও যদি (**আল্লাহ্**র ভয়ে) কান্না করে, সে জাতির উপর রহমত বর্ষিত হয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আগ দোযখ কি জালা হি নেহি চাকতি উনকো, ইশক কি আগ মে দিল জিন কে জালা করতে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

এক ফোঁটা চোখের পানি, এক হাজার দীনার সদকা করার চেয়েও উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আমার বিন আছ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "**আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে নির্গত হওয়া এক ফোঁটা চোখের পানি আমার দৃষ্টিতে এক হাজার দীনার সদকা করার চেয়েও উত্তম।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪২)

দুর্‌রে নায়াব বিলা শক হে ওয় হিরে আনমোল, আশক আক্বা কি জো ইয়াদো মে বাহা কর তে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

মাটিতে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দুর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা কাআবুল আহবার رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "**আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে চোখের পানি প্রবাহিত করা আমার দৃষ্টিতে নিজের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার চাইতেও অধিক পছন্দনীয়। কেননা, যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কান্না করে, আর তার চোখের পানির একটি বিন্দুও যদি মাটিতে পড়ে তাহলে আগুন তাকে (কান্না করা ব্যক্তিকে) স্পর্শ করবে না।"

(দুররাতুন নাছিহীন, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব বাচা লে তু মুঝে নারে জাহিম ছে, আওলাদ পে ভি বাল্‌কে জাহান্নাম হারাম হু।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্‌র ভয়ে বের হওয়া অশ্রুবিন্দু হুরেরা মুখে মেখে নিল

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেন: আমি একটি হুর স্বপ্নে দেখলাম। তার চেহারায় নূরের চমক ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার চেহারার এই জ্যোতি ও উজ্জ্বল্য কী কারণে হয়েছে? সে বলল: আপনার কি সে রাতের কথা মনে আছে, আপনি যাতে কান্না করেছিলেন? আমি বললাম: হ্যাঁ। সে বলল: আপনার অশ্রু আমাকে এনে দেওয়া হয়েছিল আমাকে। সাথে সাথে আমি তা আমার চেহারায় মেখে নিয়েছিলাম। অতএব আমার চেহারার জ্যোতি আর উজ্জ্বল্য আপনার সেই অশ্রুর কারণেই হয়েছে। (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ৪২২ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِین بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গুনাহ্ করা সত্ত্বেও খুশি থাকা, জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হতে পারে

এক ইবাদত গুজার বুজুর্গের বাণী: 'যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ্ করে আর নির্ভয়ে হাসে, তাহলে নিঃসদেহে জেনেরাখ যে, সে নির্ভীককে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে, আর সেখানে গিয়েই সে কান্না করবে। আর যদি কোন লোক **আল্লাহ্‌র** আনুগত্য করতে থাকে, এরপরও **আল্লাহ্‌র** ভয়ে কান্না করতে থাকে, তবে জেনে রাখো নিঃসন্দেহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর সেখানে সে আনন্দে থাকবে। (আল মুনাব্বিহাত আ'লাল ইস্তিদাদ লিইয়াউমিল মায়াদ, ৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ওমর বাদিওয় মে সারি গুযারি, হা ইয়ে পির ভি নেহি শরমসারি।
বখশ মাহবুব কা ওয়াসিতা হে, ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরি দো'আ হে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

নির্ভয়ে গুনাহ করা খুব জঘন্য বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতেই তো গুনাহ্ বলতেই মন্দ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। কিন্তু হেসে হেসে ও নির্ভয়ে গুনাহ্ করা মহা ধ্বংসাত্মকই হয়ে থাকে। অবলীলায় যারা গুনাহ্ করে চলে তাদের উচিত **আল্লাহ্ তা'আলার** কহর ও গজবকে ভয় করা। **আল্লাহ্‌র** কসম! জাহান্নামের তাপ কেউ সহ্য করতে পারবে না। **আল্লাহ্ তা'আলা** দশম পারায় সূরা তাওবার ৮১ ও ৮২ নম্বর আয়াতে জাহান্নামের অবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন:

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> "আপনি বলুন, জাহান্নামের আগুন সর্বাপেক্ষা বেশি গরম। যেকোন প্রকারে তাদের তা বুঝে আসতো! সুতরাং তাদের উচিত যেন অল্প হাসে এবং বেশী কাঁদে।"

... তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশি

সদরুল আফাজিল হযরতুল আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত আয়াতে করীমার টীকায় লিখেছেন: পৃথিবীতে আনন্দিত হওয়া ও হাসা চাই যতই দীর্ঘ সময়ের জন্যই হোক, কিন্তু তা আখিরাতের কান্নাকাটি করার তুলনায় অতীব নগণ্য। কেননা, পৃথিবী নশ্বর (ধ্বংসশীল) এবং আখিরাত অনন্ত (স্থায়ী)। অর্থাৎ আখিরাতে কান্নাকাটি পৃথিবীর হাসি-তামাসা ও মন্দ কাজের (অর্থাৎ গুনাহের) বদলা স্বরূপই। হাদীস শরীফে রয়েছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।" (সহীহ্ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৮৫)

মেরে আশক বেহতে রহে কাশ! হর দম
তেরে খওপ ছে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

হে হেসে হেসে গুনাহ্কারী!

হে হেসে হেসে গুনাহ্কারী মুর্খরা! মৃত্যু তোমাদের উদাস হাসির সমাপ্তি ঘটানোর পূর্বেই সত্যিকার তাওবা করে নাও। নিজেকে শঙ্কিত করার, পরিমার্জিত করার এবং কান্না করতে করতে জাহান্নামে যাওয়া থেকে মুক্তি দেবার জন্য নিচের রিওয়ায়াতটির প্রতি মনোযোগ দাও।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকেরা! তোমরা কান্না করতে থাক। কান্না না এলে কান্নার চেষ্টা করতে থাক। কেননা, জাহান্নামীরা জাহান্নামে কান্না করতে থাকবে, এমন কি তাদের চোখের পানি তাদের চেহারা দিয়ে এমনভাবে গড়াতে থাকবে, যেন নালা সৃষ্টি হয়ে গেছে। চোখের পানি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন রক্ত বইতে থাকবে। চোখ আহত হয়ে যাবে। এমন যে, তাতে যদি নৌকা চালিয়ে দেওয়া হয়, চলতে থাকবে।" (শরহুস সুন্নাতি লিল বগভী, ৭ম খন্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩১৪) প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীস শরীফের টীকায় লিখেছেন: (অর্থাৎ) জীবন থাকতেই নিজের গুনাহ্গুলোকে ভয় কর। **আল্লাহ্**কে ভয় কর, তাঁর রহমত প্রার্থনা কর। **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে যতটুকু সম্ভব কান্না কর। এমন কান্নার পরিণাম اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ অত্যন্ত শুভ ও আনন্দনীয় হবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

মুঝ খাত্বার কার পর ভি আ'তা কর বে হিসাব বখশ দে রব্বে আকবার
মুঝ কো দুযাখ সে ডার লাগ রাহা হে ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরি দো'আ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্তর-গলানো দো'অ কোথা হতে কোথায় পৌঁছে দিল!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানকে তাড়াবার জন্য, ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগ্রত করার জন্য, হৃদয়ে **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে কান্না করার আগ্রহ বাড়াতে, সত্যিকার তাওবা করার সৌভাগ্য পেতে, **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে কান্না করা, নিজের অন্তরকে মদীনা বানানোর জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য, আপনার ঈমানকে হিফাজত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকুন। নামাযের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন। সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে থাকুন। মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী জীবন গড়ুন। আর এতে অবিচল ও অটল থাকার জন্য প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা পূরণ করতে থাকুন। প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের কাছে তা জমা দিয়ে দিন। আর **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"**-এ মাদানী উদ্দেশ্য পৌঁছাবার জন্য নিয়মিত প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! এবার উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আপনাদের একটি মাদানী বাহার শুনাই: তান্দলিয়া নাওয়ালার (জিলা সরদারাবাদ, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, আমি যখন প্রথম বার (১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ ইংরেজিতে) কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় (সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান শরীফ) শরিক হলাম, সাথে সাথে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আমার এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হল যে, বাবুল মদীনা করাচী এসেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনায় (দরসে নেজামী) তে ভর্তি হয়ে গেলাম, আর এই বর্ণনা দেওয়ার সময় আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ 'দওরায়ে হাদীসে' অধ্যয়ন করছি। আমার এক বন্ধু প্রথমে মাদানী পরিবেশে ছিল। সে মদ্যপায়ী বন্ধুদের সঙ্গের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। **আল্লাহ্**র পানাহ সে নামাযও ছেড়ে দেয়। ব্যাপারটি আমাকে খুব ব্যথিত করে। আমি যখন আমাদের গ্রাম মাসরিরাচক, তান্দলিয়া নাওয়ালায় যেতাম তখন তাকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করতাম। সে শুনেও না শুনার ভান করে থাকত। আমি কিন্তু নাছোড় বান্দা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আবার তাকে দাওয়াত দিলাম (১৪২৭ হিজরী মোতাবেক) ২০০৬ সালে। ইজতিমার সময় হল। ইজতিমা হয়েও গেল। তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। ঈদের দিনে আমি ঘর থেকে বাইরে চোখ রাখতেই দেখতে পেলাম, পাগড়ী-বাঁধা হালকা দাঁড়ির এক ইসলামী ভাই দূর থেকে আমার ঘরের দিকে আসছেন। আমি তাঁকে চিনতে পারছিলাম না। তিনি যখন কাছে আসেন, আমি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যাই। কারণ, ইনি ছিলেন আমার বিপথে চলে যাওয়া সেই বন্ধুটি। অত্যন্ত ভালবাসা দিয়ে আমি তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলাম। আর মাদানী পরিবেশে পুনরায় ফিরে আসার জন্য আমি তাকে মোবারকবাদ জানালাম। আমি যখন তাকে এই মাদানী পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন: আপনার দাওয়াত পেয়ে আমি তিন দিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহারায়ে মদীনা, মুলতান শরীফ) উপস্থিত হয়েছিলাম। সেখানকার মন-গলানো আখেরী দো'আ আমার হৃদয়ে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি করে। দো'আতে **আল্লাহ্**র ভয়ে অনেক কান্না-কাটি করেছি। আমার অন্তর আমাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল: দেখছ তো! নেক্কার পরহেজগার আশিকানে রাসুলেরা গুনাহ থেকে তাওবা করে পরওয়ারদিগারের পাক দরবারে করুণ কণ্ঠে কান্না-কাটি করছে। চোখের পানি ফেলছে। আর তুমি! তুমি তো আপাদমস্তক গুনাহে ডুবে আছো। অথচ তুমি তা অনুভবও করছ না। ব্যস! আমার মনের ভাব পাল্টে গেল। আমিও অনেক কান্না-কাটি করলাম। আর কাঁদতে কাঁদতে বিগত গুনাহ্গুলো থেকে তাওবা করে নিলাম। তখনই দাঁড়ি শরীফ লম্বাকরার ও পাগড়ী ব্যবহার করার সত্যিকার সংকল্প করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন মাদানী কাজে অংশ নিতে থাকেন। আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচী এসে মাদানী কাফেলা কোর্স করার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। মাদানী কাজে উন্নতি করতে করতে আট নয় মাসেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে যান।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

বুরি ছুহবত ছে কানারা কশি কর, কে আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহল।
তানায্যুল কে গহরে গড়ি মে থে উনকি, তারক্কি কা বয়িস্ বানা মাদানী মাহল।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্তর কাপাঁনো এক বাস্তব ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহার থেকে আমারা শিক্ষা পেলাম যে, বিশেষ করে নিজেদের পরিচিত ও আপনজনদের বদ আমলের জন্য অন্তর কান্না করতে থাকা এবং তাদের জন্য **ইনফিরাদি কৌশিশ** অব্যাহত রাখা জরুরী। কারণ, বলা যায় না যে, কার অন্তর কখন ফিরে যায়। এও শিক্ষা পেলাম যে, অসৎসঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। কেননা, তা ভাল ভাল নেক্কার বান্দাদেরকেও শয়তানের পায়ের কাছে নিয়ে যায়। ইসলামী ভাইয়ের সৌভাগ্য তো এটাই যে, আপন সহানুভূতিশীল ইসলামী ভাইয়ের প্রচেষ্টা ও ইনফিরাদী কৌশিশে মদ্যপায়ীর সঙ্গ থেকে বের হয়ে আসতে সফল হয়েছেন। না হয়, অসৎসঙ্গ বিশেষ করে মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ীদের সঙ্গ মানুষকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে, স্বয়ং ধ্বংসই কেঁপে ওঠে। জুয়াড়ীদের সঙ্গদানের এক ভয়ানক পরিণতির বাস্তব কাহিনী শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শুনুন। আর অসৎসঙ্গ থেকে সবসময়ের জন্য তাওবা করে নিন। শুনুন, পাঞ্জাবের এক মহল্লায় এক ধরনের অজানা কোন গন্ধ অনুভূত হতে থাকে। এলাকাবাসীরা খুঁজতে খুঁজতে কোথাও গিয়ে এই দুর্গন্ধের উৎসটি আবিষ্কার করল। একটি বদ্ধ ঘর থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। অতএব, পুলিশে খবর দেওয়া হল। পুলিশের সামনে তালা খুলে যখন ঘরে প্রবেশ করল, সকলেই অবাক হয়েগেল। চৌকির উপর এক যুবকের লাশ পড়ে রয়েছে। লাশটির কিছু অংশ গলে গিয়েছিল। সেখানে কীট ইত্যাদি কিলবিল করছিল। এই দৃশ্য দেখে শিশুরা সহ বেশ কিছু লোক বেহুশ হয়ে যায়। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, এই যুবকটি মজুরী করার জন্য এই এলাকায় এসেছিল। সে ভাড়া ঘরে থাকত। কিছু কিছু জুয়াড়ীদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। এক দিন এই যুবকটি জুয়া খেলায় তার বন্ধুদের থেকে অনেক টাকা জিতে নেয়। হেরে যাওয়া জুয়াড়ী বন্ধুরা হারানো টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে এবং বিদ্যুতের শক দিতে দিতে মেরে ফেলে। পরে তাকে কবরস্থ না করে ঘরে তালা লাগিয়ে তারা পালিয়ে যায়।

এ্যায় জুয়ারি তু জুয়ে ছে বায আ' ওয়ারনা পাস্ জায়ে গা জিস দিন তু মেরা
তু নেশে ছে বায আ'মত পি শারাব দো জাহা হোজায়ে গে ওয়ারনা খারাব
হো গেয়া তুঝ ছে খোদা নারায্ আগার
কাবর সুন লে আ'গ ছে জায়েগি ভর। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৮,৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্‌কে ভয় না করা সব চেয়ে বড় গুনাহ্

হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে গুনাহ্ থেকে ভয় দেখানোর জন্য) ইরশাদ করেছেন: "হে গুনাহ্‌কারী লোক! মন্দ পরিণতি হতে তুমি নির্ভয় হয়ো না। আর যখনই তুমি কোন গুনাহ্ করে নাও, তারপর তার চাইতে কোন বড় গুনাহ করবে না। তোমার ডান-বামের ফেরেশতাদেরকে লজ্জা না করা, সেই গুনাহের চাইতে বড় গুনাহ্। যা তুমি করেছ। আর গুনাহ্ করার পর তাতে আনন্দিত হওয়া তার চেয়েও বড় গুনাহ্। আর তুমি (কী ধরনের মুর্খ যে, চুপে চুপে) গুনাহ্ করার সময় বাতাসে যখন দরজার পর্দা উঠে যায়, তখন তুমি ভয় পেয়ে যাও। কিন্তু তোমার অন্তর এই কথায় ভয় করে না যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাকে দেখছেন। তোমার (**আল্লাহ্**কে ভয় না করার) এই কাজটি তার চেয়েও বড় গুনাহ্।"

(ইবনে আসাকির, ১০ম খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা। জামউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, ১৫তম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৪৬২)

সিলসিলা আ'হ গুনাহু কা বাড়া জাতা হে নিত নয়া জুরম হার ইক আ'ন হুআ জাতা হে
ইমতিহা কে কাহা কাবিল হো মে পিয়ারে আল্লাহ্ বে সবব বখশ দে মাওলা তেরা কিয়া জাতা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

গুনাহের বিষয়ে নেককার ও বদকারের স্ব-স্ব দৃষ্টি ভঙ্গি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কতই যে উন্নত পদ্ধতিতে নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন! বাস্তবিক গুনাহ্ শুধু গুনাহ্‌ই। এ থেকে বিরত থাকতেই হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা**র নেক বান্দারা একে অত্যন্ত ভয় করে থাকেন। কিন্তু গুনাহে যারা অভ্যস্ততারা একে এতটুকু পরওয়াই করে না। যেমন বুখারী শরীফে **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুমিন লোকেরা নিজেদের গুনাহ্‌গুলোকে এভাবে দেখে থাকে যেন সে কোন বড় পাহাড়ের নিচে বসে আছে। সে ভয় করে কখন এই পাহাড়টি তার উপর এসে পড়ে। অপরদিকে নির্লজ্জ ও ফাসিকদের বেলায় গুনাহের ব্যাপারটা এমন, যেন কোন মাছি তার নাকের উপর এসে বসেছে। আর সে হাতের ইশারায় সেটিকে তাড়িয়ে দিল।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৩০)

রেইচ ও বানর-নাচ দেখা হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর নেকীর দাওয়াতে গুনাহ্ করতে থাকার উপর দুঃখিত হওয়া সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'মালফুজাতে আ'লা হযরত' কিতাবের ২৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত শিক্ষার মাদানী ফুলটি লক্ষ্য করুন। যেমন; আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: অবেধ বিষয়ের তামাশা দেখাও নাজায়েয।

বানর নাচানো হারাম কাজ। এর তামাশা দেখাও হারাম। দুররে মুখতার সহ আল্লামা তাহাবী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡه এর হাশিয়ায় এই মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে: অনেক মুত্তাকী পরহেজগার লোক যারা শরীয়াতকে মেনে চলে, জ্ঞান না থাকার কারণে রেইচ, বানরের তামাশা, মোরগের লড়াই (অর্থাৎ পূর্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয়োজন করা মোরগের লড়াই) ইত্যাদি উপভোগ করে থাকে। অথচ জানে না যে, এতে করে তারা গুনাহ্গার হচ্ছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে : "যদি কোন ভাল অনুষ্ঠান (অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে) অনুষ্ঠিত হয়, আর সে তা জানতে পারেনি, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সে দুঃখিত হল, তাহলে সে ততটুকুই সাওয়াব পাবে যতটুকু সাওয়াব উপস্থিত লোক জনের মিলেছে। আর যদি খারাপ অনুষ্ঠান (অর্থাৎ মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম) হয়ে থাকে, লোকটি সেখানে যেতে না পারার জন্য আফসোস করল, তাহলে যে গুনাহ্ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হবে, সে গুনাহ্ তারও (হবে)।"

মাওলা মুঝ কো নেক বানা দে আপনি উলফত দিল মে বাচা দে।
বাহরে ছাফা আওর বাহরে মারওয়া ইয়া আল্লাহ্ মেরি ঝুলি ভরদে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

সবার সামনে নেক্কারের অভিনয় করা লোকের কবরের অবস্থা

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম তাইমী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡه (ইখলাস সম্পর্কে নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) বলেন: মৃত্যু এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি বেশি বেশি কবরস্থানে যেতাম। এক রাতে কবরস্থানে আমার ঘুম আসল। স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি কবর ফেঁটে গেল এবং শব্দ এল, 'এ শিকলটি নাও। এটি লোকটির মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দাও আর তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বের করে নাও।' এতে মুর্দাটি ভয়ে বলতে লাগল: হে রব! আমি কি কুরআন শরীফ পড়তাম না? আমি কি বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করতাম না? এভাবে একের পর এক সে তার নেক আমলগুলোর কথা উল্লেখ করে যাচ্ছিল। অতঃপর শব্দ আরও বিকট হল, নিশ্চয় তুমি এসব আমল লোকদের সামনে করে থাকতে কিন্তু তুমি যখন একা অবস্থান করতে তখন তুমি নাফরমানিমূলক কাজ করে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে। আমাকে মোটেও ভয় করতে না।

(আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

মেরা হার আ'মাল বাস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এয়সা আ'তা ইয়া ইলাহি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কাঁপতে থাকুন! ভয়ে তাওবা করে নিন!! এর থেকে সেই নেক্কার নামাযীও, সুন্নাতের বাহ্যিক সুসজ্জিত ইসলামী ভাইয়েরাও শিক্ষা গ্রহণ করুন। যে ব্যক্তি মানুষের সামনে সবাইকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ফরজ তো ফরজই নফলও আদায় করে থাকে। কিন্তু একাকীত্বে উদাসীনতা প্রদর্শন করে। নেক্কার দেখানোর জন্য সাধারণের মাঝে সচ্চরিত্রের আদর্শ সেজে থাকে। সবাইকে স্বসম্মানে ঝুঁকে ঝুঁকে সালামও করে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

'জ্বী', 'জনাব' সহকারে কথার জবাব দেয়।অথচ আপন ঘরে হিংস্র বাঘের ন্যায় গর্জন করে থাকে। তুই-তুকারিতে কথা বলে, মন ভেঙ্গে দেওয়া বাক্য উচ্চারণ করে। এমনকি মার-ধর করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

চুপ কে লোগো ছে কিয়ে জিছ কে গুনাহ্
ওয় খবরদার হে কিয়া হোনা হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: পংক্তিটিতে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে বলেন: হে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি! তুমি তো মানুষের কাছে তোমার গুনাহ্ গোপন করতে পারলে, কিন্তু এ কথা ভুলে গিয়েছ যে, তুমি যে পরওয়ারদেগারের নাফরমানি করেছ। তিনি তোমার এসব কাজ সম্বন্ধে ভাল করেই জানেন। হায়! হাশরের দিন তোমার কী অবস্থা হবে?

লোকদেখানো আমল থেকে তাওবা করে নিন। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাওবা কবুলকারী, মেহেরবান। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জাহান্নামে লেজানে ওয়ালা আমাল'** কিতাবের ২য় খন্ডের ৪৬৬ ও ৪৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, **তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "গুনাহ্ থেকে লজ্জিত বান্দারা **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ থেকে রহমতের জন্য অপেক্ষায় থাকে। অপর দিকে যারা গুনাহের প্রতি ধাবিত থাকে তারা অসন্তুষ্টির অপেক্ষায় থাকে, আর হে **আল্লাহ্ তা'আলা**র বান্দারা! মনে রাখবে, শীঘ্রই যে কোন ধরনের (ভাল কি মন্দ) আমলকারীরা নিজ নিজ আমলের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে থাকবে এবং পৃথিবী হতে বিদায় হবার পূর্বে ভাল বা মন্দ আমলের পরিণাম দেখে নিবে। মূলতঃ যে কোন আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল, আর দিন ও রাত দুইটি বাহন রয়েছে। অতএব এই দুইটির মাধ্যমে আখিরাতের দিকে উত্তমরূপে সফর করো, আর তাওবা করতে দের করা পরিহার করো। কেননা, মৃত্যু হঠাৎ এসে যায়। আর তোমরা কখনও **আল্লাহ্**র সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য নিয়ে প্রতারিত হবে না। কেননা, নিশ্চয় জাহান্নামের আগুন তোমাদের প্রত্যেকেরই জুতোর ফিতার চাইতেও অধিক নিকটতম। অতঃপর **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিচের (সূরা যিলযালের ৭ম ও ৮ম) আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেন:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿۷﴾
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "অতএব যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।"

গুনাহের কারণে অনুশোচনা করার নামই তাওবা

আল্লাহ্র প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ অর্থাৎ "(গুনাহের কারণে) লজ্জিত হওয়ার নামই তাওবা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৫২)

অনুশোচনার ব্যাখ্যা

অর্থাৎ লজ্জাবোধ ও অনুশোচনাই হল তাওবার মূল ভিত্তি। যেমন: হদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, "হজ্ব হল আরাফাতে অবস্থানের নাম"। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হদীস: ৮৯০) লজ্জাবোধ ও অনুশোচনায় এও আবশ্যক যে, সেই নাফরমানি, তার মন্দ হওয়া এবং আখিরাতে ভয়ের কারণেই হতে হবে। পার্থিব অপমান ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণে যেন না হয়। **নূরে মুজাস্সাম, রহমতে দো আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "বান্দার কোন গুনাহের জন্য লজ্জাবোধ ও অনুশোচনা দেখে **আল্লাহ্ তা'আলা** তাওবা করার পূর্বেই তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৫ম খন্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৭২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সত্তর হাজার বাঁদীদের সাথে চলাচলকারী হুর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ভাগ্যবান নিজের নেক আমলের কারণে আনন্দিত হবে না, সে **আল্লাহ্ তা'আলা যে অমুখাপেক্ষী** তা কখনও ভুলবে না, নেক আমল করা সত্ত্বেও ইখলাস ঠিকমত হচ্ছে কি-না ভেবে ভীত থাকবে, কান্না করতে থাকবে, সে ব্যক্তিই সফলকাম। **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের বাসনা নিয়ে আশিকে রাসুলদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলার** সঙ্গে সফর করুন। মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী আমল করুন। আর নেকীর দাওয়াতের কাজে যোগ দিতে থাকুন। নেকীর দাওয়াত দাতাদেরও কতই না শান ও মর্যাদা রয়েছে। জান্নাতের আজিমুশশান হুরসমূহ তার অপেক্ষায় রয়েছে। এ ব্যাপারে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "জান্নাতে 'আইনা' নামের একটি হুর রয়েছে। সে যখন চলাফেরা করে তার ডানে-বামে সত্তর হাজার সখী-বাঁদী সাথে থাকে। হুরটি বলে: নেকীর দাওয়াত দাতা ও অসৎকাজে বাধাঁ প্রদানকারীরা কোথায়?"

(ইহইয়াউল উলূম, ৫ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

হুরদের সম্পর্কে প্রিয় নবীর তিনটি বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মারহাবা! সাবাশ!! নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীর সম্মান ও মর্যাদা কতই যে উঁচু। 'আইনা' নামক মহান হুর জান্নাতে সে ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। **আল্লাহ্ তা'আলার** কী যে চমৎকার সৃষ্টি এই হুর। এ সম্পর্কে **প্রিয় নবীর** তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) জান্নাতী মহিলাদের মাথার ওড়না পৃথিবী ও তাতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু হতে উত্তম।

(বুখারী, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৯৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(২) প্রত্যেক জান্নাতবাসীর জন্য বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্যে হতে এমন দুইটি স্ত্রী থাকবে। যারা ৭০ জোড়া কাপড় পরিধান করে থাকা সত্ত্বেও সেই পোশাক ও মাংসের বাহির থেকে তাদের হাঁড়ের ভিতরকার সার দেখা যাবে। যেমন সাদা কোন বোতলে লাল রঙের শরবত দেখা গিয়ে থাকে। (আল মুজামুল কবীর, ১০ম খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৩২১)

(৩) সাধারণ জান্নাতবাসীদের পৃথিবীর স্ত্রী ছাড়াও ৭২টি হুর অর্জিত হবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, ৬৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯৩২)

পুরুষদের জন্য তো হুর হবে, বেহেশতী মহিলাদের জন্য কিসের ব্যবস্থা থাকবে?

প্রশ্ন: জান্নাতবাসী পুরুষদের জন্য হুর থাকবে। জান্নাতবাসী মহিলাদের জন্য কিসের ব্যবস্থা করা হবে?

উত্তর: যে স্বামী-স্ত্রী জান্নাতে যাবে, তারা সেখানেও একত্রে থাকবে। **আল্লাহ্**র পানাহ্, যে মহিলার স্বামী জাহান্নামী হবে, কোন জান্নাতী পুরুষের সাথে তাকে বিয়ে দেওয়া হবে।

জান্নাতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহ

প্রশ্ন: কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে জান্নাতে গেলে তারও কি বিবাহ হবে?

উত্তর: জ্বী, হ্যাঁ! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেছেন: অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে হাশরের দিন পার্থিব বয়স ও শারীরিক কাঠামো সহকারে উঠানো হবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশকালে তার শারীরিক কাঠামো বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর সে প্রাপ্তবয়স্কদের রূপ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাকে পার্থিব মহিলা ও হুরদের সাথে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হবে। (ফতোওয়া হাদীছিয়া, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুবরণ করা কুমার-কুমারীদের বিবাহ

প্রশ্ন: যে সব মুসলমান পুরুষ কিংবা মহিলা কুমার বা অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের বিয়ের কোন ব্যবস্থা হবে কি?

উত্তর: যে সব মুসলমান পুরুষ কিংবা মহিলার জীবনে বিয়ে হয়নি, জান্নাতে তাদেরও পরস্পর পরস্পরের সাথে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হবে।

জান্নাতী মহিলারা উত্তম না হুরেরা?

প্রশ্ন: জান্নাতবাসী পৃথিবীর মেয়েরা উত্তম না জান্নাতের হুরেরা?

উত্তর: জান্নাতবাসী পৃথিবীর মহিলারাই বেহেশতী হুরদের চেয়ে উত্তম। বিষয়টি তাবারানীর এক দীর্ঘ হাদীসের রয়েছে: "উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালেমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আরজ করেন: "**ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পৃথিবীর মহিলারা উত্তম না কি বেহেশতের বড় বড় চোখবিশিষ্ট হুরেরা?

জবাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “পৃথিবীর মহিলারা জান্নাতের বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের চেয়ে উত্তম।” আমি আরজ করলাম: **হে আল্লাহ্‌র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা কী কারণে? তিনি জবাবে ইরশাদ করলেন: “তা তাদের নামায-রোযা ও **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদত করার কারণে।” (আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ২৩ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৭০) অপর একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: “পৃথিবীর মহিলারা যারা জান্নাতবাসী হয়েছে তারা হুরদের তুলনায় হাজার গুণে উত্তম।” (আত তাযকিরাতুল কুরতুবী, ৪৫৮ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সায়্যিদুনা হাব্বান বিন আবু জাবালা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ‘পৃথিবীর যে সব মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা নিজেদের নেক আমলের কারণে জান্নাতের হুরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।’ (তাফসীরে কুরতুবী, ১৬ খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীতে যে মহিলার কয়েকজন স্বামী ছিল বেহেশতে সে কার সাথে থাকবে?

প্রশ্ন: স্বামীর মৃত্যুর কারণে কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে যেসব মহিলা একের অধিক স্বামী গ্রহণ করেছে সে জান্নাতে কোন্ স্বামীর সাথে বসবাস করবে?

উত্তর: কোন মহিলা যদি একের পর এক কয়েকজন স্বামী গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এক বর্ণনা অনুযায়ী সে সর্বশেষ স্বামীর সাথেই জান্নাতে বসবাস করবে। এ বিষয়ে হযরত সায়্যিদুনা আবুদ দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “মহিলাকে জান্নাতে সেই স্বামীর সাথে বিয়ে দেওয়া হবে, যে পৃথিবীতে তার সর্বশেষ স্বামী ছিল।” (সুন্নাতুশ শামিঈন লিত তাবারানী, ২য় খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৯৬) অপর বর্ণনা মতে: যার চরিত্র বেশি ভাল হয়ে থাকবে, সে তাকেই পাবে। যেমন; উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালেমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আরজ করলেন: “**ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন কোন মহিলা পৃথিবীতে দুই, তিন কি চারজন পুরুষের সাথে (একের পর এক) বিয়ে বসে। মৃত্যুর পর তারা সকলেই যদি জান্নাতে যায়, তখন মহিলাটি কার স্ত্রী হিসাবে থাকবে?” জবাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তাকে অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। আর পৃথিবীতে তার যে স্বামীটির চরিত্র সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, সে তাকে বেছে নিবে। সে বলবে: হে আমার রব! আমার এ স্বামীটির স্বভাব-চরিত্র সবচেয়ে বেশি ভাল ছিল। অতএব, তুমি এর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও।” (আল মুজামুল কবীর, ২৩ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৭০) উভয় হাদীস শরীফে কোনরূপ বৈষম্য, বৈপরিত্য নেই। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ‘যে মহিলা একের পর এক কয়েকটি বিয়ে করে, তাতে এক অবস্থা এমন যে, স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। আর সে যখন মারা যায়, তখন কারো স্ত্রীরূপে ছিল না। কেবল এমতাবস্থায় তাকে ইখতিয়ার দিয়ে দেওয়া হবে। আর যে স্বামীর স্বভাব-চরিত্র পৃথিবীতে সবার চেয়ে উত্তম হবে, সে তাকে পাবে।’ যেমন; হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

অপর অবস্থা হল, সে কয়েকটি বিয়ে করেছিল। আর শেষ স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। মহিলাটি তার স্ত্রী রূপে মৃত্যু বরণ করে। এমতাবস্থায় জান্নাতে সে শেষ স্বামীর বিয়েতে থাকবে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবুদ দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হাদীসে রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে হাদীছা, ৭০, ৭১ পৃষ্ঠা)

আখলাক হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুথরা
মাহবুব কা ছদ্‌কা তু মুঝে নেক বানাদে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

লোকজনের উপকার করা

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুমিনকে ভালবাসা যায়। আর সেই ব্যক্তির মাঝে কোন কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে ভালবাসা রাখে না, না তার সাথে ভালবাসা রাখা যায়। আর মানুষের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যে লোকজনের উপকার করে থাকে।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৫৮)

ডাকাতদল বাসের সবাইকে ডাকাতি করল, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ নেক বান্দাদের ভালবেসে থাকে। এমনকি সময়ে সময়ে ডাকাতরা পর্যন্ত নেক্কার বান্দাদের সম্মান ও ইজ্জত করে থাকে। তাদের ডাকাতি করে না। সুন্নাতি চুলে-দাঁড়িতে সজ্জিত সুন্নাতি লেবাস ও পাগড়ী পরে থাকা দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগ মাদানী ইন্‌'আমাতের আমলদার হওয়ার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে আবার এর যিম্মাদারও। তিনি প্রায় এভাবেই বর্ণনা করেন: আমি একবার পকেটে যথেষ্ট টাকা-পয়সা নিয়ে হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধ) থেকে বাবুল মদীনা করাচী আসার জন্য বাসে চড়লাম। বাসটি প্রায় আধা ঘণ্টা চলল, যাত্রীদের মধ্য থেকে চার পাঁচজন লোক হঠাৎ অস্ত্র উঠিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক স্বাস্থ্যবান লোকটি এক লাফে উঠে গিয়ে ড্রাইভারকে সজোরে কয়েক থাপ্পর মেরে দিয়ে তাকে সরিয়ে ড্রাইভিং সিটটি দখল করে নিল। সে বাসটি একটি কাঁচা রাস্তায় নিয়ে গেল। ডাকাতরা এবার চলন্ত বাসে সকলের জামা তালাশ করতে লাগল এবং ডাকাতি আরম্ভ করে দিল। আমি অত্যন্ত শঙ্কিত ও জড়সড় হয়ে রইলাম। আমি প্রায় বেহুশ হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সামনের সিটে সুস্বাস্থ্যের একজন বলিষ্ঠ যুবক বসা ছিল। আমি ভয় করছিলাম লোকটি কখন আবার ডাকাতদের সাথে ঝাপটাঝাপটি করতে যায়, আর ডাকাতরা গুলি চালায়। যাই হোক আমি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ঈমান তাজা করে দু'চোখ বন্ধ করে নিলাম। আমার সামনের সিটে যে ব্যক্তি বসা ছিল একটি ডাকাত এসে তাকে তল্লাশি করল। যা পেল নিয়ে নিল।

কিন্তু আমাকে একটু হাত পর্যন্ত লাগাল না। অন্য একটি ডাকাতও সে লোকটিকে তল্লাশি চালাল। লোকটির কোন এক পকেট থেকে আরও একটি ১০০ টাকার নোট পাওয়া গেল। সেটিও লুটে নিল। আমাকে কিন্তু এড়িয়ে চলল। তৃতীয় ডাকাতটি আমার দিকে ইশারা করে ডাক দিল, মাওলানা সাহেব থেকে কিছু নিবে না। এই সুযোগে আমার পিছনের দিকের কোন এক যাত্রি তার টাকার থলেটি আমার পিঠের দিকে কোর্তার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। কোন মহিলা তার স্বর্ণের লকেটটি নিচে আমার পায়ের দিকে নিক্ষেপ করল (তা অবশ্য আমি পরে জানতে পারি)। মোটকথা ডাকাতরা ডাকতি করার পর বাস থেকে নেমে পালিয়ে গেল। এবার বাসের ডাকাতে মারা যাত্রিদের মুখ দিয়ে শব্দ বের হল। হট্টগোল ও হায় হুতাশ শুরু হল। কেউ আমার দিকে ইঙ্গিত করে চিৎকার করে বলল: এই মাওলানা সাহেবকে ধর, এ মনে হয় ডাকাতদেরই লোক। কারণ, আমাদের সবাইকে ডাকাতি করেছে, একে করেনি। আমি ভয় পেলাম, এবার হয়েছে! এসব লোকেরা এখন আমাকে আক্রমণ করে বসে! হঠাৎ এক গায়েবী সাহায্য এল। যাত্রীদের মধ্য থেকে কেউ তাদের বলল: না না ভাই! ইনি একজন ভাল লোক। উনার পোশাক দেখছেন না, চেহারা দেখছেন না! উনার এই নেক চেহারা ও নেক পোশাক উনাকে বাঁচিয়েছে। আমারা গুনাহ্‌গার লোক। তাই আমাদের শাস্তি হয়েছে।

ডাকাত থেকে বাঁচার রহস্য

সেই ইসলামী ভাইটি আরও বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ প্রথমে ডাকাতদের কবল থেকে বাঁচা গেল। পরে ডাকাতমারা যাত্রীদের পক্ষ থেকে আসা অভিযোগও নস্যাৎ হয়ে গেল। মূলতঃ এ হল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতেরই মাদানী বাহার। কারণ, আমি চুল-দাঁড়ি ও পাগড়ী পরা সুন্নাতপূর্ণ লেবাস নিয়ে চলতাম। না হয় আমাকেও হয়ত নির্মম ভাবে লুট করা হত। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি পূর্ণ মডার্ণ ছিলাম। ড্রামার স্টেজে কাজ করতাম। **আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলে**র দয়া হল, আমি গুনাহ্‌গারকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তাওবার রাস্তা প্রদর্শন করে, নামাযী বানায়, সুন্নাতের রঙ্গে রঞ্জিত করে, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর সিলসিলার মুরিদ হবার সৌভাগ্য দান করে, নেক্‌কার হওয়ার রিসালা অর্থাৎ মাদানী ইন্‌'আমাতের আমলদার এবং নিজের পীর সাহেবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত শাজরায়ে কাদেরিয়া রযবীয়ার কিছু না কিছু অংশের পাঠক বানিয়েছে, তন্মধ্যে একটি ওযীফা এমনও আছে:

"بِسْمِ اللهِ عَلٰى دِيْنِيْ بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَوُلْدِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ" অর্থাৎ "**আল্লাহ্‌**র নামের বরকতে আমার দ্বীন, আমার জান, পরিবার-পরিজন ও আমার ধন-সম্পদ রক্ষা হোক।" (অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন নেই। আগে-পরে একবার করে দরূদ শরীফ পড়ে নিবেন)। ফযীলত: এই দো'আটি যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকাল তিন তিন বার করে পাঠ করবে, তার দ্বীন, ঈমান, জীবন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-দৌলত সব কিছুই হিফাজতে থাকবে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ।

আমি প্রতিদিন সকাল-বিকাল এই দো'আটি পড়ে থাকি। আমার ধারণা এই যে, ডাকাত থেকে যে আমি রক্ষা পেয়েছি, **আল্লাহ্‌**র রহমতে এই দো'আর বরকতেই হয়েছে। যেভাবে পৃথিবীতে এর এই রকম উপকারিতা, তাহলে **আল্লাহ্‌** চায় তো মৃত্যুকালে আমার ঈমানও সালামত থাকবে। আমার সকল ইসলামী ভাই-বোনদের কাছে আমার মাদানী অনুরোধ, আপনারা সর্বদা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন। আর মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা সংগ্রহ করে: সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করবেন। **আল্লাহ্‌ তা'আলা** চায় তো উভয় জাহানে সাফল্য অর্জন করবেন।

সকাল-সন্ধ্যার পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের কী যে মাদানী বাহারের সৌন্দর্য। উল্লেখিত ওযীফা পাঠ করার সময়গুলো অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয় জেনে নিন। যেমন; মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত শাজরায়ে কাদেরিয়া রযবীয়ার ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে 'মধ্য রাত থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সকাল।' এই সময়ের মধ্যে যে কোন মূহুর্তে যা যা পড়া হবে, তাকে 'সকালের' পড়া বলা হবে। আর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর (অর্থাৎ জোহরের প্রারম্ভ) হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্তের সময়টি হল 'সন্ধ্যা'। এই সময়টির যে কোন মূহুর্তে যা যা পড়া হবে, সেগুলোকে 'সন্ধ্যার' পড়া বলা গণ্য হবে।

লোকজন নাফরমানদের ঘৃণা করে থাকে

গুনাহ্‌ করা উভয় জগতের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ। লোকজনের মনেও গুনাহ্‌গারদের জন্য সম্মানবোধ থাকে না। এ সম্পর্কে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল'** কিতাবের প্রথম খন্ডের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় **'নেকীর দাওয়াত'** এর মাদানী ফুলের সুগন্ধিমাখা ৬টি রিওয়ায়ত লক্ষ্য করুন:

(১) উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھَا হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নিকট পত্র লিখে পাঠান: "অতঃপর, বান্দা যখন **আল্লাহ্‌ তা'আলা**র নাফরমানিমূলক কোন কাজ করে, তখন যারা তার প্রশংসা করে তারাও তার নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করে। (আযযহদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১৭)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: "এই বিষয়টিকে ভয় করবে যে, মুমিনের অন্তর তোমাকে ঘৃনা করতে থাকবে, অথচ তা তুমি বুঝতেও পারবে না।"

(আয যুহদ লিআবি দাউদ, ২০৫ পৃষ্ঠা, নম্বর : ২২৯)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: 'যে ব্যক্তি একাকীত্বে **আল্লাহ্**র নাফরমানি করে, সে ব্যক্তি মুমিনদের মনের মাঝে নিজের বিরুদ্ধে এমনই অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে নেয় যে, সে তা জানতেই পারে না।'

(৪) ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه যখন ঋণগ্রস্ত হন, ঋণের কারণে তাঁর মনে যখন দুশ্চিন্তা আসে, তখন তিনি বললেন: 'আমি আমার এই দুশ্চিন্তার কারণ স্বরূপ চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার দ্বারা সংঘটিত হওয়া একটি গুনাহের কথা স্মরণ করছি।'

(হুলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৩৪)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান তাইমী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: 'মানুষ গোপনে একটি গুনাহ্ করে আর একারণে তার উপর লাঞ্চনা আরোপিত হয়ে যায়।'

(কিতাবুত তাওবা মাআ মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনইয়া, ৩য় খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা, নং: ৯৫)

(৬) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া বিন মুআয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমি সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়ে আশ্চর্যবোধ করি, যে ব্যক্তি নিজের দো'আয় এই কথা বলে: 'হে **আল্লাহ্**! তুমি আমাকে মুসিবতে লিপ্ত করিয়ে আমার দুশমনদের আনন্দিত করিও না। অথচ সে নিজেই মুসিবতের সময় নিজের দুশমনকে আনন্দিত করার সকল ব্যবস্থা করে থাকে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে জানতে চাওয়া হল: সে কেমন লোক? তিনি বলেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্**র নাফরমানি করে। আর সে এভাবে কিয়ামতের দিন তার দুশমনদের আনন্দিত করবে।' (আয যাওয়াজিরু আন ইবতিরাফিল কবায়ির, ১ম খন্ড, ২৯, ৩০ পৃষ্ঠা)

ইয়াহা ভি দে ইজ্জত, ওয়াহা ভি দে ইজ্জত
ইলাহি! পায়ে মুস্তফা জানে রহমত।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মানবতার সব চেয়ে বড় সেবা কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লোকজনকে '**নেকীর দাওয়াত**' দেওয়া, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত বড় ধরনের কল্যাণকর কাজ। রোগ-বালাই, বেকারত্ব, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি দুশ্চিন্তা কালে **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেদনার্থ উম্মতগণের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। এতে করে জান্নাতের যাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানবতার সব চেয়ে বড় সেবা হল তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা। এটি হল কোন মানুষের জন্য করা সবচেয়ে বড় উপকার। বর্ণিত রয়েছে, দুইটি অভ্যাস এমন যে, এ দুটির চেয়ে বড় কোন গুণ আর নেই, (১) **আল্লাহ্ তা'আলা**র উপর ঈমান আনয়ন করা, (২) মুসলমানদের উপকার করা। অপরদিকে দুইটি অভ্যাস এমন যে, সেগুলোর চেয়ে খারাপ কোন অভ্যাস আর নেই, (১) **আল্লাহ্**র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা আর, (২) মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া। (আল মানহিয়াত, ৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

করোঁ ইয়া খোদা মুমিনু কি মে খিদমত
না পৌহচে কিছি কো ভি মুঝ ছে আজিইয়ত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সমগ্র দুনিয়া হতেও শ্রেষ্ঠ

হুযুর তাজেদারে মদীনা, কারারে কলব ও সীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শেরে খোদা হযরত আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করেছেন: “তোমার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তা'আলা** যদি কোন বান্দাকে সৎ পথে নিয়ে আসেন, তাহলে এটি তোমার পক্ষে ঐ সমস্ত বস্তু থেকে শ্রেষ্ঠ যে সবের উপর সূর্য উদিত হয়। (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ)।” (আল মুজামুল কবীর, ১ম খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৯৪)

লাল উট থেকেও শ্রেষ্ঠ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খুব বেশি করে **নেকীর দাওয়াত** দিতে থাকুন। আপনার '**নেকীর দাওয়াত**' এর ফলে একজন মানুষও যদি ইশকে রাসুলের সুধা পান করতে পারে, হেদায়াতের পথ দেখে, মাদানী পরিবেশের সংস্পর্শে চলে আসে, সুন্নাতের রাজপথ গ্রহণ করে, নামাযের স্বাদ পেয়ে যায়, নিজেকে নেক বান্দাদের সাথে নেক বান্দা বানিয়ে নিতে পারে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জগতে আপনার সাফল্যই সাফল্য। অপর বর্ণনায় রয়েছে: **আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “**আল্লাহ্** যদি তোমার মাধ্যমে কোন লোককে হেদায়াত দান করেন, তাহলে তা হবে তোমার নিকট 'লাল উট' থাকার চেয়েও অধিকতর উত্তম।” (সহীহ্ মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৬)

লাল উট দ্বারা কী উদ্দেশ্য

হযরত আল্লামা ইয়াহ্ইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **নবী করীম, রউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন: 'লাল উট' বলতে আরববাসীদের মূল্যবান সম্পদকেই বুঝানো হতো। এজন্য উদাহরণ স্বরূপই 'লাল উটের' উল্লেখ করা হয়েছে। পরলৌকিক বিষয়গুলোর সাথে পার্থিব বিষয়ের উদাহরণ পেশ করা মানেই বুঝাবার চেষ্টা করা মাত্র। অথচ বাস্তবতা এই যে, চিরস্থায়ী আখিরাতের একটি পরমাণুও পৃথিবী তো দূরের কথা, আরও যত যত পৃথিবী কল্পনা করা যায়, সব থেকে শ্রেষ্ঠ। (শরহে মুসলিম লিন নওয়বী, ৫ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ একজন কাফিরকে মুসলমান বানানো, দুনিয়ার যে কোন বড় (থেকে বড়) সম্পদ হতেও শ্রেষ্ঠ। বরং কাফিরকে কতল করার চাইতেও শ্রেষ্ঠ কাজ হল তাকে উদ্বুদ্ধ করে: মুসলমান বানিয়ে ফেলা। কেননা, **আল্লাহ্** চাই তো ঐ লোকের ভবিষ্যৎ বংশধর সবাই মুসলমানই হবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৮ম খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মুবাল্লিগ বনো কাশ! মে সুন্নাতো কা
সাদা দে কি খিদমত করো ইয়ে দো'আ হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাস মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করার কারণে ক্যান্সার রোগ নির্মূল হয়ে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াত এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে, সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য, নেক আমলের সাওয়াব অর্জনের জন্য, অন্তরে নবী-প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত করার জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সার্বদা সংশ্লিষ্ট থাকুন। নিজের ঈমান হিফাজতের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকুন। নামাযের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন। সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে থাকুন। আর এতে স্থায়ী ও অটল থাকার জন্য প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা পূরণ করতে থাকুন। আর প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করুন। আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'** এ লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ প্রদানার্থে একটি মাদানী বাহার শুনাই। মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর)-এর একজন ইসলামী ভাই প্রায় এভাবে বর্ণনা করেন: প্রায় তিন বৎসর ধরে আমার আম্মাজান ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। দুই মাস অন্তর অন্তর উনার টেষ্ট হয়ে থাকত। আম্মাজানের দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকা রোগ এবং রোজ রোজ ডাক্তারের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেওয়ার পেরেশানির সীমা পেরীয়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে রমজান মাস আগমন করল। আর আমি আশিকানে রাসুলদের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেখানে আম্মাজানের জন্য খুব দো'আ করি এবং মাদানী পরিবেশের বরকতে আশিকানে রাসুলদের সাথে ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিই। ২১শে রমজান আম্মাজানের পরীক্ষা দেওয়া হয়। দুই দিন পর যখন রিপোর্ট এল, আমার খুশির সীমা রইল না। কেননা! রিপোর্ট ছিল একদম স্বাভাবিক। আর তিন বৎসর ধরে যে ক্যান্সার রোগটি আম্মাজানের পিছু ছাড়ছিল না, তা اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার ধারণা যে, মাদানী কাফেলায় ১২ মাসের সফরের নিয়্যত করার কারণে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ক্যান্সারসহ যে কোন রোগের মাদানী চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যে ক্যান্সার ডাক্তারদের নিকট দুরারোগ্য একটি রোগ হিসেবে পরিগণিত, **আল্লাহ্ তা'আলার** রাহমতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে তার চিকিৎসাও হয়ে গেল। আসুন! ক্যান্সার, সুগার, **T.B.**, হৃদরোগ, যকৃতের রোগ বরং যে কোন প্রকারের রোগের চিকিৎসার জন্য একটি মাদানী চিকিৎসা শুনুন। হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কিতাবে রয়েছে: যাদুর শিকার ব্যক্তির জন্য কুল (বরই) গাছের সাতটি সবুজ পাতা নিয়ে সেগুলো দুইটি পাথরের মাঝখানে নিয়ে (অর্থাৎ পাথরের শিলে রেখে অপর শিল দিয়ে) পিষে নিবেন। এরপর সেগুলো পানিতে মিশিয়ে আয়াতুল কুরছী ও চার কুল পড়ে দম করবেন (ফুঁক দিন)। অতঃপর সেই পানি থেকে তিন ঢোঁক খাবেন, আর বাদ বাকি দিয়ে গোসল করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রোগ ভাল হয়ে যাবে। এই আমলটি সেই লোকের জন্যও অত্যন্ত ফলদায়ক, যাকে জাদু, বান-টোনা ইত্যাদির মাধ্যমে স্ত্রী থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে।
(জামেয়ে মুআম্মার বিন রাশেদ মাআ মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, সংখ্যা : ১৯৯৩৩)

কিসমত মে লাক পেচ হো সো বাল হাজার কাজ
ইয়ে সারি কিত্তি ইক তেরি সিধি নাজর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: পংক্তিটিতে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **হে আল্লাহ্‌র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমার ভাগ্যে যতই মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট লেখা থাকুক না কেন, **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেবল দয়া ও করুনার সদয় একটি দৃষ্টি দান করুন। **আল্লাহ্ তা'আলা** চায় তো, ভাগ্যের সব ধরনের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এবং সব ধরনের প্যাঁচালো বিষয়াদি সহজ হয়ে যাবে।

তাজে শাহি কা মে নেহি তালিব
করো রহমত কি ইক নজর আক্বা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহের ৬টি চিকিৎসা

আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনদের **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দরবারে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়। আর আরজ করে: হুযুর! আমার দ্বারা অনেক অনেক গুনাহের কাজ হয়ে থাকে। দয়া করে গুনাহ্ থেকে মুক্তির চিকিৎসা দিয়ে আমাকে ধন্য করুন। ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে প্রথম নসিহত করলেন: যখন তোমার গুনাহ্ করার পূর্ণ ইচ্ছা সৃষ্টি হয়, তখন তুমি **আল্লাহ্**র রিযিক খাওয়া বন্ধ করে দাও। ব্যক্তিটি আশ্চর্য হয়ে আরজ করল: এ কী করে হয়! হযরত,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আপনি এ কেমন নসিহত করলেন? রিযিকদাতা যেহেতু কেবল **আল্লাহ্** তো আমি তার রিযিক বাদ দিয়ে আর কার রিযিক ভক্ষণ করব? তিনি বললেন: দেখ, কতই না মন্দ কথা, তুমি যেই প্রতিপালকের রিযিক ভক্ষণ কর, তার নাফরমানিও কর। অতঃপর দ্বিতীয় নসিহত করলেন: যখনই গুনাহ করার ইচ্ছা হয়, তখন তুমি **আল্লাহ্**র রাজ্য থেকে অন্যত্র চলে যাবে। লোকটি আরজ করল, হুযুর! এও কীভাবে হয়? উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, উর্ধ্ব-অধঃ, ডান-বাম, সামনে-পিছনে যেদিকেই যাই সব তো **আল্লাহ্ তা'আলা**রই রাজ্য। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাজ্য বাদ দিয়ে অন্যত্র যাই কী করে? তিনি বললেন: দেখ, কতই না মন্দ কথা, তুমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাজ্যেও বসবাস কর, আবার তার নাফরমানিও কর। তৃতীয় নসিহত করলেন: তুমি যখন পরিপূর্ণ ইচ্ছা করেই বসবে যে, এক্ষুণি তুমি গুনাহ্ করে ফেলবে, এমতাবস্থায় তুমি নিজেকে এমনভাবে গোপন করে ফেলিও, যাতে **আল্লাহ্** তোমাকে দেখতে না পান। লোকটি আরজ করল: হুযুর! এটিই বা কী করে সম্ভব যে, **আল্লাহ্** আমাকে দেখতে পাবেন না? তিনি তো অন্তরের গোপন বিষয়াদিরও পুরোপুরি খবর রাখেন। তিনি বললেন: দেখ, কতই না মন্দ কথা যে. তুমি **আল্লাহ্**কে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতাও মান, এও দৃঢ়ভাবে বলছ যে, প্রতিটা মূহুর্তে **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। অথচ তারপরও গুনাহ করেই চলেছ। চতুর্থ নসিহত করলেন: মালাকুল মাওত হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام যখন তোমার জান কবজ করার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসেবেন, তুমি তাঁকে বলবে, আমাকে একটু সময় দিন, তাওবা করে নিব। লোকটি বলল: হুযুর! আমার কী এমন মর্যাদা আর আমার কথা শুনবেইবা কে? মৃত্যুর সময় সুনির্ধারিত। আমি এক মূহুর্তেরও অবকাশ পাব না। মুহূর্তের মধ্যেই আমার প্রাণ বের করে নেওয়া হবে। তিনি বললেন: তুমি যখন জান যে, তোমার কোন স্বাধীনতা বলতেই নেই। তাওবার সময়ও পাবেনা। তাহলে বর্তমানে যে সময়টা তুমি পাচ্ছ এটিকে অতি মূল্যবান মনে করে মালাকুল মওতের আগমনের পূর্বেই কেন তাওবা করে নিচ্ছ না? অতঃপর তিনি পঞ্চম নসিহত করলেন: তোমার যখন মৃত্যু হবে, কবরে মুনকার-নাকীর আগমন করবেন, তখন তুমি তাদেরকে কবর থেকে তাড়িয়ে দিবে। লোকটি বলল: হুযুর! আপনি এ কী বলছেন? আমি তাদের কীভাবে তাড়াতে পারি? আমার সেই ক্ষমতা কোথায়? তখন তিনি বললেন: তুমি যখন মুনকার-নাকীরকেও তাড়াতে পারবে না, তাহলে তুমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার জন্যে এখনই কেন প্রস্তুতি নিচ্ছ না? তিনি ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ নসিহত করতে গিয়ে বললেন: কিয়ামতের দিনে তোমার যদি জাহান্নামে যাবার আদেশ দেওয়া হয়, তখন তুমি বলবে, 'যাব না'। লোকটি বলল: হুযুর! সেখানে তো গুনাহ্গারদেরকে গলাধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তিনি বললেন: তুমি যখন **আল্লাহ্**র রিযিক ভক্ষণ করা থেকেও বেঁচে থাকতে পারছ না, তাঁর রাজ্য ছেড়েও অনত্র কোথাও চলে যেতে পারছ না, তাঁর দৃষ্টি হতেও আড়াল হতে পারছ না, মুনকার-নাকীরকেও তাড়িয়ে দিতে পারছ না আর জাহান্নামের আদেশও টলাতে পারছ না, তাহলে গুনাহ্ করাটাই বা কেন ছেড়ে দিচ্ছ না?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه কর্তৃক প্রদত্ত গুনাহের চিকিৎসা সম্বলিত এই ছয়টি নসিহতপূর্ণ মাদানী ফুলের সুগন্ধি লোকটির হৃদয়ে অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টি করে। অঝোরে নয়নে কান্না-কাটি করতে করতে লোকটি তার সমস্ত গুনাহ্ হতে সত্যিকার ভাবে তাওবা করে নেয়। আর মৃত্যু পর্যন্ত সেই তাওবার উপর অটল থাকে। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১০০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলা দেখছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনায় ব্যবস্থাপনা হিসেবে দেওয়া গুনাহের ৬টি চিকিৎসা খুবই কার্যকর। গুনাহের ইচ্ছা হওয়ার সময় যদি এই চিকিৎসাগুলো চোখের সামনে রাখা হয়, তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচার এক বড় ধরনের মাধ্যম হতে পারে। কেবল এই কথা যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিতে পারা যায় যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** দেখে রয়েছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বান্দা গুনাহের ধারে কাছেও যাবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'গুনাহের চিকিৎসা' কিতাবে ১০ থেকে ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: বাস্তবেই কেউ যদি নিজের মাঝে এই অনুভূতিটুকু সৃষ্টি করে নিতে পারে যে, গুনাহ্ করার সময় আমার প্রতিপালক আমাকে দেখে রয়েছেন। মিথ্যা বলার সময় যদি এই খেয়াল আসে যে, আমি তো মিথ্যা কথা বলে বান্দাকে ধোকা দিচ্ছি, আর এ বেচারা আমাকে সত্যবাদীও মনে করছে, কিন্তু **আল্লাহ্ তা'আলা** তো সত্যি সত্যি আমাকে দেখছেন। জ্বী, হ্যাঁ, **আল্লাহ্**র কাছে প্রত্যেকের মনের গোপন নিয়্যত খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'**-এ ৮৬৬ পৃষ্ঠায় পারা: ২৪, সূরা : আল-মুমিন, আয়াত: ১৯ এর অনুবাদে রয়েছে:

يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ الۡاَعۡیُنِ وَمَا تُخۡفِی الصُّدُوۡرُ ﴿۱۹﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> "আল্লাহ্ জানেন চোখের কোণার গোপন চুরি সর্ম্পকে আর যা কিছু অন্তর সমূহে গোপন রয়েছে।"

(পারা: ২৪, সূরা : মুমিন, আয়াত: ১৯)

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه উক্ত আয়াতের টীকায় বলেন: অর্থাৎ দৃষ্টির খেয়ানত ও চুরি হল না-মুহরিমদের (বিবাহ করা হারাম নয় এমন মহিলা) প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সব কিছু **আল্লাহ্** জানেন। (খাযায়িনুল ইরফান, ৭৪৭ পৃষ্ঠা) মুখ থেকে গালি বের করার সময় এ কথা বিবেককে যেন নাড়া দিয়ে তোলে যে, আমার প্রতিপালক সবকিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন। অথবা কুদৃষ্টি দেওয়ার সময় যেন এমন ভাব সৃষ্টি হয় যে, আমি যাকে কুদৃষ্টি দিচ্ছি সে যদি তা নাও জেনে থাকে, কিন্তু **আল্লাহ্ তা'আলা** তো অবশ্যই দেখছেন। আর তাঁর কাছে তো আমার মনের গোপন ভাবও সুস্পষ্ট।

কেউ কেউ (আকর্ষণীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছেলেদের প্রতি কুদৃষ্টি দিয়ে থাকে, নিজেদের চক্ষুদ্বয়কে হারাম দ্বারা পূর্ণ করে। আর সেই ছেলে কিংবা সেখানে উপস্থিত লোকদের কেউ তা বুঝতে না পারে, বরং সেই কুদৃষ্টিদাতাকে নেক বান্দা মনে করেই থাকে, কিন্তু সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক **আল্লাহ্ তা'আলা** অন্তরসমূহের অবস্থা খুব ভালভাবেই জানেন। হায়! এমন যদি হত যে, ছেলের সাথে কুদৃষ্টি দানকালে, কু-মনোভাব নিয়ে তার সাথে আপন শরীর লাগানোর সময়, খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তার সামনে হাসি দিয়ে বিপরীতে তার হাস্যোজ্বল জবাবে খুশি হওয়ার সময়, তার সাথে রসালাপ-বিনিময় সময়, কামভাবে উদগ্রীব হয়ে তার সাথে তাকে সামনে কিংবা পিছনে স্কুটারে বা সাইকেলে বসার কিংবা বসানোর সময় এমন মনোভাব সৃষ্টি হতো যে, আমি কতই যে অকৃতজ্ঞ ও নিচু লোক! কেননা, আমার **আল্লাহ্** তো আমাকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছেন। তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: তাহলে আমার পক্ষে জবাব দেওয়ার কী থাকবে? আর আমি কীভাবে তাঁর কহর ও গজব হতে নিজেকে বাঁচাতে পারব? মনে রাখবেন! গৃহপালিত প্রাণীর, জন্তু-জানোয়ারের, পক্ষিকুলের লজ্জাস্থান এবং তাদের মিলন-সঙ্গম, শুধু তাই না, মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড়দের মিলনের দৃশ্যও কাম ও কুপ্রবৃত্তিসহকারে দেখা না-জায়েয ও গুনাহ্। এসব কিছু থেকে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিবেন। বরং যখনই এমন কোন ধারণা হবে, তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করবেন। যে সব ব্যক্তি গৃহপালিত পশু-পাখি পালা-পোষা ও বেচা-বিক্রি করে থাকে, তাদের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানী হতে হবে।

খবরদার ভাই! খোদা দেখতা হে
ভাই বুরায়ি খোদা দেখতা হে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের (আমরদের) ফিত্না থেকে বাঁচুন

অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ সুশ্রী বালক (অর্থাৎ যাদের দাড়িঁ গজায়নি) ছেলেরা সাধারণতঃ পুরুষদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। এসব ছেলেরা সাধারণত নিষ্পাপ। এ কারণে তাদের মনে কষ্ট দেয়া গুনাহ্। তাই পুরুষদের উচিত, তারা যেন এদের থেকে সাবধান থাকে। এ কারণেই বুজুর্গানে দ্বীনেরা ছেলেদের পাশ থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল' এর ২য় খন্ডের ৩১ থেকে ৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: ছালেহীনগণ আমরদের (যাদের দেখলে কামভাব সৃষ্টি হয়) প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদের পাশে বসা থেকে বিরত থাকার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আমারদের সাথে একাকী অবস্থান করা বিপদজনক

কোন এক তাবেয়ী বুযুর্গ বলেন: 'আমি একজন ইবাদতগুজার পরহেজগার নওজোয়ান যুবকের আমারদের (অর্থাৎ সুশ্রী বালকের) পাশে অবস্থান করাকে সাতটি হিংস্র জন্তুর চেয়েও অধিক বিপদজনক বলে মনে করি। তিনি আরও বলেন: কোন পুরুষ যেন একই ঘরে কোন আমরদের সাথে একা রাত্রিযাপন না করে। কোন কোন আলিমে দ্বীন (আমরদ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে মহিলাদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে ঘরে, দোকানে কিংবা গোসলখানায় এরূপ ছেলেদের সাথে একা অবস্থান করাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।' কারণ, **নবী করীম, শফীউল মুযনিবীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন ব্যক্তি যখন কোন (অপরিচিত) মহিলার সাথে কোথাও একা অবস্থান করে, তখন সেখানে তৃতীয় জন হয়ে থাকে শয়তান।"

(সুনানুত তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৭২)

আমরদ মহিলাদের চেয়েও বিপদজনক

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফায়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন: 'যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মহিলাদের চেয়ে অধিক সুন্দর হয়, তার মধ্যে ফিত্‌নাও অধিক হয়ে থাকে। কারণ এই যে, তার সাথে মন্দ কিছু করার মহিলাদের তুলনায় বেশি সম্ভাবনা থাকে। তাই তার সাথে একা অবস্থান করা তুলনামূলক অধিকতর হারাম।' (আয যাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)

(আমরদ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুদর্শণ ছেলের সাথে ১৭টি শয়তান

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه একদা এক গোসলখানায় প্রবেশ করেন। তাঁর কাছে একজন সুদর্শণ ছেলে এল। তিনি তখন বললেন: 'একে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, প্রতিটি মহিলার সাথে একটি করে শয়তান দেখি। আর সুদর্শণ ছেলের (আমরদের) সাথে ১৭টি শয়তান দেখতে পাই।' (প্রগুক্ত)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের সাথে একা অবস্থান করা জায়েয হওয়ার অবস্থা সমূহ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' কিতাবের ৩য় খন্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ছেলে যখন 'মুরাহিক' অর্থাৎ বালেগ হওয়ার কাছাকাছি আর যদি আকর্ষণীয় না হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারে তাকেও পুরুষ হিসাবে গণ্য করা হবে। আর যদি আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, তাহলে মহিলার হুকুম আরোপিত হবে। অর্থাৎ কামভাব নিয়ে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম। আর যদি কামভাবের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। তখন তার সাথে একাকী অবস্থান করাও যাবে। কামভাবের সম্ভাবনা না হওয়ার অর্থ হল, তার দৃঢ়তা এই যে, তার প্রতি দৃষ্টি দিলেও তার কামভাব সৃষ্টি হবে না। হ্যাঁ! তার যদি সন্দেহও সৃষ্টি হয়, তাহলে কখনও দৃষ্টি দিবে না। চুমু দেওয়ার মনোভাব সৃষ্টি হওয়াও কামভাবের পর্যায়ভূক্ত।'

মনোবৃত্তির প্রভাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন, মানুষ মানুষকে খুব ভয় করে। যেমন: মাতা-পিতা কিংবা উস্তাদের সামনে গালমন্দ করাকে ভয় করে থাকে। কিন্তু আফসোস! **আল্লাহ্**কে যথাযথ (যেভাবে তাঁকে ভয় করতে হয়) ভয় করে না। কোন প্রভাবশালী লোক যদি সামনে উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাকে এতই ভয় করে যে, মুখের কথাও পর্যন্ত বের হয় না। অত্যন্ত বিনয়ী ভাব নিয়ে অতিশয় বিনম্র ভাষায় তার সাথে কথাবার্তা বলার ও শোনার চেষ্টা করে। হায়! আমাদের অন্তরে যদি **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয় স্থান পেত। সর্বদা অন্তরে তাঁর ভয় বিদ্যমান থাকত। আর আমারা যেমনি ভাবে কারো সামনে মন্দ কাজ করাকে অপছন্দ করি, তদ্রূপ একাকীত্বেও যদি বেঁচে থাকতাম। হায়! শত-কোটি আফসোস! আমাদের অন্তরে যেন এই কথাটি সার্বক্ষণিক জাগ্রত থাকে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** দেখছেন। আর এভাবেই আমারা আমাদের গুনাহগুলোর চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করতে পারব।

ছুপ কে লোগো ছে কিয়ে জিছ কে গুনাহ্, ওয় খবরদার হে কিয়া হো না হে।
আরে ওহ মুজরিম বে পারওয়া দেখ, সারপে তালওয়ার হে কিয়া হো না হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত পংক্তিগুলোতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে **'নেকীর দাওয়াত'** এর কথা বলেছেন: পংক্তিগুলোর মর্মার্থ হল, (১) হে গুনাহ্ সম্পাদনকারী লোক! তুমি লোকদের থেকে তো তোমার গুনাহ্ গোপন করে ফেলেছ, কিন্তু এ কথা ভুলে গেছ যে, তুমি যে পরওয়ারদিগারের নাফরমানি করেছ, তিনি তোমার সেসব কর্মকান্ডের পুরোপুরি খবর রাখেন। এবার ভেবে দেখ, হাশরের দিন তোমার কী অবস্থা হবে? (২) হে উদাসীন গুনাহগার! একটু ভাব, সার্বক্ষণিকভাবে তোমার মাথার উপর মৃত্যুর তাওবারি ঝুলে রয়েছে। **আল্লাহ্**কে ভয় কর। গুনাহ্ থেকে ফিরে এস। বেপরোয়া হয়ে তুমি যদি গুনাহ্ভরা জীবন কাটিয়ে মারা যাও, তখন তোমার কী অবস্থা হবে

যিন্দেগি কি শাম ঢালতি হে হায়ে নফ্স! গরম রোজো শব গুনাহ্কাহি বস্ বাযার হে
মুজরিমো কে ওয়াস্তে দোযখ ভি শু'লা বার হে হার গুনা কছদান কিয়া হে ইস্কা ভি ইকরার হে
বন্দায়ে বাদকার হু বে হদগ যালিলো কার হু
মাগফিরাত ফরমা ইলাহি! তু বড়া গাফ্ফার হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াতের ১১টি মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'নসিহতো কে মাদানী ফুল'-এর ৫ ও ৬ পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: (১) হে মানব! তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আনন্দ-ফুর্তিতে থাকে। (২) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের কথা নিশ্চিত ভাবে জানে, অথচ সম্পদ সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকে। (৩) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি কবরে দাফন হওয়ার কথা নিশ্চিত জেনেও হাসতে থাকে। (৪) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি আখিরাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বাস করে, অথচ নির্বিকার নিশ্চিন্ত। (৫) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি পৃথিবীর বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, এটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপর বিশ্বাস রাখে, তা সত্ত্বেও সে এটির উপর সন্তুষ্ট। (৬) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে যে ব্যক্তি কথা বার্তা বলে আলিম লোকদের ন্যায়, অথচ তার অন্তর মুর্খের ন্যায়। (৭) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে, কিন্তু অন্তর (গুনাহ ও উদাসীনাতার পঙ্কিলতা দ্বারা) অপবিত্র। (৮) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি লোকজনের দোষ চর্চায় ব্যস্ত থাকে, অথচ নিজের দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। (৯) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি জানে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তার যে কোন কাজ সম্পর্কে ভাল করেই জানেন। তা সত্ত্বেও সে তার নাফরমানি করে। (১০) তার কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে ব্যক্তি জানে যে, তাকে একা মরতে হবে, একা কবরে প্রবেশ করতে হবে, একাই হিসাব দিতে হবে, অথচ সে তা সত্ত্বেও লোকদের সাথে ভালবাসা রাখে। (১১) (হে আদম সন্তান! শোন,) আমিই তোমাদের আসল মা'বুদ (উপাস্য), আর **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার খাস বান্দা ও রাসুল।

রাস্তায় বসার হক সমূহ

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকবে।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: "আমারা মজলিসে বসে (জরুরী) আলাপ-আলোচনা করে থাকি, আর এটি আমাদের জন্য আবশ্যকও বটে।" জবাবে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যখন মজলিসে আসবে, তখন রাস্তাকে তার পাওয়া হক দিয়ে দিবে।" আরজ করা হল: রাস্তার হক কী? **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: (১) "দৃষ্টি নিচু রাখা" (২) "কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা" (৩) "সালামের জবাব দেওয়া" (৪) "সৎকাজের প্রতি আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।" (সহীহ্ বুখারী, ১ম খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬২২৯)

কিয়ামত দিবসে এদিক-ওদিক দৃষ্টি দেওয়ারও হিসাব হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীস শরীফে রাস্তার চারটি হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাস্তার প্রথম হক হল: দৃষ্টি নিচু রাখা। বাস্তবেই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অতএব সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে চোখ সম্পর্কিত **নেকীর দাওয়াত** পেশ করছি। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'আপনার চোখকে যে কোন অযথা (অর্থাৎ নিস্প্রয়োজন) বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। যেরূপ **আল্লাহ্** রাব্বুল ইজ্জত অযথা কথাবার্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তদ্রূপ কিয়ামতের দিনে বান্দাকে অযথা দৃষ্টি দেওয়া (যেমন: নিস্প্রয়োজন এদিক-ওদিক দেখা) সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।' (ইহইয়াউল উলূম, ৫ম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) অপরিচিত মহিলার (অর্থাৎ যাকে বিয়ে করা স্থায়ীভাবে হারাম নয়) প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:"اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ অর্থাৎ-চোখগুলো যেনা করে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৮৫২) রাস্তায় যদি আপনার দৃষ্টি চতুর্দিকে যায়, তাহলে কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। **আল্লাহ্**র কসম! কু-দৃষ্টিজনিত গুনাহের কারণে যে শাস্তি হবে তা কখনও সহ্য করা যাবে না।

দৃষ্টিকে হিফাজত করার কুরআনী আদেশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর'** কিতাবটির কিছু উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন : **আল্লাহ্ তা'আলা** দৃষ্টিকে হিফাজত করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করে ১৮ পারার সূরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে।"

মহিলাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন:

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি গুলোকে কিছুটা নিচু করে।"

চক্ষুগুলোতে আগুন ঢেলে দেওয়া হবে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম দৃষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার চোখগুলোতে আগুন ভরে দেওয়া হবে।' (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আগুনের শলাকা

হযরত আবুল ফরজ আবদুর রহমান বিন জওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'নারীদের সৌন্দর্যে দৃষ্টি দেওয়া ইবলিশের বিষে ডুবিয়ে তোলা তীরসমূহ থেকে একটি তীর। যে ব্যক্তি না-মুহরিম (যাদের সাথে বিয়ে করা শরীয়াত নিষেধ করে না) নারীর প্রতি দৃষ্টিদানে সাবধানী না হয়, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।' (বাহরুদ দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টিদান সম্পর্কে ৪টি বরকতময় হাদীস

দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও

(১) হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আবদুল্লাহ্ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন: "আমি **নূরে মুজাস্সাম, সরদারে দো'আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাবে ইরশাদ করলেন: তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে।"

(সহীহ মুসলিম, ১১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৯)

জেনে বুঝে দৃষ্টি দিবেন

(২) **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী মুর্তজা শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর পুনরায় দৃষ্টি দিবে না। (অর্থাৎ হঠাৎ কোন মহিলার প্রতি যদি তোমার অজান্তে একবার দৃষ্টি পড়েও যায়, তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। দ্বিতীয় বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না)। এই প্রথম দৃষ্টিটি জায়েয, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি নাজায়েয।"

(সুনানে আবি দাউদ, ২য় খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৪৯)

দৃষ্টিকে হিফাজত করার ফযীলত

(৩) **তাজেদারে মদীনা, করারে কলব ও সীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন মুসলমান যদি কোন নারীর সৌন্দর্যের প্রতি প্রথম বার দৃষ্টি দেয় (অর্থাৎ হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায়) এবং সাথে সাথে দৃষ্টি নত করে ফেলে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে এমন ইবাদত করার সামর্থ্য দান করবেন, যার স্বাদ সে পাবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩৪১)

ইবলিশের বিষাক্ত তীর

(৪) **হুযূরে দো আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে যা হাদীসে কুদসী (অর্থাৎ রাসুলের জবানে **আল্লাহ্**র বাণী): "দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিশের তীরসমূহ হতে বিষাক্ত একটি তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা পরিহার করে, আমি তাকে এমন ঈমান দান করব, যার স্বাদ ও মিষ্টতা সে তার হৃদয়ের মাঝে অনুভব করবে।"

(আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ১০ম খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৩৬২)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মহিলাদের চাদরও দেখবেন না

হযরত সায়্যিদুনা আ'লা ইবনে যিয়াদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہ ইরশাদ করেছেন: "আপন দৃষ্টিকে মহিলাদের চাদরের উপরও নিক্ষেপ করোনা। কেননা, দৃষ্টি অন্তরে কামভাব জাগায়।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

কথাবার্তা বলার সময় দৃষ্টি কোথায় হওয়া উচিত?

প্রশ্ন: কথাবার্তা বলার সময় দৃষ্টিকে নিচের দিকে করে রাখা কি জরুরী?

উত্তর: এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যেমন: কোন পুরুষ যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুদর্শন ছেলের (আমরদের) সাথে কথাবার্তা বলে থাকে, আর সেই ছেলেকে দেখলে যদি কামভাব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (কিংবা শরীয়াতের অনুমোদন সাপেক্ষে পুরুষ কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে অথবা মেয়ে কোন অপরিচিত পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলে), তাহলে দৃষ্টিকে এমনভাবে নত করে কথাবার্তা বলবে যেন তার চেহারা বরং শরীরের কোন অঙ্গ এমনকি পোশাকেও যেন দৃষ্টি না পড়ে। যদি শরীয়াতের কোন বাধা না থাকে, তাহলে যার সাথে কথাবার্তা বলছে তার চেহারাও দেখতে পারবে। এতে শরীয়াত বাধা দেয় না। দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রন করে রাখার অভ্যাস সৃষ্টি করার নিয়্যতে যদি যে কারো সাথে দৃষ্টি নত করে কথা বলার রীতি অনুসরণ করে, তাহলে অত্যন্ত ভাল কথা। কেননা, পরীক্ষিত বিষয় এই যে, বর্তমানে যে ব্যক্তির চোখ নিচু করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস সৃষ্টি হয়নি, সে যখন কোন মহিলা কিংবা কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়, তখন দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রন করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

মাদানী চ্যানেল দেখে প্রভাবিত হয়ে ১২ জনের ইসলাম গ্রহণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চোখকে নিয়ন্ত্রন করে রাখার বরকতকে সাধুবাদ জানাই! আসুন, এই বিষয়ে আপনাদের এক মাদানী বাহার শুনাই। বাবুল মদীনার (করাচী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগের বর্ণনার সারমর্ম এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় জুমাবার দিন (জামাদিউল সানী, ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৬ই মে ২০১১ ইং) প্রায় চারটায় সবুজ পাগড়ী পরা এক নওজোয়ানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। কথাবার্তার ফাঁকে তিনি আসল কথা বললেন: আমি বোম্বাইয়ের (ভারত) অধিবাসী। আমি সহ আমার পরিবারের সবাই অর্থাৎ ১২ জন সদস্য (জুমার দিন, জিলহজ্ব, ১২৩১ হিজরী মোতাবেক ১২/১১/২০১০) ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি প্রায় এভাবেই বলছিলেন: আমার পরিবারের সবাই কিছু দিন থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেল দেখত। এতে মুসলমানদের ইসলামী রীতি-নীতি, সদা হাস্যোজ্বল চেহারা, সুন্দর-সাবলীল বয়ান ইত্যাদি আমাদের খুবই ভাল লাগত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

অথচ এর আগে বেআমল মুসলমানদের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি দেখে তাদের প্রতি আমাদের অত্যন্ত কুধারণা ছিল। কিন্তু এখন মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে ইসলামের আসল রূপ ও চিত্র দেখে আমারা আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে প্রভাবিত হতে থাকি। বিশেষ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের বারংবার চোখকে সংযত করে রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ আমাদেরকে খুবই আগ্রহি করে তোলে আর **চোখের কুফ্লে মদীনা**র উপকারীতার বয়ান শুনে আমারা অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। আমার আম্মাজান সবাইকে বলতেন: বিগত সময়গুলোতেও এসব লোকেরা চক্ষুকে সংযত করার উৎসাহ দিয়ে থাকতেন। বাস্তবে চোখগুলো নিচু করে রাখাই উচিত। মাদানী চ্যানেলের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলো দেখতে দেখতে আমাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা এমনভাবে বেড়ে গেল যে, আমাদের ঘরে ইসলাম গ্রহণ করার কথাবার্তা চলতে থাকে। আমারা কিন্তু শঙ্কিত ছিলাম যে, লোকেরা কী বলবে? এ প্রশ্নটির জবাবও আমারা মাদানী চ্যানেল থেকেই পেয়ে গেলাম। তা এভাবে হল যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরার নিগরান, মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى 'লোক কেয়া কেহেঙ্গে?' (অর্থাৎ- লোক কি বলবে?) বিষয়ের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ান পেশ করেন। সাথে সাথে আমার পরিবারের সকল সদস্যের মন এমন হয়ে গেল যে, লোকেরা কী বলবে না বলবে তা পরোয়া করার কোনই দরকার নেই। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমারা কলেমা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসি। আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন সরকারী কর্মচারী। ইসলাম গ্রহণের পর আমার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইব্রাহীম। তাছাড়া আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ গাউছে পাকের সিলসিলায় মুরীদও হয়ে যাই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ আরো জানান যে, যখন ঐ নওমুসলিম যুবক আমাদের সাথে সোনালী জালির সামনাসামনি এসে দাঁড়ায়, তখন তার মধ্যে এক অদ্ভুদ আবেগের সৃষ্টি হয়, আর তিনি কান্না করতে করতে এই আবেদনটি বার বার করতে থাকেন যে, **'ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার চোখের হিফাযতের জন্য 'চোখের কুফলে মদীনা' দান করুন।' অতঃপর তিনি সবুজ গুম্বজের ছায়ায় এসে নিজের দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি এখন অমুসলিমদেরকেও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এবং তাঁর উছিলায় আমাদেরকেও ইসলামের এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুন। ১২ সদস্যের ইসলাম গ্রহণের কারণ স্বরূপ সুন্নাতে ভরা বয়ান 'লোক কেয়া কেহেঙ্গে?' (অর্থাৎ- লোকে কি বলবে?)- নামক ভি.সি.ডি. মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। তাছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েবসাইট www.dawateislami.net এর মাধ্যমেও দেখতে ও শুনতে পারবেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ করম এ্যায়ছা করে তুজ পে জাঁহা মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাঁচি হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলে পাকের দৃষ্টি মোবারকের অবস্থা

প্রশ্ন: **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি প্রদান করার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিন।

উত্তর: (১) তিনি কারো চেহারার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতেন না। (২) কোন কিছু (দেখার উদ্দেশ্য না হলে) না দেখার অবস্থায় তিনি দৃষ্টিকে সর্বদা নিচু করে রাখতেন। (৩) তাঁর দৃষ্টি মোবারক আসমান মুখী হওয়ার তুলনায় সর্বাধিক জমিন মুখী হয়ে থাকত। অর্থাৎ, বেশির ভাগ চুপ থাকা অবস্থায় তাঁর মোবারক দৃষ্টি নিচের দিকে হয়ে থাকত। (৪) বেশির ভাগ সময় তিনি চোখের কিনারা দিয়ে (অর্থাৎ চোখের যে দিকটা কানের দিকে, সে দিক দিয়ে) দেখতেন। অর্থাৎ, অত্যন্ত লজ্জা ও শালীনতার কারণে তিনি পূর্ণ চোখ ভরে দেখতেন না। (৫) তিনি যখন কোন দিকে দৃষ্টি দিতেন, তখন পুরোপুরি ভাবেই দিতেন। অর্থাৎ কোণাচোখে দেখতেন না। কেউ কেউ বলেছেন: কেবল ঘাড় ফিরিয়ে কারো দিকে দৃষ্টি দিতেন না, বরং পুরো শরীর মোবারকই ফিরিয়ে নিতেন। (জামেউর রাসায়িল ফি শরহিশ মশামায়িল লিল ক্বারী, ৫২, ৫৩ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

জিস তরফ উঠ গেয়ি দম মে দম আ'গিয়া
উচ নিগাহে ইনায়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত এই পংক্তিটিতে বলেছেন: আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি মোবারক দুনিয়া ও আখিরাতের যেদিকেই পড়েছে সেদিকেই মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে এবং হৃদয়ে সজীবতা এসেছে। আমাদের **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতভরা দানসমৃদ্ধ পবিত্র দৃষ্টির উপর হোক লাখো-কোটি সালাম। আ'লা হযরতের কবিতাটিকে কেন্দ্র করে হযরত মাওলানা আখতার আল হামেদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতই না সুন্দর বলেছেন:

পড় গেয়ী জিছ পে মাহশর মে বখ্শা গেয়া, দেখা জিস ছমৃত আব্রে করম ছা গিয়া
রুখ জিদার হো গেয়া জিন্দেগী পা গেয়া, জিছ তরফ উট গেয়ি দম মে দম আ-গেয়া
উচ নিগাহে ইনায়াত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে

বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি কোন অপরিচিতা মহিলার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দেবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে সীসা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হবে।' (হেদায়া, ২য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা) নিঃসন্দেহে ভাবীও অপরিচিতা পর্যায়ের মহিলা। যে দেবর ও ভাসুর তাদের নিজ ভাবী কিংবা ভাইয়ের স্ত্রীকে ইচ্ছাকৃত দেখে থাকে, নিঃসংকোচে মেলামেশা করে, ঠাট্টা-মশকারা করে তারা যেন **আল্লাহ্ তা'আলার** আজাবকে ভয় করে শীঘ্রই **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে সত্যিকার তাওবা করে নেয়। ভাবী নিজ দেবরকে যদি ছোট ভাই এবং ভাশুরকে বড় ভাই বলে মেনে নেয়, তাহলে তার সাথে নিঃসংকোচে মেলামেশা ও বেপর্দা হওয়া জায়িয হয়ে যায় না বরং ভাবী-দেবরের কু-দৃষ্টি, পরস্পর উদাসভাব, হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-মশকারা ইত্যাদি কার্যকলাপ গুনাহের গভীর সাগরে তাদের আরো বেশী করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মনে রাখবেন! ভাবীর সাথে দেবরের এবং ভাশুরের অনর্থক কথাবার্তা এবং লাগাতার নিঃসংকোচে আলাপ-আলোচনা বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে তোলে। নিরাপত্তা ও মঙ্গল এখানেই যে, একে অপরকে দেখবে না, আর অনর্থক নিঃসংকোচে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে না।

দেখনা হে তো মদীনা দেখিয়ে,
কচ্‌রে শাহী কা নাজারা কুচ নেহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমি ছিলাম T.B. রোগী

লজ্জা ও শালীনতাবোধ সৃষ্টি হওয়ার জন্য, কু-দৃষ্টির আপদ থেকে ভয় সৃষ্টির লক্ষ্যে, দৃষ্টিকে হিফাজত করার আগ্রহ বাড়াবার জন্য, কথাবার্তার সময় দৃষ্টিকে নিচু করে রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য, কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সার্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'**-অর্জনের এবং নিজের ঈমান হিফাজত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকুন। নিয়মিত নামায পড়তে থাকুন। সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে থাকুন। মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলুন, আর এতে অটল থাকার জন্য প্রত্যেহ ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের দশ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করতে থাকুন এবং নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আসুন, উৎসাহ প্রদানার্থে আপনাদেরকে একটি মাদানী বাহার পেশ করছি। ননকানা জেলার (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ (এই বয়ানটি দেয়ার সময়) আমি প্রায় ১২ বৎসর ধরে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি। সম্পৃক্ততার কারণ হচ্ছে তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান শরীফ) উপস্থিত হওয়া। ইজতিমার প্রায় সাড়ে সাত মাস পর কঠিন রোগ হল। চিকিৎসকেরা আমার রোগটিকে **T.B.** বলে সাব্যস্ত করলেন। এই সেই করতে করতে প্রায় সাড়ে চার মাস সময় চলে যায়। পুনরায় তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বাহার এসে গেল। আমি যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু পরিবারের সকলেই আমাকে বাধা দিল। আমি আম্মাজানকে বুঝালাম যে, সেখানে অসংখ্য আশিকানে রাসুলরা এসে থাকেন, আমাকে যেতে দিন। নেক বান্দাদের সংস্পর্শ এবং সেখানকার হৃদয়কাড়া দো'আর বরকতে আমি اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ রোগমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরব। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমি অনুমতি পেয়ে গেলাম। ওষুধ-পত্র সাথে নিয়ে আমি ইজতিমায় শরীক হয়ে গেলাম। আখেরী হৃদয়কাড়া দো'আ প্রায় শেষ হবার পথে। আমার অন্তরে আক্ষেপ সৃষ্টি হল। দো'আ তো অনেক হল, কিন্তু আমার **T.B.** রোগের জন্য তো (বিশেষ করে) কোন দো'আ করা হল না। হায়! **T.B.** রোগীদের জন্যও যদি দো'আ করা হত। এসব কথা সবেমাত্র আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল আর এরই মাঝে আমার সৌভাগ্যের দরজা খুলল। এটা এভাবে যে, যিনি দো'আ পরিচালনা করছেন তার আওয়াজ কিছুটা এভাবে মাইকে বেজে উঠল, হে **আল্লাহ্**! যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, যারা **T.B.** রোগে আক্রান্ত, তাদেরকেও পরিপূর্ণ আরোগ্য দাও। দো'আয় আরো কয়েকটি রোগের নামও নেওয়া হল, অবশ্য আমি সেগুলো মনে রাখতে পারিনি। **T.B.**র জন্য দো'আ করা শুনতেই আমার হৃদয় যেন আওয়াজ করেই বলতে লাগল, 'ব্যাস্, এখন তুমি ভাল হয়ে গেছ'। ইজতিমা থেকে ফিরে আসার দ্বিতীয় দিনে 'চেক আপ' করাবার জন্য পাঞ্জাব শহরের 'শেখোপুরা' গেলাম। এক্সরে ইত্যাদি করালাম। এক্সরে দেখে স্পেশালিষ্ট ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: ধন্যবাদ, সুভাগ্য আপনার, আপনার **T.B.** রোগ আর নেই।

আগর ছে হো T.B. না ঘাবড়াও পির ভি, শিফা হকছে দিলওয়ায়েগা মাদানী মা'হল
তুমে ছেহত ও আফিয়্যত হোগি হাসিল, তুম আপনাকে দেখো জরা মাদানী মা'হল।

রোগের বড় ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরিক হওয়া ইসলামী ভাইটির **T.B.** রোগ ভাল হয়ে গেল। আমারা **আল্লাহ্** রাব্বুল ইজ্জতের কাছে ইবাদত করার শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সুস্বাস্থ্যের আবেদন করি। তা সত্ত্বেও কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়েও যায়, তবু সাহাস হারাবেন না। ধৈর্য ধারণ করে রোগের কারণে যে আখিরাতের সাওয়াব লাভ হয় সেকথা ভাবতে থাকুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবীগণের সর্দার, রাসুলে মুখতার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন মুসলমান যখন শারীরিক কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, তখন ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হয়, 'তুমি এই লোকটির পক্ষে সেই নেক আমলগুলো লিখতে থাও, যা যা লোকটি ইতোপূর্বে করে থাকত।' লোকটিকে যদি আরোগ্য দেওয়া হয়, তবে ধুয়ে দেওয়া হয় এবং পাক করে দেওয়া হয়, আর যদি তাকে মৃত্যু দেওয়া হয়, তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার উপর রহমত অবতীর্ণ করা হয়।"

(শরহুস সুন্নাতি, ৩য় খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪২৪)

আরজি আফতে দুনিয়া ছে তো দিল ডরতাহে, হায়! বে খউফ আযাবোঁ ছে হুয়া জাতা হে
ইয়ে তেরা জিসম জু বিমার হে তাশওয়িশ না কর, ইয়ে মরয তেওে গুনাঁহু কো মিটা জাতা হে
আছল বরবাদ কুন আমারাজ গুনাঁহু কি হে
ভাই! কিঁউ ইছ কো ফরামোশ কিয়া জাতা হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাস্তার দ্বিতীয় হক হল, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

কাঁটাযুক্ত ডালপালা সরিয়ে নেয়া ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে গেল

এই কিতাবে উল্লিখিত বুখারী শরীফের হাদীস শরীফ 'রাস্তায় বসার হকসমূহ' শীর্ষক হক নম্বর (১) **'দৃষ্টিকে নিচু করে রাখা'** সম্পর্কে **'নেকীর দাওয়াত'** এর অসংখ্য মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হয়েছে। এবার সেই রেওয়ায়তসমূহে বর্ণিত রাস্তার হক নম্বর (২) **'কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা'** সম্বন্ধে **'নেকীর দাওয়াত'** সম্পর্কীয় কিছু মাদানী ফুল পেশ করা হচ্ছে। মনোযোগ সহকারে শুনুন, নিঃসন্দেহে মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুগুলো সরিয়ে দেওয়ার ফযীলত অত্যন্ত বেশি। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল' কিতাবের ৬২৩ পৃষ্ঠায় **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "এক ব্যক্তি কোন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যক্তিটি রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেল। সাথে সাথে সে তা রাস্তা হতে সরিয়ে দিল। **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছে লোকটির এই কাজটি পছন্দ হল। তিনি এই বান্দাটির গুনাহ্ ক্ষমা করে দিলেন।"

(সহীহ মুসলিম, ১০৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯১৪)

سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ[১] তুনে জবছে সুনা দিয়া ইয়া রব।
আ'সারা হাম গুনাহ গারোঁকা আউর মজবুত হো গিয়া ইয়া রব। (যওকে না'ত)

---

[১] অর্থাৎ- আমার রহমত আমার গযব থেকেও বড়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়ার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি মুসলমানদের চলার রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলে তার জন্য **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট একটি নেকী লিখা হবে, আর যে ব্যক্তির জন্য **আল্লাহ্‌র** কাছে একটি নেকি লেখা হবে, **আল্লাহ্** তার সেই নেকীর কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।" (আল মুজামুল আওসত, ১ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ৩২)

রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তুসমূহের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের চলার পথে এমন কোন ঢিলা কিংবা কঙ্কর ইত্যাদি থাকে যাতে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথবা কাঁচ-ভাঙ্গা পড়ে আছে যাতে কারো পা কাঁটতে পারে, কিংবা রাস্তায় কলা, আম ইত্যাদির ছিলকা পড়ে থাকতে দেখা যায়, যাতে পথচারী পিছলে গিয়ে আছাড় খেতে পারে এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছু হতে পারে **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সরিয়ে দেওয়া সাওয়াবের কাজ। অনুরূপভাবে রাস্তার মাঝখানে গর্ত থাকলে, ম্যানয়ালের ঢাকনা খোলা থাকলে যতদূর সম্ভব সে সবেরও কোন একটি বিহীত করে দেওয়া দরকার। ঢাকনাবিহীন ম্যানয়াল তো এমনই বিপজ্জনক যে, কখনও কখনও বাচ্চারা তাতে পড়ে মারাও যায়। যেসব স্থানে লোহার ঢাকনা চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে, সেখানে সিমেন্টের ঢাকনার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যেকেরই উচিত, যেসব বস্তু অন্যদের জন্য কষ্টদায়ক যেমন; কোন কিছুর ছিলকা ও ময়লা ইত্যাদি রাস্তায় না ফেলা। আপনার ঘরের ম্যানয়াল যদি ভরে যায়, ময়লা ও নোংরা পানি যদি নালায় চলে আসে অথবা নোংরা পানি নিষ্কাষণের পাইপ যদি ফুটো হয়ে যায়, এ ধরনের যে কোন সমস্যার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া কাপড়-চোপড় ধুয়ে ঘরের বাইরে এমন জায়গায় শুকাতে দেওয়া উচিত নয়, যা দিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করা লোকজনের উপর পানি টপকে পড়তে পারে। কারো ঘরের পাশে বা সামনে তাদের কষ্ট হয় এমনভাবে ময়লা ইত্যাদি ফেলা গুনাহ। জনগণের হক নষ্ট করা যেমন; ইজতিমায়ে যিকির ও নাত, কোন দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণের চলার পথ বন্ধ করে দেওয়া না জায়েয ও গুনাহ্। অনুরূপভাবে পণ্য ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য ষ্টল খুলে দিয়ে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ি পার্কিং করে কারো ঘর, দোকান কিংবা পথিকদের রাস্তা কোণঠাসা করে দেওয়াও শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। হ্যাঁ! কোন নামাযে মসজিদ যদি পূর্ণ হয়ে যায়, বাইরে ছফ বা কাতার করা হয় অথবা কোন জানাযার কারণে রাস্তা যদি পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে গুনাহ্ হবে না। এমনিভাবে হাজীদের এগিয়ে দেওয়া ও এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে জুলুস এবং জুলুসেমীলাদেও কোন অসুবিধা নেই।

মুসলমান কি রাহাত কা সামান কিজিয়ে, ইয়ু খোদ পর রাহে খুলদ আসান কিজিয়ে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাস্তার তৃতীয় হক হল, 'সালামের জবাব দেওয়া'

১০০ টির মধ্যে ৯০টি রহমত সে ব্যক্তিই পেয়ে থাকে যে ...

এই কিতাবে উল্লিখিত বুখারী শরীফের হাদীস 'রাস্তার বসার হকসমূহ' শীর্ষক রাস্তার তৃতীয় হক **'সালামের জবাব দেওয়া'** সম্পর্কে **'নেকীর দাওয়াত'** সম্বলিত মাদানী ফুল গ্রহণ করুন। যখন কোন মুসলমান সালাম করবে, তাহলে তার জবাব তৎক্ষণাৎ এবং এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন তিনি শুনতে পান। সালাম ও মোলাকাতের ফযীলত অত্যধিক। **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুইজন মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তাদের একজন যখন অপর জনকে সালাম করে, তখন **আল্লাহ্**র কাছে তাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তিই অধিক প্রিয় হয়ে থাকে যে তার সাথীর সাথে তুলনামূলক বেশি আগ্রহ সহকারে সাক্ষাৎ করে। পরে যখন তারা পরস্পর মুসাফাহা করে (অর্থাৎ হাত মিলায়) তখন তাদের উপর একশতটি রহমত নাযিল হয়ে থাকে। সেই একশ হতে নব্বইটি রহমত (প্রথমে) সালাম দাতার জন্য এবং দশটি (মুসাফাহায় বা হাত মিলানোতে) প্রথম অগ্রসর হওয়া ব্যক্তির জন্য।" (মুসনাদুল বায্যার, ১ম খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩০৮) **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুই জন মুসলমান যখন সাক্ষাৎকালে পরস্পর হাত মিলায়, একে অপর হতে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যায়।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৭৩৬) হযরত আল্লামা মাওলানা আবদুর রউফ মানাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হাদীসটির শব্দমালা 'দুই জন মুসলমান যখন সাক্ষাৎকালে পরস্পর হাত মিলায়' এর ব্যাখ্যায় বলেন: পুরুষ পুরুষের সাথে এবং মহিলা মহিলার সাথে (হাত মিলায়)।

(ফয়জুল কদীর শরহি জামেউছ ছগীর, ৫ম খন্ড, ৬৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৮১০৯)

তেরী রহমতোঁ পে মে কতাওবান ইয়া রব
মেরে বা'ল বাচ্ছে মেরে জা'ন ইয়া রব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণতঃ সকল মুসলমানেরই সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়ার এবং মুসাহাফা করার অর্থাৎ হাত মিলাবার সৌভাগ্য হয়ে থাকে। আসুন, **'নেকীর দাওয়াত'** দেয়ার সাওয়াব অর্জন করার জন্য এই বিষয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'১০১ মাদানী ফুল'** নামক রিসালা হতে কিছু সুগন্ধযুক্ত মাদানী ফুল কুড়ানোরও সৌভাগ্য অর্জন করছি। পেশ করা মাদানী ফুলগুলোর প্রত্যেকটিকে সুন্নাতে রাসুল বলে মনে করবেন না, এতে সুন্নাত ছাড়াও বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক বর্ণিত মাদানী ফুলও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। যতক্ষন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আমলকে 'রাসুলের সুন্নাত' বলা যাবে না।

'সালাম' এর ১১টি মাদানী ফুল

(১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ কালে তাকে সালাম করা সুন্নাত। (ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদেরকে, তাছাড়া যাদের সাথে বিয়ে করা শরীয়াত হারাম করে দিয়েছে তাদেরকেও সালাম করবে)।

(২) মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াতের' তৃতীয় খন্ডের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশটির সারর্মম হল: 'সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, যাকে আমি সালাম করতে যাচ্ছি তার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সব কিছু আমারই হিফাজতে, আর আমি এ সবের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি।'

(৩) দিনে যতবারই সাক্ষাৎ হয়ে থাকুক না কেন, এক কক্ষ হতে অপর কক্ষে বার বার আসা-যাওয়া হয়ে থাকুক না কেন, সেখানকার উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ।

(৪) প্রথমে সালাম করা সুন্নাত।

(৫) প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকটবর্তী ও প্রিয়।

(৬) প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন; আমাদের **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৩, হাদীস: ৮৭৮৬)

(৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৪)

(৮) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে (**আল্লাহ্**র পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম।) ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠাতে লিখেন: কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আর এর চাইতে উত্তম وَرَحْمَةُ الله মিলানো, সর্বোত্তম হচ্ছে وَبَرَكَاتُهٗ শামিল করা এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা। সালাম প্রদান কারী اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে: উত্তরে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله বলবে আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله বলে তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলবে, আর যদি وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে তবে উত্তর প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। وَ اللهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(৯) এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন।

(১০) সালামের জবাবে সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়।

(১১) সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্ত করে নিন। প্রথমে সালাম এর পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (اَسْ-سَلَا-مُ-عَلَيْ-كُمْ)এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করুন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام (وَ-عَ-لَيْكُ-مُسْ-سَلَام)।

রেযায়ে হক কে লিয়ে তুম সালাম আম করো, সালামতি কে তলবগার হো সালাম করো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাত মিলানোর ১৪টি মাদানী ফুল

(১)দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত।

(২) হাত মিলানোর পূর্বে সালাম করুন।

(৩) বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারবেন।

(৪) **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে তবে **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন। তার মধ্যে ৯০টি রহমত উৎফুল্লতার সাথে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।" (আল মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৭৬)

(৫) হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পড়ুন, তাহলে হাত ছেড়ে দেওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ্ তা'আলা** চাইলে আপনার আগের এবং পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(৬) হাত মিলানোর সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দো'আটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন।)

(৭) দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দো'আ করে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে।

(৮) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়।

(৯) মুসলমানকে সালাম করা, হাত মিলানো বরং আন্তরিকতা ও ভালবাসা সহকারে দেখা-সাক্ষাৎ করাও সাওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখল আর তার অন্তরে যদি কোনরূপ শত্রুভাব না থেকে থাকে, তাহলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বেই উভয়ের বিগত জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

(আল মুজামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮২৫১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(১০) যতবারই সাক্ষাত হয় ততবারই হাত মিলাতে পারবেন।

(১১) আজকাল কেউ কেউ উভয় পক্ষ হতে একটি করে হাত মিলিয়ে থাকে, বরং কেবল কয়েকটি আঙ্গুলই পরস্পর স্পর্শ করে–এ রীতি সুন্নাতের বিপরীত।

(১২) হাত মিলানোর পর স্বয়ং নিজেরই হাতে চুমু খাওয়া মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা) (হাত মিলানোর পরে নিজের হাতে চুমু-খাওয়া ইসলামী ভাইয়েরা, আপনাদের অভ্যাস পরিত্যাগ করুন) হ্যাঁ, যদি কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে হাত মিলানোর পর বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে হাতে চুমু খেল তাহলে তাতে নিষেধাজ্ঞার কোন কারণ নেই। বরং যার সাথে হাত মিলানো হয়েছে, তিনি যদি সেসব মনীষীদের একজন হয়ে থাকেন, যাদের নিকট হতে বরকত হাছিল করা যায় তাহলে তো কোন কথাই নেই।
(জদ্দুল মুমতার, কিতাবুল হিযরে ওয়াল ইবাহাতি, বাবুল ইস্তিবরা ওয়া গাইরুহু মাকূলা ৪৫৫১, অপ্রকাশিত)

(১৩) যদি কোন আমরদ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুদর্শন) ছেলের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তাহলে তার সাথে হাত মিলানো জায়েয নেই। বরং তাকে দেখতেই যদি কামভাব সৃষ্টি হয়, তাহলে তাকে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮)

(১৪) মুসাফাহা করার বা হাত মিলানোর সুন্নাত পদ্ধতি হল হাতে যেন রুমাল জাতীয় কোন প্রতিবন্ধক না থাকে। উভয় হাতের তালু যেন খালি থাকে, আর তালুর সাথে তালু অবশ্যই লাগতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

অপরিচিতা মহিলার সাথে হাত মিলানোর শাস্তি

একটি দীর্ঘ হাদীসে এও রয়েছে: "যে ব্যক্তি কোন অপরিচিতা (অর্থাৎ যাকে বিবাহ করা শরীয়াত নিষেধ করে না) মহিলার সাথে মুসাফাহা করে (হাত মিলায়), তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, আগুনের শিকল দিয়ে তার উভয় হাত গর্দানের সাথে বাঁধা থাকবে।" (কুররাতুল উয়ুন, ৩৮৯ পৃষ্ঠা) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: '(অপরিচিতা) মহিলার সাথে মুসাফাহা করা (হাত মিলানো) জায়েয নেই। এই কারণে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইয়াত গ্রহনের সময়েও মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন না। কেবল মুখে মুখে বাইয়াত করাতেন। হ্যাঁ, মহিলাটি যদি এমন বুড়ো হয়ে থাকে যে, কামভাব জাগ্রত হয় না, তাহলে তার সাথে হাত মিলানোতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে পুরুষ যদি এমন বুড়ো হয়ে থাকে যে, ফিত্‌নার আশঙ্কা না থাকে তাহলে মুসাফাহা করতে পারবে।'
(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)

যানানে গায়র ছে ভাই মুসাফাহা মত কর, হুয়া হে জুরম ইয়ে গর করলে তাওবা হকছে ডর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাস্তার চতুর্থ হক হল, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া

এই কিতাবে উল্লিখিত বুখারী শরীফের হাদীস 'রাস্তায় বসার হক সমূহ' হতে রাস্তার চতুর্থ নম্বর হক **'সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া'** সম্পর্কিত 'নেকীর দাওয়াত' এর মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার কাজে সাওয়াবের শেষ নেই। রাস্তায় প্রায়ই এর অনেক সুযোগ মিলে থাকে। মনে করুন, আপনি বসে ছিলেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে এল। সালাম না করে হাত মিলাতে চায়। তাহলে তাকে এভাবে সৎকাজের প্রতি আহ্বান করা যেতে পারে যে, ভাইজান! সাক্ষাতে আসা লোকের সাথে হাত মিলানোর পূর্বে সালাম করা সুন্নাত। কোন কোন লোক সালাম করার সময় ঝুকে যায়। তাদেরকেও সুযোগ মত তাদের যোগ্যতা অনুসারে বুঝানো যেতে পারে। যেমন; তাদেরকে বলা যেতে পারে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় মাস্আ'লা নম্বর ৩১ বিদ্যমান রয়েছে: 'যদি কেউ সালাম করার সময় ঝুকেও যায়। এই ঝুকে যাওয়া যদি রুকু করার পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে হারাম, আর তা থেকে কম হলে মাকরূহ।' (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ হাত-চুমুতে (হাতে চুমু খাওয়ার জন্য) ঝুকলে কোন অসুবিধা নেই। বরং না ঝুকে হাতে চুমু খাওয়াই যায় না। এতদসংক্রান্ত সৎকাজের প্রতি আহ্বান করার উত্তম পদ্ধতি এ হতে পারে যে, আপনার সাথে 'মাদানী ব্যাগ' থাকলে তাতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য রিসালার সাথে **'১০১ মাদানী ফুল'** নামক রিসালাটিও রাখলেন, আর আপনি সে সব রিসালা হতে বের করে এই মাদানী ফুলটি দেখালেন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে যে, দেখানোর পর ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সেই রিসালাটিই লোকটিকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দেবেন। জী, হ্যাঁ! যে কোন কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত তো করতেই হবে। একটিও ভাল নিয়্যত যদি না থাকে, তাহলে সাওয়াবও মিলবে না। যেমন: রিসালা দেয়ার সময় এই নিয়্যত করে নিতে পারেন যে, **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উপহার দিয়ে একজন মুসলমানের অন্তর খুশি করছি। যদি কোন ভাল নিয়্যত না করে 'নেকীর দাওয়াত' দিয়ে থাকেন, **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেন, সুন্নাতের কথা বলেন, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার ও মাদানী কাফেলাগুলোতে সফর করার দাওয়াত দেন এবং মাদানী ইন্'আমাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে কোন সাওয়াবই মিলবে না।

ইনফিরাদি কৌশিশই 'নেকীর দাওয়াত' এর প্রাণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! 'নেকীর দাওয়াত' এর প্রাণ হল **ইনফিরাদি কৌশিশ**। যে ব্যক্তিকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার লক্ষ্যে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করা দরকার, তার বিষয়ে এমন মনমানসিকতা তৈরি করুন যে, আমি যার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি তিনি একজন মুসলমান।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মুসলমান ব্যক্তি যতই গুনাহ্গার হোক না কেন, ঈমানের দৌলত তার নিকট বিদ্যমান থাকার কারণে তার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, আর আমার সাক্ষাৎও **আল্লাহ্ তা'আলার** দ্বীনের কথা বলার জন্য এবং আখিরাতের মঙ্গলের জন্যই। এই নিয়্যতে আমার সাক্ষাৎ ইবাদতেরই পর্যায়ভূক্ত। এই নিয়্যতে যদি সাক্ষাৎ করা হয়ে থাকে, তাহলে إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সেখানে **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত বর্ষিত হবে, আর অনেক অনেক বরকত অর্জিত হবে। সাথে একটি মাদানী ফুলও আপনি মনে রাখবেন যে, তার কোন দোষ-ত্রুটিতে ভ্রূক্ষেপ করবেন না, তার জ্ঞানের সীমার বাইরের (সে বুঝতে না পারে এমন) কোন কথা বলবেন না, আর সূক্ষ্ম কোন মাস্আ'লা নিয়ে আলাপ করবেন না।

ইনফিরাদি কৌশিশের ১৫টি নিয়্যত

ইনফিরাদি কৌশিশ করতে গিয়ে অবস্থার প্রেক্ষিতে অসংখ্য নিয়্যত করা যেতে পারে। তন্মধ্য হতে ১৫টি নিয়্যতের কথা এখানে পেশ করা হল :

(১) আমি **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে '**নেকীর দাওয়াত**' দেয়ার জন্য **ইনফিরাদি কৌশিশ** করছি।

(২) সালাম করার ও সালামের জবাব দেয়ার পর অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে হাত মিলাব।

(৩) 'صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب' বলে দরূদ শরীফ পড়াব এবং পড়ব।

(৪) যেহেতু সম্মুখের লোকের চেহারার প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে কথাবার্তা বলা সুন্নাত নয়, সেহেতু যতদূর সম্ভব দৃষ্টি নিচে রেখে কথাবার্তা বলব। (দৃষ্টিকে নিচে রেখে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করাতে **আল্লাহ্ তা'আলা** চাইলে উপকারিতা অনেক গুণে বেড়ে যাবে)।

(৫) সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে মুচকি হেসে কথাবার্তা বলব।

(৬) অযথা ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকব।

(৭) সম্মুখের লোকজনের ব্যক্তিত্ব ও পদ মর্যাদা অনুসারে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব।

(৮) গভীর ও সূক্ষ্ম মাস্আ'লা বলে তাকে কষ্টে ফেলব না।

(৯) বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাস বিষয়ক অপ্রয়োজনীয় আলোচনা করব না।

(১০)-(১২) সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের, মাদানী কাফেলায় সফর করার এবং মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করব।

(১৩) নতুন ইসলামী ভাইকে দাঁড়ি রাখা ও পাগড়ি পড়ার কথা না বলে বরং নামাযের ফযীলত ইত্যাদির কথা বলব। (হ্যাঁ, যার সাথে কথা বলা হচ্ছে সে শেভ করা লোক। কিন্তু মন বলছে, তাকে যদি দাঁড়ি রাখার কথা বলি, তাহলে সে তা মানবে, এমতাবস্থায় তো তাকে দাঁড়ির কথা বলা ওয়াজিব হয়ে যাবে। সাধারণত নতুন কোন ইসলামী ভাইয়ের ব্যাপারে এরূপ মনে হওয়া প্রায় দুষ্কর। বর্তমানে আমলের প্রতি মনোযোগ কম হওয়ার যুগ। নতুন ইসলামী ভাইদেরকে দাঁড়ি রাখার প্রতি আহ্বান করলে এমনও হতে পারে যে, সে ভবিষ্যতে আর আপনার সামনেই আসবে না)।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(১৪) সম্মুখের ব্যক্তির কথাবার্তা যদি কর্কশ ও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে তা বুঝতে না দিয়ে ধৈর্য ও বিনয় সহকারে খুব নম্রভাবে নিজের কথাবার্তা অব্যাহত রাখব।

(১৫) **ইনফিরাদি কৌশিশের** সুফল পাওয়া গেলেই মনে করব তা **আল্লাহ্** পাকেরই একমাত্র দয়া ও রহমত। সেক্ষেত্রে **আল্লাহ্ তা'আলার** শুকরিয়া আদায় করব। আর যদি কোনরূপ অশোভন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে সম্মুখের ব্যক্তিটিকে কঠোরহৃদয় ইত্যাদি মনে না করে বরং মনে করব আমার ইখলাসেরই কমতি ছিল।

মুবাল্লিগদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

সাহস করে অগ্রসর হতে থাকুন, বিফল হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে '**নেকীর দাওয়াত**' প্রদানকারী, **ইনফিরাদি কৌশিশ**কারী ব্যক্তি আখিরাতের সাওয়াবের মালিক তো হয়েই গেছে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উদ্ধৃতি দিচ্ছেন: 'কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি আপন সন্তানকে নসিহতের মাদানী ফুল উপহার দিতে গিয়ে বলেন: **নেকীর দাওয়াত** দানকারীর উচিত, নিজেকে যেন ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত করে তোলে। **আল্লাহ্ তা'আলার** পক্ষ থেকে **নেকীর দাওয়াত** প্রদানের বিনিময়ে পাওয়া সাওয়াবে যেন দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। যে ব্যক্তি সাওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়, তার কাছে এই মহান কাজকে কষ্টের বলে মনে হয় না।'

(ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

মে নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচাঁও
বদী সে বাচুঁ অউর সবকো বাচাঁও

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিরামহীন ইনফিরাদি কৌশিশের সুফল

জিয়াকোটের (শিয়ালকোট, পাঞ্জাব) একজন ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য প্রায় এ ধরনের: সৎ পথে আসার পূর্বে আমার অবস্থা কেমন ছিল তা বলার মত নয়। আমার সমস্ত অবয়ব ছিল গুনাহে ভরপুর। লোকজনের সাথে ঝগড়া বিবাদ করার জন্য আমি একটি স্বতন্ত্র দল তৈরি করে রেখেছিলাম। আমার অশোভন, অসৎ ও অশালীন কথাবার্তায় আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষকমন্ডলী, হেড মাস্টারসহ সবাই অতিষ্ট ছিলেন। পথ চলার সময় কুদৃষ্টি দেওয়া ছিল আমার নিত্তনৈমিত্তিক স্বভাব। আমি কেবল অলীক ভালবাসাতেই লিপ্ত ছিলাম না, বরং **আল্লাহ্**র পানাহ! এমন সব বর্ণনাতীত কুকাজ আমি করতাম, যা বলতেও বর্তমানে আমার সাহস হচ্ছে না।

শরীয়াতের জ্ঞান না থাকার কারণে আমি এতটুকুও জানতাম না যে, ফরজ গোসল কীভাবে আদায় হয়! পবিত্র রমজান মাসে বড় বড় গুনাহগার লোকেরাও নিজেদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করিয়ে নিয়ে **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, কিন্তু শত আফসোসের কথা, আমি পবিত্র রমজান মাসেও বাজারে বাজারে ঘুরাফেরা করতে থাকতাম, আর কুদৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের কুৎসিৎ মনকে শান্তনা দিতাম। আমার ঈদ কাটত পার্কে, আর ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের মোবারক দিনটি কাটাতাম বাজারে বাজারে, বিনোদন কেন্দ্রে। বসন্ত কাল যখন আগমন করত, সারা রাত নিজের গ্রুপের সাথে বসন্ত উৎসব পালনকারীদের ন্যায় হলুদ পোশাকে সজ্জিত হয়ে নাচ-গান, র‍্যালী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে মেতে থাকতাম। **আল্লাহ্ তা'আলাকে** এমনভাবেই ভুলে গিয়েছিলাম যে, মাসের পর মাস মসজিদের দিকে মুখ করতাম না। আমার পিতা ছিলেন একজন পাক্কা নামাযী ও পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি লাখো উপদেশ দিতেন কিন্তু তা ছিল আমার কানের বাইরে। আমার গুনাহের মাত্রা এতই বেশি ছিল যে, কোন ব্যক্তি আমার সঙ্গ নিলে, সেও গুনাহে অভ্যস্থ হয়ে যেত। আমার এসব কুকর্মের কারণে আমি সকলের দৃষ্টিতে মন্দ লোক হিসাবে পরিগণিত ছিলাম। একদিন আমার মন হঠাৎ পাল্টে গেল। আর তা এভাবে যে, সেদিন মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন আশিকে রাসুল আমাকে নামাযের দাওয়াত দেন। আমি যেতে অস্বীকার করলাম, তিনি পুনরায় দাওয়াত দিলেন। এক প্রকার জোর করেই তিনি আমার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেলেন। নামায শেষ হওয়ার পর একজন ইসলামী ভাই দরস আরম্ভ করেন। আমিও তাতে যোগ দিলাম। দরসে আমি **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত ও মাগফিরাত সম্পর্কিত বর্ণনা শুনি। তাতে আমি একটু সাহস পেলাম। দরসের পরে ইসলামী ভাইয়েরা যখন আমাকে অত্যন্ত ভালবাসা সহকারে **নেকীর দাওয়াত** দেন, সাথে সাথে আমার মনের দুনিয়াটা উলট-পালট হয়ে যায়। কেননা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে প্রবেশ করার পর এটিই ছিল আমার জীবনে প্রথম অনুভূতি যে, আমার মত একজন জন-নিন্দিত লোককে এই প্রথম কেউ গভীর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করল। আমাকে যিনি **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেছিলেন সেই মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইটিকে আমি আমার গুনাহের কাহিনীগুলো একের পর এক বর্ণনা করতে থাকি। অতঃপর তিনি ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আমার মনের মাঝে এমন এক ভরসা সৃষ্টি করলেন যে, আমার মন স্থির হয়ে যায়। তিনি বললেন: না না ভাই, এখনও তাওবা করার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। **আল্লাহ্ তা'আলা** অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। এমনিভাবে আমি আমার বিগত সব গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম। আমার জীবনের এটিই প্রথম দিন ছিল, যে দিনটিতে আমি পুরো পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। অতঃপর বার্ষিক পরীক্ষার পর যখন ছুটি পেলাম, তখন ঐ আশিকে রাসুলের সাথে ফজরে মসজিদে যাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। সেখানে প্রায় ১২টা পর্যন্ত নামাযের মাস্আ'লা-মাসায়িলসহ সুন্নাত ইত্যাদি শিখার ও শিখানোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কিছু দিন পর শয়তান বড় এক কুমন্ত্রনা দিল। আমি এমন কিছু মুর্খ লোকের সাহচর্যে গেলাম যারা আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই মুবাল্লিগটির ব্যাপারে কুধারণা দিল। হায়! আমি আমার এই শুভাকাঙ্খী উদার ভাইটিকে দুশমন ও কুমতলবী লোক বলে মনে করে বসলাম। একজন আশিকে রাসুলের গীবত শোনার কারণে সৎসঙ্গ ত্যাগ করে প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত আবার মন্দ লোকদের সঙ্গদানে বন্দি ছিলাম। এ সময়টিতে আমি পুনরায় সেসব মন্দকাজ পুরোদমে আরম্ভ করে দিই। কিন্তু ছরকারে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গোলামী আমার ভাগ্যে লিখা হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার ভাগ্য আমার সাথে পুনরায় শুভাকাংখীর কাজ করল। তা এরূপ যে, একদা আমি ফ্যাক্টরি থেকে ছুটি নিয়ে ফিরছিলাম আর অভ্যাস বশতঃ লালসাপূর্ণ অহেতুক দৃষ্টির শিকার হয়ে, কুদৃষ্টির আপদে পড়ে, পথের লোকজনের সাথে এই সেই অশালীন গালিগালাজ করতে করতে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম সাদা পোশাক পরিহিত, সবুজ পাগড়ী সজ্জিত, লজ্জা অবনত দৃষ্টিসমৃদ্ধ আমার দিকে আসা এক আশিকে রাসুলকে। তাঁর চেহারায় তাকওয়ার নূর দেখে আমি নিজের গুনাহগুলো নিয়ে লজ্জিত হতে লাগলাম। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সাথে পরিচয় হল। পুনরায় আমি আস্তে আস্তে তাঁর সংস্পর্শে আসতে থাকি। এসব ইসলামী ভাইদের নামাযের প্রতি অবিচলতা ঈর্ষণীয়ই ছিল। **দা'ওয়াতে ইসলামী** সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নতুন সূত্রে সৃষ্টি হয়ে গেল। সেই ইসলামী ভাইটি আমাকে আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতেও সাথে নিয়ে যান। ইজতিমা হতে ফিরে আসার সময় আমার মাথায় সাদা একটি টুপি ছিল। পরে পাগড়ী শরীফও ব্যবহার করতে থাকি। আর এ বয়ান দেয়া কালে আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে কাফেলা কোর্স করছি।

মু'তারিফ হু গুনাহ করনে মে, কুয়ী চুহড়ি নেহী কাসার আক্বা
ফাঁস গেয়া হু গুনাহ কি দালদাল মে, হো করম শাহে বাহরুবর আক্বা
ম্যাঁয় গুনাহগার হু মগর কতাওবা, তেরী রহমত কি হে নজর আক্বা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৩৫০, ৩৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বারবার গুনাহে লিপ্ত হওয়া লোক অবশেষে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে সত্য পথে এসে গেলেন। নিঃসন্দেহে সকল গুনাহ্ই পরিত্যাজ্য। এ সবে কোন ধরনের মঙ্গল নেই। গুনাহ্ হতে বিরত থাকা লোকদের পরহেজগারী এবং নিজেদের ইবাদতের ব্যাপারে প্রশংসা পাওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষা সম্বলিত **'নেকীর দাওয়াত'**টি লক্ষ্য করুন।

যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **‘খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান’** এর ৬৭৩ পৃষ্ঠায় ২৭ পারার সূরা নাজমের ৩২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَ الۡفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الۡمَغۡفِرَۃِ ؕ ہُوَ اَعۡلَمُ بِکُمۡ اِذۡ اَنۡشَاَکُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ وَ اِذۡ اَنۡتُمۡ اَجِنَّۃٌ فِیۡ بُطُوۡنِ اُمَّہٰتِکُمۡ ۚ فَلَا تُزَکُّوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ ؕ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اتَّقٰی ﴿۳۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : “আর যারা বড় গুনাহ্ ও অশালীনতা থেকে বিরত থাকে, কিন্তু এতটুকু যে, গুনাহের কাছে যায়, আর ফিরে আসে, নিশ্চয় তোমাদের রবের মাগফিরাত সুপ্রশস্ত। তিনি তোমাদের ভাল করেই চিনেন। তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমরা যেহেতু তোমাদের মায়েদের পেটে (অন্তঃসত্তা অবস্থায়) ছিলে, সেহেতু তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলতে যেও না। তিনি ভালই জানেন কে পরহেজগার।”

পবিত্র আয়াতটির তাফসীর

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: গুনাহ এমন একটি আমল যা সম্পাদনকারী আযাবের শিকার হবে। গুনাহ অবশ্য দুই ধরনের। ছগীরা ও কবীরা। কবীরা হল যার শাস্তি কঠোর। কোন কোন ওলামায়ে কিরাম বলেছেন: ছগীরা হল সেই গুনাহ্ যার পরিণামে শাস্তির বাণী নেই, আর কবীরা হল সেই গুনাহ্ যার পরিণামে শাস্তির বাণী রয়েছে। অশ্লীলতা হল সেই গুনাহ যার পরিণামে শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। আয়াতে মোবারাকার এই অংশ ‘এতটুকু যে, গুনাহের কাছে যায়, আর ফিরে আসে’ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকার বরকতে এতটুকু তো এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যায়। আয়াতের এই অংশ ‘নিশ্চয় তোমাদের রবের মাগফিরাত সুপ্রশস্ত। তিনি তোমাদের ভাল করেই চিনেন’ এর টীকায় লিখেছেন: শানে নুযূল; ‘আয়াতটি সে সব লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়, যারা নেক আমল করত। আর নিজেদের নেক আমলের কথা বলাবলি করত। তারা বলত: আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের হজ্ব ইত্যাদি। আয়াতের এই অংশ ‘তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলতে যেও না’ এর টীকায় তিনি লিখেছেন: অর্থাৎ অহংকার ভরে নিজেদের নেক আমলগুলো বলাবলি করো না। কেননা; **আল্লাহ্ তা'আলা** আপন বান্দাদের অবস্থাদি ভাল করেই জানেন। তিনি তাদের সৃষ্টির শুরু হতে শেষ দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) সকল অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। উক্ত আয়াতে রিয়া (লোকদেখানো), আত্মপ্রশংসা ও আত্মগৌরবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

অবশ্য **আল্লাহ্ তা'আলার** নেয়ামতের বিপরীতে (শুকরিয়ার্থে) গৌরব এলে, প্রশংসা এলে এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদতের প্রতি আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতা মূলক আলোচনা করা হলে তা জায়েয। আয়াতটির এই অংশ 'তিনি ভালই জানেন কে পরহেজগার' এর টীকায় তিনি লিখেছেন: আর তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট। তিনিই প্রতিদান দাতা। অতএব অন্যের কাছে প্রকাশ করাতে, নাম কুড়ানোতে কী লাভ! (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৪০, ৮৪১ পৃষ্ঠা)

সব চেয়ে প্রিয় আমল

খাস্'আম গোত্রের এক ব্যক্তি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। আরয করল: 'আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি **আল্লাহ্র** রাসুল হওয়ার দাবী করছেন'! ইরশাদ করলেন: 'হ্যাঁ'। লোকটি বলল: **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছে সব চেয়ে প্রিয় আমল কোন্‌টি? ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ্ তা'আলার** উপর ঈমান আনা। লোকাটি আবেদন করল: তার পর কোন্‌টি? ইরশাদ করলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা)। লোকটি আবার জানতে চাইল: তার পর কোনটি? ইরশাদ করেছেন: সৎকাজের প্রতি আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৪৫৪। মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮০৪)

হে কাবা! তোমার পরিবেশটাই যে কী চমৎকার!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ আমল হল ঈমান। আর সমস্ত নেক আমলের সর্বশেষ উপকারিতাও এই ঈমান সহকারে পরিসমাপ্তির সাথেই শর্তযুক্ত। যেমন; বুখারী শরীফে রয়েছে: "اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ অর্থাৎ- সকল আমল শেষ অবস্থার উপরই নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, হাদীস: ৬৬০৭) যে ব্যক্তি মুসলমান, নিঃসন্দেহে সে বড়ই সৌভাগ্যবান। মুসলমান হওয়ার ফযীলতের কথাই বা কী বলব। **শাহানশাহে মদীনা, করারে কলব ও সীনা, ফয়যে গঞ্জিনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন: "তুমি স্বয়ং এবং তোমার পরিবেশটা কি যে চমৎকার! তুমি যে কত মহীয়ান! কী যে তোমার সম্মান ও মর্যাদা! সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের হাতে **আমি মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবন, **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট মুমিনের জান, মাল এবং তার ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখার (মত) সম্মান, তোমার মর্যাদার চাইতেও অধিকতর।" (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৩২) যে বদনসীব ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত, আখিরাতে তার কোন মঙ্গল ও শান্তি লাভ হবে না। সে সর্বদা জাহান্নামের শাস্তির শিকার হয়ে থাকবে। জাহান্নামের অবস্থা পড়ুন এবং ভয়ে ভীত হোন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

জাহান্নামের হৃদয়বিদারক অবস্থা

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল’ কিতাবের প্রথম খন্ডের ৯৭ ও ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা কা’বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ (সুপ্রসিদ্ধ তাবেঈ) কে বলেন: হে কা’ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আমাকে কিছু ভয়ের কথা শোনান। হযরত সায়্যিদুনা কাআব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আদেশ রক্ষা করতে গিয়ে বলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি কিয়ামতের দিন সত্তর জন নবীর আমল নিয়েও আসেন, তা সত্ত্বেও হাশরের দিনের অবস্থা দেখে এ সবকিছু আপনার দৃষ্টিতে সামান্য বলেই মনে হবে! এ কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে রাখলেন। যখন হুঁশ ফিরে পেলেন বললেন: হে কাআব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! একটি ষাঁড়ের নাসারন্ধ্র (নাকের একটি ছিদ্র) পরিমাণ অংশ যদি জাহান্নাম থেকে পূর্ব দিকে খুলে দেওয়া হয়, তাহলে তার তাপের কারণে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানকারী লোকের মগজ বিগলিত হয়ে টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এ কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে থাকেন। অতঃপর হুঁশ ফিরে পেলে তিনি বললেন: হে কা’ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আরো কিছু শুনান। তিনি বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! কিয়ামতের দিন জাহান্নাম এমনভাবে গর্জন করবে যে, কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা মুরসল নবী (রাসুল) এমন হবেন না যারা নিজ হাঁটুর উপর ভরকরে বসে পড়ে এটা বলবে না যে: ‘ইয়া রব! নফসী! নফসী! (অর্থাৎ হে আমার রব! আমি তোমার কাছে নিজের ব্যাপারে ফরিয়াদ করছি)। হযরত সায়্যিদুনা কা’বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরও বললেন: যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন **আল্লাহ্ তা’আলা** পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষদেরকে একই ময়দানে একত্রিত করবেন। অতঃপর ফেরেশতা নাযিল হয়ে সারি বানিয়ে দিবেন। তারপর **আল্লাহ্ তা’আলা** ইরশাদ করবেন: “হে জিবরাঈল! জাহান্নামকে নিয়ে আস।” তখন জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام জাহান্নামকে এমনভাবে নিয়ে আসবেন যে, সেটির সত্তর হাজার লাগামকে ধরে টানা হচ্ছে। পরে জাহান্নাম যখন সৃষ্টিকুল হতে একশত বছরের দূরত্বে আসবে, তখন এমন বিকট আওয়াজে গর্জে উঠবে যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকবে। দ্বিতীয় বার যখন গর্জে উঠবে, তখন সকল নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও নবী-রাসুল হাঁটুতে ভর করে পড়ে যাবেন। অতঃপর যখন তৃতীয় বার গর্জন করবে, তখন মানবকুলের কলিজা কণ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে। মন আতঙ্কিত হয়ে যাবে। এমনকি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلَیۡہِ السَّلَام আরজ করবেন: ‘হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার খলীল (বন্ধু) হওয়ার সুবাদে কেবল নিজের জন্য ফরিয়াদ করছি।’

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام আরজ করবেন: 'হে **আল্লাহ্**! আমি আমার মুনাজাত কেবল নিজের জন্যই করছি।' হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام আরজ করবেন: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে মর্যাদা দান করেছ, সেই সুবাদে আমি কেবল আমার নিজের জন্য তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি। সেই মরিয়মের জন্যও কোন ফরিয়াদ করছি না যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন।' (আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনাটি থেকে জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যেতে পারে। রিওয়ায়াতটিতে নবীগণের আতঙ্কের দিকটিও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব নবীগণ অবশ্যই মাসূম বা নিষ্পাপ, আর রিওয়ায়তে বর্ণিত অবস্থা কিয়ামতের অংশবিশেষই হয়ে থাকবে। বাস্তবে হাশরের মাঠে এসব নবীগণের কোন কষ্টই হবে না বরং তাঁরা **আল্লাহ্ তা'আলা**র অনুমতি সাপেক্ষে মানুষের জন্য মাগফিরাতের সুপারিশই করবেন আর তাঁরা সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মুঝে না'রে দোযখ ছে ডর লাগ রাহা হে, হো মুঝ নাতোওয়া পর করম ইয়া ইলাহী।
জ্বালা দেয় না মুঝকো কাহি না'রে দোযখ, করম বেহরে শাহে উমাম ইয়া ইলাহী।
তু আত্তার কো বে'সবব বখ্‌শ মাওলা, করম কর করম কর করম ইয়া ইলাহী।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৮২, ৮৩)

চুপ থাকার চেয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া উত্তম

মুখের কথার আপদ অসংখ্য। তা থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা হল মুখে কুফ্‌লে মদীনা (মাদানী তালা) লাগানো। অর্থাৎ চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। অবশ্য যে ব্যক্তি কথাবার্তার ভুল হতে বাঁচতে জানে, শরীয়াতের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী কথা বলার নিয়ম-কানুন জানা রয়েছে, তার জন্য নেকীর দাওয়াত দেয়া চুপ হয়ে থাকার চাইতেও অধিক উত্তম। যেমন; **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যদি 'اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهِىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ' করে থাক অর্থাৎ সৎকাজে আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখ, তাহলে তা চুপ হয়ে থাকার চেয়েও উত্তম।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫৭৮)

সাওয়াব লাভের আশা

হযরত সায়্যিদুনা আবুদ দারদা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: 'আমি অন্যদেরকে সৎকাজে নির্দেশ দিয়ে থাকি, অথচ নিজে সে কাজটি করি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র কাছ থেকে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখি।' (কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা, সংখ্যা : ৮৪৩৮) অর্থাৎ আমি যখন কোন লোককে কোন নেক কাজ করার নির্দেশ দিই, তখনই আমি এর প্রতিদান পেয়ে গেছি। যদিও সে কাজটি আমি নিজেই না করে থাকি।

কবরে আলোর পাথেয়

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন: "কল্যাণের কথা নিজেও শিখে এবং অন্যদেরকেও শিখাও। আমি কল্যাণের শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীদের কবরকে আলোকময় করব যাতে তাদের কোন ধরনের ভয় হয় না।" (হুলিয়াতুল আউলিয়া। ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫, হাদীস: ৭৬২২)

আল্লাহ্ তা'আলা চান তো মুবাল্লিগদের কবরগুলো ঝলমল করতে থাকবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত রিওয়ায়াত থেকে নেক আমলের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের সাওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে জানা গেল। সুন্নাতে ভরা বয়ানকারী, দরস দানকারী ও শ্রোতামন্ডলীর কথা তো বলাই বাহুল্য। **আল্লাহ্ তা'আলা** চান তো তাঁদের কবরগুলো ভিতর থেকে ঝলমল করতে থাকবে আর তাঁদের কোন প্রকারের আতঙ্ক গ্রাস করবে না। **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে **নেকীর দাওয়াত** দানকারীদের, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের, ফিক্রে মদীনা করে **মাদানী ইন্'আমাতের** রিসালা পূরণে উদ্বুদ্ধকারীদের, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আহ্বানকারীদের সহ সকল মুবাল্লিগদের, **নেকীর দাওয়াতে** এগিয়ে আসা লোকদের কবরগুলোও اِنۡ شَآءَ الله **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় নরুন আ'লা নূর হয়ে থাকবে (অর্থাৎ নূরে ঝলমল করতে থাকবে)।

কবর মে লেহরায়েঙ্গে তা হাশর চশ্‌মে নুর কে
জ্বলওয়া ফরমা হুগী জব তালা'আত রাসুলুল্লাহ কি। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে রাসুলের আশেকরা! জাগ্রত হোন। **মাহবুবে খোদা, মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ঝলমল করা স্বীয় নূরানী চেহারা মোবারক সহকারে মুমিনদের কবরগুলোতে তাশরীফ রাখবেন; তখন তো কেবল নূরের খেলাই চলবে। আর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত কবরে নূরের ঝরনা প্রবাহমান থাকবে।

আন্দেরে ঘুপ আন্দেরা হ্যায় শাহা ওয়াহশাত কা ডেরা হ্যায়
করম ছে কবর মে তুম আওগে তো রৌশনি হুগী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ২৮০)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

রোগী, চিকিৎসক হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। লোকেরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিল। তাঁর মুহাব্বতকারী এক মন্ত্রী আলী বিন ঈসা'র আবেদনের প্রেক্ষিতে বাগদাদের খলীফা রাজ দরবারের প্রধান খ্রীষ্টান চিকিৎসককে (সার্জন) তাঁর চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি অত্যন্ত যত্নবান হয়ে চিকিৎসা করলেন। কিন্তু কোন উপকার হল না। একদা সার্জনটি বললেন: হে শিবলী! আমি যদি এ কথা জানতে পারতাম যে, আমারই শরীরের কোন অংশে আপনার চিকিৎসার ঔষধ রয়েছে, তাহলে আপনার জন্য আমার শরীরের সেই অংশ কেটে দিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করতাম না। হযরত সায়্যিদুনা শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: 'আমার ঔষধ রয়েছে আপনার শরীরের অংশ কাটার চাইতেও অধিকতর সহজ কিছুতে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সেটি কী? তুমি তোমার পৈতাটি কেটে ফেল আর ইসলাম গ্রহণ করে নাও। তাহলে **আল্লাহ্ তা'আলা** চান তো, আনন্দের আতিশয্যে আমার রোগ ভাল হয়ে যাবে।' সাথে সাথে ডাক্তার সাহেব তাঁর পৈতাটি কেটে ফেললেন এবং কুফর হতে তাওবা করে নিলেন। কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরোগ্য লাভ করে বিছানা হতে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাগদাদের খলীফার কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তিনি তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন: আমি তো ডাক্তার পাঠিয়েছিলাম একজন রোগীর কাছে। আমি তো জানতামই না যে, বাস্তবে একজন রোগীকেই কোন ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্ছি। (রূহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পৈতা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হিন্দুরা তাদের গলা ও বগলের মাঝখানে একটি ফিতা (জাতীয় দড়ি) পরে থাকে। সেটিকে পৈতা বলা হয়। অনুরূপ সেই রকম ফিতা (জাতীয় দড়ি) কিংবা শিকল বেঁধে থাকে খ্রীষ্টানরা, অগ্নিপূজারীরা এবং ইহুদীরাও তাদের কোমরে। সেটিকেও যুন্নার বা পৈতা বলা হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনা থেকে বুঝা গেল যে, আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى **নেকীর দাওয়াতে**র জন্য, মানুষের হেদায়তের জন্য এবং ইসলাম প্রচারের জন্য সদা তৎপর থাকতেন। কোন অমুসলিম কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়াতে তাঁরা এতই আনন্দিত হতেন যে, আনন্দের আতিশয্যে কখনও কখনও তাঁদের ভয়াবহ রোগও ভাল হয়ে যেত।

মুঝে তুম এ্যয়ছি দো হিম্মত আক্বা, দোঁ সবকো নেকী কি দাওয়াত আক্বা
বানা দো মুঝকো ভী নেক খাস্লত, নবীয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

খলীফা সোলায়মান কান্নায় ঢলে পড়লেন

দামেশকের উমাইয়া খলীফা সোলায়মান বিন আবদুল মালেক অত্যন্ত প্রভাবশালী বাদশাহ ছিলেন। একবার তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সায়্যিদুনা ইমাম তাউস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে তাঁর দরবারে তলব করেন। তিনিও সুযোগ পেয়ে **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জানেন, সব চাইতে অধিক শাস্তি কার হবে? খলীফা বললেন: আপনিই বলুন। তখন তিনি নিচের হাদীস শরীফটি পড়ে শুনালেন : "**আল্লাহ্ তা'আলা** যে ব্যক্তিকে তাঁর রাজ্যের রাজত্ব দান করেছেন, সেই ব্যক্তি যদি অত্যাচারের পথ বেছে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে সব চেয়ে অধিক শাস্তি দেওয়া হবে।" এ কথা শুনে খলীফা **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন আর অজোর নয়নে কান্না শুরু করে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে তিনি সিংহাসনেই লুটিয়ে পড়লেন। দরবারের সমস্ত সভাসদবর্গ তাঁকে এ অবস্থায় রেখে চলে গেল।

(মুস্তাতরাফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৯)

অধীনস্থদের ব্যাপারে সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনাটি থেকে বুঝা গেল যে, বয়ানের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি জন্য সেভাবে শ্রোতাদেরকে এক মনে এক ধ্যানে শুনতে হবে, অনুরূপভাবে মুবাল্লিগকেও আমলদার এবং ইখলাসের আদর্শে আদর্শবান হতে হবে, যে কোন ধরনের লোভ-লালসা থেকে পবিত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্দেশ্য হতে পবিত্র হওয়া অত্যাবশ্যক হবে। যেখানে এতদুভয় বিষয় একত্রিত হবে, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ সেখানে বয়ানের দ্বারা মানুষ প্রভাবান্বিত হবেই, আর যদি এতদুভয়ের যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বয়ান করে কোন ফল আক্বা করা কঠিন হয়ে যাবে। বর্ণনাটি থেকে এও বুঝা গেল যে, কোন বাদশাহও যদি অত্যাচার করে, তাহলে সেই বাদশাহও **আল্লাহ্ তা'আলার** দোযখের শাস্তির সব চেয়ে অধিক যোগ্য বিবেচিত হবে। যে সব ব্যক্তি নেতৃত্বের লালসা করে তারা একদিকে নিজেকে অত্যন্ত ভয়াবহ গভীর কূপে নিক্ষেপ করার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই বিষয়ে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুইটি বাণী শুনা যাক: (১) "যার উপর প্রজাদের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, সে যদি তাদের শুভ কামনা না করে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।" (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১৫০) (২) "তোমরা প্রত্যেকেই এক এক জন রক্ষক আর প্রত্যেকের কাছেই স্বীয় অধিনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। যাকে লোকজনের নেতা বানানো হয়েছে সে ব্যক্তি রক্ষক, তার কাছে তার অধিনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষরা নিজের পরিবার-পরিজনের রক্ষক, তার কাছে পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীগণ তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের রক্ষিকা, সেও তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিতা হবে। গোলাম বা দাস তার মুনিবের সম্পদের রক্ষক, তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শুনে রেখ! তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রক্ষক, আর প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে তার অধিনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৫৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

নেতৃত্ব পাওয়াতে কান্না

এবার আর একটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন। এটি নেতৃত্ব বিষয়ে খুবই শিক্ষামূলক। যেমন; 'তারিখুল খুলাফা'য় রয়েছে: আতা বিন আবি রাবাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: 'হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজীজ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সহধর্মিণী ফাতিমা বিনতে আবদুল মলিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আমাকে বললেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজীজ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে যখন খেলাফতের দায়িত্ব প্রদান করা হল, তখন তিনি ঘরে আগমন করেন। জায়নামাযে বসে কান্না আরম্ভ করে দিলেন। এরূপ কান্না করলেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক অশ্রুতে ভিজে গেল। আমি জানতে চাইলাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কেন কান্না করছেন? বললেন: হে ফাতিমা! মুসলমানদের শাসন, উন্নয়ন এবং তাদের দেখাশোনা করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করা হয়েছে। আমি ভাবছি ক্ষুধার্ত-উলঙ্গ, গরীব-দুঃখী, রুগ্ন-দুর্বল, বন্দী-মুসাফির, সন্তান-সন্ততি মোটকথা আমার সমস্ত প্রজাদের, সকল বিপদগ্রস্তদের খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়াদি নিয়ে ভাবছি, আর চিন্তা করছি যে, কখনো আবার **আল্লাহ্ তা'আলা** যদি তাদের যে কোন একজনের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আর আমি যদি যথাযথ জবাব দিতে না পারি, তাহলে আমার কী অবস্থা হবে? আমি এ কথা ভেবেই কান্না করছি।' (তারিখুল খুলাফা, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

আঙ্গুর ভক্ষণেও ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল তো নেতৃত্বের মাধ্যমে ধন-সম্পদ ও মর্যাদা অর্জন করা হয়ে থাকে। কিন্তু **আল্লাহ্ তা'আলার** নেক্‌কার বান্দাদের অবস্থা এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব ব্যাপারে **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কান্না করতে করতে তাঁরা বেহুশ হয়ে পড়েন। তাঁরা ভয়ে ভয়ে পা ফেলেন, আর প্রতিটি বিষয়ে ভয় করেন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আওন বিন মুআম্মার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: 'একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজীজ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর সহধর্মিণীকে বললেন: ফাতিমা! তোমার কাছে একটি দিরহাম থাকলে, আমাকে দাও। আজ আমার আঙ্গুর খেতে মন চাচ্ছে। তিনি বললেন: আমার কাছে দিরহাম কোথায়? আমীরুল মুমিনীন হয়েও আপনি কি একটি দিরহামের মর্যাদাও রাখেন না? (অস্থির হয়ে) বললেন: কাল জাহান্নামের শিকল পরিধান করার চাইতে আজ আমার পক্ষে আঙ্গুর না খাওয়াই অতি সহজ।' (তারিখুল খুলাফা, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আঙ্গুরের হিসাব, আখিরাতের ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজীজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খোদাভীতির প্রতি শত মারহাবা। আঙ্গুর নিঃসন্দেহে হালাল ও পবিত্র, কিন্তু তা **আল্লাহ্ তা'আলারই** নেয়ামত, আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নেয়ামতেরই হিসাব দিতে হবে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আখিরাতের ভয়ের কারণে আঙ্গুর খাওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। হায়! আজ আমারা একের পর এক মজাদার নেয়ামত খেয়ে থাকি, অসংখ্য নেয়ামত ব্যবহার করে থাকি, আরও অনেক উন্নত উন্নত নেয়ামতের লালসায় লিপ্ত থাকি। উন্নত অট্টালিকাও যথেষ্ট বলে মনে হয় না। বড় বড় বাংলো (ফ্লাট) অর্জনে ব্যস্ত থাকি। অথচ ৩০ পারার সূরা তাকাছুরের শেষ আয়াতে **আল্লাহ্**ভীতির কথা বলা হয়েছে। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ১১১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ یَوْمَىٕذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۠﴿۸﴾

(পারা-৩০, সূরা- তাকাসুর, আয়াত-৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "অতঃপর নিঃসন্দেহে সে দিন তোমাদেরকে নেয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে ৩টি হাদীস

(১) ইকরামা বলেন: এ আয়াতটি নাযিল হলে, "সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমারা এত কী নেয়ামত ভোগ করি? আমারা যবের রুটি যে খাই তাও তো আধাপেট! ওহী এল : তোমরা কি জুতো পরনা? ঠান্ডা পানি পান কর না? এগুলোও তো নেয়ামত।" (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৬১৩ পৃষ্ঠা)

(২) শেরে খোদা মুশকিল-কুশা মাওলা আলী মুর্তযা کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم আয়াতটির তাফসীরে বলেন: "কোন ব্যক্তি গমের রুটি খেল আর ফোরাতের ঠান্ডা পানি পান করল এবং তার যদি থাকার জন্য একটি ঘরও থেকে থাকে, তাহলে এসব এমন নেয়ামত, যেগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (প্রাগুক্ত, ৬১২ পৃষ্ঠা)

(৩) প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুজাহিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন: "পৃথিবীর যেসব জিনিসে স্বাদ রয়েছে আয়াতটি দ্বারা সেসব জিনিসই উদ্দেশ্য। (প্রাগুক্ত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

সূরা তাকাছুরের উক্ত সর্বশেষ আয়াতটি সম্পর্কে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** যে তোমাদেরকে অবস্থাসম্পন্ন করেছিলেন, নিরাপদে রেখেছিলেন, ধন-সম্পদ দান করেছিলেন যেসব দিয়ে তোমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন স্বাদ পেয়ে থাকতে, সেসব সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হবে; এসব কিছু তোমরা কিসে ব্যয় করেছ? তোমরা কি এসবের শুকরিয়া আদায় করেছ? এবং শুকরিয়া না করার জন্য শাস্তি হবে।

নেয়ামতের দুইটি প্রকার এবং আখিরাতের জিজ্ঞাসাবাদ

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه সূরা তাকাছুরের উক্ত সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে কৃত তাফসীরে এও বলেছেন: 'উপার্জিত নেয়ামত (অর্থাৎ কষ্টের মাধ্যমে উপার্জন করা নেয়ামতরাজি যেমন; মিষ্টিদ্রব্য, সুস্বাদু খাদ্য, ঠান্ডা পানীয়, উন্নত পোশাক, ধন-দৌলত, রাজত্ব ইত্যাদি) সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। (১) কোথা হতে অর্জন করেছিলে? (২) কোথায় ব্যয় করেছিলে? (৩) এসবের কি শুকরিয়া আদায় করেছিলে? প্রাপ্ত নেয়ামত (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** প্রদত্ত সেসব নেয়ামত যেগুলোতে বান্দার কষ্টের কোন বিষয় নেই, যেমন; চাঁদ, সূর্য, হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি) সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন করা হবে। (১) এসব কোথায় ব্যয় করেছিলে? (২) এসবের কি শুকরিয়া আদায় করেছিলে? (নূরুল ইরফান, ৯৬৬ পৃষ্ঠা)

আহ্! কত উন্নতমানের খাবার!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই বড়ই ভয়ের কথা। আজকাল আমারা উন্নত মানের খাবার ও নেয়ামতের লালসায় মেতে উঠেছি। অথচ কবরে কীট-পতঙ্গদের খাদ্য হবার এবং আখিরাতের হিসাব-নিকাশে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কার কথা একেবারেই ভুলে আছি। আমারা চাই ভাল ভাল ও মজার মজার খাবার, আবার টাটকাও। উন্নমানের খাবার একে তো স্বয়ং নেয়ামতই। তার উপর সেটি টাটকা বা গরম হওয়া যে আরেকটি নেয়ামত। চা তো কেবল চা-ই, তাতে রয়েছে দুধ, চা-পাতা, মিষ্টি ইত্যাদি তা আবার হয়ে থাকে গরমও। এভাবে আমাদের এক কাপ চাও কয়েকটি নেয়ামতেরই সমষ্টি হয়ে যায়। অনুরূপ হালুয়া, পুরি, পীজা, পরাটা, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার, তাজা তাজা ফল, শুকনো ফল (ড্রাই ফুড), সুস্বাদু ফালুদা, সুপেয় শীতল সুমিষ্ট পানীয়, বাদাম-পোস্তা-খোরমা দেওয়া পায়েস, শীতল পানীয়র বোতল (কোল্ড ড্রিংকস), আনাসক্রীম, মাখন, মালাই, পনীর, কাষ্টার্ড, কাবাব, চমুছা, গরম গরম পিঠা, তেলে ভাজা মাছ, তেলে ভাজা মাংস, তন্দুরে ঝলসানো রানের মাংস, চিকেন ফ্রাই, শিখ কাবাব, বার্গার, নাম না জানা আরও কত যে খাবার আমাদের লোভী জিহ্বা লালসা করে আর গলধকরণ করে তার সীমা নেই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

উল্লেখিত সব ধরনেরই খাবার যদিও হালাল, কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে এবং সকল নেয়ামত সম্পর্কে আখিরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হায়! আমাদের খাবার-দাবার যদি আমাদের আয়ত্বে এসে যেত। আমারা যদি ভাল ভাল নিয়্যত না করে থাকি তবে কেবল আনন্দলাভ ও মজা উপভোগ করার উদ্দেশ্যে খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করে নিতে পারতাম!

সম্পদের লোভীরা একটু ভাবুন

ক্ষণিকের স্বাদ গ্রহণের বিপরীতে আমারা কত বড় বিপদ ডেকে আনছি! নিচের বর্ণনাটি থেকে তা বুঝার চেষ্টা করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘মিনহাজুল আবেদীন’ কিতাবের ১৪১ পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ‘বর্ণনায় রয়েছে, ছকরাতের (মৃত্যুযন্ত্রণা) কঠোরতা পার্থিব স্বাদসগুলোর অনুপাতে হবে। অতএব, যে ব্যক্তি বেশি পরিমাণে স্বাদ উপভোগ করেছে মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাও তার বেশি হবে।’

(মিনহাজুল আবেদীন, ৯৪ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুকালীন কঠোর পরিস্থিতির নমুনা

মৃত্যুকালীন কঠোর পরিস্থিতির নমুনা দেখুন। হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেছেন: ‘মৃত্যুর ভয়াবহতা দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন ভয়াবহতা হতে অধিক ভয়ঙ্কর। এর কঠোরতা করাত দিয়ে চিরার চেয়ে, কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়ে এবং গরম ডেকসিতে দগ্ধ করার চেয়েও অধিক। কোন মৃত ব্যক্তি যদি জীবিত হয়ে মৃত্যুর কঠোরতা ও ভয়াবহতার কথা লোকদের জানিয়ে দিত, তাহলে তাদের আহার-নিদ্রা, আরাম-আয়েশ সবই বন্ধ হয়ে যেত।’ (শরহুস সুদূর, ২৩ পৃষ্ঠা)

কাশ্! কেহ ম্যায় দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হুতা,
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হুতা।
জা কুনী কি তাকলীফী জবেহ ছে হ্যায় বাড় কর কাশ্!
মুরগ বন কে ত্যায়বা মে জবেহ হু গেয়া হুতা।
আহ্! কছরতে ইছইয়া হায়! খওফে দোযখ কা,
কাশ্! ইস্ জাহা কা ম্যায় না বশর বনা হুতা।
শোর উঠা ইয়ে মাহশার মে খুল্দ মে গিয়া আত্তার,
গর না ওহ বাঁচাতে তো না'র মে গেয়া হুতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৬-২৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেয়ামতের হিসাব নেওয়া সম্পর্কিত ৯টি হৃদয় কাঁপানো হাদীস

ক্ষণিকের স্বাদ ও মজা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ বাড়াবার জন্য এবং পার্থিব নেয়ামতের কারণ স্বরূপ আখিরাতের হিসাব-নিকাশ হতে নিজের মাঝে ভয় সৃষ্টি হবার জন্য হৃদয় কাঁপানো ৯টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন।

(১) "যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** নিজের বান্দাদের থেকে একজনকে ডেকে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করাবেন, আর বান্দাটির মান-মর্যাদা সম্পর্কে ঐরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যেরূপ তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

(আল মুজামুল আওসত, ১ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৮)

(২) "বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাকে বলা হবে, পদক্ষেপটি সে কী কারণে দিয়েছিল?" (তারিখে দামেশক, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)

(৩) "কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে, আমি কি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানীয় দান করিনি? (তুমি সেগুলোর হক আদায় করেছিলে কি?)" (আল মুস্তাদরিক, ৫ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭২৮৫)

(৪) "মুনিবকে ও তার দাসকে নিয়ে আসা হবে। নিয়ে আসা হবে স্বামী ও স্ত্রীকে। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ হবে। এমনকি পুরুষটিকে বলা হবে তুমি অমুক অমুক দিন খুব মজা করে পানি পান করেছিলে, আর স্বামীকে বলা হবে মেয়েটিকে আরও অনেকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। তুমিও কিন্তু একেই বিয়ে করতে চেয়েছিলে। আমি তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে তোমার সাথে এর বিয়ে মঞ্জুর করেছিলাম। (তোমরা কি এসব নেয়ামতের হক আদায় করেছ?)" (মাজমায়ায যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ৬৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৩৯)

(৫) "কিয়ামতের দিন মুমিনের প্রতিটি আমলের জিজ্ঞাসাবাদ হবে। এমনকি তার চোখে সুরমা দেওয়া নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

(৬) "বান্দা যা ভাষণ দিয়ে থাকে (অর্থাৎ ওয়াজ করে ও বক্তব্য দেয়) সে সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, এ দ্বারা তার কী উদ্দেশ্য ছিল?" (আছ ছিমতু মাআ মউসূআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৪) (মুবাল্লিগগণ ও বক্তাগণ একটু দৃষ্টি দিন। ভাষণের উদ্দেশ্য কি **নেকীর দাওয়াত** দেওয়াই ছিল না কি প্রশংসা পাওয়া ও বাহ্বা কুড়ানোই ছিল? না কি প্রসিদ্ধি লাভের জন্য বা সম্পদ লাভের জন্য ছিল?)

(৭) "যে ব্যক্তি কোন কিছুর প্রতি আহ্বান করে কিয়ামতের দিন তাকে তার আহ্বানের সাথে উঠানো হবে। কেবল মাত্র একজনকেই আহ্বান করে থাকুক না কেন।" (ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৮) (এই রিওয়ায়তটিতে ইখলাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন: **নেকীর দাওয়াত** কি কেবল **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই করেছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? **ইনফিরাদি কৌশিশ**কারী মুবাল্লিগরাও লক্ষ্য করুন)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(৮) "সেই মহান সত্তার কসম যাঁর কুদরতের হাতে আমার জীবন, কিয়ামতের ময়দানে তোমরা যেসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের শিকার হবে তা হল, শীতল ছায়া, উন্নত খেজুর আর ঠান্ডা পানি।" (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩, হাদীস: ২৩৮৬)

(৯) "কিয়ামতের দিন রাজা-প্রজা সবাই বাসনা করবে, হায়! দুনিয়াতে আমার যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত খাবার না থাকত। (অর্থাৎ এতই কম যা দিয়ে কেবল প্রাণে বেঁচে থাকা যায়)।"(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৪)

যত সম্পদ তত আপদ

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমীরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: 'সম্পদ যত বেশি হবে, হিসাবও তত বেশিই হবে।' (আল বুদূরুস সাফিরা ফি উমূরিল আখিরাহ্, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: 'কিয়ামতের দিন এক দিরহামের মালিকের চেয়ে দুই দিরহামের মালিকের জিজ্ঞাসাবাদ কঠিন হবে।'

(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯৭)

(৩) "প্রসিদ্ধ তাবেঈ সায়্যিদুনা মুআবিয়া বিন কুররা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: 'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ হবে সুস্থ ও স্বচ্ছল ব্যক্তির।' (তারিখে মদীনা দামেশক, ৫৯তম খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা, কেহ না লে মুঝছে হিসাব
বখ্‌শ বে'পুছে লাজায় কো লাজানা কিয়া হ্যায়। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত পংক্তিটিতে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে ফরিয়াদ করছেন, '**হে আল্লাহ!** তোমার কাছে তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জা ও হায়ার উসিলা নিলাম! কিয়ামতের ময়দানে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিও। আমি আমার গুনাহের জন্য পূর্ব হতেই লজ্জিত। হে **আল্লাহ্**! আমার আমলের হিসাব নিয়ে আমাকে দ্বিতীয় বার লজ্জা দিও না।

ইমতিহাঁ কে কাহা কাবিল হো মে পেয়ারে আল্লাহ
বে সবব বখ্‌শ দে মাওলা তেরা কিয়া জাতা হ্যায়। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ বৎসর যাবৎ হিসাব-নিকাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের হিসাব-নিকাশের বিষয়টি বড়ই কঠিন। শিক্ষামূলক একটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। শুনুন আর কান্না করতে থাকুন। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমার বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "উম্মতের শুভাকাঙ্ক্ষী, **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে সদা আতঙ্কিত,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

জান্নাতের অধিবাসীদের সর্দার আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ওফাতে মর্মাহত হওয়ার পর তাঁর জীবনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য আমার খুবই ইচ্ছা হল। একদিন আমি স্বপ্নে একটি মহল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: এটি কার? ফেরেশতারা বলল: এটি হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর। এতক্ষণে **হুজুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উজির জান্নাতবাসীদের সর্দার, হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এমন অবস্থায় সেই মহল হতে বের হলেন যে, তাঁর গায়ে কেবল একটি চাদরই ছিল। তিনি যেন এই মাত্রই গোসল করেছেন। আমি জানতে চাইলাম: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ-**আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? জবাবে তিনি বললেন: ভালই ব্যবহার করেছেন। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের নিকট হতে আমি বিদায় নিয়েছি কতদিন হল? আমি জবাব দিলাম: বার বৎসর। তিনি বললেন: এতদিন পরেই আমি হিসাব-নিকাশ হতে মুক্তি পেলাম। (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৪৪তম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাব মাগফিরাত হোক।**

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তু বেহিসাব বখ্‌শ কেহ হ্যায় বেশুমার জুরম
দেতাহু ওয়াসেতা তুজে শাহে হিজায কা। (যওকে না'ত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবাদের মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী সাহাবীর কিয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশের অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আদল ও ইনসাফের মহান আদর্শ, পরহেজগারদের অগ্রণী, মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর উক্ত ঘটনাটি আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষা দেয়। আক্বারায়ে মুবাশশারার উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যিনি ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দের মাঝে সর্বাধিক সম্পদশালী। তাঁর সমস্ত সম্পদ নিঃসন্দেহে হালাল ছিল, আর সম্পদের আধিক্য তাঁকে উদাসীন না করে বরং **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে অধিক ভীত করে তোলে। তাঁর কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের ঘটনাও এক শিক্ষণীয় বিষয়। শুনুন, একবার **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দের নিকট তাশরিফ আনেন আর ইরশাদ করেছেন: “হে মুহাম্মদের সাহাবারা! আজ রাতে **আল্লাহ্ তা'আলা** জান্নাতে তোমাদের মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে এবং আমার স্থান হতে কার স্থান কত দূরত্বে সেসব কিছু আমাকে দেখিয়েছেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

এরপর **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামগণের স্থান ও মর্যাদাসমূহ এক এক করে বর্ণনা করার পর হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: (হে আবদুর রহমান) আমি দেখলাম যে, তুমি আমার নিকট হতে অনেক দূরে চলে গেছ। এমনকি আমি তোমার সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার ভয় করছিলাম। অতঃপর কিছুক্ষণ পরে তুমি ঘর্মাক্ত শরীরে আমার নিকট এসে গেলে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করাতে তুমি আমাকে বলেছ: হিসাব-নিকাশের জন্য আটকানোর পর আমার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে দেওয়া হয় যে, সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছ? কোথায় ব্যয় করেছ? হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন: হযরত আবদুর রহমান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এ বর্ণনা শুনতেই কান্নায় ঢলে পড়েন। সাথে সাথে নিবেদন করেন: হে **আল্লাহ্**র রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! এই একশত উট যেগুলো পণ্যের সাথে আজ রাতে মিশর থেকে এসেছে আপনাকে স্বাক্ষী রেখে মদীনা শরীফের অভাবী ও এতিমদের জন্য সদকা করে দিলাম।" (তারিখে দামেশক, ৩৫তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬) হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা হযরত উম্মে সালেমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কাছে আরজ করলেন: আমার ভয় হয় যে, সম্পদের এই আধিক্য আখিরাতে আমাকে যেন আবার ধ্বংস করে না দেয়। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: তোমার সম্পদ **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাস্তায় ব্যয় করতে থাক। (ইস্তিআব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

সম্পদশালীদের জন্য ভাবনার বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ হালাল সম্পদের মালিকদের এবং নিজেদের হালাল সম্পদ উভয় হাতে **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের কিয়ামত দিবসের হৃদয় কাপানো হিসাব-নিকাশের কথা ভেবে সম্পদশালীদের বিশেষভাবে সজাগ হওয়া এবং কিয়ামতের বেহুশ করা ভয়াবহ অবস্থাকে ভয় করা উচিত, আর যেসব ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার লালসায় সম্পদ উপার্জন করে থাকে, এদিক সেদিক হাতড়াতে থাকে, সম্পদ বৃদ্ধি করার উপায়গুলোকে আরও নতুন আঙ্গিকে রূপ দিতে থাকে তাদের এই কর্মকান্ডের উপরও দ্বিতীয়বার ভেবে দেখা দরকার। আর যে ব্যবস্থাপনা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের জন্য উত্তম সেই পন্থাই গ্রহণ করা উচিত।

ধন-সম্পদ সম্পর্কিত ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ

হালাল সম্পদ উপার্জন করা মূলত: মুবাহ (অর্থাৎ এতে না আছে সাওয়াব না গুনাহ্)। নিয়্যত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন কোন লোক যদি এর ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়, তাহলে সে কোটিপতিই বা হোক না কেন সেই সম্পদ আখিরাতে তার জন্য কোন রূপ ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু মনে রাখবেন! নামের জন্য কেবল মুখে নিয়্যতের কতগুলো বাক্য বলে নেওয়াকেই নিয়্যত বলা যায় না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

নিয়্যত হল মনের দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্পেরই নাম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়্যত করছে, তার মনে এটি বিদ্যমান থাকবে, আমি অবশ্যই এ কাজটিই করব। ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিয়্যতের আগ্রহ সৃষ্টি করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: 'সম্পদ অর্জন করার, বর্জন করার, ব্যয় করার এবং সঞ্চয় করার পিছনে সহীহ (বিশুদ্ধ) নিয়্যত থাকা দরকার। এ কারণেই সম্পদ অর্জন করবে যেন ইবাদত করতে সাহায্য পাওয়া যায়, আর বর্জন করার ক্ষেত্রে 'যোহদ' বা পৃথিবীবিমুখতার নিয়্যত নিয়ে এবং একে তুচ্ছ মনে করেই বর্জন করবে। এই পন্থা গ্রহণ করলে সম্পদ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতির কারণ হবে না।' এই কারণেই আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুর্তুযা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: 'কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ হস্তগত করে নেয়, আর তার ইচ্ছা যদি হয় **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাহলে সে ব্যক্তি যাহেদ বা পৃথিবী মুখ। অপরদিকে কেউ যদি তার সমস্ত সম্পদ বর্জন করে, কিন্তু **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়্যত না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি যাহেদ বা পৃথিবীবিমুখ নয়। অতএব, আপনার সমস্ত কাজকর্ম ও ধন-সম্পদ কেবল **আল্লাহ্ তা'আলা**র ওয়াস্তেই হওয়া চাই। আর ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া চাই। ইবাদতের সাহায্যার্থে হওয়া চাই। যা ইবাদত হতে দূরে তা হল খাবার খাওয়া ও প্রস্রাব-পায়খানা করা। কিন্তু এ দুইটি কাজও ইবাদতের জন্য সহায়ক যদি এ উভয়টি দ্বারা আপনার উদ্দেশ্যে এটা হয় যে, ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জন করা এবং মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়া। তাহলে এ কাজও আপনার জন্য ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হবে। অনুরূপ যে সব বস্তু আপনাকে পার্থিব নিরাপত্তা দেয়, যেমন; জামা, পাজামা, বিছানা-পত্র ও বাসন ইত্যাদি, তাহলে এসব বস্তুর ব্যাপারেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নেওয়া উচিত। কেননা দ্বীন পালন করার ক্ষেত্রে এসব কিছুর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। আর যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত রয়েছে সে সব দিয়ে **আল্লাহ্ তা'আলা**র বান্দাদের উপকার সাধন করার নিয়্যত থাকতে হবে। যেমন; কোন ব্যক্তির যদি সে সবের প্রয়োজন হয়, যেন বাধা না দেয়। যে ব্যক্তি এরূপ আমল করবে, তাহলে সে সম্পদের সাপ (এখানে সম্পদকে সাপের সাথে তুলনা দেওয়া হল) থেকে তার (উপকারী অংশটি) বিধ্বংসী ঔষধটি যেন তুলে নিয়ে নিল এবং নিজেও (স্বয়ং সাপের) বিষ থেকে নিরাপদ রইল। এমন ব্যক্তিকে সম্পদের আধিক্য ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয় না। কিন্তু এ কাজটি সে ব্যক্তিই করতে পারে যে দ্বীনের উপর অটল থাকে, আর যার কাছে যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ধন-সম্পদ হতে বিরত থাকার শিক্ষা দিতে গিয়ে আরও বলেন: 'কোন অন্ধ ব্যক্তি যেমনি দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় পাহাড়পর্বতের উঁচু চূড়ায়, সাগরপাড়ে, কাঁটাদার পথে চলাফেরা করতে পারে না অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে ধন-সম্পদের বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাও অসম্ভব।'

(ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

পরহেজগার লোক ও বেশি বেশি দ্বীনের জ্ঞান যাদের রয়েছে, তারাই ইচ্ছা করলে ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেন। কেননা তারা তা শরীয়াতের তরিকা(পদ্ধতি) অনুযায়ী অর্জন করবে এবং শরীয়াত অনুযায়ী তারা তা ব্যবহার করতে পারবে, আর তারা ধন-সম্পদের বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

আহত হৃদয়ের বুযুর্গ ব্যক্তি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেছেন: কোন এক বুজুর্গ লোক কান্না করছিলেন। তাঁর চতুষ্পার্শে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা দুঃখ করে বলতে লাগল: **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার উপর রহমত করুন, কী ব্যাপার, আপনি কেন কান্না করছেন? তিনি বললেন: আমার মনে একটি আঘাত, যা **আল্লাহ্ তা'আলা**কে যারা ভয় করে তারা পেয়ে থাকে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: সে আঘাতটি কীভাবে হয়ে থাকে? বুযুর্গটি বললেন: সেই উপস্থিত হওয়ার ভয়ের আঘাত, যখন কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে হিসাব-নিকাশের জন্য পেশ করার আদেশ দেওয়া হবে। (ইহইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক।** اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আইব দুনিয়া মে তু'নে চুপায়ী, হাশর মে ভী না আব আঁচ আয়ে,
আহ্! নামা মেরা খুল রাহা হে, ইয়ে খোদা তুজছে মেরী দো'আ হে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘৃনা ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্ঞান বাড়ানোর জন্য, খাঁটি ইসলামী আকীদা হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার জন্য, শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, ঈমান বিধ্বংসকারী সন্দেহবাদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, অলসতার নিদ্রা ভঙ্গের জন্য, রূহানী স্বাদ ও আনন্দ পাওয়ার জন্য এবং নিজেকে সচ্চরিত্রবান মুসলমান বানানোর জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'** অর্জনের নিয়্যতে নিজের ঈমানকে হেফাজত করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকুন, নিয়মিত নামায আদায় করুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী জীবন গড়ুন, আর তাতে অটল থাকার জন্য প্রত্যহ ফিক্রে মদীনা করে **মাদানী ইন'আমাতে**র রিসালা পুরণ করতে থাকুন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আর প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করাতে থাকুন। নিয়মিত প্রতি মাসে কম করে হলেও তিন দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন, আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। চেচা ওয়াতানীর (জিলা: সাহিওয়াল, পাকিস্তান) কোন এক ইসলামী ভাই উদাসীনতার উপত্যকায় কাটানো নিজের জীবনের কিছু কাহিনী এভাবেই ব্যক্ত করেন। আমার জীবনটি কাটছিল পূর্ণ উদাসীনতায়। আমার বিরান হয়ে যাওয়া বাগানে পুনরায় হেদায়তের বাতাস বইতে লাগল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকানে রাসুলের বরকতপূর্ণ সংস্পর্শে। তাঁর **ইনফিরাদি কৌশিশ** আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাছাকাছি নিয়ে আসে। আমি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। প্রথম বার আমি সপ্তাহিক সুনতেভরা ইজতিমায় যোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বয়ান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। সব কিছুই আমার খুবই ভাল লেগেছে। কিন্তু ইজতিমায় যোগ দেওয়া এক ইসলামী ভাই যখন আবেগপূর্ণ একটি আওয়াজ দিয়ে **আল্লাহ্ তা'আলা**র জিকিরে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন মনের অজান্তে আমার হাসি পেয়ে বসে। লোকটি কি পাগলামি আরম্ভ করে দিল। **আল্লাহ্**র পানাহ! আমি এরূপ বোকামি সন্দেহে মগ্ন, এমন সময় হঠাৎ রূহানী এক আবেশ সৃষ্টি হয় যে, আমি নিজেও **আল্লাহ্ তা'আলা**র জিকিরে মশগুল হয়ে যাই। আমি এমনভাবে বেহুশ হয়ে গেলাম যে, আশে-পাশের খবরও আমার ছিল না। অন্তরে আশ্চর্য এক সুখানুভূতি ও আনন্দভাব সৃষ্টি হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! সেই যিকির ও দো'আর বরকতে আমার মন-মানসিকতায় এক ধরনের সুন্দর আবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করে আমি নামায ও সুন্নাতের সমুদ্রে ডুব দেই। আমি মুখে দাঁড়ি মোবারক আর মাথায় ইমামা (পাগড়ী) শরীফ সাজিয়ে নিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! রমজান শরীফে ইতেকাফির বরকত নেওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করি। বর্তমানে আমার আব্বাজানও মুখে দাঁড়ি রেখে দিয়েছেন। পরিবারের সবাই সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এটি লেখা পর্যন্ত আমি মাদানী ইন্'আমাতের খাদিম হিসেবে মাদানী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

ইছি মা'হোল নে আদ্না কো আ'লা কর দিয়া দেখো,
আন্দেরা হি আন্দেরা থা, উজালা কর দিয়া দেখো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

একজন নেক্কার বান্দার কারণে আশে-পাশের ১০০টি ঘর হতে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কথাটি সর্বদা মনে রাখবেন, আপনি যদি ধর্মীয় মর্যাদাবান লোক হয়ে থাকেন, তাহলে গম্ভীর হয়ে যান এবং সকলের সাথে খুব মিলেমিশে থাকুন। আপনার মর্যাদা ও পদ এমন যে, আপনার একটি মুখের মুচকি হাসি দিয়ে আগামী প্রজন্মের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন, আর আপনার একটি বারের অসন্তুষ্টি ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কোন প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে **আল্লাহ্**র পানাহ! গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। অতএব, মানুষের সাথে আপনি সর্বদা বিনয় ব্যবহার করবেন। তাদেরকে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন হবেন না। কে বলতে পারে হয়তঃ আপনার **ইনফিরাদি কৌশিশ** কারো পুরো বংশের সংশোধনের কারণ হতে পারে। এই মাত্র আপনি মাদানী বাহারে সেটি লক্ষ্য করলেন। যখন একটি মানুষের উপর কারো **ইনফিরাদি কৌশিশ** সফল হয়ে যায়, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه! পুরো পরিবারের লোকজনের মধ্যে সেটির একটি প্রভাব পড়ে। ভাল লোকের বরকতের কথাই বা কী বলব! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল'** কিতাবের ৮০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **সচ্চরিত্রের অবিসম্বাদিত আদর্শ, নবীগণের সর্দার, আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: **"আল্লাহ্ তা'আলা** কোন নেক মুসলমানের উসিলায় তার আশপাশের ১০০টি ঘর হতে বিপদ-আপদ দূরীভূত করে দেন। অতঃপর তিনি নিচের আয়াত শরীফটি তিলাওয়াত করেন:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর **আল্লাহ্** যদি এককে দিয়ে অপরকে প্রতিহত না করে থাকেন, তাহলে পৃথিবী অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

(পারা : ২, সূরা : আল বাকারা, আয়াত নম্বর : ২৫১)

(আল মুজামুল আওসত লিত তিবরানী, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৮০)

তু নেকো কা ফয়যান মাওলা আ'তা কর,
মু'আফ ফজল ছে মেরী হার এক খাথা কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তিনটি মাদানী ফিস

আল্লাহ্ওয়ালাদের **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার ধরনও সব থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিষয়ের উপর একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন। হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে একদা কোন সম্পদশালী ব্যক্তি খুব জোর করেই ভোজের আমন্ত্রন দিয়েছিলেন। তিনি বলেন: আমার এই তিনটি শর্ত যদি তুমি মেনে নাও, তাহলে **আল্লাহ্ তা'আলা** চান তো আসব। (১) আমি আমার ইচ্ছে মত স্থানেই বসব। (২) আমি যা ইচ্ছা তাই খাব, আর (৩) আমি যা বলব তা তোমাদের মানতে হবে। সেই সম্পদশালী লোকটি এই তিনটি শর্তই মেনে নিলেন। **আল্লাহ্**র ওলীকে দেখার জন্য অনেক লোক একত্রিত হল। অনেক খাবারের আয়োজন করা হল। যথাসময়ে হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাশরিফ আনলেন। এসেই যেখানে লোকজনের জুতোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরেছিল, তিনি সেখানেই বসে গেলেন। যেহেতু শর্ত ছিল যে 'আমি আমার ইচ্ছে মত স্থানেই বসব' তাই মেজবান কিছু বললেন না। খাবার যখন শুরু হল, লোকজন ভুনা মুরগির দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু **আল্লাহ্**র এই ওলী নিজের থলেতে হাত দিয়ে কিছু শুকনো রুটির টুকরো বের করলেন আর সেগুলো খেতে লাগলেন। যেহেতু এটাও শর্তের মধ্যে ছিল যে 'আমি যা ইচ্ছা তাই খাব' তাই এবারো মেজবান কিছুই বললেন না। খাবার যখন শেষ হয়ে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه গৃহকর্তাকে বললেন: 'একটি চুলা আন আর তাতে একটি তাবা রাখ'। যেই আদেশ সেই কাজ, চুলায় তাবা রাখা হল। আগুনের তাপে যখন তাবাটি লাল হয়ে লোহার কয়লায় পরিণত হল, তখন তিনি সেটিতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন! লোকজন তো অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: 'আমি আজকের খাবারে শুকনো রুটি খেয়েছি'। এ কথা বলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাবা থেকে নেমে গেলেন, আর উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে বললেন: 'আপনারাও একের পর এক এই তাবায় দাঁড়িয়ে এখন যা যা খেয়েছেন তার হিসাব দিন।' একথা শুনে সবার চিৎকার বের হয়ে গেল। তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল: 'হে আমাদের হুযুর! আপনি তো **আল্লাহ্**র ওলী, আর এটি হল আপনার কারামত। কোথায় লোহার গরম তাবা আর কোথায় আমাদের নাজুক পা! আমারা তো গুনাহগার দুনিয়াদার লোক।' তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: 'হে লোকেরা! সেই সময়ের কথা স্বরণ করুন! যখন সূর্য এক মাইল উপরে থাকবে, এখনতো সূর্য আমাদের কোটি মাইল উপরে, আর এখন সূর্যের পিঠই আমাদের দিকে, আর তখন সূর্যের মুখ হবে আমাদের দিকে। মাটিও হবে আগুনের। সেই দগ্ধ মাটির কথা স্বরণ করুন! আর এই উত্তপ্ত তাবার কথা ভাবুন। এই তাবাটি যা পার্থিব আগুন দ্বারা উত্তপ্ত হয়েছে। **আল্লাহ্**র কসম! এর তাপ কিয়ামতের ময়দানের আগুনের মাটির তাপের তুলনায় কিছুই না। সেই আগুনের জমিনের উপর আপনাদের সবাইকে দাঁড়াতে হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

৩০ পারার সূরা তাকাছুরের সর্বশেষ আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "অতঃপর নিঃসন্দেহে সেই দিন তোমাদের নিকট নেয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (পারা: ৩০, সূরা: আত তাকাছুর, আয়াত: ৮)

যখন এই পার্থিব তাপে উত্তপ্ত তাবার উপর দাঁড়িয়ে কেবল এক ওয়াক্তের খাবারের হিসাব দিতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে কাল কিয়ামতের দিন আপনাদের মাঝে এমন কী কারামত সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, তপ্ত ও দগ্ধ মাটির উপর দাঁড়িয়ে সারা জীবনের নেয়ামতসমূহের হিসাব দিয়ে আসবেন।" এই হৃদয় বিদারক বর্ণনাটি শুনে লোকেরা অঝোরে নয়নে কান্না করতে লাগল এবং গুনাহ হতে তাওবা করতে শুরু করে দিল। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ২২২ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! জব হিসাবে খান্দায়ে বেজা রুলায়ে,
চশ্‌মে গীরইয়ানে শফীয়ে মুরতাজা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! জব বেহে আঁখে হিসাবে জুরম মে,
উন তাবাচ্ছুম রাইজ হুঁঠো কি দো'আ কা সাথ হো। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কঠিণ শব্দাবলীর অর্থ: তাবাচ্ছুম রাইজ= মুচকি হাসি প্রদানকারী, খান্দায়ে বেজা= অঝথা হাসি, চশমে গীরইয়ানে= ক্রন্দনকারী, শফীয়ে মুরতাজা= শাফাআতকারী, যার থেকে আশাগুলো করা হয়।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হাদায়িকে বখশিশ শরীফের মুনাজাতে উল্লিখিত দ্বিতীয় পংক্তিটিতে ফরিয়াদ করা হয়েছে: "হে আল্লাহ! কিয়ামত দিবসে যখন আমার নাফরমানির হিসাব-নিকাশ আমাকে আতঙ্কিত করবে, আর আমার চোখ থেকে যখন অশ্রু ঝরতে থাকবে, হায়! তখন যদি **আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুচকি হাসি দেওয়া ঠোঁট মোবারকের দো'আয় আমাকেও শামিল করে নেয়।" প্রথম পংক্তিটিতে ফরিয়াদ করা হয়: "হে **আল্লাহ্**! কিয়ামতের দিন আমার অযথা হাসাহাসির হিসাব-নিকাশ যখন আমাকে কাঁদাবে, হায়! তখন শাফাআতে কুবরার তাজপরিহিত **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাঁর দিকে সকলের আশা-ভরসা চিরনিবদ্ধ থাকে, তিনি যেন উপস্থিত হয়ে আমার সুপারিশ করেন। হে **আল্লাহ্‌র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

হায়! ফির খান্দায়ে বেজা মেরে লব পর আয়া,
হায়! ফির ভুল গিয়া রাতো কা রুনা তেরা। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

হাশরের ভয়াবহ দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ওলীয়ে কামেল হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কী যে অভিনব পদ্ধতিতে আখিরাতের হিসাব-নিকাশ বিষয়ে '**নেকীর দাওয়াত**' দিলেন। বাস্তবিকই হাশরের ঘটনাবলী খুবই ভয়াবহ। তার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه স্বীয় কিতাব '**কীমিয়ায়ে সাআদাত**' এ লিখেছেন: (মানুষেরা) মৃত্যুর পর এমন দুর্গন্ধময় মৃতদেহে পরিণত হয়ে যাবে যে, সকলেই তাকে দেখে নাক বন্ধ করে নিবে, আর সে কবরে কীট-পতঙ্গেরই খোরাক হবে। পরে ধীরে ধীরে মাটি হয়ে যাবে। যে মাটি নিতান্তই তুচ্ছ। সুতরাং মৃত্যুর পর সে যদি অপরাপর জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় মাটিই হয়ে থাকত, তাহলে তো তা সুভাগ্যের কথা ছিল। কিন্তু আফসোস যে, এরূপ হবে না। সে এরূপ মাটি হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে না, বরং কিয়ামতের দিন তাকে কবর থেকেই উঠানো হবে। ভয় ও আতঙ্কের জায়গায় এনে তাকে অবস্থান করতে দেওয়া হবে। তখন সে আসমানগুলো দেখতে পাবে যে, যেগুলো বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তারকারাজি পতিত হয়ে গেছে। চন্দ্র-সূর্য আলোকহীন হয়ে গেছে। পাহাড়গুলো ধূণিত তুলোর মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাটি পরিবর্তন হয়ে গেছে। দোযখের ফেরেশতারা শাস্তির (নানাধরণের ফাঁদ) নিক্ষেপ করছে। জাহান্নাম গর্জন করছে। ফেরেশতারা প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দিচ্ছে। সারা জীবনে যা যা মন্দ কাজ করেছে তারা সেসব দেখতে পাবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ গুনাহগুলো পড়ে মর্মাহত হতে থাকবে। বলা হবে, আস! জবাব দাও, তুমি এরূপ কেন করেছিলে? এমন কেন বলেছিলে? কেন বসেছিলে? কেন উঠেছিলে? কেন দেখেছিলে? কেন ভেবেছিলে? **আল্লাহ্**র পানাহ! জবাব দিতে না পারলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন সে বলবে: হায়! আমি যদি শুকর কিংবা কুকুর হতাম! তাহলে আজ মাটি হয়ে যেতাম। সেসব জন্তুরা তো এ শাস্তি থেকে মুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি (বে-আমল হওয়ার কারণে) শুকর ও কুকুর থেকেও নিকৃষ্ট, তার পক্ষে গৌরব ও অহংকার করা কীভাবে শোভা পায়?

(কীমিয়ায়ে সাআদত, ২য় খন্ড, ৭১৭ পৃষ্ঠা)

ইয়াদ রাখ্ হার আ'ন আখির মওত হে,
মত্ তু আনজান আখির মওত হে।
পেশতর মরনে কা করনা চাহিয়ে,
মওত কা সামান আখির মওত হে।
বার'হা ইল্‌মি তুজে সমজা চুকে,
মান্ ইয়া মত্ মান্ আখির মওত হে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

জন্ম না নেওয়াটা বাস্তবেই ঈর্ষণীয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন তো আমারা জন্ম নিয়ে ফেলেছি। পিছনে ফেরার সুযোগ আর নেই। যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি, তাদের জন্য অপেক্ষমানদের অর্থাৎ নিঃসন্তানদের ভাবনার বিষয় যে, এই অপেক্ষার মাঝে তাদের উদ্দেশ্য কী? **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'কুফরিয়া কলেমাত কে বারে মেঁ সোয়াল জাওয়াব' কিতাবের ৫ ও ৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়। সেখানে উল্লেখ রয়েছেঃ আজকে পৃথিবীতে যারা নিঃসন্তান, তারা সাধারণতঃ হৃদয়ের কান্নায় বিভোর থাকে, আর একটি মাত্র সন্তানের আকুায় সব কিছু করে থাকে। তার একমাত্র দৃষ্টিকোণ যদি কেবল ঘরের সৌন্দর্য ও পার্থিব সুখলাভ হয়ে থাকে, সন্তান লাভের পিছনে যদি আখিরাতের উপকারিতার কোন নেক নিয়্যত না থাকে, তাহলে নিঃসন্তান এই লোকটি নিজের অজান্তে যেন 'কারো' পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া ও পরে অনেক বড় পরীক্ষায় পতিত হবারই বাসনা করছে। আমার এ কথাটি হয়ত বা সেই ব্যক্তিই বুঝতে পারবে যে মন্দ মৃত্যুর ভয় নিয়ে আতঙ্কিত। মন্দ মৃত্যুর আতঙ্কে আতঙ্কিত বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আইয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বক্তব্যের সারমর্ম : 'আমার বড় নেক্কার বান্দা দেখেও ঈর্ষা হয়না, যিনি কিয়ামতের ভয়াবহতা নিয়ে বয়ান করেন আর দিকনির্দেশনা দেন। সেই ব্যক্তিকে নিয়েই আমার সমস্ত ঈর্ষা যে 'কিছুই না' (অর্থাৎ যে জন্মই নেয়নি)। (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১১৪৭০) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ভয়ের আতিশয্যে এসে বলেন: 'হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন! (আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সাআদ, ৩য় খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হায়! আমি যদি পৃথিবীতে জন্মই না নিতাম!

(মৃত্যুকালীন যন্ত্রনার, কবরের ভয়াবহতার, হাশরের অসহনীয়তার এবং জাহান্নামের ভয়ানক আযাবের কথা কল্পনা করতে করতে **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অশ্রুসজল নয়নে নিচের কালামটি পড়ুন)

কাশ! কেহ্ ম্যায় দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা,
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হোতা।
আহ্! সল্‌বে ঈমান কা খওফ খায়ে জাতা হে,
কাশ! মেরী মা নে হি মুঝকো না যানা হোতা।
আকে না পাঁচা হোতা ম্যায় বতুরে ইনসান কাশ!
কাশ! ইয়ে মদীনে কা উট বন্ গেয়া হোতা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

দো জাঁহা কি ফিকরো ছে ইয়ো নাজাত মিল জাতি,
মে মদীনে কা সচ মুছ কুত্তা বন গেয়া হোতা।
কাশ! এ্যয়ছি হো জাতা খাক বনকে তায়্যবা কি,
মুস্তফা কে কদমো ছে মে লিপট গেয়া হোতা।
মে বজায়ে ইনছাঁ কে কুয়ী পুদা হোতা ইয়া,
নাখল বন কে তায়্যবা কে বাগ মে কাড়া হোতা।
গুলশানে মদীনে কা কাশ! হোতা ম্যায় সব্জা,
ইয়া বুতরে তন্কা হি মে ওহা পড়া হোতা।
জা কুনী তাকলীফী জব্হে ছে হ্যায় বাড় কর কাশ!
মুরগ বন কে তায়্যবা মে জব্হ হো গেয়া হোতা।
শোর উঠা ইয়ে মাহশর মে খুল্দ মে গেয়া আত্তার,
গর না ওহ বাচাঁতে তো না'র মে গেয়া হোতা।

যদি বাম হাতে আমলনামা মিলে তখন কী হবে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই শিক্ষণীয় বিষয়। আমাদের প্রত্যেকেরই গুনাহ থেকে দূরে থাকা উচিত। কিয়ামতের মারাত্মক অবস্থাদি সাবধানতার সাথে ভেবে দেখা আবশ্যক। যে দিন **আল্লাহ্ তা'আলা** সমস্ত মানুষের সম্মুখে গুনাহ্ভরা আমলনামা পড়ার আদেশ দেবেন। হায়! তখন হাশরের ভয়াবহ কঠোরতা থাকবে চোখের সামনে। বুকফাটা পিপাসায় জিহ্বা বের হয়ে থাকবে। ক্ষুধায় কোমর ভেঙ্গে যাবে। জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হবে। যে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমন কষ্টদায়ক অবস্থায় লাখো-কোটি গুনাহে ভরপুর আমলনামা কীভাবে পড়ে শুনানো সম্ভব হবে! হায়! আমারা এও জানি না যে, আমলনামাটি কি আমার ডান হাতে দেওয়া হবে না কি বাম হাতে। যাকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তার কী অবস্থা হবে! ২৯ পারার সূরা হাক্কায় ১৯ থেকে ৩৭ আয়াতে আমলনামা দেওয়ার ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন: **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "অতঃপর সে ব্যক্তি যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে বলবে, নাও তোমার আমলনামাটি, পড়।" ☆ আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি হিসাব-নিকাশের শিকার হব। ☆ অতএব, তারা আক্বানুরূপ প্রশান্তিতেই আছে। ☆ উন্নত বাগানে। ☆ যার ফলগুলো ঝুলে রয়েছে। ☆ খাও আর পান কর। তা ভোগ করতে থাক যা তোমরা পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলে ☆আর তারা যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে বলবে, হায়! কোন ভাবে যদি আমাকে লিখিত আমলনামাটি না দেওয়া হত! ☆ আর আমি জানতাম না যে, আমার হিসাব-নিকাশ কী? ☆ হায়! মৃত্যু দিয়েই যদি সব কাহিনী চুকে যেত! ☆ আমার সম্পদ আমার কোন কাজে এল না। ☆ আমার সব ক্ষমতাই আজ নিষ্ফল। (অতঃপর **আল্লাহ্ তা'আলা** জাহান্নামে নিয়োজিত ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ দেবেন)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

☆ একে পাকড়াও কর। একে শিকল লাগাও। ☆ অতঃপর একে উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। ☆ এবার এমন শিকল যার মাপ সত্তর হাত, তাকে পুরিয়ে দাও। ☆ নিশ্চয় সে মহান **আল্লাহ্ তা'আলার** উপর ঈমান আনতো না। ☆ মিসকিনদের আহার করাতে আগ্রহ ছিল না। ☆ আজ এখানে তার কোনই বন্ধু নেই। ☆ আর নেই কোন খাবার দোযখীদের পূঁজ ব্যতীত। ☆ তা ভক্ষণ করবে না গুনাহগার ব্যতীত।

মীযা পে সব কাড়ে হে আ'মাল তুল রাহে হে,
রাখ লো ভরম খোদা'রা আত্তার কাদেরী কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ফারূক ও মোশতাকের মাজারের মাদানী বাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল লাভের জন্য, নিজেকে কবর ও হাশরের ভয়াবহতা থেকে বাঁচানোর মানসিকতা সৃষ্টি করার জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজে পূর্ণাঙ্গ অংশ গ্রহণ করুন। মাদানী ইন্'আমাত অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তুলুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাগুলোতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আসুন, এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার শুনুন। গুলজারে তাইবার (সারগোধা, পাঞ্জাব এর) এক ইসলামী ভাইয়ের কসম খেয়ে বলা বক্তব্য নিম্নরূপ। সম্ভবত: ১৪২৮ হিজরী অর্থাৎ ২০০৬ সাল। আমি আমার এক বন্ধুর সাথে সাহারায়ে মদীনা বাবুল মদীনায় (করাচী) দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শুরার নিগরান, সুকণ্ঠের অধিকারী না'ত পাঠক, বুলবুলে রওজায়ে রাসূল, আলহাজ্ব ক্বারী আবু ওবাইদ মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এবং মারকাযী মজলিশে শুরার রোকন মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী হযরত আল্লামা মাওলানা হাফেজ ক্বারী আলহাজ্ব আবু ওমর মুহাম্মদ ফারূক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর পবিত্র মাজারদ্বয়ে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য লাভ করি। সময় ছিল দুপুর বেলা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আমারা দুজনই হাজী মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর নূরানী মাজারে পরিষ্কার যোহরের আজান শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর কণ্ঠে ইকামত শুনতে পেলাম। অতঃপর হাজী মোশতাক ছাহেবের তকবীরে তাহরীমা ও পর পর তকবীরগুলোর আওয়াজ শুনে এটিই মনে হল যে, তিনি মাজার শরীফে ইমামতি করছেন। জামাত শেষ হওয়ার পর দো'আর আওয়াজও স্পষ্ট শোনা গেল। দো'আ শেষ হওয়ার পর আমারা সুগন্ধির একটি ঝলক অনুভব করলাম। আমি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হয়ে গুলজারে তাইবার এক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করলাম, আর ঘটনাটিও বললাম।

এতে তিনি আমাকে মোবারকবাদ দিলেন, আর ঈমান উদ্দিপক মাদানী বাহারের আলোকে **আল্লাহ্ তা'আলার** মকবুল বান্দা আউলিয়ায়ে কিরামগণের তাসাররুফাত (অর্থাৎ পৃথিবীকে বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিচালনা করা সহ নিজেদের আপন আপন কাজে নিয়োজিত থাকা), তাঁদের ইক্তিয়ারসহ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকত সম্পর্কে অবগত করান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এসব শুনে আমি আনন্দিত হলাম। **আল্লাহ্ তা'আলার** শত কোটি শোকর যে, তিনি আমাকে এই নাজুক পরিস্থিতিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মশালধারী মাদানী পরিবেশ দান করেছেন। আমার ফরিয়াদ, **আল্লাহ্ তা'আলা** যেন আমাকে রাতদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার এবং ঈমান সহকারে মৃত্যুর সৌভাগ্য দান করেন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দা'ওয়াতে ইসলামী নে দুনিয়া ভর মে ধুম মাচাঁয়ী হে,
সারে জাঁহা মে ইশ্‌কে মুহাম্মদ কি খুশবু ফেলায়ী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আপন মাজারে ছাবিত বুনানীর নামায পড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহার থেকে বুঝা গেল যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর পরওয়ারদেগার **আল্লাহ্ তা'আলার** এবং **মাদানী হুরকার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য রহমত ও করম রয়েছে। **আল্লাহ্ তা'আলার** নেক বান্দারা আপন মাজারে নামায আদায় করা আশ্চর্যের কোন বিষয়ই নয়। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ الله থেকে এরূপ প্রমাণ রয়েছে। যেমন; তাবেঈ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফরিয়াদ করেন; 'হে **আল্লাহ্**! তুমি যদি কোন বান্দাকে আপন কবরে নামায পড়ার অনুমতি দিয়ে থাক, তাহলে আমাকেও দিও। ওফাতের পর দেখা যায়, তিনি আপন কবরে নামায পড়ছেন।' (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ২৫৬৮)

নবীগণ আপন কবরে নামায পড়ে থাকেন

আম্বিয়ায়ে কিরামগণও আপন আপন কবরগুলোতে নামায পড়ে থাকেন। যেমন: **আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসুল, রাসুলে মকবুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْن অর্থাৎ-'নবীগণ আপন আপন কবরে জীবিত আছেন। তাঁরা নামায আদায় করে থাকেন।' (আবু ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪১২) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শারানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: "**সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরানী কবর শরীফে জীবিত আছেন। আজান-ইকামত সহকারে নামায আদায় করেন। অনুরূপ অপরাপর নবীগণও আপন আপন কবরগুলোতে নামায আদায় করে থাকেন।" (কাশফুল গুম্মাহ্ আন জমীয়িল উম্মাহ্, ২য় খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

চলো আচ্ছা হুয়া কাম আ'গেয়ী দিওয়ানগী আপনি, ওয়া গর না হাম যমানে ভর কো সমজানে কাঁহা জাতে
না জ্বলতি শময়ে মাহফিল মে তো পরওয়ানে কাঁহা জাতে, না হোতা দর নবী কা তো ইয়ে দিওয়ানে কাঁহা জাতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রওজায়ে আনওয়ার হতে আযান ও ইকামতের ধ্বনি

হিজরী ৬৩ সনে হুররার ঘটনা ঘটে। অত্যাচারী ইয়াজিদ-বাহিনী পবিত্র মদীনা শরীফ আক্রমণ করে। ৭০০ জন সাহাবাসহ দশ হাজারেরও বেশি মুসলমানকে শহীদ করা হয়। মদীনাবাসীদেরকে বেশ লুটপাট করা হয়। হাজার হাজার কুমারীর শ্লীলতাহানি করা হয়। মসজিদে নববী শরীফের পিলারগুলোতে তাদের ঘোড়া বাঁধা হয়। তিন দিন পর্যন্ত লোকজন মসজিদে এসে নামায পড়তে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে কেবল প্রসিদ্ধ তাবেঈ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজেকে পাগল সাজিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পাগল মনে করে ইয়াজিদ বাহিনীর লোকেরা তাঁকে শহীদ করা হতে বিরত থাকে। তিনি বলেন: 'হুররার দিনগুলোতে লোকজন ফিরে আসা পর্যন্ত আমি সার্বক্ষণিক **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজা মোবারক হতে আজান ও ইকামতের আওয়াজ শুনতে পেতাম।'

(দালায়িলুন নুবুয়ত লি আবি নুআইম, ২য় খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ 'হাদায়িকে বখশিশে' ফরিয়াদ করছেন :

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ
মেরে চশমে আ'লম ছে চুপ জানে ওয়ালে।

(অর্থাৎ হে **আল্লাহ্‌র** রাসুল! **আল্লাহ্‌র** কসম! আপনি জীবিতই। **আল্লাহ্‌র** কসম! আপনি জীবিতই, প্রকাশ্য চোখে হে আমার দৃষ্টিতে না পড়া রাসুল!)

মুমিনদের 'ফেরাসত' বা অর্ন্তদৃষ্টিকে ভয় কর

ইমামুত তায়িফা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল কাসেম জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: '(আমার পীর ও মুর্শিদ) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সিররী সকতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আমাকে প্রায়শ: বলতেন, লোকদেরকে ওয়াজ-নসিহত করিও। আমি কিন্তু নিজেকে ওয়াজ করার লোক বলে মনে করতাম না। তাই তাতে আমার সাহস হত না। একদা জুমার রাতে **জনাব রেসালত মাআব, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বপ্নে দিদার দিয়ে আমাকে ইরশাদ করলেন: "লোকদেরকে নসিহত করিও।" আমি জাগ্রত হয়ে ফজরের জন্য অপেক্ষা না করেই (আমার পীর ও মুর্শিদ) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সিররী সাকতি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

তিনি (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) বললেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত **ছরকারে নামদার, হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং ইরশাদ করেছেননি, ততক্ষণ তুমি আমার কথায় নির্ভর করনি।" হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সেদিন ফজর হতেই জামে মসজিদে বয়ান আরম্ভ করে দিলেন। লোকদের কাছে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, আজ হতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বয়ান দিতে শুরু করেছেন। একদা কোন যুবক ইজতিমায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল: হে শায়খ! বলুন, **রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মোবারক ইরশাদ اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ الله অর্থাৎ-"মুমিনদের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা, তাঁরা **আল্লাহ্‌**র নূর দ্বারা দেখে থাকেন।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৩৮) এর মর্মার্থ কী? লোকটির প্রশ্ন শুনেই কিছুক্ষণের জন্য হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মাথা ঝুকিয়ে রাখলেন। পরে মাথা মোবারক উঠিয়ে (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) ইরশাদ করেছেন: "হে যুবক! তুমি একজন খ্রীষ্টান ব্যক্তি, আর এখন তোমার মুসলিম হওয়ার সময় এসে গেছে। ইসলাম কবুল করে নাও। যুবকটি যেহেতু বাস্তবেই খ্রীষ্টান ছিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এই কারামত দেখে তৎক্ষণাৎ সে মুসলমান হয়ে গেল।" (রওযুর রিয়াহীন, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নিগাহে ওলী মে ওহ তা'সীর দেখী
বদলতি হাজারো কি তাকদির দেখী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তা'আলা আপন ওলীদেরকে ইলমে গাইব দান করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনাটি থেকে এক জন মুবাল্লিগের মর্যাদার কথা স্পষ্ট হয়ে গেল। سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বিনয় প্রদর্শনার্থে নিজেকে বয়ান করার জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন। অথচ **আল্লাহ্ তা'আলা**র ফজল ও করমে তিনি ছিলেন একজন জবরদস্ত আলিম। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতের উপর রহমত তাঁর উপর এভাবে বর্ষিত হয় যে, স্বপ্নে তশরিফ নিয়ে এসে স্বয়ং **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে বয়ান করার জন্য আদেশ করেন। ঘটনাটি দ্বারা এও বুঝা গেল যে, আমার **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্‌**র দান সাপেক্ষে ইলমে গাইবের ধারক ও বাহক। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানতেন যে, জুনাইদ বাগদাদী তাঁর মুর্শিদের বলা সত্ত্বেও বয়ান করা থেকে বিরত রয়েছেন। তাই তিনি নিজে স্বপ্নে এসেই বয়ান করার জন্য আদেশ করেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

এও জানা গেল যে, **ফয়যানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়য দ্বারা আউলিয়ায়ে কিরামেরাও ইলমে গাইবের অধিকারী হয়ে থাকেন। দেখলেন তো! হযরত শায়খ সিররী সাকতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আপন একনিষ্ট মুরিদের স্বপ্নের কথা জেনে ফেললেন। তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهও সেই খ্রীষ্টান যুবকটিকে 'মুমিনদের ফেরাসত' (অন্তরদৃষ্টির) শক্তি দ্বারা চিনে নিয়ে গাইবের সংবাদ দেন, উন্নত ও উত্তম আঙ্গিকে তাকে **নেকীর দাওয়াত** দেন। আর সেই কারামতপূর্ণ **নেকীর দাওয়াতে**র বরকতে যুবকটি তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে শামিল হয়ে যায়।

ফেরাসতের (অন্তরদৃষ্টির) সংজ্ঞা

হাদীস শরীফে 'ফেরাসত' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে, এর অর্থও জেনে নিন। ফেরাসত অর্থ হল : **আল্লাহ্ তা'আলা** স্বীয় আউলিয়াগণের অন্তরগুলোতে এমন কিছু প্রবেশ করিয়ে দেন যা দিয়ে তাঁরা কোন ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। (আন নিহায়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩) ছরকারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনবদ্য ও পূর্ণাঙ্গ ইলমে গাইব সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে কত সুন্দরই বলেছেন:

সরে আ'রশ পর হে তেরী গুজার, দিলে ফরশ পর হে তেরী নযর
মালকুত ও মুলক মে কোয়ী শাই নেহী উহ জু তুজ পে ই'য়া নেহী।

কঠিণ শব্দাবলীর অর্থ: সারে আ'রশ= আরশের উপর, মালাকুত= ফিরিস্তাদের আবাসস্থল, ই'য়া= প্রকাশ।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরশের উপরের এবং ফরশ বা জমিনের ভিতরের সব কিছু আপনার নখ দর্পনেই বিদ্যমান। দুনিয়া ও সমস্ত কায়েনাতে এমন কোন বস্তুই নেই যা আপনার কাছে প্রকাশমান নয়।

আমার বন্ধুর স্বপ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার মক্কী মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গাইবের খবর জানেন। আসুন, এ ব্যাপারে **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার শ্রুত ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন শুনুন। একজন ইসলামী ভাই সগে عُفِیَ عَنْهُ (লিখক)কে যা বলেন, তার সার সংক্ষেপ কথা এই রকম: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলাম। সাহস করে আরজ করলাম: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার কি ইলমে গাইব রয়েছে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআন শরীফের একটি আয়াত পড়ে শুনালেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জবান পাক দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের সুললিত আওয়াজ এবং প্রতিটি হরফের অনবদ্য অনুপম সুন্দর উচ্চারণ কী যে চমৎকার! মারহাবা সেই তিলাওয়াতকে! এমন উন্নত অনবদ্য সুমিষ্ট আওয়াজের কুরআন তিলাওয়াত আমি আর কখনও শুনিনি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

আয়াত শরীফটি আমি ভুলে গেছি। এতটুকুই মনে পড়ছে, **তাঁর** কিরাতের শেষে بِضَنِيۡنٍ শব্দটি ছিল। এতে আমি {অর্থাৎ সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡهُ (লিখক)} ৩০ পারার সূরা তাকভীরের আয়াত নম্বর ডাবল বার (২৪) তাঁকে পড়ে শুনালাম: وَ مَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ بِضَنِيۡنٍ ۚ। ইসলামী ভাইটি বলে উঠলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ এ আয়াতটিই ছিল। সগে عُفِیَ عَنۡهُ (লিখক) তাঁকে আয়াতটির অনুবাদ বলল। আর বলল: **আল্লাহ্ তা'আলার** ফজল ও দয়ায় নিঃসন্দেহে **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইব রয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনাটি শুনে যেন কেউ এই সন্দেহে পতিত না হন যে, আরে ভাই! স্বপ্ন দিয়ে ইলমে গাইব সাব্যস্ত করা হচ্ছে। অথচ নবী ব্যতীত অপর কারো দেখা স্বপ্ন তো শরীয়াতের দলিল নয়। সগে মদীনাও (লিখক) মানি, বাস্তবেই যে, কোন মাসআলা স্বপ্ন দিয়ে সাব্যস্ত করা যায় না। এখানে কিন্তু স্বপ্ন থেকে নয়, স্বপ্নে দেওয়া উত্তরে বলা কুরআনের আয়াত থেকে ইলমে গাইব সাব্যস্ত করা হচ্ছে, আর সেই পবিত্র আয়াত বাস্তবিকই **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গায়েব এর দলিল। তাই উল্লিখিত আয়াতটি অনুবাদসহ লক্ষ্য করুন:

وَ مَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ بِضَنِيۡنٍ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর এই নবী গায়েব বর্ণনায় কৃপণ নন।”

(পারা : ৩০। সূরা : আত তাকভীর। আয়াত নম্বর : ২৪)

উক্ত আয়াতে করীমা থেকে বুঝা গেল, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলমে গায়েব বলে থাকেন এবং প্রকাশ্য যে, যিনি জানেন তিনিই বলতে পারে। আর নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন এর দয়ায় **রাহমাতুল্লিল আ'লামিন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলমে গায়েবের জ্ঞানে গৌরবান্বিত। আশিকে রাসুল আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বারগাহে রিসালতে আরয করছেন:

অওর কোয়ী গাইব কিয়া তুম ছে নিহা হো বালা
জব না খোদা হি চুপা তুম পে করোড়ো দরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসুলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মহান শান ও মর্যাদার কথা কিই বা বলব! শবে মেরাজে জাগ্রত অবস্থায় আপনি আপনার কপালের চোখ মোবারক দিয়ে প্রকাশ্যে আপনার পাক পরওয়ারদিগরকে দেখেছেন। **আল্লাহ্** যিনি গাইবেরও গাইব তিনিও স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আপনার সম্মুখে প্রকাশ ও দৃশ্যমান হয়ে যান। অতএব এখন অপরাপর যে কোন গাইবই আপনার কাছে কীভাবে গোপন থাকতে পারে?

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এক আঘাতেই উহুদের ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে যায়

"বুখারী শরীফে" রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত যে, "**তুলতানে মদীনা, হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمْ (একত্রে) উহুদ পর্বতে গমন করলেন। তখন সেটি (পর্বতটি) আনন্দে দুলতে লাগল। **নবী করীম, রউফুর রাহিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আঘাত করে বললেন: اُثْبُتْ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَ صِدِّيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ অর্থাৎ- উহুদ! থাম, কেননা তোমার উপর রয়েছে এক নবী, এক সিদ্দীক আর দুই শহীদ।"

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৭৫)

এক ঠোকর মে উহুদ কা যলযলা জাতা রাহা
রাখতি হে কিতনা ওয়াকার আল্লাহু আকবর এয়ড়িয়া। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

উল্লেখিত হাদীস শরীফ দিয়ে ইলমে গাইব সাব্যস্ত হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "বুখারী শরীফ" এর উল্লিখিত হাদীস শরীফ থেকে اَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَاَبْيَنُ الْاَمْسِ অর্থাৎ-সূর্যের চেয়েও অধিক আলোকিত এবং গতকালের চেয়েও অত্যাধিক নির্ভরযোগ্য কথা হল যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তা'আলা**র দয়ার ইলমে গাইবের অধিকারী। দেখলেন তো **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উহুদ পর্বতকে বলে দিলেন, 'তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক আর দুইজন শহীদ অবস্থান করছেন'। জীবিত কোন মানুষের ব্যাপারে এই কথা বলা যে, ইনি শহীদ-এটা গাইবের খবর নয় তো আর কি? উক্ত হাদীস শরীফটির টীকায় প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ "মিরআত"এর ৮ম খন্ডের ৪০৮ ও ৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'বুঝা গেল, **আল্লাহ্ তা'আলা**র মকবুল বান্দারা সমগ্র সৃষ্টির (অর্থাৎ গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জল-স্থল সব কিছুর) প্রিয়পাত্র হয়ে থাকেন। তাঁদের আগমনে সব কিছুই আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। তাঁদেরকে পাথর এবং পাহাড়ও চিনতে পারেন।' তিনি আরও বলেছেন: 'এও বুঝা গেল যে, **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সকলেরই পরিণতি (অর্থাৎ ভাল বা মন্দ পরিণতি) সম্বন্ধে সম্যকভাবে জ্ঞাত। কেননা; তিনি ইরশাদ করেছেন যে: উনাদের মধ্য হতে দুইজন সাহাবী শহীদ হয়ে ওফাত বরণ করবেন।' (মিরআত, ৮ম খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা)

রব কি আ'তা ছে সব কুছ জানে দেখে বাইদ ও কারীব
গাইব কি খবরে দেনে ওয়ালা আল্লাহ কা হাবীব।

اللّٰه اللّٰه هُو لا اِلٰهَ اِلَّا هُو

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

'গাইব' এর পরিচিতি

বিখ্যাত মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه "তাফসীরে নঈমীতে" লিখেছেন:'غَيب শব্দের শাব্দিক অর্থ غَائِب বা গোপন বস্তু। পরিভাষিক অর্থ হল: যা জাহির ও বাতিন (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) ইন্দ্রিয় এবং বিবেকের কাছে গোপন থাকে। অর্থাৎ যা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা অনুভব করা যায় না, আর না বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে জানা যায়।' (তফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২১) যেমন; জান্নাত আমাদের জন্য এখন গাইব। কেননা; আমারা জান্নাতকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবই করতে পারি না। গাইব হল যা আমাদের কাছ থেকে গোপন থাকে, আর আমারা যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক) দ্বারা অনুভব করতে পারি না এবং আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাও অনুভব করতে পারি না।

(তাফসীরে বয়যাভী হতে সারসংক্ষেপ, ১ম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

ইলমে গাইব সম্পর্কে ইসলামী মনীষীগণের বাণী

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ السَّلَام গণের ফয়জের মাধ্যমেও আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দের ইলমে গাইবের জ্ঞান দান করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামী মনীষীগণের মূল্যবান বাণীসমূহ লক্ষ্য করুন: হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: "আমাদের আকীদা এই যে, বান্দারা বিভিন্ন পর্যায়ে মর্যাদা লাভ করে রূহানী গুণাবলী পর্যন্ত পৌঁছে যান। তখন তাঁর ইলমে গাইবের জ্ঞান অর্জিত হয়।" (মিরকাতুল ক্ষমাতীহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৮) অন্য এক জায়গায় আরও লিখেছেন: 'ঈমানের নূরের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বান্দা বস্তুর সঠিক গুণাগুণ সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং এভাবে তাঁর কাছে কেবল গাইবই না বরং গাইবের গাইবও প্রকাশিত হয়ে যায়।' (প্রাগুক্ত, ১১৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: "আউলিয়াদের কোন ঘটনা বা ঘটনাসম্পর্কিত ইলমে গাইব অর্জন হয়ে থাকে, এটা সম্পূর্ণ সঠিক। তাঁদের মধ্য হতে অসংখ্য আউলিয়াদের কাছে এরূপ প্রকাশিত হয়ে তা প্রসিদ্ধিও লাভ করেছে।" (এলাম বিকাওয়াতিয়িল ইসলাম, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়ার ইমাম হযরত সায়্যিদুনা আযীযান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলতেন: "আউলিয়াদের এই স্তরের ওলীগণের দৃষ্টিতে পৃথিবী একটি দস্তরখানা স্বরূপ।" (নাফহাতুল ইনস, ৩৮৭ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যেমন দস্তরখানার প্রতিটি বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়, তদ্রূপ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুও তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। হযরত খাজা বাহাউল হক্ক ওয়াদ্দীন নক্‌শবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেছেন যে: "আমি বলি, পৃথিবীটা তাঁদের জন্য নখের পিঠের মতই। কোন বস্তুই তাঁদের দৃষ্টি হতে গোপন নয়।" (প্রাগুক্ত, ৩৮৭, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه "তাফসীরে নঈমী"র চতুর্থ খন্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠায় 'তাফসীরে রূহুল মাআনী'র বরাত দিয়ে লিখেছেন: "কোন কোন ছাহেবে কাশফ ওলীকেও গাইবের বিষয় অবহিত করা হয়ে থাকে। তা কিন্তু নবীর মাধ্যমে, নবীর মাধ্যম ব্যতিরেকে নয়।" (রূহুল মাআনী, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)
আমাদের গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কসীদায়ে গাউছিয়ায় বলছেন:

نَظَرْتُ إِلٰى بِلَادِ اللهِ جَمْعًا   كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ التِّصَالِيْ

(অনুবাদ: আমি **আল্লাহ্**র সমস্ত জগত এভাবে দেখি, সব কিছু মিলিয়ে যেন একটি সরষে দানা।)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه 'আখবারুল আখিয়ার' কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর এই মহান বাণীটি বিবৃত করেন:" **শরীয়াত যদি আমার মুখে লাগাম না লাগিয়ে দিত, তাহলে আমি তোমাদের বলে দিতাম যে, তোমরা ঘরে কী খেয়েছ এবং আমি তোমাদের সকলের জাহির বাতিন সব জানি। কেননা, আমার কাছে তোমরা, এদিক হতে ওদিক দেখা যাওয়া স্বচ্ছ কাঁচের মতই।**" হযরত মাওলানা রূম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه **মসনভী শরীফে** লিখেছেন:

লওহে মাহফুজ আস্‌ত পেশে আউলিয়া
আয্‌ছে মাহফুয আস্‌ত মাহফুয আয খাতা

(অর্থাৎ লওহে মাহফুয আউলিয়াদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চোখের সামনেই হয়ে থাকে। যারা সকল গুনাহ হতে মাহফুয হয়ে থাকেন।)

শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه তাফসীরে আজীজীতে "সূরা জিনের" তাফসীরে লিখেছেন: "লওহে মাহফুজের খবর রাখা আর সেখানকার লেখা দেখা কোন কোন ওলীর ব্যাপারে তাওয়াতুর রূপে (অর্থাৎ একের পর এক ধারাবাহিক সূত্রে) বর্ণিত রয়েছে।

লওহে মাহফুজ সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী জ্ঞান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিটি মুসলমান লওহে মাহফুজের নাম শুনে থাকে। কিন্তু সবার কাছে লওহে মাহফুজ সম্পর্কে জানা আছে এমনটি আবশ্যক নয়। আসুন, জেনে নিই লওহে মাহফুজ কী? লওহে মাহফুজের আলোচনা করতে গিয়ে **আল্লাহ্** তাবারাকা ওয়া **তা'আলা** ৩০ পারায় সূরাতুল বুরূজের ২১ ও ২২ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "বরং তা পূর্ণাঙ্গ মর্যাদাশালী কুরআনই। লওহে মাহফুজে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনছারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাফসীরে কুরতুবীর দশম খন্ডে ২১০ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের টীকায় লিখেছেন: ‘অর্থাৎ পবিত্র কুরআন একটি লওহে (পাতে) লিখিত রয়েছে। যেখানে শয়তান পৌঁছাতে পারে না, যা **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট সংরক্ষিত।’ ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى লিখেছেন: লওহে মাহফুজে সৃষ্টিকুলের সমস্ত প্রকৃতি ও প্রজাতি সম্বন্ধে এবং তাদের সম্পর্কে সমস্ত বিষয়াদি যেমন; মৃত্যু, রিযিক, আমল, পরিণতিসহ তাদের উপর সংঘটিত সকল সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে।’ (তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

লওহে মাহফুজ কোথায়?

হযরত সায়্যিদুনা মুকাতিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: “লওহে মাহফুজ আরশের ডান পার্শে অবস্থিত।” (তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

লওহে মাহফুজ শ্বেত (সাদা) মুক্তা দিয়ে তৈরি

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ্‌র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “লওহে মাহফুজ শ্বেত(সাদা) মুক্তা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এর কলমটি নূর, আর লিখাও নূরের।” (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৬৭)

লওহে মাহফুজে সর্বপ্রথম কী লিপিবদ্ধ করা হয়

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: “**আল্লাহ্ তা'আলা** সর্বপ্রথম লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেন; আমি **আল্লাহ্**, আমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই! **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার রাসুল। যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিবে, আমার নাযিলকৃত মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করবে, আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তাকে সিদ্দীক লিপিবদ্ধ করলাম, আর আমি তাকে সিদ্দীকীনদের সাথে উঠাব, আর যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্তকে মেনে নিবে না, আমার নাযিলকৃত মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করবে না, আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে না, সে যেন আমাকে বাদ দিয়ে যাকে ইচ্ছা উপাস্য বানিয়ে নেয়।”

(তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

তোমরা নফসের পিছনে লেগে গেছ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট হুমকিমূলক পত্র প্রেরণ করে। জবাবে তিনি লিখলেন: আমার নিকট এই বর্ণনা এসেছে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** পবিত্র লওহে মাহফুজে তিন শত ষাট বার দৃষ্টি দিয়ে থাকেন, আর তিনিই প্রদান করেন সম্মান ও লাঞ্ছনা, অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং তিনি যা চান করেন আর হয়তো সেসব দৃষ্টি থেকে একটি দৃষ্টি তোমাকে তোমার নফসের সাথে এমনভাবে মশগুল করে দিয়েছে যে, তুমি তা থেকে বিরতই হতে পারছ না। (তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** লওহে মাহফুজ সৃষ্টি করেন, এর দৈর্ঘ্য একশত বৎসরের দূরত্ব, অতঃপর তিনি সৃষ্টিজগত তৈরী করার পূর্বে কলমকে উদ্দেশ্য করে বলেন: তুমি আমার সৃষ্টিজগত সম্পর্কে আমার ইলম লিপিবদ্ধ কর, অতঃপর কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে ফেলে।"

(আল আজমতু লিআবিশ শায়খ, পৃষ্ঠা ৮৬, হাদীস: ২২৩)

'لَا اِلٰهَ اِلَّا الله'র সাক্ষ্য দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** নিঃস্বন্দেহে লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন: اِنِّیْ اَنَا اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا 'নিঃসন্দহে আমি **আল্লাহ্ই**, আর আমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদই নেই। আমি তিন শত দশ প্রকারেরও কিছু বেশী মাখলুক সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্য হতে যে মাখলুকই এই সাক্ষ্য দেবে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا الله, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭২)

জান্নাতের অধিকারী কে?

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তাঁর দ্বীন ইসলাম আর **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁরই বিশেষ বান্দা ও রাসুল। যে ব্যক্তি তাঁর উপর ঈমান আনবে, তাঁর সাথে করা ওয়াদা সত্যে পরিণত করবে, তাঁর রাসুলগণের অনুসরণ করবে, তাহলে **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (তাফসীরে বাগভী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪১)

আজব নেহী কে লিখা লওহ কা নজর আয়ে
জু নক্‌শে পা কা লাগাঁও গুবার আঁখো মে। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: "আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত শাহ আবদুর রহীম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: আমি একদা হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর নূরানী মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করলাম। তাঁর রূহ মোবারক প্রকাশ পেল, আর বললেন: **তোমার একটি পুত্র সন্তান জন্মাবে, তার নাম রাখবে কুতুবুদ্দীন আহমদ।**

যেহেতু আমার স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি মনে করলাম, এই ইরশাদ দ্বারা তিনি হয়ত আমার ছেলের সন্তান অর্থাৎ আমার নাতি হবার কথা বলেছেন। হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আমার এই মনের কথা তৎক্ষণাৎ জেনে ফেললেন এবং বললেন: আমার এটা উদ্দেশ্য নয়; বরং সন্তানটি তোমার ঔরশেই হবে। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেব আরও বলেন: আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কিছু কাল পর অন্য একজন মহিলাকে বিয়ে করেন। সেই ঘরে এই অধম লিখক ওয়ালিউল্লাহ্ জন্ম গ্রহণ করি। প্রথমে এই ঘটনার কথা (আমার পিতার) মনে ছিল না, তাই নাম রাখা হয় 'ওয়ালিউল্লাহ্'। কিছুদিন পর যখন ঘটনার কথা স্মরণ হল, তখন দ্বিতীয় নামটি (হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নির্দেশ অনুযায়ী) কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখা হয়। (আনফাসুল আরিফিন, ৭৯ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রথম ভাবনাতেই কেন বের হলে না?

আল্লাহ্ তা'আলার দানের বদৌলতে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও মনের অবস্থার কথা জেনে ফেলতেন। এ সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা খাইরুন নাসা'জ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: "আমি আমার ঘরে ছিলাম । মনে ভাব উদয় হল যে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দরজায় তাশরিফ এনেছেন, কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলাম না, দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও আমার মনে একই ভাব সৃষ্টি হল, আমি বের হলাম, দেখি সত্যিই তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: প্রথম ভাবনাতেই কেন বের হলে না?" (রিসালাতু কুশাইরিয়া, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه গাইবের সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন: "প্রথম ভাবনাতেই কেন বের হলে না?" যেখানে আউলিয়াদের ইলমে গাইবের এই অবস্থা সে ক্ষেত্রে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইবের জগত কত বড় হতে পারে! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুসাইরি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের বিশ্ব বিখ্যাত **'কসীদায়ে বুরদা'**তে লিখেছেন:

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا ۔ وَ مِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَ الْقَلَم

অর্থাৎ- **হে আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দুনিয়া ও আখিরাতের সবকিছু তো আপনারই দয়া ও অনুগ্রহের একটি অংশ মাত্র, আর লওহ ও কলমের (যা যা সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে সব কিছু যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে) সমস্ত ইলম আপনার ইলমের একটি অংশই মাত্র।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ **রাসুল পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করছেন:

খোদা নে কিয়া তুজ কো আ'গা সব ছে, দো আ'লম মে জু কুছ খাফি ও জালি হে।
করো আ'রয কিয়া তুজ ছে আয় আ'লিমুস সির, কেহ্ তুজ পে মেরী হালতে দিল খুলি হে।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ উল্লেখিত পংক্তিটিতে বলেছেন: (১) **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! উভয় জগতে গোপন ও প্রকাশ্য যা কিছু রয়েছে সে সব সম্পর্কে **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনাকে অবহিত করে দিয়েছেন। (২) হে আলিমুস সির্ (অর্থাৎ গোপনীয় ও রহস্যময় বিষয়াদি জানা) নবী! আপনার কাছে কী ফরিয়াদ করব, আপনি তো আমার মনের সব খবর সম্বন্ধেই অবগত আছেন।

গর দা'বে বিলা মে ফাঁচকে কোয়ী তায়্যবা তাকতা হে
সুলতানে মদীনা খুদ আ'কর বিগড়ি কো বানায়া করতে হে।

(ইলমে গাইব সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য রিসালা 'খালেছুল ইতিকাদ' (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৪১১ থেকে ৪৮৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত), 'আল কালিমাতুল উল্‌ইয়া' (লিখক: সদরুল আফাজিল মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ) এবং **'জা'আল হক'** (লিখক: মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ) ইত্যাদি পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী।)

ওফাতের পরেও নেকীর দাওয়াত

সোলায়মান ওমরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেছেন: 'আমি হযরত আবু জাফর ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন: আমার ভাইদেরকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে, আর তাদের বলবে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে শহীদের মর্যাদা দান করেছেন, এবং তাঁর পক্ষ থেকে রিযিক দান করেছেন। আবু হাযেমকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবে, তাকে বলবে: বিবেচনা করে চলতে এবং বুঝে-শুনে কাজ করতে। কেননা, **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তাঁর ফেরেশতারা তোমার রাত্রিকালীন মজলিসগুলো দেখে থাকেন।'

(কিতাবুল মানামাত মাআ ক্ষমাসুআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২১)

এক হাজার রাকাত নামায হতেও শ্রেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত ঘটনাটি দ্বারা বুঝা গেল যে, নিজের ওফাতের পর হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর নিকট আবু হাযেমের চলাফেরা ও উঠাবসারও জ্ঞান ছিল। তিনি পরিষ্কার এ কথা বুঝতে পেরেছেন যে, আবু হাযেম রাত্রিকালীন সময়ে দুষ্টলোকদের সাথে বসার চরিত্র এখনো পাল্টায়নি। তাই সালাম ও সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে তার মন্দ বৈঠক সম্পর্কে হুশিয়ার করতে গিয়ে তাকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান করেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

অসৎসঙ্গ থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই বিরত থাকা উচিত। কারণ, এ দ্বারা ভাল ভাল নেক্কার বান্দারা পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হয়ে যান। সর্বদা নেক্কার বান্দাদের এবং আশিকানে রাসুলদের সাহচর্যে থাকা উচিত। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه স্বীয় কিতাব **'কীমিয়ায়ে সা'আদতে'** লিখেছেন: 'এমন সব মানুষ খুঁজবে, যাদের সাহচর্য ও কথাবার্তা দিয়ে বুঝা যায় দুনিয়ার প্রতি তাঁদের ভালবাসা স্বল্প এবং আখিরাতের প্রতি ঝুঁক বেশি। যে সব ব্যক্তির কথাবার্তায় এমন কিছু থাকবে না তার বৈঠককে ইলমী মজলিস (ইলম সম্পর্কীয় বৈঠক) বলা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে, 'ইলমী মজলিসে' উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চাইতেও উত্তম।' (কীমিয়ায়ে সাআদত, ১৬১ পৃষ্ঠা)

হযরত মাওলানা রূম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মসনভী শরীফে বলেছেন:

এক জামানা ছোহবতে বা আউলিয়া, বেহতর আয ছাদ সালা তা'আত বে রিয়া।

(অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য **আল্লাহ্**র ওলীর সাথে অবস্থান করা শত বৎসরের রিয়াবিহীন আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ)

ব্যাঙ আর ইঁদুরের বন্ধুত্ব

আরেফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা রূম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অসৎসঙ্গের ক্ষতিকর দিক বুঝাতে গিয়ে বলেছেন: হঠাৎ একদিন এক নদীর তীরে এক ব্যাঙের সাথে এক ইঁদুরের সাক্ষাৎ হয়। তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ইঁদুরটি বলল: তুমি তো পানির গভীরে থাক। যেখানে আওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছায় না। কখনও যদি তোমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে হয়, তবে তুমি তা কীভাবে বুঝবে? অবশেষে তারা দুজন এ সিদ্ধান্তে এল যে, একটি দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হবে ইঁদুরের পায়ে আর অপর প্রান্ত বাঁধা হবে ব্যাঙের পায়ে। প্রয়োজনে যাতে তারা একে অপরকে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারে। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। এমনই হল। একদিন হঠাৎ একটি কাক ইঁদুরটিকে ছোঁ মেরে মুখে নিয়ে উড়াল দিল। দড়ির সাথে বাঁধা থাকার কারণে ব্যাঙটিও ইঁদুরটির সাথে মনোরম বাতাসে আকাশ পানে চলে যেতে লাগল। ব্যাঙটি মনে মনে বলল, এটা ইঁদুরটির মত অপদার্থের সাথে বন্ধুত্ব করার সাজা! বুঝা গেল, অনুপযুক্ত ও মন্দ লোকের সঙ্গের কারণে অনেক বিপদ চলে আসে।

আয় ফুগাঁ আজ ইয়ারে না'জিন্‌স আয় ফুগাঁ
হাম নাশিনে নেক জু ইয়াদ মেহমাঁ।

(আবেদন! অযোগ্য, খারাপ বন্ধুদের নিকট আবেদন, ওহে বন্ধুরা! আপনারা সৎ বন্ধু খুঁজুন)
(মসনভী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৬, ২৬৭, ২৮৫)

আশিকানে রাসুলদের সাথে উঠাবসা করবেন, কারণ তাঁদের ভালবাসায় এবং সংস্পর্শে অন্তরে **আল্লাহ্**র ভয় এবং **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম অর্জিত হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে:

وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ

অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করছেন: "যে সব লোক আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা রাখে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর উঠাবসা করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর মেলামেশা করে এবং আমার উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য আমার ভালবাসা অবধারিত হয়ে গেছে।"

(মুআত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮২৮)

এক হাদীস বর্ণনাকারী মুবাল্লিগের ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা আবদান বিন মুহাম্মদ মারওয়াযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: 'একদা আমি হাফিয ইয়াকুব বিন সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ "অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন" তিনি জবাব দিলেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর বলেছেন: তুমি যেরূপ দুনিয়াতে হাদীস বয়ান করতে, আসমানেও সেরূপ বয়ান কর।" অতএব আমি চতুর্থ আসমানে হাদীসে পাক বর্ণনা করলাম, আর ফেরেশতারা সেগুলো (হাদীস শরীফ) সোনার কলম দিয়ে লিখে নেন। হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও লিখকদের মাঝে শামিল ছিলেন। (শরহুস সুদূর, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

সবুজ পোশাকে মরহুম আব্বাজান হাসছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ওলামায়ে দ্বীন ও হাদীস বর্ণনাকারী মুবাল্লিগগণের মর্যাদা কত মহান! ইন্তিকালের পর গুনাহ্ ক্ষমা হওয়ার সুসংবাদও পেলেন এবং চতুর্থ আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে হাদীস শরীফ বয়ান করার সৌভাগ্যও অর্জিত হল, আর ফেরেশতারা ফেরেশতাকুল-সর্দার সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সহ সেই হাদীস সোনালী কলম দিয়ে লিপিবদ্ধও করেন। **ওহে পরকালে জান্নাতের আক্বাবাদীরা!** আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাগুলোতে এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাগুলোতে আশিকানে রাসুলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের সম্পদ কুড়িয়ে নিন, আর মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল করে, সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনে এবং প্রতিদিন **ফয়যানে সুন্নাত** হতে কমপক্ষে দুইটি দরস দিয়ে জান্নাতুল ফিরদৌস অর্জনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আপনাদের উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার পেশ করা হচ্ছে। নিশতারবস্তীর (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাই যা বর্ণনা দিয়েছিলেন তা কিছুটা কাট-ছাট করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। "আমি আমার মরহুম আব্বাজানকে স্বপ্নে খুবই দুর্বল, উলঙ্গ অবস্থায় কারো সাহায্যে পথ চলতে দেখলাম। আমার মনে খুব দুঃখ ও ভয় হল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আমি ঈছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যত করে নিলাম আর সাথে সাথে সফরও আরম্ভ করে দিলাম। তৃতীয় মাসে **মাদানী কাফেলা** হতে ফিরে আসার পরে ঘরে যখন ঘুমালাম, তখন আমি স্বপ্নে এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখলাম যে, আমার আব্বাজান সবুজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে বসে বসে মুচকি হাসছেন। আর তাঁর উপর হালকা মৃদু বৃষ্টি কণা বর্ষন হচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, **মাদানী কাফেলার** সাথে সফর করার গুরুত্ব আমার কাছে ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন থেকে আমি পাক্কা নিয়্যত করছি যে, "اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি প্রতি মাসে তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসুলের সাথে সফর করা অব্যাহত রাখব।"

মাংগো আ' কর দোঁ'আ, কাফিলে মে চলো
পাওয়ো গে মুদ্দাআ', কাফিলে মে চলো।
খুব হোগা সাওয়াব আওর টালে গা অযাব
হো গা ফজলে খোদা, কাফিলে মে চলো।
ফওতগি হো গেয়ি গুম গেয়া হে কোঈ
মাগনে কো দোঁ'আ', কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নের মাধ্যমে কি নির্ভরযোগ্য ইল্‌ম অর্জিত হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালো স্বপ্ন নিঃসন্দেহে উত্তমই হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! নবীগণের স্বপ্ন ওহীই হয়ে থাকে। কিন্তু নবী নয় এমন ব্যক্তির স্বপ্ন এই মর্যাদা রাখে না, আর তার স্বপ্ন শরীয়াতের দলিল হবার যোগ্যতাও রাখে না। যেমন ধরুন, আপনি স্বপ্নে দেখলেন যে, স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে বললেন: "তুমি জান্নাতি", এই স্বপ্ন দ্বারা আপনাকে অবশ্যম্ভাবী জান্নাতী বলা যাবে না। কারণ, বিষয়টি স্বপ্নে ঘটেছে। নিঃস্বন্দেহে **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখছে, সে সত্যই দেখছে। কারণ, শয়তান **তাঁর** আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তিনি যে কথাটি ইরশাদ করেছেন: তাও সত্য সত্যই। সত্য ব্যতীত অবশ্যই কিছু নয়। তা সত্ত্বেও স্বপ্নে যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল থাকে, তাই সন্দেহাতীত ভাবে এ কথা বলা যাচ্ছে না যে, যা তাকে বলা হয়েছে, তা সে অক্ষরে অক্ষরে শুনতে পেয়েছে। তার শুনা ও বুঝার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার অনেক ধরনের সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং স্বপ্নে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী আমল করার পূর্বে শরীয়াতের হুকুম কী তা দেখতে হবে। স্বপ্নে দেখা বিষয় যদি শরীয়াতের হুকুমের বিপরীতে না যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তার উপর আমল করা যাবে। তা সত্ত্বেও স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে আমল করা শরীয়াত মতে ওয়াজিব নয়, আর সে আদেশটিও যদি শরীয়াত বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে তো আমল করাই যাবে না। বিষয়টিকে নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝার চেষ্টা করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

স্বপ্নে মদ পান করার হুকুম দিল? না কি নিষেধ করল?

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পীরে তরীকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: “এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে মদ পান করার আদেশ দিচ্ছেন। সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর কাছে স্বপ্নটি বলা হলে তিনি বললেন, “**রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাকে মদ পান করতে বারণ করেছেন। তুমি উল্টো শুনেছ”। আর এও মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের বিষয়ে ফাসিক ও মুত্তাকীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অতএব স্বপ্নে কোনরূপ আদেশ প্রাপ্ত হওয়াটা কোন মুত্তাকীর বেলায় যেমনি সহীহ (বিশুদ্ধ) হওয়ার প্রমাণ বহণ করে না, তেমনি কোন ফাসিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত ভাবে মিথ্যা হওয়াকেও বুঝায় না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া , ৫ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

মেরে তুম খাব মে আ'ও মেরে ঘর রওশনি হোগি
মেরি কিসমত জাগা জাও ইনায়াত ইয়ে বড়ি হোগি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক যুবককে যখন অযুতে ভুল করতে দেখেন

জনৈক এক বুযর্গ ব্যক্তি বাগদাদ শরীফের কোন এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এক যুবককে দেখতে পেলেন, যে শুদ্ধ ভাবে অযু করছে না। তিনি তখন অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহারে তাকে বললেন, “হে যুবক ভালভাবে অযু করুন। **আল্লাহ্ তা'আলা** দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার মঙ্গল করুন।” এ কথা বলেই বুযর্গটি বিদায় নিলেন। যুবকটি সেই বুযর্গের নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুন্দর ধরন দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। আর তাই যুবকটি অযু করার পর সেই বুযর্গের নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু নসিহত করার আবেদন করে। তিনি তাকে (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) তিনটি মাদানী ফুল উপহার দিলেন। যেমন: (১) মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি মহান **আল্লাহ্**র মারেফাত হাছিল করেছে (অর্থাৎ **আল্লাহ্**কে চিনতে পেরেছে) সে নাজাত পেয়ে গেছে। (২) যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে (**আল্লাহ্**কে) ভয় করল, সে ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে গেল। (৩) যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাব পোষণ করে, সে ব্যক্তি যখন কাল (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে) **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ হতে তার সাওয়াবগুলো দেখতে পাবে, তখন তার চোখ জুড়িয়ে যাবে। (অতঃপর তিনি বললেন) আরো কিছু বলব কি? আরজ করল: অবশ্যই বলুন। বললেন: যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটল, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ❁ যে নেকীর দাওয়াত দেবে, নিজেও তদনুযায়ী আমল করবে,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

❁ যে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর নিজেও তা থেকে বিরত থাকবে, আর ❁ যে **আল্লাহ্ তা'আলা**র সীমারেখা লঙ্ঘন করবে না (অর্থাৎ শরীয়াতের হুকুম-আহকাম পালন করবে, আর শরীয়াতের নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে)। পুনরায় তিনি বললেন: আরও কিছু বলব কি? সে আরজ করল: কেন বলবেন না? বলুন। তিনি বললেন: তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখিরোতের প্রত্যাশী হয়ে যাও। আর তুমি তোমার সকল কর্মকান্ডে জগতের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের সাথে মুক্তি পেয়ে যাবে। এ কথাগুলো বলে তিনি চলে গেলেন। সেই যুবকটি ঐ বুযর্গ ব্যক্তিটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলে তাকে জানানো হল যে, তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه। (ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা সামান্য পরিবর্তিত সহকারে) **তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

অযথা দোষ না খুঁজে সংশোধনের চেষ্টা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কোটি কোটি শাফেঈদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه যিনি ইমাম শাফেঈ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি কতই না ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে তাকে বুঝালেন এবং বিশুদ্ধ নিয়মে অযু করতে না জানা যুবকের অযুর সংশোধনও করে দিলেন, আর সাথে সাথে তাকে **নেকীর দাওয়াত** দিলেন। হায়! আমারাও যদি অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণে সফল হতে পারতাম! আহ! আমাদেরও যেন এরূপ যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়, যখনই কোন লোকের অযুতে ভুল হতে দেখি কিংবা নামায আদায়ে ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করি; মিথ্যা, গীবত ও চুগোলখোরীজনিত গুনাহে কাউকে লিপ্ত দেখি, তাহলে অযথা তার অবর্তমানে তার দোষ চর্চা করার মাধ্যমে নিজেকে গীবত করার মত দোষণীয় কাজের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ না করে বরং তাকে গুনাহের গভীরতা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করব। খুবই ভালবাসা ও সম্প্রীতির ভাব নিয়ে তাকে বুঝাতে থাকি আর আখিরাতের সাফল্য অর্জন করি। আমারা যদি পরিশুদ্ধ নিয়্যত নিয়ে কাউকে বুঝাই, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাতে অবশ্যই উপকার সাধিত হবে। উপকার হবে না কেন, বুঝানোতে যে উপকার রয়েছে তা তো স্বয়ং **আল্লাহ্ তা'আলা** আপন চির সত্য বাণীতেই ইরশাদ করেছেন। যেমন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৯৬৪ পৃষ্ঠায় ২৭ পারার সূরাতুয যারিয়াতের ৫৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং বুঝান, যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জিসে নেকী কি দা'ওয়াত দো, সুনে দিল সে করম ইয়া রব!
যাবা মে দে আছর কর দেয়, আতা যোরে কালাম ইয়া রব।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর নিয়ম (হানাফী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লিখিত ঘটনায় ইমাম শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কর্তৃক যুবকটির অযু শুদ্ধ করে দেয়ার বর্ণনা ছিল। সে যুগেও যেক্ষেত্রে লোকেরা অযুতে ভুল করে থাকত, সেক্ষেত্রে বর্তমান যুগের পরিস্থিতি তো আরও নাজুক। বরং এটি একেবারে প্রমাণিত সত্য যে, বেশির ভাগ মুসলমানই সঠিক নিয়মে অযু করতে জানে না। তাই আসুন, আমারা অযুর পদ্ধতি জেনে নিই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'নামাযের আহকাম' নামক কিতাবের ৭ থেকে ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: (অযু করার সময়) কাবা শরীফের দিকে মুখ করে উঁচু জায়গায় বসা মুস্তাহাব। অযুর জন্য নিয়্যত করা সুন্নাত। নিয়্যত না করলেও অযু হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকেই বলে। অন্তরের নিয়্যতের সাথে মুখেও উচ্চারণ করে নেওয়া উত্তম। সুতরাং মুখে এভাবে নিয়ত করে নিবে যে "আমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র নির্দেশ পালনে ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য অযু করছি।" بِسْمِ الله পড়ে নিন। এটাও সুন্নাত। বরং بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لله পড়ে নিন, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত অযু থাকবে ফেরেশতারা সাওয়াব লিখতে থাকবেন। (মাজক্ষমায যাওয়ায়িদ, ১ম খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১১২) এবার উভয় হাত তিন তিন বার করে কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবেন। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো খিলালও করে নিন। দাঁতগুলো কম পক্ষে তিন বার করে ডান-বাম-উপর-নিচ মিসাওয়াক করে নিন। আর প্রতি বারেই মিসাওয়াকটি ধুয়ে নিন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: "মিসাওয়াক করার সময় নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করার এবং **আল্লাহ্ তা'আলা**র যিকির ইত্যাদি করার উদ্দেশ্যে মুখ পবিত্র করার নিয়্যত করে নেয়া উচিত।" (ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা) অতঃপর ডান হাতে তিন অঞ্জলী পানি নিয়ে (প্রতি বারেই পানির নল বন্ধ করে) তিন বার কুলি করবেন, যেন প্রতি বারে মুখের ভিতরের সবখানে (এমনকি গলার কিনারা পর্যন্ত) পানি পৌঁছে যায়। রোযাদার না হলে গড়গড়াও করে নিবেন। এবার ডান হাতেরই তিন অঞ্জলী পানি (এক্ষেত্রে প্রতি বারে আধা অঞ্জলী পানি যথেষ্ট) দ্বারা (প্রতি বার পানির নল বন্ধ করে) তিন বার নাকের নরম মাংস পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন, আর রোযাদার না হলে নাকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন। এবার (নল বন্ধ করে) বাম হাতে নাক পরিষ্কার করে নিন এবং কনিষ্ঠা আঙ্গুলকে নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করান।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

তিন বার সমস্ত মুখমন্ডল এমন ভাবে ধৌত করবেন যেন সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে মাথার চুল উঠা আরম্ভ হয়ে থাকে সেখান থেকে থুথুনির নিচে পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সবখানেই এভাবে পানি প্রবাহিত হয়। যদি দাঁড়ি থাকে আর ইহরাম বাঁধা অবস্থায় না হয়ে থাকেন, তাহলে (নল বন্ধ করে) দাঁড়িগুলোকে এভাবে খিলাল করবেন যে, আঙ্গুলগুলোকে গলার দিক হতে প্রবেশ করিয়ে সামনের দিকে বের করে আনবেন। অতঃপর প্রথমে ডান হাত আঙ্গুলের আগা থেকে আরম্ভ করে কনুইসহ তিন বার ধৌত করবেন। এরপর অনুরূপ বাম হাতও ধৌত করবেন। উভয় হাত অর্ধেক বাহু পর্যন্ত ধৌত করা মুস্তাহাব। অধিকাংশ লোকই অঞ্জলী পূর্ণ পানি নিয়ে হাতের কোষ হতে তিন বার এমন ভাবে পানি ছেড়ে দেয় যেন কনুই পর্যন্ত বয়ে চলে যায়। এরূপ করলে কনুই ও বাহুর চতুর্পার্শ্বে পানি প্রবাহিত না হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী হাত ধৌত করবেন। এখন অঞ্জলী পূর্ণ করে কনুই পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করার প্রয়োজন নেই। বরং (শরয়ী অনুমতি ব্যতিরেকে) এরূপ করা অপব্যয়। এবার (নলটি বন্ধ করে) এভাবে মাথা মাসেহ্ করুন যে, বৃদ্ধা ও শাহাদাত আঙ্গুলিদ্বয় বাদ রেখে উভয় হাতের অপর তিন তিনটি আঙ্গুলির অগ্রভাগ একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে নিয়ে কপালের চুল অথবা চামড়ার উপর রেখে পিছনে দিকে গ্রীবা পর্যন্ত এভাবে আঙ্গুলগুলো চালিয়ে নিবেন যেন হাতের তালুদ্বয় মাথা হতে আ'লাদা থাকে। অতঃপর উভয় তালুদ্বয় গ্রীবা থেকে টেনে এমন ভাবে কপাল পর্যন্ত নিয়ে আসবেন যেন শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুলিদ্বয় এ সময় একদম মাথার সাথে না লেগে যায়। এবার শাহাদাত আঙ্গুলগুলো দিয়ে কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলগুলো দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ্ করুন, আর কনিষ্ঠা আঙ্গুলদ্বয় কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দিন। এবার সব আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে গর্দানের পেছনের অংশ মাসেহ্ করে নিন। কেউ কেউ গলা এবং ধৌত করা হাতের কনুই ও কব্জিও মাসেহ্ করে থাকে, এটি সুন্নাত নয়। "(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬২১ এ মাসেহ্ করার আরও একটি নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। এই পদ্ধতিটি ইসলামী বোনদের জন্য খুবই সহজতরও। যেমন; উল্লেখ রয়েছে, মাথা মাসেহ্ এর সুন্নাত নিয়ম আদায়ের জন্য এটিও যথেষ্ট যে, সমস্ত আঙ্গুল মাথার সামনের দিকে রাখবেন। আর হাতের কব্জি রাখবেন মাথার দুই পাশে। এভাবে হাত চেপে ধরে একেবারে পেছন গ্রীবা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন।)" মাথা মাসেহ্ করার পূর্বে নল ভালভাবে বন্ধ করে নেয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। বিনা কারণে পানির নল খোলা অবস্থায় রেখে দেওয়া কিংবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না করা যাতে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে ঝরে অপচয় হতে থাকে এরুপ করাটা অপব্যয় ও গুনাহের কাজ। প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ধৌত করবেন। প্রতি বারেই আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করে গোড়ালির উপর পযন্ত ধৌত করবেন। বরং মুস্তাহাব হল অর্ধ গোড়ালী পর্যন্ত তিন বার করে ধুয়ে নেয়া। উভয় পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নাত। (খিলাল করার সময় টেপ বন্ধ রাখবেন)।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

খিলাল করার মুস্তাহাব নিয়ম হচ্ছে, বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে খিলাল আরম্ভ করে বৃদ্ধা আঙ্গুল গিয়ে শেষ করবেন। পুনরায় ঐ বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল হতে খিলাল আরম্ভ করে কনিষ্ঠায় গিয়ে শেষ করবেন। (সকল ফিকাহ্র কিতাব) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: প্রতিটা অঙ্গ ধৌত করার সময় এই প্রত্যাশা ও বাসনা রাখবেন যে, আমার এই অঙ্গটির গুনাহ্ ঝরে যাচ্ছে। (ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

অযুর অবশিষ্ট পানিতে ৭০টি রোগের আরোগ্য

বদনা ইত্যাদি দিয়ে অযু করার পর থেকে যাওয়া অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাতও আবার শিফাও। যেমন; আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার (সংশোধিত) ৪র্থ খন্ডের ৫৭৫ থেকে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন: অযু করার পর অবশিষ্ট পানির জন্য শরয়ীভাবে সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে এটা প্রমাণিত রয়েছে যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অযু করে অবশিষ্ট পানিটুকু দাঁড়িয়ে পান করেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এটা (অর্থাৎ অযুর অবশিষ্ট পানি) পান করার মাঝে সত্তরটি রোগ হতে শিফা রয়েছে। (আল ফিরদৌস, ২য় খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬১৭) অতএব অযুর অবশিষ্ট পানি এ ক্ষেত্রে যমযমের পানির সাথে সাদৃশ্য রাখে। এই পানি দিয়ে শৌচকার্জ করা উচিত নয়। 'তানভীর' নামক কিতাবের 'অযুর শিষ্টাচার' শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে, অযু করার পর অযুর অবশিষ্ট পানিটুকু ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবে।" (তানভীরুল আবছার, ১ম খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা) আল্লামা আবদুল গনী নাবুলুসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, আমি যখন অসুস্থ হই, তখন অযুর এই অবশিষ্ট পানি পান করে আরোগ্য লাভ করি। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বিশুদ্ধ নববী চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাপ্ত পবিত্র বাণীর উপর নির্ভরশীল হয়ে আমি এই পন্থা অবলম্বন করি। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা) وَ اللهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়

হাদীস শরীফে রয়েছে: 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করল, অতঃপর আসমানের প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়। যেটি দিয়েই ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।' (সুনানে দারেমী, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

দৃষ্টিশক্তি কখনও দুর্বল হবে না

যে ব্যক্তি অযু করার পর আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ‘সূরা কদর’ পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার দৃষ্টিশক্তি কখনও দুর্বল হবে না। (মাসায়িলুল কুরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা)

অযুর পর তিন বার সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত

হাদীস শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি অযু করার পর এক বার সূরা কদর পাঠ করে, সে ব্যক্তি সিদ্দীকিনদের পর্যায়ভূক্ত । আর যে ব্যক্তি দুই বার পাঠ করে, তাহলে শহীদদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, আর যে ব্যক্তি তিন বার পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তা'আলার** সে ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে তাকে নবীগণের সাথে রাখবেন। (ইমাম সুয়ূতী কৃত জমউল জওয়ামে , ৭ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৮১৭)

অযুর পরে পাঠ করার দো'আ (পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

যে ব্যক্তি অযু করার পর নিচের দো'আটি পাঠ করবেন তবে (অর্থাৎ দো'আটি পড়লে) এটিতে মোহর মেরে আরশের নিচে রেখে দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন এটির পাঠককে দিয়ে দেওয়া হবে।

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অনুবাদ: ‘হে **আল্লাহ্**! তুমি পবিত্র। আর তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাই। আর তোমার দরবারে তাওবা করছি।’ (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৫৪)

অযুর পরে এই দো'আটিও পড়ে নিন (আগে ও পরে দরূদ শরীফ সহকারে)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অনুবাদ: ‘হে **আল্লাহ্**! আমাকে তুমি বেশি বেশি তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও। আর আমাকে (সর্বদা) পবিত্র অবস্থায় অবস্থানকারীদের দলভূক্ত করে দাও।’

(সুনানে তিরমিযি , ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৫)

৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পসম্ভার

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কর্তৃক প্রদত্ত অযু ইত্যাদি সম্পর্কিত রঙ বেরঙের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিনন্দন ৪০টি মাদানী ফুলের পুষ্পধারটি গ্রহণ করুন। আপনার জ্ঞানের রাজ্য মাদানী রঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ । এসব মাদানী ফুল ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার (৪র্থ খন্ডের) শেষভাগে ৬১৩ থেকে ৭৪৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ‘ফাওয়ায়িদে জলীলা’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

(১) অযু করার সময় চোখ চেপে বন্ধ রাখবে না। অবশ্য এতে অযু হয়ে যাবে। (ফাওয়ায়িদে জলীলা, ৬১৩ পৃষ্ঠা) (২) ঠোঁট চেপে বন্ধ করে অযু করলে আর কুলি না করে থাকলে অযু হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬১৪ পৃষ্ঠা) (৩) কিয়ামতের দিন অযুর পানি নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। (প্রাগুক্ত, ৬১৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু মনে রাখবেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা অপচয়। (৪) মিসাওয়াক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাঁজা সুন্নাত আদায় ও সাওয়াব অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ, মিসাওয়াক না থাকা অবস্থায় আঙ্গুল কিংবা খসখসে কাপড় দিয়ে দাত পরিষ্কার করলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে মিসাওয়াক বিদ্যমান থাকলেও দাঁতের মাজনই যথেষ্ট। (প্রাগুক্ত, ৪১৫ পৃষ্ঠা) (৫) আংটি ঢিলা হয়ে থাকলে অযু করার সময় সেটি নাড়াচাড়া করে পানি পৌঁছানো সুন্নাত। আর যদি এমন ভাবে আটকে থাকে যে, না নাড়লে পানিই প্রবেশ করবে না, তাহলে (নাড়াচাড়া করা) ফরজ। একই নির্দেশ কানের অলংকার (কানে ব্যবহৃত দুল জাতীয় অলংকার) ইত্যাদির ব্যাপারেও। (প্রাগুক্ত, ৬১৬ পৃষ্ঠা) (৬) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঘসে ঘসে ধৌত করা অযু ও গোসল উভয়টিতে সুন্নাত। (প্রাগুক্ত, ৬১৬ পৃষ্ঠা) (৭) অযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে শরীয়াতের সীমারেখা হতে সামান্য (অর্থাৎ প্রত্যেক দিক হতে সামান্য পরিমাণ) বাড়ানো ওয়াজিব যাতে শরীয়াতের সীমা পূর্ণ হওয়াতে সন্দেহ না থাকে। (প্রাগুক্ত, ৬১৬ পৃষ্ঠা) (৮) অযুতে কুলি কিংবা নাকে পানি দেওয়া পরিহার করা মাকরূহ। আর এতে অভ্যস্ত হলে গুনাহ্গার হবে। মাসআলাটি তারা গভীর ভাবে স্মরন রাখবেন! যারা কণ্ঠনালির সব কিছু ধুয়ে ভাল করে কুলি করে না। আর তারাও মনে রাখবেন! যারা (কেবল) নাকে পানি ছোঁয়ায়, শুঁকে উপরের দিকে পানি টানে না, এরা সবাই গুনাহ্গার। আর গোসলের ক্ষেত্রে যদি এরূপ না করে, তাহলে না গোসল হবে, আর না নামায। (প্রাগুক্ত, ৬১৬ পৃষ্ঠা) (৯) অযুতে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করে ধৌত করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। এটা বাদ দেওয়াই অভ্যস্ত হলে গুনাহ্গার হবে। (প্রাগুক্ত, ৬১৬ পৃষ্ঠা) (১০) অযুতে তাড়াহুড়া করা অনুচিত। বরং আস্তে আস্তে সাবধানতার সাথে করবে। সর্ব সাধারণের কাছে যা প্রচলিত রয়েছে 'অযু যুবকদের ন্যায়, নামায বৃদ্ধদের ন্যায়' এ প্রবাদটি অযুর ক্ষেত্রে ভুল। (প্রাগুক্ত, ৬১৭ পৃষ্ঠা) (১১) মুখমন্ডল ধৌত করার সময় পানি না গন্ডদেশে (গালে) ঢালবে, না নাকের উপর, না জোরে জোরে কপালের উপর। এসব মুর্খদেরই কাজ। বরং ধীরে আস্তে কপালের উর্ধ্বভাগ হতে ঢালবে যেন থুথুনির নিচে পর্যন্ত গড়িয়ে আসে। (প্রাগুক্ত, ৬১৮ পৃষ্ঠা) (১২) অযু করার সময় মুখমন্ডল থেকে ঝরে পড়া পানি উদাহরণস্বরূপ হাতের তালুতে নিল এবং বইয়ে দিল (অর্থাৎ মুখমন্ডল ধৌত করার সময় মুখ হতে ঝরে পড়া পানি দ্বারা বাহু ইত্যাদি ধৌত করতে পারবে না, কেননা) এতে অযু হবেই না। আর গোসলের ক্ষেত্রে ভিন্ন। যেমন মাথার পানি পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে পৌঁছাবে বা যাবে (শরীরকে) পাক করতে করতেই যাবে। সেখানে নতুন করে পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (প্রাগুক্ত, ৬১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

(১৩) কোন লোক অযু করতে বসল, অতঃপর কোন বাধা ইত্যাদির কারণে অযু পূর্ণ করতে পারল না। এমতাবস্থায় সে যতটুকু ধৌত করেছে ততটুকুর সাওয়াব পাবে। যদিও পূর্ণাঙ্গ অযু হয়নি। (প্রাগুক্ত, ৬১৮ পৃষ্ঠা) (১৪) যে ব্যক্তি নিজে নিজে আগে থেকেই নিয়্যত করল যে, সে অর্ধেক অযু করবে, সে ব্যক্তি ঐ অর্ধেক কাজের সাওয়াব পাবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি অযু করতে বসল, পরে কোন ওজর ব্যতীত অপূর্ণ রেখেই উঠে গেল, সেও যেটুকু কাজ আঞ্জাম দিয়েছে সেটুকুর সাওয়াব তার না পাওয়াই উচিত। (প্রাগুক্ত, ৬১৮ পৃষ্ঠা) (১৫) মাথায় বৃষ্টির পানি যদি এতটকু পরিমাণ পড়ে যে, মাথার এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ) ভিজে গেল, তাহলে মাথা মাসেহ্ আদায় হয়ে যাবে। যদিও লোকটি মাথায় হাত না লাগিয়ে থাকে কিংবা নিয়্যত না করে থাকে। (প্রাগুক্ত, ৬১৯ পৃষ্ঠা) (১৬) শিশিরে খোলা মাথায় বসল, তাতে মাথার এক চতুর্থাংশ ভিজে গেল, তাহলে মাসেহ্ হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ৬১৯ পৃষ্ঠা) (১৭) এমন গরম কিংবা এমন ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করা মাকরূহ যা স্বাভাবিকভাবে শরীরে লাগানো যায় না এবং পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত আদায় করতে দেয় না। আর যদি তা (অযুর) কোন ফরজ কাজ আদায় করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অযুই হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬২০ পৃষ্ঠা) (১৮) পানির অপব্যয় করা কিংবা অযথা ফেলে দেওয়া হারাম। (প্রাগুক্ত, ৬২১ পৃষ্ঠা) (নিজের কিংবা অপরের পান করার পর অবশিষ্ট পানি গ্লাস বা জগ থেকে শুধুশুধু যারা ফেলে দেয় তারা যেন তাওবা করে নেয়। আর আগামীতে যেন এরূপ না করে।) (১৯) নাভী হতে হলুদ পানি গড়িয়ে বের হতে থাকলে অযু ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত, ৬২৬ পৃষ্ঠা) (২০) চোখে রক্ত অথবা পুঁজ প্রবাহিত হল কিন্তু চোখ হতে বের হল না, তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। সেগুলো যদি কোন কাপড় ইত্যাদি দিয়ে মুছে পানিতে মিশানো হয় তাহলে পানি না পাক হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬২৪ পৃষ্ঠা) (২১) আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা হল আর তাতে রক্ত ইত্যাদি লাগল। রক্ত যদি এমন পরিমাণে বের হয়ে থাকে যে, ব্যান্ডেজ না থাকলে তা প্রবাহিত হত, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় ভাঙবে না। আর ব্যান্ডেজও না পাক হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬২৪ পৃষ্ঠা) (২২) (প্রস্রাবের অথবা অন্য কিছুর) ফোঁটা সরল, অথবা রক্ত ইত্যাদি লজ্জাস্থানের ভিতরে প্রবাহিত হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তা লজ্জাস্থান হতে বের হয়ে আসবে না অযু ভঙ্গ হবে না। আর প্রশ্রাব যদি লজ্জাস্থানের অগ্রভাগে দৃশ্যমান হয় তাহলে তা অযু ভঙ্গ হবার জন্য যথেষ্ট। (প্রাগুক্ত, ৬২৪ পৃষ্ঠা) (২৩) নাবালেগরা কখনও বেঅযু হয় না, আবার বে গোসলও হয় না। তাদেরকে অযু ও গোসলের যে আদেশ দেওয়া হয় তা কেবল অভ্যাস গড়ে ওঠার এবং আদব শিক্ষার দেয়ার জন্যই। অন্যথায় কোন হাদস (অর্থাৎ অযু ভঙ্গকারী কাজ) দ্বারা তাদের অযু ভাঙ্গে না এবং মিলন (যৌন সম্ভোগ) দ্বারাও তাদের উপর গোসল ফরজ হয় না। (প্রাগুক্ত, ৬৩৩ পৃষ্ঠা) (২৪) কোন অযু করা ব্যক্তি যদি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মাতা-পিতার কাপড়, তাদের খাবারের ফল ইত্যাদি কিংবা মসজিদের মেঝ ধৌত করে, তাহলে সে পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে পরিগণিত হবে না। যদিও এসব কাজ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি লাভেরই মাধ্যম। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

(২৫) নাবালেগের পবিত্র হাত কিংবা শরীরের কোন অঙ্গ পানিতে ডুবালে সেই পানি অযু করার যোগ্যতা হারাবে না যদিও সে অযুবিহীন হয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) (২৬) শরীর পবিত্র রাখা, ময়লা পরিষ্কার করা শরীয়াত প্রত্যাশা করে। কেননা, ইসলামের ভিত্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা উপর। এই নিয়্যতে কোন অযুকরা ব্যক্তি যদি কোন অংঙ্গ ধৌত করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে সাওয়াবের কাজ। কিন্তু সেই পানি ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) (২৭) ব্যবহৃত পানি পাক, এর দ্বারা কাপড় ধৌত করা যাবে কিন্তু এর দ্বারা অযু করলে অযু হবে না। এরূপ পানি পান করা অথবা তা দিয়ে আটা মাখা মাকরূহে তানযীহী। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) (২৮) অন্য কারো পানি বিনা অনুমতিতে নিয়ে এল, হোক তা চুরি করে কিংবা জোর পূর্বক, তা দিয়ে অযু করলে অযু হয়ে যাবে, কিন্তু এরূপ করাটা হারাম। অবশ্য কারো মালিকানাধীন কূপ হতে মালিকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি পানি নিয়ে আসা হয়, তবে সে পানি ব্যবহার করা জায়েয। (প্রাগুক্ত, ৬৫০ পৃষ্ঠা) (২৯) যে পানিতে ব্যবহৃত পানির ধারা এসে পড়েছে কিংবা ব্যবহৃত পানির স্পষ্ট ফোঁটা পড়েছে, সে পানি দিয়ে অযু না করা উত্তম। (প্রাগুক্ত, ৬৫০ পৃষ্ঠা) (৩০) শীতকালে অযু করতে গেলে প্রচন্ড শীত অনুভূত হবে, তার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু এতে কোন রোগের ভয় নেই, এমন অবস্থায় তার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি নেই। (প্রাগুক্ত, ৬৬২ পৃষ্ঠা) (৩১) শয়তনের থুথু ও ফুঁক দেওয়ার কারণে নামাযে প্রশ্রাবের ফোঁটা ও বাতাস বের হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় শরীয়াতের নির্দেশ হল: যে পর্যন্ত অন্তরে এমন দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে না যাতে কসম করা যায়, তাহলে শয়তানের এই কুমন্ত্রনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। শয়তান বলুক, “তোমার অযু চলে গেছে, তখন আপনি মনে মনে তাকে জবাব দিবেন, হে শয়তান! তুই বড়ই মিথ্যুক”! আর এভাবে আপন নামাযেই লিপ্ত থাকুন। (প্রাগুক্ত, ৬৯৭ পৃষ্ঠা) (৩২) মসজিদকে সব ধরনের ঘৃণিত বিষয় থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। যদিও তা পাক বস্তু হয়। যেমন: মুখের লালা (থুথু, কফ) চোখের পানি, (যেমন চোখের আদ্রতাযুক্ত পানি অথবা নাক থেকে প্রবাহিত সর্দির পানি) অযুর পানি। (প্রাগুক্ত, ৭০৬ পৃষ্ঠা) (৩৩) সাবধানতা: অনেকে অযু করার পর মুখ ও হাত থেকে পানির ফোঁটা গুলোকে আঙ্গুল দ্বারা মুছে নিয়ে মসজিদে হাত ঝেড়ে থাকে, এরূপ করাটা স্পষ্ট হারাম ও নাজায়েয। (প্রাগুক্ত, ৭০৬ পৃষ্ঠা) (৩৪) পানিতে প্রস্রাব করা সর্বাবস্থায়: মাকরূহ। এমনকি সমুদ্রেও যদি হয়। (প্রাগুক্ত, ৭২৫ পৃষ্ঠা) (৩৫) যেখানে কোন নাপাকি পড়ে আছে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, ৭২৭ পৃষ্ঠা) (৩৬) পানি অপব্যয় করা হরাম। (প্রাগুক্ত, ৭২৮ পৃষ্ঠা) (৩৭) সম্পদের অপব্যয় করা হারাম। (প্রাগুক্ত, ৭২৮ পৃষ্ঠা) (৩৮) পবিত্র যমযম শরীফের পানি দ্বারা অযু ও গোসল করা কোন ধরণের মাকরূহ ছাড়াই জায়েয। (প্রস্রাব ইত্যাদির পর) ঢিলা দ্বারা শুকিয়ে নেওয়ার পরে যমযমের পানি দিয়ে শৌচকার্য করা মাকরূহ। আর যমযমের পানি দ্বারা অপবিত্র কিছু ধৌত করা, (যেমন: প্রস্রাব করে টিসু পেপার দিয়ে শুকিয়ে না নিয়ে) ইস্তিন্জা করা গুনাহ্। (প্রাগুক্ত, ৭৪২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্ত আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৩৯) সেই অপব্যয় জনিত কাজ যা গুনাহ্ তা কেবল দুই অবস্থাতেই হয়ে থাকে। ❁ কোন গুনাহের কাজে ব্যয় কিংবা ব্যবহার করলে। ❁ অযথা নিষ্প্রয়োজনে সম্পদ বিনষ্ট করলে। (প্রাগুক্ত, ৭৪৩ পৃষ্ঠা) (৪০) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার নিয়ম শেখানোর উদ্দেশ্যে মুর্দাকে গোসল দিল, অথচ সে অন্তরে মুর্দাকে গোসল করানোর নিয়্যত করেনি, এমতাবস্থায় মুর্দাও পাক হয়ে গেল এবং জীবিতদের উপর থেকেও (তাকে গোসল দেয়ার যে দায়িত্বটা) ফরজ ছিল তা আদায় হয়ে গেল। কারণ, কোন আমলের (তথা কাজের) ইচ্ছাই যথেষ্ট। অবশ্য নিয়্যত না করে থাকলে এর সাওয়াব পাবে না। (প্রাগুক্ত, ৭০৭ পৃষ্ঠা)

দীন কি বাতে রহো সুনতা সুনাতা ইয়া খোদা
আওর রহো ইস পর আমল করতা করাতা ইয়া খোদা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর প্রয়োজনীয় মাস্আ'লা-মাসায়িল জানার জন্য **'নামাযের আহকাম'** নামক কিতাবের অন্তর্ভূক্ত ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'অযু পদ্ধতি'**টি অবশ্যই পাঠ করবেন।

গুনাহ্ থেকে নিষেধ করা কখন ফরয?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতে ভরা বয়ান করা নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ এবং অত্যন্ত বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখবেন, ওয়াজ, নসিহত পূর্ণ বয়ান করা মুস্তাহাব। না করে থাকলে অবশ্য কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু কাউকে যদি গুনাহ্ করতে দেখে আর ধারণা হয় যে, তাকে বাধা দিলে ফিরে আসবে, তাহলে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী বয়ান করার স্থলে এই ব্যক্তিটিকে গুনাহ্ হতে বাঁচানোতে বেশি সাওয়াব। কেননা, এখনই তাকে বারণ করা ফরজ। বারণ না করলে গুনাহ্গার হবে এবং শাস্তির হকদার হবে। যেমন; দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'** কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৬১৫ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: "যদি মনে প্রবল এই ধারণা আসে যে, তাকে (অর্থাৎ গুনাহ্ সম্পাদনকারীকে) যদি বলা হয় সে মেনে নিবে, আর গুনাহের কাজ হতে ফিরে আসবে। তাহলে তাকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান করা ওয়াজিব। তার জন্য (অর্থাৎ কাউকে গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় দেখা লোকের পক্ষে) ঐ মূহুর্তে চুপকরে বসে থাকা জায়েয হবে না।"

জু নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচা য়ে
মে দেতা হু উস কো দো'য়া য়ে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ইমাম আযম গুনাহ্ দেখতে পেতেন!

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'ইসলামী বোনদের নামায' কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: একদা সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কূফার জামে মসজিদের অযুখানায় তাশরীফ নিয়ে আসেন। তিনি সেখানে এক যুবককে অযু করতে দেখলেন। অযুকারী লোকটির শরীর হতে তখন (অযুকরা) পানি ঝড়ছিল। হযরত আবু হানিফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইরশাদ করলেন: "হে বৎস! মা-বাবার না ফরমানি থেকে তাওবা করে নাও"। ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ বলল: "আমি তাওবা করলাম।" অন্য আর এক ব্যক্তির অযুর ব্যবহৃত পানির ফোঁটা ঝরতে দেখে লোকটিকে ইরশাদ করলেন: "ও ভাই! তুমি যেনা থেকে তাওবা করে নাও।" সে বলল: "আমি তাওবা করলাম"। তৃতীয় আর এক ব্যক্তির শরীর থেকে এরূপ পানি ঝরতে দেখে তাকে বললেন: "মদ ও গান-বাজনা শোনা থেকে তাওবা করে নাও"। লোকটি বলল: আমি তাওবা করলাম। কাশফের মাধ্যমে ইমাম আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যেহেতু লোকজনের গুনাহ্ ও দোষ-ত্রুটি দেখে থাকতেন, তাই তিনি **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে এই কাশফ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁর ফরিয়াদ কবুল করে নিলেন। সেই থেকে হযরত আবু হানিফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর অযুকারীদের গুনাহ্ ঝরতে দেখা বন্ধ হয়ে যায়।

(আল মীজানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

জেনে-শুনে কারও দোষ-ত্রুটি খুঁজতে থাকা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কোটি কোটি মুত্তাকীদের ইমাম, ইমামে আযম, ফকীহে আফখাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা নো'মান বিন ছাবেত رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বেলায়তের চক্ষু দ্বারা লোকদের অযু করার মাধ্যমে ঝরে যাওয়া গুনাহ্গুলো অর্থাৎ নাফরমানিগুলো দেখতে পেতেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তাঁর মহান কারামতই। তা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ লোকজনের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারাটা পছন্দ করলেন না। ফরিয়াদের মাধ্যমে তাঁর এই কাশফ বন্ধ করে দেন তিনি। এ থেকে সেসব লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা অন্তরে ইমাম আযমের মহব্বত রাখার দাবি করে। অথচ জোর-পূর্বক এলোমেলো প্রশ্ন করে লোকজনের দোষ-ত্রুটি খোঁজায় লেগে থাকে। মনে রাখবেন! শরয়ী কোন কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে কারো দোষ-ত্রুটি খোঁজা বা বের করা গুনাহ, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৯৫০ পৃষ্ঠায় ২৬ পারার সূরাতুল হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে: وَّلَا تَجَسَّسُوْا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আর তোমরা দোষ-ত্রুটি তালাশ করো না।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আলিমদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা দুই কারণে হারাম

আর যদি এই দোষ-ত্রুটিগুলো অপরের কাছে এভাবে উপস্থাপন করল যে, সে বুঝে নিল এটি অমুকের দোষ, তাহলে তো এটি আরেকটি গুনাহ হল। এ দোষটি যদি কোন আলেমে দ্বীনের হয়ে থাকে আর সেটি যদি প্রকাশ করা হয়, তাহলে গুনাহ্ আরও বেড়ে গেল। যেমন; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **'কীমিয়ায়ে সা'আদাত'** নামক কিতাবে বলেছেন: 'আলিমদের দোষ-ত্রুটি বের করা দুই কারণে হারাম। একে তো তা গীবত। দ্বিতীয় কারণ হল, তাতে লোকজনের মধ্যে সমীহ কেটে যাবে, আর তারা এটিকে দলিল বানিয়ে এটির অনুসরণ করবে। (অর্থাৎ নির্ভয়ে তারাও অনুরূপ ভুলগুলো করবে), আর শয়তানও তাদের (সেসব ভুলের অনুসারীদের) সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। আর গুনাহে নিমজ্জিত রাখার জন্য তাদের বলবে, তুমি (এমন এমন কর) অমুক আলেমের চেয়ে বড় পরহেজগার ব্যক্তি তো আর নও!' (কীমিয়ায়ে সা'আদাত, ১ম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা) যত বেশি লোককে এই ভুলটি জানিয়ে দেওয়া হবে, ততই গুনাহ্ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মুসলমানদের উচিত, লোকজনের দোষ-ত্রুটি অবগত হওয়া থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি গায়ে পড়ে জানাতেও চায় তবু তা শোনা থেকে বিরত থাকা। মোটকথা, যে কোনভাবে কারো যে কোন দোষ-ত্রুটি শুনলে কিংবা দেখলে তা কারো নিকট প্রকাশ না করে গোপন রাখুন, শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া অবশ্যই কারো কাছে তা প্রকাশ করবেন না।

দোষ-ত্রুটি গোপন করা সম্পর্কে হুযুর ﷺ এর তিনটি বাণী

দোষ-ত্রুটি গোপন করা সম্পর্কে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) "যে ব্যক্তি আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তা'আলা** তার দোষগুলো গোপন রাখবেন, আর যে ব্যক্তি আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে **আল্লাহ্ তা'আলা** তার দোষগুলো প্রকাশ করবেন। এমনকি তাকে তার ঘরে (অর্থাৎ পরিবার-পরিজনদের কাছে) লাঞ্ছিত করবেন।" (ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৪৬)

(২) "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেয়, **আল্লাহ্ তা'আলা** কিয়ামত দিনের দুঃখ-দুর্দশাগুলো হতে তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেবেন, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, **আল্লাহ্ তা'আলা** কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।" (মুসলিম, হাদীস: ৬৫৮০, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা)

(৩) "যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখে তা গোপন করে ফেলে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে।" (মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৮৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করার ৫৯টি উদাহরণ

এখানে যেসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে, তন্মধ্যে দোষ-ত্রুটি খোঁজ সহ গীবত, অপবাদ, কুধারণা ইত্যাদির দৃষ্টান্তও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। অধিকাংশ এমন সব দৃষ্টান্তও রয়েছে যেগুলোতে শরীয়াতের হুকুম সাব্যস্ত হবে নিয়্যতের উপর। যেমন; চাকর রাখা, অংশীদার (পার্টনারশিপ) করা কিংবা কোথাও বিয়ের ইচ্ছে রয়েছে, তাই প্রয়োজনানুযায়ী জানাশুনা বা যাচাই ইত্যাদি করা গুনাহ নয় বরং এসব ব্যাপারে কারো কাছে জানতে চাওয়া হলে সত্য তথ্য প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করা হয়ে থাকে, তাহলে গীবত ও অপবাদের মাধ্যমে নিজের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় তৈরি না করে বরং দোষ গোপন করার মাধ্যমে জান্নাতের হকদার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নের মাধ্যমে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে এই নিয়্যত থাকে না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করার খাতিরেই জিজ্ঞাসা করে। আর কখনও কখনও নিজেও গুনাহে গ্রেফতার হয়ে যায় এবং বারংবার জবাবদাতাকেও গুনাহগার বানিয়ে দেয়।

❁ কেউ বাসা ভাড়া নিল। তখন জিজ্ঞাসা করা, “বাড়িওয়ালা কেমন লোক?” এ জিজ্ঞাসা মূলত: কোন গুনাহ্ না হতে পারে কিন্তু এটি কয়েকটি গুনাহের কারণ হতে পারে। যেমন; অপর ভাড়াটিয়াটি জবাবে বলল: “লেনদেনে স্বচ্ছ নয়, অত্যন্ত দুশ্চরিত্র আর কৃপণ”। এভাবে বলাতে তিনটি দোষ প্রকাশ পেল। ঐ দোষ তিনটি লোকটির মধ্যে বাস্তবে বিদ্যমান থাকলেই তা তার দোষ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এখন কথাগুলো বলাতে হয়তবা তিনটি গীবত হল নতুবা অপবাদ। আর যদি কেবল এ কারণে জিজ্ঞাসা করেছে যাতে বাড়িওয়ালার দোষগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। তাহলে তা হবে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা। যেটি গুনাহ্, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। ❁ কেউ বাসা ভাড়া দিল। পরে অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করল, “ভাড়াটিয়াটি কেমন লোক?” এই জিজ্ঞাসাটিও মূলত: গুনাহ্ নয় কিন্তু এটি কয়েকটি গুনাহের কারণ হতে পারে। যেমন, বাড়ির মালিক জবাবে বলল: বড়ই চালবাজ লোক। কখনও যথা সময়ে ভাড়া পরিশোধ করে না। শুধুশুধু এটা ওটা দিয়ে ঠোকাঠুকি করে আমার বাসার চেহেরাটাই একদম পাল্টে দিয়েছে। এভাবে সে তিনটি দোষ প্রকাশ করল। তা লোকটির মাঝে বাস্তবে বিদ্যমান থাকলে তা তার দোষ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এখন এসব বলা হয়ত গীবত হল, না হয় অপবাদ। ❁ আপনার নতুন চাকরটি ঠিকমত কাজ করছে কিনা? এটিও শরীয়াতের অনুমতি ব্যতিরেকে জিজ্ঞাসা করা দোষ–ত্রুটি খোঁজার শামিল। আর যার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে এই প্রশ্নটির জবাবে চাকরটির ব্যাপারে কাজচোর, হারামখোর ইত্যাদি বলে গুনাহ্গার হয়ে যাবার অধিক আশঙ্কা রয়েছে। ❁ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাক, ফজরের নামায ঠিকমত পড় তো, নাকি পড়ই না? ❁ আপনি নামায পড়েন নাকি পড়েন না? ❁আপনার পিতা নামাযী লোক নাকি বে নামাযী?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

❁ তুমি এখনও পর্যন্ত নতুন কাপড় পড়নি? ঈদের নামায পড়েছ নাকি পড়নি। ❁ রমজান মাসে কারও নিকট জিজ্ঞাসা করা, বাহঃ ভাই! আজ যে আপনাকে বড়ই সতেজ দেখাচ্ছে। রোযা রেখেছেন তো নাকি রাখেননি? ❁ এবার রমজান মাসে আপনি কয়টি রোযা রেখেছেন? ❁ কোন তারাবীহ্র নামায বাদ তো পড়েনি? ❁ তুমি সবকিছুর পূর্ণাঙ্গ যাকাত দাও তো, নাকি দাও না? ❁ আপনার স্ত্রী ভদ্র আছে তো, ঝগড়া-ঝাটি তো করে না মনে হয়। (মহিলাদের মাঝে এ প্রশ্নটি 'স্বামীর' দোষ অন্বেষণের বেলায় করা হয়ে থাকে)। ❁ বিয়ে হওয়া কন্যার মায়ের কাছে প্রশ্ন করা, আপনার কন্যার শ্বাশুরি ভাল লোক, নাকি মন্দ? ❁ ঝগড়াটে না তো? খাবার-দাবারে কৃপণ নয় তো? ❁ কন্যাটিকে নির্যাতন তো করে না? ❁ ছেলেকে কানফুসলানি করে না তো? ❁ মেয়েটির ননদী ঘরে আছে সে কোন অজুহাত খাড়া করে না তো? ❁ ছেলের বিয়ের পর তার মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করা, এখন ছেলে আপনার খবরা খবর রাখে কি রাখেনা? ❁ আগের মত বেতন পেয়ে আপনার হাতে তুলে দেয় না কি স্ত্রীর হাতে? ❁ বউ তাকে যাদু মন্ত্রের মাধ্যমে বশ করে নিজের করে ফেলেনি তো? বউটি ভাল স্বভাবের নাকি মন্দ? ❁ তাবিজ করে না তো? ❁ গাল মন্দ করে না তো? ❁ আপনাদের সম্মান করে কি করে না? ❁ সেদিন অমুকের ঘরে কিছু বড় গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, কে কে ঝগড়া করছিল? ❁ হ্যাঁ, ভাই! তার স্বামীটি বড়ই যালিম। বেচারীকে আবার বিনা দোষে মারধর করে না তো? ❁ বরকে জিজ্ঞাসা করা, শশুড় সাহেব যৌতুক প্রদানে কার্পণ্য করেনি তো? ❁ সেদিন তো খুব ঘটা করে শশুড় বাড়ি গিয়েছিলে, তো জামাইকে ভালমত সমাদর করা হয়েছে না কি হয়নি? ❁ ভালমত সম্ভাষণ করেছে তো? ❁ বিয়ে করা ইসলামী ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করা, আপনার বাচ্চার মা পাঞ্জেগানা নামায আদায় করে কি করে না? ❁ আপনার ভাইদের সাথে পর্দা করে তো? ❁ বেপর্দা ঘোরাফেরা করে না তো? ❁ আপনার বস (মালিক) ভাল লোক তো? ❁ কৃপণ না তো? ❁ চরিত্রহীন তো না? ❁ কর্মচারীদের সাথে গালমন্দ করে না তো? ❁ শিক্ষার্থীদের কাছে নিষ্প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা, তোমাদের অমুক শিক্ষকটি কেমন পড়ান? ❁ তার পাড়া তোমাদের বুঝে আসে কি আসে না? ❁ কারো মেহমানের কাছে জিজ্ঞাসা করা, হ্যাঁ ভাই! লোকটি ঠিকমত মেহমানদারী করছে তো? ❁ লোকটি আপ্যায়নকারী হিসেবে কেমন? ❁ দা'ওয়াতে ইসলামীর অমুক হালকার নতুন নিগরানকে আপনাদের কেমন লাগল? ❁ ইসলামী ভাইদেরকে বকাঝকা দেন না তো? ❁ নিগরানের নিকট জিজ্ঞাসা করা, অমুক মুবাল্লিগ কি আপনার অনুগত নাকি নিজ ইচ্ছেমত চলছে? ❁ অমুককে তানযীমি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তার চরিত্রে কি ত্রুটি ছিল? ❁ অমুক শিক্ষক কিংবা অমুক নাজিমকে (প্রধান শিক্ষককে) তার পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে, তিনি কোন ধরনের সমস্যা করেছেন? ❁ কোন মুবাল্লিগকে জিজ্ঞাসা করা, সত্য সত্য বলুন তো, আপনি আজকের বক্তব্যটি কি বাহ্ বাহ্ কুড়াবার উদ্দেশ্যে করেছেন না কি **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজক্ষমায যাওয়ায়েদ)

❁ নাতের মাহফিলে অনুপস্থিত থাকা কোন নাত খাঁকে জিজ্ঞাসা করা, অমুক জায়গায় তুমি এ জন্যেই নাত পড়তে যাওনি, সেখানে "কিছু" মিলবে না? ❁ আপনি কি কেবল মাদানী চ্যানেলই দেখেন না কি অন্যান্য চ্যানেলের গুনাহেপূর্ণ প্রোগ্রামগুলোও দেখেন? ❁ আপনি সিনেমা, নাটক ইত্যাদি দেখেন না তো? ❁ অমুক অফিসারটি তো আপনার কাজটি ফ্রিতেই করে দিয়েছেন তাই না? টাকা-কড়ি কিছু তো চাইনি মনে হয়? ❁ অমুকের গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে আপনি জখম হলেন, দোষ কি তার ছিল না আপনার? ❁ অমুক ডাক্তার সাহেব ভাল করে চেক-আপ করেছেন না কি এমনিতেই টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়েছেন? ❁ তালাক দাতা বন্ধুর কাছে জিজ্ঞাসা করা, বন্ধু! তুমি তাকে তালাক দিলে কেন? (এই জিজ্ঞাসাতে সাধারণতঃ গুনাহের দরজা ঠিক ঠিকই খুলে যায়)। ❁ (শুধু শুধু জিজ্ঞাসা করা) দোকানদারটি কেমন লোক? ❁ ঠকায় না তো? ❁ লুটিয়ে নেয় না তো? (অর্থাৎ চড়া দামে পণ্য বিক্রি করে না তো?) ❁ দেখতে তো তাকে বড় ভাল লোক বলে মনে হয়! আপনিই জানবেন, খারাপ লোক (ফটকাবাজ) নয় তো? ❁ আপনার নতুন প্রতিবেশীটি কেমন? এড়িয়ে চলবেন। ❁ আমার মনে হয় না যে, লোকটি ভাল।

কিসি কি খামিয়াঁ দেখে না মেরি আঁখে অওর
সুনে না কান ভি আইবো কা তাযকিরা ইয়া রব। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মিষ্টি কথায় মনের দুনিয়াটি পাল্টে দিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযথা জিজ্ঞাসাবাদ, লোকজনের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ এবং কারো সম্পর্কে জানার খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য, কেউ কারো দোষ বললে তাকে সুন্দর কৌশলে তা থেকে বিরত রাখার জন্য, যতদূর সম্ভব তার দোষ-ত্রুটি খোঁজার মন্দ চরিত্র পরিত্যাগে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য, গীবত, চুগোলখোরি ও কুধারণা থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানো ইত্যাদি ভাল ভাল অভ্যাস গড়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনার ঈমান হিফাজতের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকুন। নামাযের ধারাবাহিক অভ্যাস জারি রাখুন। সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। **মাদানী ইন্'আমাত** অনুযায়ী জীবন গড়তে থাকুন। আর এতে অটল থাকার জন্য প্রত্যহ ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা পূরণ করতে থাকুন এবং তা প্রতি মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট তা জমা করিয়ে দিন, আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রতি মাসে কম করে হলেও তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

এখন আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার পেশ করছি। বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী ভাই প্রায় এরূপই বলেছিলেন: "সৎসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাওয়াতে আমি গান-বাজনা শোনাসহ ছিনেমা-নাটক ইত্যাদি দেখার মত গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার জীবনের দিন ও রাতগুলো **আল্লাহ্**র নাফরমানিতে কাটছিল। পরবর্তীতে আমার ভাল হয়ে যাওয়ার কারণ এ হল যে, একদা আমার এলাকার একজন মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আশিকে রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সালাম ও মুসাফাহা শেষে খুবই সুন্দর পদ্ধতিতে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে আমার কাছেও আমার নাম ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আর তাঁর মাদানী লক্ষ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'** অনুযায়ী **ইনফিরাদি কৌশিশ** করতে গিয়ে নেকীর প্রতি আগ্রহ প্রদান ও গুনাহের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করার মানসিকতা তৈরীর লক্ষ্যে আন্তরিক চেষ্টায় লেগে গেলেন। আর এরই আওতায় তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের সুন্নাতে ভরা বয়ানের বরকতে দৃশ্যমান আশ্চর্যজনক মাদানী বাহারগুলো উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বললেন। তাঁর মুখের মিষ্টি কথা আমার মনের দুনিয়াটাই পাল্টে দিল। আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে আজীবনের জন্য সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার গুনাহের প্রতি ঘৃণা, নেকীর প্রতি ভালবাসা এবং নিয়মিত নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, আর **আল্লাহ্ তা'আলা**র হক গুলো আদায়ের সাথে সাথে বান্দার হক আদায়েও আমার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

হে ফালাহ্ ওয়া কামরানী নরমি ওয়া আ'সানি মে   হার বানা কাম বিগড় জাতা হে না দানি মে
ডুব সাকতি হি নেহি মওজো কি তুগ্‌য়ানি মে   জিস কি কাশ্‌তি হো মুহাম্মদ কি নিগাহ্‌বানি মে।

বিনয়ের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যি সত্যি মিষ্টি কথায় ভাল কাজ হয়। এতে করে পাষাণ অন্তরও গলে মোম হয়ে যায়। অতএব **ইনফিরাদি কৌশিশ** করার ক্ষেত্রে সর্বদা বিনয় ও নম্রতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠাসম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'** কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৫৭২ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, "যে বিনয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।"
{সহীহ মুসলিম, ১৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫ (২৫৯২)}

ইলাহী হুসনে আখলাক অওর নরমি কি সাআ'দাত দে
গুনাহো পর নাদামাত দে, সাদাকাত দে শারাফাত দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

ফেরাউনের প্রতি নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর সময় বিনয়ের আদেশ

মাদানী পবিবেশের সাথে যেসব ভাই ও বোনেরা সম্পৃক্ত রয়েছেন, তারা যদি হয়ে থাকেন রাগী, খিটখিটে মেজাজের এবং বদ স্বভাবের, তাহলে সাফল্য লাভ করা বড়ই কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং আগে নিজের স্বভাবকে সংশোধন করুন। পরিশুদ্ধ হয়ে যান। এমনিতেই যার মাদানী কাজ করার একান্ত আগ্রহ রয়েছে তার জন্যে ঠান্ডা মেজাজের হওয়া বাঞ্ছণীয়। কেননা, অযথা কঠোরতা প্রদর্শন করলে লক্ষ্যে পৌঁছা কঠিন হয়ে যায়। বিনয়ের গুরুত্বকে নিচের ঘটনাটি দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন। কথিত আছে, কোন ব্যক্তি কঠোরভাবে মামুনুর রশীদের দোষ ধরলেন আর তার সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। এতে মামুনুর রশীদ বললেন, "হে যুবক! তোমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে যখন **আল্লাহ্ তা'আলা** আমার চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তির কাছে **নেকীর দাওয়াত** দিতে পাঠালেন, তখন তাকে আদেশ দেন যে, তার সাথে নম্র-ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলবে।" অর্থাৎ সায়্যিদুনা মূসা এবং হারুন عَلَيْهِمَا السَّلَام (যারা তোমার চেয়ে উত্তম) ফেরাউনের (যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট) কাছে যখন পাঠালেন, তখন বলেছিলেন:

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে।"

(পারা: ১৬, সূরা তোয়াহা, আয়াত: ৪৪)

(ইত্তেহাফুস সাদাতি লিয যুবাইদি, ৮ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

মদ্যপায়ীকে পুলিশে দেয়া কেমন?

রাসুলের সাহাবা হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর (ব্যক্তিগত) সম্পাদক হযরত সায়্যিদুনা আবু হাইসম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার প্রতিবেশী লোকগুলো মদ পান করে। আমি পুলিশ ডেকে তাদের গ্রেফতার করাতে চাই। তিনি জবাবে বললেন: এরূপ করো না, তাকে উপদেশ দাও। বললেন, আমি তাদের অনেক নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা ফিরে আসছে না। তাই এবার আমি তাদেরকে পুলিশে দিতে চাই। এ কথা শুনে তিনি বললেন: এমনটি করবে না। আমি **দয়ালু নবী, রসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি অপর কারো দোষ-ত্রুটি গোপন করল, সে যেন জীবিত পুঁতে দেওয়া কোন কন্যা সন্তানকে তার কবরে জীবিত করল। (অর্থাৎ তার জীবন বাচাঁল)" (আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদ পান করা নিঃসন্দেহে বড় ও খারাপ গুনাহ। কিন্তু যে ব্যক্তি গোপনে মদ পান করে তাকে **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে তাওবা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু তার সে দোষ ঢেকে রাখা প্রয়োজন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(১) মদ আপনা আপনি সির্কায় পরিণত হয়ে গেল! কীভাবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতে শরাবীদের (মদ্যপায়ীদের) জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম। তাদের দ্রুত তাওবা করে নেওয়া উচিত। শিক্ষা গ্রহণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩২ পৃষ্ঠাসম্বলিত 'তাওবা কি রিওয়ায়াত ও হেকায়াত' নামক উর্দু কিতাবে বর্ণিত দুটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা প্রয়োজনী পরিমার্জন সহকারে পেশ করা হল। আমীরুল মুমিনীন ইমামুল আদেলীন হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ একদা মদীনা শরীফের পবিত্র এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক যুবকের সামনাসামনি হলেন। যুবকটি কাপড়ের নিচে একটি বোতল লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ বললেন: "হে যুবক! তুমি কাপড়ের নিচে এ কী লুকিয়ে রেখেছ?" আসলে বোতলটিতে মদ ছিল। এগুলোকে মদ বলতে সাহস হচ্ছিল না যুবকটির। সে মনে মনে ফরিয়াদ করল: "হে **আল্লাহ্!** হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর সামনে তুমি আমাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করো না। তাঁর সামনে তুমি আমার দোষ গোপন করে নাও। আমি তাওবা করছি। আগামীতে আমি আর কখনও মদ পান করব না। এবার যুবকটি বলল: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি একটি সির্কার বোতল নিয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন: "আমাকে দেখাও তো!" যুবকটি যেই বোতলটিকে তাঁর সামনে ধরল আর তিনি তা দেখলেন, বাস্তবেই তা সির্কাই ছিল। (মুকাশাফাতুল কুলূব, ২৭, ২৮ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) শরাবী যুবক বেলায়তের মর্যাদায়!

سُبۡحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! তাওবারই কী বাহার যে, তাওবার বরকতে মদ পরিবর্তন হয়ে যায় সির্কায়। আরেক মদ্যপায়ী যুবকের বক্তব্য শুনুন। তিনি তাওবা করে অত্যন্ত মহান মর্যাদা লাভ করেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡه তখন ছিলেন যুবক। তাওবা করার আগে তিনি ছিলেন গুনাহের সাগরে ডুবন্ত ও মদ্যপানে খুবই প্রসিদ্ধ। একদা হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡه এর মজলিসে উপস্থিত হলেন। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡه তখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির তাফসীর করছিলেন :

اَلَمۡ یَاۡنِ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡ تَخۡشَعَ قُلُوۡبُهُمۡ لِذِکۡرِ اللّٰہِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "ঈমানদারদের জন্য কি এখনও ঐ সময় আসে নি যে, তাদের অন্তর সমূহ **আল্লাহ্**র স্মরণে ঝুঁকে পড়বে?"
(পারা: ২৭, সূরা: আল হাদীদ, আয়াত: ১৬)

তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দিলেন যে, লোকজন কান্নায় ঢলে পড়লেন। এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল। বলল: হে হুযুর! আমি যদি তাওবা করি **আল্লাহ্ তা'আলা** কি আমার মত গুনাহ্‌গারের তাওবা কবুল করবেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: 'নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্** তোমার তাওবা কবুল করবেন।' উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন এমন কথা শুনলেন, সাথে সাথে তাঁর চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেল। সমস্ত শরীর কাঁপতে আরম্ভ করল। চিৎকার দিয়ে উঠলেন আর বেহুশ হয়ে ঢলে পড়লেন। তিনি যখন হুশ ফিরে পেলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নিকটে এসে কবিতার এই লাইনগুলো পাঠ করলেন:

اَيَا شَابًّا لِّرَبِّ الْعَرْشِ عَاصِیْ
اَتَدْرِیْ مَاجَزَاءُ ذَوِی الْمَعَاصِیْ

অর্থ: হে আরশের প্রতিপালকের অবাধ্য যুবক! তুমি কি জান, গুনাহ্‌গারদের শাস্তি কী?

سَعِيْرٌ لِّلْعُصَاةِ لَهَا زَفِيْرٌ
وَغَيْظٌ يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِیْ

অর্থ: **আল্লাহ্**র অবাধ্যদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ জাহান্নাম। যাতে থাকবে গর্জন। আর যে দিন কপালগুলো ধরে পাকড়াও করা হবে সে দিন আযাবের বর্ষণ হবে।

فَاِنْ تَصْبِرْ عَلَى النِّيْرَانِ فَاعْصِهٗ
وَاِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاصِیْ

অর্থ: অতএব তুমি যদি আগুনে ধৈর্য্য ধারণ করতে পার, তাহলে অবাধ্য হও। আর যদি সহ্য না করতে পার তাহলে অবাধ্যতা করা থেকে দূরে সরে যাও।

وَفِيْمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا
رَهِنْتَ النَّفْسَ فَاجْهَدْ فِی الْخَلَاصِ

অর্থ: তুমি যেসব গুনাহ করেছ তাতে তুমি নিজেই ফেঁসে গেছ। এখন তুমি পরিত্রাণের উপায় খোঁজ।

উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। তিনি যখন হুশ ফিরে পেলেন, বললেন: “শায়খ আমার! আমার মত নিঃকৃষ্ট লোকের তাওবা কি **আল্লাহ্ তা'আলা** কবুল করবেন?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: “কেন করবেন না? **আল্লাহ্ তা'আলা** তো তাওবাকারীর তাওবা এবং গুনাহ্‌গারের ফরিয়াদ কবুল করেন”। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তিনটি দো'আ করলেন:

(১) 'হে আমার **আল্লাহ্**! তুমি যদি আমার তাওবা কবুল করে থাক এবং আমার গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দিয়ে থাক, তাহলে তুমি আমাকে এমন প্রজ্ঞা (স্মরণ শক্তি) দান কর যেন দ্বীনের ইলম এবং কুরআন শরীফ হতে যাই শুনি মুখস্থ হয়ে যায়।'

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(২) 'হে **আল্লাহ্**! আমাকে সুকণ্ঠের অধিকারী করে দাও। যাতে কোন পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিও যদি আমার কিরাত শ্রবন করে তাহলে যেন তার অন্তর গলে যায়।' (৩) 'হে **আল্লাহ্**! তুমি আমাকে হালাল রিযিক দান কর। আর আমাকে এমন স্থান হতে রিযিক দাও যার কল্পনা আমার ধ্যানেও নেই।' **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁর সমস্ত (তিন তিনটি) দো'আই কবুল করেন। তিনি খুবই স্মরণশক্তির অধিকারী হয়ে গেলেন। তিনি যখন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর তিলাওয়াত শুনে গুনাহ্গার লোকেরাও তাওবা করে ফেলত। তাঁর ঘরে প্রত্যহ তরকারীর একটি পেয়ালা এবং দুইটি রুটি সাজানো থাকত। আর কেউ জানত না যে, এগুলো কে রেখে যেত। এ অবস্থাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। (মুকাশাফাতুল কুলূব, ২৮, ২৯ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

স্বর্ণের আংটি ব্যবহারকারীর সংশোধন

আমাদের দ্বীনের মনীষীগণ তাঁদের সাথে উঠাবসাকারী লোকজনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সদা তৎপর থাকতেন। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'মালফুজাতে আ'লা হযরত' নামক কিতাবের ৩০৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, আছর নামাযের পর ছিল ভালবাসাপূর্ণ এক পরিবেশ। কাছের ও দূরের লোকজনেরা মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একজন সত্যিকারের আশিকে রসুলের সাথে সাক্ষাতে নিজেদের ধন্য করছিলেন। এমন সময় একটি লোক স্বর্ণের আংটি পরে সেখানে উপস্থিত হল। হামিয়ে সুন্নাত মাহিয়ে বিদআত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه অসৎকাজে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এভাবেই বললেন: পুরুষের পক্ষে স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। এক পাথর সম্পন্ন রূপার আংটি যা কেবল সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম থেকে কম পরিমাণের অনুমতি রয়েছে। কোন পুরুষ যদি স্বর্ণের, তামার কিংবা পিতল ইত্যাদি ধাতব আংটি পরিধান করে অথবা রূপার সাড়ে চার মাশার বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ আংটি ব্যবাহার করে অথবা একাধিক আংটি ব্যবহার করে যদিও সব মিলিয়ে সাড়ে চার মাশার কম হয়ে থাকে, তাহলে তার নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। (মালফুজাতে আ'লা হযরত, ৩০৯ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ তার নামায পুনরায় পড়ে দেওয়া ওয়াজিব। ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেছেন: বান্দাদের প্রতি যে বিষয়ের আদেশ রয়েছে তা পালন করাতে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকলে সেই অসুবিধাটি দূর করার জন্য সেই আমলটিকে পুনরায় আদায় করাকে পুনরাবৃত্তি বলে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২৯ পৃষ্ঠা) **আ'লা হযরতের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হায়! আমারাও যদি গুনাহ্ হতে পরিত্রাণদাতা হতে পারতাম!

হায়! আমারা সকল আ'লা হযরতের গোলামরা যদি সৎকাজের প্রতি দাওয়াত দেওয়াতে আর লোকজনকে গুনাহ্ হতে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হতাম! এ কথা মনে রাখবেন যে, কোন ব্যক্তি যদি নাজায়েয আংটি কিংবা ধাতুর তৈরি রিং বা গলায় যে কোন ধাতব চেইন ব্যবহার করে আর আপনার মনে হয় যে, তাকে বারণ করা গেলে সে অমান্য করবে না, তাহলে তাকে বারণ করা আপনার জন্য ওয়াজিব। বারণ না করলে গুনাহ্গার হবেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত '১২৩২ পৃষ্ঠাসম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' নামক কিতাবের ৩য় খন্ডের ৪২৪ পৃষ্ঠা থেকে প্রথমে দুইটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন। পরে আংটি সম্পর্কিত **নেকীর দাওয়াত** সম্বলিত আরও কিছু মাদানী ফুল উপহার স্বরূপ গ্রহণ করুন।

(১) স্বর্ণের আংটি ... আগুনের কয়লা

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا হতে বর্ণিত আছে যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি লক্ষ্য করলেন তখন তিনি তার হাত থেকে তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর ইরশাদ করলেন: কেউ কি আপন হাতে আগুনের কয়লা রাখে? **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন স্থান ত্যাগ করলেন, কেউ লোকটিকে বলল: আংটিটি কুঁড়িয়ে নাও এবং (তা আর ব্যবহার না করে) অন্য কাজে ব্যবহার কর। লোকটি বলল, **আল্লাহ্**র কসম! যে আংটি স্বয়ং **আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফেলে দিয়েছেন আমি সেটি কখনোও কুঁড়িয়ে নেব না। (সহীহ মুসলিম, ১১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৯০)

(২) দেব-দেবী ও জাহান্নামীদের অলংকার

তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ হযরত বুরাইদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরিহিত ছিল। **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ব্যাপার কি? তোমার শরীর থেকে যে দেব-দেবীর গন্ধ আসছে? (তৎক্ষণাৎ) সে ব্যক্তি আংটিখানা ফেলে দিল। এবং পরে একটি লোহার আংটি পরে এল। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "কী ব্যাপার, তুমি যে জাহান্নামীদের অলংকার পরে আছ? সে এটিও ফেলে দিল। এবার আরজ করল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমি কিসের আংটি বানাব। তিনি ইরশাদ করলেন: তুমি রূপার আংটি বানাবে। আর (পরিমাণে) এক মিছকাল থেকে কম রাখবে (অর্থাৎ সাড়ে চার মাশার কম)।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২২৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আংটি সম্পর্কিত ১৯টি মাদানী ফুল

❁ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। **সুলতানে দো জাহান, রহমতে আ'লামিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬৩) ❁ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম। যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহ্গার হবে। অনুরূপ ছেলেশিশুর হাতে পায়ে নিষ্প্রয়োজনে মেহেদী দেওয়াও নাজায়েয। মহিলারা স্বয়ং তাদের হাতে-পায়ে মেহেদী লাগাতে পারবে। কিন্তু ছেলেশিশুকে লাগিয়ে দিলে গুনাহ্গার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা) কন্যাশিশুদের হাতে পায়ে মেহেদী দেওয়াতে কোন বাধা নাই। ❁ লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৯২) ❁ পুরুষদের জন্য সেরূপ আংটিই জায়েয যেগুলো (লেডিস ষ্টাইলের নয়) জেন্টস ষ্টাইলের। অর্থাৎ তা হবে কেবল এক পাথর বিশিষ্ট। আর যদি তাতে একের অধিক (কয়েকটি) পাথর থাকে, তাহলে তা রূপার হয়ে থাকলেও পুরুষদের জন্য নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়েয। কেননা, এটি কোন আংটি নয়, বরং রিংই। ❁ হুরূফে মুকাত্তাআত-খুদিত (পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভিক বিচ্ছিন্ন বর্ণ-খুদিত) আংটি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু হুরূফে মাকাত্তাআত-খুদিত আংটি অযুবিহীন অবস্থায় পরিধান করা, স্পর্শ করা অথবা মুসাফাহাকালে হাত মিলানো ব্যক্তিটির এই আংটিখানা অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ হয়ে যাওয়া জায়েয নেই। ❁ অনুরূপ পুরুষদের জন্য একাধিক (জায়েয) আংটি পরিধান করা কিংবা (একাধিক) রিং পরিধান করা নাজায়েয। কেননা রিংটি আংটি নয়। মহিলারা রিং পরতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা) ❁ এক পাথর বিশিষ্ট রূপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা বা ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম হতে কম ওজনের হয়ে থাকে তাহলে সেটি পরিধান করা জায়েয। যদিও তা মোহরের প্রয়োজনে না হয়ে থাকে। কিন্তু তা পরিহার করা (অর্থাৎ যার ষ্টাম্পের প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে জায়েয আংটিও পরিধান না করাই) উত্তম। আর (যাকে আংটি দিয়ে ছাপ দিতে হয় অর্থাৎ আংটিকে মোহর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তার পক্ষে) মোহরের প্রয়োজনে কেবল জায়েযই নয় বরং সুন্নাত। অবশ্য অহংকার প্রদর্শনের জন্য কিংবা মেয়েদের মত টিপ-টাপ ষ্টাইলের অথবা অন্য কোন ঘৃনিত উদ্দেশ্যে একটি আংটিই বা কেন, এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে তো স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করাও নাজায়েয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা) ❁ দুই ঈদে আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯, ৭৮০ পৃষ্ঠা) কিন্তু পুরুষরা কেবল জায়েয আংটিগুলোই পরিধান করবে। ❁ আংটি পরিধান করা কেবল তাদের জন্যই সুন্নাত, যাদের মোহর করার প্রয়োজন রয়েছে (অর্থাৎ ষ্টাম্প হিসাবে ব্যবহার করার)। যেমন; সুলতান, কাজী, আলিম-ওলামা যাঁরা ফতোয়ায় মোহর ব্যবহার করেন। এরা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য যাদের মোহরের প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য সুন্নাত নয়।

অবশ্য পরিধান করা জায়েয। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) বর্তমানে অবশ্য আংটির মাধ্যমে মোহর করার প্রচলন আর নেই। বরং এ কাজের জন্য ষ্টাম্পই তৈরি করা হয়ে থাকে। সুতরাং আংটির মাধ্যমে যাদের মোহর করার প্রয়োজন আর নেই, সেসব কাজী ইত্যাদির জন্যও আংটি পরিধান করা আর সুন্নাত রইল না। ❁ পুরুষরা আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে করে রাখবে আর মহিলারা রাখবে হাতের পিঠের দিকে করে। (আল হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) ❁ রূপার রিং বিশেষ করে মহিলাদেরই অলংকার। পুরুষদের পক্ষে মাকরূহ (তাহরীমি, নাজায়েয ও গুনাহ্)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা) ❁ মহিলারা স্বর্ণের বা রূপার যত খুশি আংটি এবং রিং ব্যবহার করতে পারবে। এতে ওজন বা পাথরের সংখ্যার কোন নির্দিষ্টতা নেই। ❁ লোহার আংটির উপর রূপার খোল চড়িয়ে দেওয়াতে লোহা মোটেই দেখা যাচ্ছে না, এমন আংটি পরিধান করা পুরুষ বা নারী কারো জন্য নিষেধ নয়। (আলমগিরী, ৫র্থ খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) ❁ উভয় হাতের যে কোন হাতেই আংটি পরিধান করতে পারবে তবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে পরবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা) ❁ মান্নতের কিংবা ফুঁক দেওয়া ধাতুর (METAL) তৈরি চেইন পুরুষের পক্ষে পরিধান করা নাজায়েয ও গুনাহ্। অনুরূপ ভাবে ❁ মদীনা মুনাওয়ারা কিংবা আজমীর শরীফের রূপার অথবা অন্য যেকোন ধাতুর রিং এবং ষ্টাইল করে তৈরি করা আংটি পরাও জায়েয নেই। ❁ জীনে ধরা, ভূতে ধরা কিংবা অন্য যেকোন রোগের জন্য রূপার বা অন্য যেকোন ধাতুর তৈরি রিংও পুরুষদের জন্য জায়েয নেই। ❁ যদি কোন ইসলামী ভাই ধাতুর তৈরি চেইন, রিং, নাজায়েয আংটি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে শরীয়াত মতে আবশ্যক যে, তা এক্ষুণি ফেলে দিয়ে তাওবা করে নিন। আর আগামীতে না পরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন। তাছাড়া অপর কোন ইসলামী ভাইকেও তা পরতে বারণ করুন।

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাযা হোগি কাড়ি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেল

নাজায়েয আংটি ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচানোর আগ্রহ সৃষ্টির জন্য, গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য, সৎকাজের দাওয়াত দেয়ার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনার ঈমানকে হিফাজত করার চেষ্টা করতে থাকুন। নামাযের পাবন্দি অব্যাহত রাখুন। সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। **মাদানী ইন্'আমাত** মোতাবেক জীবন গড়ুন। আর এতে অটল থাকার জন্য প্রতিদিন "ফিক্রে মদীনা" করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্'আমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের দশ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট তা জমা করতে থাকুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** অর্জনের জন্য ধারাবাহিক ভাবে প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের জন্য হলেও সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন, আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের একটি মাদানী বাহার শুনাই। যেমন: পিন্ডি ঘিপের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য প্রায় এরূপ: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি ছিলাম **আল্লাহ্**র পানাহ! নামায হতে অনেক দূরে গুনাহের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত। আর অত্যন্ত আগ্রহ ও মনের সুখে বিভোর হয়ে ঘরে টিভিতে নাটক, সিনেমা, গান-বাজনা ইত্যাদি উপভোগ করে করে নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলাম। আমার তাওবার পথে আসাটা এভাবেই হয়: ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ সনের রমজান মাসের এক দিন ক্যাবলে বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ে **মাদানী চ্যানেলে**। আমি এমন অভিভূত হয়ে গেলাম যে কেবল দেখতেই রইলাম। **মাদানী চ্যানেল**টি আমার খুবই ভাল লাগল। সেই থেকে আমি **মাদানী চ্যানেল** রীতিমতই দেখতে রইলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী চ্যানেলের** বরকতে আমি ধীরে ধীরে মাদানী পরিবেশের কাছাকাছি হতে থাকি। ১৪২৯ হিজরী সনের পবিত্র শাওয়াল মাসের শেষ দশ দিনে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাটি **মাদানী চ্যানেলে** যথারীতি সরাসরি (Live) দেখানো হচ্ছিল। ইজতিমার শেষ দিনে বিশেষ প্রোগ্রামে **মাদানী চ্যানেলে** দেয়া মুবাল্লিগের হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য 'জুলুমের পরিণাম' শুনে আমারা সপরিবারে **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে কেপেঁ উঠলাম। সকলে ভয়ে তৎক্ষণাৎ গুনাহ হতে তাওবা করে নিলাম। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমারা সবাই হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সিলসিলার মুরিদ হয়ে কাদেরী রযবী হয়ে গেলাম। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাও ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে হুযুর গউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সিলসিলার মুরিদ হয়ে যায়। এই লেখাটি লেখা কালে আমি ইলমে দ্বীনের মাদানী পুষ্প কুঁড়িয়ে নেয়ার নিয়্যতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচালনাধীন 'জামেয়াতুল মদীনাতে' 'দরসে নেজামী' তথা 'আলিম কোর্স' সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ভর্তি হয়ে যাই।

এয় গুনাহো কে মরিজো! চাহ্তে হো গর শিফা অ'ন করতে হি রহো তুম মাদানী চ্যানেল কো সদা।
ইস মে ইছ্ইয়া সে হিফাজত কা বাহুত সামান হে إِنْ شَآءَ الله খুলদ মে ভি দাখিলা আসান হে।
মাদানী চ্যানেল সে নবী কি সুন্নাতো কি ধূম হে
ইস্ লিয়ে শায়তা লাঈন রঞ্জুর হে মাগমূম হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

আমারা দুনিয়াতে কেন এলাম?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! 'জুলুমের পরিণাম' নামক যে বয়ানটি শুনে স্বপরিবারের সকলে গুনাহ হতে তাওবা করে নেয়, সেটি আপনারাও কম পক্ষে এক বার অবশ্যই শুনে নিন। বয়ানটির ভিসিডি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে সুলভ মূল্যে কিনে নিতে পারেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এও শুনতে পারবেন। 'জুলুমের পরিণাম' বয়ানটির মূদ্রিত রিসালাও **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। আর এর কপি অধিক হারে ক্রয় করে উপহার স্বরূপ আপনার মরহুম প্রিয়জনদের ঈছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে বন্টন করে দিন। এই মাদানী বাহার থেকে বুঝা গেল, যে কাজ একজন মুবাল্লিগ দ্বারা করা সম্ভব নয়, **আল্লাহ্**র শোকর, সে কাজ করে দেখাচ্ছে **মাদানী চ্যানেল**। অর্থাৎ গুনাহের সাগরে ডুবন্ত সমাজের যেসব মানুষ মসজিদে যায় না, কখনও সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরিক-শামিল হয় না, ওলামায়ে কেরাম, **আল্লাহ্**র নেক্কার বান্দা ও **মাদানী চ্যানেলে**র দাঁড়ি ও পাগড়িওয়ালা আশিকানে রাসুলদের সাথে মেলামেশা করার প্রতি আগ্রহ রাখেনা এমন লোকদের ঘরে **মাদানী চ্যানেল** প্রবেশ করে তাদেরকে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য ও আসল উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছে। সৌভাগ্যবানদেরকে **আল্লাহ্ তা'আলা**র প্রতি আকৃষ্ট করছে এবং নবী-প্রেমের শরবত পান করাচ্ছে। নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে আমারা অযথা আসিনি। অর্থাৎ কেবল পৃথিবীর স্বাদ গ্রহণের এবং পৃথিবীর উপকরণাদি হতে মজা নেওয়ার ও মনের সাধ মিটানোর জন্য আসিনি। এখানে আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে ইবাদত করার জন্য। অতঃপর লখো অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আমাদের পাবেই পাবে, আর আমাদেরকে একা নিঃসঙ্গ অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। জানি না কত হাজার বছরকাল কবরে কাটিয়ে পুনরায় হাশরের জন্য উঠতে হবে আর কিয়ামতের ভয়াবহ হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৬৪৭ পৃষ্ঠায় ১৮ পারার সূরা মুমিনুন এর ১১৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তবে তোমরা কি এ কথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?"

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই আয়াতটির টীকায় বলেছেন: "(আর তোমাদের কি) আখিরাতে বিচারের জন্য উঠতে হবে না? বরং তোমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

তোমরা যেন ইবাদত করাকে আবশ্যক মনে করে নাও। আখিরাতে তোমাদেরকে আমার প্রতি অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করে আসতে হবে। এবং আমি তোমাদের আমলের প্রতিফল দান করব।"

(খাযায়িনুল ইরফান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রত্যেককেই নিজ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকতে হবে। সাওয়াবের কাজগুলো করতে থাকতে হবে। **মাদানী চ্যানেল** দেখার থাকার ও দেখানোর থাকার ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে **মাদানী চ্যানেলের** ধারাবাহিক অনুষ্ঠান নিজে দেখা এবং অপরকেও দেখার জন্য আহ্বান করা **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করবেন। মৃত্যু কোন বরকে বরযাত্রা কালে এবং নববধূকে ফুলশয্যার মধুময় রজনীতে আনন্দ খুশীতে মেতে উঠার আগেই দূর দেশে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বুলি খাল্‌য়াত মে আজাল দূলাহ্ দুলহান সে ওয়াক্তে আইশ, হে তুমেহ্ ভি কবর কে গোশে মে সোনা এক দিন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে যখন দ্রুত বেগে হাঁটা-চলা করাও নিষেধ তখন ....

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে শত কোটি মোবারকবাদ! তিনি **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার যে কোন সুযোগ কখনও হাতছাড়া করতেন না। যেমন: আ'লা হযরতের খলীফা মালিকুল ওলামা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী যোফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন: 'এক ভদ্রলোক যাকে 'নবাব সাহেব' বলা হত, মসজিদে নামায পড়তে আসেন। আর দাঁড়ানো অবস্থায় বেপরোয়াভাবে নিজের হাতের লাঠিটি মসজিদের মেঝেতে ফেলে দিলেন। যার আওয়াজ উপস্থিত মুসল্লিদের কানে পৌঁছাল। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه (**নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে) বললেন: "নবাব সাহেব! মসজিদে সজোরে পায়ে চলাও যেখানে নিষেধ, সেখানে এত জোরে লাঠি ফেলার কী অবস্থা হতে পারে?" নবাব সাহেব আমার সামনে ওয়াদা করলেন যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আগামীতে এমনটি আর কখনও হবে না।' **তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মসজিদে মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিটি মুসলমানেরই উচিত মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা। মসজিদে চলার সময় সজোরে পায়ের আওয়াজ যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া লাঠি (ওয়াকিং স্টিক), ছাতা, হাত-পাখা, স্যান্ডেল, বাজারের ব্যাগ, বাসন ইত্যাদি কোন জিনিসই এভাবে হাত থেকে ফেলবে না যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

সাথে যদি মোবাইল ফোন থাকে মসজিদে রিং টোন বন্ধ রাখবেন। আফসোস! এসব ব্যাপারে মানুষ কমই সাবধানী হয়ে থাকে। এমনকি মসজিদুল হারাম শরীফে এবং খানায়ে কাবার তাওয়াফকালে লোকদের মোবাইল ফোনের রিং টোনগুলো মিউজিক্যাল আওয়াজ ছড়াতে থাকে। অথচ মিউজিক্যাল টোন তো মসজিদ ছাড়াও না জায়েয।

মসজিদ সম্পর্কিত ১৯টি মাদানী ফুল

মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা ও মর্যাদা সম্পর্কিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৭৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত ‘ফয়যানে সুন্নাত’ কিতাবের ১ম খন্ডের ১২০২ থেকে ১২০৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণিত মাদানী ফুল সামান্য পরিবর্তনের সাথে পেশ করা হচ্ছে। দয়া করে কবুল করে আপনার হৃদয়ের মাদানী ফুলদানীর মাঝে সাজিয়ে নিন।

(১) বর্ণিত আছে, কোন এক মসজিদ স্বীয় রবের নিকট অভিযোগ পেশ করতে চলল যে, লোকেরা আমার ভিতর দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলাবালি করে। ফেরেশতারা এসে মসজিদটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমারা (মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা যারা বলে) তাদের ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড ১৬, পৃষ্ঠা ৩১২)

(২) বর্ণিত হয়েছে, “যেসব লোক গীবত করে থাকে এবং মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলে, তাদের মুখ হতে খারাপ দুর্গন্ধ বের হয়ে থাকে। যে দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতারা **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন।” سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিরেকে মুবাহ্ ও জায়েয কথা-বার্তা বলার জন্য মসজিদে বসাতে যেক্ষেত্রে এমন আপদ রয়েছে, সেক্ষেত্রে (মসজিদে) কোন হারাম ও নাজায়েয কাজ করার কী অবস্থা হতে পারে!

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

(৩) দর্জির জন্য অনুমতি নেই যে, মসজিদে বসে বসে কাপড় সেলাই করবে। হ্যাঁ, যদি শিশুদের বারণ করার জন্য কিংবা মসজিদের হিফাজতের জন্য বসে তাতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ কোন লেখকের পক্ষেও মসজিদে বসে বিনিময় নিয়ে বই লেখার অনুমতি নেই।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

(৪) মসজিদের মেঝেতে কোন ধরনের লাঠি বা বেত ইত্যাদি ফেলবেননা। সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ‘জযবুল কুলূব’ নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন: মসজিদে যদি মামুলি ধরনের একটি খড়-খুটো বা কাঠিও ফেলা হয় তা দ্বারা মসজিদের এমন কষ্ট অনুভূত হয় যেমন কোন মানুষের চোখে সামান্যতম (বালি) কণা পড়লে যেরূপ কষ্টবোধ হয়ে থাকে। (জযবুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা)

(৫) মসজিদের দেওয়ালে, মেঝেতে, চাটাই কিংবা গালিচার উপর কিংবা নিচে থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া, নাক বা কানের ময়লা মোছা, চাটাই বা গালিচা ইত্যাদির সুতা ইত্যাদি মোচড়ানো বা ছিঁড়া সবই নিষেধ।

(৬) একান্ত প্রয়োজনে (মসজিদের ভিতর) নিজেরর রুমাল ইত্যাদি দ্বারা নাক মুছাতে কোন দোষ নেই।

(৭) মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার পর যে ধূলি-বালি বা খড়কুটো বের হবে সেগুলো এমন স্থানে ফেলবেন না যেখানে (সেগুলোর) অমর্যাদা হবে।

(৮) জুতো খুলে মসজিদের ভিতর নিয়ে যেতে চাইলে ধূলো-বালিগুলো বাইরে ঝেড়ে নিবেন। পায়ের তালুতে যদি ধূলো-বালির কণা লেগে থাকে, তাহলে রুমাল ইত্যাদি দিয়ে মুছে মসজিদে প্রবেশ করবেন। মসজিদে যেন ধূলো-বালি না পড়ে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

(৯) মসজিদের অযুখানাতে অযু করার পর পাগুলোকে অযুখানাতেই ভালভাবে মুছে নিন। ভিজা পায়ে হাঁটার কারণে মসজিদের মেঝে ময়লা ও নোংড়া হয়ে যায় এবং খারাপ দেখায়।

এ পর্যায়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কর্তৃক লিখিত ‘মালফুজাত শরীফ’ থেকে মসজিদের কিছু আদব পেশ করা হচ্ছে:

(১০) মসজিদে দৌঁড়ানো বা সজোরে পা রাখা যা দিয়ে শব্দ হয় তা নিষেধ।

(১১) অযু করার পর অযুর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে এক ফোঁটা পানিও যেন মসজিদের মেঝেতে না পড়ে। (মনে রাখবেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অযুর পানির ফোঁটা মসজিদের মেঝেতে পড়তে দেওয়া নাজায়েয ও গুনাহ্)।

(১২) মসজিদের এক দরজা হতে অপর দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে দেবেন (যেমন আপনি যদি আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন অথবা আঙ্গিনা থেকে ভিতরের অংশে যান তখনও)। এমনকি যদি ছফ বিছানো থাকে তাতেও ডান পা আগে রাখবেন। আর যখন তা থেকে নেমে যাবেন তখনও (মসজিদের মেঝেতে) ডান পায়ে নামবেন। (অর্থাৎ আসা-যাওয়া কালে যে কোন বিছিয়ে রাখা ছফে ডান পা রাখবেন)। খতীব যখন মিম্বরে গমন করার ইচ্ছা করবেন প্রথমে ডান পা রাখবেন। আর যখন নেমে আসবেন তখনও ডান পা আগে বাড়াবেন।

(১৩) মসজিদে যদি হাঁচি আসে খুব বেশি চেষ্টা করবেন যেন আওয়াজটি আস্তে হয়। কাশির ক্ষেত্রেও অনুরূপ। **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হাঁচি দেওয়াকে অপছন্দ করতেন। অনুরূপ ঢেকুরও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। নচেৎ যতদূর পারা যায় আওয়াজকে চেপে রাখবেন, যদিও মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও হয়। বিশেষ করে কোন মজলিসে কিংবা সম্মানিত কোন বুজুর্গ ব্যক্তির সামনে এরূপ করা বেআদবী। হাদীস শরীফে রয়েছে: এক ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ঢেকুর দিলেন। তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমাদের থেকে তোমার ঢেকুরকে বন্ধ করে রাখবে। কারণ, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশি সময় ধরে পেট ভরতে থাকে, কিয়ামতের দিন বেশি সময় ধরে সে উপবাস থাকবে।”

(শরহুস সুন্নাহ, ৭ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৪৪)

আর হাই তোলাতে যেন কখনও আওয়াজ বের না হয় যদি আপনি মসজিদের বাইরে একা অবস্থায় হননা কেন। কারণ, এটি হল শয়তানের অট্টহাসি। যখন হাই আসবে যতদূর সম্ভব মুখ বন্ধ রাখবেন। মুখ খুললে শয়তান মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। এভাবে যদি (হাই তোলাকে) রোধ করা না যায়, তাহলে উপরের দাঁতগুলো দিয়ে নিচের ঠোঁটকে চেপে ধরবেন। এতেও যদি বন্ধ না হয়, তাহলে যতদূর পারা যায় মুখ কম খুলবেন এবং বাম হাতের পিঠ মুখের উপর রাখবেন। যেহেতু হাই শয়তানেরই পক্ষ থেকে এসে থাকে আর আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই হাই আসতেই এ কথা ভাববেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামদের হাই আসত না। তাহলে اِنۡ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তৎক্ষণাৎ হাই বন্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯৮, ৪৯৯ পৃষ্ঠা)

(১৪) ঠাট্টা-মশকারা করা তো এমনিতেই নিষিদ্ধ। আর মসজিদে তা কঠোরভাবে নাজায়েয।

(১৫) মসজিদে অট্টহাসি দেওয়া নিষেধ। কারণ, এটি কবরে অন্ধকার এনে থাকে। অবস্থা বুঝে মুচকি হাসাতে কোন অসুবিধা নেই।

(১৬) মসজিদের মেঝেতে কোন জিনিস ফেলা যাবে না। বরং রাখতে হবে আস্তে করে। গরমের দিনে লোকেরা হাতপাখা নিয়ে পাখা করতে করতে এক সময় হঠাৎ হাত থেকে ফেলে দেয়, (মসজিদে টুপি, চাদর ইত্যাদি ছুঁড়ে রাখবেন না। অনুরূপভাবে চাদর বা রুমাল ইত্যাদি দিয়ে এমন ভাবে মসজিদ ঝাড়বেন না, যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়) কিংবা লাঠি, ছাতা ইত্যাদি রাখার সময় দূর থেকে ছুড়ে থাকে। এসবও নিষেধ। মোটকথা হল, মসজিদের পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

(১৭) মসজিদে বায়ূ বের করা নিষেধ। প্রয়োজন হলে বাইরে চলে যাবে (ইতিকাফ অবস্থায় না হলে)। তাই ইতিকাফকারীদের উচিত কম আহার করা, পেট হালকা রাখা। এতে করে বিশেষ প্রয়োজনের (অর্থাৎ ইস্তিঞ্জার) সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময়ে বায়ূ ছাড়ার প্রয়োজন পড়বে না। সে (ইতিকাফকারী) এই জন্য বাইরে যেতে পারবে না। (অবশ্য, মসজিদের বাউন্ডারির মধ্যে বিদ্যমান টয়লেটে বাতাস ছাড়ার জন্য যেতে পারবে)।

(১৮) পবিত্র ক্বিবলার দিকে পা লম্বা করা তো সর্বত্রই নিষেধ। মসজিদে কোন দিকে পা প্রসারিত করবেন না। কারণ, এটি দরবারের আদবের খেলাফ। একদা হযরত সিররী সাক্তী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه মসজিদে একাকী বসে পা প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। মসজিদের এক কোণ হতে 'হাতেফ' (আল্লাহ্‌র ওলীগণের প্রতি খোদায়ী গাইবী আওয়াজ দাতা) আওয়াজ দিলেন, 'সিররী! বাদশাহের দরবারে কি এভাবে বসে?' তৎক্ষণাৎ তিনি পা গুটিয়ে নিলেন। আর এমনভাবেই গুটালেন যে, ইন্তিকালের সময়ই সে পা প্রসারিত করা হয়েছিল। (সবয়ে সানাবুল, ১৩১ পৃষ্ঠা) (ছোট শিশুদেরও আদর করার সময়, ঘুম থেকে উঠানোর সময় ও ঘুমপারাবার সময় সাবধান থাকবেন যেন তার পা ক্বিবলার দিকে না হয়, আর প্রস্রাব-পায়খানা করাবার সময়ও অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, তার মুখ বা পিঠ যেন ক্বিবলার দিকে না হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(১৯) ব্যবহৃত জুতো পরে মসজিদের ভিতরে যাওয়া সম্পূর্ণই অভদ্রতামী ও বেআদবী। (মালফুজাতে আ'লা হযরত থেকে সংকলিত, ৩১৭ থেকে ৩২৩ পৃষ্ঠা)

ইলাহী কারাম বেহরে শাহে আরাব হো
হামে মসজিদো কা মুইয়াস্সার আদব হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ক্যান্সার রোগ ভাল হয়ে গেল

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উপর **আল্লাহ্‌র হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অফুরন্ত দয়া রয়েছে। অনেকবারই শোনা গেছে যে, ডাক্তারেরা যেসব রোগকে দুরারোগ্য ব্যাধি বলে ঘোষণা দিয়েছেন, মাদানী কাফেলায় দো'আ করার কারণে সেসব রোগেরও ভাল মতই চিকিৎসা হয়ে গিয়েছে। যেমন: মাড়ি পুরের (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাই ঈমান তাজাকারী এক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনার সারমর্ম প্রায় এরূপ: হক্স-বে (বাবুল মদীনা, করাচী)-র এক ইসলামী ভাই যিনি ছিলেন একজন ক্যান্সারের রোগী, কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সফর করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সফরকালে বেচারা খুবই নিরাশ ও হতাশ ছিলেন। আশিকানে রাসুলগণ তাঁকে সাহস যোগাতেন আর তাঁর জন্য দো'আ করতেন। একদা সকালবেলা বসা অবস্থায় তাঁর হঠাৎ করে বমি হল। বমিতে কণ্ঠ থেকে মাংসের একটি টুকরা বের হয়ে আসে। পরে তিনি খুবই শান্তি অনুভব করতে লাগলেন। **মাদানী কাফেলা** হতে ফিরে এসে যখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করালেন, তখন অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, দেখা গেল তাঁর ক্যান্সার রোগ আর নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ

মারাজে নিসিয়ান হো চাহে সারতান হো, কোই সি হো বলা, কাফেলে মে চলো।
দূর বীমারিয়া অওর পেরেশানিয়া হো বফজলে খোদা, কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলার অসুস্থ মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে ৫টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা তো দেখতে পেলেন যে, **আল্লাহ্ তা'আলা মাদানী কাফেলার** বরকতে ক্যান্সার রোগীকে আরোগ্য দান করে দিলেন। **মাদানী কাফেলায়** আগত অসুস্থ মুসাফিরদের জন্য দেয়া ৫টি মাদানী ফুল গ্রহণ করুন।

(১) মূলতঃ **আল্লাহ্ তা'আলাই** আরোগ্য দানকারী। সকলেই জানেন যে, কখনও কখনও বড় বড় বিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তাররাও যথাযথ ও উন্নত ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

কিন্তু অবস্থা এমন হয় যে, 'ঔষধও চলতে থাকে, রোগও বাড়তে থাকে'। রোগ আরোগ্যই হয় না বরং বৃদ্ধিই পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রোগী মারা যায়। তাই **মাদানী কাফেলায়** কোন রোগী যদি আরোগ্য লাভ নাও হয়ে থাকে তবু আপনারা শয়তানের কুমন্ত্রনা পড়বেন না।

(২) এমন কোন রোগীকে **মাদানী কাফেলায়** সফর করাবেন না আর ইতেকাফির নিয়ে যাবেন না যাকে দেখে লোকজনের ঘৃণা কিংবা কষ্ট হয়। এক বার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে একজন ক্যান্সার রোগী ইতিকাফ করে। সেখানে হাজার হাজার লোক ইতিকাফ করে থাকেন। সবাইকে বিভিন্ন হালকায় (দলে) ভাগ করে দেয়া হয়ে থাকে। একটি হালকায় ঐ লোকটিকেও অর্ন্তভূক্ত করে নেয়া হল। ইসলামী ভাইয়েরা যখন ইফতার ও সাহরী খেতে বসতেন তিনিও তাদের সাথে বসে তো যেতেন কিন্তু মুখ বা গলায় ক্যান্সার হওয়ার কারণে বেচারাটি খেতে পারতেন না। এই অসহায় ব্যক্তিটি নিঃসন্দেহে দয়ার পাত্র ছিলেন। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, সেই রোগীটির কারণে হালকায় বসা ইতিকাফকারীদের কী কষ্ট হবার কথা। বাস্তবিকই কিছু খেতে পারে না এমন কোন রোগী বসে বসে যখন কারো মুখের গ্রাসের দিকে হা করে চেয়ে থাকে তখন সেই আহার রত ব্যক্তিটির কেমন লাগবে তা প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বঝুতে পারেন।

(৩) কোন কোন রোগীর ক্ষতস্থান পঁচে যায়। তা থেকে অসহনীয় এক দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। যদিও ব্যক্তিটি সব দিক থেকে সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য এবং সকলেরই দয়ার পাত্রও হয়ে থাকে। তবু তার সেই রোগ অন্যের জন্য কষ্টদায়কই হয়ে থাকে। সুতরাং এমন লোকদের ইতেকাফে না আসা এবং **মাদানী কাফেলায়** সফর না করাই উচিত। এমন রোগীর পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাও শরীয়াত মতে হারাম। কারণ দুর্গন্ধের কারণে সাধারণ মুসলমানদের ও ফিরিশতাদের কষ্ট হয়ে থাকে।

(৪) এমন ব্যক্তি যাদের মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে, ইউরিন ব্যাগ বা ষ্টুল ব্যাগ ব্যবহার করে থাকে, আর যাদের কুষ্ঠ বা ধবল রোগ রয়েছে তারা যেন মসজিদে গিয়ে ইতিকাফ না নিয়ে থাকে এবং **মাদানী কাফেলায়** সফর না করেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৪ খন্ডের ২২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, এক মহিলা ধবল রোগী কাবা শরীফের তাওয়াফ করছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁকে বললেন: হে **আল্লাহ্**র বান্দিনী! লোকজনকে কষ্ট দিও না। তুমি বরং ঘরে বসে থাকলেই ভাল হয়। এর পর মহিলাটি আর ঘর থেকে বের হয়নি।

(মুআত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৮৮)

(৫) এমন কোন মানসিক রোগী কিংবা মৃগী রোগীকেও মসজিদে কিংবা **মাদানী কাফেলায়** যেতে দেবেন না, রোগ বাড়লে যে বেহুশ হয়ে যায় কিংবা চিৎকার দিয়ে উঠে অথবা নিজেরও অজান্তে হাত-পা ছোঁড়াছোঁড়ি করে। এতে মসজিদের পবিত্রতা ও সম্মানের হানি হয় এবং অন্যান্যদের মনোবেদনার কারণ হয়। এমন ধরনের রোগীদের ইতেকাফে বসানো কিংবা **মাদানী কাফেলায়** সফর না করিয়ে বরং তাদের পক্ষ থেকে যেন তাদের প্রতিনিধি সফর করে বা ইতিকাফ করে তাদের জন্য দো'আ করবে। এরূপ ব্যবস্থাও নিতে পারেন যে, এমন রোগী বা তাদের পরিবার-পরিজনেরা কোন ইসলামী ভাইকে কিংবা সামর্থ্য অনুযায়ী যত জনকে সম্ভব ব্যয়ভার বহন করে ১২ দিনের, ৩০ দিনের, ১২ মাসের কিংবা ২৫ মাসের **মাদানী কাফেলায়** সাওয়াবের নিয়্যতে সফর করাবেন। রোগীর প্রতিনিধি দো'আ করতে থাকবে। দয়াময় গুনাহ ক্ষমাকারী **আল্লাহ্** নিজ রহমতে আরোগ্য দান করবেন اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ। কিন্তু মনে রাখবেন! কেবল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে মনোনীত কাফেলা যিম্মাদারকেই আপনার টাকা জমা দেবেন। তিনি তাঁর নিয়মে যথারীতি সফর করাবেন। আপনি যে কাউকে টাকা দিয়েও দিলেন তখন এটা আবশ্যক নয় যে, তিনি সফর করবেন। কিংবা হতে পারে আধা সফর হতে ফিরে যেতে পারেন। এ কথা মনে রাখবেন! যেন অযথা কোন রোগী যেন মনে ব্যথা না পায়। তাকে দেখতে যাবেন। তার সাথে মেলামেশাও করবেন। কিন্তু **মাদানী কাফেলা** যখন মসজিদ ব্যতীত কারো ঘরে বা অন্য কোথায় অবস্থান নেয় আর **মাদানী কাফেলা**র লোকেরা একমত হয়ে যদি কোন রোগীকে যাকে দেখলে ঘৃণা হয় নিজেদের সাথে রাখতে চান তাহলেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষ্য রখতে হবে যে, বাহির থেকে প্রতিদিন আগমণকারী এমন সাধারণ ইসলামী ভাইদের আগমনে ঐ অসুস্থ ব্যক্তির কাতর হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা যেন না থাকে।

সাদকা নবী দি আ'ল দা বখশে খোদা শিফা, মঙ্গো দো'আ'ওয়া মেরে জায় বীমার ওয়াস্তে।

প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ। ডাক্তারের ভাষায় এটি দুরারোগ্য ব্যাধি নামে পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। যেমন সহীহ্ মুসলিম শরীফে রয়েছে, **আল্লাহ্র হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে। যখন সেই ঔষধ রোগীর কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, তখন **আল্লাহ্ তা'আলা**র হুকুমে রোগ ভাল হয়ে যায়।" (মুসলিম, ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২০৪) বার্ধক্য ও মৃত্যু ব্যতীত যে কোন রোগেরই অবশ্যই ঔষধ রয়েছে। এই ব্যাপারটি একটু ভিন্ন যে, কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা ডাক্তাররা এখনো আবিষ্কার করতে পারেননি। সুতরাং 'অমুক রোগের ঔষধ নেই' -এ ধরনের কথা না বলে বরং এ কথা বলাই উচিত যে, আমাদের কাছে এ রোগের চিকিৎসা নেই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অথবা বলুন, ডাক্তাররা এখনও পর্যন্ত রোগটির ঔষধ আবিষ্কার করতে পারেননি। যাই হোক **আল্লাহ্ তা'আলা** যদি ইচ্ছা করেন তবেই ঔষধ কোন রোগীর আরোগ্যের কারণ হতে পারে। না হয় তো বাস্তবিক পক্ষে সেই ঔষধই রোগীর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসত। আর এও দেখা যায় যে, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারদের পক্ষ থেকে পাওয়া যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ সত্ত্বেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা বিপরীত ক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে এবং রোগ আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে কিংবা রোগী মারাও যায়। তাছাড়াও কিছু কিছু লোকের একান্ত অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে ডাক্তার বেচারাদের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হয়। অথচ সুষ্ঠু মস্তিষ্কের কোন লোক বিশ্বাসই করতে পারে না যে, ডাক্তার কোন রোগীকে জেনে শুনে ক্ষতি করবে কিংবা মেরে ফেলবে। এ কথা তো স্পষ্টই যে, সে যদি এরূপ করেই থাকে, তাহলে তো তার বদনামী হবে। আর লোকজন তার কাছে চিকিৎসা করাতে আসবে না। অবশ্য ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব ভিন্ন কথা। এই সন্দেহ ও আশঙ্কার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসিদ্ধ আলিমদের চিকিৎসা কোন অমুসলিমের নিকট না করানোই ভাল। কখনো যেন জীবনের কোন মারাত্মক ক্ষতি না হতে পারে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য অনুমতি রয়েছে। অমুসলিম ডাক্তারের নিকট হতে এমন ধরনের রোগের চিকিৎসা করানোর অনুমতি রয়েছে যে রোগে অমুসলিম ডাক্তারটির কোন খারাপ উদ্দেশ্য চলতে না পারে।

অমুসলিম থেকে চিকিৎসা করানোর শিক্ষনীয় এক কাহিনী

আমার আক্বা আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه 'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'র ২১তম খন্ড ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: ইমাম মারেযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক ইহুদী ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছিল। ভাল হয়ে উঠতেন, আবার রোগ উল্টে যেতে (অর্থাৎ পুনরায় রোগ দেখা দিত)। এরূপ কয়েক বার হল। অবশেষে তাকে (ডাক্তারকে) একাকী ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: আপনি যেহেতু সত্য কথা জিজ্ঞাসা করেছেন তাই বলতে হয়, আপনাদের মত (ধর্মীয়) ইমাম জাতীয় লোকদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে নষ্ট করে দেওয়ার চেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ আমাদের কাছে আর নেই। ইমাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ডাক্তারটিকে বাদ দিয়ে দিলেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁকে সুস্থতা দান করলেন। অতঃপর ইমাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে ধাবিত হলেন। এই শাস্ত্রে তিনি বহু সংখ্যক বই পত্র রচনা করেন। আর শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে গড়ে তুলেন এবং মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন যেন কাফির ডাক্তারদের কাছে কখনও চিকিৎসা না করা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

(অমুসলিম ডাক্তার হতে চিকিৎসা করানো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ২৩৮ থেকে ২৪৩ পৃষ্ঠা হতে জেনে নিন)

রোগ ভাল হওয়া না হওয়ার রহস্য

মুফাস্‌সিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসটির টীকায় 'মিরআত শরহে মিশকাতের' ৬ষ্ঠ খন্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় **'মিরকাত'** রচয়িতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** যখন কোন রোগীর আরোগ্য দানের ইচ্ছা না করেন, তখন একটি ফিরিশতাকে দিয়ে ঔষধ ও রোগের মাঝখানে পর্দার সৃষ্টি করে দেন। যার কারণে ঔষধটি গিয়ে রোগের উপর পড়তে (প্রয়োগ হতে) পারে না। অপর দিকে যখন আরোগ্য দানের ইচ্ছা করেন তখন সেই পর্দাটি তুলে দেওয়া হয়। যার কারণে ঔষধটি গিয়ে রোগের উপর পড়তে পারে। আর এতে করে আরোগ্য লাভ হয়। **(মিরকাতুল ক্ষমাতিহ্, ৮ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫১৫)**

ক্যান্সার রোগের রূহানী চিকিৎসা

এক ইসলামী ভাই সগে عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) কে বলল, আমার মামাজানের পেটে ক্যান্সার হয়েছে। চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতালে তাকে কেউ একটি চিরকুট দিল। চিরকুটটিতে লেখা ছিল, এক ক্যান্সার রোগীকে ডাক্তাররা দূরারোগ্য বলে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। লোকটি তো এমনিতেই বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন, তার উপর এখন তিনি তার জীবন নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তাকে কেউ পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার কিছু ভিন্ন ভিন্ন আয়াত পাঠ করতে দেন (যা সামনে আসছে)। লোকটি সত্য অন্তরে সেগুলো দৈনিক তিলাওয়াত করা আরম্ভ করে দিলেন। **আল্লাহ্‌র** রহমতে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। কয়েক বছর ধরে সেগুলো দৈনিক পড়ার বরকতে ক্যান্সার রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল। আর তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলেন। চিরকুটে দেয়া নির্দেশনা মোতাবেক মামা জানও সেগুলো পাঠ করা আরম্ভ করে দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এটি লেখা পর্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে মামা জানের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। তিনি **আল্লাহ্ তা'আলার** শুকরিয়া আদায় করলেন। আর মুসলমানদের উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য আকর্ষণীয় কার্ডরূপে সেই চিরকুটের ২০০০ কপি ছাপালেন। রোগী যদি **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদতের জন্য শারীরিক যোগ্যতা ও শক্তি ফিরে পাওয়ার নিয়্যতে একান্ত বিশ্বাস সহকারে (আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত) এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিফল হবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

(আগে ও পরে তিনবার দরূদ শরীফ সহকারে প্রত্যহ একবার এ আয়াতগুলো পড়বেন)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ)১ (وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ)২
(رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ)৩ (اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ
السُّوْٓءَ)৪ (قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ)৫ (اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ)৬ (اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ)৭ (لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ)৮ (اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيْظٌ)৯ (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ)১০ (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفٰى بِاللهِ وَكِيْلًا)১১ (اَلَيْسَ
اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ)১২ (هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ)১৩ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ)১৪ (نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ)১৫ (فَتَبٰرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ)১৬

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

{১(পারা- ১৫, বণী ঈসরাঈল- ৮২) ২(পারা- ১৯, শু'আরা- ৮০) ৩(পারা- ১৮, মু'মিনুন- ১১৮) ৪(পারা- ২০, নামল- ৬২) ৫(পারা- ১৭, আম্বিয়া- ৬৯) ৬(পারা- ১৭,আম্বিয়া- ৮৩) ৭(পারা- ২৭, ক্বামার- ১০) ৮(পারা- ১৭, আম্বিয়া- ৮৭,৮৮) ৯(পারা- ১২, হুদ- ৫৭) ১০(পারা- ৪, আলে ইমরান- ১৭৩) ১১(পারা- ৫, নিসা- ৮১) ১২(পারা- ২৪, আজ জুমার- ৩৬) ১৩(পারা- ১৭, হাজ্ব- ৭৮) ১৪(সূরা ফাতিহা- ১) ১৫(পারা- ৯, আনফাল- ৪০) ১৬(পারা- ১৮, মু'মিনুন- ১৪)}

ডান হাতে পান করুন, কেননা এটা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমলদার আলিমদের সাহচর্যে এলে নিঃসন্দেহে আখিরাতের জন্য উপকারী মাদানী ফুল অর্জিত হয়ে থাকে। হুযুর মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও একজন আমলদার আলিম ছিলেন। যখনই তিনি কাউকে কোন সুন্নাত ছেড়ে দিতে দেখতেন, সাথে সাথে তাকে সংশোধন করে দিতেন, এটি ছিল তাঁর পবিত্র অভ্যাস। যেমন: তাঁরই একজন প্রিয় ছাত্র বলেছেন: ১৩৭৩ হিজরীর ঘটনা। একদা 'দরসে হাদীস' চলা কালে যা ছিল 'মুসলিম শরীফের' প্রারম্ভ, জনৈক ভদ্রলোক 'দারুল হাদীসে' শিক্ষার্থীদের জন্য চা নিয়ে এলেন। দরস শেষ হতেই হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা সর্দার আহমদের ইশারায় চা বন্টন হতে লাগল।

যখন এই অধমের পালা এল, ডান হাতে কাপটি ধরলাম আর বাম হাতের প্লেইটে ঢেলে বাম হাতেই প্লেইটে মুখের দিকে আনছিলাম। এমন সময় 'দারুল হাদীসে' হযরত মুহাদ্দিসে আযমের গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, 'মাওলানা, আপনি কি বাম হাতেই চা খাচ্ছেন?' আমি কাপটি নিচে রেখে প্লেইটটি ডান হাতে নিয়ে পান করতে লাগলাম। দ্বিতীয় বার যখন কাপ থেকে প্লেইটে চা ঢালতে লাগলাম, তখন আবার আওয়াজ শোনা গেল, 'মাওলানা, আপনি কি বাম হাতে চা ঢালছেন?' তৎক্ষণাৎ আমি প্লেইটটি রেখে দিলাম। কাপটি ডান হাতে নিয়ে পান করতে লাগলাম। হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ তখন মুচকি হাসলেন। আর বললেন: 'তাইয়্যেব, তাইয়্যেব' অর্থাৎ এবার ঠিক আছে। বর্তমানেও একাকী বসে বসে যখনই এই ঘটনাটির কথা মনে পড়ে, তখনই 'তাইয়্যেব, তাইয়্যেব' শব্দগুলো কানে বেজে ওঠে, চোখে আমার পানি এসে যায়।

(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

বাম হাতে পানাহার করা ও আদান-প্রদান করা শয়তানের রীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত ঘটনাটি হতে হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর সুন্নাতের প্রতি ভালবাসার উৎকৃষ্ট নমুনা পাওয়া যায়। হায়! আমারা সবাই যদি **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার এরূপ রীতি অবলম্বন করতাম, সুন্নাতের সাড়া জাগাতে পারতাম! বর্ণিত ঘটনাটিতে বাম হাতে চা পানে নিষেধ করার আলোচনা রয়েছে। আর পবিত্র হাদীসে বাম হাতে পানাহার করার নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৪৮ পৃষ্ঠাসম্বলিত **'ফয়যানে সুন্নাত'** কিতাবের প্রথম খন্ডের ২৩০ থেকে ২৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা, করারে কলবো ও সিনা, সাহিবে মুআত্তার পসিনা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা সকলেই ডান হাতে খাবে, ডান হাতে পান করবে, ডান হাতে নিবে, ডান হাতে দেবে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে নেয় এবং বাম হাতে দেয়।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৬৬)

যে কোন কাজে বাম হাত কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত আফসোস! আজ আমারা পৃথিবীর ফাঁদে এমনভাবে আটকে গেছি যে, **আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাতের প্রতি আমাদের কোন খেয়াল নেই। মনে রাখবেন, হাদীস শরীফে রয়েছে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের (শরীরের) মধ্যে রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৬৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৩৮) বাস্তব কথা যে, সে আমাদেরকে সুন্নাতের প্রতি কোথায় যেতে দিচ্ছে? যদিও ডান হাতেই আহার করে থাকি কিন্তু তবু কোন না কোনভাবে বাম হাত ব্যবহার করে ফেলি। আহার কালে ডান হাতে খাবার ইত্যাদি লেগে যায়, তাই অধিকাংশ লোক বাম হাতেই পানি পান করে থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

চা পান করার সময় কাপ থাকে ডান হাতে আর বাম হাতের প্লেইটে চা ঢেলে পান করা হয়। কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ থাকে ডান হাতে, আর গ্লাস থাকে বাম হাতে। বাম হাতেই গ্লাসটি তাকে দেওয়া হয়। 'হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম' -এর ৩৭৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, পাকিস্তানের মুহাদ্দিসে আযম মাওলানা মুহাম্মদ ছরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: লেনদেন কালে ডান হাত ব্যবহার করবে। এ অভ্যাসটি যেন এমনভাবেই মজবুত হয়ে যায় যে, কাল কিয়ামতের ময়দানে যখন আমলনামা পেশ করা হবে, তখন যেন এই অভ্যাসের প্রবণতায় ডান হাতটি আগে বাড়ে। তাহলে তো সার্থকই!

ইয়া ইলাহী! নামায়ে আমাল জব খুলনে লাঁগে
আ'ইব পোশে খালক সত্তারে খাতা কা সাথ্ হো। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কঠিণ শব্দাবলীর অর্থ: আ'ইব পোশে খলক= সৃষ্টিজগতের দোষ গোপণকারী,
সাত্তারে খাতা= ত্রুটি সমূহ গোপণকারী,

কালামে রযা'টির ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মুনাজাতের এই শেরটির প্রথম স্তবকটিতে লিখেছেন: 'নামায়ে আমাল জব খুলনে লাঁগে'। শেষের শব্দটিকে 'লাগে' না লিখাতেও আশ্চর্য হিকমত রয়েছে। 'লাগে' লিখলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমার আমলনামাটি যখন খোলা হচ্ছে। আর তিনি চান যে, এমন যেন হয় যে, তাঁর আমলনামাটি খোলা না হয়। এমনিতেই যেন বিনা হিসাবে তাঁর গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়ে যায়। অতএব, তিনি 'লাঁগে' লিখেছেন। এখন শেরটির অর্থ হবে, তখন আমার আমলনামাটি উম্মুক্তই করা না হোক। বরং আমার **প্রিয় নবী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হয়, যাঁকে তুমি তোমার দয়া ও বদান্যতায় 'সাত্তার' তথা গুনাহ্ গোপনকারী বানিয়েছ। তুমি যখন তাঁকে এই দয়া করেছ, তাহলে তুমি অবশ্যই আমার অকৃতজ্ঞতাও জান আর তাঁর কোমলহৃদয়ের কথাও জান। হযরত সয়্যিদুনা দীদার আলী শাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **আল্লাহ্**র দরবারে আরজ করেছেন:

ওয়াক্তে নাযআ' ওয়াক্তে মর্গো ওয়াক্তে ওয়াহ্শত্ কবর মে হাশর মে উস শাফিয়ে রোযে জাযা কা সাথ্ হো।
ইয়া ইলাহী জব আ'মল তুলনে লাগে মীযান মে শাফিয়ে মাহশর শাহে হার দোসারা কা সাথ্ হো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাতা-পিতার বাধ্য হয়ে গেল

অবাধ্যতাজনিত লজ্জায় অশ্রু ঝরাতে, গুনাহের রোগ হতে আরোগ্য লাভে, নিজেকে নেক আমলের প্রতি ঝুঁকাতে, নিজের শরীরকে সুন্নাত দিয়ে সাজাতে আর নিজের অন্তরে নবীপ্রেমের প্রদীপ জ্বালাতে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নিজের ঈমানের হিফাজতের জন্য সচেষ্ট থাকুন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস জারি রাখুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, **মাদানী ইন্'আমাত** অনুযায়ী জীবন গড়ুন। আর এতে অটল থাকার জন্য প্রতি দিন ফিক্রে মদীনা করে **মাদানী ইন্'আমাতের** রিসালা পূরণ করতে থাকুন। আর প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন। আর আপনার এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'** অর্জনের নিয়্যতে নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে কম করে হলেও তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন, আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার শুনাই। সামুন্দরী হীরা ওয়ালা গ্রামের (জিলা: ডেরা গাজীখান, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ২০ বৎসর) বর্ণনা করছেন; আমি যথাসম্ভব ২০০৯ ইং সনে মডেল পরীক্ষা দেয়ার পর ছুটি কাটাতে ঘরে চলে আসি। আমি এক দিন সব্জি কিনছিলাম, এমন সময় রাস্তায় কিছু সবুজ পাগড়ী পরা আশিকানে রাসুলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তাঁরা খুবই ভদ্রভাবে আমার সাথে মোলাকাত করলেন। আর **ইনফিরাদি কৌশিশের** মাধ্যমে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদানের জন্য প্রায় এমনভাবে আমাকে দাওয়াত দেন যে, আমি হাঁ নাবলে পারলাম না। কথামত যথা সময়ে যখন আমি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামী ভাইদের নিকট গেলাম তখন তাঁরা আমার সাথে বড়ই ভাল ব্যবহার করলেন এবং অত্যন্ত সম্মান করে আদবের সাথে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে নিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, ফয়যানে মদীনা জামপুরে (জিলা: রাজনপুর) অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা সপ্তাহিক ইজতিমায় জীবনের প্রথম উপস্থিতি নসিব হয় আমার। সেখানকার জ্বালাময়ী না'ত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকির সহ মন-গলানো দো'আ ও ফরিয়াদ আমার মনের মাঝে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে দো'আ চলাকালে **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে আমার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা বইতে থাকে। আমি গুনাহ হতে তাওবা করে নিলাম। আর ইজতিমা হতে ফিরে আসার পর নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে দিলাম। কিছুদিন পর দাঁড়ি শরীফও রেখে নিলাম। মাথায় পাগড়ী শরীফও পরতে লাগলাম। আমি যে ব্যক্তিটি এক সময় অত্যন্ত কটুভাষী ও বে-আদব লোক ছিলাম, মাতা-পিতার সামনে চিৎকার করতাম, তাঁদের অসম্মান করতাম, বর্তমানে সেই আমি মাতা-পিতার বাধ্য হয়ে গেলাম আর তাঁদের হাত-পা চুমু খেতে লাগলাম। আমার এমন আমূল পরিবর্তনে কেবল পরিবার-পরিজনেরাই নয়, বরং সমস্ত আত্মীয় স্বজনসহ সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হবার পূর্বে আমার একটি রোগ ছিল। যে কারণে আমি অত্যন্ত দুর্ভাবনায় ছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্ তা'আলা** আমার সেই রোগ ভাল করে দিলেন। আমার পুরো ধারণা যে, এ ছিল সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগ দেওয়ারই বরকত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

এই মাদানী বাহার ও পরিবর্তন দেখে আমার আম্মাজান আমাকে আদেশ দেন, তোমার ছোট ভাইটির মূত্রাশয়ে ব্যথার রোগ আছে, দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুষ্ঠিতব্য '৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্সে' যোগ দিয়ে তুমি তোমার ভাইটির জন্য দো'আ করিও।মায়ের আদেশ পালনার্থে আমি মাদানী তরবিয়্যতি কোর্সে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যথা সম্ভব ২০১০ সালে ফয়যানে মদীনা 'সাহিওয়াল' গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে ভাইটির জন্য আমি নিজেই দো'আ করলাম না বরং অন্যান্য সকল আশিকানে রাসুলদেরকেও দো'আর জন্য বলে রাখলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ, তখনও তরবিয়্যতি কোর্সে আমার কেবল দুই সপ্তাহই গত হয়েছিল এদিকে আমার ভাইটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু করল। ডাক্তার তাকে অপারেশন করতে হবে বলে জানিয়ে ছিলেন। অথচ দ্বিতীয় বার যখন চেক-আপ করানো হয়, ডাক্তার হতবাক হয়ে যান। আর বললেন: এখন আর অপারেশনের দরকার নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ, আমার ভাইটি সুস্বাস্থ্য ফিরে পেল।

হে ইসলামী ভাই সভি ভাই ভাই   হে বে হাদ মাহাব্বাত ভারা মাদানী মাহল।
আয় বীমারে ইছইয়া তো আ'জা ইহা পর   গুনাহো কি দেগা দা'ওয়া মাদানী মাহল।
শেফায়ি মিলেগি, বলায়ি টালেগি
ইয়েকিনান হে বারাকাত ভরা মাদানী মাহল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত মাদানী বাহারের অর্ন্তভুক্ত নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে মাতা-পিতার নাফরমান ও বে-আদব সন্তান সরল সঠিক পথে এসে গেল। নিঃসন্দেহে সেই লোক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী যার উপর তার মাতা-পিতা সন্তুষ্ট থাকেন। **আল্লাহ্**র কসম, সে ব্যক্তি অত্যন্ত বদ নসীব, যে নিজের মাতা-পিতাকে শরীয়াতের অনুমোদন ব্যতিরেকে অসন্তুষ্ট রাখে। আজকাল যেহেতু চতুর্দিকে মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও মনে কষ্ট দেওয়ার ঝড়-তুফান সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই পেশ করা মাদানী বাহারের মাধ্যমে মাতা-পিতার সন্তুষ্টি বিধানের সুফল এবং অবাধ্যতার কুফল সম্পর্কে নেকীর দাওয়াতের কিছু মাদানী ফুল পেশ করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম আপন সন্তানের প্রতি ভালবাসা রাখা মায়ের দো'আর ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা শুনুন, আর শিক্ষা গ্রহণ করুন।

মায়ের দো'আয় সন্তানের কালেমা নসীব হয়ে গেল

একজন ডাক্তারের বক্তব্য। এক ব্যক্তির হৃদযন্ত্রের ভীষণ ব্যথা উঠল। জীবনে বাঁচার আর কোন আক্বা রইল না। তার মা বিছানার পাশে বসে দো'আ করছিলেন, উপস্থিত সকলেই তা শুনছিল। হে **আল্লাহ্!** আমি আমার সন্তানের উপর সন্তুষ্ট। তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। এদিকে ডাক্তাররা চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিলেন। আর মা দো'আয় ব্যস্ত ছিলেন । শেষ সময় যখন এসে গেল, রোগী বড় আওয়াজে কলেমা শরীফ পাঠ করলেন। তার ওষ্ঠদ্বয়ে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মৃত্যুকালে কালেমা শরীফ পাঠকারী জান্নাতী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! যে মুসলমানের মা শেষ সময়ে তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, সে কত ভাগ্যবান! কত মর্যাদাশালী! আর যে ব্যক্তি অন্তিম সময়ে কলেমা পাঠ করে নিতে পারে **আল্লাহ্র** কসম সে বড়ই ভাগ্যবান লোক! যেমন: **আল্লাহ্র মাহবুব, ইলমে গাইবের ধারক-বাহক, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:" مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তির অন্তিম বাক্য হবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১৬)

কলেমা পাঠকারীর ঘটনা

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এক মৃত্যুপথ যাত্রীর নিকট মালাকুল মওত (আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام) এসে অন্তরের ভিতর দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। কিন্তু তার মাঝে কোন ভাল আমল দেখলেন না। অতঃপর লোকটির চিবুক খুলে দেখলেন। এতে তিনি জিহ্বার পার্শ্বটি তালুর সাথে লাগানো দেখতে পেলেন। তখন সে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করছিল। তখন তার কলেমা পাঠের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।"

(আল মুহতাদরীন মাআ মাওসূআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯)

জব দমে ওয়াপসি হো ইয়া আল্লাহ্ লব পে হো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
হে মুহাম্মদ মেরে রাসুলে খোদা মারহাবা মারহাবা রাসুলাল্লাহ্।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মকবুল হজ্বের সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাতা-পিতার মর্যাদা নিঃসন্দেহে অনেক উঁচু স্তরের। তাঁদের দো'আ সন্তানের পক্ষে অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখবেন। ভাল মত সেবা-যত্ন করে তাঁদের দো'আ নিবেন। তাঁদের সন্তুষ্টি ঈমানের নিরাপত্তার কারণ। অপর পক্ষে তাঁদের অসন্তুষ্টি ঈমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণও হতে পারে। মাতা-পিতার অনুগত সন্তান সর্বদা খুশি-আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করুক না কেন সে মাতা-পিতার দো'আর ফয়জ পেতে থাকে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠাসম্বলিত **'সামুদ্রিক গম্বুজ'** কিতাবের ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: অত্যন্ত সমবেদনাশীল হয়ে শ্রদ্ধা ভালবাসা ও সম্প্রীতি সহকারে মাতা-পিতাকে দেখবেন।

মাতা-পিতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে দেখার কথাই বা কী বলব! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “সন্তান যখন নিজের পিতা-মাতার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেয় **আল্লাহ্ তা'আলা** তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে মকবুল হজ্বের সাওয়াব লিখে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: কেউ যদি দিনে শত বার দেখে? ইরশাদ করেছেন: نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ অর্থাৎ- হ্যাঁ, **আল্লাহ্ তা'আলা** সব চেয়ে বড় ও পবিত্র।” (শুয়াবুল ঈমান। ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬, হাদীস: ৭৮৫৬) নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তা'আলা** প্রত্যেক কিছুতেই ক্ষমতাশীল। তিনি যা চান দিতে পারেন। তিনি কখনও অপারগ নন। সুতরাং কেউ যদি নিজের মাতা-পিতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে এক শত বার কেন এক হাজার বারও দেখে থাকে, তাহলে তিনি তাকে এক হাজার মকবুল হজ্বের সাওয়াব দান করবেন।

মশগুল জু রেহতা হে, মা বাপ কি খিদমত মে আল্লাহ্ কি রহমত ছে, জাতা হে ওয় জান্নাত মে।
মা বাপ কো ঈযা জু, দেতা হে শারারত ছে জাতা হে উয় দোযখ মে, আমাল কি শামত ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মা-কে একাকী ফেলে রাখা লোকের শিক্ষণীয় মৃত্যু

কোন ব্যক্তির মা খুবই অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল। তা সত্ত্বেও অযোগ্য সন্তান তাঁর সাথে অসদাচরণ করত থাকে এবং বেচারীকে একা ফেলে রাখে। আর সেই একাকী অসহায় অবস্থায় তার মা মারা যান। সময় গড়াতে থাকে। ৩০ বৎসর পর সেই অযোগ্য সন্তনটির হাত দুইখানি অবশ হয়ে যায়। সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। হাতের কথা কী বলব, সব দিক থেকে সে অবশ হয়ে আসে। তাকে কান্না করে করে বলতে শোনা গেছে, আমার তিন তিনটি ছেলে আছে। তারা আমার দিকে মোটেও ফিরে তাকায় না। আমি অনেক দিন ধরে অসুস্থ, কিন্তু এক বারও আমাকে কেউ দেখতে এল না। অবশেষে লোকটি তার মায়ের মত একা মারা গেল। সকালে মহল্লাবাসীরা দেখতে পেল, একা পড়ে থাকা তার লাশটিতে পিঁপড়া ভিড় জমিয়েছে, আর তাকে কামড়াচ্ছে।

দিল দুখানা ছোড় দেয় মা বাপ কা, ওয়ারনা হে ইস মে খাসারা আপ কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবতা এই যে, মাতা-পিতাকে যারা কষ্ট দেয় তারা দুনিয়াতেও তার সাজা ভোগ করে থাকে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “সকল গুনাহের শাস্তি **আল্লাহ্** চানতো কিয়ামতের জন্য তুলে রাখেন, কিন্তু মাতা-পিতার প্রতি অবাধ্যতার শাস্তি পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেন।” (আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৩৪৫) সেই ব্যক্তি বড়ই সৌভাগ্যবান, যে মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখে। যে বদনসীব লোক মাতা-পিতাকে অসন্তুষ্ট করে তার জন্য রয়েছে ধ্বংস।

প্রিয় নবী ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দারাঈন)

আল্লাহ্ তা'আলা ১৫ পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ থেকে ২৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ
اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا
﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ
صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ
اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ
غَفُوْرًا ﴿۲۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "এবং আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যেন (তোমরা) তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো আর যেন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলবেনা। আর তাদেরকে তিরষ্কার করোনা আর তাদের সাথে সম্মান সূচক কথা বলবে। এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও নম্র হৃদয়ে; আর আরজ করো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেমনি ভাবে তাঁদের উভয়ে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যা তোমাদের অন্তর সমূহে রয়েছে, যদি তোমরা উপযুক্ত হও তবে নিশ্চয় তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।"

শিশুকালে মাও তো সন্তানদের মল-মূত্র সহ্য করে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত আয়াতে করীমাতে **আল্লাহ্ তা'আলা** মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যাবস্থায় বেশি বেশি সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে মাতা-পিতার বার্ধক্যাবস্থা মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়। কোন কোন সময় খুবই বৃদ্ধাবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিছানাতেই তাঁদের প্রস্রাব-পায়খানা হয়ে যায়। যে কারণে সাধারণতঃ সন্তানরা অধৈর্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মনে রাখবেন, এমন অবস্থাতেও মাতা-পিতার সেবা করা আবশ্যক। শিশু কালে মা-ইতো সন্তানদের মল-মূত্র সহ্য করে থাকে। বৃদ্ধ হবার কারণে কিংবা অসুস্থ হওয়ার কারণে মাতা-পিতার মেজাজে যতই খিটখিটেভাব আসুক না কেন, কারণে অকারণে গালমন্দ করুক না কেন, যতই ঝগড়া-ঝাটি করুক না কেন, মনে আঘাতই বা দিক না কেন, ধৈর্য কেবল ধৈর্যই ধরুন আর তাদের সম্মান রক্ষা করা আবশ্যক। তাদের সাথে অসদাচরণ করা, তাদেরকে ধমক দেওয়া ইত্যাদি তো দূরের কথা তাদের সামনে 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত করা যাবে না। নতুবা ভাগ্য হাতছাড়া হতে পারে। আর উভয় জাহানের ধ্বংস হতে পারে আপনার ভাগ্যের লিখন। কারণ, মাতা-পিতার অন্তরে যারা কষ্ট দেয় তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে আর আখিরাতেও জাহান্নামের আগুনের শাস্তির শিকার হয়।

দিল দুখানা ছোড় দেয় মা বাপ কা, ওয়ারনা ইস মে হে খাসারা আপ কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

মৃত্যু যন্ত্রণায় ভয়ানক চিৎকার কারী যুবক

এক যুবকের উভয় কিডনী নষ্ট হয়ে যায়। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অবস্থা ছিল খুবই সঙ্কটাপন্ন। মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যায়। তার নাক-মুখ দিয়ে কষ্টদায়ক আওয়াজ বেরুচ্ছিল। চেহারা নীল হয়ে যায়। চক্ষু বার বার বিস্ফোরিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় দুই দিন অতিবাহিত হয়। পরে দেখা যায় তার সেই কষ্টদায়ক আওয়াজ পরিবর্তিত হয়ে হুংকারে রূপ নেয়। ওয়ার্ডের অপরাপর রোগীরা পালাতে আরম্ভ করে। তাই তাকে ওয়ার্ড থেকে একটি কক্ষে এনে রাখা হয়। তার পিতা ডাক্তারকে বলল, 'একে বিষের ইঞ্জেকশন পুশ করে দিন, এ মরে যাক। আমি এর অবস্থা আর সহ্য করতে পারছি না।' সব শেষে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, এর এই আশ্চর্য অবস্থা কেন হল? পিতা এক ধরনের অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে বলল: এ ছেলেটি স্ত্রীকে খুশি করার জন্য তার মাকে মারত। আমি তাকে বাধা দিতাম। এখন মনে হয় তার সেই কাজেরই শাস্তি পাচ্ছে। পূর্ণ তিন দিন মৃত্যুযন্ত্রণার বর্ণনাতীত কষ্টের শিকার হয়ে অবশেষে সে মারা গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে বোবা হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমারা তাওবা কবুলকারী **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে তাওবা করছি। তাঁর কাছে সুস্বাস্থ্যের আবেদন করছি। হায়! মাতা-পিতার মনে কষ্ট দেওয়া কতই যে লাঞ্ছণাকর এবং কষ্টদায়ক শাস্তির কারণ। মাতা-পিতার প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে। যখনই ডাক দেবেন সকল কাজ বাদ দিয়ে 'জ্যী আম্মী', 'জ্যী আব্বু' বলে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া বাঞ্ছণীয়। বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তিকে তার মা ডাক দেন। কিন্তু সে জবাব দেয়নি। তাতে তার মা তাকে বদ দো'আ দেন। এতে সে বোবা হয়ে যায়। (বির্‌রুল ওয়ালিদাইন লিত তারতূসী, ৭৯ পৃষ্ঠা)

মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের ইবাদত কবুল হয় না

মাতা-পিতার এক অবাধ্য সন্তান সম্পর্কে করা এক প্রশ্নের জবাবে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'পিতার অবাধ্য হওয়া জব্বার, কাহ্‌হার **আল্লাহ্‌**র অবাধ্য হওয়ারই শামিল। পিতার অসন্তুষ্টি মূলত: কাহ্‌হার, জব্বার **আল্লাহ্‌**রই অসন্তুষ্টি। কোন লোক যদি তার পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে সেটি হচ্ছে তার জান্নাত, আর যদি অসন্তুষ্ট করে তাহলে সেটি হচ্ছে তার জাহান্নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত পিতাকে সন্তুষ্ট করবে না, তার কোন ফরজ, কোন নফল, কোন নেক আমলই কখনও কবুল হবেনা। আখিরাতের শাস্তি ছাড়াও জীবদ্দশাতেই তার উপর আপদ-বালা নাযিল হবে। মৃত্যু কালেও **আল্লাহ্‌**র পানাহ্! কলেমা নসীব না হবার আশঙ্কা রয়েছে।'

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৮৪, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

গাধার ন্যায় মানুষের মৃতদেহ

হযরত সায়্যিদুনা আওয়াম বিন হাওশব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه (যিনি ছিলেন এক বুযুর্গ তাবে-তাবেঈ। ওফাত : ১৪৮ হিজরী) বলছেন: আমি এক বার কোন গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলাম। পাশেই ছিল কবরস্থান। আছর নামযের পর একটি কবর ফেঁটে গেল। তা হতে এমন এক মানুষ বের হল যার মাথা ছিল গাধার ন্যায় আর শরীর ছিল মানুষের। সে তিন বার গাধার মত ডাক দিল। পুনরায় কবরে চলে গেল। কবরটি বন্ধ হয়ে গেল। (অনতি দূরে) একজন মহিলা বসে বসে সুতা কাটছিলেন। কোন মহিলা আমাকে বললেন: মহিলাটিকে দেখতে পাচ্ছেন তো? আমি বললাম: এর ব্যাপারটা কী? বললেন: তিনি হলেন ঐ কবরবাসীর মা। কবরস্থ লোকটি ছিল শরাবখোর। সন্ধ্যায় যখন সে ঘরে আসত, মা তাকে নসিহত করতেন: বাবা! তুমি **আল্লাহ্**কে ভয় কর। এই অপবিত্র জিনিস আর কত পান করবে! সে জবাবে বলত: তুমি গাধার মত চিৎকার করছ কেন? আছরের নামাযের পর লোকটি মারা যায়। মৃত্যুর পর থেকে প্রতি দিন আছরের পর তার কবরটি খুলে যায় আর এমনি গাধার মত তিন বার চিৎকার দিয়ে পুনরায় কবরে ঢুকে যায়। পরে কবরটি বন্ধ হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল মুনযিরী, ৩য় খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৩৩)

দিল না তো মা বাপ কা হারগিয দুখা, হো কেহি না খাতেমা তেরা বুরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মায়ের সাথে অভদ্রতাকারীকে মাটি জীবিত গিলে ফেলে

কোন গ্রামে এক কৃষকের ঘরে বউয়ে-শ্বাশুড়ীতে সর্বদা ঝগড়া লেগে থাকত। অনেক বার কৃষকের বউটি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়. আর সে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে নিয়ে আসে। শেষ বারে বউ কৃষকটিকে বলে দেয়, এখন এই ঘরে হয় আমি থাকব না হয় তোমার মা। কৃষকটি তার স্ত্রীর প্রতি খুবই দুর্বল ছিল। মুর্খটি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল যে, রোজ রোজ ঝগড়া-ঝাটি বন্ধের একমাত্র উপায় মাকে সরিয়ে দেওয়া। অতএব, এক বার কোন এক কৌশলে সে তার মাকে ইক্ষু ক্ষেতে নিয়ে গেল। ইক্ষু কাটার ফাঁকে সুযোগ বুঝে তার মায়ের দিকে যেই কুঠার উঠিয়ে কোপ বসাতে গেল, অমনি জমিন সেই কৃষকটির পা দুইখানি আটকে ধরে ফেলল, আর কৃষকটিকে গিলতে আরম্ভ করে দিল। সে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল, আর তার মাকে বার বার ডেকে ডেকে ক্ষমা চাইতে থাকল। কিন্তু তার মা ততক্ষণে দৌড়ে অনেক দূরেই গিয়ে পৌঁছে।

কিছুক্ষণ পর যখন লোকজন সেখানে উপস্থিত হল ততক্ষণে সে আবক্ষ (বুক পর্যন্ত) ভূমিতে ধ্বসে গিয়েছিল। লোকেরা তাকে উদ্ধার করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল। কিন্তু জমিন তাকে অবলীলায় গিলতেই রইল। এক পর্যায়ে লোকটি জমিনে মিশে গেল।

জাহা মে হে ইবরত কে হার সো নমুহ্নে মাগার তুঝকো আন্ধা কিয়া রঙ্গো বো নে।
কভি গওর সে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে জু আবাদ থে ওয় মহল আব হে সোনে।
জাগা জী লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে।

তাওবা! তাওবা!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাওবা! তাওবা!! কেঁপে উঠুন!!! মাতা-পিতাকে যদি অসন্তুষ্ট করে থাকেন, তাহলে শীঘ্রই তাদের পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নিন। এ তো ছিল পৃথিবীর শাস্তি যা সেই মায়ের অবাধ্য মুর্খ কৃষকের বেলায় দেখা গেছে। কৃষকটি যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে আমারা দয়ালু ও করুনাময় **আল্লাহ্‌**র দরবারে তার জন্য দয়ার ফরিয়াদ করছি। পৃথিবীর শাস্তিও যেক্ষেত্রে সহ্য করা যায় না সেক্ষেত্রে আখিরাতের শাস্তি কীভাবে সহ্য করা সম্ভব হবে? **আল্লাহ্‌**র কসম, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানরা মৃত্যুর পর যে সাজা পাবে তা পৃথিবীর শাস্তিগুলোর চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি ভয়াবহ হবে। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'সামুদ্রিক গম্বুজ' ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তিনটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন :

আগুনের ডালে ঝুলন্ত ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেছেন, **ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওযুদাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মেরাজের রাতে আমি কিছু লোককে দেখতে পেলাম যারা আগুনের ডালের সাথে ঝুলে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'জিবরাঈল! এরা কারা?' বললেন, اَلَّذِيْنَ يَشْتُمُوْنَ اٰبَاءَهُمْ وَاُمَّهَاتِهِمْ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ এরা সেই লোক যারা পৃথিবীতে তাদের মাতা-পিতাকে গালি দিত।" (আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

বৃষ্টির ফোঁটার মত আগুনের কয়লা

বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে গালমন্দ করে বৃষ্টির ফোঁটা যেরূপ আসমান হতে জমিনে পড়ে তদ্রূপ তার কবরে আগুনের কয়লা বর্ষিত হতে থাকে।

(আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কবর পাঁজরের হাঁড়গুলো ভেঙ্গে দেয়

বর্ণিত আছে যে, যখন মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে চাপতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তার উভয় পাঁজর একটি অপরটির সাথে মিশে চুরমার হয়ে যায়। (আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)

পায়ে পড়ে মা-বাবা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাতা-পিতা উভয় কিংবা যে কোন একজন যদি আপনার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে অতি সত্তর হাত জোড় করে তাদের পা জড়িয়ে ধরুন, আর কান্না করে করে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। তাদের বৈধ চাহিদাগুলো পূরণ করে দিন। **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারেও কান্নাকাটি করে করে তাওবা করে নিন। এতে আপনার উভয় জগতের মঙ্গল রয়েছে। মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রচারিত দুটি ভিসিডি (১) **'মা-বাবার হক'** এবং (২) ১৪৩০ হিজরীর রমযানুল মোবারকের ইতিকাফে অনুষ্ঠিত **'মাদানী মুযাকারা'**র **'মা-বাবার অবাধ্যদের পরিণতি'** নামের ভিসিডিগুলো দেখুন।

মায়ের বদ দো'আর কারণে পা কাটা গেল

বাস্তবিকই মাতা-পিতার অধিকারগুলো পূরণ করা খুবই কঠিন। এ কাজের জন্য আজীবন সচেষ্ট থাকতে হবে। আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। যে সব লোক মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয় পৃথিবীতেও তাদের ভয়ানক পরিণতি হয়ে থাকে। যেমন: হযরত আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه বর্ণনা করছেন: যমখ্শরীর (যিনি ছিলেন 'মুতাযিলা' ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ আলিম তার) একটি পা কাটা ছিল। মানুষের জিজ্ঞাসার মুখে তিনি বললেন: এ আমার মায়ের বদ দো'আর ফল। কাহিনীটি ছিল এরূপ: আমি ছোট বেলায় একটি চড়ুই পাখি ধরেছিলাম। তার পায়ে একটি দড়ি বেঁধে দিই। হঠাৎ পাখিটি আমার হাতছাড়া হয়ে উড়তে উড়তে একটি দেওয়ালের ফাঁকে আশ্রয় নিল। কিন্তু দড়িটি দেওয়ালের বাইরে ঝুলছিল। আমি দড়িটি ধরে নির্দয়ভাবে টান দিলাম। চড়ুইটি ব্যথায় কাতর অবস্থায় বের হয়ে এল। কিন্তু পাখিটির পা দড়িতে কেঁটে গিয়েছিল। আমার মা এই দুঃখজনক দৃশ্যটি দেখেন। তিনি মনোবেদনায় অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখ দিয়ে আমার জন্য বদদো'আ বের হল, 'তুমি যেমন করে এই নির্বাক প্রাণিটির পা কেটে ফেলেছ, **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমার পা কেটে দিন'। বদদো'আর ফল প্রকাশ পেয়ে গেল কিছু দিন পর ইলম তলবের উদ্দেশ্যে আমি বোখারা সফর করি। পথিমধ্যে আমি বাহন থেকে পড়ে যাই। পায়ে বেশ আঘাত পাই। বোখারা পৌঁছে যথেষ্ট চিকিৎসা নিই। কিন্তু আমার কষ্টের ইতি ঘটল না। অবশেষে পা কেটে ফেলতে হল। (মায়ের বদ দো'আটি এভাবে বাস্তবায়িত হয়)।

(হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় সন্তানের উপর মা-বাবার চিকিৎসাজনিত প্রভাব

মাতা-পিতার গুরুত্বের কথা কে না জানে? ইসলাম আমাদেরকে মাতা-পিতা উভয়কে খুশি রাখার এবং তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। নিঃসন্দেহে তাতে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক মঙ্গল রয়েছে। অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও মাতা-পিতা সম্পর্কে অভাবনীয় ও আশ্চর্যজনক বিশ্লেষণ দিয়েছেন। যথা ডাক্তার নিকল্সন ডেভিস (Dr. Nicholson Devis) ও প্রফেসর মিস্লন্ ক্যাম (Prof. Mislon Cam) এর রিপোর্টের সারমর্ম হচ্ছে, মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে সন্তানদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর এই ভালবাসার কারণে মাতা-পিতার চোখের মধ্যে আলোর এক বিশেষ রশ্মি সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা সন্তানের জন্যে সুস্বাস্থ্যের কারণ। মাতা-পিতা হাজার মাইল দূরে অবস্থান করুক না কেন, (যদি তারা সন্তানের প্রতি খুশি থাকে, তাহলে) তাঁদের সংবেদনশীলতা ও শুভ কামনার মাধ্যমে সেই রশ্মির একটি অদৃশ্য বিচ্ছুরণ সন্তান পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। মাতা-পিতা অসুস্থ হয়ে থাকলেও তাঁদের এই অদৃশ্য রশ্মি-শক্তি কখনো দুর্বল হয় না। এর শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। মাতা-পিতা যদি নিকটে থাকেন, তাহলে তাঁদের ভালবাসাপূর্ণ অদৃশ্য রশ্মি-শক্তি শরীর ও ধ্বমনিগুলোকে (অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম শুভ্র রগ যা মস্তিষ্ক ও মগজ থেকে বের হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছে) শক্তি দান করে এবং মসৃণ ও কোমল রাখে। মাতা-পিতার স্পর্শ সন্তানের ব্রেইন জনিত রোগ ও মানসিক ব্যাধি দূর করে দেয়। জনৈক বিজ্ঞানী নিজের গবেষণার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি যখনই আমার মায়ের সাথে ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করি তখন আমার মাঝে প্রশান্তির একটি সুখানুভূতি দোলা দিয়ে যায়। দেখুন, এ ছিল অমুসলিমদের গবেষণার কথা। আমাদের তো কেবল দুনিয়ার উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে নয় বরং **আল্লাহ্ তা'আলা ও প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধি-বিধান অনুযায়ী চলার নিয়্যতেও মাতা-পিতার আনুগত্য করা আবশ্যক। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তারপরও তো মুসলমানরা মাতা-পিতার সেবা করে থাকেন। অমুসলিমরা তো কেবল বুড়ো মাতা-পিতার প্রতি সম্মানের কথা ব্যক্ত করেছেন। এবার তাহলে নিচের ঘটনাটি দিয়ে আর একবার ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করুন।

বৃদ্ধাশ্রম এবং এক অতিশয় বৃদ্ধা

ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকায় এক বার এক শ্বাসরুদ্ধকর একটি ঘটনা ছাপানো হয়। এক মায়ের 'মেরি' (Mary) নামের একমাত্র একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আর কোন সন্তান ছিল না। মেরি যখন পরিণত বয়সে উপনীত হল স্বচ্ছল ও সামাজিকভাবে সম্মানিত এক যুবকের সাথে তার বিয়ে দিল। মাও তাদের সাথে বসবাস করতে থাকেন। তাদের ঘরে জন্ম নিল ফুটফুটে এক কন্যা। নাম রাখা হল এলিজাবেথ (Elizabeth)। নানীর যেন মোক্ষম একটি খেলনাই মিলল। নাতনী এলিজাবেথ তাঁর সাথে খুব মিশে যায়। সময় গড়াতে থাকে। এদিকে এলিজাবেথ বড় হতে থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

ওদিকে নানী চলেছেন বৃদ্ধ হওয়ার পথে। এখন নাতনী এলিজাবেথ এতটুকু বড় হয়েছে যে, নিজের কাপড়-চোপড় নিজে নিজে বদলাতে পারে। মেরি ভাবল, মা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। ঘরে মেহমান অতিথি এসে থাকেন, তিনি তা সামাল দিতে পারেন না। তাই সে তার মাকে বুড়োদের বিশেষ ঘর ‘বৃদ্ধাশ্রমে’ ভর্তি করে দিল। মা তাকে অনেক করে বুঝালেন, ঘরে তার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন বিভিন্নভাবে। নাতনী এলিজাবেথের লালন-পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলেন। কিন্তু সে একটি কথাতেও কান দিল না। এদিকে এলিজাবেথেরও নানীর প্রতি বেশ সখ্যতা ও টান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সেও নানীর পক্ষে অনেক সুপারিশ করল। কিন্তু তাও সে কর্ণপাত করল না। মেরি এইসেই বাহানা করে বুঝাতে লাগল, ‘ঘরে সংকুলান হচ্ছে না’, আপনি চিন্তা করবেন না, আমারা সময়ে সময়ে বৃদ্ধাশ্রমে এসে আপনাকে দেখে যাব। শনি, রবি দুই দিন আপনাকে ঘরেও নিয়ে আসব। বৃদ্ধাশ্রমে গেলে কী হয়? আত্মীয়তার বন্ধনও কি নষ্ট হয়ে যেতে পারে? প্রথম প্রথম মেরি তার মায়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত করত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দূরত্ব বাড়তে থাকে। অবশেষে ‘প্রতীক্ষা’ বুড়িটির ভাগ্য পরিবর্তন করে দিল। তিনি ভালবাসার দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র লিখতেন। নাতনী এলিজাবেথের জন্য প্রীতিপত্র লিখতেন। তাতেও বিশেষ কোন ফল হল না। এক বার চিঠিতে মেয়েটি লিখেছিল: এবারের ‘ক্রীসমাস ডের’ আগের রাত আপনাকে আনতে যাব। ঘরে নিয়ে যাব। বুড়ির খুশির অন্ত রইল না। তিনি নাতনীর জন্য উল দিয়ে সুয়েটার বানালেন। উপহার দেয়ার জন্য। ২৪ শে ডিসেম্বর রাতে খুব বরফপাত হল। মেরি তাকে নিতে আসবে এ আক্বায় তিনি তাঁর ‘প্রীতি উপহার’ হাতে নিয়ে প্রতীক্ষায় বিল্ডিং-এর বেলকনিতে বসে আক্বাভরা চোখে সড়ক দিয়ে আসা-যাওয়া করা প্রতিটি গাড়ির প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকেন, মেরির গাড়িটি এসে গেল নাকি! বৃদ্ধাটির বিচলিত ও অধৈর্য অবস্থা দেখে ‘বৃদ্ধাশ্রমে’র এক সেবিকা ন্যান্সির (Nansi) বড়ই মায়া হচ্ছিল। হিটার দেওয়া কক্ষে চলে আসার জন্য তাঁকে অনেক করে বলল। বৃদ্ধাটি এলেন না। ন্যান্সি গরম একটি শাল কাপড় এনে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিল, আর অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতি পরায়ণ হয়ে সে তাঁকে বার বার চা ইত্যাদি এনে খাওয়াতে থাকে। বৃদ্ধাটি ভীষণ শীতে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মেয়ের প্রতীক্ষায় সারা রাত জাগ্রত অবস্থায় কাটালেন। কিন্তু মেয়ে তাঁর এল না। ভীষণ শীতে বৃদ্ধাটির কঠোর ‘নিওমোনিয়া’ এসে গেল। এটা এমন এক রোগ, যে রোগে সর্দি আসে, কাশি হয় এবং স্বরভঙ্গ হয়। এ রোগে শ্বাসযন্ত্রের কোথাও ইন্‌ফেকশন হয়। যে কারণে সেদিকটিতে বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারে না। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে অসাধ্য কষ্ট হয়। সাথে জ্বর বৃদ্ধি প্রায় ১০৫ ডিগ্রীর মত। এই রোগের কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বৃদ্ধাটি মারা যান। কিছু দিন পরে মেরি তার মায়ের উপহারগুলো নেয়ার জন্য ‘বৃদ্ধাশ্রমে’ এল। সে সব কিছু শুনে সেখানকার সেবিকা ন্যান্সির ভূয়সী প্রশংসা করল, কৃতজ্ঞতা জানাল। কেননা, সে তার বৃদ্ধা মায়ের জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সেবায় রত ছিল।

যেহেতু ন্যান্সি ছিল তখনও যুবতী, তার উপর কর্মঠ সেবিকাও। তাই মেরি বেশি বেতন দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ন্যান্সিকে তার ঘরের সেবিকা রূপে কাজ করার প্রস্তাব দিল। ন্যান্সি শর্ত দিয়ে বলল, আপনার ঘরে অবশ্যই আসব, কিন্তু এখন না। যেদিন আপনার কন্যা এলিজাবেথ আপনাকে এখানে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যাবে, সেদিন আমি তার সাথে তার সেবা করার জন্য চলে যাব।

বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানরত দুইজন পাকিস্তানী বৃদ্ধের আকুল আবেদন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ তো ছিল একটি অমুসলিম পরিবারের ঘটনা। এটি শুনে আপনাদের হয়ত আশ্চর্য কিছু বলে মনে হচ্ছে। অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অনেক অনেক 'বৃদ্ধাশ্রম' রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাদের দেখা-দেখি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এমনকি পাকিস্তানেও 'বৃদ্ধাশ্রম' ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ১৪৩২ হিজরীর ১৬ ই রবিউন নূর শরীফ (১৯/০২/২০১১ ইং) বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের এক 'মাদানী মুযাকারা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যাতে পুরো রাষ্ট্রের হাজার হাজার বৃদ্ধ ভদ্র লোকগণ উপস্থিত ছিলেন। 'মাদানী মুযাকারা'টি মাদানী চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার **(Telecast)** করা হয়েছিল। বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থান করা পাকিস্তানী কোন দুই জন দুর্বল ভদ্র লোক ইসলামী ভাইদেরকে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে তাঁদের কষ্টের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে যাওয়া প্রিয়জনদের সম্পর্কে খুবই আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মত ব্যক্ত করেন, "আমাদের ইচ্ছা যে, আমাদের পরিবার-পরিজনেরা আমাদেরকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাক। আমারা এখানে অনেক কষ্টে আছি।" হায়! হায়! ওসব সন্তান কতই যে অকৃতজ্ঞ, অদূরদর্শী আর কতই অযোগ্য, যারা মাতা-পিতার পক্ষ হতে করে যাওয়া সমস্ত এহসানের কথা ভুলে গিয়ে বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদেরকে দূরবাসে ফেলে দিয়ে আসে! অথচ বার্ধক্যেই তো সেসব অসহায়দের যথেষ্ট মানবিক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা সংকল্প করে নিন, যাই হবে হোক, আজীবন মাতা-পিতার সেবা করে যাব। তাঁদের সেবা করে নিজেদেরকে জান্নাতের হকদার বানাব إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন, মাতা-পিতার হক সমাধিক। তা থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। যেমন:

মাকে কাঁধে করে নিয়ে উত্তপ্ত পাথরে ছয় মাইল ...

কোন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলেন: একটি রাস্তায় এমন উত্তপ্ত পাথর ছিল যে, যদি কোন মাংস তাতে রাখা হত তাহলে কাবাব হয়ে যেত। আমি (এই পথে) আমার মাকে কাঁধে করে ছয় মাইল পর্যন্ত নিয়ে যাই। আমি কি এতে করে মায়ের সব অধিকার আদায় করতে পেরেছি? **ছরকারে নামদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার জন্মের সময় ব্যথার যেসব ধাক্কা তিনি সহ্য করেছিলেন, এটা হয়ত সেগুলোর যে কোন একটির বদলা হতে পারে।" (আল মুজামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৭)

গর্ভধারণের কষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই মায়েরা সন্তানের জন্য অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে থাকেন। প্রসব কালের বেদনা যে কি রকম, তা একজন মা'ই কেবল বলতে পারেন। পুরুষদের জন্য কতই সুবিধা যে, তাদের প্রসব বেদনার শিকার হতে হয়না। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৭ খন্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় বলেছেন: পুরুষদের সম্পর্ক কেবল স্বাদ গ্রহণে। মহিলাদের শিকার হতে হয় শত শত দুঃখ-কষ্টের। নয় মাস সন্তান পেটে রাখেন। চলাফেরা, উঠাবসা ইত্যাদিতে অসুবিধা হয়। আবার জন্মের সময় তো প্রতিটি ব্যথার আঘাতে নিশ্চিত মৃত্যুরই সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। তার উপর বিভিন্ন ধরনের ব্যথায় নেফাসাওয়ালীর (অর্থাৎ সন্তান জন্ম নেওয়ার পর নির্গত হওয়া রক্তের কষ্টে লিপ্ত হওয়া মহিলার) ঘুম চলে যায়। সে কারণেই **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করছেন:

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ

(পারা: ২৬, সূরা: আল আহকাফ, আয়াত: ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তার মা তাকে গর্ভে রেখেছে কষ্ট সহ্য করে এবং তাকে প্রসব করেছে কষ্ট সহ্য করে। আর তাকে বহন করে চলাফেরা করা ও তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে।”

অতএব যে কোন সন্তানের জন্ম নিয়ে মহিলাকে কমপক্ষে তিন বৎসরের কষ্টকর বন্দিদশা অবস্থার শিকার হতে হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৭তম খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)

ড্রাইভারের জীবন বাঁচল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত সমূহ শিখা এবং শিখানোর জন্য, সুন্নাতের উপর আমল বৃদ্ধি করার জন্য, নিজেদেরকে সুন্নাতের আদর্শ বানানোর জন্য, **নেকীর দাওয়াতের** প্রতি খুব কর্মঠ হবার জন্য, কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনার ঈমানের হিফাজতের জন্য সচেষ্ট থাকুন। নামাযের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন। সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। **মাদানী ইন্'আমাত** অনুযায়ী জীবন গড়ুন। এতে অবিচল ও অটল থাকার জন্য প্রত্যহ 'ফিক্বরে মদীনা' করে **মাদানী ইন্'আমাতের** রিসালা পূরণ করে মাদানী মাসের দশ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট তা জমা করিয়ে দিন, আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'** إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ অর্জনে নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন, উৎসাহ প্রদানার্থে আপনাদেরকে আরো একটি মাদানী বাহার শুনাই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বাবুল মদীনা (করাচী) এলাকার নয়া আবাদের এক ইসলামী বোনের শপথ করা বক্তব্যের মূল কথা শুনুন। আমার এক ভাই আরব শরীফের রিয়াদ শহরে ড্রাইভার হিসাবে দায়িত্ব নেন। ড্রাইভিং কালে একদিন এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বেহুশ হয়ে যান। মস্তিষ্কে এমনভাবে আঘাত পান যে, বাঁচার আর কোন আক্বাই করা যাচ্ছিল না। আমি অপারগ ছিলাম। তাঁকে দেখতেও যেতে পারছিলাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। আমি আমার ভাইটির মর্মন্তুদ বিষয়টি এলাকার এক ইসলামী বোনকে বললাম। তিনি আমাকে আক্বামূলক পরামর্শ দিলেন, আপনি নিয়মিত ভাবে ইজতিমায় হাজির হয়ে খুব বেশি করে দো'আ করতে থাকুন। আমি তদ্রূপই করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইজতিমায় করা দো'আগুলোর বরকতে তিন মাসের মধ্যেই ভাইজান আবার কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন। ডাক্তাররাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কেননা, তাঁর মস্তিষ্কের আঘাত ছিল অত্যন্ত প্রকট, আর বাঁচার আক্বাও ছিল নিতান্তই কম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইজতিমার বরকতের উপর আমার বিশ্বাস আরো বেশি করে বেড়ে যায়।

আয় ইসলামী বেহনো! না মাইয়ুস হোনা তুমে খাইর দেগা দেলা মাদানী মাহল।
তু পর্দে কে সাথ ইজতিমাআত মে আ তেরি দেগা বিগড়ী বনা মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রর্থণা করা দো'আগুলো অবশ্যই কাজে আসে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান বিন উআইনা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন:"عِنْدَ ذِكْرِ الصّٰلِحِيْنَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ: নেক্কার বান্দার আলোচনায় **আল্লাহ্‌র তা'আলার** রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে।" (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৭৫) যেক্ষেত্রে নেক্কার বান্দাদের স্মৃতিচারণ কালে রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে, তাহলে যে ইজতিমায় **আল্লাহ্ তা'আলা** ও রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা ও যিকির হয়ে থাকে সেখানে কেন রহমত বর্ষিত হবে না! যেখানে রিমঝিম রহমত বর্ষিত হতেই থাকে, সেখানে করে যাওয়া দো'আগুলো কেন কবুল হবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'জান্নাত মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল' কিতাবের ৪২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমারা উভয়ে **মাহবুবে রব্বে যুল জালাল, শাহান শাহে খোশখেছাল, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনাথাশ্রয় দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তিনি ইরশাদ করেছেন: "যে সম্প্রদায় **আল্লাহ্ তা'আলার** যিকির করার জন্য বসে, ফেরেশতারা তাঁদের ঘিরে নেয়, রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে আর তাদের উপর 'সকিনা' (প্রশান্তি) নাযিল হয়। তদুপরী **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁর ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করে থাকেন।"

(সহীহ মুসলিম, ১৪৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭০০)

যিকির কাকে বলে?

'আল্লাহ্ হু' এবং 'হক হু' বার বার করে বলতে থাকা অবশ্যই যিকির। তাছাড়া তেলাওয়াতে কুরআন, হামদ ও সানা, মুনাজাত, দো'আ, দারূদ ও সালাম, নাত ও মানকাবাত, খোৎবা, দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান এসবও **আল্লাহ্ তা'আলার** যিকিরের অর্ন্তভুক্ত। অতএব **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাগুলোও যিকিরের মাহফিল।

সারে আলম কো হে তেরি হি জুস্তজো জিন্নো ও ইনসো ও মালাক কো তেরি আরযু।
ইয়াদ মে তেরি হার এক হে সো বাসো বান মে ওয়াহশী লাগা তে হে জারবাতে হু।
আল্লাহ্ হু আল্লাহ্ হু আল্লাহ্ হু আল্লাহ্ হু। (সামানে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরওয়ারদেগার! আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে তোমার ও তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নিয়ে জীবিত রাখ। যতদিন বেঁচে থাকি, সুন্নাতের উপর যেন আমল করতে পারি। যদি মারা যায় তবে মদীনার জমিনে, সবুজ গম্বুজের ছায়ায়, চোখের সামনে পাব **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জালওয়া আর জিহ্বায় হোক কলেমা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله এবং দাফন যেন হয় জান্নাতুল বাকীতে। সাথে জান্নাতুল ফিরদৌসে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য নসীব হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া খোদা জিস্ম মে জব তক কেহ্ মেরি জান রহে তুঝ পে সদকে তেরে মাহবুব পে কতাওবান রহে।
কুছ রহে ইয়া না রহে পর ইয়ে দো'আ হে কেহ্ আমীর নাযা' কে ওয়াক্ত সালামত মেরা ঈমান রহে।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অপচয়ের সংজ্ঞা

অন্যায় খাতে ব্যয় করা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা) যেমন নাফরমানির খাতে ব্যয় করা।

কৃপণতার সংজ্ঞা

যে খাতে বা যেখানে ব্যয় করা শরীয়াত মতে এবং মানবিক কারণে সংগত ও আবশ্যক, সে খাতে বা সেখানে ব্যয় না করা। (হাদিকায়ে নদিয়া শরহে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া, ২য় খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

আয়নায় আপনার দাঁতগুলো ভাল করে দেখে নিন

শুভ কামনার উদ্দীপনায় সাওয়াব লাভের আকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট আবেদন যে, আপনার দাঁত যদি ময়লা ও কালো দাগপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে দয়া করে সগে عُفِيَ عَنْهُ (লিখক)র পক্ষ থেকে কিছু মাদানী ফুল গ্রহণ করুন। **আল্লাহ্** চান তো উপকার হবে।

- ময়লা দাঁত অন্যের জন্য অপছন্দ ও ঘৃনার কারণ হয়ে থাকে।
- পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানাদি ও দেখা-সাক্ষাতে ময়লা দাঁতওয়ালা লোক নিজের ব্যক্তিত্বকে তেমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।
- বেশি বেশি পান, জর্দা, গুল ইত্যাদি যারা খেয়ে থাকেন তারা যেন টাকা খরচ করেই নিজের সৌন্দর্য নষ্ট করছেন আর মুখের দুর্গন্ধ ও ক্যান্সার কিনে নিচ্ছেন।
- মিসাওয়াক করবেন সুন্নাত অনুযায়ী ভালভাবে ঘষে ঘষে।
- আহারের পর দাঁত খিলাল করার সুন্নাতের অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- যখনই কিছু আহার করবেন বা চা ইত্যাদি পান করবেন তখন শেষে মুখে পানি নিয়ে কয়েক মিনিট পানিগুলো মুখে নাড়াচাড়া করবেন। এভাবে মুখের ভিতরের অংশ এবং দাঁতের গোড়া পর্যন্ত ধোয়া হবে যাবে।
- ঘুমানোর সময় কণ্ঠ ও দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। না হয়, গলায় ব্যথা হতে পারে এবং দাঁতে ময়লা শক্তভাবে জমতে পারে। বন্ধ মুখের ভিতর খাদ্যের অংশ বিশেষ পঁচে যাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ময়লা পেটে যাওয়াতে বিভিন্ন রকমের রোগ-ব্যাধি জন্ম নিতে পারে।

উন্নত দাঁতের মাজন

পরিমাণ মত খাবার-সোডা, সে পরিমাণ লবণ মিশিয়ে বোতলে নিন। উন্নত দাঁতের মাজন তৈরি হয়ে গেল। দৈনিক কম পক্ষে দুই বার তা দিয়ে দাঁত মাজবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাথে সাথেই দাঁতের ময়লাগুলো সাফ হয়ে যেতে দেখবেন। যদি মুখে কিংবা মাড়িতে কোন রকম ইনফেকশন ইত্যাদি অনুভব করেন তাহলে পরিমাণ কম করে দেবেন। তাতেও যদি কষ্ট অনুভূত হয় তবে দাঁত পরিষ্কার করার অন্য কোন উপায় খুঁজবেন। যে কোন অবস্থাতেই দাঁত পরিষ্কার থাকতে হবে।

মাদানী উপহার: প্রত্যেক ধরণেরপরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুন্নাত, আর এটাই শরীয়াতের কাম্য।

বদবো না দাহান মে হো, দাঁতো কি ছফাই হো
মেহ্কার দরূদো কি মুহ্ মে তেরে ভাই হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত ত্যাগ করার ক্ষতি সমূহ

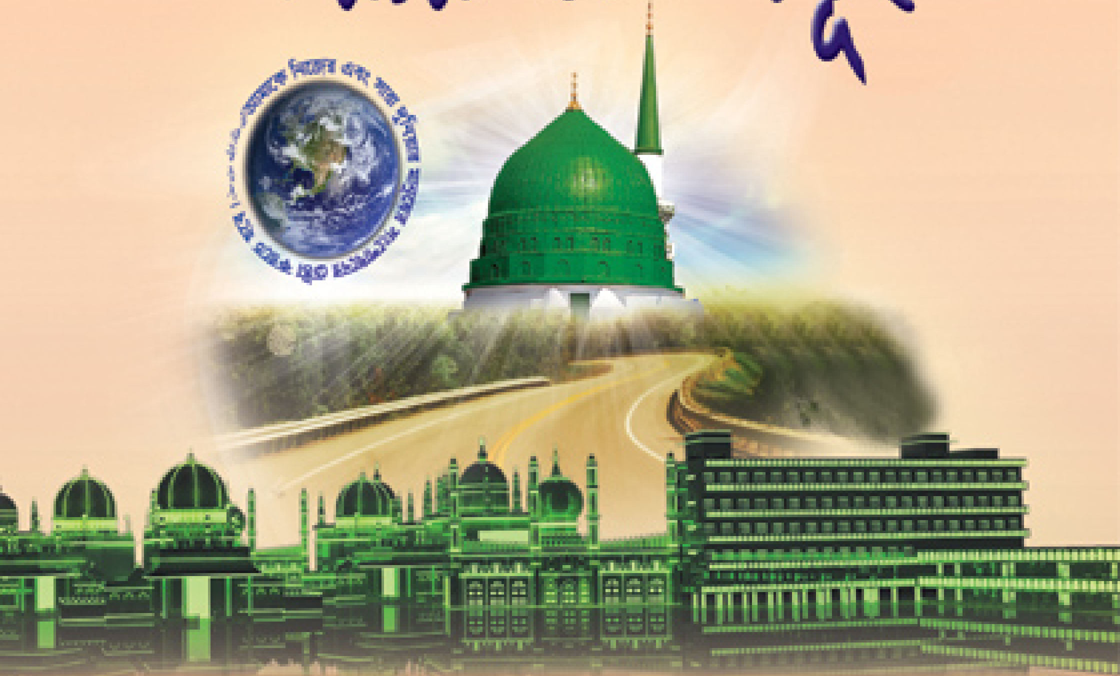

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

নেকীর দাওয়াত ত্যাগ করার ক্ষতি সমূহ

দরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কিত ঘটনা

সায়্যিদুনা হযরত আবুল মুওয়াহিব শাযিলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: "**হুজুর পাক, সাহিবে লাওলাক, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে স্বপ্নে দীদার (স্বাক্ষাৎ) দানে ধন্য করেন, আর ইরশাদ করলেন: "কিয়ামতের দিনে তুমি আমার এক লক্ষ উম্মতের জন্য সুপারিশ করবে।" আমি আরয করলাম: হে আমার আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার উপর এত বড় পুরুস্কার ও দয়া কীভাবে হল? ইরশাদ করলেন: "এ কারণে যে, তুমি আমার উপর (নিয়মিত) দরূদ শরীফের তোহফা পেশ করতে থাক।" (আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী, ২য় খন্ড,, ১০১ পৃষ্ঠা)

পড়তে রহো দরূদ ও সালাম ভাইয়ো! মদাম
ফযলে খোদা সে দোনোঁ জাহাঁ কে বনেঙ্গে কাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফের ঘটনার ভিত্তিতে 'সুপারিশ' সম্পর্কিত মাদানী ফুল

ওলামায়ে কিরামগণ সুপারিশ করবেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতও যে কত উত্তম! দরূদ শরীফ সম্পর্কিত বর্ণনাটিতে এও বুঝা গেল যে, কিয়ামতের দিন আহ্‌লুল্লাহ্‌গণ (আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ) গুনাহ্‌গারদের শাফাআত (সুপারিশ) করবেন। মনে রাখবেন! 'শাফাআতের' অস্বীকার প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কুরআনেরই অস্বীকার, আর তা কুফরও (কাফেরের কাজ)। এই সুবাদে শাফাআত সম্পর্কিত নেকীর দাওয়াতের কতিপয় মাদানী ফুল আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। দয়া করে মাদানী ফুলদানীতে এ নগণ্য উপহারটিও সাজিয়ে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ঈমান তাজা হবে, সেই সঙ্গে কিছু সন্দেহও কেটে যাবে। 'শাফাআত' শব্দের অর্থ হচ্ছে গুনাহ্ ক্ষমার সুপারিশ। সর্বপ্রথম ওলামায়ে কিরামগণের সুপারিশ করা সম্পর্কিত ঈমানোদ্দীপক একটি বর্ণনা শুনুন। সায়্যিদুনা হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(কিয়ামতের ময়দানে) আলেম ও আবেদকে (ইবাদতগুজার লোক) হাজির করা হবে। আবেদকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে চলে যাও, আর আলেমকে বলা হবে, তুমি এখন অপেক্ষা কর! যাতে মানুষের সুপারিশ কর। এই প্রতিদানে যে, তুমি তাদেরকে আদব শিক্ষা দিয়েছিলে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস : ১৭১৭)

মুঝ কো আয় আত্তার! সুন্নী আলিমো সে পিয়ার
إِنْ شَآءَ اللهُ দো জাহা মে মেরা বেড়া পার হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

যেসব আয়াতে শাফাআতের অস্বীকৃতি রয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে সুপারিশ সম্পর্কিত নেতিবাচক বিবৃতি রয়েছে সেসব আয়াতের মর্ম এই যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট কেউ এমনিতে সুপারিশ করতে পারবে না। কিংবা বুঝতে হবে যে, অমুসলিমদের জন্য কোন সুপারিশ নেই। অথবা দেব-দেবীরা সুপারিশ করার কোন ক্ষমতা রাখে না। যেমন তৃতীয় পারার সূরা বাকারার ২৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে:

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "সে দিন না কোন বেচাকেনা থাকবে, না কাফেরদের জন্য বন্ধুত্ব এবং না শাফাআত।"

২৯ পারায় সূরা আল মুদ্দাস্সিরের ৪৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "সুতরাং তাদেরকে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজ দেবে না।"

পবিত্র কুরআন দ্বারা সুপারিশের প্রমাণ

পবিত্র কুরআনের যেখানে যেখানে শাফাআত সম্পর্কিত ইতিবাচক বাণী বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে মুমিনদের পক্ষে **আল্লাহ্**র প্রিয় বান্দাদের 'শাফাআত বিল ইযিন' বা অনুমোদিত সুপারিশই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রিয়পাত্র হবার, মর্যাদাশালী হবার ও সৌজন্যের ভিত্তিতে **আল্লাহ্**র প্রিয় বান্দারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে মুমিনদের গুনাহ্সমূহ মাফ করিয়ে নেবেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যেমন ৩য় পারায় সূরাতুল বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ঘোষণা করছেন:

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে?”

১৬ পারায় সূরা মরিয়মের ৮৭ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

لَا یَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿۸۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “লোকেরা সুপারিশের মালিক নয়, কিন্তু ঐসব লোক যারা পরম দয়াময়ের নিকট অঙ্গীকার রেখেছে।”

নেকীয়া বিল কুল নেহি হে নামায়ে আ'মাল মে
কিজিয়ে আত্তার কি আ কর শাফাআত ইয়া রাসুল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

কারা কারা শাফাআত করবেন?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' প্রথম খন্ডের ১৩৯ থেকে ১৪১ পৃষ্ঠায় কিয়ামতের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শাফাআত সম্পর্কিত বিশদ আলোচনায় এও রয়েছে : এবার সমস্ত নবীগণ আপন আপন উম্মতদের জন্য শাফাআত করবেন। আউলিয়ায়ে কিরামগণ, শহীদগণ, আলেমগণ, হাফেজগণ, হাজ্বীগণ, শুধু তাই না বরং সেসব লোক যাদের উপর দ্বীনি কোন পদের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁরাও আপন আপন সংশ্লিষ্টদের শাফাআত করবেন। নাবালেগ শিশুঅবস্থায় যারা মারা গেছে তারা নিজ নিজ মাতা-পিতার শাফাআত করবে। এমনকি আলেমগণের নিকট কিছু লোক এসে আবেদন করবে, আমি অমুক দিন আপনাকে ওযুর পানি এনে দিয়েছিলাম। কেউ বলবে, আমি আপনাকে ইস্তিঞ্জার জন্য ঢিলা এনে দিয়েছিলাম। আলেমগণ তাদেরও শাফাআত করবেন।

হিরযে জা জিকরে শাফাআত কিজিয়ে
নার সে বাঁচনে কি সূরত কিজিয়ে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: শেরটিতে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলছেন: হে আশিকে রাসুলগণ! বেশি বেশি **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফাআতের আলোচনা করতে থাকুন। আপনার জন্য এই আলোচনাকে আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিন। শাফাআতের আলোচনা যেন আখিরাতের মঙ্গল ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উসিলা হয়ে যায়।

তুঝ সা সিয়াহ্ কার কওন উন সা শফী' হে কাহা!
ফির ওয় তুঝি কো ভূল জায়ে দিল ইয়ে তেরা গুমান হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: উক্ত শেরটিতে আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজেকে নিজে বিনয়ের সুরে বলছেন: তুমি সব চেয়ে বড় গুনাহ্‌গার মানি, কিন্তু তুমি যে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলাম, তাঁর চেয়ে বড় শাফাআতকারীও তো আর কেউ নেই। তাই, হে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন আমার! ভরসা রাখো। হাশরের দিন **শফীয়ে মাহশর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তোমাকে কখনও ভুলবেন না।

ইয়া রাসুলাল্লাহ্! মুজরিম হাজিরে দরবার হে নেকীয়া পল্লে নেহি সব পর গুনাহ্ কা বার হে।
তুম শাহে আবরার ইয়ে সব সে বড়া ইছইয়া শিয়ার ইউ শাফাআত কা ইয়েহি সব সে বড়া হকদার হে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

৮ প্রকারের শাফাআত

জগদ্বিখ্যাত মুহাক্কিক, খাতিমুল মুহাদ্দিসীন, হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শাফাআতের প্রকারগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

(১) শাফাআতের প্রথম প্রকার হল; 'শাফাআতে উযমা' (তথা সবচেয়ে বড়, চূড়ান্ত সুপারিশ)। এর দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির উপকার সাধিত হবে, আর এটা আমাদের **মক্কী মাদানী সুলতান, নবীয়ে আখেরুজ্জমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য খাস তথা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ নবীগণের মধ্য হতে অপর কোন নবীর পক্ষে এ "শাফাআতে উযমা" করার এবং অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়ার সাহস হবে না। এই শাফাআত লোকদের শাস্তি দেবার, হাশরের ময়দানে দীর্ঘকাল ধরে অবস্থান করা থেকে মুক্তি দেবার, **আল্লাহ্ তা'আলার** পক্ষথেকে হিসাব-নিকাশ ও বিচারকার্য দ্রুত শুরু করার এবং কিয়ামতের দিনের কঠোরতা ও পেরেশানী থেকে মুক্তি দেবার জন্যই হয়ে থাকবে।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের শাফাআত; কোন জাতিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য হয়ে থাকবে। এই প্রকারের শাফাআতটিও কেবল আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য সাব্যস্ত। কোন কোন আলেমে দ্বীনের অভিমত যে, এই শাফাআতও **আমাদের নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্যই খাস।

(৩) তৃতীয় প্রকারের শাফাআত হবে সেসব লোকদের জন্য যাদের সাওয়াব ও গুনাহ্ হবে সমান সমান। আর এরা শাফাআতের সাহায্যেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ।

(৪) চতুর্থ প্রকারের শাফাআত সেসব লোকদের জন্য হয়ে থাকবে যারা দোযখেরই হকদার হয়ে গেছে। অতএব **গুনাহ্‌গারদের শাফাআতকারী নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাফাআত করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৫) পঞ্চম প্রকারের শাফাআত হবে মর্যাদাকে সুউচ্চ করার জন্য এবং সম্মানকে বৃদ্ধি করে দেবার জন্য।

(৬) ষষ্ঠ প্রকারের শাফাআত হবে সেসব গুনাহ্গারদের জন্য যারা জাহান্নামে পৌছে গেছে। আর এই শাফাআতের মাধ্যমে তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। এই ধরনের শাফাআত অপরাপর নবীগণ عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُوَالسَّلَام ফেরেশতাগণ, আলেমগণ এবং শহীদগণও করে থাকবেন।

(৭) সপ্তম প্রকারের শাফাআত জান্নাত উন্মুক্ত করার জন্য হয়ে থাকবে।

(৮) অষ্টম প্রকারের শাফাআত বিশেষ করে মদীনাবাসীদের জন্য এবং **মদীনার তাজেদার, সুলতানে বাহ্রোবার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজা মোবারকের যিয়ারতকারীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে হয়ে থাকবে। (আশিআতুল লুমআত, ৪র্থ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

হাশর মেঁ হাম ভি সায়র দেখেঙ্গে
মুনকির আজ উন সে ইলতিজা না করে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه এই শেরটিতে বলেন: যেসব লোক দুনিয়াতে আজকে **আল্লাহ্**র প্রিয় বান্দাদেরকে 'বে ইখতিয়ার' বা ক্ষমতাহীন বলে মনে করছে, হাশরের দিন আমরা তাদের তামাশা দেখব যে, তারা কীভাবে অসহায় ও অস্থির হয়ে নবীগণ عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُوَالسَّلَام এর পাক দরবারগুলোতে সুপারিশ পাওয়ার আশায় ধর্ণা দিতে থাকবে আর নিষ্ফল মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে আসবে। তাই তো বলা হচ্ছে:

আজ লে উন কি পানাহ্ আজ মদদ মাঙ্গ্ উন সে
পির না মানেঙ্গে কেয়ামত মে আগার মান গেয়া। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আজই **মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার কথা স্বীকার করে নাও। তাঁর করমের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নাও। তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা কর। তুমি যদি মনে কর যে, **আল্লাহ্**র অভিপ্রায়ে **হুরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহায্য করতে পারেন না, তাহলে মনে রাখিও, কিয়ামতের ময়দানে যখন **আল্লাহ্**র প্রিয় নবীর 'শানে মাহবুবী' (**আল্লাহ্**র প্রিয়জনের ক্ষমতা ও মর্যাদা) প্রকাশিত হবে আর তুমি যখন ক্ষমতার কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে, শাফাআতরূপী সাহায্য প্রার্থনা করতে করতে যখন ছুটাছুটি করতে থাকবে, তখন **হুরকারে নামদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'না' বলবেন। কারণ, দুনিয়াই তো ছিল দারুল আমল বা আমল করার জায়গা। তোমরা যদি সেখানেই মেনে নিতে, তাহলে হত। এখন স্বীকৃতি প্রদানে কোন কাজ হবে না। কেননা, আখিরাত দারুল আমল নয়, বরং দারুল জযা বা প্রতিদান দেবার জায়গা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

শাফাআতের আশায় গুনাহ্ সম্পাদন কারী কেমন?

শাফাআতের আশায় যারা গুনাহ করে তারা সেই লোকটিরই মত, যে ভাল ডাক্তার পাওয়ার ভরসায় বিষ খেয়ে নেয়। কিংবা কোন ভাল হাঁড় বিশেষজ্ঞ পাওয়ার ভরসায় নিজেকে গাড়ির নিচে দিয়ে শরীরের সমস্ত হাঁড়গুলো চুরমার করে নেয়, আর নিঃসন্দেহে এ ধরনের কাজ কেউ করতে পারে না। তাই সর্বদা গুনাহ্ হতে দূরে থাকা আবশ্যক। শাফাআতের ভরসায় **আল্লাহ্** ও তার **রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা করে নিজেকে জাহান্নামের আযাবের জন্য সোপর্দ করতে থাকা নিতান্তই ভয়াবহ ব্যাপার। **আল্লাহ্**র গোপন ব্যবস্থাপনাকে সর্বদা ভয় করা উচিত। গুনাহের ক্ষতির কারণে যদি ঈমানই বরবাদ হয়ে যায়, সেখানে শাফাআত কীভাবে হবে? **আল্লাহ্**র কসম, সে সার্বক্ষণিকভাবে দোযখের উদ্গীরণকারী আগুন এবং বর্ণনাতীত অসহনীয় আযাবের সম্মুখীন হবে। **আল্লাহ্**র পানাহ! অবশ্য, বাঁচার শত চেষ্টা করেও অনিচ্ছাকৃত যে ব্যক্তি কখনও গুনাহে জড়িত হয়ে যায়, তাকেও গুনাহের কারণে সর্বদা তাওবা ও ইস্তিগফার করা চাই। আর **হাশরের দিনের শাফাআতকারী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে তাঁর সুপারিশের কামনা করা চাই।

এয় শাফিয়ে উমাম শাহে যী জাহ্ লে খবর লিল্লাহ্ লে খবর মেরি লিল্লাহ্ লে খবর।
মুজরিম কো বারগাহে আদালত মে লায়ে হে তক্তা হে বেকসি মে তেরি রাহ্ লে খবর।
এহলে আমল কো উন কে আমল কাম আয়েঙ্গে
মেরা হে কওন তেরে সিওয়া আহ্! লে খবর। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ওহে **সকল উম্মতের শাফাআতকারী, হে ইজ্জত ওয়ালা শাহেন শাহ্ নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে আমি গুনাহ্গারের খোঁজ নিন। হে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! গুনাহ্গারদের আদালতে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই অধম গুনাহ্গার গোলামটি নিতান্ত অসহায় হয়ে আপনার শাফাআতের আক্বা নিয়ে আপনার আগমনের বাসনায় অধীর প্রতীক্ষায় আছি। **হে আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যারা নেক আমল করেছেন নিঃসন্দেহে তাদের নেক আমলগুলো তাদের কাজে আসবে। হায়! আমার মত নেকীশূণ্য আপাদমস্তক গুনাহে নিমজ্জিত গোলামের পক্ষে আপনি ব্যতীত কে আছেন যিনি সুপারিশ করে আমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিবেন!

তসল্লি রাখ তসল্লি রাখ না ঘাবড়া হাশ্‌র সে আত্তার
তেরা হামী ওহা পর আমেনা কা লাডলা হোগা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

জাহাজের মুসাফির

হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলগণের সর্দার, দো'আলমের ছরওয়ার, মালিক ও মোখতার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তা'আলার** বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধে যারা অলস ও উদাসীন, আর যারা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের দৃষ্টান্ত সেসব লোকের ন্যায় যারা জাহাজে লটারী নিল। কেউ পেল নিচের অংশ, কেউ পেল উপরের। নিচের অংশের লোকদের পানির জন্য উপরের অংশের লোকদের নিকট যেতে হত। তাই তারা এটিকে শুধুশুধু দুর্ভোগ মনে করে একটি কুঠার নিয়ে তাদের মধ্য থেকে কোন একজন জাহাজের নিচের অংশে ছিদ্র করতে লাগল। উপরের অংশের লোকজন তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়ে গেল? সে বলল: 'আমার কারণে তোমাদের কষ্ট হত, পানি ছাড়া তো আমার আর চলে না।' এবার তারা যদি তার হাত ধরে ফেলে তাহলে তাকেও বাঁচাল, আর নিজেরাও বাঁচবে। যদি তাকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দেয় তাহলে তাকেও ধ্বংস করল এবং নিজেদের জীবনও ধ্বংস করবে।" (সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৮৬)

গুনাহের ভয়াবহতা অন্যদেরকেও ঘিরে ফেলে

উক্ত হাদীসটির টীকায় মিরআতুল মানাজীহ্ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হাদীসটিতে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অসৎকাজে বাধা দেওয়ার এবং সৎকাজে আদেশ দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهِیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বারণ করার মত গুরু দায়িত্বটিকে যদি এই মনে করে এড়িয়ে চলা হয় যে, 'অসৎকর্মশীলরা নিজেরাই ক্ষতির শিকার হবে, তাতে আমাদের কী আসে যায়', এই চিন্তা ভুল। এ কারণে যে, তার গুনাহের প্রভাব গোটা সমাজকে ঘিরে নিজ আশ্রয়ে নিয়ে নেয়, আর যদ্রূপ নৌকা ছিদ্রকারী লোকটি নিজেই ধ্বংসের শিকার হত না বরং সকল যাত্রীকেই ডুবাত, তদ্রূপ অসৎকর্মশীল কিছু লোকের এই অপরাধ গোটা সমাজেই সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা)

চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে কেবল নিজের সংশোধনে মেতে ওঠা বাদ দিয়ে বরং অন্যান্যদের সংশোধনের দিকেও মনোনিবেশ করা দরকার। কেননা, অনেক গুনাহ্ এমন যে, সেগুলোর ক্ষতি অন্যান্যদেরকেও পেয়ে বসে। যেমন: কেউ যদি চুরির গুনাহ্ করে থাকে, তাহলে তারও ক্ষতি হবে এবং যার চুরি করেছে তারও। এমনিভাবে ডাকতি করা, আমানত খেয়ানত করা, গালমন্দ করা, অপবাদ করা, গীবত করা, চুগোলখোরী করা, কারও কুৎসা রটনা করা, অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ ভোগ করা, রক্তারক্তি করা, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কাউকে নির্যাতন করা, জোর করে কর্জ আদায় করা, অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারও কোন জিনিস বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া, কুদৃষ্টি দেওয়া ইত্যাদিও।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

এখন যদি প্রত্যেককে এসব গুনাহ্ করার জন্য প্রকাশ্য অনুমোদন দেওয়া হয় তাহলে না কারও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে, না আত্মসম্মানের। বরং তখন এটাই বলতে হবে যে, আমাদের সমাজ 'পশুদের বন' এর ন্যায় দৃশ্য ফুটিয়ে তুলবে। কিছু গুনাহ্ এমন যে, সেগুলোতে লিপ্ত হলে মানুষের সম্মানের উপরও ক্ষতি আসে। যেমন কোন লোক যখন চোর, চুগোলখোর, যেনাখোর, মদদী হিসাবে পরিচিত হয়ে যায় তখন তো বুঝতেই পারছেন সমাজের লোকেরা তাকে কোন্ চোখে দেখবে। কিছু গুনাহ্ এমন যে, সেগুলো মানুষের সম্পদে ক্ষতি সাধন করে। যেমন, জুয়া খেলায় মেতে ওঠা, সূদে কর্জ নেওয়া, কাজকর্ম বাদ দিয়ে নাটক-সিনেমায় মগ্ন থাকা ইত্যাদি। উক্ত অপরাধগুলোতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যেভাবে দিন দিন সম্পদে উল্টো পথে উন্নতি সাধন করে তাও কোন সচেতন ব্যক্তির কাছে অজানা নয়। এসব পার্থিব ক্ষতির সাথে সাথে এমন সব লোক আখিরাতেরও ক্ষতির শিকার হতে চলেছে প্রতি নিয়ত, যা জাহান্নামের ভয়ানক ও ভয়াবহ শাস্তি রূপে প্রকাশ হতে পারে। **আল্লাহ্**র পানাহ্!

গুনাহের পাঁচটি পার্থিব ক্ষতি

গুনাহের পার্থিব ক্ষতির বর্ণনা পেশ করতে গিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'নেকীয়োঁ কি জযায়েঁ আওর গুনাহোঁ কি সাজায়েঁ'** কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: **হুজুর নবিয়ে পাক, ছাহিবে লাওলাক, সাইয়াহে আফলাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোক সকল! পাঁচটি বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমরা পাঁচটি বিষয় থেকে বিরত থাকিও। (১) যে জাতি ওজনে কম দেয়, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদেরকে উর্ধ্বমূল্য ও শস্যস্বল্পতায় ফেলেন। (২) যে জাতি ওয়াদা খেলাফ করে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের দুশমনদের তাদের উপর শাসক হিসাবে নিয়োজিত করে দেন। (৩) যে জাতি যাকাত আদায় করে না, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের উপর থেকে বৃষ্টির পানি রুখে থাকেন। চতুষ্পদ জন্তুরা যদি না থাকত, তাহলে তাদের ভাগ্যে এক ফোঁটা পানিও জুটত না। (৪) যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা বিস্তার পাবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদেরকে প্লেগ রোগে আক্রান্ত করিয়ে থাকেন। (৫) যে জাতি কুরআন অনুসরণ না করে বিচার করে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদেরকে সীমালঙ্ঘন(অর্থাৎ ভুল বিচার) করার স্বাদ ভোগ করিয়ে থাকেন, আর তাদের এককে অন্যের আতঙ্কে রাখেন।" (কুররাতুল উয়ূন, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

দো'আ কবুল হবে না

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমানদের মাঝে নেক আমল করার মনোভাব নিতান্তই কমে গেছে। চতুর্দিকে গুনাহ্ আর গুনাহ্ বাড়তেই চলেছে। সৎকাজের প্রতি আহ্বান করারও কোন ধরনের উদ্যোগ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আসুন, শিক্ষণীয় একটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন এবং নিজেকে **আল্লাহ্**র আযাবের ভয় দেখান।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

যেমন; **ছরকারে মদীনা, করারে কলব ও সীনা, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! হয় তোমরা সৎকাজের প্রতি আহ্বান ও অসৎকাজে বাধা দেবে, না হয় **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদের উপর শীঘ্রই আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা ফরিয়াদ করবে কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল হবে না।"

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৭৬)

হাদীসটির টীকায় **'মিরআতুল মানাজীহ্'** তে উল্লেখ রয়েছে: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهِيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব এড়িয়ে চলা অনেক বড় অপরাধ। উক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে সে কথাই বলা হয়েছে। **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হয় তোমাদেরকে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে, না হয় **আল্লাহ্**র শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এরপরবর্তীতে তোমরা যদি ফরিয়াদও করে থাক, তা কিন্তু কবুল হবে না। এ হল নিতান্ত কঠোর ধরনের শাস্তিবার্তা। অর্থাৎ তোমরা যে পর্যন্ত নিজেদের সংকীর্ণতা পরিহার করবে না, তত দিন যেন **আল্লাহ্**র নিকট কোন ফরিয়াদও করবে না। তোমাদের কোন দো'আই কবুল হবে না।"

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

দেয় ধুন মুঝ কো নেকী কি দাওয়াত কি মওলা
মাচা দো মে ধুম উন কি সুন্নাত কি মওলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমি গুনাহের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎ হবার, গুনাহ্ থেকে বাঁচার এবং ঈমান হিফাজতের জন্য বর্তমান যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ দুর্লভ কোন নেয়ামতের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আজ গুনাহ্পূর্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা অনেক বড় বড় অপরাধী মাদানী পরিবেশে এসে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের অনুসারে নিজেদের ঢেলে সাজাচ্ছেন। আসুন, এরই আলোকে একটি মাদানী বাহার শুনি। আপনাদেরকে গুজরাটের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারকথা শোনানো হচ্ছে। কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলাম। অলসতার অন্ধকার আমাকে দ্বীনের আমলসমূহ হতে এত দূরে সরিয়ে রেখেছিল যে, নামায-রোজার প্রতি আমার কোন পরওয়াই ছিল না। প্রতিদিনের ন্যায় একদিন যখন ক্বারী সাহেব আমাকে কুরআন শরীফ পড়ানোর জন্য আমার ঘরে এলেন, তখন আমি টিভিতে নাটক দেখায় মগ্ন ছিলাম। আমি বললাম: ক্বারী সাহেব! আপনি বসুন। নাটকটি দেখে আমি এক্ষুণি আসছি। সামান্যই বাকি আছে। ক্বারী সাহেবের সাহস উদ্দিপনা ছিল পূর্ণতার শিখরে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

কোন রূপ গালমন্দ ও ধমক দেওয়া তো দূরের কথা তিনি বরং অত্যন্ত আদরের সাথে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'টিভির ধ্বংসলীলা' নামক রিসালাটি পড়ে শুনাই। শুনতেই আমার মাঝে অত্যন্ত লজ্জাবোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে আমার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। ক্বারী সাহেবের নসিহত অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে আমি যখন আমার বিগত জীবনের আমলসমূহের খতিয়ান খুললাম, সাথে সাথে আমার অন্তরাত্মা কান্না করে উঠল। হায়! শত কোটি আফসোস! আমি যে জীবনের এত বড় অংশ অযথা ও অর্থহীনভাবে কাটিয়ে দিলাম, আর আমি তা অনুভবও করতে পারলাম না! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সত্য মনে তাওবা করে নিলাম। সংকল্প করে ফেললাম যে, আগামীতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ গুনাহ্ থেকে বেঁচে চলব। নিয়মিত নামায আদায় করে সুন্নাতেভরা জীবন কাটাবার চেষ্টা করতে থাকব। **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তার রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা, মিথ্যা, গীবত, চুগোলখোরী, ওয়াদা ভঙ্গ ইত্যাদি গুনাহের কাজ আর কোন দিন করব না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মশালধারী মাদানী পরিবেশ আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং আমার মত বিপথগামী মানুষও নিজেকে সংশোধন করার জন্য কোমর বেধেঁ তৈরি হয়ে গেছে। **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেন আমাকে মাদানী পরিবেশের সাথে সদা সম্পৃক্ততা দান করেন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তো নারমী কো আপনেহী ঝাগড়ে মিটানা রহেগা সদা খোশনুমা মাদানী মা'হল।
তো গোস্‌সে ঝড়্‌কনে বাঁচানা ওয়াগার না ইয়ে বদনাম হোগা তেরা মাদানী মা'হল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইনফিরাদী কৌশিশ করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহারটিতে **ইনফিরাদি কৌশিশ** ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'টিভির ধ্বংসলিলা' নামক রিসালাটি পড়ে শোনানোর বরকতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমরা প্রত্যেকেরই উচিত সুযোগ পেলেই **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া। নিঃসন্দেহে **ইনফিরাদি কৌশিশের** মাধ্যমে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত। অসংখ্য হাদীস শরীফ এর প্রমাণ বহন করে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মাদানী ব্যাগ আর রিসালা বিতরণ

বর্ণিত মাদানী বাহারটিতে **‘টিভির ধ্বংসলীলা’** নামক রিসালাটির কথাও উল্লেখ রয়েছে। যখনই ক্বারী সাহেব তাঁর ছাত্রটিকে রিসালাটি পড়ে শুনালেন, সাথে সাথে সে তাওবা করার সৌভাগ্য লাভ করে। সে নামাযী হয়ে যায়। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ইসলামী ভাই ও বোনদের প্রতি অনুরোধ যখনই আপনাদের সামর্থ্য ও সুযোগ হবে, একটি ‘মাদানী ব্যাগ’ কিনে নিবেন, আর তাতে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ‘মাকতাবাতুল মদীনার’ ছাপানো রিসালা এবং সুন্নাতেভরা বয়ানের ক্যাসেট ইত্যাদি রাখবেন। অবশ্য সারা দিন রাখতে না পারলে কেবল সুযোগ সাপেক্ষে ও স্থান ভেদে মাদানী ব্যাগটি আপনার সাথে রাখুন, আর রিসালা ইত্যাদি অন্যান্যদের উপহার দিতে থাকুন। আবার এও করতে পারেন, কাউকে কেবল পড়ার জন্য দেবেন। সে যখন পড়ে ফেরয দেবে তখন তাকে আর একটি রিসালা পড়তে দেবেন এভাবে ক্যাসেট এবং বড় বড় বইগুলোও তারকিব করতে পারেন। এতে করে আপনি অনেক সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু এসব কিছু আপনার পকেট থেকে হতে হবে। এজন্য চাঁদা কালেকশন করবেন না। এভাবে জশনে বিলাদত কিংবা মৃত্যু বরণ করা প্রিয়জনদের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে লঙ্গরে রিসালা (রিসালা বিতরন) করতে পারেন। দরস, ইজতিমা, মাদানী মাশওয়ারায় এবং ইছালে সাওয়াবের মজলিশসমুহে মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী রিসালা ইত্যাদি বিতরণ করে খুব **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করার সাওয়াব অর্জন করুন।

বাটিয়ে মাদানী রাসায়িল মাদানী ব্যাগ আপনায়িয়ে, আওর হকদারে সাওয়াবে আখিরাত বন জায়িয়ে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আযাব নাযিল হওয়ার কারণ

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **‘খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান’**-এর ৩৩৯ পৃষ্ঠায় ৯ম পারার সূরা আনফালের ২৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ রাব্বুল ইবাদ** ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর এমন ফিৎনাকে ভয় করতে থাকো, যা কখনো তোমাদের মধ্যে বিশেষ করে (শুধু) যালিমদেরকেই স্পর্শ করবেনা এবং আরো জেনে রাখো যে, **আল্লাহ্**র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।”

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه আয়াতটির টীকায় লিখেছেন: তোমরা তা ভয়ও করলে না,

আর তা নাযিল হওয়ার কারণগুলোও পরিহার করলে না এবং ঐ ফিত্না নাযিল হয়ে গেল তখন এমন হবে না যে, তাতে কেবল বিশেষ বিশেষ অত্যাচারী ও বদকার লোকেরাই নিমজ্জিত হবে, বরং সেই ফিতনা নেক্কার, বদকার সকলের কাছেই পৌঁছে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** মুমিনদের আদেশ দিয়েছেন, তারা যেন নিজেদের মাঝে নিষিদ্ধ বিষয়াদি হতে না দেয়। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব মন্দ ও অসৎ বিষয়াদি প্রতিহত করে আর গুনাহ্কারীদেরকে গুনাহ্ থেকে বারণ করে। তারা যদি এরূপ না করে, তাহলে আযাব সকলের জন্য (সমানভাবে) প্রযোজ্য হবে। অপরাধী ও নিরপরাধ সকলকেই গ্রাস করবে। (তাফসীরে তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৯২৩) হাদীস শরীফে রয়েছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তা'আলা** বিশেষ কতগুলো লোকের আমলের কারণে আযাব ব্যাপক হতে দেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে লোকেরা এরূপ না করে থাকে যে, নিষিদ্ধ কিছু নিজেদের মাঝে হতে দেখে আর সেটা প্রতিহত ও নিষেধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন বাধা না দেয়, নিষেধ না করে, তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** সাধারণ ও বিশেষ সবাইকে আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত করে দেন।” (শরহুস সুন্নাহ্ লিল বগভী, ৭ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৫০) আবু দাউদ শরীফের হাদীসে রয়েছে: “যে ব্যক্তি কোন জাতিকে নাফরমানিতে নিমজ্জিত দেখে আর ঐ ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়, তাহলে মৃত্যুর আগেই **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদেরকে আযাবে নিপতিত করে থাকেন।” (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৩৯) এতে করে বুঝা গেল যে, যে জাতি نَہۡیٌ عَنِ الۡمُنۡکَرۡ অর্থাৎ ‘অসৎকাজে বাধা’ দেওয়া ছেড়ে দেয় এবং লোকদেরকে গুনাহ থেকে বারণ করে না তারা তাদের এই ফরয পরিহার করার কারণে আযাবের শিকার হয়ে থাকে।

নেক্কারও আযাবের শিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ আত্মিক, শারীরিক, সামাজিক ও জৈবিক ইত্যাদি বিভিন্ন দুরাবস্থার শিকার। **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া ছেড়ে দেয়ার কারণে এ অবস্থা নয় তো? আপনি নিজে খুবই পরহেজগার ও নেক্কার, কিন্তু অন্যান্যদেরকে **নেকীর দাওয়াত** দিচ্ছেন না এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের গুনাহ থেকে বারণ করছেন না, সাধারণ মুসলমান এমনকি আপনার পরিবার পরিজনদের অসৎকাজে লিপ্ত দেখে আপনার অন্তর জ্বলে না, তাহলে এই হাদীস শরীফটি আপনি বার বার করে পাঠ করুন ও শুনুন এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** আযাবকে ভয় পেয়ে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার জন্য নিজেই কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন। যেমন; **ছরকারে মদীনা, ছরওয়ারে কায়েনাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত জিবরাঈল** عَلَیۡہِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন, অমুক শহরকে বসবাসকারী সহ উল্টে দাও। হযরত **জিবরাঈল** عَلَیۡہِ السَّلَام আরজ করলেন: ইয়া **আল্লাহ্!** শহরটিতে আপনার অমুক নেক বান্দাটিও রয়েছে, যিনি জীবনে এক পলক পরিমাণ সময়ও আপনার নাফরমানি করেনি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: اَقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ অর্থাৎ শহরটিকে তার উপর উল্টে দাও। কেননা, আমার নাফরমানি দেখেও তার চেহারা কখনও পরিবর্তন হয়নি।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫৯৫)

সামাজিক দুরাবস্থার কারণে মর্মাহত হওয়াটা ঈমানের দাবি

উক্ত হাদীসটির টীকায় মিরআতুল মানাজীহ্ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হাদীস শরীফটি দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যেখানে সৎকাজে সম্পৃক্ত হওয়া এবং অসৎকাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক, সেখানে দ্বীন ও মিল্লাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মুসলমানদের উপর অত্যাচার, নীপিড়নসহ সামাজিক পরিবর্তনের কারণে মর্মাহত হওয়াও ঈমানের দাবি। যে ব্যক্তি **আল্লাহ্**কে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সামাজিক দুরাবস্থা দূরিকরণে সচেষ্ট থাকে না এবং ক্ষমতা না থাকাবস্থায় মর্মাহত পর্যন্ত হয় না তাদের তাকওয়া কী কাজের? সুতরাং নিজের সংশোধন ও **আল্লাহ্**র ইবাদতে মশগুল হওয়ার সাথে সাথে দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিমের দুরাবস্থা দূর করে সমাজকে ইসলাম বিবর্জিত কর্মকান্ড ও সামাজিকতা থেকে পবিত্র করার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা)

নেক্‌কার ব্যক্তিদের ধ্বংসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে নিজেই নেক কাজে খুবই আগ্রহী হয়ে থাকে, নিয়মিত ওয়াক্ত মত জামাআত সহকারে নামায আদায় করে থাকেন, কিন্তু দাঁড়ি রাখেন না, মডার্ন বন্ধু-বান্ধবদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকার স্থলে মানসিক বিনোদনের জন্য তাদের সভার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করেন, তাদের অসাবধানতা ও গুনাহের কার্যাবলী দেখে যদিও চুপ চাপ থাকেন কিন্তু মনে মনে আবার আনন্দও পাচ্ছেন, বহ্যিকভাবে তাঁরা এমন ভাব করে থাকেন যেন নফস কোন স্বাদই পাচ্ছে না, তাহলে ঐসব লোকদের সাথে কেন বন্ধুত্ব করছেন! এখন যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে তা ঐসব লোকদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় এক চাবুক। বর্ণিত রয়েছে, **আল্লাহ্** তাআ'লা হযরত সায়্যিদুনা ইউশা বিন নূন عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, আপনার সম্প্রদায়ের এক লক্ষ মানুষকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, যাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার নেক্‌কার লোক আর ষাট হাজার গুনাহ্গার থাকবে। তিনি আরজ করলেন: হে প্রতিপালক! গুনাহ্গারদের ধ্বংসের কারণ তো স্পষ্ট, কিন্তু নেক্‌কারদের কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করলেন: এসব নেক্‌কার লোকেরাও ঐসব গুনাহ্গারদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে থাকে, আমার নাফরমানি এবং গুনাহ্ দেখেও তাদের চেহারাতে অসন্তোষের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৪২৮)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মনে মনে খারাপ জানুন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'জান্নাত মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল' এর ৫৯৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে : হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত: **হুজুরে পাক, সাহিবে লাওলাক, সাইয়াহে আফলাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন মন্দ কাজ দেখবে, তার উচিত সেই মন্দ কাজটি নিজের হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া (তথা প্রতিহত করা)। যে ব্যক্তি নিজ হাতে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য রাখে না তার উচিত নিজের কথা দিয়ে পরিবর্তন করে দেবে, আর যে ব্যক্তি নিজের কথা দিয়েও প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না তার উচিত, মনে মনে ঘৃণা করা, আর এটা হল দুর্বল ঈমানেরই আলামত।"

(সহীহ মুসলিম, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯। সুনানে নাসাঈ, ৮০২ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৫০১৮)

আমরা কি মনে মনে খারাপ জানি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করুন। কাউকে গুনাহ্ করতে দেখে হাত কিংবা কথা দ্বারা বারণ করতে নিজেকে যখন অক্ষম মনে করেন তখন আপনি কি মনে মনে ঐ গুনাহ্কে ঘৃণা করেছেন? শত কোটি আফসোস! বাচ্চার মা খাবার পাকাতে দেরি করলে, খাবারে লবণ বেশি হয়ে গেলে, সন্তান স্কুল কামাই করলে কত যে রাগ দেখান। কিন্তু পরিবার-পরিজনদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাযগুলো কাজা হতে দেখেও আপনার মাথায় কোন ভাবনেই এল না। তাদের বুঝাবার কোন উদ্যোগই নিলেন না। অথচ সন্তান যখন দশ বৎসর বয়সে উপনীত হয় আর নামায না পড়ে তখন পিতার উপর ওয়াজিব যে, মেরে মেরে হলেও নামায পড়ানো। নচেৎ গুনাহ্গার হবে এবং আযাবের হকদার হবে। আপনিই বলুন, আপনার এমন আচরণ কি সঠিক? যেমন: অধীনস্থ সন্তানের মন্দ কিছু দেখে গৃহকর্তা পিতা নিজ হাতে বাধা দিবেন। তেমনি ইলমদার ব্যক্তিগণ তাঁদের কথা বা বক্তব্য দিয়ে বাধা দেবেন। যার পক্ষে এই দুই প্রকার হতে একটির ক্ষমতাও নেই, সে অন্তত পক্ষে মনে মনে তো মন্দ জানবে। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের মনোভাব কাদের রয়েছে! আপনিই ভাবুন। যেমন: মিউজিক বাজছে। নিশ্চয় বাধা দেবার ক্ষমতা আপনার নেই। কিন্তু আপনার অন্তরে এটা বাঁধছে কি? আপনি এটিকে মন্দ বলে মনে করছেন কি? জী না। এ কারণেই যে, স্বয়ং আপনার মোবাইলেই তো **আল্লাহ্র পানহ্!** মিউজিক্যাল টোন সেট করা আছে। দুজন ব্যক্তি রাস্তায় একে অপরকে গালমন্দ করছে। আপনার কি খারাপ লাগল? জী না। কেন? এ জন্যই যে, কখনও কখনও আপনার মুখ হতেও **আল্লাহ্র পানহ্!** গালি বের হয়ে যায়। অমুক মিথ্যা কথা বলল। আপনার কি অশোভন মনে হল? জী হ্যাঁ। কেন? এ কারণে যে, আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়েছে, বাকি **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির জন্য।কেনইবা মন্দ লাগবে? কারণ, স্বয়ং নিজের মুখ থেকেও তো নাউযু বিল্লাহ্! মিথ্যা কথা বের হয়েই যায়।

দৃষ্টান্তগুলো কেবল অনুমান করার জন্যই। না হয় এমন অনেক লোকও রয়েছেন যাদের হ্যান্ডসেটে মিউজিক্যাল টোন নেই। গালমন্দ ও মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই। এমনকি অন্তরে তাদের অন্যকে মন্দ ধারণা করার চিন্তা নেই। **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির জন্য যদি সত্যিকার অর্থে মন্দ কিছুকে অন্তরে মন্দ জানার মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলেই তো সমাজে সংশোধনের সাড়া ছড়িয়ে পড়বে। কেননা, আমরা যখন মন্দগুলোকে অন্তরে মন্দ জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হয়ে যাব, তখন অন্যদেরকেও বুঝাতে আরম্ভ করতে পারব। আর এতে করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! চতুর্দিক হতে সুন্নাতের বাহার আসতে থাকবে এবং **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার সাড়া পড়ে যাবে। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদের অবস্থার উপর রহমত করুন। আমাদের সত্যিকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করুন। আমরাও যেন বেশি বেশি করে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়াসহ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রসারকারী হয়ে যাই। আসুন, সুন্নাত প্রচারের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শুনুন।

তিন মদ্যপায়ী সহোদর মাদানী পরিবেশে এসে গেল!

আওকাড়া জেলার দিপালপুরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, দিপালপুরে আমাদের বংশটি সেখানকার অভিজাত ও খান্দানি পরিবার হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমার বুদ্ধি হবার আগেই আমার বড় ভাইটি অসৎ বন্ধুদের আড্ডায় মেতে মদপানে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। অসৎসঙ্গ ও মদপানের কারণে আমার ভাইটি আমাদের লেখাপড়ার দিকে কোন খেয়ালই দিলেন না। নেশা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। ক্রমে ক্রমে নেশার বদ অভ্যাস তাকে ঘরের আসবাব পত্র ইত্যাদি বিক্রি করতে বাধ্য করে। এক পর্যায়ে তিনি কাপড়ের দোকান, ফ্যাক্টরীসহ একটি পুরো মার্কেট যাতে কয়েকটি দোকান ছিল নেশার আগুনে ঢেলে দেন। ঘরে লাগা আগুন থেকে ঘরের লোকজন বাঁচে কীভাবে? অবশেষে যা হওয়ার তাই হল। অর্থাৎ তাঁর ছোট এবং আমার থেকে বড় ভাইটিও মদপানে অভ্যস্থ হয়ে গেলেন। সেই আগুন আরও জোরে তার লেলীহান শিখা ছড়াল। আমিও সেই পথে এসে গেলাম। আমারও নেশার অভ্যাস হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান যিনি প্রথম থেকেই বড় ভাইদের নেশার কারণে মর্মাহত ছিলেন আমি তাঁর মর্মবেদনার আর এক কারণ হলাম। অবশেষে আমাদের ভাগ্য এমন হল যে, আমাদের মেজ ভাই যে নেশার আপদ থেকে মুক্ত ছিল, কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আসা-যাওয়া করতে লাগল। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে কখনও কখনও সে আমাদেরকেও **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে ইজতিমায় নিয়ে যাওয়ায় সফল হত। কিন্তু সেখানে আমাদের মন বসত না। আমার ভাইটি কিন্তু তার **ইনফিরাদি কৌশিশ** অব্যাহত রাখে, আর আমাদেরকে মুহাব্বতের সাথে বুঝিয়ে ইজতিমায় নিয়ে যেতে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার ভাইটির **ইনফিরাদি কৌশিশের** বরকতে আজ আমরা সকল ভাই যারা কিছু দিন আগেও নেশায় অভ্যস্থ ছিলাম এখন তাওবা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই। যখন আমার বিগত সময়ের কথা স্বরণ হয় তখন অন্তর কেঁপে ওঠে। কারণ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ যদি না পেতাম তাহলে আমাদের কী অবস্থা হত? হয়ত এমনই হত যে, আজ আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকতাম আর আমাদের আপন জনেরাও আমাদেরকে ধিক্কার দিতে থাকত। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী পরিবেশের সুবাদে আমাদের দূর্ভিক্ষে নষ্ট হয়ে যাওয়া সাজানো বাগানে পুনরায় আনন্দের মাদানী বাহার এসে যায়। **আল্লাহ্**র কোটি কোটি দয়া যে, আমি এ বর্ণনা দেয়া কালে আমার অবস্থা এমন যে, ৬৩ দিনের মাদানী তরবীয়্যতী কোর্সে আছি, আর আমাদের বড় ভাইজান কম-বেশি ১৭ মাস ধরে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ূম দোনো জাহা মে মাচ জায়ে ধূম।
ইস পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ্ মেরি ঝুলি ভর দে। (ওয়াসয়িলে বখশিশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উক্ত মাদানী বাহারের আলোকে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **ইনফিরাদি কৌশিশের** কারণে সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদান করার বরকতে তিন তিন জন মদ্যপায়ী সহোদর ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। মদ্যপায়ীটির ক্ষতিকর দিক গুলো আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, সে কারখানা, কাপড়ের দোকান, মার্কেট সব কিছু নেশার আগুনে ঢেলে দিয়েছিল। বাস্তবেই মদ বড়ই জঘন্য জিনিস। এ দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই ক্ষতির শিকার হতে হয়। মদ এমনরূপ জঘন্য এক আপদ যে, এটিকে ঔষধ হিসাবেও ব্যবহার করা যায় না। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা তারেক বিন সুয়াইদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন **হুজুর পুর নূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বারণ করলেন। তিনি আরজ করলেন: আমরা এটি ঔষধ হিসাবে তৈরি করে থাকি। ইরশাদ করলেন: এটা ঔষধ নয়, বরং এটা তো নিজেই একটি রোগ। (মুসলিম, ১০৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৮৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু মূছা আশআরী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **হুজুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে সর্বদা মদ পান করে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আর যে জাদুকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৫৮৬)

জাদু সম্পর্কে...

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীসটির 'আর যে জাদুকে সত্য বলে বিশ্বাস করে' অংশটির টীকায় লিখেছেন: এ দ্বারা সেই ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে জাদুর প্রভাবকে স্বয়ংক্রিয় (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলার** বিনা দানে স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ হয় বলে) বলে থাকে। (মিরকাতুল মাফাতিহ্, ৭ম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৫৬)

জাদু ও জ্বীনের অস্থিত্ব অস্বীকার করা কুফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাদুর অস্থিত্ব পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং এই ধরনের বিশ্বাস রাখা যে, 'জাদু বলতে কিছুই নেই', 'এগুলো লোকদের মুখের কথা মাত্র'এ কথা কুফর। অনুরূপ জ্বীনের অস্থিত্বকে অস্বীকার করাও কুফর।

মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উৎকণ্ঠা

হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "আমরা সবাই দুনিয়ার ভালবাসায় পরস্পর চুক্তি করে নিয়েছি। তাই আমরা আর **নেকীর দাওয়াত** দিই না, একে অপরকে অসৎকাজে বারণও করি না। **আল্লাহ্ তা'আলা** যেন আমাদেরকে এই অবস্থায় না রাখেন। কে জানে আমাদের উপর কোন্ আযাব এসে পৌঁছে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৭৫৯৬)

অগ্নিপূজারী প্রতিবেশী মুসলমান হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শত শত বৎসরের প্রবীণ বুজুর্গ। তিনি তাঁর সমসাময়িক যুগের অবস্থার কথা বর্ণনা করে আযাবের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অথচ এখন তো অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। শত কোটি আফসোস! এখন তো মুসলমানদের বিরাট একটি অংশ একে অপরের সাথে পাল্লাদিয়ে দুনিয়া অর্জনও ভোগ করাতে মেতে উঠেছে। অবস্থা এতই খারাপ হয়ে গেছে যে, কাউকে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া তো দূরের কথা, **নেকীর দাওয়াত** দানকারীরও যথারীতি বিরোধিতা করা হচ্ছে। অপর দিকে অসৎকাজে কাউকে বারণ করাতো দূরে থাক, চতুর্দিকে অসৎকাজেরই ছড়াছড়ি চলছে। হায়! নেই নিজের পরিশুদ্ধির চিন্তা, নেই পরিবার-পরিজনকে সংশোধন করার প্রবণতা। আর নেই পাড়া-প্রতিবেশীদের উত্তম আখিরাত তৈরি করার ভাবনা। যাই হোক আমাদের উচিত, নিজের সংশোধনে সচেষ্ট থাকার সাথে সাথে অপরাপর ইসলামী ভাইদেরকেও **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া। তাছাড়া পাড়া-প্রতিবেশীদেরকেও ব্যক্তিগত ভাবে সংশোধনের চেষ্টা করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, আমাদের বুজুর্গ মনীষীগণের জীবনীতে প্রতিবেশীদেরকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করার অনেক ঘটনা রয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যেমন; শমঊন নামের এক অগ্নিপূজারী হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর প্রতিবেশী ছিল। তার মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এল তিনি তার নিকট গেলেন। দেখতে পেলেন তার সমস্ত শরীর আগুনের ধূঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। তিনি **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে তাকে ইসলাম কবুল করার জন্য দাওয়াত দিলেন আর **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতের আশার কথা শুনালেন। সে বলল, আমি তিনটি কারণে ইসলাম থেকে সরে রয়েছি: (১) ইসলামের দৃষ্টিতে যখন পৃথিবী খুবই তুচ্ছ বস্তু, তাহলে তোমরা কেন পৃথিবীর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছ? (২) মৃত্যুর কথা চিন্তায় থাকা সত্ত্বেও তার জন্য তোমাদের কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি নেই কেন? (৩) তোমাদের কথা অনুযায়ী **আল্লাহ্ তা'আলা**র দীদার বড় নেয়ামত। তাহলে তোমরা দুনিয়াতে তার সন্তুষ্টি বিরোধী কাজ কর কেন? হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইরশাদ করলেন: এসব বিষয়ের সম্পর্ক তো আমলের সাথে; আকীদার সাথে তো না। তুমি বরং এ কথা ভাব যে, অগ্নিপূজায় সময় বরবাদ করে তোমার কী অর্জিত হল? মুমিন সে যেমনই হোক অন্ততঃ **আল্লাহ্ তা'আলা**র একত্ববাদে বিশ্বাস করে। দেখ, তুমি ৭০ বছর ধরে এই আগুনকে পূজা করেছ। তা সত্ত্বেও আমরা দুজন যদি এই আগুনে ঝাঁপ দিই সে আমাদের দুজনকে সমানেই জ্বালাবে। তুমি তার পূজা করেও তার দহন থেকে বাঁচতে পারবে না। হ্যাঁ, আমার মালিক মওলার কাছে এই ক্ষমতা অবশ্যই রয়েছে যে, তিনি যদি চান তো এই আগুন আমার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এই কথা বলেই তিনি তাঁর হাতের তালুতে আগুন তুলে নিলেন। অথচ আগুন তাঁকে এতটুকুও দহন করল না। এ অবস্থা দেখে শামঊন বড়ই প্রভাবান্বিত হল। কিন্তু সে উদাস হয়ে বলতে লাগল, আমি ৭০ বছর যাবৎ আগুনেরই পূজা করে আসছি। এখন কি শেষ কালে মুসলমান হয়ে যাব? বুজুর্গটি তাকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করতেই রইলেন। অবশেষে সে আরজ করল: আমি একটি শর্তে মুসলমান হতে পারি। তা হল আপনাকে আমার নিকট লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে **আল্লাহ্ তা'আলা** আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পত্র লিখে তাকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু সে বলল: এই পত্রে ন্যায় পরায়ণ লোকদের সাক্ষ্যও থাকতে হবে। বুজুর্গটি তার এই দাবিও পূরণ করলেন। এরপর সে মুসলমান হয়ে গেল। আর অসিয়ত করল: আমার মৃত্যুর পর আপনি নিজ হাতেই আমার গোসল দেবেন। আর এই প্রতিশ্রুতি পত্রটি আমার হাতে দিয়ে দিবেন, হাশরের মাঠে যেন এটি আমার মুসলমান হবার সাক্ষ্য বহন করে। এই অসিয়তটি করার পর সে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করল আর তার রুহ দেহ পিঞ্জিরা ছেড়ে উড়াল দিল। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ তার অসিয়ত পূরণ করলেন। সে রাতেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ স্বপ্নে দেখলেন যে, লোকটি অত্যন্ত দামী পোশাক এবং বিভিন্ন মনোরম নকশাকরা মুকুট পরিধান করে জান্নাতে হাঁটাচলা করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার উপর কী কী ঘটেছে? সে বলল: **আল্লাহ্ তা'আলা** আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

আমাকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন, যা বলার বাইরে। অতএব এখন আর আপনার উপর কোন দায়ভার নেই। আপনি এই প্রতিশ্রুতি পত্রটি নিয়ে নিন। কেননা, এখন আমার আর এর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পত্রটি তাঁর হাতেই দেখতে পেলেন। তিনি এই সাফল্যে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যামানে ভর মে মাচা দেঙ্গে ধূম সুন্নাত কি
আগর কারাম নে তেরে সাথ্ দে দিয়া ইয়া রব। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমি আগুনের মাঝে পুরো ২০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ওয়ালাদের কত যে উচুঁ মর্যাদা হয়ে থাকে। কারণ, তাঁরা নেকীর দাওয়াত দিয়ে থাকেন, **আল্লাহ্ তা'আলার** দান সাপেক্ষে বিভিন্ন করামতও দেখিয়ে থাকেন। তাছাড়া তাঁরা ঈমানের নেয়ামত দান করে জান্নাতে প্রবেশ করার পন্থাও তৈরি করে দেন। যাই হোক প্রতিবেশীদের চিন্তাও মাথায় রাখতে হবে। তাদেরকে নেকীর দাওয়াত থেকে বঞ্চিত যেন না করা হয়। হ্যাঁ, অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অনুমতি নেই। এটা ভেবে একজন সাধারণ অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারবে না যে, এই বন্ধুত্বের কৌশলে আমি তাকে মুসলমান বানিয়ে নেব। অবশ্য যে ব্যক্তি আলেমে দ্বীন, এই অমুসলিমটির ধর্ম ও গর্হিত আকীদা খণ্ডনে ক্ষমতা রাখেন, তিনি নিঃসন্দেহে শরীয়াতের সীমার মধ্যে অবস্থান করেই তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাবেন, তাকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন আর তার আপত্তিমূলক প্রশ্নের জবাব দেবেন। কারামতের বরকতে কোটি কোটি অগ্নিপূজারীকে ইসলামে নিয়ে আসা সম্পর্কে ‘হায়াতে আ'লা হযরত’ প্রথম খন্ডের ১৮৩ ও ১৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন, যাতে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর অনুপম তাকওয়ার আলোচনা রয়েছে। ঘটনাটিকে একটু সহজ করে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। হযরত মাওলানা হোসাইন মিরঠি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ‘পীর হযরত আবদুল হামিদ ছাহেব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ভারতের গুজরাটের একটি শহর ‘বড়ুদায়’ তাশরীফ আনলেন এবং জামে মসজিদে একদিন মাগরিবের নামায পড়ান। কুরআন শরীফ পাঠের এমন মাধুর্য আমি আর কখনও অনুভব করিনি। ঠিকানা নিয়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাসায় গেলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

কুরআন শরীফের মু'জেযার বর্ণনায় পীর ছাহেব নিজের একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনাতে গিয়ে বললেন: একবার আমি ইরান গিয়েছিলাম। সেখানকার এক পুরাতন উপাসনালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অগ্নিপূজারীদের সাথে আমার মুনাজারা করার সুযোগ হল। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলাম, তোমরা যে আগুনের পূজা কর, সে আগুনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আস যে, সে তার পূজারীদের প্রতি কোনরূপ দয়া-মায়া করে কি না? না কি তাদেরকেও পুড়িয়ে মারে? আমার কথাটিকে ঐ লোকেরা লোক ঠাট্টা বলে মনে করল। কিন্তু একটি সময় নির্দিষ্ট করা হল। নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত শহরবাসী 'নতুন বিতর্ক অনুষ্ঠান' উপভোগ করার জন্য জমায়েত হয়ে গেল। আমি তাদের পূজারীদের উদ্দেশ্য করে বললাম, দেখি আগুনের মাঝে যাই চলুন! তারা ভয় পেয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি অগ্নিকুন্ডটির ভিতর প্রবেশ করলাম। লেলীহান শিখায় জ্বলন্ত আগুনের মাঝে পুরোপুরি ২০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে সম্পূর্ণ অক্ষত ও সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার এই অবস্থা দেখে অনেক অগ্নিপূজারী তাওবা করে ইসলাম কবুল করে নেয়। হযরত মাওলানা হোসাইন মিরঠি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এত বড় সাহস কীভাবে করলেন? তিনি বললেন: আগুনে প্রবেশ করার সময় আমি পবিত্র কুরআন শরীফ হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আর আমি মনে মনে এ ভাব পোষণ করে নিয়েছিলাম যে, যে কুরআন আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে সে কুরআন দুনিয়াবী তুচ্ছ আগুন থেকে কেন বাঁচাতে পারবে না! সেই বুজুর্গটির নিকট আমি ছরকারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নামায পড়ার ব্যাপারে উনার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের একটি ঘটনা আলোচনা করলাম। তিনি অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। পরের দিন তাঁর সাথে আমার আবার সাক্ষাত হল। তখন তিনি বললেন: আজ সারা রাতটি আমার কান্নায় কেটেছে। আমি শুধু আরজ করেছিলাম, হে **আল্লাহ্**! তোমার এমন বান্দাও কি রয়েছে যাঁরা এতই সাবধানতা সহকারে নিজেদের নামায আদায় করেন।'

(হায়াতে আ'লা হযরত, ১৮৩, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্! কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সর্দ হোগা!
রো রো কে মুস্তফা নে দারইয়া বাহা দিয়ে হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: পংক্তিটিতে আমার আক্বা আ'লা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **আল্লাহ্ তা'আলার** মহান দরবারে আবেদন করছেন, "হে আল্লাহ্! জাহান্নামের আগুন **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের জন্য কি এখনও শীতল হবে না! হে আমার প্রিয় **আল্লাহ্**! তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য ফরিয়াদ করতে করতে এতই কান্নাকাটি করলেন যেন চোখের পানিতে নদী বইয়ে দিয়েছেন!"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের অন্তরের মাঝে **আল্লাহ্‌**র ওলীদের প্রতি ভালবাসার আলো জ্বালানোর জন্য, ওলীগণের ফয়য পাবার জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতকে উন্নত করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি। ডেরা মুরাদ জামালীর (বেলুচিস্তান) অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খুবই প্রিয় সুগন্ধিময় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি ছিলাম গুনাহে নিমজ্জিত। আমার জীবনের রুষ্ঠ ফুল বাগানে বাসন্তী হাওয়ার দোলা এভাবে লাগল যে, একদিন আমি যথারীতি মেডিক্যাল স্টোরে বসা ছিলাম। এক ইসলামী ভাই আমার নিকট এলেন। **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে তিনি আমাকে আন্তর্জাতিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আমি কিন্তু তাঁর কথাটি শুনেও না শুনার মতই ভাব করলাম। আমার এই আচরনে উম্মতের সংশোধনের সফল কর্মী এই আশিকে রাসুলটির মনোবল নষ্ট হয়ে যাওয়ার স্থলে আরও যেন বৃদ্ধিই পেয়ে গেল। তিনি বরাবরই তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমি তাঁর ভালবাসাপূর্ণ **ইনফিরাদি কৌশিশের** ফলে আন্তর্জাতিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমি যখন ইজতিমা স্থলের নূরানী পরিবেশে গিয়ে পৌছলাম, আশিকানে রাসূলদের ঢেউ-খেলা সমুদ্র দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে গেলাম। পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত, সুন্নাতেভরা বয়ান, নূরানী নাত এবং **আল্লাহ্‌**র জিকিরের আবেশপূর্ণ আওয়াজে আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। শরীর ও আত্মা বরাবর সতেজ অনুভব করলাম। আমি বিগত গুনাহ্গুলো থেকে তাওবা করে নিলাম। আর তৎক্ষণাৎ দাঁড়ি রাখার সংকল্প করে নিলাম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **আল্লাহ্‌**র রাস্তায় সুন্নাত শিখার উদ্দেশ্যে সফরকারী আশিকে রাসূলদের মাদানী কাফেলার সাথে সফর করার মনমানসিকতা তৈরি করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খুবই সুগন্ধিময় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে সৎকাজের প্রতি ভালবাসা ও গুনাহের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণার এক মহান আগ্রহ ও টান সৃষ্টি হয় আমার মত এই গুনাহ্গারের অন্তরে।

হে ইসলামী ভাই সভি ভাই ভাই
হে বে হদ মাহাব্বাত ভরা মাদানী মহল।
ইয়েকীনেই মুকাদ্দার কা ওয় হে সিকান্দর
জিসে খাইর সে মিল গেয়া মাদানী মহল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মাদানী বাহারের আলোকে সৎকাজ সম্পর্কে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন, ইসলামী ভাইয়ের **ইনফিরাদি কৌশিশের** অবিচলতা শেষ পর্যন্ত সাফল্য বয়ে আনল। গুনাহ্‌পূর্ণ জীবন যাপনকারী যুবক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় এসে গেল, আশিকানে রাসূলদের সাথে মেলামেশা করার বরকতে গুনাহ্‌গার নেক্‌কার হয়ে গেল। সে দাঁড়ি বাড়াতে, নেক আমল করতে, গুনাহের কাজ পরিহার করতে আগ্রহান্বিত হল। বাস্তবেই নেক আমল করতে পারাও একটি সৌভাগ্য। নেক আমল গুনাহ্‌কে ধ্বংস করে, কবরের আযাব ও জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচায় এবং জান্নাত দান করে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত প্রবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ **"খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান"** এর ৪৩৮ পৃষ্ঠায় দ্বাদশ পারার সূরা হুদের ১১৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "নিশ্চয় সৎকর্ম সমূহ অসৎকর্ম সমূহকে মিটিয়ে দেয়।"

দুইটি ফরমানে মুস্তফা ﷺ

(১) "তুমি যেখানেই থাক না কেন, **আল্লাহ্‌**কে ভয় করবে। গুনাহ্ হয়ে যাবার পর কোন নেক আমল করে নিবে, কেননা ঐ নেক আমল ঐ গুনাহ্‌টিকে মুছে দিবে, আর লোকজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৯৪)

(২) "গুনাহের পর পর নেক আমলকারীর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার ছোট লৌহবর্মটি তার গলা চেপে ধরল। পরে সে যখন নেক আমল করে, তখন তার বর্মের একটি কড়া খুলে যায়। আবার যখন সে অপর কোন নেক আমল করে, তখন বর্মটির অপর কড়াও খুলে যায়। এমনকি বর্মটি শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ে যায়।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৩০৯)

গুনাহ্ মুছে ফেলার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে করীমাটি এবং হাদীস শরীফ দুইটি দ্বারা বুঝা গেল, যখনই কোন গুনাহ্ হয়ে যায়, তখনই সাথে সাথে কোন নেক আমল করে নেওয়া উচিত। যেমন, দরূদ শরীফ, কলেমায়ে তাইয়েবা ইত্যাদি পড়ে নেয়া। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **সুলতানে দো জাহান, মদীনার সুলতান, সরওয়ারে জীশান** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে নসিহত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "যখনই তোমার দ্বারা কোন মন্দ কাজ হয়ে যাবে, সাথে সাথে এরপর পরই কোন নেক আমল করে নেবে। এই নেক আমলটি সেই মন্দ কাজটির গুনাহ্‌কে মুছে দিবে। আমি আরয করলাম, **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ বলাও কি নেক আমল হিসাবে গণ্য হবে? ইরশাদ করলেন: এ তো এক শ্রেষ্ঠতম নেক আমল।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৪৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

তাওবা করার মনোভাব নিয়ে গুনাহ্ করা কুফর

হাদীস শরীফটি পড়ে কেউ যেন আবার এই কথা না বুঝেন যে, সহজ এক উপায় পাওয়া গেল। এখন থেকে খুব বেশী করে গুনাহ্ করতে থাকব, পরে لَا اِلٰهَ اِلَّا الله বলে নিব, তো ব্যস্! গুনাহ্ সব দূর হয়ে যাবে। **আল্লাহ্**র কসম! এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হওয়া শয়তানের এক অতি বড় ও মন্দ কৌশল। এই ধরনের মনোভাব রেখে গুনাহ্ করা যে, পরবর্তীতে তাওবা করে নিব, এটা অত্যন্ত জঘন্য কবীরা গুনাহ্। শুধু তাই নয়, প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه নূরুল ইরফানের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় সূরা ইউসুফের ৯ নম্বর আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: ‘তাওবা করার ইচ্ছা রেখে গুনাহ করা কুফর’।

বাওয়াক্তে ন’যা সালামাত রহে মেরা ঈমান মুঝে নসিব হো কলেমা হে ইলতেজা ইয়া রব।
জো “মাদানী কাম” করে দিল লাগা কে ইয়া আল্লাহ্! ইন্হে হো খাব মে দীদারে মুস্তফা ইয়া রব।
তেরি মাহাব্বত উতর জায়ে মেরি নাস নাস মে পায়ে রযা হো আতা ইশকে মুস্তফা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিবেশীদেরকে অসৎকাজে বাধা না দেওয়ার বিপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিবেশীদের অনেক হক রয়েছে। তাদের এই হকগুলো আমাদের সর্বদা আদায় করতে হবে। প্রতিবেশীদেরকে সুন্নাতেভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের ও মাদানী কাফেলার সুন্নাতেভরা সফরের দাওয়াত দিতেও অলসতা না করা উচিত। তা ছাড়া তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় দেখলে সেখান থেকেও উদ্ধার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: আমি তাওরাত শরীফে পড়েছি, কারো প্রতিবেশী যদি **আল্লাহ্**র নাফরমানিতে নিমজ্জিত থাকে, আর সে যদি তাকে বাধা প্রদান না করে, তাহলে সে ব্যক্তিও একই গুনাহে শামিল বলে বিবেচিত হবে।

(আয্ যুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫২৭)

কিয়ামতের দিন প্রতিবেশীরা অভিযোগ করবে

প্রতিবেশীদেরকে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া এবং অসৎকাজ হতে বারণ করার গুরুত্ব নিতান্তই সমাধিক। এই রিওয়ায়াতটি দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়। যথা, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেছেন: আমি এ কথা শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন একে অপর জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে। অথচ সে তাকে চিনবেও না। অভিযুক্ত ব্যক্তি বলবে, তুমি আমার কাছে কী হক পাও? আমি তো তোমাকে (ভাল ভাবে) চিনিও না। অভিযোগকারী বলবে, তুমি আমাকে গুনাহ্ করতে দেখতে, কিন্তু আমাকে তা থেকে বারণ করতে না।

(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ৩য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৪৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

বে-নামাযী প্রতিবেশীকে নামাযের দাওয়াত দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত উভয় রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রতিবেশীদেরকেও অবশ্যই **নেকীর দাওয়াত** দিতে হবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করতে হবে। আপনার প্রতিবেশী যদি বে-নামাযী হয়ে থাকে আপনি তাকে নামাযের প্রতি আহবান করুন। সে যদি নামাযী হয় কিন্তু জামাআতে নামায পড়তে অবহেলা করে তাহলে আপনি তাকে জামাআতের প্রতি আহবান করুন। এখন আপনি যদি এ রূপ ধারণা করেন যে, তাকে জামাআতের প্রতি আহ্বান করা হলে সেও জামাআতের প্রতি আগ্রহান্বিত হবে, তাহলে তো তাকে বুঝানো আপনার উপর ওয়াজিব। না বুঝালে বরং আপনি গুনাহ্গার হবেন। যেমন; দেখুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' কিতাবের ১ম খন্ডে ৫৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও সক্ষম, সুস্থ ব্যক্তির উপর জামাআত ওয়াজিব। বিনা ওযরে একবারের জন্যও পরিহার করলে গুনাহ্গার ও শাস্তির হকদার হবে। কয়েক বার পরিহার করলে ফাসেক ও সাক্ষ্যদানে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাকে দেওয়া হবে কঠিন শাস্তি। প্রতিবেশীরা যদি নিরবতা অবলম্বন করে থাকে, তাহলে তারাও গুনাহ্গার হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা। গুনিয়া, ৫০৮ পৃষ্ঠা)

ইমামের উচিত মুক্তাদীদের তদারকী করা

মসজিদের পেশ ইমামদের খেদমতে আরজ, তাঁরা যেন নিজ নিজ মুসল্লিদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাদের মধ্যে কে কে জামাআত সহকারে নামায আদায় করছে আর কে কে করছে না। কোনো মুসল্লি যদি কোনো নামাযে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার ঘরে গিয়ে কিংবা ফোন করে তার কারণ জানতে চাইবেন। অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে দেখতে যাবেন। অলসতা করে না এসে থাকলে তাকে **নেকীর দাওয়াত** দিবেন। এ কাজ কিন্তু কেবল ইমাম সাহেবদের জন্যই নয়, বরং সকল ইসলামী ভাইদেরই এ নিয়ম রক্ষা করা উচিত।

'ফারূকে আযম' ফজর নামাযে অনুপস্থিতদের খোঁজ-খবর নিলেন

আমীরুল মুমিনীন, ইমামুল আদিলীন, মুতাম্মিমুল আরবাঈন, হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কর্তৃক মুসল্লিগণের খোঁজ-খবর নেওয়ার একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করার মনোভাবও পোষণ করুন। যেমন; আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন আবি হাছমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ফজরের নামাযে দেখলেন না। তিনি বাজারে গমন করলেন। পথিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বাড়ী ছিল। তিনি তাঁর মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা শেফা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নিকট গেলেন। গিয়ে বললেন: আজ ফজরের নামাযে আমি সুলায়মানকে পেলাম না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

তিনি জবাবে বললেন: রাতের বেলা (নফল) নামায পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়া আমার নিকট সারা রাত ধরে নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

(মুআত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০০)

যিকির ও নাত মাহফিলের কারণে যেন জামাআত ছুটে না যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। রিওয়ায়াতটি দ্বারা এও বুঝা গেল যে, সারা রাত ব্যাপী নফল নামায পড়া কিংবা জিকির ও নাতের মাহফিলে রাত ব্যাপী অংশগ্রহণ করার কারণে ফজরের নামায কাজা হয়ে যাওয়া দূরে থাক ফজরের জামাআতও যদি না পেয়ে থাকে তাহলে আবশ্যক যে, এ ধরনের মুস্তাহাব কাজ বাদ দিয়ে রাতে বিশ্রাম নেবে এবং ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করবে।

নামাযের সময় ঘুমাতে যাওয়া লোকদের মাথা ফাটানোর শাস্তি

যেসব লোক রাত্রিবেলায় আসর কিংবা মাহফিল ইত্যাদি করে থাকে, ফজরের নামাযের আগে আগে ঘুমাতে যায় এবং ফজর নামায হতে নিজেকে বঞ্চিত করে সেসব লোকদের চিন্তা করা দরকার। যেমন; **নবী করীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان দের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, আজ রাতে (হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল عَلَیْہِمَا السَّلَام) উভয়ে আমার নিকট আগমন করেছিলেন। আর আমাকে পবিত্র ভূমিতে নিয়ে আসেন। আমি প্রকাশ্য দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি শুয়ে রয়েছে, তার মাথার পাশে একজন লোক পাথর উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে একের পর এক ব্যক্তিটির মাথায় পাথরটি দিয়ে আঘাত করছে। প্রতি বারে মাথা ফেটে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। আমি ফেরেশতাদ্বয়কে বললাম: سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! এ কে? তাঁরা আরজ করলেন: সামনে আগ্রসর হউন। (আরও কিছু দৃশ্য দেখানোর পর) ফেরেশতারা নিবেদন করলেন: যে ব্যক্তিটিকে আপনি সর্বপ্রথম দেখেছেন সে কুরআন শরীফ পড়েছে কিন্তু পরে কুরআন শরীফকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। সে ফরয নামাযের সময়গুলোতে ঘুমিয়ে পড়ত। তাই এরূপ ব্যবহার (শাস্তি) তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। (সহীহ্ বোখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭০৪৭)

মে পাঁচো নামাযে পড়ো বা জামাআত
হো তৌফিক এয়সি আতা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

সিনেমার ২০০০টি ভিসিডি ভেঙ্গে ফেললেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের অভ্যাস গড়বার জন্য, সুন্নাতগুলোকে আপন করে নেওয়ার জন্য এবং গুনাহ্ হতে বাঁচার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আসুন, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্বার্থে একটি মাদানী বাহার শুনাই। যেমন; এশিয়া মহাদেশের সব চেয়ে বড় জনবহুল এলাকা আওরঙ্গী টাউনের (বাবুল মদীনা, করাচী) বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বক্তব্যের সারমর্মটি শুনুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সৎকাজ হতে অনেক দূরে এবং গুনাহের রাজ্যে বন্দি ছিলাম। মন যা চায় তাই করাই ছিল আমার জীবনের স্টাইল। অশ্লীল সিনেমা, নাটক ইত্যাদি দেখা ছাড়াও আমি বিভিন্ন ধরনের অসৎকাজও করতাম। সৎকাজ হতে আমার উদাসীনতা এবং সিনেমা-নাটকের প্রতি ভালবাসার টান যে কী ধরনের ছিল তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ঘর থেকে যে এক হাজার টাকা পকেট-খরচ মিলত তা দিয়ে নিত্য-নতুন সিনেমা ও নাটকের ভিসিডি ক্রয় করে নিতাম। এমন কি আমার নিকট দুই হাজারেরও (২,০০০) বেশি ভিসিডি জমা হয়েছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমার ভাগ্যে ছিল নেক হিদায়াত। যা প্রায় এভাবেই অর্জিত হয় যে, এক দিন এক আশিকে রাসুল সবুজ পাগড়ীর মুকুটে সজ্জিত হয়ে আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন। **ইন্‌ফিরাদি কৌশিশে**র মাধ্যমে তিনি আমাকে আখিরাতের চিন্তার প্রতি এমন ভাবে দাওয়াত পেশ করলেন যে, আমার আপাদমস্তক **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে ছেয়ে গেল। খারাপ অভ্যাস আর নষ্ট মানসিকতার ভিতগুলো নড়ে উঠল। আশিকে রাসুলটির সুন্দর চরিত্র ও **ইন্‌ফিরাদি কৌশিশে**র বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতেভরা সাপ্তাহিক ইজতিমায় যোগদান করলাম। সেখানকার সুন্নাতেভরা বয়ান আমার গুনাহেভরা অন্তরকে পরিবর্তন করে দিল। পরে সেখানে **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে করা ঐকান্তিক দো'আগুলো আমার মনের মাঝে এমন এক আবেশ সৃষ্টি করে যে, আমি ঘরে এসে সিনেমার সমস্ত ভিসিডি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলি। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সুন্নাতেভরা বয়ানের ক্যাসেটগুলো ঘরে এনে নিজেও শুনলাম, অন্যদেরকেও শুনতে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমার পরিবারের সকলেই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাদেরী রযবী সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

নেক্‌কার বান্দাদের শান-মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতেভরা ইজতিমার বরকতের কথা কীই বা বলব। এতে আশিকানে রাসুলদের সাহচর্য, নৈকট্য ও বরকত নসিব হয়ে থাকে। এতে **আল্লাহ্ তা'আলার** কতিপয় মকবুল বান্দা উপস্থিত থাকেন। এঁদের যদিও চেনা যায় না, কিন্তু তাঁদের বরকতে অভীষ্ঠ সাধন হয়ে থাকে। ওলামারা বলেছেন: যেখানে চল্লিশ জন নেক্‌কার মুসলমান একত্রিত হন, সেখানের মধ্যে অবশ্যই একজন **আল্লাহ্ তা'আলার** অলী হয়ে থাকেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা। তাইসীরে শরহে জামেয়ে ছগীর, ১ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৭১৪)

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "অনেক এলোমেলো চুলবিশিষ্ট, ধূলিময় শরীর ও দু'টি পুরাতন কাপড়ে আবৃত লোক এমন হয়ে থাকে, যাদের কোন পাত্তাই দেয়া হয় না। কিন্তু তারা যদি **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে কসম খেয়ে বসে, তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের কসমকে পূর্ণ করে দেন, আর বারা বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এমন সব লোকদের মধ্যে একজন।"

(সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৩৮৮০)

আপনে আছে আছে বান্দো কে তোফায়ল এয় কিবরিয়া
মুঝ নিকম্মে অওর বুরে বন্দে কো ভি আচ্ছা বানা।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত বারা বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর দো'আ কবুল হওয়ার ঘটনা

উল্লিখিত হাদীস শরীফটির বর্ণনাকারী **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান বাণীর ফলশ্রুতি স্বরূপ এক ঈমানোদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আপনারাও শুনুন, আর ঈমান তাজা করুন। বর্ণনাকারী বলছেন: একবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের যুদ্ধ হয়। মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। মুসলমানরা একত্রিত হয়ে তাঁকে বললেন: হে বারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ! আপনার রবের কসম দিয়ে বিজয়ের জন্য দো'আ করুন। সাথে সাথে তিনি আরজ করলেন: "হে **আল্লাহ্!** আমি তোমার কাছে তোমার কসম দিয়েই দো'আ করছি যে, কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় দান কর, আর আমাকে আমার **নবীর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছে পৌঁছিয়ে দাও (অর্থাৎ শহীদ করে দাও)।" তৎক্ষণাৎ তাঁর দো'আ কবুল হয়ে গেল। মুসলমানরা জয় লাভ করল, আর সেই যুদ্ধেই হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ শাহাদত বরণ করেন।

(আল মুস্তাদরিক লিল হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩২৫)

তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

চাহে তো ইশারো সে আপনে কায়া হি পালাট দে দুনিয়া কি
ইয়ে শান হে খিদমতগারো কি ছরকার কা আলম কিয়া হোগা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গায়ক কীভাবে মুহাদ্দিস হয়ে গেলেন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ কাউকে অসৎকাজে লিপ্ত দেখলে নিতান্ত সমবেদনশীল হয়ে উদার হৃদয়ে তার সংশোধনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এরই আলোকে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর **ইনফিরাদি কৌশিশের** একটি অনুপম ঘটনা লক্ষ্য করুন আর দেখুন কীভাবে তিনি সাধারণ এক গায়ককে আপন শুভদৃষ্টি দিয়ে সমসাময়িক যুগের একজন বড় মুহাদ্দিস ও ইমাম বানিয়ে দিলেন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ একদিন কুফার নিকটবর্তী কোন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি ঘরের পাশে 'জাযান' নামের এক প্রসিদ্ধ গায়ক (সুরকার) খুবই সুরেলা কণ্ঠে গান গাচ্ছিল, আর কিছু ভবঘুরে লোক মদপানে মাতাল হয়ে বাজনার তালে তালে বিভোর হয়ে দুলছিল। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: কতই না সুন্দর কণ্ঠ! এই কণ্ঠটি যদি কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে ব্যবহৃত হত, তাহলে বিষয়টা অন্য রকম হত। এ কথা বলেই তিনি তাঁর চাদর মোবারকটি গায়কটির মাথার উপর ঢেকে দিয়ে চলে গেলেন। 'জাযান' লোকজন থেকে জিজ্ঞাসা করল: এ ভদ্রলোকটি কে ছিলেন? তারা বলল: প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ। জিজ্ঞাসা করল: তিনি কী বললেন? বলল: তিনি বললেন; 'কতই না সুন্দর কণ্ঠ! এই কণ্ঠটি যদি কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে ব্যবহৃত হত, তাহলে বিষয়টা অন্য রকম হত'। এ কথা শোনামাত্র তার ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেল। সে দাঁড়াল, আর দাঁড়িয়েই তার বাদ্যযন্ত্রটি মাটিতে আছাড় মারল। বাদ্যযন্ত্রটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অতঃপর কান্না করতে করতে সে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খেদমতে গিয়ে হাজির হল। তিনি তাকে গলার সাথে জড়িয়ে নিলেন। স্বয়ং তিনিও কান্না করতে লাগলেন। অতঃপর বললেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলার** ভালবাসা রাখে, আমি তাকে কেন ভালবাসব না। 'জাযান' গান-বাজনা থেকে তাওবা করে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাহচর্য গ্রহণ করে নিল। তিনি কুরআন পাকের শিক্ষা নিলেন। তিনি দ্বীনের ইলমে এতই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে, অবশেষে তিনি একজন বড় মাপের ইমাম হয়ে গেলেন।

(মিরকাতুল মাফাতিহ্, ৪র্থ খন্ড, ৭০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৯৯। গুনিয়াতুত তালেবীন, ১ম খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

নিগাহে সাহাবী মে তাছির দেখি
বদলতি হাজারো কি তকদীর দেখি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন যে, **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবীর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সুদৃষ্টি যখন একজন অশিক্ষিত গায়কের উপর পড়ল, তাকে ইমামের মর্যাদায় উত্তরণ করিয়ে দিল। যেখানে একজন সাহাবীর দৃষ্টির এমন প্রভাব, সেক্ষেত্রে স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির প্রভাব কীরূপ হতে পারে!

চাহে তো ইশারো সে আপনে কায়া হি পালাট দে দুনিয়া কি
ইয়ে শান হে খিদমতগারো কি সারকার কা আলম কিয়া হোগা!

তাছাড়া উক্ত ঈমানোদ্দীপক ঘটনা থেকে এও বুঝা গেল যে, গান-বাজনা অত্যন্ত মন্দ জিনিস। এটা যদি ভাল জিনিস হত কিংবা রূহের (আত্মার) বাস্তব খোরাক হত, তাহলে সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ 'জাযানের' কাছে **ইনফিরাদি কৌশিশে**র মাধ্যমে হেদায়ত না করে বরং তার প্রশংসাই করতেন, নাঊযু বিল্লাহ্!

গান-বাজনার প্রতি তিরস্কারমূলক চারটি বর্ণনা

নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব পাওয়ার আশায় গান-বাজনার প্রতি তিরস্কারমূলক কতিপয় মাদানী ফুল পেশ করছি। এতে করে সৌভাগ্যবানদের এ কথা অবশ্যই বুঝে আসবে যে, গান-বাজনা কখনও রূহের (আত্মার) খোরাক হতে পারে না, এটি বরং আত্মার ধ্বংসই ডেকে আনে।

(১) দুইটি আওয়াজের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ রয়েছে। একটি হল, নেয়ামতের সময় বাজনা বাজানো। অপরটি, মুসিবতের সময় চিল্লাচিল্লি করা।
(আল কামেল ফি দুয়াফায়ির রিজাল লি ইবনি আদী, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উদ্ধৃতি করেছেন: "গান-বাজনা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা, এটি অতিমাত্রায় কামভাব বৃদ্ধি করে এবং আত্মমর্যাদাবোধকে ধ্বংস করে দেয়, আর এটি হল মদের স্থলাভিষিক্ত। এতে নেশার মত প্রভাব রয়েছে।" (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা। শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১০৮)

(৩) যে ব্যক্তি গায়িকার পাশে বসে, কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তা'আলা** তার কানে সীসা ঢেলে দিবেন। (ইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

(৪) গান ও দুষ্টামি (রং-তামাশা) অন্তরে এমনভাবে কপটতা সৃষ্টি করে, যেমনিভাবে পানি উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। সেই মহান সত্ত্বার কসম, যার কুদরাতের হাতে রয়েছে আমার জীবন! কুরআন তিলাওয়াত ও **আল্লাহ্**র জিকির নিঃসন্দেহে অন্তরে এমনভাবে ঈমান জাগিয়ে তুলে, যেমনিভাবে পানি সবুজ ঘাস জাগিয়ে তুলে। (আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খত্তাব, ৩য় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩১৯)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

গান প্রেমিকের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি

আফসোস! শত কোটি আফসোস! মিউজিক যেন আজকাল মুসলমানদের শিরা-উপশিরায় স্থান করে বসেছে। প্রতিটি কিছুই যেন মিউজিকের শিকার। কার হোক কিংবা এরোপ্লেন, ট্রাক হোক কিংবা বাস, টেক্সি হোক কিংবা সুজুকি, গাধার গাড়ি হোক কিংবা গরুর গাড়ি, ঘর হোক কিংবা দোকান, ফ্যাক্টরি হোক কিংবা গুদাম, হোটেল হোক কিংবা পানের দোকান, শালকর হোক কিংবা সেলুন যাই বলুন না কেন, প্রায় সব জায়গাতেই এখন শোনা যায় মিউজিকের সুর। শিশুদের ঘুমও ভাঙ্গে মিউজিকের সুরে। বেচারাদের দোলনার উপর মিউজিকের খেলনা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়, যা তাকে গান শোনায় আর ঘুম পাড়ায় (এ কারণেই হয়ত কিছু কিছু বদনসীব লোক এমন রয়েছে, যাদের কানের পাশে গানের আওয়াজ না চালানো হলে ঘুমই আসে না)। খেলনা যেমনই হোকনা কেন! চাই তা হোক সস্তা কিংবা দামী, হোক রেল গাড়ি কিংবা এরোপ্লেন সবগুলোতেই মিউজিক, এমনকি শিশুদের জুতোতেও মিউজিক বাজে। এবার বলুন, বাচ্চাটি যখন বড় হবে, তখন সে এই মিউজিককে কীভাবে পরিহার করতে পারবে? আসুন, এক 'যুবকের' শিক্ষামূলক কাহিনী শুনি। **মাদানী চ্যানেলে** মিউজিক শীর্ষক 'আলোচনা অনুষ্ঠানে' এই অধম শুনতে পাই যে, ভারত থেকে আসা এক 'মেইলে' (মেইল বার্তায়) জানানো হয় যে, এক যুবক কানে এয়ারফোন লাগিয়ে মিউজিক্যাল টোন ও গানের সুরে বিভোর হয়ে পথ চলছিল। তার হুশই ছিল না যে, সে কোন দিকে যাচ্ছিল। চলতে চলতে সে রেল-লাইনে এসে পড়ে। তৎক্ষণাৎ এক রেল এসে তাকে পিষ্ট করে চলে যায়।

জাহা মে হে ইবরত কে হার সো নমুনে — মাগার তুঝ কো আন্ধা কিয়া রাঙ্গ ও বোনে।
কভি গওর সে ভি ইয়ে দেখা হে তুনে — জু আবাদ থে উয় মাহাল আব হে সোনে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে — ইয়ে ইবরত কি জাঁ হে তামাশা নেহি হে।

লাশের স্তূপ

মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ আরেফ বিল্লাহ হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজভেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه হতে বর্ণিত এক রেওয়ায়তের সারমর্ম: **আল্লাহ্** রাব্বুল ইজ্জত হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠ দান করেছিলেন। তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام মধুময় সুরের টানে পাহাড় বিভোর হয়ে দুলতে থাকত, পাখিরা উড়তে উড়তে মাটিতে পড়ে যেত, বনের জন্তু-জানোয়ারেরা বন হতে বের হয়ে আসত, উদ্ভিদ ও বৃক্ষকুল হিন্দোল তুলত, প্রবাহমান পানি থেমে যেত, বনের জীবেরা মাসের পর মাস ধরে পানাহার ছেড়ে দিত, শিশুরা কান্নাকাটি ও দুধ-খোঁজা বাদ দিয়ে দিত। তাঁর হৃদয়হরা সুরেলা কণ্ঠের প্রভাবে কখনও কখনও মানুষ পর্যন্ত মারা যেত। একবার তাঁর মন কাড়া কণ্ঠ শুনে ১০০ জন মহিলা মারা যায়। শয়তান কিন্তু তাঁর নেকীর দাওয়াতের এই মাত্রা নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিল। শেষ পর্যন্ত সে বাঁশী ও তানপুরা আবিষ্কার করল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।"(তাবারানী)

খুব গাইল আর বাজাল। এবার মানুষ-জন দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। যাদের কপালে সৌভাগ্য লেখা ছিল তারা বিভোর হয়ে রইল হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام এর কণ্ঠের টানে, আর যারা ছিল পথভ্রষ্ট তারা শয়তানের ষড়যন্ত্র ও গানের দিকে ঝুঁকে গেল। (কাশফুল মাহজুব, ৪৫৭ পৃষ্ঠা) বাস্তবেই গান শয়তানেরই আবিষ্কার। যেমন 'তাফসীরাতে আহমদিয়ার' এই রিওয়ায়াতটি দিয়েও এই কথার সত্যায়ন হয় যে, **ছরকারে নামদার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শয়তানই সর্বপ্রথম বিলাপ করে আর গান গায়।"

(তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৬০১ পৃষ্ঠা। আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল যে, গান-বাজনার আবিষ্কারক হল অভিশপ্ত শয়তান, আর গান-বাজনা শোনা ও শোনানো মূলত: শয়তানেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করারই শামিল। এদিকে ইসলামে শয়তানের পদাঙ্ক অনুস্বরণ করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'**-এর ৬৯ পৃষ্ঠায় মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** সূরাতুল বাকারার ২০৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো। এবং শয়তানের পদাঙ্ক গুলোর উপর চলোনা। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

ফিলম বে কি আঁখ মে মাহশর মে আগ আহ! ভার জায়েগি তু ফিলমো সে ভাগ।
ব্যান্ড বাজোঁ সে তু কোসো দূর ভাগ ওয়ারনা দোযখ কি তুঝে খায়ে গি আগ।
করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৭, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিউজিক কি বাস্তবেই আত্মার খোরাক?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, গান-বাজনা ও মিউজিক আদৌ আত্মার খোরাক নয় বরং এসব আত্মার অবনতিই ঘটায়। আত্মার খোরাক তো **আল্লাহ্**র জিকিরই। যেমন; ১৩ তম পারায় সূরাতুর রা'আদের ২৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "শুনে নাও, **আল্লাহ্**র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আত্মার খোরাক নামায। কেননা, এ স্বয়ং **আল্লাহ্‌**রই জিকির। যেমন; ১৬ তম পারায় সূরা ত্বাহা এর ১৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করছেন:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং আমার স্মরণার্থে আর নামায কায়েম রাখো।"

গান-বাজনা, মিউজিক এগুলো তো আত্মাকে নষ্ট করে ফেলে, নামায-রোজা ও ইবাদতের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয়, লজ্জা ও শ্লীলতাবোধকে হত্যা করে ফেলে, মুসলিম নারী সমাজকে অশ্লীলতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। একে আত্মার খোরাক বলা নিঃসন্দেহে শয়তানেরই একটি ষড়যন্ত্র ও তারই ধূম্রজাল। বর্তমানে গায়ক-বাদক ও নাচওয়ালিদেরকে তো মুর্খ মুসলমানেরা প্রায় সমাদর করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এদেরকে সুরকার, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী, পপ সিঙ্গার, কমেডিয়ান ইত্যাদি নাম দিয়ে ভূষিত করা হচ্ছে। বাস্তবে এদের মূল পরিচয় হচ্ছে; এরা গায়ক, নর্তকী ও ডোমই। বর্তমানে লোকজন যাদেরকে মনগড়া ভাবে কমেডিয়ান বলছে আর তাদেরকে **আল্লাহ্‌**র পানাহ! সম্মানও করছে। অথচ তাদের আসল পরিচয় হল তারা নকলবাজ, টাটুকার, সোয়াইঙ্গা, বহুরূপী ও ভন্ড।

কণ্ঠশিল্পী ও কম্যাডিয়ানদের খেদমতে মাদানী আবেদন

সকল মুসলিম কণ্ঠশিল্পী ও কমেডিয়ানদের খেদমতে নিতান্তই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মাদানী আবেদন যে, আপনারা ওসব হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ থেকে তাওবা করে নিন। এ কাজে যদি কিছু উপার্জনও করে থাকেন, তাহলে মনে রাখবেন আপনারা হারাম রোজগারই করেছেন। আপনি ততটুকুই খাবেন, যতটুকু আপনার পেটে ধরবে। ততটুকুই পরবেন, যতটুকু আপানার শরীরের সাইজ। অন্য সব পরিবারের অপরাপর সদস্যরা ব্যবহার করবে। আর মনে রাখবেন! আপনাকে আখিরাতে অবশ্যই জবাবদিহিতার শিকার হতে হবে। হৃদয়কে উন্নত করুন, মনকে উদার করুন। গান-বাজনা ও কমেডি ইত্যাদি করে আপনি যাদের যাদের কাছ থেকে যা যা উপার্জন করেছেন তা তাদের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দিন। তারা যদি জীবিত না থাকে, তাহলে তাদের ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দিন। যাদের খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, অথবা যাদের কথা মনেই নেই, তাদের টাকাগুলো কোন শরীয়াত সম্মত ফকিরকে দিয়ে দিন। এ কাজ করাতে আপনার আত্মা যদি সাড়া না দেয়, তবে এ কথা কেন ভুলে গেলেন যে, যে কোন সময় মরতে হবে, কবরে যেতে হবে এবং কর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। হারামের মাধ্যমে অর্জিত টাকাগুলো ফিরিয়ে না দিলে সেগুলো যদি আপনার কবরে সাপ-বিচ্ছু হয়ে আপনাকে জড়িয়ে ধরে তখন কী করবেন?

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৬৭, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

(বিস্তারিত জানার জন্য বায়ানাতে আত্তারিয়ার প্রথম খন্ডে সংযুক্ত 'গান-বাজনার ধ্বংসলীলা' এবং দ্বিতীয় খন্ডে সংযুক্ত **'গানের ৩৫ টি কুফরী বাক্য'** রিসালাদ্বয় পাঠ করুন)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আর উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

নৃত্য প্রশিক্ষকের তাওবা

কাওরঙ্গি (বাবুল মদীনা, করাচী)-বাসী এক ইসলামী ভাইয়ের একটি বক্তব্য শুনুন। সম্ভবতঃ ১৯৯২ সালের কথা। সে সময় আমি (বাবুল মদীনার) 'গুলিস্তানে জওহারে' বসবাস করতাম। ছোট বেলা থেকেই টিভিতে সিনেমা নাটক দেখার অভ্যাস আমাকে নৃত্যের পাগল বানিয়ে ফেলে। এমনকি আমি নৃত্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিই। পুরস্কারও পাই প্রচুর। খবরের কাগজাদিতে বড় করে আমার ছবি ছাপানো হত। এতে করে যখন আমি পরিবারের উৎসাহ পেলাম তখন আমি আনন্দে আটখানা হয়ে যেতাম। শেষে আমি নাচ শেখার একাডেমিতে ভর্তি হয়ে যাই। এই অলক্ষুণে বিষয়টিতে আমার এতই উন্নতি হয় যে, আমি একেবারে নৃত্য প্রশিক্ষক হয়ে যাই। আমি ফ্রান্স ও থাইল্যান্ডে সফর করি। ভারত থেকে ক্লাসিক্যাল ড্যান্সও শিখি। ফলে আমি এমন স্টেজে গিয়ে পৌঁছি যে, বড় বড় নামকরা নায়ক-নায়িকারাও আমার কাছে নাচের প্রশিক্ষণ নিতে আসে। এই অশ্লীলতার পরিবেশে আমার কাছে এমন অনেক সুন্দরী কিশোরীও ধর্ণা দেয়, যারা উন্নত মানের নাচ শেখার লোভে 'যে কোন প্রস্তাব মেনে নিতে'ও প্রস্তুত থাকত।

দরূদ সালামের প্রতি আমার ভালবাসা ছিল

এ সময় আমার আম্মাজানও ইন্তিকাল করলেন। কিন্তু আমি তখনও গুনাহে ডুবেছিলাম। কিন্তু আম্মাজানের হিদায়তের বদৌলতে আমার দরূদ সালামের প্রতি ছিল অঢেল ভালবাসা। সম্ভবতঃ ২০০৫ ইং সালের এপ্রিল মাসে এক ড্যান্স প্রোগ্রামে আমাকে যেতে হয় মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে। হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নূরানী মাজারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তাঁকে দরূদ শরীফ পড়ে ঈসালে সাওয়াব করি।

মরহুম মাতা-পিতা আগুনের মাঝে ছিলেন

নৃত্য করে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন রাতে ঘুমোতে গেলাম। স্বপ্নে আমার মরহুম আব্বাজান ও আম্মাজান উভয়কেই জ্বলন্ত আগুনের বেড়ির ভিতরে দেখতে পেলাম, আর আমাকে দেখেই চিৎকার করে করে এ কথাগুলোই বলছিলেন: আমরা তোমাকে ইসলামী শিক্ষা দিতে পারিনি। হায়! আমাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! তুমি ড্যান্সার ও ড্রিঙ্কার (মদ্যপ) হয়ে গেলে! তোমারই কারণে এখন আমাদেরকে আগুন গ্রাস করে রেখেছে। তুমি তাওবা করে নাও। তাহলে, **আল্লাহ্**র আযাব থেকে তুমিও বাঁচবে, আমরাও বাঁচব। আমি স্বপ্নেই কান্না করতে থাকলাম। এমতাবস্থায় আমার চোখ খুলে গেল। পরে আমি অনেকক্ষণ যাবৎ কাঁদতে থাকি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

দাতার দরবারে দয়া আর দয়া

এরপর আমি হুজুর দাতা গঞ্জবখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নূরানী মাজারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর কদমের দিকে বসে আমি কান্না করতে করতে দাতা ছাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাছে আবদেন জানালাম: 'হে দাতা! এখন আপনিই আমার কোন একটা বিহীত করুন।' এরই মাঝে কেউ যেন আমার কাঁধে হাত রাখলেন। মাথা উঠাতেই দেখতে পেলাম সাদা পোশাক ও মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিহিত এক ভদ্রলোক। তিনি অত্যন্ত মিষ্ঠ ভাষায় বলছিলেন: বাবা! যে কোন মূহুর্তে মৃত্যু এসে উপস্থিত হতে পারে। শীঘ্রই গুনাহ থেকে তাওবা করে নাও। জিজ্ঞাসা করলাম: আমি কোথায় যাব? তিনি মুচকি হেসে বললেন: বাবুল মদীনা করাচী চলে এসো। এ কথা বলেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন! এ হল আমার জাগ্রত অবস্থার কথা।

আমি যখন মাদানী কাফেলায় সফর করলাম ...

আমি সোজা গিয়ে পৌঁছলাম বাবুল মদীনা করাচীতে। গিয়েই সাক্ষাৎ হয় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগের সাথে। তাঁর **ইনফিরাদি কৌশিশে** আমি সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতেভরা সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমীরে কাফেলা যখন শিক্ষা-শিখানোর হালকায় গোসলের পদ্ধতি শিখালেন, তখন আমার কলিজাটা যেন উতলে উঠে বের হয়ে আসতে চাইল। কারণ, ইয়া **আল্লাহ্**! আমি তো নাপাকি অবস্থাতেই রয়েছি। তাড়াতাড়ি আমি মসজিদ থেকে বাইরে চলে এলাম। সাথে সাথেই গোসল করে নিলাম। মাদানী কাফেলায় শিখানো নিয়ম অনুযায়ী আমি রাত্রে সালাতুত তাওবার নামায পড়লাম এবং শুয়ে গেলাম।

আমি ঈমানোদ্দীপক স্বপ্ন দেখলাম

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মরহুম আম্মাজান উভয়ে চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে মসজিদে নববী শরীফে নামায আদায় করছেন। সালাম ফেরানোর পরে তিনি আমাকে গলায় জড়িয়ে নিলেন। আমি কান্না করছিলাম। আম্মাজান বললেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এস, নামায পড়। নামায শেষে আমি আব্বাজান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একদিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি সেদিকে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে আমি একটি বড় মাঠে গিয়ে পৌঁছলাম। মাঠের মাঝখানে ছিল গ্লাসের (আয়নার) একটি কক্ষ। অনেক লোক সে কক্ষে যাবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি অত্যন্ত সহজেই সেই কক্ষে প্রবেশ করতে পারলাম। সেখানে ছিল পাঁচজন বুজুর্গ। একজন বুজুর্গ কিছুটা উঁচু জায়গায় সকলের মাঝখানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর চেহারায় এতই নূর ছিল যে, তাঁর দিকে তাকানেই যাচ্ছিল না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আমি সেই বুজুর্গদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার আব্বাজান কোথায়? তখন একজন বুজুর্গ আমাকে কক্ষটির পেছনের অংশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, আমার আব্বাজান অন্ধকারে বসে বসে অঝোরে নয়নে কান্না করছেন। আমি তাঁর কাছে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, প্রত্যেকেই এই বুজুর্গদেরকে কোন না কোন হাদিয়া পেশ করছে। কিন্তু আমি তাদের দরবারে কী পেশ করব? তুমি তো আমার জন্য কিছুই পাঠাও না! হঠাৎ আমার হাতে এসে যায় নূরের একটি ট্রে। সেটি আমি আমার আব্বাজানকে দিয়ে দিলাম। আব্বাজান আমাকে সাথে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং নূরানী চেহারার বুজুর্গদের খেদমতে ঐ নূরানী ট্রে পেশ করলেন। এবার আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। ইত্যবসরে আমার মনে এল, যাই হোক এই নূরানী চেহারার বুজুর্গটি ছিলেন আমার **নূরওয়ালা আক্বা স্বয়ং মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই। অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম। দেখতে পেলাম আমার সারা শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। এই ঈমানোদ্দীপক স্বপ্ন দেখার পর আমি অতীতের সকল গুনাহগুলো হতে সত্যিকার ভাবে তাওবা করে নিলাম, আর কাফেলার আমীরের হাতে আমার মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলাম, সাথে দাঁড়ি শরীফ বৃদ্ধি করার নিয়্যতও করে নিলাম।

লৌহদণ্ড আমার বাহু বিদির্ণ করে ফেলল!

মাদানী কাফেলায় সফর করার পূর্বে আমি এক ম্যাডামের কাজ নিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন ড্যান্সশোর বড় মাপের একজন পরিচালক। তিনি আমার জন্য অবস্থান সহ খাবার-দাবার ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি যখন আমার ব্যাপারে জানতে পারলেন, সোজা আমার ঘরে চলে এসে আমাকে অনেক ভাল-মন্দ বললেন। আমার পাগড়ীটিও মাথা থেকে নিয়ে ছুঁড়ে মারেন। তার সব ক্ষমতা যখন আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল, পরের বার তিনি সাথে করে গুন্ডা নিয়ে এলেন। তারা আমাকে অবর্ণনীয় অত্যাচার করল। এক পর্যায়ে একটি লৌহদণ্ড দিয়ে আমার বাহু চুর্ণ বিচুর্ণ করে আমাকে মর্মান্তিককভাবে আহত করে দিল। আমি কোন রকমে প্রাণ হাতে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। শরণাপন্ন হলাম এক ইসলামী ভাইয়ের নিকট। তিনি আমার চিকিৎসা করালেন এবং অনেক রকমের সাহায্য-সহযোগিতাও করলেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমি মাদানী মারকাযে বিভিন্ন কোর্স করেছি

কিছু দিন পরেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স এবং ৪১ দিনের মাদানী কাফেলা কোর্স করার সুযোগ হয় আমার। অতঃপর আমি ইমামত কোর্সেও ভর্তি হয়ে যাই। বেশ কিছু দিন হয়েছে আমি ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য নিজেকে পেশ করেছি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আমার প্যান্ট-শার্ট পরিহিত মর্ডাণ স্ত্রী

আমার বংশের বেশির ভাগই ইংল্যান্ডে বসবাস করত। মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার আগেই আমার বংশেরই এক প্যান্ট-শার্ট পরা মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। সে যখন আমার তাওবা করার কথা জানতে পারল, তার মন বিগড়ে গেল। সে আমাকে দাঁড়ি শেভ করার প্রস্তাব দিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি আমার তাওবায় অটল রইলাম। ফলে সে কোর্টের মাধ্যমে আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিল। এই কারণে আমার আপন ভাই-বোনেরা আমাকে বাদ দিয়ে দিল। আমার মা-বাবা তো আগেই ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন। এখন আমি হয়ে গেলাম নিঃসঙ্গ একা। **দা'ওয়াতে ইসলামী**-ওয়ালারাই এখন থেকে আমার আত্মীয়-স্বজন ও সব কিছু হয়ে গেলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে এমন ভালবাসা দিলেন যে, আমি আমার আপনজনদের বিচ্ছেদের কথা অজান্তেই ভুলে যাই।

মাদানী মারকাযে ইতিকাফ করলাম তো রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেল

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারক মাসে (২০০৫ সাল) আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতেকাফে শরীক হওয়ার সুযোগ পেলাম। এক দিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ তাঁর বয়ানে আমার ব্যাপারে মাদানী বাহার শুনাই। এতে এক ইসলামী ভাইয়ের আমার উপর সহানুভূতি সৃষ্টি হল। ঈদুল ফিতরের প্রায় এক সপ্তাহ পর তিনি আমাকে সিটি গভার্ণম্যান্টের একটি চাকরিতে লাগিয়ে দিলেন। পরে মাদানী পরিবেশে আমার বিয়েও হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এটি লেখা পর্যন্ত আমি ডিভিশন পর্যয়ে 'চিকিৎসক মজলিশ' ও 'খেলোয়ার মজলিশের' একজন রোকন (সদস্য) হিসাবে আমার সুন্নাতেভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতির লক্ষ্যে মাদানী কাজে নিবেদিত রয়েছি। اِنْ شَآءَ اللّٰه এই বছর ২০১১ সালেই পুনরায় ১২ মাসের **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যতও রয়েছে।

মাদানী বাহারের মাধ্যমে মাদানী বাহার

আমার এই মাদানী বাহারটি বিশ্বের একমাত্র শরীয়াত ভিত্তিক ইসলামী চ্যানেল '**মাদানী চ্যানেলে**'ও প্রদর্শিত হল। এতে আমার কাছে হায়দ্রাবাদের আমারই এক ইসলামী ভাইয়ের ফোন এল। তিনি ফোনে বললেন: 'এখানকার এক বদ মাযহাব লোক আপনার মাদানী বাহার দেখে নিতান্তই অভিভূত হয়ে গেছে। সে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। আপনি যদি তাকে বুঝান, তাহলে আক্বা করা যায় যে, সে তাওবা করে নেবে। আমি **ইনফিরাদি কৌশিশে**র নিয়্যতে হায়দ্রাবাদ এসে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, সেই বদ মাযহাব লোকটি তার বদ আকীদা থেকে কেবল নিজেই তাওবা করল না বরং তার পরিবারের বেশীরভাগ সদস্যই তাওবা করে নিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সাথে সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ছরকারে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুরীদ হয়ে গেল। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজন ও বংশধরকে মাদানী পরিবেশে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত রাখুন।' اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গির পড় কে ইয়াহা পৌহছা, মার মার কে ইসে পায়া
ছোটে না ইলাহী আব! সাঙ্গে দরে জানা না। (সামানে বখশিশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উল্লেখিত মাদানী বাহারটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহার থেকে আমরা অসংখ্যা মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিতে পারি। যেমন;

(১) ঘরে টিভিতে যেসব সিনেমা নাটক ও গান-বাজনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেগুলো আমাদেরর সন্তান-সন্ততির চরিত্রকে ধ্বংস করে দেবার জন্য উপকরণ হিসাবে যথেষ্ট। যেমন; 'শিশুটি' সিনেমা দেখে দেখে 'ড্যান্স ডাইরেক্টর' হয়ে গেল।

(২) দরূদ শরীফের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাও গুনাহেভরা জীবন হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণ হয়ে থাকে। যেমন; বর্ণিত ড্যান্স ডাইরেক্টরের বেলায় হয়েছে।

(৩) বুজুর্গানে দ্বীনদের প্রতি ইছালে সাওয়াব করাও হিদায়তের মাধ্যম হতে পারে। যেমন: মাদানী বাহারের নায়কটি দরূদ শরীফ পড়ে হুজুর দাতা ছাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে ইছালে সাওয়াব করেছিলেন। সাথে সাথে তাঁর জন্য হিদায়তের পথ খুলতে আরম্ভ করে।

(৪) সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা না দেওয়া এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অসৎকাজ থেকে নিষেধ না করাও শাস্তির কারণ হয়ে থাকে। যেমন: মাদানী বাহারের নায়ক তাঁর মৃত পিতা-মাতাকে স্বপ্নে আগুনের মাঝখানে দেখতে পান এবং তাঁর পিতা-মাতা নিজেদের শাস্তির কারণ হিসাবে তার ড্যান্সার ও মদ্যপায়ী হওয়াকে উল্লেখ করেছেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** ২৮ পারার 'সূরাতুত তাহরীমের' ৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: 'হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।' (পারা: ২৮, সূরা: আত তাহরীম, আয়াত: ৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

পরিবারবর্গকে দোযখ থেকে কীভাবে রক্ষা করবেন

উক্ত আয়াত শরীফটির টীকায় ‘খাযায়িনুল ইরফানে’ রয়েছে, আনুগত্য স্বীকার পূর্বক **আল্লাহ্**র ইবাদত পালন করে গুনাহ্ থেকে বিরত থেকে পরিবার-পরিজনকে অসৎকাজ হতে নিষেধ করে এবং তাদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা দিয়ে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

(৫) সন্তান যখন গুনাহ্ হতে তাওবা করে নেক কাজে লিপ্ত হয় তখন কবরে মৃত মাতা-পিতার কাছে সেগুলোর বরকত পৌঁছে থাকে। যেমন: মাদানী বাহারের নায়কটি স্বপ্নে তাঁর পিতা-মাতাকে আযাবে গ্রেফতার অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি যখন তাওবা করে নিলেন এবং সত্য পথ অবলম্বন করলেন, তখনই তাঁর পিতা-মাতাকে ভাল অবস্থায় দেখানো হল। অতএব গুনাহ্গার সন্তানদের উচিত, এ জন্যও তাওবা করে নেওয়া যে, যেন তার পিতা-মাতা কবরে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত না হয়। এরই আলোকে একটি রিওয়ায়াত লক্ষ্য করুন। **আল্লাহ্ তা'আলার মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার দিন **আল্লাহ্**র দরবারে বান্দার আমলগুলো পেশ করা হয়ে থাকে। আর শুক্রবার দিন পেশ করা হয়ে থাকে সমস্ত নবী-রাসুলদের দরবারে এবং মাতা-পিতাদের সম্মুখে। তাঁরা তাদের নেক আমলগুলো দেখে খুশি হন। তাঁদের চেহারায় শুভ্রতার ঔজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। অতএব তোমরা **আল্লাহ্**কে ভয় করতে থাক আর তোমাদের মৃতদেরকে কষ্ট দিও না।” (নাওয়াদিরুল উছুল, ১ম খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯২৫)

সন্তানের আমল নামা পেশ

সন্তানদের আমল মাতা-পিতার সম্মুখে পেশ করা সম্পর্কে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাবতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘উয়ুনুল হিকায়াত’** কিতাবের ২য় খন্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঈমানোদ্দীপক একটি ঘটনা ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে পেশ করা হচ্ছে। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা সাদাকাহ্ বিন সোলায়মান জাফরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: তখন ছিল আমার যৌবনের প্রারম্ভিক সময়। আমি ছিলাম বিভিন্ন কু-অভ্যাসে পরিপূর্ণ, পার্থিব রঙে বিভোর এক যুবক। কিন্তু যখন আমার আব্বাজান ইন্তেকাল হয়ে যান তখন আমার মন পরিবর্তন হতে শুরু করে। আমি বিগত জীবনের গুনাহগুলোতে লজ্জিত হয়ে **আল্লাহ্**র পাকের দরবারে তাওবা করে নিলাম, আর ভাল ভাল আমলসমূহের দিকে ধাবিত হলাম। নফসের তাড়নায় এক দিন হঠাৎ করে আবার কোন মন্দ কাজ করে বসলাম। সেদিন রাতেই আমার আব্বাজান আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন: বৎস আমার! তোমার আমলগুলো আমার সম্মুখে পেশ করা হয়। তখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। কেননা, সেগুলো নেক্কার লোকদের আমলের মতই হয়ে থাকে। কিন্তু এবারে তোমার আমল যখন আমার সামনে পেশ করা হল, আমাকে অত্যন্ত লজ্জার মুখোমুখি হতে হয়। **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে তুমি আমাকে আমার মৃত বন্ধু-বান্ধবদের সামনে লজ্জিত করো না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ'দী)

ব্যস! এ স্বপ্নের পর হতে আমার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাওবায় অটল থাকলাম। ঘটনাটির বর্ণনাকারী বলছেন: তাহাজ্জুদের নামাযে আমি হযরত সায়্যিদুনা সাদাকাহ্ বিন সোলায়মান জাফরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে এভাবে মুনাজাত করতে শুনতাম, হে সৎ-লোকদের সংশোধনকারী, হে বিপথগামীদের শুদ্ধ পথে পরিচালনাকারী, হে গুনাহ্গারদের উপর দয়া বর্ষণকারী, আমি তোমার নিকট এমন তাওবার প্রার্থনা করছি যার পরে আর কোন দিন যেন গুনাহের দিকে না যাই, কখনো অসৎকাজ ও অত্যাচারের দিকে চোখ তুলেও না দেখি। হে খালিক! হে আমার মালিক! তুমি আমাকে সত্যিকারের তাওবা করার তৌফিক দান কর। (উয়ুনুল হিকায়াত, ৪০১ পৃষ্ঠা)

নাফস ওয় শায়তান হো গেয়ে গালিব উন কে চুঙ্গল সে তো ছোড়া ইয়া রব।
কর কে তাওবা মে পির গুনাহো মে হো হি জাতা হো মুবতালা ইয়া রব।
নীমে জা কর দিয়া গুনাহো নে
মরযে ইছয়া সে দে শিফা ইয়া রব।

নাচকে জায়েয বলা কেমন?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘কুফরীয়া কলিমাত কে বারে মে সাওয়াল ও জাওয়াব’ নামক কিতাবের ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায় নিতান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর পর্ব লক্ষ্য করুন।

প্রশ্ন: প্রচলিত ড্যান্সকে জায়েয বলা কেমন?

উত্তর: ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেছেন: যে ব্যক্তি ড্যান্স করাকে জায়েয মনে করে সে ব্যক্তির উপর কুফরের হুকুম বর্তাবে। (দুররে মুখতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৬) এখানে ড্যান্স বলতে বুঝানো হয়েছে সেই নাচকে যা বিভিন্ন আকর্ষণীয় কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। যা শরীয়াত মতে আদৌ জায়েয নয়। ইশকে হাকীকী বা প্রকৃত ইশকের আতিশয্যে বেহুশ হয়ে হাত পা ছোড়া ছোড়ি করা, ওয়ায্দ বা মগ্নতায় বিভোর হওয়া, তাওয়াজুদ বা খোদা ও রাসুল-প্রেমীদের বাস্তব নিমগ্নতার খালেছ অনুকরণ নাউযু বিল্লাহ্! কুফর নয়, বরং সত্যিকার অর্থে এটা সৌভাগ্যই বটে।

মুঝে নাচ গানে সে নফরত আতা হো
মেরি মাগফিরাত বে হিসাব এ্যয় খোদা হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

নেকীর দাওয়াতকে বর্জণকারী ব্যক্তি হুজুর ﷺ এর পথে নেই

হযরত সায়্যিদুনা আবদুলাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **সরওয়ারে মক্কা মুকাররামা, ছরকারে মদীনা মুনাওয়ারা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَ يَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ-"সে ব্যক্তি আমার দলভূক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, বড়দের সম্মান করে না, নেকীর দাওয়াত দেয় না এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে না।"

(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯২৮)

নেকীর দাওয়াত দেওয়া কেবল আলেমদের উপরই নয় বরং সাধারণ লোকদের উপরও বাধ্যতামূলক

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হাদীস শরীফটিতে আসা নেকীর দাওয়াত দেয় না এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে না' উক্তিটির টীকায় লিখেছেন: প্রত্যেকেই নিজের ক্ষমতা ও ইলম অনুযায়ী লোকদের মাঝে দ্বীনের বিধি-বিধান জারি করবেন। এ কাজ কেবল আলেমদের উপরই ফরয নয় বরং সকলের উপরই আবশ্যক। বিচারক তাঁর ক্ষমতা দিয়ে অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবেন। আলেম ও সাধারণ লোকেরা মৌখিক তাবলিগের মাধ্যমে এই ফরয কাজটি পালন করবেন। বর্তমান যুগে এ বিষয়টিতে সকলেই অত্যন্ত উদাসীন। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

মে নেকি কি দাওয়াত কি ধূমে মাচাও
তো কর এয়সা জয্‌বা আতা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গ্রাম্য লোকটি যখন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল ...

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করছেন: "একদা **আমি নূর নবী, নবীকুল সর্দার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক গ্রাম্য লোক এসে উপস্থিত। এসেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মসজিদেই প্রস্রাব করতে আরম্ভ করল। **হুজুর পুর নূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবীগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان লোকটিকে ডাক দিলেন, 'থামো, থামো'। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা তাকে বাধা দিও না, করতে দাও।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

সাহাবীগণ চুপ হয়ে গেলেন। সে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্রাব করে নিল। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকটিকে ডেকে এনে অতিশয় নম্র ভাষায় বললেন: 'এ সব মসজিদ পস্রাব বা কোন রকম নোংরা কাজের জন্য নয়। এগুলো কেবল **আল্লাহ্**র যিকির, নামায, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির জন্যই।' এরপর **হুজুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাউকে পানি আনার জন্য আদেশ দিলেন। সে পানির মশক নিয়ে এল এবং তথায় (প্রস্রাবের জায়গায়) ঢেলে দিল।" (সহীহ্ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৬৪। হাদীস : ২৮৫)

নেকীর দাওয়াতে নম্রতা অবলম্বন করা আবশ্যক

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির টীকায় বলেছেন: 'মনে রাখবেন! মাটি যদিও শুকালে পাক হয়ে যায় (যখন তা থেকে নাপাকির চিহ্ন দূরীভূত হয়ে যায়) তবু মাটিকে ধুয়ে ফেলা খুবই উত্তম। কেননা, এতে করে নাপাকির রঙ ও গন্ধ উভয়টিই শীঘ্র দূরীভূত হয়ে যায় এবং তায়াম্মুম করাও জায়েয হয়ে যায়। উক্ত হাদীসটি (পানির মশক ঢেলে দেবার আলোচনার কথা) দ্বারা এ কথা আবশ্যক হয় না যে, নাপাক মাটি না ধুলে পাকই হয় না। তাছাড়া মসজিদে তো পবিত্রতা ছাড়াও পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন রয়েছে। এই পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হতে পারে ধোয়ার মাধ্যমেই। তিনি আরও বলেছেন: হাদীস শরীফটিতে মুবাল্লিগদের জন্য তাবলিগ সংক্রান্ত শিক্ষাও রয়েছে, অর্থাৎ তাবলিগ হতে হবে সচ্চরিত্র ও নম্রতার মাধ্যমে।' (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩২৬)

প্রস্রাব করতে করতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেউ যখন প্রস্রাব করবে তখন তার উচিৎ চমকে দেওয়া কোন আওয়াজ কিংবা হঠাৎ ভয় পাওয়া থেকে বেচেঁ থাকা। কেননা, প্রস্রাব করতে করতে কোন ভয় ইত্যাদির কারণে মাঝখানে প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে এমন বড় ধরণের ক্ষতি হতে পারে, যা কোন সাপে কাটলেও পর্যন্ত হয় না! প্রস্রাব অর্ধেক করে হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ করে দেয়ার কারণে পাগল (অর্থাৎ পাগলামো ও মূর্ছা রোগ) হওয়া সহ কিডনীর মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সুন্নাত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার আলোচনা রয়েছে। এরই আলোকে আবেদন যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সুন্নাত নয়। যেমন: দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেছেন: "তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, **নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তাকে তোমরা সত্যবাদী মনে করবে না। **আল্লাহ্‌র নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বসা ব্যতীত প্রস্রাব করতেন না।"

(সুনানে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২)

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার ক্ষতি সমূহ

আফসোস! বর্তমান কালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যেন সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষতঃ এয়ারপোর্ট সহ বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বিশেষ ব্যবস্থাপনা তৈরী করা হয়ে থাকে। এভাবে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বেলায় যেভাবে সুন্নাত রক্ষা হচ্ছে না সেভাবে এতে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানজনিত ক্ষতিও রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কারণে প্রস্রাব করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ফলে প্রস্রাব করতে যন্ত্রনা হওয়া, প্রস্রাবের ধার চিকন হওয়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া রোগসহ প্রস্রাব আটকেও যেতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে অনেকেই না ধুয়ে কিংবা না শুকিয়েই পেন্টের বোতাম বা চেইন বন্ধ করে ফেলে। ফলে তার উরু ইত্যাদিতে প্রস্রাবের ফোঁটা ঝরতে থাকে। এভাবে বিনা ওজরে শরীরকে যারা নাপাক করে তারা একদিকে যেমন গুনাহ্‌গার হচ্ছে অপর দিকে তেমনি ক্ষতিতেও পড়তে পারে। ইউরোপের জনৈক (উর্দু ভাষায় পারদর্শী) ডাক্তার জন্ট মিলেন (Dr. Jaunt Milen) বলেছেন: উভয় নিতম্ব সহ আশ-পাশের এলার্জি, রানের চুলকানী ও ফোসকা, তলপেটের একজিমা ও গুপ্তাঙ্গের ঘাঁ নিয়ে যেসব রোগী আমার কাছে এসে থাকে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক তারাই হয়ে থাকে যারা প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বেঁচে থাকে না।

প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে না বাঁচার শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু বাকরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: "আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে পথ চলছিলাম। তিনি ছিলেন আমার হাত ধরা অবস্থায়। অপর এক লোক ছিলেন তাঁর বাম পাশে। এমন সময় আমরা সম্মুখে দুইটি কবর দেখতে পেলাম। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এরা দুই জনের আযাব হচ্ছে। তাও বড় ধরনের কোন কারণে নয়। তোমাদের মধ্যে কে আমাকে একটি ডাল এনে দিতে পার? আমরা দুই জনই প্রতিযোগিতায় নামলাম। আমি অগ্রগামী হলাম। একটি ডাল নিয়ে এসে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দিলাম। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডালটিকে দুই টুকরা করে উভয় কবরে একটি একটি করে রাখলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত তাজা থাকবে তাদের আযাবও হ্রাস হয়ে থাকবে। তাদের আযাব হচ্ছে গীবত ও প্রস্রাবের কারণে হচ্ছে।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৩৯৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

আক্বা ﷺ এর 'ইলমে গাইব' রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন যে, গীবত এবং প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে না বাঁচাটা কবর আযাবের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। হায়! আমাদের এই স্পর্শকাতর শরীর যা তুচ্ছ একটি কাঁটার আঘাত, দ্বিপ্রহরের রোদের তাপ এবং জ্বর ইত্যাদির মামুলি ধকলও সহ্য করতে পারে না, সে কবরের ঐ ভয়াবহ আযাব কীভাবে সহ্য করতে পারবে। হে **আল্লাহ্!** আমরা তাওবা করছি প্রস্রাব লাগার গুনাহ্ থেকে, গীবত থেকে, চুগোলখোরি থেকে এবং ছোট-বড় সকল গুনাহ্সমূহ থেকে। হে আমাদের প্রিয় **মালিক!** তুমি আমাদের উপর সর্বদা রাজি থাকিও। বিনা হিসাবে আমাদের গুনাহ্গুলো মাফ করে দিও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে বুঝা গেল যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট গাইবের ইলম রয়েছে, যেহেতু তিনি মহান দানশীল **আল্লাহ্**র দানে কবরের আযাব দেখে নিয়েছেন। যা বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দীন ও মিলাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হাদায়িকে বখশিশ শরীফে বলছেন:

সারে আরশ পর হে তেরি গুজার দিলে ফরশ পর হে তেরি নজর।
মালাকুত ও মুলক মে কোই শাই নেহি উও তুঝ পে জু ই'য়া নেহি।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরশের উপরে এবং ফরশ বা জমিনের নিচের সব কিছু আপনার নখদর্পনে বিদ্যমান। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন বস্তু নেই যা আপনার সম্মুখে প্রকাশমান নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদ্যপায়ীকে ইনফিরাদী কৌশিশ করার সুফল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নম্রতা দিয়ে যে কাজ হয় তা উগ্রতা দিয়ে হয় না। একজন মুবাল্লিগকে তো মোমের চেয়েও নম্র এবং বরফের চেয়েও ঠান্ডা হতে হবে। বকাঝকা ও দাপট-ধমক দেখিয়ে কাউকে সংশোধনের আক্বা করা যায় না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **'ইহ্ইয়াউল উলুমে'** উদ্ধৃতি দিচ্ছেন: হযরত মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া বলেছেন: "আমি একদিন হযরত আবদুলাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট গেলাম। তিনি তখন মাগরিবের নামায শেষে মসজিদ হতে নিজ ঘরের দিকে রওয়ানা দিচ্ছিলেন। পথে এক কোরাইশ বংশীয় যুবককে মদ পানে মাতাল অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে একটি মহিলাকে ঝাপটে ধরে আছে। মহিলাটি চেঁচামেচি করে উঠে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

লোকজন জমায়েত হয় এবং তারা যুবকটির উপর ঝাপিয়ে পড়ে। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে চিনতে পারলেন। লোকজন থেকে উদ্ধার করে তিনি তাকে আপন বক্ষে জড়িয়ে নেন। তাকে তিনি ঘরে নিয়ে আসেন। ঘুমোতে দেন। সে যখন ঘুম থেকে জাগল, ততক্ষণে তার নেশা কেটে যায়। তার নেশা অবস্থায় নির্লজ্জ ঘটনা এবং মারধরের কথা যখন মনে পড়ল তখন লজ্জায় সে কান্না করতে লাগল এবং উঠে চলে যেতে লাগল, হযরত সায়্যিদুনা ইবেন আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে যেতে দিলেন না। অত্যন্ত নম্রতার সাথে তাকে **নেকীর দাওয়াত** দিলেন আর উদ্বুদ্ধ করলেন। বললেন: বাবা! তুমি তো কোরাইশ বংশের ছেলে। তোমার খান্দানি আভিজাত্য তো যা তা নয়। তুমি বুঝার চেষ্টা কর যে, তুমি অবশ্যই কোন নামকরা লোকের সন্তান। বাবা! তুমি **আল্লাহ্**কে ভয় কর। মদ্যপান করা থেকে জীবনের জন্য তাওবা করে নাও। অন্য সব গুনাহ থেকেও তাওবা করে নাও। যুবকটি আদরমাখা এ ধরনের **নেকীর দাওয়াত** দেখে একেবারে গলে গেল। সে কান্না করতে করতে তাওবা করে নিল। মদ এবং অন্যান্য কোন গুনাহ্ আর কখনও করবে না মর্মে সংকল্প করল। ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আদর করে তার মাথায় চুমু খেলেন। তাকে খুবই সমাদর করলেন। সে খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল। সে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাহচর্যে থেকে গেল। পরে সে হাদীস লেখার দায়িত্ব পেল।” (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা)

হে ফালাহ্ ও কামরানী নরমি ও আসানী মে হার বানা কাম বিগড় জাতা হে না দানী মে।
ডুব সাকতি হি নেহি মওজোঁ কি তুগয়ানি মে জিস কি কাশ্‌তি হো মুহাম্মদ কি নিগাহ্‌বানী মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমি তাকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ্ হতে নিজেকে ছাড়াবার জন্য, নিয়মিত নামাযের মন মানসিকতা সৃষ্টি করার জন্য, **মক্কী মাদানী নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে আপন করে নেবার জন্য, অন্তরে নবীপ্রেমের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য, জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান করে নেবার জন্য এবং জাহান্নামের আযাব থেকে নিজেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাতেভরা **মাদানী কাফেলা**র সাথে সফর করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন। আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি মাদানী বাহার পেশ করা হচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জনৈক মুবাল্লিগের বক্তব্যের সারমর্ম শুনুন। তিনি বলছেন: মাদানী কাফেলায় সফর করার সময় এক মসজিদে জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নাতেভরা বয়ান করার সুযোগ হয় আমার। বয়ানের শেষ পর্যায়ে মসজিদে উপস্থিত ইসলামী ভাইদেরকে উনাদের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের রূহানী চিকিৎসা কল্পে **‘তাবীজাতে আত্তারিয়া’** সংগ্রহ করে নেবার জন্য প্রস্তাব দিলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আছর নামাযের সময় এক ভদ্রলোক আমার নিকট এসে নিজের সমস্যাগুলো প্রায় এভাবেই বললেন: কিছু দিন পূর্বে রোজগারের উদ্দেশ্যে আমি পাকিস্তানের বাইরে চলে গেলাম। সেখানে গিয়েই আমি চুরি, ডাকাতি, রাহাজানিজনিত অপরাধসহ বিভিন্ন দুষ্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে যাই। এদিকে পাকিস্তানে আমি অবস্থান না করার সুবাদে এমন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল যে, কেউ আমার বাচ্চার মাকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ লেপন করে। ফলশ্রুতিতে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আমি যখন এ খবর জানতে পারলাম আঘাত সহ্য করতে না পেরে সাথে সাথে পাগলের মত হয়ে আমি পাকিস্তানে আমার গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। নফস শয়তানের প্ররোচনায় আমি আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ লেপনকারীকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা পোষণ করি। এ কাজের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রীও প্রস্তুত করে নিই। কিন্তু এই মসজিদে জুমার নামায আদায় করার সাথে সাথে আপনার বয়ান শোনার সুযোগ হয় আমার। বয়ানের শেষে বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আপনি যে **‘তাবীজাতে আত্তারিয়া’** সংগ্রহ করার পরামর্শ দিয়েছেন তাতেই আমি আশায় বুক বাঁধলাম। আপনার বয়ান শুনে আমার গুনাহ্ করার মনোভাব দোদুল্যমান হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, এমন কোন উপায়ের আশায় আমি আপনার কাছে আমার সমস্যার কথাটি বলব, যেন সাপও মরে লাটিও না ভাঙ্গে। তার কথাগুলো শুনেই আমি তো বেশ ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু পরে **আল্লাহ্ তার রাসুলকে** স্মরণ করে এই সুবাদে তাকে কোন একটা সমাধান দেবার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সুন্নাতেভরা লিখিত বয়ানের তিনটি পুস্তক **‘রাগের চিকিৎসা’**, **‘মাফ করার ফজীলত’** এবং **‘আত্যহত্যার চিকিৎসা’** থেকে নির্দেশনা দিতে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত তাঁর উপর **ইনফিরাদী কৌশিশ** করতে থাকি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ! অবশেষে সেই ইসলামী ভাইটি তার বিপজ্জনক ইচ্ছা বাদ দিয়ে দিল। আর এভাবেই দুইটি মূল্যবান জীবন ধ্বংস হওয়ার মুখ থেকে রক্ষা পেল। তিনি অশ্রুবিগলিত চোখে তাওবা করে নিলেন। ঘরের নাবালেগ শিশুসহ সবাই হুজুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরিদ হয়ে গেলেন। ঘরের হিফাজতের জন্য এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি ‘তাবিজাতে আত্তারিয়া’ও সংগ্রহ করে নিলেন। আমি যখন তাঁকে **মাদানী কাফেলায়** সফর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলাম, তখন তিনি অশ্রুসজল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে বললেন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ , এখন থেকে আমার এ জীবন তো **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশেই কাটবে।

এয় ইসলামী ভায়ি না করনা লড়াই কেহ্ হো জায়েগা বদনুমা মাদানী মাহল।
সানুর জায়েগি আখেরাত اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তুম আপনায়ে রাক্ষো সদা মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

মুবাল্লিগরা জুমার দিন বয়ান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহার থেকে জুমায় সুন্নাতেভরা বয়ান করার বরকত বুঝা গেল। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারদের উচিত যেখানে যেখানে সম্ভব জুমায় আজ এই বিষয়ে পরবর্তীতে ঐ বিষয়ে মুবাল্লিগদের সুন্নাতেভরা বয়ানের ব্যবস্থা করা। কেননা; জুমার নামাযে আসা এমন অনেক মুসল্লি রয়েছেন যাঁরা সাধারণত: কোন ইজতিমাতেই যোগদান করেন না। এভাবে এমন সব লোকদের প্রতিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা পৌঁছে যাবে, অনেক অনেক সৌভাগ্যশালী লোকের অন্তরে পরিবর্তন এসে যাবে, গুনাহ্ হতে তাওবা করে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ পাঞ্জেগানা নামাযী হয়ে যাবে এবং তাদের উপর আপনাদের আরও জোরদার **ইন্‌ফিরাদি কৌশিশ** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির বানিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে সুন্নাতের অনুসারী বানাতে পারে। যেমন; এখনই আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, সামাজিক ভাবে বিপথগামী জীবন থেকে ফিরে আসা লোকটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের সুন্নাতেভরা বয়ান ও **ইনফিরাদি কৌশিশে**র বদৌলতে মুসলমানকে হত্যা করার মানসিকতা ও আত্মহত্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তাওবা করে নিলেন।

প্রতি দুই মিনিটে তিনটি আত্মহত্যা

আফসোস! বর্তমানে আত্মহত্যার ঘটনা খুবই সাধারণ হয়ে গেছে। এর একটি বড় কারণ হল দ্বীনের ইলম না থাকা। দাঁড়ি শেভ করা লোক, উচ্ছল মডার্ন ক্লিনশেভড ছেলেপেলে, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা বেপর্দা ফ্যাশন্যাবল মহিলাদের মাঝেই আত্মহত্যার প্রবণতা অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। আপনি হয়ত কখনও শুনেননি যে, কোন তালেবে ইলম, কোন আলেম, কোন মুফতি কিংবা শরীয়াতের অনুসারী পর্দানশীন কোন নেক্‌কার মহিলা আত্মহত্যা করেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বয়ানাতে আত্তারিয়া'র ২য় খন্ডের ৪০৪ থেকে ৪০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, গুনাহের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ও আখিরাতের বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞতার নির্মম পরিহাস যে, পাকিস্তানে আত্মহত্যার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংবাদ পত্রের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তানে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে ৬৮টি। যাতে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে বাবুল মদীনা করাচী। দ্বিতীয় স্থানে আছে মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান। রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একটি করে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

আত্মহত্যার মাধ্যমে কি জীবন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

আত্মহত্যাকারী হয়ত এই মনে করে যে, তারা জীবন থেকে রক্ষাই পেয়ে যাবে। অথচ এতে করে জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার পরিবর্তে তারা বরং **আল্লাহ্** রাব্বুল ইজ্জতের অসন্তুষ্টিতে নিতান্ত মন্দভাবেই ফেঁসে যায়। **আল্লাহ্**র কসম! আত্মহত্যার শাস্তি বরদাশত করা যাবে না।

আগুনে শাস্তি

হাদীস শরীফে রয়েছে, "যে ব্যক্তি যে জিনিস ব্যবহার করে আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের আগুনে সেই জিনিস দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে।"

(সহীহ্ বোখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৫২)

একই হাতিয়ার দিয়ে শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ছাবেত বিন দ্বাহ্হাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত: **নবীয়ে পাক, ছাহেবে লাওলাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি লৌহ জাতীয় হাতিয়ার দিয়ে আত্মহত্যা করল, তাকে জাহান্নামের আগুনে সেই হাতিয়ার দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে।"

(সহীহ্ বোখারী, ১ম খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৬৩)

শ্বাসরুদ্ধ করার শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামে নিজের শ্বাসরুদ্ধ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে বল্লম মারল, সে জাহান্নামের আগুনে নিজেকে বল্লম মারতে থাকবে।" (সহীহ্ বোখারী, ১ম খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস : ১৩৬৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

শূণ্য থলে

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেন: "যে অন্তর সৎকাজকে সৎকাজ মনে করে না এবং অসৎকাজকে অসৎকাজ হিসাবে মেনে নেয় না, তবে তার উপরের অংশকে এমনভাবে নিচের দিকে করে দেওয়া হবে যেমনিভাবে একটি থলেকে উল্টে দেওয়া হয়, আর থলের সব জিনিস বের হয়ে পড়ে।"

(মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৮ম খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

অন্তর ‘অন্ধ’ ও ‘অধোমুখী’ হওয়ার মর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই এতে রয়েছে ধ্বংস আর অধঃপতন, যে মানুষের অন্তর যখন সৎকাজকে সৎ হিসাবে এবং অসৎকাজকে অসৎ হিসাবে মানতেই অস্বীকার করে। আমাদের উচিত, গুনাহের কাজ হতে নিজেকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখা এবং **আল্লাহ্**র নিকট কলবে সলীম বা বিশুদ্ধ অন্তর কামনা করা। নচেৎ আপনারা তো এখনই অন্তরের অধঃপতন সম্পর্কিত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইরশাদ লক্ষ্য করেছেন। মনে রাখবেন! বেশি বেশি গুনাহ্ করার কারণে প্রথমে অন্তর ‘অন্ধ’ হয়ে যায়, পরে তা ‘অধোমুখী’ বা উল্টা হয়ে যায়, যা আখিরাতের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক। যেমন: **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘মালফুজাতে আ’লা হযরত’ কিতাবের ৪০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, আলাদা আলাদা তিনটি জিনিস: নফস, রূহ ও কলব (বা অন্তর)। রূহকে মনে করা যায় একটি বাদশাহ্। নফস ও কলব তার দুই মন্ত্রী। নফস তাকে সর্বদা অসৎ ও মন্দের দিকে ধাবিত করে। অপর দিকে কলব, যতক্ষণ সে পবিত্র থাকে সৎ ও ভালর দিকে আহ্বান করে আর مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্**রই পানাহ অধিকহারে গুনাহ্ করা এবং বিশেষকরে অধিকহারে বিদআত (সায়্যিআহ) করার কারণে (কলবকে) অন্ধ করে দেয়া হয়। এখন তার মাঝে আর মহা সত্যকে দেখার, জানার, অনুধাবন করার কোন যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু তারপরও অবশ্য মহা সত্যকে শোনার যোগ্যতা তার থাকে। এর পরের স্তরে তাকে ‘উল্টিয়ে’ দেওয়া হয় (**আল্লাহ্**র পানাহ)। এখন সে আর না মহাসত্য শুনতে পারে, না দেখতে পারে। সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। (আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আরও বলেন:) কলব (অর্থাৎ অন্তর) বাস্তবে সেই مضغة বা মাংস-পিন্ডের নাম নয়, বরং তা হল এক لَطِيفَه غَيْبِيَّة বা অদৃশ্য লতীফা, যার কেন্দ্র হচ্ছে এই مضغة বা মাংস-পিন্ড, যার অবস্থান স্থুল বক্ষের বাম পাশে। অপর দিকে নফসের কেন্দ্র হচ্ছে নাভীর নিচে। এই কারণেই শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীরা নামাযে বক্ষের উপর হাত বেঁধে থাকেন, যাতে করে নফস হতে যেসব ওয়াসাওয়াসা সৃষ্টি হয়ে থাকে তা যেন কলব পর্যন্ত না পৌঁছাতে পারে, আর হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা বেঁধে থাকেন নাভীর নিচে।

তৌফিক নেকিয়ো কি এয় রব্বে করীম দে
বদিয়ো সে বাচনে ওয়ালা তো কলবে সলীম দে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ক্ষমা মিলবে না?

হযরত সায়্যিদুনা আবু দরদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, “তোমরা নেকীর দাওয়াত দিতে থাকবে আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে। না হয় তোমাদের উপর এমন অত্যাচারী শাসক বসিয়ে দেওয়া হবে, যে তোমাদের মধ্যে ছোটদের দয়া করবে না। এদিকে তোমাদের নেক্কার লোকেরা দো'আ করবে, কিন্তু তাদের দো'আগুলো কবুল হবে না। তারা ক্ষমা চাইবে, কিন্তু তাদের ক্ষমা মিলবে না।” (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর, নচেৎ ...

মুসলিম বিশ্বের খলীফা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেন: ‘হে লোকেরা! তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাকো :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

(পারা: ৭, সূরা: আল মায়িদা, আয়াত: ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই চিন্তা-ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।”

(অর্থাৎ তোমরা এ আয়াতটি দ্বারা এটাই বুঝে থাকবে, আমরা যেহেতু হিদায়তের রাস্তায় রয়েছি, সেহেতু পথভ্রষ্টদের ভ্রষ্টামি আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। তাই কোন পথভ্রষ্টকে নিষেধ করার প্রয়োজন আমাদের নেই।) আমি **মাদানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এ কথা বলতে শুনেছি: “কোন মানুষ যদি অসৎ কিছু লক্ষ্য করে আর তাকে নিষেধ না করে তাহলে অচিরেই **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের সবাইকে শাস্তিতে নিমজ্জিত করবেন।” (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০০৫) উক্ত হাদীসটির টীকায় ‘মিরআতুল মানাজীহ্’ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, পবিত্র কুরআনের এই আয়াত: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই চিন্তা ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।”

আয়াতটি দ্বারা কিছু কিছু মানুষ মনে করে থাকে যে, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَ نَهِىٌ عَنِ الْمُنْكَر বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। বরং মানুষের নিজেকে সংশোধন করাই আবশ্যক। অন্যের গুনাহ্ কিংবা অপরাধ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই ভুলটিকে ভাংতে গিয়ে **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর বরাত দিয়ে ইরশাদ করেন যে: “মানুষ যখন কোন অসৎকাজ দেখে আর নিষেধ না করে, তাহলে তারা সবাই **আল্লাহ্**র শাস্তিতে পড়বে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

অপর রিওয়ায়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এই নিষেধ করার সম্পর্ক ক্ষমতার সাথে। অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অসৎকাজটিতে বাধা না দেয়, তাহলে সেও শাস্তির শিকার হবে।" (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত আয়াত শরীফটির টীকায় সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: মুসলমানরা কাফেরদের বঞ্চিত হওয়ায় আফসোস করতেন, আর দুঃখ বোধ করতেন যে, কাফেররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে ইসলামের দৌলত হতে বঞ্চিত রয়েছে। **আল্লাহ্ তা'আলা** সেসব মুসলমানদেরকে শান্ত্বনার বাণী শোনেই যে, তাতে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই। তোমরা اَمْرٌ بِالْمَعْرُوف وَ نَہیٌ عَنِ الْمُنْكَر বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার ফরয কাজটি আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছ। তোমরা তোমাদের সৎকাজের প্রতিদান অবশ্যই পাবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেছেন: আয়াতটিতে اَمْرٌ بِالْمَعْرُوف وَ نَہیٌ عَنِ الْمُنْكَر বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া যে আবশ্যক সে বিষয়ে অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা, নিজেকে নিয়ে ভাবার মর্ম এই যে, একে অন্যের খোঁজ-খবর নিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে।

স্ত্রীর ইনফিরাদী কৌশিশে মাদানী পরিবেশ মিলে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মাদানী উদ্দেশ্য হচ্ছে **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে' اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।"** এই মাদানী লক্ষ্য অর্জনে আমাদের নিজেদের সংশোধনের পাশাপাশি অন্যান্যদের সংশোধন করারও চেষ্টা করতে হবে। অতএব, ঈমানের হিফাজতের চেষ্টা বৃদ্ধির, মুসলমানদের হৃদয়ে হৃদয়ে নবীপ্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত করার, চারিদিকে সুন্নাতের জয়গান গাইয়ে দেওয়ার এবং সৎ হওয়ার মাদানী প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থাকুন। প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতেভরা সফর সহ **মাদানী ইনআমাত** অনুযায়ী আমল করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আসুন, আপনাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার শুনাই। মসকটের (ওমান) এক ইসলামী ভাইয়ের দেওয়া বক্তব্যটি সংক্ষেপে বলছি। কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি ছিলাম ফ্যাশন-পূজারী দাঁড়ি মুন্ডানো এক যুবক। আমার পছন্দের পোশাক ছিল প্যান্ট-শার্ট। নাউযুবিল্লাহ্ দ্বীনের আমলের প্রতি বিশেষ কোন ঝোঁকই ছিল না আমার। ব্যাস্, আমি সর্বদা থাকতাম পার্থিব আনন্দ-ফুর্তিতে মগ্ন। আখিরাত সুন্দর করার মত কোন আমল করার না ছিল কোন মানসিকতা, না ছিল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির মনোভাব।

অবশেষে আমার মত গুনাহ্গারের উপরও বর্ষিত হল দয়াময় প্রতিপালকের রহমতের বারিধারা। আমার গুনাহে ভরা নাপাক অবয়বটি যেন পাক পবিত্র হয়ে যাওয়ার কোন উপায় পেয়ে গেল। ব্যাপারটি প্রায় এ রকমই ছিল; আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হল যে, আমি যেন এমন কোন সাহচর্য লাভ করি যার বদৌলতে আমি আমার ঈমানকে হিফাজত করতে পারব। অতএব, সৎসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন সময়ে দ্বীনি মাহফিলগুলোতে যোগ দান করতে থাকি। কিন্তু কোথাও সত্যিকার অর্থে মনের শান্ত্বনা পেলাম না। জীবন আমার কাটতে লাগল এক ধরনের অনিশ্চয়তায়। এরই মাঝে আমি যুগল জীবনে পদার্পন করি। আমার সৌভাগ্য এমন ছিল যে, আমার জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুগন্ধিময় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। তার **ইনফিরাদী কৌশিশে** **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে আমার সম্পৃক্ততার কারণ হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, মাদানী পরিবেশের বরকতে কেবল গুনাহ্ থেকে তাওবা করার সৌভাগ্যই অর্জিত হয়নি বরং এটি লেখা পর্যন্ত আমি বর্তমানে শহর মুশাওয়ারাত এর একজন খাদিম হিসেবে মাদানী দায়িত্ব (যিম্মাদারী) পালনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবেও নিয়োজিত আছি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নম্রতা ও ভালবাসাই হল মাদানী হাতিয়ার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী বাহারটি থেকে এও শিক্ষা পাওয়া গেল যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে যে কোন একজন যদি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যেন **ইনফিরাদী কৌশিশে**র মাধ্যমে অন্য জনকেও মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এ কাজের জন্য অত্যন্ত কার্যকর মাদানী হাতিয়ার হল নম্রতা ও সম্প্রীতি। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত কোন পুরুষ বা মহিলা যদি খিটখিটে মেজাজের, রগ চটা স্বভাবের ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে সাফল্য আক্বা করা দুরূহ ব্যপার। অতএব আপনার চরিত্রকে সংশোধন করে নিন, আর এমনিভাবে যার মাথায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের ধ্যান ঢুকেছে তার চাই ঠান্ডা মেজাজী প্রকৃতির লোক। কেননা, অযথা কঠোরতা প্রদর্শনে লক্ষ্য অর্জিত হতে হতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

বিয়ে করার ফজিলতের উপর ৪ টি হাদীস মোবারক

বর্ণিত মাদানী বাহারটিতে উল্লেখিত ইসলামী ভাইটির মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার কারণ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বিয়েই ছিল। বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকেই নতুনভাবে পরিচিতি লাভ করে থাকে এবং জীবনের একটি অধ্যায়ে এসে প্রায় সবাইকেই বিয়ে করতে হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

এরই আলোকে **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার লক্ষ্যে কিছু মাদানী ফুল আপনাদের খেদমতে পেশ করছি গ্রহণ পূর্বক আপনাদের মাদানী পুষ্পাধারে সাজিয়ে নিন। إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জগতে বরকত লাভ করবেন। আফসোসের বিষয়! বর্তমানে বেশির ভাগ লোকই কেবল শারীরিক সৌন্দর্য, ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে বিয়ে করে থাকে। এ ধরনের বিয়ে-শাদী অনেক ক্ষেত্রে ঘর-ভাঙ্গায় রূপ নিতে দেখা যায়। অতএব বিয়ে-শাদীতে চাল-চলন ও চারিত্রের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আসুন, সৌভাগ্য অর্জনের জন্য বিয়ে-শাদীর ফযীলত সম্বলিত **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি মোবারক বাণী শুনুন।

(১) "যে ব্যক্তি আমার তরিকাকে ভালবাসে সে আমার সুন্নাতের উপর চলে, আর আমার সুন্নাতগুলোর মধ্যে একটি হল বিয়ে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৪৭৮)

(২) "চারটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোন মহিলাকে বিয়ে করা যায় (অর্থাৎ বিয়ে-শাদীতে এগুলোর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে), ❋ সম্পদ, ❋ বংশ-কৌলিণ্য, ❋ সৌন্দর্য এবং ❋ দ্বীনদারি। তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিবে।" (বোখারী, ৩য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০৯০)

(৩)"তোমাদের কেউ যখন বিয়ে করে তখন শয়তান বলে, হায় হায়! আদম-সন্তানটি আমার কাবু হতে তার দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন সুরক্ষিত করে নিল।"

(আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ১ খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২২২)

(৪) "যে ব্যক্তি এতটুকু সম্পদের মালিক যে, বিয়ে করতে পারে। কিন্তু বিয়ে করল না, সে আমার দলভূক্ত নয়।"[১] (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৩য় খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

---

[১] (১) নীতি রক্ষার প্রেক্ষিতে, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণহীন কামভাবের আধিক্য না থাকলে, আর পুরুষত্বহীন না হলে এবং দেন-মোহর আদায়ে সক্ষম হলে ও খোরপোষ দিতে পারলে বিয়ে করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। বিয়ে না করলে গুনাহ্ হবে। আর যদি হারাম থেকে বেঁচে থাকা, সুন্নাতের অনুসরণ করা, শরীয়াতের নির্দেশ পালন কিংবা সন্তান লাভ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সাওয়াবও পাবে। আর যদি কেবল স্বাদ গ্রহণ কিংবা কামভাব চরিতার্থ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সাওয়াব পাবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা) (২) কামভাবের অধিক্য এমনই যে, বিয়ে না করে থাকলে নাঊযুবিল্লাহ্ যেনা ইত্যাদি অপকর্মের আশঙ্কা রয়েছে এবং তার নিকট দেন-মোহর সহ খোর-পোষ দেবার ক্ষমতাও রয়েছে, তাহলে বিয়ে করা ওয়াজিব। অনুরূপ কোন মেয়ে লোকের দিকে দৃষ্টি পড়লে যদি দৃষ্টি হটাতে না পারে কিংবা নাঊযুবিল্লাহ্ হস্তমৈথুন করতে হয়, তাহলেও বিয়ে করা ওয়াজিব। (আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান 'ফাতাওয়ায়ে রযবীয়ার' ২২তম খন্ডের ২০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: এ কাজটি নাপাক, হারাম ও নাজায়েয। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে: "হস্তমৈথুন কারীর উপর **আল্লাহ্ তা'আলার** অভিশাপ রয়েছে।" (আমালী ইবনে বুশরান, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭৭। হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ্, ৯৬তম খন্ড) আ'লা হযরত ২৪৪ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন: হাশরের দিন এমন সব লোকদের হাতের পাঞ্জা অন্তঃসত্তা হয়ে উঠবে। যে কারণে সেই মহা জনসমুদ্রে লোকটির লাঞ্চনা হবে।) (৩) যদি নিশ্চিত হয় যে, বিয়ে না করলে অবশ্যই সে যেনা করবে, এ ক্ষেত্রে বিয়ে করা ফরজ। (দুররে মুখতার, ৪র্থ খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বিয়ে সম্পর্কে সিদ্দীকে আকবরের বাণী

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেছেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** যিনি তোমাদেরকে বিয়ে করার আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তা পালন করো। তিনি যে ঐশ্বর্যশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি পূরণ করবেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** বলেন:

اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِہِمُ اللّٰہُ مِنۡ فَضۡلِہٖ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে **আল্লাহ্** তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন আপন অনুগ্রহ থেকে।"

(পারা: ১৮, সূরা: আন নূর, আয়াত: ৩২)

(তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৮ম খন্ড, ২৫৮২ পৃষ্ঠা)

বর্ণনায় উল্লেখিত আয়াতটির টীকায় হযরত সদরুল আফাজিল সায়্যিদুনা মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খাযায়িনুল ইরফানে লিখেছেন: অভাবমুক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য তৃপ্তিবোধ। কারণ এই তৃপ্তিবোধই উত্তম অভাবমুক্ততা, যা পরিতৃপ্ত ব্যক্তিকে চিন্তা ভাবনা ও দ্বিধা-সংশয় থেকে মুক্ত রাখে। অথবা অভাবমুক্ততা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যথেষ্টবোধ, যেমন; 'এক জনের খাবার দুই জনের জন্য যথেষ্ট' যা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের রিযিক এক সাথে জুটে যাওয়া। কিংবা বিয়ে করার বরকতে স্বচ্ছলতা আসা। যেরূপ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত আছে:

গোত্রসহ মুসলমান হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর সাথে **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করতে বের হলেন। তাঁরা উভয়ে 'বনু যুফর' গোত্রের বাগানে 'মারাক' নামিয় কূপের পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন। বনু আসলাম গোত্রের লোকজন তাঁদের আশ-পাশে জড়ো হয়ে গেল। তাদের সর্দার ছিলেন সাআদ বিন মুয়াজ এবং উসাইদ বিন হুজাইর, যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত সাআদ বিন মুয়াজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর খালাত ভাই ছিলেন। সাআদ বিন মুয়াজ উসাইদ বিন হুজাইরকে পাঠিয়ে বললেন, যাও ঐ দুই মুবাল্লিগকে রুখে দাও। এরা আমাদের দুর্বল লোকজনকে (নাউযুবিল্লাহ্) পটাবার জন্য এসেছে। অতএব উসাইদ বিন হুজাইর হাতে বল্লম তুলে নিয়ে তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। এসেই তাদেরকে গাল-মন্দ করতে আরম্ভ করে দিলেন। তাদের হুমকি দিলেন, তোমরা যদি প্রাণে বাঁচার ইচ্ছা রাখ, তাহলে এখান থেকে চলে যাও। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে নিতান্তই নম্রতা ও মিষ্টি ভাষায় বললেন: একটু বসে কথাগুলো তো অন্ততঃ শুনতে পারেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মনপুত হলে মানবেন আর ভাল না লাগলে আমরা আপনাকে কোন রূপ বাধ্য তো করবোই না। উসাইদ বিন হুজাইরের কাছে তাদের মিষ্টি ভাষার কথাগুলো খুব ভাল লাগল। হাতের বল্লমটি মাটিতে গেঁথে রেখে তাদের নিকট বসে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে মাদানী ফুল নিবেদন করলেন। কুরআন শরীফ পাঠ করে শুনালেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর অন্তরে মাদানী পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। মুসলমান হওয়ার পরে তিনি বললেন: আমার পেছনে সাআদ বিন মুয়াজ রয়েছে। সে যদি আপনাদের কথা মেনে নেয় তাহলে আমাদের গোত্রশুদ্ধ আপনাদের কথা মেনে নেবে। আমি তাকে এক্ষুণি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ কথা বলে তিনি সোজা গিয়ে সাআদ বিন মুয়াজের নিকট পৌঁছালেন। তাকে এই দুই জন মুবাল্লিগের নিকট আসার জন্য রাজি করালেন। সাআদ বিন মুয়াজ আসার সাথে সাথেই তাঁরা দুই জনকে গালমন্দ দিতে আরম্ভ করে দিল। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে নম্র ও মিষ্টি ভাষায় তাকেও **নেকীর দাওয়াত** শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তাতে তিনি হাতের বল্লমটি মাটিতে গেঁথে রেখে তাঁদের পাশে বসে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁকেও ইসলামের সৌন্দর্যমন্ডিত মাদানী ফুল উপহার দেন। আর 'সূরা যুখরুফের' প্রাথমিক কতিপয় আয়াত তাঁকে পাঠ করে শোনালেন। কুরআন শরীফের আয়াতগুলো তীর হয়ে তাঁর অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ হল। ফলে তিনিও ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন মুয়াজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ স্বীয় গোত্রের নিকট ফিরে গেলেন। তিনি তাদের বললেন: তোমরা আমাকে কী মনে কর? সকলে সমস্বরে বলল: আপনি হলেন আমাদের সর্দার। আপনার মতামত বিশুদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন মুয়াজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তখন বললেন: তাহলে ব্যস, তোমরা যে পর্যন্ত **আল্লাহ্** ও তাঁর **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনবে না, সে পর্যন্ত তোমাদের কোন নারী-পুরুষের সাথে আমার কথা-বার্তা বলা হারাম। বর্ণনাকারী বলছেন: **আল্লাহ্**র কসম, তখনও সন্ধ্যা হয়নি, এরই মধ্যে সেই গোত্রের সকল নারী-পুরুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, ৫২৭ - ৫২৯ পৃষ্ঠা) **তাঁদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!!

সারা কাবীলা ঈমান লায়া মিঠে বোল কি বারাকাত সে
বনতে কাম বিগড় জাতে হে সুন লো বে জা শিদ্দত সে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রভাবশালীদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের সাহাবায়ে কিরামগণ কীভাবে যে প্রাণ হাতে নিয়ে নেকীর দাওয়াত দিতেন। কাহিনীটি থেকে এই শিক্ষাও মিলল যে, নেতৃত্বস্থানীয় V.I.P লোকদের **ইনফিরাদী কৌশিশ** করার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ফলাফল আক্বা করা যায়। যেমনিভাবে বনি আসলাম গোত্রের দুই সর্দারের উদ্দেশ্যে যখন **ইনফিরাদী কৌশিশ** করা হয় তখন তাঁরা উভয়ে নেকীর দাওয়াত গ্রহণপূর্বক ইসলামের ছায়াতলে চলে আসার পাশাপাশি তাঁদের সারা গোত্রকেই মুসলমান বানিয়ে নিলেন। এ কথা মনে রাখবেন যে, পার্থিব জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সম্মান দেখিয়ে তাদের কারো কারো বড় বড় কথা ও কৃতিত্ব স্বয়ং তাদেরই মুখে শুনে বাহ্বা দিয়ে তাদের কথায় হাঁ সূচক সুর মিলিয়ে ফিরে আসা কোন মুবাল্লিগের কাজ হতে পারে না। সফল মুবাল্লিগ তিনিই যিনি বড় বড় পার্থিব ব্যক্তিত্বশীল লোক যেমন মন্ত্রী, প্রশাসক, অফিসার ইত্যাদির প্রতিপত্তিতে বিচলিত হন না। তাঁর পক্ষ থেকে এই-সেই দুনিয়াবী কোন কথাবার্তা সাময়িক ভাবে হয়ে গেলেও কিন্তু মোকাবেলায় তাকে নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল নিবেদনের মাধ্যমে উর্ধ্বে থাকবেন। **আল্লাহ্** না করুন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি নিজের কোন প্রশংসার কাহিনী শোনায় কখনও তার সাথে হাঁ মিলাবেন না। সম্ভব হলে তাকে সংশোধন করবেন। সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে কথার সুর পাল্টাবার চেষ্টা করবেন। তাকে নামাযের কথা বলবেন, সুন্নাতেভরা আমলের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করবেন। তাকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে, সম্মান ও লাঞ্ছনার মালিক একমাত্র **আল্লাহ্ তা'আলা**। আপনি আপনার পদে সব জায়েয সুযোগ-সুবিধা গ্রহণপূর্বক ইসলামের খেদমত করুন। কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে সারা জীবন আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যা করা সম্ভব সে তুলনায় আপনি সামান্য উদ্যোগ নিলেই দ্বীনের অনেক অনেক কাজ করতে পারেন। আপনি যদি সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদানের এবং **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতেভরা সফর করার তারিখটি বলে দেন, তাহলে কেবল আপনার নাম শুনে এমনও হতে পারে যে, আরও অনেক ইসলামী ভাই ইজতিমায় যোগ দেবে এবং কাফেলায় সফর করতে আগ্রহী হবে, ইত্যাদি। মুবাল্লিগের উচিত, একবার যদি কোন প্রভাবশালী লোকেকে নিজের করায়ত্বে পেয়ে যান, তাহলে তাকে **মাদানী কাফেলায়** সফরে অভ্যস্ত করানো সহ তার দ্বারা অন্যান্যদেরকেও **মাদানী কাফেলায়** নিয়ে আসার জন্য লোক তৈরি করা পর্যন্ত তার সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখবেন। প্রতিটি ইসলামী ভাইয়ের সাথেও এ ধরনেরই সম্পর্ক করে নেওয়া দরকার। গতানুগতিক ভাবে কেবল হাত মিলিয়ে কিছু কথা-বার্তা বলাকে যথেষ্ট মনে করবেন না। সাবধান, কোন প্রভাবশালী নেতৃত্বস্থানীয় লোক দ্বারা কখনও আপনার ব্যক্তিগত কাজ, উপকারিতা ইত্যাদি আদায় করিয়ে নেবেননা। চাকুরির ব্যবস্থা, ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ কিংবা তার থেকে ঋণ ইত্যাদি গ্রহণ সংক্রান্ত কিছুই করবেননা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

তাছাড়া ইজতিমায় অংশগ্রহণ ও মাদানী কাফেলায় সফর করানোর ব্যাপারে তাঁকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করতে করতে চাঁদা ইত্যাদির কথাও তার সামনে তুলবেননা। এতে করে তিনি মন্দ ধারণা পোষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, সাধারণত: প্রভাবশালী লোকেরা চাঁদা প্রার্থীদের পাশ কেটে চলতে চায়।

'সগে মদীনা' ও প্রভাবশালী ব্যক্তি

একবার সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) দেশের বাইরে কোন এক ঘরে গেলাম। ভারতের কতিপয় মুবাল্লিগ ও কিছু স্থানীয় যিম্মাদারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কিছু প্রভাবশালী নেতৃত্বস্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের আয়োজন ছিল। কয়েক জন যিম্মাদার মুবাল্লিগ, কান্ডজ্ঞানহীন যিম্মাদারের ন্যায় পরিচয় বহন করে এমন কাজ করে যেমন; মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রচারিত সুন্নাতেভরা বিভিন্ন ভিসিডি ক্রয় করে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য বিত্তশালী, প্রভাবশালীদের থেকে কপি সংখ্যা জেনে নিতে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, এতে করে এধরণের প্রভাব প্রতিপত্তি ওয়ালা লোকেরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন। তারা যদি মনে করে, আমাদেরকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে **"ইলিয়াসের"** সাক্ষাতের কথা বলে, এখন তো দেখছি ব্যাপার অন্য রকম! অতএব, আমি মাদানী ফুল পেশ করা শুরু করে দিলাম। তৎক্ষণাৎ ভিসিডির বিষয়টি বন্ধ করার লক্ষ্যে V.I.P লোকদের নিকট আবেদন করলাম, 'এ হল ইসলামী ভাইদের আবেগের প্রবণতা। না হয় আমরা আপনাদের কাছে কোন টাকা-পয়সা চাইতে আসিনি । আমাদের দরকার আপনার মত বান্দার, চাঁদার নয়। আমি আপনার কাছে কেবল আপনাকেই চাই। আপনারা সুন্নাতেভরা ইজিতিমায় আসুন। **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতেভরা সফর করুন।' اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, এতে করে পরবর্তীতে এর অকল্পনীয় প্রতিফলন ঘটল। আর অভাবনীয় কাজ হল।

মাওলা দে হামে হিকমতে আমলী কা খযিনা
হাম আম করে সুন্নাতে ছরকারে মদীনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রভাবশালী লোকদের মাঝে **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার মাদানী কাজ সম্বলিত প্রশ্নোত্তর ধারায় কিছু মাদানী ফুল পেশ করা হচ্ছে। দয়া করে কবুল করে প্রভাবশালীদের মাঝে মাদানী কাজের উৎসাহ জাগিয়ে তুলুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মাদানী কাফেলায় প্রভাবশালীদের থেকে সেবা নেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন: যে সব প্রভাবশালী লোক **মাদানী কাফেলায়** সফর করেন না, তাদের নিকট থেকে **মাদানী কাফেলার** পক্ষে আমরা কীরূপে সেবা নিতে পারি?

উত্তর: **মাদানী কাফেলায়** সফরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন। প্রতিটি যিম্মাদারের উচিত, নিজ নিজ এলাকার সুসম্পর্ক আছে এমন V.I.P লোকদের মন-মানসিকতায় একটু নাড়া দেওয়া। তাদের বলা, মেহেরবানী করে **মাদানী কাফেলার** মুসাফিরদেরকে এবং তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে সাহস জোগানোর ক্ষেত্রে আমাদের আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। যেমন; কোন ইসলামী ভাই ৩০ দিনের **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতেভরা সফরে আছেন, এমন ব্যক্তির ঘরে আপনার এলাকার প্রসিদ্ধ আলেম, ডিএসপি, এসএইচও, এমপি, এমএনএ, মন্ত্রী, মেজর, কর্নেল অথবা সুসম্পর্ক আছে এমন কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা (না পাওয়া গেলে নিম্ন পদস্থ লোক হলেও হোক না কেন) সাথে করে নিয়ে যাবেন। তিনি পরিবার ও পরিজনদেরকে মোবারকবাদ জানাবেন। বলবেন: আপনারা খুবই সৌভাগ্যবান লোক। কেননা, আপনাদের ভাই বা সন্তান বা অমুক ৩০ দিনের জন্য **আল্লাহ্ তা'আলার** রাস্তার মুসাফির হয়েছেন। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণে আপনাদের কোন রকমের অসুবিধা হয়ে থাকলে একটু ধৈর্য ধারণ করুন। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনারা এর উৎকৃষ্ট প্রতিদান পেয়ে যাবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভাবশালী লোকটি যদি আপনার সাথে যাবার জন্য সময় না পেয়ে থাকেন, তাহলে অন্তত পক্ষে তাঁর মাধ্যমে একটি ফোন করিয়ে হলেও উক্ত কথাগুলো বলাবেন। মৌখিকভাবে বলতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে লিখিত ভাবে তাঁকে দিন। তিনি কোনরূপ ব্যবস্থা নেবেন। তাছাড়া সম্ভব হলে যিম্মাদারের ঘরের বয়স্ক কোন ইসলামী বোনও স্বয়ং গিয়ে কিংবা ফোনে **মাদানী কাফেলার** মুসাফিরের ঘরের ইসলামী বোনদের জন্য একইরূপ ব্যবস্থা নিতে পারেন। তাহলে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সব কিছুই মদীনা মদীনা হয়ে যাবে।

যিম্মাদাররাও মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের দেখাশুনা করুন

প্রশ্ন: কেবল প্রভাবশালীদের মাধ্যমেই কি শান্তনা প্রদান করতে হবে?

উত্তর: প্রভাবশালীদের দিয়ে কাজ বেশি হবে। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, আপনার অবর্তমানে যদি কোন মন্ত্রী আপনার ঘরে আসেন, তাহলে আপনার পরিবারে বরং পুরো গ্রামেই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** কী ধরনের ধন্য ধন্য রব পড়ে যাবে! মারকাযি মজলিশে শূরাসহ অপরাপর সকল যিম্মাদারগণ এ ধরনের ব্যবস্থা নিবেন। তাছাড়া যিম্মাদারেরা এই ৩০ দিনের বা তারও বেশি সময়ের বিশেষ করে বিদেশে যারা **মাদানী কাফেলার** সাথে সুন্নাতেভরা সফরে রয়েছেন তাদের সাথে সপ্তাহ্-দশ দিন পর পর এক-আধ বার ফোন করে সালাম-দো'আ ও কুশল বিনিময় করে নিবেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ'দী)

আর সুযোগ বুঝে **ইনফিরাদী কৌশিশে**র মাধ্যমে তাদের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবও করে যাবেন। যেমন; ৩০ দিনের **মাদানী কাফেলা**র মুসাফিরদের বলতে পারেন, যদি কারও কোন হক নষ্ট না হয়ে থাকে এবং কোন গুনাহ্ না করে থাকা যদি সম্ভব হয় তবে ৯২ দিনের আগে ফিরবেন না। কেননা! **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাস্তায় মুসাফিরদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই তো ইবাদত।

মাদানী কাফেলা হতে ফিরে আসা লোকদের উদ্দেশ্যে ‘সংবর্ধনা অনুষ্ঠান’

প্রশ্ন: যে সকল আশিকানে রাসুল **মাদানী কাফেলা** হতে ফিরে আসবেন তাদের সাথে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা যা দ্বারা দ্বীনের আরও বেশি উপকার সাধিত হয়?

উত্তর: কেউ যদি ১২ দিন, ৩০ দিন কিংবা তারও বেশি দিনের সুন্নাতেভরা সফর করে ফিরে আসেন, সম্ভব হলে মহল্লার মসজিদে তাঁদের উদ্দেশ্যে ‘সংবর্ধনা অনুষ্ঠান’ করা যেতে পারে, সুন্নাতেভরা কিছু বয়ান হবে সেখানে সে সব আশিকানে রাসুলদের বেশী করে মোবারকবাদ জানানো হবে, সম্ভব হলে তাঁদেরকে রিসালা ইত্যাদির উপহারও দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে নতুন সফরকারী ইসলামী ভাইয়েরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করবেন। সেখানে তাৎক্ষণিক ভাবে আরও **মাদানী কাফেলা** তৈরি করা যাবে। অতঃপর আশে-পাশের কোন ঘরে বা ইমাম ছাহেবের হুজরায় **‘লঙ্গরে রযবীয়া’** এর মাধ্যমে যদি প্রীতিভোজের ব্যবস্থাও হয়ে যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আমার এই মাদানী প্রস্তাবনা অনুযায়ী যদি উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **মাদানী কাফেলা**র মুসাফিরদের সব ধরনের স্থবিরতা দূর হয়ে যাবে, আর সফরে কারও যদি কোন অশোভন কিছু পরিলক্ষিতও হয়ে থাকে, ঐ অসন্তুষ্টিও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দূরীভূত হবে এবং বারংবার সুন্নাতেভরা সফর করার সাহস মিলবে, আর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চতুর্দিক হতে **মাদানী কাফেলা**র বাহার এসে যাবে। কিন্তু এসব কাজের জন্য কখনও চাঁদার পথ বেছে নেওয়া যাবে না। যা যা করবেন নিজের পকেট থেকেই করবেন। অর্থ যদি না থাকে তাহলে কেবল পানি হলেও পান করানো যেতে পারে। অবশ্য কোন শুভানুধ্যায়ী ইসলামী ভাই যদি সম্ভাষণের জন্য তাঁর ঘরে নিয়ে যান কিংবা খাবার নিয়ে আসেন তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

মাদানী কাফেলায় খেদমত করার হিকমত

প্রশ্ন: আশিকানে রাসুলদের খেদমত করার পিছনে কি কোন কারণ আছে? ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর: আপনি যদি এলাকায় ফিরে আসা **মাদানী কাফেলা**র লোকজনকে ইখলাসের সাথে খেদমতের ব্যবস্থা করে থাকেন, অর্থাৎ তাঁদের ভোজের ব্যবস্থা করেন, তাহলে আপনি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য সাওয়াবের মালিক হবেন। এতে আশিকানে রাসুলরা সন্তুষ্ট হবে। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেছেন: কোন মুসলমানের অন্তরকে সন্তুষ্ট করা ১০০ নফল হজ্বের চেয়েও উত্তম। (কীমিয়ায়ে সাআদত, ২য় খন্ড, ৭৫১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

হতে পারে আপনার অকৃত্রিম সম্ভাষণের কারণে যাদের অন্তর দোদুল্যমান, যারা **মাদানী কাফেলা** বাদ দিয়ে ঘরে চলে যাওয়ার মনোভাব পোষণ করে নিয়েছে তারাও আন্তরিক হয়ে যাবেন। কারও মনে এমন আগ্রহও সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে যে, তৎক্ষণাৎ আবারও সফর করার জন্য উৎসাহী হয়ে যাবে। এ কাজ করার কারণে আপনি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের একজন ত্রাণকর্তা (সাহায্যকারী) হিসাবে পরিগণিত হবেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের ত্রাণকর্তাদের নামে 'জুমা ও দুই ঈদে' কে জানে কত কত ভাষণ ও দো'আ ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। বরং এসব দো'আ তো দ্বীনের বুজুর্গ মনীষীরা শতাব্দীকাল যাবৎ করে আসছেন। এই রকম দো'আ তো আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজেও 'খুতবাতে রযবীয়াতে' সন্নিবেশ করেছেন। দো'আটি শুনুন: اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّم

"অর্থাৎ হে **আল্লাহ্**! যে ব্যক্তি হযরত **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করে তুমিও তাকে সাহায্য কর।"

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **নেকীর দাওয়াত** দানকারী, **মাদানী কাফেলায়** সফরকারী, দরস দাতা ও বক্তা, **ইনফিরাদী কৌশিশ**কারী, আশিকানে রাসুলদের সম্ভাষণকারী, **মাদানী কাফেলার** গরীব মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যকারী সহ অন্য যে কোন ভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্যকারীদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। কেননা, তাঁদের জন্য লক্ষ কোটি বছর ধরে **আল্লাহ্ তা'আলার** নেক বান্দারা দো'আ করে আসছেন। হে দ্বীনে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্যকারীরা! **আল্লাহ্ তা'আলার** সাহায্য যার নসিব হবে, নিঃসন্দেহে সে উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করবে। **আল্লাহ্ তা'আলার** সাহায্যে এমন অনেক বিরাট বিরাট বিপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন যে, আমরা তা বুঝতেও পারব না। খুৎবায় এ দো'আটি ছাড়াও আরও কিছু রয়েছে। তা হল:

وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّم

অর্থাৎ "হে **আল্লাহ্**! যে ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনকে নিঃসঙ্গ ও সাহায্যকারী বিহীন রাখতে চায় তুমি তাকে নিঃসঙ্গ ও সাহায্যকারী বিহীন রাখিও।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভীতিসঙ্কুল বিষয়। যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করা আমাদের উপর ওয়াজিব, সেসব ক্ষেত্রেও **আল্লাহ্** না করুন আমরা যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্যকারী না হয়ে থাকি, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব না তো? **আল্লাহ্ তা'আলা** যাকে সাহায্যই করবেন না, নিঃসন্দেহে সে কোথাও জায়গা পাবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

উক্ত দো'আটিতে আরও সংশ্লিষ্ট রয়েছে, رَبَّنَا يَا مَوْلٰنَا وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! হে আমাদের মওলা! তুমি আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করা থেকে যারা বঞ্চিত তাদের দলভূক্ত করো না।" নামায ও রোযা নিঃসন্দেহে উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। তাই বলে সেগুলো পালন করা মানে **আল্লাহ্** ও তার রাসুলের দ্বীনের সাহায্য করা নয়। আমাদের প্রতেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, আমরা কি নিজেদের পক্ষে দো'আ নিচ্ছি না বদ দো'আ নিচ্ছি? সেসব কাজই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য হিসাবে বিবেচিত হবে যা দিয়ে ইসলাম নামের বৃক্ষটি ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে যাবে। অতএব আপনারা **নেকীর দাওয়াতে**র সাড়া জাগিয়ে তুলুন। **মাদানী কাফেলা**য় সুন্নাতেভরা সফর করুন। নিজেও সুন্নাত শিক্ষা নিন, অন্যকেও শিখান। এভাবে **আল্লাহ্** ও তার রাসুলের দ্বীনের সাহায্য করার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তা'আলার** সাহায্য প্রাপ্তির সুসংবাদ অর্জন করুন। কেননা, তিনি স্বয়ং সেই ওয়াদা করেছেন। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৯৩২ পৃষ্ঠায় ২৬ পারা 'সূরা মুহাম্মদের' সপ্তম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি **আল্লাহ্**র দ্বীনের সাহায্য করো, তাহলে **আল্লাহ্** তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দিবেন।"

আল্লাহ্র সাহায্যের বর্ণনা কী বা করব। সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'খাযায়িনুল ইরফানে' উক্ত আয়াতটির টীকায় লিখেছেন: শত্রুর বিপরীতে সাহায্য করা হবে যুদ্ধে, ইসলামের প্রমাণে ও পুলসিরাতে দৃঢ়তা লাভ হবে দৃঢ়তা। (খাযায়িনুল ইরফান, ৯৩২ পৃষ্ঠা)

লোকজন আমাদের কথা শুনে না!

প্রশ্ন: অনেক মুবাল্লিগ মাদানী কাজে অলসতা করে থাকেন। মুখে বলেন, আমরা অনেক চেষ্টা করি। কিন্তু সফল হতে পারছি না। লোকজন আমাদের কথা শোনেই না। এখন আমরা কীভাবে কাজ করতে পারি?

উত্তর: আমাদের এখানে একটি সাধারণ নিয়ম হয়ে গেছে যে, কোন মাহফিলে যখন লোকজন বেশি দেখে, তখন বলে অনুষ্ঠান খুবই জমেছে। আর যখন লোক সমাগম কম দেখতে পায় বলে অনুষ্ঠান ব্যর্থ। অথবা অন্য ভাবে একই কথা বার বার বলে থাকে। বেশি বেশি যোগ দান করে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করে তুলুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অথচ কোন অনুষ্ঠানের সত্যিকার সফলতা-ব্যর্থতা উপস্থিত লোকজনের কম-বেশির উপর নির্ভর করে না। বরং **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির উপরই নির্ভরশীল। এক দিকে নগণ্য সংখ্যক কিছু খালেস মনের মানুষ অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে জিকির, নাত ও বয়ান করতে ও শুনতে রয়েছেন, অন্য দিকে অনুরূপ বড় বড় দুনিয়াবী প্রভাবশালী লোকজনের উপস্থিতিতে কোন অধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। সাংবাদিক প্রতিনিধি, ক্যামরাম্যানদের জমায়েত এবং অনুষ্ঠানের সাজ-সজ্জা ইত্যাদির আকর্ষণে লোকজনও ভাল জমেছে ভাল। নিঃসন্দেহে সাধারণ লোকজনের মুখে এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটিকেই সফল বলবে। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখলে প্রথমোক্ত নগণ্য সংখ্যক লোকজনের অনুষ্ঠানটিই **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সফলতার সমধিক সম্ভাবনা আক্বা করা যায়। এবার যেসব মুবাল্লিগ ব্যর্থতার অভিযোগ দেখিয়ে অলসতার পথ বেছে নিয়েছেন তাঁদের খেদমতে আবেদন যে, আপনারা সাফল্যের মর্মার্থ যে কী সে সম্পর্কে আদৌ কোন ধারণা রাখেন না। যদি এ কথা মনে করেন যে, জনসমুদ্র সৃষ্টি করাতেই সাফল্য নয় বরং **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি বিধান করাতেই প্রকৃত সাফল্য, তাহলে কখনও তা মনে সহ্য হত না। দ্বিতীয় ভুলটি যা হয়েছে, তাদের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, 'লোকেরা আমাদের কথা মানে না', তাহলে সসম্মানে আবেদন করছি, আপনাদেরকে 'মানাবার' দায়িত্ব কে দিয়েছেন? মনে রাখবেন, নবীগণকেও কখনও 'মানাবার' জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় নি বরং 'পৌঁছিয়ে দেবার জন্য'ই দেওয়া হয়েছিল। সেই পবিত্র আত্মাগণ (নবীগণ) **আল্লাহ্ তা'আলার** বাণী 'পৌঁছিয়ে' দিয়েছিলেন। তাবলিগের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৌঁছিয়ে দেওয়া, 'মানিয়ে নেওয়া' নয়। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উম্মতদের এক মুবাল্লিগের বাণী উদ্ধার করতে গিয়ে ২২ পারার সূরা ইয়াসীনের ১৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "সুস্পষ্ট রূপে পৌঁছেয়ে দেয়া ব্যতীত আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।"

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: কোন কোন নবী এমনও রয়েছেন যাঁদের কথা কেউই মেনে নেয়নি। আবার এমনও আছেন, যাঁদের কথা দুই একজন লোকই মেনেছেন। (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা) এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক নবীই তাবলিগের দায়িত্ব শত ভাগই পালন করেছেন। কোন নবীই অবহেলা বা অলসতা করেননি। ওহে আমার সাদাসিধে মুবাল্লিগগণ! শয়তানের জালে ফাঁসবেন না। আপনাদের এবং আমাদের সকলের সাফল্য লাভের জন্য শর্ত নয় যে, লোক আমাদের কথা মানবে। আমাদের মধ্য থেকে বরং সেই ইসলামী ভাইটিই সফল যে ইখলাস সহকারে নেকীর দাওয়াত দেয়াতে সার্থক।

আমরা **নেকীর দাওয়াত** দিচ্ছি। দাওয়াতের অর্থ 'নিয়ে আসা' নয়, 'আহবান করা'ই। অর্থাৎ আমরা নেকীর কাজে আহবান করি, আমরা মানাবার দায়িত্ব নিই নি বা সে বিষয়ের যিম্মদারও না। এ হল **আল্লাহ্** পাকের বদান্যতার যিম্মাদারিত্বে। তিনি যাকে চান আমাদের দাওয়াত কবুল করার তৌফিক দেবেন। হ্যাঁ, একটি মাদানী ফুল এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন মুসলমান ধাবিত না হয়, তাহলে তাকে নাউযু বিল্লাহ্! পাষাণ-হৃদয়, গাদ্দার ইত্যাদি বলে গীবত এমনকি অপবাদ দেওয়া থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে, বের হয়েছি মুস্তাহাব কাজের জন্য আর কবীরা গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে যেন ফিরতে না হয়! وَالْعِيَاذُ بِاللّٰہ تَعَالٰی (অর্থাৎ-**আল্লাহ্ তা'আলা**র পানাহ্)। এসব ক্ষেত্রে নিজের ইখলাসের কমতি এবং দাওয়াতের ধরণে অপরিপক্কতাই মেনে নিতে হবে এবং ভালভাবে তাওবা ও ইস্তিগফার করে **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং সকল আম্বিয়া কিরাম, সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরামের ওসীলা দিয়ে মানুষের সংশোধনের জন্য দো'আ করতে হবে।

বিরোধীদের মধ্যে আমি কিভাবে মাদানী কাজ করব ?

প্রশ্ন: কোন কোন জায়গায় মাদানী কাজ করার মত ব্যক্তি খুবই কম। বিরোধীদের আধিক্য, গালাগালি, শোরগোল ইত্যাদি কাজের আগ্রহকে ব্যাহত করে। কোন উপকারী পরামর্শ দান করুন।

উত্তর: ধৈর্য ও সাহসের সাথে অবিচল থাকুন। নিজের আমল পরিশুদ্ধ করে নিন। সৎ ও নেক লোকদের খোঁজ নিয়ে তাঁদের বরকত অর্জন করুন। সৎ ও নেক লোকদের নৈকট্য নিতান্তই বরকতময় হয়ে থাকে। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا হতে বর্ণিত, **সায়্যিদুস সালেহীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তা'আলা** একজন নেক্কার মুসলমানের বরকতে তাঁর চতুর্দিকের এক'শটি পরিবারের সদস্যের বিপদাপদ দূর করে দেন।” (আল মুজামুল আওসত লিত তাবারানী, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৮০)

'তালুত' ও 'জালুতে'র কুরআনী কাহিনী

বুঝা গেল যে, নেক্কার ব্যক্তির নৈকট্য অর্জন করা উপকারী। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তাঁদের দো'আর বরকতে আপনার এলাকার রূপ বদলে যাবে। তবে এ কথা মনে রাখবেন যে, সাফল্য লোক সংখ্যা কম বা বেশীর উপর নির্ভর করে না; বরং ইখলাস ও লিল্লাহিয়তের (**আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার) উপরই নির্ভরশীল। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতায় সাহস হারাবেন না। পরীক্ষায় ভীত হওয়া কোন পুরুষের কাজ নয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

দেখুন, হযরত সায়্যিদুনা তালুত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ যখন বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের নিয়ে অত্যাচারী বাদশাহ জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হলেন, তখন তাঁর সেনাবাহিনীর উপর এভাবে পরীক্ষা হয়েছিল যে:

قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْٓ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “নিশ্চয় **আল্লাহ্** একটি নদী নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণকারী। অতএব যে ব্যক্তি এর পানি পান করবে, সে আমার নয়, সে ব্যতীত যে ব্যক্তি এক অঞ্জলি নিজ হাতে করে নেবে।”

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আয়াতটির টীকায় খাযায়িনুল ইরফানে লিখেছেন: প্রচন্ড গরমের দিন ছিল। কেবল ৩১৩ জন লোক ধৈর্য ধারণ করে এবং শুধু এক অঞ্জলি পানি নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই এক অঞ্জলি পানিই তাঁদের সকলের জন্য এবং তাঁদের পশুগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এদিকে যারা ধৈর্যহীন হয়ে অতিমাত্রায় পানি পান করেছিল, তাদের ঠোঁট কালো বর্ণ ধারণ করেছিল। তাদের পিপাসা আরও বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। জালুতের বিরাট সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলায় মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান ছিল। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন নিতান্তই অনুগত। তাঁদের সাহস ছিল সুদৃঢ়। নিচের আয়াত শরীফে তাঁদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরা হচ্ছে:

فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۲۴۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “(ধৈর্যহীনরা) বলল, আমাদের আজ জালুত ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার শক্তি নেই। **আল্লাহ্**র সাথে সাক্ষাতের যাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারা (ধৈর্যশীলরা) বলল, **আল্লাহ্**র ইচ্ছায় কত কত ছোট দল যে বড় বড় দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। আর **আল্লাহ্** ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।” (পারা: ২, সূরা: আল বাকারা, আয়াত: ২৪৯)

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পিতা ঈশা তাঁর সকল সন্তান সহ সায়্যিদুনা তালুত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সেনা বাহিনীতে শরিক ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। গায়ের রং হলুদ ছিল আর রোগা ছিলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

আল্লাহ্ তা'আলার শান দেখুন যে, হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام গোছায় করে পাথর নিয়ে জালুত বাদশাহ্র সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গেলেন। সে ছিল বিশালদেহী বীর যোদ্ধা। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে দেখতেই সে ভয় পেয়ে গেল কিন্তু সে কোন রকম নিজেকে সামলিয়ে নিল এবং অহঙ্কারপূর্ণ গালমন্দ করে ভয় দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام গোছা থেকে পাথর নিয়ে তার মাথাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন সাথে সাথে তার মাথার এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং সে মাংসের বৃহদাকার দেহ মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে করতে মরে গেল। **আল্লাহ্ তা'আলা** ৩১৩ জনের এই ছোট্ট দলকে জালুতের বিরাট দলের বিপরীতে শানদার বিজয় দান করেন। সায়্যিদুনা তালুত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিকট নিজের শাহাজাদীকে বিয়ে দিলেন আর তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব দান করে দিলেন। অতঃপর কিছু দিন পর যখন হযরত সায়্যিদুনা তালুত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইন্তেকাল করলেন, তখন সমগ্র রাজ্যেই হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ৮৫, ৮৬ পৃষ্ঠা)

বাদশাহের গুনাহের সমপরিমাণ দোযখে ঢুকবে

জাতীয় স্বার্থে 'ব্যক্তিত্বশীলদের' যেমন: সর্দার, নেতা, অফিসার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে মেলামেশা করা থেকে সকলেরই দূরে থাকা উচিত এবং বিশেষ করে ওলামায়ে কিরামদের তো আরও বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জবল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা নিল এবং দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করল (অর্থাৎ আলেম হল) অতঃপর বাদশাহের দরবারে চাটুকারী এবং সম্পদের লোভে এসে ধর্ণা দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি বাদশাহর গুনাহের সম পরিমাণ দোজখের আগুনে প্রবেশ করবে।"

(আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৩৪)

অত্যাচারীর মুখ দেখলে অন্তর কালো হয়ে যায়

'মুফতিয়ে আযম কি ইস্তিকামত ও কারামত' নামক কিতাবটির ১১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, 'সবয়ে সানাবিল' শরীফে বর্ণিত আছে: সমসাময়িক যুগের হারুনুর রশীদ বাদশাহ্ সূফীকুল-সম্রাট হযরত দাঊদ তাঈ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট সাক্ষাতে মিলিত হবার আবেদন জানালে তিনি সরাসরি অস্বীকার করে দেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বরাত দিয়ে এই রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন : رُؤۡيَةُ وَجۡهِ الظَّالِمِ تُسَوِّدُ الۡقُلُوۡبَ অর্থাৎ-অত্যাচারীর মুখ দেখলে অন্তর কালো হয়ে যায়। (সবয়ে সানাবুল, ৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

ভারতের ‘মুফতিয়ে আযম’ প্রশাসনিক লোকজন থেকে দূরে থাকতেন

তাজেদারে আহলে সুন্নাত, শাহ্‌জাদায়ে আ’লা হযরত, হুযুর মুফতিয়ে আযম, হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মন্ত্রীবর্গ ও প্রশাসনিক মহলের লোকজন থেকে সর্বদা দূরত্ব বজায় রাখতেন। যেমন; কলম-সম্রাট হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: আর এটিও একটি তাঁর দ্বীনি নির্ভরযোগ্যতার অনুপম দৃষ্টান্ত যে, তিনি (ভারতের মুফতিয়ে আযম) বিরানব্বই বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে না দেশের কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির ঘরে পদার্পন করেছেন, না তাঁকে প্রশাসনিক মহলের কারও মহলে দেখা গেছে, বরং অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, রাষ্ট্রের কত বড় বড় নেতৃবর্গ, সমসাময়িক যুগের কত যে রাষ্ট্রপ্রআনাসণ স্বয়ং তাঁর মজলিসে আসার অনুমতি চেয়েছেন, অথচ মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বরাবর এ কথা বলেই তাঁদের সাক্ষাত অস্বীকার করে দেন যে, একজন দরবেশের সাথে বাদশাহ্ আর প্রশাসন-প্রধানদের কী কাজ? (মুফতিয়ে আযম কি ইস্তিকামত ও কারামত, ১১০ পৃষ্ঠা)

করোঁ মদহে আহলে দুয়াল রযা পড়ে ইস ভালা মে মেরী বালা
মে গাদা হু আপনে করীম কা মেরা দ্বীন পারায়ে না’ন নেহী। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আ’লা হযরতের এই পংক্তিটির মর্ম এই যে, হে রযা! আমি কি সম্পদশালীদের, দুনিয়ার বড় বড় নবাবদের ও প্রশাসকদের প্রশংসা ও তোষামোদী করব? না, না। এই আপদে অর্থাৎ দুনিয়াবাজ সম্পদশালীদের তোষামোদী করার মত আপদেই তো আমার আপদ! (অর্থাৎ আমাকে দিয়ে তো এ হতেই পারে না)। ব্যস্, আমি তো একমাত্র আমার **রাসুলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেরই ভিখারী। আমার দ্বীন তো এক টুকরো রুটি নয় (যে, যেদিকে সম্পদ দেখে সেদিকে দৌঁড়ে যাব)!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আব্বাজানের ইনফিরাদি কৌশিশে ঘরে মাদানী পরিবেশ গড়ে ওঠে

কেবল যুবকদের প্রতি কেন নেকীর দাওয়াত দেওয়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে? পরিবারের কর্তা জাতীয় সদস্যদের উপরও এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। যদি গৃহকর্তা চেষ্টা করেন তাহলে ঘরের মধ্যে দ্রুততার সাথে মাদানী পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে এবং সম্পূর্ণ পরিবারে নামায ও সুন্নাতের বাহার এসে যাবে। কথাটির সত্যতা এই মাদানী বাহারটি থেকে যাচাই করা যেতে পারে। যেমন: পাঞ্জাবের কসুর জেলার তাহসীল পাতাও এর এক ইসলামী বোনের বয়ানের সারমর্ম হচ্ছে; সমাজের অন্যান্য ঘরের মত আমাদের ঘরেও টিভিতে ফিল্ম, ড্রামা সহ আরও অনেক গুনাহেভরা অনুষ্ঠান দেখা হত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

এমতাবস্থায় আমাদের ঘরে কীভাবে সুন্নাতেভরা মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে! সৌভাগ্যক্রমে সর্বপ্রথম আমার বড় ভাইজান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। তিনি আমাকে অনেক বুঝাতেন। বার বার **ইনফিরাদি কৌশিশ** করতেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঘরে টিভি রাখার বিষয়েও ভাইজান দ্বিধাদ্বন্ধে থাকতেন, কেননা; ঘরে সুন্নাতেভরা পরিবেশ রক্ষায় এ হল এক বিরাট অন্তরায়, তিনি তা বের করে ফেলতে চাইতেন, কিন্তু কিছু করতে পারতেন না কেননা; ঘরে আব্বাজানেরই হুকুম চলত। একদিন রাতে আমরা ঘরের সবাই টিভিতে নাটক দেখছিলাম, নাটক প্রায় শেষের দিকে, এমন সময় ভাইজান এসে টেপ রেকর্ডে মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রচারিত সুন্নাতেভরা বয়ানের একটি ক্যাসেট লাগিয়ে দিলেন। বয়ানটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল, তাই আমি তা খুবই মন দিয়ে শুনতে লাগলাম। বয়ানে মুবাল্লিগ যখন টিভির ক্ষতিকর দিকগুলো বর্ণনা করেন, আমি তখন আখিরাত ধ্বংস হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে উঠলাম। বিশেষ করে আব্বাজান তো ভয়ে কাঁপতে রইলেন। বয়ান শেষ হলে আব্বাজান বড় গলায় নিজের সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়ে দিলেন: **'এখন থেকে এই ঘরে আর টিভি চলবে না'**। ঘরের সবাই সাথে সাথে ছাদে উঠল, টিভি এ্যান্টেনাটি উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং **ঘর থেকে টিভি বের করে ফেলা হল**। কিছু দিন পর যখন ছোট ভাই আব্বুর কাছে আবার ঘরে টিভি আনার জন্য বললে তখন আব্বাজান রাগান্বিত হয়ে বললেন: **এই ঘরে হয় টিভি থাকবে, না হয় আমি থাকব**। এটা শুনে ভাই চুপ হয়ে গেল। এভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ ফিল্ম-ড্রামা ও গান-বাজনার অপবিত্রতা থেকে ঘর পবিত্র হয়ে গেল এবং ঘরের সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুগন্ধিযুক্ত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল।

তেরা শুকর মওলা দিয়া মাদানী মা'হোল না চুটে কাভী ভি খোদা মাদানী মা'হোল,
সালামত রাহে ইয়া খোদা মাদানী মা'হোল বাচেঁ বদ নজর ছে ছদা মাদানী মা'হোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী চ্যানেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই **'মাদানী বাহার'**টি সম্ভবত ঐ সময়ের, যখন ইসলামী বিশ্বের শতভাগ শরয়ী চ্যানেল অর্থাৎ **'মাদানী চ্যানেল'** চালু হয়নি। টিভির অনৈসলামিক অনুষ্ঠান যেমন; ফিল্ম, ড্রামা, গান-বাজনা, নারীদেহ প্রদর্শন, মিউজিকের ব্যাপকতা, মহিলা ও মিউজিকে ভরা সংবাদ সহ আদর্শ-বিবর্জিত অনুষ্ঠান সমুহে আমি না পূর্বে সন্তুষ্ট ছিলাম না এখন। সুবিবেচক মুসলমান বলতেই জানেন যে, আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ে টিভির ভূমিকা সবচেয়ে বেশী! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগরা টিভির ধ্বংসাত্মকতার বিপরীতে বিশেষ পদক্ষেপও নিয়েছেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

তাতে কিছু কিছু সাফল্যও অবশ্য এসেছে, যার একটি প্রমাণ হল এই **'মাদানী বাহার'**, কিন্তু বর্তমান যুগে হাজারে হয়ত নয় শত নিরানব্বই (৯৯৯) জন মুসলমানই টিভি পাগল হয়ে গেছে আর সিংহভাগ লোকই দুনিয়া-আখিরাতের ভাল-মন্দের তোয়াক্কা না করে টিভির শরীয়াত-বিবর্জিত ও আদর্শ-বর্হিভূত অনুষ্ঠানগুলো দেখতে বিভোর রয়েছে। টিভি দেখাতে উদাস হয়ে ওঠার কারণে শয়তান তাদের কাজকর্মে ধর্মীয় অনুভুতিকে ধুলিস্যাৎ করে শরয়ী হুকুম আহকাম থেকে উদাসিন করে দিচ্ছে। ইবলিশের অপকৌশলে ইসলামের বেশ নিয়ে কিছু লোক ইসলামকে মডার্ন রূপে পেশ করার ঘৃনিত অপচেষ্টা চালাচ্ছে, ইসলামের প্রকৃত রূপ মুসলমানদের হৃদয় থেকে চিরতরে মুছে দেয়ায় ব্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি মসজিদ ইত্যাদিতে টিভির ক্ষতিকর দিকগুলো বয়ানও করে থাকি, কিন্তু সেখানে শ্রোতার সংখ্যাই বা আর কত হয়? কেননা; হয়ত সর্বোচ্চ শতকরা পাঁচ জন লোকই নামায পড়েন, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন ধর্মীয় বয়ান শুনার আগ্রহী। তাছাড়া ইসলামী বোনদের ধর্মীয় বয়ান কে শোনাবে? যদি পুস্তক ইত্যাদি ছাপানো হয়, সেক্ষেত্রেও দ্বীনের বিষয় অধ্যয়নকারীর সংখ্যা হতাশাজনকভাবেই কম! এমন নাজুক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে অনুধাবন করা হয় যে, মুসলমানদের এই সংশোধনের কর্ম-পরিধি কেবল মসজিদ ও ইজতিমাগুলোতে সীমিত রাখা হলে সাধারণ মুসলমানের নিকট আমাদের দুঃখ-ভরা মাদানী বার্তা পৌঁছানো সম্ভবপর হবে না আর এদিকে তাগুতী (খোদাদ্রোহী) পরাশক্তি একতরফা ভাবে তাদের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে গোমরাহ্ করতেই থাকবে। প্রবল ধারণা এটাই যে, মুসলমানদের ঘর থেকে এখন টিভি বের করা কেবল কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভবও। এখন একটি উপায়ই রয়েছে, সাগর হতে যখন বন্যা আসে, তখন সেগুলোকে ক্ষেতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে ক্ষেতও পানি পায় আর এলাকাবাসীদেরকেও ধ্বংস থেকে বাঁচানো যায়। অনুরূপ টিভির মাধ্যমে আসা চরিত্রহীনতার বন্যাকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা নিয়ে **মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঢুকে যেতে হবে টিভির মাধ্যমে** এবং তাদেরকে অলস-নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে হবে, গুনাহ্ ও গোমরাহীর বন্যা থেকে তাদের সাবধান করতে হবে। অতএব যখন জানা গেল যে, ফিল্ম, ড্রামা, গান-বাজনা, মিউজিকের সুর ও নারী-প্রদর্শনী ইত্যাদিকে পদদলিত করে নিজেদের টিভি চ্যানেলে শতকরা একশত ভাগ ইসলামী প্রণালী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরা অনেক কষ্টের বিনিময়ে ২০০৮ সাল মোতাবেক ১৪২৯ হিজরীর রমযান মাসে **মাদানী চ্যানেলে**র মাধ্যমে **নেকীর দাওয়াত** এবং ঘরে ঘরে সুন্নাতের মাদানী বার্তা পেশ করা আরম্ভ করে দেয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপ সহ বিশ্বের অসংখ্য দেশে টিভিতে **মাদানী চ্যানেল** প্রদর্শিত হতে থাকে আর এটি লেখা পর্যন্ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে **মাদানী চ্যানেল** প্রবেশ করে। এভাবে দেড় শয়ের মত দেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পয়গাম পৌঁছে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلّ এর আশ্চর্যজনক মাদানী সুফল আসতে রয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

অবশ্য এর এই বরকতের কথা তো নিশ্চয় শিশুরাও বুঝতে পারছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত **মাদানী চ্যানেল** ঘরে কিংবা অফিসে প্রদর্শিত হতে থাকবে, অন্ততঃপক্ষে সে পর্যন্ত মুসলমানরা অন্য সব গুনাহ্‌ভরা চ্যানেল পরিহার করে চলবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী চ্যানেল** শতকরা শতভাগই ইসলামী চ্যানেল। এতে না রয়েছে মিউজিক, না রয়েছে নারী-প্রদর্শন। এতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এর ব্যয় মুসলমানদের দান (DONATION) থেকে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। **মাদানী চ্যানেলে** কী আছে? এতে রয়েছে ফয়যানে কুরআন, ফয়যানে হাদীস, ফয়যানে আম্বিয়া, ফয়যানে সাহাবা সহ আউলিয়া কিরামদের উপর জ্ঞানগর্ভ ঈমানোদ্দীপক ধারাবাহিক অনুষ্ঠানসমূহ। এতে রয়েছে তিলাওয়াত, নাত, মানকাবাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী সংবাদ আর মাদানী খাঁকা, দো'আ ও মুনাজাতের হৃদয়-গলানো এবং নবীপ্রেমে কান্নাকাটি ও আবেগ-ভরা অনুষ্ঠানও। দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, রূহানী চিকিৎসা, সুন্নাতেভরা মাদানী ফুল এবং উত্তম আখিরাত বানানোর মাদানী বাহারসমূহ। এতে সুন্নাতেভরা ইজতিমা, মাদানী মুযাকারা, মাদানী মুকালামা, ভোরে 'খু'লে আঁখ সাল্লে আলা কেহ্‌তে কেহ্‌তে' ইত্যাদি কতিপয় অনুষ্ঠানও সরাসরি (LIVE) প্রদর্শিত হয়ে থাকে। মোটকথা, **মাদানী চ্যানেল** এমন এক চ্যানেল, যার মাধ্যমে ঘরে বসেই লোকেরা ইলমে দ্বীন শিখতে পারে! **মাদানী চ্যানেল** এর মাদানী বাহারের কথা কী বলব! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী চ্যানেল** দেখে অনেক অমুসলিম ঈমানের দৌলত লাভ করেন। তাছাড়া কে জানে কত 'বেনামাযী' নামাযী হয়ে গেছে। অনেক লোক গুনাহ্ থেকে তাওবা করে সুন্নাতেভরা জীবন গড়া শুরু করে দিয়েছেন। নিচে একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন:

যখন আমার মাদানী চ্যানেল দেখার সৌভাগ্য হল

সর্দারাবাদের (ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম এরূপ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতেভরা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি এক ভবঘুরে ও ঝগড়াটে যুবক ছিলাম। চারিত্রিকভাবে আমি এতই খারাপ ছিলাম যে, কুদৃষ্টি দেওয়াতে আমার কোন অপরাধবোধই ছিল না। কাউকে সালাম করার কোন তোয়াক্কা ছিলনা, না ছিল কাউকে সম্মান করারও। মোটকথা, সুন্নাতের পথ থেকে দূরে গুনাহের নোংরামিতে নিমজ্জিত ছিলাম। অবশেষে **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতপূর্ণ বাতাস আমার আঙ্গিনার দিকে মুখ ফিরাল, সৌভাগ্যক্রমে একবার আমি **মাদানী চ্যানেল** দেখার সুযোগ লাভ করলাম। **আল্লাহ্**র শান, আমার মত গুনাহে ভরা মানুষেরও তা এমন ভাবে ভাল লাগল যে, আমি প্রতিদিন এর বিভিন্ন মাদানী অনুষ্ঠান দেখতে শুরু করলাম। **মাদানী চ্যানেল** দেখার সর্বপ্রথম বরকত এভাবে প্রকাশ পেল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতে লাগলাম। সেখানে একদিন আমার সাক্ষাৎ হল এক আশিকে রাসুল, সুন্নাতের অনুসারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের সাথে, তাঁকে পেয়ে আমার মনে এক প্রশান্তি এল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটিরহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ইসলামী ভাইটি একদিন আমার দোকানে এলেন এবং তিনি আমাকে **নেকীর দাওয়াত** পেশ করলেন। সেই **নেকীর দাওয়াতে**র বরকতে আমি জীবনে প্রথম বারের মত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগ দান করি। সেখানকার তিলাওয়াত, নাত শরীফ, সুন্নাতেভরা বয়ান, **আল্লাহ্**র জিকিরের আওয়াজ শুনে আমার খুবই ভাল লাগল। ইজতিমার শিখাংশে হওয়া হৃদয়গ্রাহী দো'আ ও মুনাজাত আমার এতই ভাল লাগল যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে মন বসে গেল। এখন আমার অবস্থা এমন যে, যেখানেই আমি সবুজ পাগড়ী ও সাদা পোশাক পরিহিত **আশিকানে রাসুল** দেখতে পাই, আমার চক্ষু শীতল হয়ে যায়। অতঃপর মাদানী পরিবেশের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমি চেহারায় **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের নিদর্শন স্বরূপ দাঁড়ি শরীফও সাজিয়ে নিই। **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতে ১৪৩০ হিজরীর রমযানুল মোবারকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্যোগে ৩০ দিনের ইতেকাফ করারও সৌভাগ্য অর্জন করি। আমার দুই ভাতিজাকে মাদরাসাতুল মদীনায় কুরআন হিফ্জ করার জন্য ভর্তি করিয়ে দিই। আমি আমার দোকানে **ফয়যানে সুন্নাতের** দরসও আরম্ভ করে দিয়েছি। **আল্লাহ্ তা'আলা দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিন দিন উন্নতি দান করুন, যে **দা'ওয়াতে ইসলামী** এমন প্রিয় সুন্দর **মাদানী চ্যানেল** প্রবর্তন করে, যা আমার মত গুনাহের সাগরে ডুবন্ত মানুষেরও সংশোধনের একটি মাধ্যম হল। **মাদানী চ্যানেল** দেখার বরকতে আমার ছোট ছোট বাচ্চাদের এতই জ্ঞান অর্জন হয়েছে যে, যা আমার এই বয়সে এসে অর্জিত হয়েছে। বাহ্! মাদানী চ্যানেলের কথাই আলাদা!!

মাদানী চ্যানেল সুন্নাতোঁ কি লায়েগা ঘর ঘর বাহার, মাদানী চ্যানেল ছে হামে কিউঁ ওয়ালেহানা হো না পেয়ার।
মাদানী চ্যানেল কি মুহিম হে নফ্স ও শয়তাঁ কে খেলাফ, জু ভি দেখেগা করেগা اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এ'তেরাফ।
রাহে সুন্নাত পর চালা কর সব কো জান্নাত কি তরফ
লে চলে বস্ এক এহিহে মাদানী চ্যানেল কা হাদ্ফ। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বনী ইসরাঈলের ধ্বংসের কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **নবীকুল সরদার আক্বায়ে নামদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বনী ইসরাঈলে প্রথম (দ্বীনে) যে ক্ষতি আসে তা হল, এক জন অপর জনের সাথে সাক্ষাত হলে (কোন গুনাহের কাজ দেখতে পেয়ে) তাকে বলত: **আল্লাহ্ তা'আলা**কে ভয় কর, এমন করো না, কেননা এ তোমার জন্য হালাল নয়। পরবর্তীতে গুনাহ্ করতে দেখা সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্ক রাখা, পানাহার করা, উঠা-বসা করার স্বার্থে তাকে নিষেধ করত না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

তারা যখন সাধারণভাবে এ রকম করল, তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের অন্তরসমূহকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন (অর্থাৎ অবাধ্যদের কারণে অনুগতদের অন্তরগুলোও একই রকম হয়ে গেল)। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم গুরুত্বারোপ করে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন:

لُعِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا یَعْتَدُوْنَ (۷۸) كَانُوْا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ (۷۹)

(পারা: ৬। সূরা: আল মায়িদা। আয়াত: ৭৮, ৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “বনি ইসরাঈলের যারা কুফরী করেছিল মরিয়ম-তনয় ঈসা ও দাউদের ভাষায় তারা অভিশপ্ত হল। এ হল তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের প্রতিবিধান। তাদের কৃত কোন মন্দ কাজে তারা পরস্পর বারণ করত না। অবশ্যই তারা যা করত তা নিঃসন্দেহে অতিশয় মন্দ কাজ।”

অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তা'আলা**র কসম! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের প্রতি আহ্বান করতে থাকবে, অসৎকাজ থেকে বারণ করতে থাকবে, অত্যাচারীকে অত্যাচারে বাধা দেবে, তাকে সত্যের দিকে নিয়ে আসতে থাকবে, নয়তো **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদের অন্তরকেও তাদের (অর্থাৎ অবাধ্যতার কারণে তাদের মত) মিলিয়ে দেবেন এবং তোমাদের উপরও লানত দিবেন, যেমন; ওদের উপর লানত দিয়েছেন।” (আস সুনেইুল কুবরা লিল বয়হাকী, ১ম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০১৯৬। আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৬২, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৩৬, ৪৩৩৭)

উক্ত হাদীস পাকের টীকায় “মিরআতুল মানাজীহ্” কিতাবে রয়েছে, **ছরকারে দো আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের জন্য অভিভাবকত্ব এবং আলেম-ওলামাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদেরকে এ রকম কর্মকান্ড থেকে বাঁচতে হবে আর অসৎকর্ম সম্পাদনকারীদের নিষেধ করতে হবে। মোনাফেকি ও চাটুকারিতা (অসৎকাজে নিষেধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আত্ম-সম্মানবোধহীন ভাবে কোন লোভে বা পক্ষপাতিত্ব হয়ে চুপ থাকার মাধ্যমে) না দেখিয়ে বরং ঈমানের চরম নির্ভিকতা প্রদর্শন করতে হবে এবং اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَ نَهِیٌ عَنِ الْمُنْكَر (অর্থাৎ-সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা) এর নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে, জালিমকে বাধা দিয়ে তাকে সত্য পথে নিয়ে আসতে হবে, নয়তো তোমরাও বনী ইসরাঈলের ন্যায় লানতের যোগ্য হয়ে যাবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া খোদা! নেকীওঁ ছে উলফত নেকীওঁ ছে পেয়ার দে
জু করে বদীওঁ ছে নফরত ওহ্ দিল আ'য় গাফ্ফার দে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ধর্মের দু’টি অংশই নষ্ট করে দিল

এক ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন, ইমামুল আদেলীন, মুতাম্মিমুল আরবাঈন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন করল: ‘আমি দুইটি ছাড়া সকল ভাল কাজ করে থাকি। তিনি বললেন: সেই কাজ দুইটি কী? লোকটি বলল: (১) আমি কাউকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান করি না এবং (২) কাউকে অসৎকাজে নিষেধ করিনা। তিনি বললেন: তুমি তো ধর্মের দু’টি অংশই বাদ দিয়ে দিলে। এখন **আল্লাহ্ তা’আলার** ইচ্ছা, তিনি যদি চান তোমাকে মাফ করে দিবেন, যদি চান শাস্তি দিবেন।’ (আহকামুল কুরআন লিল জুস্‌সাস, ২য় খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ মে দেতা হি রাহো নেকী কি দাওয়াত এয়ছা মুঝে জযবা দে পায়ে শাহে রিসালত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বেচারা মুসলমান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল যে, **নেকীর দাওয়াত** এড়িয়ে-চলা লোক এবং অন্যকে অসৎকাজ থেকে নিষেধ না-করা লোক অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যেই রয়েছে। আজ বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলমানেরই যা অবস্থা তা কারও কাছেই অজানা নয়। চতুর্দিকেই আমল-বিমুখতার ছড়াছড়ি। সাধারণতঃ কেউ কাউকে গুনাহের কাজে বাধা দিতে চায় না। মুসলমানগণ কার্যতঃ অধঃপতনের গভীর কূপের অতল গহ্বরের দিকে দ্রুত ধাবমান রয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা হয়তো অনেক ভালই, অন্য সব ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে গিয়ে দেখুন, মুসলমানদের অবস্থা দেখে রক্ত কেঁদে উঠলেও তা কমই হবে।

সন্তানদের সুন্নাত শিক্ষা দিন, না হয় আফসোস করবেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ ১৪০৬ হিজরীর রজব মাসে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখক) কারবালায়ে মুয়াল্লা ও বাগদাদ শরীফ ইত্যাদি পবিত্র স্থানে সফর করার সৌভাগ্য নসিব হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেখানকার মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা কলম ও ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। তবু আমি কয়েকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করছি, যাতে করে আমাদের **আল্লাহ্ তা’আলার** কহর ও গজবের ভয় আসে, আর **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করার জন্য যেন সদা প্রস্তুত থাকি। না হয় আশ্চর্যের কী যে, আমাদের আগামী প্রজন্ম এমন ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যে, স্বয়ং ধ্বংসই তাদের ধ্বংস দেখে ভয় পেয়ে যাবে! কেননা অবস্থাই এ রকম। বর্তমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলোর পরিবেশ, মাতা-পিতাদের মনোভাব এমন যে, বাচ্চারা লেখা-পড়া করে যেন মডার্ন হয়ে যায় এবং যেন প্রচুর সম্পদের মালিক হয়, যদি এই পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচার ও ধ্যান-ধারণায় বড় হওয়া বাচ্চারা বড় হয়ে মা-বাবাকে পৃষ্ট প্রদর্শন করে কিংবা বড় হওয়ার আগেই যদি সে মারা যায় আর পিতা-মাতা তার উপার্জন ভোগ করার স্বপ্নসাধ পূর্ণ করতে না পারে।

তাছাড়া আমাদের এখানকার মিডিয়াগুলোও ইসলামের সোনালী ভিত্তিগুলোর উপর আঘাতের পর আঘাত হানতেই রয়েছে। যদি এ অবস্থা চলতে থাকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে ধ্বংস থেকে মুক্তি পাওয়ার বাহ্যিক কোন উপায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

আয় খাছায়ে খাছানে রুসুল ওয়াক্তে দো'আ হে উম্মত পে তেরী আ'কে আজব ওয়াক্ত পড়া হে।
জু দ্বীন বড়ে শান সে নিকলা'তা ওয়াতান সে পড়োস মে ওহ আজ গরীবুল গুরাবা হে।
ওহ দ্বীন হুয়ী বজমে জা'হাঁ জিস সে ফারুজাঁ আব উস কি মাজালিস মে না বাত্তি না দিয়া হে।
ডর হে কাহিঁ ইয়ে নাম ভী মিট জায়ে না আখির মুদ্দত সে ইচে দাওরে যামাঁ মাট রাহা হে।
ফরইয়াদ হে এয় কিশতিয়ে উম্মত কে নিগাহ বাঁ
বাইড়া ইয়ে তাবাহি কে কারিব আ'ন লাগা হে।

ইরাকের মুসলমানদের হৃদয়-বিদারক কাহিনী

এবার ইরাকে কয়েক দিনের সফরের কিছু কথা বর্ণনা করছি যে, যা শুনে ইসলামপ্রিয় মানুষের হৃদয়-মন বিগলিত হয়ে যাবে। আমরা তিনজন ইসলামী ভাই বাবুল মদীনা করাচীর আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে ইরাকী বিমানে আরোহন করি। বিমানে দুই ঘন্টা সময় লেগে যায়, এরই মধ্যে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। বিমানেই আযান দিয়ে আমরা তিনজন জামাআতে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে আমরা যখন সহযাত্রীদের নিকট ফিরে আসছিলাম, ইরাকী যাত্রীরা তখন আমাদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। নামায পড়া শেষে করা দো'আর কবুলিয়্যত ও বরকতগুলোর কথা তারা কল্পনা করছিলেন। আমরা যেন বড় ধরনের সাফল্য লাভ করে ফেলেছি! এতে আমরা অন্তত: এ ধারণা পেলাম যে, সম্ভবতঃ এরা নামায পড়ে না, কিন্তু নামাযের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা রাখেন। এদিকে ইরাক শরীফ গিয়েও মসজিদগুলো মুসল্লিশূণ্য দেখে বুঝা গেল যে, হয়ত হাজারো ইরাকী মুসলমানদের মধ্যে দু একজন নামায পড়ে।

ইবাদতখানায় গান-বাজনা

আমরা যখন রাজধানী বাগদাদ শরীফের আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে অবতরণ করলাম এবং ইশার নামায আদায়ের জন্য এয়ারপোর্টের ইবাদত খানায় গিয়ে প্রবেশ করলাম, আপনারা বিশ্বাস করুন বা না'ই করুন ইবাদত খানাটির ছাদে (ভিতরে নিচের দিকে করে) লাগানো ছিল স্পিকার। যথারীতি মিউজিক সহকারে গানও বাজছিল!! জী হ্যাঁ, জায়গাটি নামাযেরই জন্য নির্ধারিত ছিল। এটির বাইরে বড় হরফে লেখা ছিল هٰذَا بَيْتُ الله 'এটি **আল্লাহ্**র ঘর'। আমরা হতবাক হয়ে গেলাম! আমরা বিদেশী মুসাফির ছিলাম, অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা ছাড়া আমাদের আর কী বা করার ছিল! এমন অবস্থায় অসৎকাজে বারণ করার যার ক্ষমতা নেই তার উচিৎ অন্ততঃপক্ষে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা। যেমন: হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে: "পৃথিবীতে যখন অপকর্ম চলতে থাকে, আর সেখান উপস্থিত যেসব লোকজন এটিকে অপকর্ম মনে করে, তারা সেখানে অনুপস্থিত লোকজনেরই পর্যায়ভূক্ত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অপর দিকে যারা সেখানে অনুপস্থিত কিন্তু সেই অপকর্মে সন্তুষ্ট তারাও তাদেরই অর্ন্তভূক্ত যারা সেখানে উপস্থিত আছে।" (সুনানে আবি দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৪৫)

কিয়া তামাশা হে কে আব না'কা সোয়ারানে আরব পাইরভী করতে হে ইউরোপ কে হুদি খোয়ানো কি।

কূফার জামে মসজিদে জুমা হয় না!

আহ্! কূফার সেই জামে মসজিদ, যেটির সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে মওলায়ে কায়েনাত, শেরে খোদা হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর পবিত্র নূর বিচ্ছুরণকারী মাজার শরীফ, আমরা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে জুমার নামাজের সময় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। যিয়ারতকারীদের প্রচন্ড ভীড় ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, মসজিদটিতে কোন নামাযই পড়ানো হয় না। এমনকি কখনও এখানে জুমার নামাযও কায়েম হয় না............!!

সবাই দাঁড়ি মুন্ডানো

বাগদাদে মুয়াল্লায় আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম যে, এখানকার মুসলমানরা মুসলমানী রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণই উদাসীন হয়ে গেছে। সাধারণত: স্থানীয় কোন বাসিন্দাই মুখে দাঁড়ি রাখে না। এমনকি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনরাও না। যেহেতু আমরা তিনজনই ছিলাম দাঁড়ি-পাগড়ীওয়ালা, বাগদাদের অলিতে গলিতে আমরা যখন বের হতাম লোকজন আমাদের দিকে নিতান্তই হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, তারা আমাদের ঘিরে আশ্চর্যজনক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে: هَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْن؟ 'আপনারা কি মুসলিম'? আমরা যখন স্বীকার করতাম: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ نَحْنُ مُسْلِمُوْن 'হ্যাঁ! সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তা'আলার** জন্য আমরা মুসলিম', তখন তারা খুশি হয়ে চলে যেত।

শাহাদাতের খুশিতে মহিলাদের আনন্দ-নৃত্য

একবার বাবুশ শায়খ অর্থাৎ শাহেনশাহে বাগদাদ হুজুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নূরানী মাজারের মূল গলিতে নিতান্তই এক লজ্জাষ্কর দৃশ্য চলছিল। তবলা ও সানেই বাজছিল, লোকেলোকারন্য ছিল আর মাঝখানে বেপর্দা নারীরা নাচছিল, কিছু লোক একটি লাশ সেখানে নিয়ে আসল। এ দৃশ্য দেখে আমাদের খুবই আশ্চর্য লাগল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এখানে এমনই নিয়ম। কোন মুসলমান যখন ইরান-ইরাকের তদানীন্তন যুদ্ধে (তখন যে যুদ্ধ চলছিল) শহীদ হত তার আত্মীয়-স্বজনেরা সেই শহীদের লাশটিকে হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পবিত্র রওজায় নিয়ে আসত এবং সেই বীর পুরুষের শাহাদাতের (শহীদ হওয়ার) আনন্দে তারই বংশীয় মহিলারা এভাবে রাস্তায় নাচতে নাচতে জানাযার সাথে সাথে চলত !!

দরসে কুরআন আগর হাম'নে না ভূলায়া হোতা, ইয়ে যামানা না যামানে নে না দেখায়া হোতা।

কুরতুভা জামে মসজিদে নামাযের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইরাকী মুসলমানদের অবস্থা দেখে কলিজা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। হায়! সেখানে যদি এমন কোন মাদানী সংগঠন গড়ে উঠত, যা **নেকীর দাওয়াত**কে প্রসার করে এবং সেখানে পুনরায় সুন্নাতের বাহার ছড়িয়ে পড়ে আর মুসলমানরা তাদের হারানো মান-মর্যাদা পুনরায় ফিরে পায়। কুরতুভায় বর্তমানে যেখানে জামে মসজিদ রয়েছে, সেখানে মূর্তি পূজার দিনগুলোতে তাদেরই ধর্মশালা ছিল। স্পেনে যখন খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করে তখন তারা এই ধর্মশালাগুলো ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে তাদের গীর্জা তৈরি করে নেয়। মুসলমানরা যখন কুরতুভা জয় করল, তখন সন্ধির শর্ত অনুযায়ী গীর্জাকে দুইটি অংশে ভাগ করা হল। একটি অংশকে মুসলমানরা যথারীতি গীর্জা হিসাবে অবশিষ্ট রাখল এবং অপর অংশটিকে মসজিদে রূপান্তর করে নিল। কিন্তু কুরতুভা যখন মুসলমানদের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং দ্রুতগতিতে এখানে মানুষ বাড়তে থাকে, তখন এই অংশটি নামাযের জন্য ছোট হয়ে গেল। এক পর্যায়ে যখন আবদুর রহমান আদ্‌দাখেলীর শাসনামল আসে তখন তাঁদের দৃষ্টিতে কুরতুভা জামে মসজিদকে সম্প্রসারণের প্রশ্ন জাগে। গীর্জাটিকে মসজিদে না ঢুকিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণের আর কোন উপায় ছিল না। এ কারণে আবদুর রহমান আদ্‌দাখেলী খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে জমি খরিদ করে নিলেন। বিরাট ভূখন্ড অর্জনের পর তিনি কুরতুবা জামে মসজিদটির নির্মাণ কাজ নতুন করে আরম্ভ করেন। মসজিদটির নকশা সুবিশাল ছিল। সেটিকে পরিপূর্ণ রূপদান করার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই (১৭২ হিজরীতে) আবদুর রহমান আদ্‌দাখেলী মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরই পুত্র হাশ্‌শাম নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখেন। পরে উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণ মসজিদে বিভিন্নরূপ সম্প্রসারণ করতে থাকেন। অবশেষে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় প্রায় ৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১০০২ সালে। এভাবে ঐতিহাসিক কুরতভা জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে সময় লেগে যায় কম-বেশি দুই শত বৎসর। কুরতুভার আজিমুশ্‌শান বিশ্ববিখ্যাত জামে মসজিদটিকে ঐতিহাসিক ভাবে অবশিষ্ট থাকলেও শত-কোটি আফসোস যে, মুসলমানদের অপকর্মের কারণে সেখানে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অবশ্য পর্যটকরা কেবল পরিদর্শনের জন্য আসতে পারেন।

১৮ বৎসরের কম বয়সীদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আমাদের গুনাহের প্রবলতা বৃদ্ধি পেতেই চলেছে, পৃথিবীর এমন একটি দেশ যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৯০ শতাংশ বলা হচ্ছে, সেখানে বে-আমলীর এমন বিভীষিকাময় বন্যা এসে গেছে যে, ১৪৩২ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জাব মোতাবেক ২০১১ সালের জুনের একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮ বৎসরের কম বয়সীদের জন্য আইনগত ভাবে মসজিদে নামায পড়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে !!!

আহ! ইসলাম তেরে চাহনে ওয়ালে না রাহে জিন কা তু চান্দ থা আফসোস ওহ হালি না রাহে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মসজিদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হচ্ছে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! নামায হতে আমাদের দূরত্বের কারণে মসজিদগুলো শূণ্য দেখে, আমাদেরকে **আল্লাহ্**র ইবাদত করা থেকে উদাসীন পেয়ে ইসলামের শত্রুরা তাদের নোংরামিতে আরও উঠে-পড়ে লেগেছে, আর আমাদেরকে ইসলামী রীতি-নীতি থেকে সরিয়ে নেওয়ার নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কারে লিপ্ত রয়েছে। তারা চায় না যে, আমরা নামায পড়ি, আমল করি, তাই আমাদের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মসজিদকে তাদের লক্ষ্যে নিয়ে নিয়েছে, আর আমরা দুনিয়ার ধন-দৌলত অর্জন করা থেকে অবসরই পাই না! কিছু আত্মহননকারী সংবাদ শুনুন। হৃদয় যদি জীবিত থাকে, তাহলে দুঃখে দুঃখিত হোন। ❁ একটি দেশে অমুসলিমরা **১৫৭টি মসজিদে** তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। মসজিদটিকে বাণিজ্য ও আবাসন প্রকল্প বানিয়ে অমুসলিমদের হাতে সমর্পন করে দেওয়া হয়েছে। ❁ সরকারি তহবিলের বাহানা দেখিয়ে **৩২৪টি মসজিদকে** মুসল্লিদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ❁ এক দেশের একটি শহরে **৯২টি মসজিদকে** আবাসন এবং চতুষ্পদ জন্তুর বাজারে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। ❁ অনুরূপ একটি দেশের একটি প্রদেশে **মসজিদে** অবৈধ হস্তক্ষেপ চালিয়ে তাতে তাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের মূর্তিসমূহ রাখা হয়েছে। ❁ এক সংবাদে খবর পরিবেশিত হয় যে, এক দেশের একটি শহরে তুর্কী মুসলমানদের **একটি মসজিদকে** আগুন ধরিয়ে দিয়ে শহীদ করে (জ্বালিয়ে) দেওয়া হয়েছে। ❁ কোন দেশের এক মুফতী ছাহেব বলেছেন: "কমিউনিষ্ট আন্দোলনের" পূর্বে আমাদের দেশে **১২০০টি মসজিদ** বিদ্যমান ছিল। এখন এগুলোর বেশির ভাগই অমুসলিমদের ধর্মশালা, ষ্টোর ও জাদুঘরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে।

'মসজিদ ভরো সংগঠন' চালান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদ ধ্বংসে অন্তরে জ্বলন সৃষ্টি করুন। জোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'মসজিদ ভরো সংগঠন' চালান। বে-নামাযীদের উপর এক একজন করে **ইনফিরাদি কৌশিশ** চালিয়ে নামাযী বানেই। নিজ নিজ মসজিদগুলোর নিরাপত্তার বিধান করুন, এভাবে যে, যে জায়গাটি অবস্থানকারীদের মাধ্যমে আবাদ রয়েছে, তাতে যেন কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। না হয় শূণ্য স্থানে যে কেউ হস্তক্ষেপ চালাতে পারে। ফার্সী ভাষায় একটি প্রবাদ রয়েছে: خانه خالى رادَيو مى گيرد অর্থাৎ "খালি ঘরে দৈত্য ঢুকে"। অবশ্য যে মসজিদ মুসল্লিদের দ্বারা আবাদ হয়ে যাবে ইসলামের দুশমনেরা সেটির দিকে কুমতলবের অপবিত্র দৃষ্টি দেয়ার পূর্বে ৪২০ বার ভাববে। এখানে একটি মাসআলা মনে রাখবেন, যে স্থানে একবার শরীয়াত সম্মতভাবে মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে, সেটি কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদই থাকবে। تَحتَ الثَّرى অর্থাৎ সাত জমিনের নিচ থেকে শুরু করে 'আরশে মুয়াল্লা' বা সাত আসমানেরও উপর পর্যন্ত এর সমস্ত শূণ্য আকাশই মসজিদ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

এখন ইচ্ছা করলে সেখানে **আল্লাহ্**র পানাহ! সড়ক তৈরি হয়ে যাক, মার্কেট বানিয়ে দেওয়া হোক সে স্থানটি কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হয়েই থাকবে এবং এটির সম্মানও বহাল থাকবে। যেমন: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **'তানবিরুল আবছার'** ও **'দুররে মুখতারের'** বরাত দিয়ে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন: وَ لَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ يَبْقٰى مَسْجِدًا عِنْدَ الْاِمَامِ وَ الثَّانِىْ اَبَدًا اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ وَ بِه يُفْتٰى আর যদি এটির (মসজিদের) আশ-পাশ বিলীন হয়ে যায় এবং এর প্রয়োজনও না থাকে তাহলেও মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে। ইমাম ছাহেব (অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা) এবং অপর ইমাম (অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ) এর মতে সর্বদা কিয়ামত পর্যন্ত এবং এটির উপর ফতোয়া নির্ধারিত। (তানবীরুল আবছার, দুররে মুখতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা) ওয়াকারুল মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াকার উদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: "যে স্থান একবার মসজিদ হয়ে যায়, সেটি কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদই থেকে যাবে, উপরে আরশ পর্যন্ত এবং নিচে تَحْتَ الثَّرٰى পর্যন্ত মসজিদই। এ থেকে এক ইঞ্চি জায়গাও কমানো যাবে না।"

(ওয়াকারুল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

কর মসজিদে আ'বাদ তেরী কবর হো আ'বাদ
ফিরদাউস আ'তা করকে খোদা তুঝ কো করে শাদ।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইনফিরাদি কৌশিশের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** মসজিদসমূহ আবাদ করে, আপনিও মসজিদসমূহ আবাদ করে নিজের দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরকে আনন্দমুখর করে তোলার মানসে, পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে উপস্থিত হয়ে **আল্লাহ্ তা'আলা**কে স্মরণ করতে, আপনার হৃদয়ের বিরান বাগানকে নবীপ্রেমে আবাদ করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। মাদানী কাফেলাগুলোয় সুন্নাতেভরা সফর করুন। **ফিক্রে মদীনা**র মাধ্যমে প্রতিদিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের দশ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারদের কাছে জমা করে দিন। আসুন, আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার স্বার্থে একটি মাদানী বাহার শোনেই। বাবুল মদীনার (করাচী) বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সার কথা হচ্ছে; আমি গুনাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে আমার অমূল্য জীবনকে অলসতার সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে গল্প গুজব করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

১৮ রমযান ১৪২৯ হিজরী, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে আমি বরাবরের মত বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় হাসি-আনন্দে মগ্ন ছিলাম আর আড্ডায় অট্টহাসির ফোয়ারা বইছিল। এমন সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকে রাসুল আমাদের পাশে আসলেন। তিনি সালাম দিয়েই বসে গেলেন। তাঁর আগমনে আমাদের আড্ডায় নিরবতা এসে গেল। তিনি আমাদেরকে নিতান্তই উন্নত উন্নত মাদানী ফুল দিয়ে সমৃদ্ধ করলেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর মুখের ভাষা ও ব্যবহার দেখে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, আমরা তাঁর মিষ্টি কথায় কাবু হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি চলে যেতে লাগলেন, আমরা আবেদন করলাম: ভাই! আরও কিছুক্ষণ বসুন! এবং আমাদেরকে ভাল ভাল কথা শুনাই। নেকীর দাওয়াত দেওয়ায় একনিষ্ঠ এই ইসলামী ভাইটি আমাদের আবেদন গ্রহণ করলেন। বয়ানে স্থান পায় আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা, উম্মতদের সংশোধন ইত্যাদি বিষয়ও। সেই আশিকে রাসুলের মনোমুগ্ধকর **ইনফিরাদি কৌশিশ** আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে। পরের দিন রাতে আমরা পুনরায় একই স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেই ইসলামী ভাইটির প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। আক্বানুরূপ তিনিও উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা যাবার জন্য দাওয়াত দিলেন। তাঁর আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দেখে অন্ততঃ আমি তো অস্বীকারই করতে পারলাম না। আমি তাঁর সাথে ফয়যানে মদীনার পবিত্র পরিবেশে চলে আসি। অন্তরে **আল্লাহ্**ভীতি ও ইশকে **মুস্তফার** মনোভাব সৃষ্টিকারী মন-গলানো মাদানী পরিবেশ আমার হৃদয়ে মাদানী ইনাকলাব সৃষ্টি করে দিল। এভাবেই সেই আশিকে রাসুলের **ইনফিরাদি কৌশিশে**র বরকতে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ লাভ করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাকিস্তানের মুহাদ্দিসে আযমের ইনফিরাদি কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **ইনফিরাদি কৌশিশে**র অনেক বড় বড় সুফল রয়েছে। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখক) নিজস্ব পরীক্ষিত সত্য এই যে, যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বক্তব্যগুলো বারবার শোনা সত্ত্বেও যাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না, সামান্য **ইনফিরাদি কৌশিশই** তাদের বদলিয়ে দিতে পারে। নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজে **ইনফিরাদি কৌশিশের** একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। নবীগণ عَلَیۡهِمُ الصَّلٰوۃُ السَّلَام দ্বীনের প্রচারের জন্য যেখানেই **ইজতিমায়ী কৌশিশ** করেছেন সেখানে **ইনফিরাদি কৌশিশ**ও করেছিলেন এবং প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের বাণী শুনিয়েছেন। দ্বীনের বড় বড় বুজুর্গরাও **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার জন্য খুবই **ইনফিরাদি কৌশিশ** চালিয়েছেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

যেমন; মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে বসবাস করতেন। সে সময় তিন যুবক, তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতির উপর থাকার, এর তাবলিগের (প্রচার-প্রসারের) এবং পাঞ্জেগানা নামায ধারাবাহিকতার সাথে পড়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁদেরকে দাঁড়ি রাখার জন্য এবং গোঁফ ছাটার জন্য সুন্দর ভাবে আদেশ দিলেন। আরও বললেন: যেরূপ বিতিরের নামাযকে ওয়াজিব মনে কর, দাঁড়ি বৃদ্ধি করাকেও অনুরূপ ওয়াজিব মনে করবে। এক মুষ্ঠি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। এর অন্যথা করলে অর্থাৎ এর চেয়ে কম রাখলে গুনাহ্ ও আযাব হবে। হযরত মুহাদ্দিসে আযমের সুন্দর শিক্ষার সুগভীর প্রভাব তাদের উপর পড়ল। তাঁরা সবাই দাঁড়ি রেখে দিলেন। **আল্লাহ্ তা'আলা**র শোকর, এখন তাঁরা পুরোপুরিভাবে শরীয়াতের অনুসারী এবং বড়ই সম্মানের অধিকারী। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৮৯ পৃষ্ঠা)

ছরকার কা আশিক ভি কিয়া দাড়িঁ মুন্ডাতা হে!
কিঁউ ইশ্‌ক কা চেহরে ছে ইজহার নেহী হু তা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মৃত্যুর পূর্বে ঘরের লোকেরা যুবকের দাঁড়ি কেটে নিল!

শত কোটি আফসোস! অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে গড়াচ্ছে। একদিকে পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারের ছড়াছড়ি, ফ্যাশনের মেলা, ফিল্ম দেখার জন্য ঘরে ঘরে টিভি, ইন্টারনেট এবং ডিসের লাইন। দুর্ভাগ্য যে, অন্যদিকে মুসলমান নামধারীদেরকে কার্যত: সুন্নাত থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত আওরঙ্গি টাউন, বাবুল মদীনা করাচীর এক নব যুবক আশিকে রাসুল যার বয়স হবে অনূর্ধ ২০ বৎসর, মুখে দাঁড়ি উঠতেই রেখে দিয়েছিলেন। বেচারাটি ব্লাড-ক্যান্সারে (BLOOD CANCER) ভুগছিল। আমি (অর্থাৎ সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡهُ) তাঁকে দেখার জন্য হাসপাতালে গেলাম। বেচারাটি তখন জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি ছিল..... কথা বলতে পারছিলেন না ..... চেহারা থেকে দাঁড়িগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম ..... অত্যাচারের শিকার এই যুবকটি অনেক কষ্টে চেহারার দিকে হাত উঠিয়ে ইশারায় আবেদন করলেন .....। আমি বুঝে নিলাম, তিনি হয়ত বলতে চাচ্ছেন, '**আল্লাহ্**র পানাহ! আমি মুন্ডাইনি'। আমার ঘরের লোকজনেরা ঘুমে বা বেহুশি অবস্থায় আমার দাঁড়ি পরিষ্কার করে ফেলেছে। হায়! কিছু দিন পর সেই দুঃখী যুবকটি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** মরহুমের বেহিসাব মাগফিরাত করুন, আর তাঁর দাঁড়ি পরিষ্কারকারীদেরকে তাওবা করার সৌভাগ্য দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রুহ মে চোজ নেহী, ক্বলব মে এহসাস নেহী
কুছ ভি পয়গামে মুহাম্মদ কা তুমহে পাচ নেহী।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মুসলমান নামধারীদের সুন্নাত হতে দূরত্ব

আফসোস! শত কোটি আফসোস!! কেমন নাজুক পরিস্থিতি এসে পৌঁছাল যে, আজ মুসলমান নামধারীরা নিজেদের সন্তানদেরকে এক ধরনের বাধ্য করেই সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে, বরং সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে কখনও কখনও তাদেরকে বিভিন্ন শাস্তিও দিচ্ছে। এমন সব বেদনাদায়ক ঘটনাও দেখা যায় যে, **আল্লাহ্**র পানাহ্! কতিপয় যুবক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে অভিভূত হয়ে দাঁড়ি রেখেদেয়, এতে গোষ্ঠীর সকলের মাঝে যেন তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে যায়। হুমকি-ধমকি ও মারপিটে কাজ না হলে দাঁড়ি রাখার কারণে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় আশিকে রাসুলদের দাঁড়িতে কাচি চালানো হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ শুরু করার পূর্বেকার একটি ঘটনা, এক যুবক সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখক) এর কাছে আসা-যাওয়া ও উঠা-বসা করতে থাকেন। তার উপর মাদানী পরিবেশের প্রভাব পড়তে থাকে। তিনি ঘরে আসা-যাওয়ার সময় 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ' বলা আরম্ভ করল। কখনও কখনও কথাবার্তার ফাঁকে 'اِنْ شَآءَ الله' ও বলতে লাগল। তার মুসলমান নামধারী পিতা-মাতার কান খাড়া হয়ে গেল। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেল। যেমন; ঘরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, বাবা! কী ব্যাপার! আজকাল যে তুমি সালাম করছ আর 'اِنْ شَآءَ الله' বলছ। তিনি বেচারা সুন্নাতের তুচ্ছ গোলাম সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ এর নাম নিয়ে বসলেন। ব্যস্ হল। তাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে দেওয়া হল, খবরদার! আজকের পর ওই 'মোল্লা'র ধারে কাছে আর যাবে না। অবশেষে তিনি বেচারা মডার্ন হয়ে গেলেন।

ওহ দউর আয়া কে দিওয়ানা নবী কে লিয়ে, হার এক হাত মে পাত্থর দিখাই দেতা হে।

মাদানী পরিবেশ থেকে বাধা দেওয়ার ফলে হিরোইঞ্চি হয়ে গেল, পিতা আফসোস করতে লাগল

এটির সাথে আরও একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনুন। এক ইসলামী ভাই যা বললেন তার সারমর্ম এ রকমই : হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম) এক যুবক সম্ভবতঃ ১৯৮৮ সালে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সে নিয়মিত নামাযের পাশাপাশি মুখে দাঁড়িও সাজিয়ে নেয়। মাথায় পাগড়ী শরীফও শোবা পাচ্ছে। সে মাদরাসাতুল মদীনা (বালেগান)য় পড়াও আরম্ভ করে দেয়। তার সম্পর্ক মডার্ণ এক অভিজাত পরিবারের সাথে ছিল। তার জীবনে আসা মাদানী পরিবর্তনের কথা গৃহবাসীদের পছন্দ হল না। অতএব বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন ভাবে তার মনে কষ্ট দেওয়া হত। সুন্নাতেভরা জীবন পরিচালনায় বিভিন্ন ভাবে বাধা দেওয়া হত, আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ ত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হত। সে কখনও কখনও অতিষ্ট হয়ে আবেদন করত, আমাকে এই মাদানী পরিবেশ থেকে পৃথক করে নিও না, তাহলে পরে আফসোস করতে হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল না। বিরোধিতার এই ধারাবাহিকতা প্রায় তিন বৎসর ধরে চলল। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে গৃহবাসীদের কাছে সে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হল। দাঁড়ি মুন্ডিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে দুরে সরে গেল। বড় ভাই যেহেতু একজন ডাক্তার, তাই তাকেও ডাক্তার বানাবার উদ্দেশ্যে সর্দারাবাদের (পাঞ্জাব) এক মেডিক্যাল কলেজে তাকে ভর্তি করিয়ে দিল। সেখানে হোষ্টেলে অসৎসঙ্গের কুপ্ররোচনার শিকার হয়ে সে “গাঁজা” পান করা আরম্ভ করে দিল। ফলে সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হল। পরিবার-পরিজন তাকে পুনরায় হায়দারাবাদ নিয়ে এল। পিতা তার চিকিৎসার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে। আরোগ্য লাভ করেনি, অভ্যাসও ছাড়েনি, বরং এখন সে নতুন সূত্রে “হিরোইনের” নেশা করতে শুরু করে দিল। বেশি বেশি নেশা করার ফলে সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। দাঁতের শুভ্রতা নষ্ট হয়ে গিয়ে কালো দাগ পড়েগেল। লেখাটি লেখা পর্যন্ত তার অবস্থা একটি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতে তার পিতা বর্তমানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তিনি বেচারা খুবই আফসোস করছেন, হায়! তখন যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গুরুত্ব বুঝতে পারতাম! তখন আমি যদি আমার সন্তানটিকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে না আনতাম! তাহলে আজ এ অবস্থা দেখতে হতনা! আফসোস করে কি লাভ! **আল্লাহ্ তা'আলা** সেই যুবকটিকে নেশার বদ-অভ্যাস ছাড়িয়ে পুনরায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সন্তান-সন্ততিদের সঠিক শিক্ষা দিন, নয়তো আফসোস করবেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সত্যি ঘটনায় সেসব পিতা-মাতাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদান করা, **মাদানী কাফেলা**য় সফর করার সৌভাগ্য, আশিকানে রাসুলদের সাহচর্য সহ দাঁড়ি ও পাগড়ী শরীফ ব্যবহার করা এবং সুনতেভরা লেবাসে অভ্যস্ত হওয়া থেকে বাধা দেয় এবং সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য বারবার বাধাঁ দেয়। শুধু তাই না, বরং মাদানী পরিবেশ থেকে সরে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। মনে রাখবেন! আপনার প্রিয় সন্তান আপনার কলিজার টুকরা মায়ের চোখের মণি হতে পারে কিন্তু এ কথা কখনও ভুলে যাবেন না যে, সে **আল্লাহ্**রই একজন বান্দা, তাঁর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মত এবং ইসলামী সামাজেরই একজন সদস্য। আপনার শিক্ষা যদি তাকে **আল্লাহ্ তা'আলার** পরিশুদ্ধ তরিকায় ইবাদতের, **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের এবং ইসলামী সমাজে তার দায়িত্ববোধের শিক্ষা না দিতে পারেন, তাহলে আপনি নিজেও তাকে একটি অনুগত সন্তান হিসাবে পাওয়ার স্বপ্ন ভুলে যান।

কেননা, ইসলামই সেই দ্বীন যা কোন মুসলমানকে মাতা-পিতার অনুগত হয়ে চলার পাশাপাশি তাদের অধিকার প্রদানের সত্যিকার শিক্ষা দিয়ে থাকে।যেসব পিতা-মাতা সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়ার বেলায় উদাসীন হয়ে থাকে, সেসব পিতা-মাতাকে ভাল-মন্দ সকলের সামনে নিজের সন্তানের বিপথগামী হওয়ার কান্না করতে দেখা যায়। তারা যেন এ কথা ভুলে না যায় যে, সন্তানদের এই দশা আনয়নে স্বয়ং তারাই দায়ী। তারা নিজেদের সন্তানকে **A B C** বলা শিখিয়েছে, কিন্তু কুরআন পড়া শিখায়নি। পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারের রীতি-নীতি শিখিয়েছে, কিন্তু **রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত শিক্ষা দেয়নি। সাধারণ জ্ঞানের উপর তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার দিয়েছে, কিন্তু দ্বীনের ফরয ইলম অর্জনের আগ্রহ দেয়নি। তাদের অন্তরে সম্পদের লালসা সৃষ্টি করে দিয়েছে, কিন্তু ইশ্‌কে রাসুলের প্রদীপ জালায়নি। তাদের পার্থিব ব্যর্থতার ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু কবর ও হাশরের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখায়নি। তাদের শিখিয়েছে 'HELLO, HOW ARE YOU' বলতে, কিন্তু সালাম দেয়ার বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়নি।

গুনাহে লিপ্ত হওয়ায় মাতা-পিতার ছাড় !

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! গুনাহে লিপ্ত হওয়ায় মাতা-পিতার ছাড়, ক্যাবল, ভি.সি.আর ও ইন্টারনেটের সুপ্রাপ্যতা, আনন্দ-বিনোদনের অনুষ্ঠানাদির নিত্য-ব্যবস্থাপনা এবং বিপথগামী ঘরোয়া পরিবেশ—এসব কিছু মিলে চারিত্রিক আদর্শকে খুবই কর্দমাক্ত করা হচ্ছে। এমন সব মানুষ দিয়ে পবিত্র কোন কাজ হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু নিতান্ত কঠিন তো অবশ্যই বটে। তাই পিতা-মাতার উচিত, নিজেদের সন্তানদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা, ভাল খাবার, উন্নত পোষাক সহ অন্যান্য চাহিদাদি পূরণের দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের মাদানী শিক্ষার জন্যও সচেষ্ট থাকা। কেবল সন্তানদেরই না, নিজের সংশোধনেরও চেষ্টা করতে হবে। কেননা, যে নিজেই ডুবে যাচ্ছে সে অপরকে কী বাঁচাবে? যে স্বয়ং অলীক নিদ্রায় বিভোর, সে অন্যকে কী জাগাবে? যে নিজেই অধ:পতনের শেষ সীমায়, সে অন্যের কী উন্নয়ন করবে? অতএব নিজেকেও সৎকাজে অভ্যস্ত হতে হবে। **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি বিধান করতে হবে। নিজেকে গুনাহ্ থেকে হিফাজত করতে হবে। জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচাতে হবে। **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমতের উপর ভরসা করে জান্নাতে যেতে হবে। নিজেদের প্রিয় সন্তানদেরকেও এই পথে পরিচালিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ একটি বড় নেয়ামত। কুরআন, হাদীস ও বুজুর্গানে দ্বীনের বাণীর আলোকে সন্তানদের প্রশিক্ষণ দেবার পদ্ধতি জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'তারবিয়াতে আওলাদ' রিসালাটি অবশ্যই পাঠ করবেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

সোনা জঙ্গল রাত আন্দেরী, চা'য়ি বদলী কা'লি হে
সো'নে ওয়ালো জা'গতে রহিঁও চোরো কি রাখওয়ালি হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর শেরটির অর্থ এ হতে পারে যে, হে মুসলমানেরা! এই পৃথিবীর বনাঞ্চল নীরব ও বিপদসঙ্কুল, রাতও গভীর অন্ধকার। মাথার ওপর কালো মেঘেরও ঘনঘটা। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ঘুম তো আসতেই পারেনা। যদি এসেও যায় তাহলে শীঘ্র জেগে উঠবে। কেননা, এখানকার রক্ষাকারীরা তোমাদের নিরাপত্তা পন্ড করে দিবে। এরা তো স্বয়ংই লুটেরা। অর্থাৎ চতুর্দিকে উদাসীনতা ও নফসের চাহিদার অন্ধকার চেয়ে গেছে। যে নফস ও শয়তান তোমাদের সাথে সর্বদা লেগে রয়েছে তাদেরকে কখনও তোমাদের শুভানুধ্যায়ী মনে করবে না। এরা তোমাদের রক্ষাকারী তো নয়ই বরং চোর। সাবধান! হুশিয়ার! আবার কখনো এরা যেন তোমাদের ঈমান চুরি করতে না পারে।

চন্দ রোজ হে ইয়ে দুনিয়া কি বাহার, দিল লাগা ইস ছে না গাফিল যি নিহার
ওমর আপনি ইয়ুঁ না গাফলত মে গুজার, হুশিয়ার আয় মাহফে গাফলত হুশিয়ার
একদিন মরনা হে আখির মউত হে
করলে জু করনা হে আখির মউত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ছেলেও কি কখনও পিতাকে মারে?

'তান্‌বীহুল গাফিলীনে' রয়েছে, "সমরকন্দ রাজ্যের জনৈক আলেমে দ্বীন হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর নিকট এক লোক এসে বলল: 'আমার ছেলে আমাকে মেরেছে। তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ছেলে কি কখনও পিতাকে মারে? লোকটি বলল: জী, হ্যাঁ! এমনটিই হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি তাকে দ্বীনি ইলম, আদব এসব শিখিয়েছেন? লোকটি না সূচক জবাব দিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه জিজ্ঞাসা করলেন: কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন? সে বলল: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে সে কী করে? লোকটি বলল: ক্ষেত-খামারের কাজ করে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফ্স رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বললেন: আপনি কি জানেন সে কেন আপনাকে মেরেছে? বলল: না। তিনি সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে একটু ধমকের সুরে বললেন: হতে পারে, সে যখন সকাল বেলা গাধায় আরোহন করে ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল, তখন গরুগুলো তার সামনে আর কুকুর তার পেছনে ছিল। সে তো কুরআন পড়তেই জানে না যে, কিছু রূহানিয়ত অর্জিত হবে, তাই হয়ত এমনিতেই অন্য মনস্ক হয়ে গুন্‌গুন করছিল, এমন সময় আপনি তার সামনে এসে পড়েছেন, সে হয়ত বুঝেছে যে, গরু কেন দেখা যাচ্ছে না, তাই গরুকে হাঁকাবার জন্য মাথায় কিছু একটা মেরে দিয়েছে এমন হতে পারে। শোকরিয়া আদায় করুন যে, আপনার মাথা ফাঁটেনি।" (তান্‌বীহুল গাফিলীন, ৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

কিয়ামতের দিন প্রহারের কারণে পিতার চামড়া-মাংস খসে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! নিজের সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা না দেওয়ায় পিতার পরিণতি! আজও অসংখ্য পিতা এমন পাওয়া যাবে যাদের অভিযোগ হবে, আমাদের সন্তানেরা আমাদের গালমন্দ করে, আমাদের সামনে শোরগোল করে, আমাদের মারধর করে এবং আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেবার হুমকি দেয়। অতএব, শরীয়াত ও সুন্নাত মোতাবেক সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করাতেই মাতা-পিতার দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল নিহিত। নতুবা দুনিয়াকে সাজিয়ে নিতে পারলেও আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার আশা অসম্ভব হয়ে যাবে। সন্তানকে পরিশুদ্ধ শিক্ষা না-দেওয়া এক পিতার মর্মান্তিক এক বক্তব্য শুনুন। যেমন; ফিকাহ্শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ আবুল লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উদ্ধৃতি দিচ্ছেন: বর্ণিত রয়েছে, একজন পুরুষের সাথে যারা সম্পর্কিত তাদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় তার স্ত্রীকে, পরে সন্তান-সন্ততিদেরকে। এরা সবাই (কিয়ামতের দিন) **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে ফরিয়াদ করবে, **হে আমাদের রব!** এই লোকটি হতে আমাদের হক আমাদের নিয়ে দাও। কেননা; সে কখনও আমাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করেনি। এ আমাদেরকে হারাম খাওয়াত, যা আমরা জানতাম না। অতঃপর লোকটিকে হারাম উপার্জনের কারণে এমনভাবে মারা হবে যে, তার মাংসসমূহ খসে পড়বে। এরপর তাকে দাঁড়ি পাল্লার নিকট নিয়ে আসা হবে। ফেরেশতারা পর্বত সদৃশ তার নেক আমলগুলো উপস্থাপন করবে। তখন তার সন্তানদের মধ্য হতে একজন সামনে এগিয়ে এসে বলবে, 'আমার নেকী কম'। এই বলে সে তার নেকী থেকে নিয়ে নেবে। পরে আর একজন এসে বলবে, 'তুমি আমাকে সুদ খাইয়েছিলে'। সেও তার নেকী থেকে নিয়ে নিবে। এভাবে তার পরিবারের সবাই তার সব নেকীগুলো নিয়ে নেবে, আর সে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি আক্ষেপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে, এখন দেখি আমার ঘাড়ে সেই গুনাহ্ ও অপকর্মগুলোই থেকে গেল যা আমি তোমাদের জন্যই করেছিলাম! (তখন) ফেরেশতারা বলবে: এ সেই (হতভাগা) ব্যক্তি যার নেকীগুলো তার পরিবার-পরিজনেরা নিয়ে নিয়েছে, আর সে তাদের (পরিবার-পরিজনের) কারণে জাহান্নামে গেল।" (কুররাতুল উয়ুন, ৪০১ পৃষ্ঠা)

যে পরিবার-পরিজনের কারণে মাদানী পরিবেশ ত্যাগ করল

কে জানে কত ইসলামী ভাই এমনও রয়েছেন, যাঁরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মুখে দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিয়েছেন, অপরাপর ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নাতের উপর আমল করা আরম্ভ করে দিয়েছেন, কিন্তু পরিবার-পরিজনের কিংবা অন্য কোন পক্ষ থেকে করে যাওয়া বিরোধিতায় অতীষ্ট হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতেভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেছেন। এদের খেদমতে সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) করজোড়ে মিনতি যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** আপনাদের নিজেদেরই এক সুন্নাতেভরা সংগঠন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

মেহেরবানি করে মৃত্যু আপনাদেরকে পৃথিবীর আলো থেকে কবরের একাকীত্বে স্থানান্তরিত করার আগেই এবং আপনাদের এমন আক্ষেপ সৃষ্টি হবার আগেই নিজেকে পরিবর্তন করে নিন যে, হায়! পার্থিব জীবনে যদি বেশি বেশি করে নেক আমল করে নিতাম! উঠুন! সাহস করুন!! গুনাহ্ হতে মুক্তি পাবার ও নেক আমলে দৃঢ়তা ও অটলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতেভরা মাদানী পরিবেশের সাথে আর একবার সম্পৃক্ত হয়ে যান। হতে পারে, এখন আর বিরোধিতা থাকবে না। হলেও আগের তুলনায় কম হবে। কেননা, কালের পরিক্রমায় পরিস্থিতি ও মনোভাব পাল্টে যায়। কিন্তু মনে রাখবেন! বিরোধিতার পরিস্থিতিতেও আপনারা খুবই নম্রতা প্রদর্শন করুন। আপনার কথাবার্তা ও আচার-আচরণে যেন মাদানী পরিবর্তনের প্রভাব ফুটে ওঠে। ঘরের অধিবাসীরা যেন বলে ওঠে, 'বাহ্! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তো জুড়িই হয় না!' আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার স্বার্থে একটি মাদানী বাহার শুনাই। যেমন;

পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল

পাঞ্জাবের মুজাফ্ফর গড় জিলার এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম : আমি যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে দাঁড়ি রাখতে আরম্ভ করলাম, ঘরে মাদানী পরিবেশ না থাকার কারণে এমন বিরোধিতা চলতে লাগল যে, **আল্লাহ্**র পানাহ! আমাকে দাঁড়ি কাটতেই হল। কিন্তু আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দা'মানকে হাত থেকে ছেড়ে দিলাম না। মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদান করতে থাকি। এতে যেন আমার 'বেটারি চার্জ' হতে থাকল। আমার নামাযের ধারাবাহিকতা বজায় রইল। কিছু দিন পর আবার জযবা পেলাম, মনোভাব সৃষ্টি হল। আমি পুনরায় দাঁড়ি রাখা আরম্ভ করে দিলাম। সাথে সাথে বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। এবারে আগের বারের তুলনায় বেশি সময় ধরে বিরোধিতা চলতে থাকে। কিন্তু আবারও সাহস হারিয়ে ফেলি। مَعَاذَ الله! আমি দাঁড়ি কেটে ফেললাম। অবশেষে সাহস করে তৃতীয় বার আমি দাঁড়ি রাখলাম। এবারে ঘরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নামে মাত্র বিরোধিতা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দাঁড়ি বড় করতে আমি সফল হলাম। এমনকি মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুটও সাজিয়েছি, আর কোমর বেঁধে চলে আসি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে। মাদানী কাজও শুরু করে দিই। আজ এটি লিখা পর্যন্ত প্রায় ১৪ বৎসর হতে চলেছে, আমার মুখে এক মুষ্ঠি দাঁড়িও রয়েছে পুরোদস্তুর, মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুটও। **আল্লাহ্ তা'আলা** এই সুন্নাতসহ কবরে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন! আজ আমি ভাবছি যে, আমি যদি দাঁড়ি-মুন্ডনো অবস্থায় মরে যেতাম, তখন আমার কী অবস্থা হত? **আল্লাহ্ তা'আলা দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতেভরা সেই মাদানী পরিবেশকে দিন দিন উন্নতি দান করুন, যে মাদানী পরিবেশ আমাকে ধ্বংসের সরু গলি থেকে বের করে এনে জান্নাতের রাজপথে এনে দাঁড় করে দিয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এই মাদানী পরিবেশ আমার ভিতরে-বাহিরে এমন মাদানী রং ছড়িয়ে দিল যে, এখন আমার ঘরের অধিবাসীরা সবাই এবং আত্মীয়-স্বজনরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকতের কথা মনে গেঁথে রেখেছে।

আগর সুন্নাতেঁ সিখনে কা হে জযবা তুম আ'জাও দেগা সিখা মাদানী মা'হোল।
তু দাঁড়ি বাড়ালে আমামা সাজালে নেহী হে ইয়ে হার গিজ বুড়া মাদানী মা'হোল।
সনওয়ার জা'য়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله
তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মা'হোল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর পরের ভয়ানক দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হে আশিকানে রাসুলেরা! সংকল্প করুন, যত কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন **মক্কী-মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত পবিত্র দাঁড়ি মোবারক মুখে সাজিয়ে নিন এবং তা সাথে করে কবরেও নিয়ে যান। মনে রাখবেন! দাঁড়ি মুন্ডানো আর এক মুষ্ঠি থেকে কম করে রাখা উভয় হারাম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'কালো বিচ্ছু'** রিসালার মর্মান্তিক বিষয়বস্তুটি পেশ করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শুনুন, গভীর ভাবে চিন্তা করুন। হে অলস! ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন। মৃত্যুর পর আপনার কিছুই চলবে না। আপনাকে যারা আনন্দ দিত, তারা আপনার কাপড়-চোপড় পর্যন্ত খুলে নেবে। আপনি যত মর্যাদাশালীই বা হোন না কেন, আপনাকে সেই কাফনই পরানো হবে, যা পরানো হয়ে থাকে ফুটপাথে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ লাশদেরকে। আপনার গাড়ি আছে, তো সেটিও গ্যারেজেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনার দামী দামী পোষাক সিন্দুকেই থেকে যাবে। আপনার ধন-সম্পদ, আপনার রক্তে উপার্জিত, ঘামঝরা পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ওয়ারিশরা দখল করে নিবে। আপনার চোখের পানি ঝরতে থাকবে; পড়শীরা খুশি উদ্‌যাপন করতে থাকবে। আপনাকে যারা আনন্দ দিত, তারা আপনার লাশ কাঁধে উঠিয়ে রওয়ানা দেবে। আপনাকে বিরান ভূমিতে নিয়ে আসবে। এমন বিভীষিকাময় স্থানে, যেখানে আপনি কখনও আসেননি। বিশেষ করে রাতে আপনি এক ঘন্টার জন্যও সেখানে একাকী অবস্থান করতে পারতেন না বরং সেই স্থানের নাম শুনতেই আপনি ভয়ে কেঁপে উঠতেন। গর্ত খুঁড়ে আপনাকে এক বুক মাটির নিচে দাফন করে আপনার সব বন্ধু-বান্ধব ফিরে যাবে। আপনাকে এক দিন তো দূরের কথা এক ঘন্টা সময়ও কেউ সঙ্গ দিতে রাজি হবে না। আপনার ভালবাসার প্রাণপ্রিয় পুত্রই বা হোক না কেন, সেও পালিয়ে দূরে সরে চলে যাবে। এবার এই অন্ধকারের ছোট্ট কবরে জানা নেই যে, কত হাজার-কোটি বছর আপনাকে থাকতে হবে। আপনি চিন্তিত হবেন, দুঃখিত হবেন। আপনার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে।

কবর চাপ দিতে থাকবে। আপনি চিৎকার করতে থাকবেন। করুণ দৃষ্টিতে বন্ধু-বান্ধবদের চলে যাওয়া দেখতে থাকবেন। মন আপনার ভেঙ্গে চুরমার হতে থাকবে। এমনসময় কবরের দেওয়ালগুলো খুলতে আরম্ভ করবে। দেখতে দেখতে দুইজন ভয়ানক আকৃতির ফেরেশতা (মুনকির ও নকীর) লম্বা লম্বা দাঁত নিয়ে কবরের দেওয়ালগুলো ছেদ করে আপনার সামনে এসে উপস্থিত হবে। তাদের চোখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতে থাকবে। ভয়ঙ্কর কালো কালো চুল আপাদমস্তক ঝুলতে থাকবে। আপনাকে তারা ঝাট্কা দিয়ে বসাবে। খুবই গম্ভীর ভাষায় আপনাকে প্রশ্ন করবে। مَنْ رَّبُّكَ তোমার রব কে? مَا دِيْنُكَ তোমার দ্বীন কী? ইত্যবসরে আপনার ও মদীনা শরীফের মাঝে যত পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল, সবগুলো উঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনি দেখতে পাবেন কারো মনোমুগ্ধকর, প্রিয় প্রিয় চেহারা। অথবা সে মহান ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব স্বয়ং আগমন করবেন। আশ্চর্যের কী যে, আপনার চক্ষুদ্বয় লজ্জায় অবনত হয়ে যাবে। হতে পারে, আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন যে, এ চোখ উঠাই কোন্ সাহসে? নিজের কুৎসিৎ চেহারা দেখাই কিভাবে? ইনি তো সেই সত্ত্বা যিনি **আমার আক্বা ও মুনিব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আমি যাঁর কালেমা পড়তাম। নিজেকে তাঁর গোলাম বলেও দাবী করতাম। কিন্তু আমি এ কী করলাম? **প্রিয় আক্বা ও মুনিব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আদেশ দিয়েছিলেন, দাঁড়ি লম্বা কর, গোঁফ ছোট করে ছেঁটে ফেল, ইহুদীদের মত আকৃতি নিওনা। কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য! কয়েকদিনের পার্থিব সৌন্দর্যে নিজের জীবনটাকে নিঃশেষ করে দিয়েছি। ফ্যাশন আমাকে ধ্বংস করে দিল। **মুনিব ও আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কর্তৃক কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমি আমার চেহারা ইহুদীদের মত বানিয়ে রেখেছিলাম অর্থাৎ **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমনদের ন্যায়। হায়! এখন আমার কী অবস্থা হবে! এমন যদি হয় যে, আমার কুৎসিৎ এই চেহারা দেখে **আমার মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুখ ফিরিয়ে নেন, আর যদি এই ঘোষণা দেন যে,“**এ তো আমার দুশমনদের চেহারা, গোলামদের মত তো না!!**” **আল্লাহ্** না করুন এমন যদি হয়, তাহলে একটু ভাবুন, তখন আপনার কী অবস্থা হবে?

না উঠ সাকে গা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম, আগর নবী নে নযর ছে গিরা কে চোড় দিয়া।

এমন হবে না, اِنْ شَآءَ الله কখনও হবে না। আপনি তো এখনও জীবিত আছেন, মেনে নিন! নিজের দুর্বল শরীর নিয়ে ভয় করুন। সাহস সঞ্চয় করুন। ইংরেজি ফ্যাশন, ইংরেজ কৃষ্টি-কালচারকে তিন তালাক দিন। আপনার চেহারা **প্রিয়নবী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাত দিয়ে সাজিয়ে নিন, আর এক মুষ্ঠি দাঁড়ি সাজিয়ে নিন। কখনও শয়তানদের প্রতারণায় পড়বেন না। শয়তানের এমন প্রতারনায় মন দেবেন না যে, “এখনও তো আমার দাঁড়ি রাখার সময় আসেনি। আমার বয়সই বা আর কত? আমার ইলমও বা কী? কেউ যদি দ্বীনের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে আমি তো পারব না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

সুতরাং আমি যখন বড় হব, যোগ্য হব, তখনই দাঁড়ি না হয় রাখব।" মনে রাখবেন! এ হল শয়তানের সার্থক আক্রমণ যে, মানুষ নিজের ব্যাপারে এমন ধরনেরই ভাবতে থাকুক যে, আমি এখন যোগ্য হয়ে গেছি। মনে রাখবেন! নিজেকে নিজে যোগ্য মনে করাই অযোগ্যতার বড় প্রমাণ। নিজেকে নিজে ছোট ভাবুন। বড় বড় আলেমগণও সকল প্রশ্নের জবাব দেননা। আপনি কি যে কোন প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন? নফসের প্রতারণার শিকার হবেন না। স্বীকার করে নিন, আনুগত্যে আসুন। আপনার মা আপনাকে বাধা দিক, পিতা আপনাকে নিষেধ করুক। সমাজ আপনাকে ধমক দিক। বিয়েতে বাধা আসুক। যা-ই হোক না কেন, **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তাঁর **প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ আপনাকে মানতেই হবে। আক্বা রাখুন পবিত্র লওহে মাহফুজে যদি আপনার জোড়া লিখা থাকে বিয়ে আপনার হবেই হবে, আর সেখানে যদি আপনার জোড়া লেখা না থাকে, পৃথিবীর কোন শক্তি আপনাকে বিয়ে করাতে পারবে না। জীবনের ভরসা কোথায়?

দাঁড়ি মুন্ডাতেই মৃত্যু

কোন ব্যক্তি সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক)কে এ ধরনের একটি ঘটনা শুনাল যে, বাংলাদেশের এক যুবক দাঁড়ি রেখেছিল। যখন তার বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে, তার মা-বাবা তাকে দাঁড়ি মুন্ডাতে বাধ্য করে। অনিচ্ছাকৃত সে নিরুপায় হয়ে নাপিতের কাছে গিয়ে দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ঘরে আসার পথে রাস্তা পার হচ্ছিল। হঠাৎ দ্রুতগামী একটি গাড়ি এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। সে মারা গেল। তার বিয়ের সাধ মাটি হয়ে গেল। মা-বাবা কী কাজে আসবে। না বিয়ে হল, না দাঁড়ি থাকল। অতএব, হে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাবধান হোন। **আল্লাহ্ তা'আলা**র উপর ভরসা করে আজই সংকল্প করুন, এখন থেকে আমি **তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে গর্দান দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার মুখের দাঁড়ি পৃথিবীর কোন শক্তি ছিনিয়ে নিতে পারে না।

দাঁড়ি-মুন্ডানোদের ব্যাপারে হুযুর ﷺ এর ঘৃণাভরা এক শিক্ষণীয় ঘটনা

ইরানের বাদশাহ্ খসরু পারভেজের নিকট হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হোযাফা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাধ্যমে **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ হতে **নেকির দাওয়াত** সম্বলিত একটি চিঠি পৌঁছে। সেই জালিম নবী-বিদ্বেষীটি পত্রবাহককে দেখতেই ক্ষোভে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। তার খারাপ-জবানে গালমন্দ করতে থাকে। (পারভেজের বে-আদবীমূলক ও ঔদ্বত্যপূর্ণ শব্দগুলো উল্লেখ করার সাহস হচ্ছে না, তাই উহ্য রেখে দিলাম)। এরপর ইরানের কুকুর (পারভেজ) তার ইয়ামনে নিয়োজিত গভর্ণর, আরবের সকল রাষ্ট্রকে যার অধীন মনে করা হত, সেই বাজানকে এই হুকুম পাঠিয়ে দিল যে, ...। (এখানেও ইরানের কুকুর পারভেজের গালমন্দ উহ্য রাখা হল)।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

বাজান একটি সেনাদল তৈরি করল। সেনাপতির নাম ছিল খারখাসরা। তাছাড়া **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্মকান্ড ও রীতি-নীতির উপর গভীর দৃষ্টি দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় এক প্রধানকেও তার সাথে করে দেওয়া হল। তার নাম বানুয়ী ছিল। এই দুইজন প্রধান যখন **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে পৌঁছাল, নবী-প্রতাপে তাদের গর্দানের শিরাগুলো কাঁপতে আরম্ভ করে দিল। যেহেতু এরা পারস্যের অগ্নিপূজারী ছিল, তাই তাদের মুখের দাঁড়ি মুন্ডানো ছিল আর গোঁফগুলো এতই লম্বা ছিল যে, তাদের ঠোঁট ঢেকে গিয়েছিল। তারা তাদের বাদশাহ্ পারভেজকে 'রব' (প্রতিপালক) বলত। তাদের চেহারা দেখতেই **প্রিয় আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যথিত হলেন। ঘৃণাভরে বললেন: তোমাদের ধ্বংস হোক, এরূপ আকৃতি তোমাদের বানাতে কে বলেছে? তারা জাবাব দিল: আমাদের 'রব' পারভেজ বলেছে। **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কিন্তু আমার রব **আল্লাহ্ তা'আলা** তো আমাকে আদেশ দিয়েছেন, দাঁড়ি রাখ আর গোঁফ ছোট কর। (মাদারিজুন্নবুয়ত, ২য় খন্ড, ২২৪, ২২৫ পৃষ্ঠা, মারকাযে আহলে সুন্নাত। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের হৃদয়-কাঁপানো দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিন। ভাবুন! বুঝে না এলে পুনরায় পড়ুন। ভালভাবে বুঝুন! এই দুইজন লোক সম্পর্কে ভাবুন। যারা এখনও কাফের, মুসলমান হয়নি। শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কেও অজ্ঞ। মুকাল্লিফও নয়, অর্থাৎ শরীয়াতের দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত হয়নি। কিন্তু তারা যখন স্বাভাবিক সৃষ্টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করল, চেহারার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে দিল, **ছরকারে আলী ওয়াকার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর মোবারককে তাদের এই (অর্থাৎ দাঁড়ি মুন্ডানোর) কাজটি অত্যন্ত মর্মাহত করল, আর তিনি সমগ্র বিশ্বের রহমত হওয়া সত্ত্বেও ইরশাদ করলেন: 'তোমাদের ধ্বংস হোক'। একটু ভাবুন! বুঝার চেষ্টা করুন। কিয়ামতের ময়দানে যখন সবাই একত্রিত হবে, সকলে যখন নফসী নফসী করবে, মা তার সন্তান হতে সন্তান তার পিতা হতে পালিয়ে বেড়াবে, সে সময় তো একমাত্র পবিত্র সত্ত্বা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই থাকবেন, যিনি গুনাহ্গারদের একমাত্র আশ্রয় হবেন। এই **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান খেদমতে সবাইকে হাজিরী দিতে হবে। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, তাকে সে অবস্থাতেই কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে। দাঁড়িওয়ালারা উঠবে দাঁড়ি মুখে নিয়ে আর দাঁড়ি মুন্ডানোরা উঠবে দাঁড়ি মুন্ডনো অবস্থায়।

হে প্রিয় নবীর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সুন্নাত ধ্বংসকারীরা! প্রিয় ছরকার, শাহান শাহে আবরার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: 'তোমরা কি আমাকে ভালবাসতে'? প্রকাশ্য যে, আপনার অস্বীকার করার কোন অজুহাত নেই। আপনি এটাই বলবেন: **'ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনিই তো আমাদের সব কিছু।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আমরা আপনাকে আমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ধন-দৌলত সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় জানি। **হে আমাদের ছরকার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা তো পৃথিবীতে ঝুম ঝুম করে বলতাম:

মেরে তো আ'পহি সব কুছ হ্যায় রহমতে আ'লম
মে জীই রাহা হোঁ যমানে মে আ'পহি কে লিয়ে।

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা তো আপনার জন্য এমন আশিক ছিলাম যে, অস্থির হয়ে আমরা আরজ করতাম:

গোলামে মুস্তফা বন কর মে বিক জাঁও মদীনে মে
মুহাম্মদ নাম পর সওদা সরে বাজার হো জায়ে!

হে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের ভালবাসা যখন বৃদ্ধি পেত, আমরা এমনই তো বলতাম:

জান ভি মে দে দোঁ খোদা কি কসম!
কোয়ি মাঙ্গে আগর মুস্তফা কে লিয়ে!

এসব শুনে (**আল্লাহ্** না করুন) **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি ইরশাদ করেন: হে আমার গোলামেরা! তোমরা যদি সত্যি সত্যি আমাকে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং ধন-দৌলত হতে বেশি ভালবাসতে, কেবল আমার জন্যই পৃথিবীতে জীবিত ছিলে, আমার নামেই যদি বিক্রি হয়ে থাকতে, বরং জীবন দিতে তৈরি থাকতে, তাহলে কী কারণে, তোমাদের আশার-আকৃতি আমার দুশমনদের ন্যায় বনিয়ে রেখেছিলে? আমার এ সব আদেশ-নিষেধ কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়নি। (১) "গোঁফগুলো ছোট করো, দাঁড়িগুলোকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ-বাড়তে দাও), ইহুদীদের মত আকৃতি বানিও না।" (শরহে মাআনিল আছার, লিত তাহাভী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা : ২৮) (২) "যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী চলে, সে আমার আর যে আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে আমার নয়।" (ইবনে আছাকির। খন্ড : ৩৮, পৃষ্ঠা ১২৭) (৩) "যে আমার সুন্নাতের উপর আমল করে না, সে আমার নয়।"
(সুনানে ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৬। হাদীস নম্বর : ১৮৪৬)

যদি আক্বা ﷺ মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে ......!

ফ্যাশন জগতে প্রাণ উৎসর্গকারীরা! এসব মহান বাণী মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও **আল্লাহ্** না করুন আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন আপনারা কী করবেন? কার দ্বারে গিয়ে আবেদন করবেন? কার দরজায় শাফাআতের ভিক্ষা নিতে যাবেন? কে হবে **আল্লাহ্ তা'আলার** গজব ও আযাব হতে মুক্তি দাতা? এখনও সুযোগ আছে। যতদিন নিশ্বাস আছে, সময় আছে, শিঘ্র তাওবা করে নিন। আপনার চেহারাকে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দিয়ে সাজিয়ে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আপনার চেহারায় নবী প্রেমের নিদর্শন সৃষ্টি করে নিন। এই খোশ-চিন্তা বাদ দিন যে, এখন বয়সই বা আর কত? পরে না হয় রাখবখন, বিয়ের পরে দেখা যাবে। সরলসোজা ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের চক্রান্তের শিকার হবেন না। সে যতই মিষ্টি ভাষায় আপনাকে এ কথায় আনতে চেষ্টা করুক যে, এখনও দাঁড়ি রাখার বয়স তোমার হয় নি। পরে না হয় রেখে দিও। এটি শয়তানের সফল কৌশল। এই অপকৌশল ব্যবহার করে এই বিতাড়িত ও অভিশপ্ত জানে না কত মানুষকে যে ধ্বংস করে দিয়েছে। আসুন আপনাদেরকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনাই :

মৃত্যুর পূর্বে দুর্ভাগ্য

এক যুবক কম-বেশি সারা বছরব্যাপী **'দা'ওয়াতে ইসলামী'**র সুন্নাতেভরা মাদানী পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট রইল। দাঁড়িও রাখল। পরে জানি না কী বুঝল, হয়ত কোন খারাপ বন্ধু জুটেছে, **আল্লাহ্**র পানাহ! দাঁড়ি মুন্ডন করে ফেলল। জুমার দিন রাতে বাবুল মদীনা করাচীর সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতেমায় অনুপস্থিত ছিল। জুমার দিন বন্ধুদের সাথে বাবুল মদীনা করাচীর প্রসিদ্ধ বিনোদনকেন্দ্র 'হক্স বে'র সমুদ্র সৈকতে পিকনিকে যায়। কিন্তু হায়! বেচারা সমুদ্রের পানিতে ডুবে মৃত্যুর শিকার হয়!

মিলে খাক মে আহলে শাহ্ কেয়ছে কেয়ছে, মকি হো গেয়ে লা-মকা কেয়ছে কেয়ছে
হুয়ে নামওয়ার বে নিশা কেয়ছে কেয়ছে যমি খা গেয়ী নওজোয়া কেয়ছে কেয়ছে
জাগা জি লাগানে কে দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে।

ফ্যাশন-পুজারীদের সঙ্গদোষ!

এই যুবকটির বয়স প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল। কতই বা বয়স! দাঁড়ি রাখার বয়স তখনও হয়ত আসেই নি! কখনও এজন্য তো মৃত্যুর পনের দিন পূর্বে দাঁড়ি সাফ করে নিল। না, কখনও না। এখন বেচারার কপাল! মন্দ সঙ্গের প্রভাব। **আল্লাহ্ তা'আলা** তার মাগফিরাত করুন। ডুবে মরা এই যুবকটি আমাদের সকলের মুক্তির জন্য অনেক অনেক শিক্ষামূলক বিষয় রেখে গেছে। যেসব ব্যক্তি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ হতে দূরে সরে যাবার ইচ্ছা করে কিংবা ভ্রমণ-বিনোদনে মেতে-ওঠা লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে যেন এই শিক্ষণীয় ঘটনায় ভাল করে মনোযোগ দেয় যে, কখনো আমিও যেন অন্যান্যদের শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত না হয়ে যাই। আমার এই ফ্যাশন-পুজারী বন্ধুরা নিজেরা তো ডুবেছেই আমাকেও যেন না ডুবাতে পারে। আর কখনও এমন যেন না হয় যে, আমার জীবনের সময়সীমা পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, আর সে কারণেই শয়তান তার সম্পূর্ণ শক্তি আমার উপর ব্যবহার করছে। কিছু দিনের মন্দ সঙ্গের কারণে সে আমার জীবনের সব উপার্জন ধূলিষাৎ করে দেবে, এমন যেন না হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

বেনামাযী ও ফাসেকদের সঙ্গদাতাগণ! সাবধান!! ৭ম পারা, সূরা আল আনআমের ৬৮ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

وَ اِمَّا يُنۡسِيَنَّكَ الشَّيۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّكۡرٰى مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, অতঃপর কখনও বসবে না স্মরণে আসার পর অত্যাচারীদের সাথে।"

কেবল প্রিয় নবী ﷺ এর পছন্দের দাঁড়িই রাখবে

হে **মাদানী মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ! মেনে নিন। যৌবনের রঙ্গে গা ভাসিয়ে দিবেন না। পার্থিব বাধ্যবাধকতাকে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করবেন না। আসুন! আসুন!! **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বদান্যতার চাদরে জড়িয়ে যান। তাঁর পরওয়ারদেগার রব্বে গফ্ফার নিকট মাগফিরাতের ভিক্ষা চেয়ে নিন। তাঁর নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিন। এ হল বদান্যতার দরবার, উচ্চ মর্যাদাশালী দরবার। **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবার থেকে কোন ভিক্ষুক খালি হাতে নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না। সুন্নাতের খয়রাত নিয়ে নিন। আপনার চেহারা হতে **আল্লাহ্ তা'আলার** শত্রু ও **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমনদের অশুভ চিহ্নকে জীবনের জন্য ধুয়ে মুছে সাফ করে নিন। চেহারায় প্রিয় প্রিয় সুন্নাত সাজিয়ে নিন। আর হ্যাঁ, মনে রাখবেন! শয়তান বড়ই ধোঁকাবাজ ও প্রতারক। আপনি তো ইংরেজদের এবং ইহুদীদের পাশ ছেড়ে দিলেন, দাঁড়িও সাজিয়ে নিলেন, শয়তান কিন্তু আপনাকে ভিন্ন কৌশলে আবার ঘিরে ধরবে। আপনাকে যেন আবার ফ্রান্সদের পায়ে নিয়ে ফেলতে না পারে। মূল কথা হল, কখনও 'ফ্রান্স-কাট' অর্থাৎ কশকশে দাঁড়ি রাখবেন না। কারণ, দাঁড়ি মুণ্ডানো এবং দাঁড়ি কেটে এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করে ফেলা উভয় হারাম। দাঁড়ি রাখবেন, অবশ্যই রাখবেন। তবে **প্রিয় প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দের দাঁড়ি রাখবেন। অর্থাৎ এক মুষ্ঠিপূর্ণ রাখবেন।

দাঁড়ি মুণ্ডানোর ৩০টি দুর্ভাগ্য

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২২তম খন্ডে দাঁড়ি মুণ্ডানো এবং এক মুষ্ঠি থেকে কম করে রাখার নিন্দাবাদে لَمۡعَةُ الضُّحٰى فِىۡ اِعۡفَاءِ اللُّحٰى নামের একটি রিসালা রয়েছে। রিসালাটির শেষের দিকে অর্থাৎ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২২তম খন্ডের ৬৭৫ থেকে ৬৭৬ পৃষ্ঠায় দাঁড়ি মুণ্ডানো এবং এক মুষ্ঠি থেকে কম-রাখা লোকদের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের আলোকে ৩০টি শাস্তির দুঃসংবাদ এবং নিন্দাবাদের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। (লম্বা হয়ে যাওয়ার ভয়ে বরাত উহ্য করা হল। যারা দেখতে চান, তারা যেন সেখান থেকে দেখে নিন)। ❋ যে ব্যক্তি দাঁড়ি মুন্ডায়, সে **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তাঁর **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্য। ❋ অভিশপ্ত শয়তানের হুকুমের অনুসারী।

❁ খুবই নির্বোধ। ❁ তাদের উপর **আল্লাহ্ তা'আলা** অসন্তুষ্ট। ❁ **আল্লাহ্ তা'আলার রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অসন্তুষ্ট। ❁ এমন আকৃতি দেখলে **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপছন্দ হয়। ❁ তারা ইহুদীর আকৃতি। ❁ আবিষ্কার খ্রিষ্টানদের, সাদৃশ্য ইংরেজদের। ❁ তারা অগ্নিপূজারীদের অনুসারী। ❁ আকৃতি হিন্দুদের, প্রকৃতি মুশরিকদের। ❁ তারা **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দলভূক্ত নয়। ❁ তারা তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ খ্রিষ্টান, ইহুদী, অগ্নিপূজারী, ও হিন্দুদের দলভূক্ত। ❁ তারা শাস্তিযোগ্য এবং দেশান্তর হওয়ার যোগ্য। ❁ তারা প্রকৃতির স্বভাবজাত নিয়মের পরিবর্তনকারী ও মুগাইয়িরুল খলক (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলার** সৃষ্টি-সৌন্দর্যে ভিন্নরূপ-দানকারী)। ❁ তারা হিজড়া। ❁ **আল্লাহ্ তা'আলার** সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারী। ❁ তারা অপদস্থ ও হীন। ❁ ঘৃণার যোগ্য। ❁ তারা মারদূদুশ শাহাদাত (অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্য পরিত্যাজ্য)। ❁ তারা পুরোপুরি ইসলামে দাখিল হয়নি। ❁ তারা অধঃপতনে; ধ্বংসযোগ্য। ❁ ধর্মে বঞ্চিত এবং আখিরাতে দূর্ভাগা। ❁ তারা **আল্লাহ্ তা'আলার** শাস্তির প্রতীক্ষাকারী। ❁ তারা **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট বিরাট দুশমন এবং **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের উপর অত্যন্ত নারায। ❁ ভোরেও তারা **আল্লাহ্ তা'আলার** গজবে, সন্ধ্যায়ও **আল্লাহ্ তা'আলার** গজবে। ❁ কিয়ামতের দিন তাদের আকৃতি বদলে দেওয়া হবে। ❁ তারা **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তাঁর **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অভিশপ্ত, দুনিয়া-আখিরাতে অভিশপ্ত, **আল্লাহ্**, ফেরেশতাকুল ও মানবমণ্ডলী সকলেরই অভিশাপ তাদের উপর। ফেরেশতারা তাদের অভিশপ্ত হওয়ার উপর আমীন বলেন। ❁ **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের উপর রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। ❁ তারা বেহেশতে যাবে না। ❁ **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, **আল্লাহ্ তা'আলার** আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মকরে শয়তান মে মত আও ভাইয়ি রুখ পে তুম দাড়ি সাজাও ভাইয়ি
চোড় দো ফ্যাশন মান জাও ভাইয়ি খুদ কো দোযখ ছে বাঁচাও ভাইয়ি
বিল ইয়াকীন দুনিয়া তেরী হে বেওয়াফা! ইস ছে তুম মত দিল লাগাও ভাইয়ি।

আমি খুবই মন্দ চরিত্রের ছিলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীপ্রেমের নিদর্শন দাঁড়ি বৃদ্ধি করার বাসনা সৃষ্টি হওয়ার জন্য, মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজাবার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য, ইশকে রাসুলের আগ্রহ বাড়ানোর আগ্রহী হয়ে মাথার চুল রাখার সুন্নাত পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য, মাদানী চাল-চলনে অটল থাকার জন্য এবং পবিত্র কুরআন শরীফ পড়ার এবং পড়াবার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাতেভরা মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। **মাদানী ইনআমাত** অনুযায়ী আপনার জীবন পরিচালিত করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার স্বার্থে একটি মাদানী বাহার পেশ করা হচ্ছে। বাবুল মদীনার (করাচী) বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম শুনুন। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি খুবই মন্দ চরিত্রের একজন লোক ছিলাম। সারা রাত ধরে বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় খোশ-গল্পে মত্ত থাকতাম। মাতা-পিতার সম্মানের দিকে আমার কোন তোয়াক্কাই ছিল না। মূল্যবান জীবনটিকে অযথা বিনষ্ট করবার অনুভূতি ছিল না। আমার জীবনটি সব দিক দিয়েই অলস ছিল। পরিবার-পরিজনেরা আমার আচার-আচরণে খুবই চিন্তিত ছিল। তারা আমাকে সংশোধন করার চেষ্টায় সদা স্বচেষ্ট থাকত। কেননা, সৎ সন্তানের কারণে সমাজে পিতা-মাতারও সুনাম অর্জিত হয়। একদিন আমার ভাই এক আশিকে রাসুলের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসা সহকারে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদানের জন্য দাওয়াত দিলেন এবং মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাছাড়া তিনি শরীয়াতের বিধি-বিধান মেনে চলার বরকত ও ফযীলতগুলো বর্ণনা করেন। তাঁর **ইনফিরাদী কৌশিশ** আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আমি তা অস্বীকার করতে পারলাম না। আমি মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ, মাদরাসাতুল মদীনায় আমি এখন বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে হরফগুলোর আদায়ের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শারীফ পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি আর **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনাকারী আশিকানে রাসুলদের সাহচর্যের বরকতে দ্বীনের পক্ষে এমন ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় যখন চতুর্দিকে ফ্যাশন-পূজার সমাগম চলছে আমি আমার মুখে দাঁড়ি ও পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিয়েছি। আমি নিজেই কেবল সুন্নাতেভরা জীবন কাটাতে সচেষ্ট থাকিনি বরং সুন্নাত প্রচার করার জন্যও সর্বদা স্বচেষ্ট রয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এটি লেখা পর্যন্ত মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে মাদানী কাজের দায়িত্বে রত রয়েছি।

বুরে সোহবতো ছে কিনারা কশিকর কে আচ্ছো কে পাছ আকে পা মাদানী মাহল
তানাজ্জুল কে গেহরে গাড়ে মে থেহ উনকি, তরক্কি কা বায়িছ বানা মাদানী মাহল

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়া সমূহ ও মাদ্রাসা সমূহের সংখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহারটিতে **ইনফিরাদী কৌশিশ** এবং মাদরাসাতুল মদীনার বরকতগুলো সুস্পষ্ট, যেগুলোর কারণে একজন ভবঘুরে যুবক নিজেও সুন্নাতের তরিকায় চলল, অন্যকেও পরিচালিত করল। সকল ইসলামী ভাই-বোনদের নিকট আমার আবেদন, আপনারাও মাদরাসাতুল মদীনায় (বয়স্ক পুরুষ-মহিলা) অবশ্যই ভর্তি হোন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কুরআন শরীফ না শিখে থাকলে শিক্ষা নিন। তাজভীদ সহকারে শিখে থাকলে বিভাগীয় দায়িত্বশীলের ব্যবস্থাপনায় অপরকেও শিক্ষা দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার জানা মতে এটি লেখা পর্যন্ত ১৪৩২ হিজরীর ১৪ই রমযান মোতাবেক ২০১১ সনের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত কেবল পাকিস্তানেই হেফজ ও নাজেরার জন্য মাদানী মুন্নাদের প্রায় ৭৬৬টি এবং মাদানী মুন্নিদের পায় ৩১৬টি মাদরাসাতুল মদীনা পরিচালিত হচ্ছে, যেগুলোতে সব মিলিয়ে প্রায় ৭২০০০ জন মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নি রয়েছে। তাছাড়া বয়স্ক ইসলামী ভাইদের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা (এশার পর প্রায় ৪৫ মিনিট সময়কালের জন্য) সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৩৩১৬টি। এদিকে বয়স্ক ইসলামী বোনদের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা (সাধারণত: সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে, ক্লাসের সময়কাল ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট) রয়েছে প্রায় ৩৯৯৩৮টি। তাছাড়া (১০ই রজব, ১৪৩২ হি. মোতাবেক ১২ই জুন, ২০১১ ইং) ইসলামী ভাইদের দরসে নেজামীর জামেয়াতুল মদীনা রয়েছে প্রায় ৯০টির মত, আর ইসলামী বোনদের জামেয়াতুল মদীনার সংখ্যা প্রায় ৭২। ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় ৬৬৭১ জন এবং মহিলা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় ২৮৪১। এসব জামেয়াতুল মদীনা (পুরুষ-মহিলা) এবং মাদরাসাতুল মদীনা (বালক-বালিকা) গুলোতে ফ্রি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আর এগুলোর ব্যয়-নির্বাহ করা হয়ে থাকে ইসলামী ভাইদের অনুদান থেকে। প্রত্যেক মুসলমানের বিশুদ্ধ কুরআন-শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি ফরয ইলম অর্জন করা জরুরী।

পবিত্র কুরআন-শিক্ষা সম্পর্কে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'** কিতাবের ১ম খন্ডের ৫৪৫ ও ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

(১) পবিত্র কুরআনের মাত্র একটি আয়াত হলেও মুখস্থ করা প্রতিটি মুকাল্লিফ (অর্থাৎ সুষ্ঠু মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক) মুসলমানের উপর ফরজে আইন (ব্যক্তিগত ভাবে ফরয) এবং সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ফরজে কিফায়া (সামাজিক ভাবে ফরয)। সূরা ফাতিহা, দুই-একটি ছোট সূরা, অথবা তদ্রূপ, যেমন তিনটি ছোট আয়াত বা একটি বড় আয়াত মুখস্থ করা ওয়াজিবে আইন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

(২) প্রয়োজন মত ফিক্হের মাস্আলা শিক্ষা নেওয়া ফরজে আইন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাস্আলা শিক্ষা নেওয়া পুরো কুরআন শরীফ হেফজ করার চেয়ে উত্তম।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

ইয়েহি হে আরজু তালিমে কুরআন আম হো জায়ে
তিলাওয়াত করনা আপনা কাম সুবহ্ ও শাম হো জায়ে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

ফ্যাশন-পূজারীরাই কি সম্মানিত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর ভাবনার বিষয়! আজ কি দুনিয়াকে ‘বড় কিছু’ বিষয় বুঝানো হচ্ছে না? বর্তমানের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের হৃদয়-মন হতে কি ইসলামের মূল ভাবমূর্তি মুছে ফেলা হচ্ছে না? সৎকাজের প্রতি আহ্বান এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব কি এড়িয়ে চলা হচ্ছে না? পরস্পর পরস্পরে কি কাদা ছুঁড়াছুঁড়ির ধর্ম পড়ে যায় নি? শত কোটি আফসোস! আজকের সংখ্যা-গরিষ্ঠদের জীবন-চলার অবস্থা এই নির্দেশ করছে যে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধাণ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শরীয়াত ও সুন্নাত হতে মানুষ **আল্লাহ্**র পানাহ্ দূরে সরে যাচ্ছে। সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং ইংরেজ ফ্যাশনের আসক্তি অবশেষে এই সমাজকে যে কোথায় নিয়ে যাবে!

দুনিয়ার ভালবাসাই সকল গুনাহের মূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জেগে উঠুন। মৃত্যুর পূর্বেই পরিশুদ্ধ হয়ে যান। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন, দুনিয়ার ভালবাসাই এই সমস্ত অধঃপতন ডেকে এনেছে। দুনিয়ার মুহাব্বতের কারণে মানুষ আজ সুন্নাত হতে দূরে সরে গেছে। **ছরকারে মদীনা, রাহাতে কলবো সীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ “দুনিয়ার ভালবাসাই সকল গুনাহের মূল।” (কিতাবু যম্মিদ দুনিয়া মাআ মাউসূআতিল ইমাম ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৫ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯) শত কোটি আফসোস! জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত সমূহ অর্জনের জন্য তুচ্ছ ঘরোয়া আরাম-আয়েশ বাদ দিয়ে সামান্য কটি দিনের জন্যও সুন্নাত শিক্ষার উদ্দেশ্যে **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করার মানসে আজ আমরা প্রস্তুত হতে পারি না, অথচ নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য আপন ঘর-বাড়ি-মাতৃভূমি ত্যাগ করে বছর কে বছর ধরে হাজার হাজার মাইল পাড়ি জমানোতে সদা প্রস্তুত থাকি। মুসলমানদের ধর্মীয় অধঃপতন, তাদের উপর অমুসলিমদের আগ্রাসন, মসজিদসমূহের ধ্বংস, সিনেমাহল সহ বিনোদন-কেন্দ্রসমূহ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকা, ইংরেজ কৃষ্টি-কালচারের জয়জয়কার, পশ্চিমা ফ্যাশনের আসক্তি, ফিল্ম-ড্রামা দেখার জন্য ঘরে ঘরে টিভি, ক্যাবল সিষ্টেম, ইন্টারনেট, ভিসিআর, চারি দিকে গুনাহের ছড়াছড়ি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের চারিত্রিক অবনতি এসব কি আমাদের আহ্বান করে করে দাওয়াতে ফিকির (ভাবনার আহ্বান) করছে না যে, ‘আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্যে অবশ্য অবশ্য মাদানী কাফেলার সফরসঙ্গী হতে হবে’। আজ আমাদের পক্ষে জীবনে একবার কমপক্ষে ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে ৩০ দিন, আর প্রতি মাসে ৩টি দিনের জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতেভরা সফর করা এতই কষ্টকর বলে মনে হয়। একবার চিন্তা করে দেখুন তো! আমাদের সবাই যদি কোন না কোন অসুবিধায় পড়ে যাই, তাহলে পরে এই মাদানী কাফেলায় সফর কে-ই বা করবে?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

সারা দুনিয়া জুড়ে **নেকীর দাওয়াত** কে পৌঁছিয়ে দেবে? **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতদের মঙ্গল কামনা কে করবে? অধঃপতনের অতল গভীরে তলিয়ে যাওয়া নির্বোধ মুসলমানদেরকে সুন্নাতের উপর চলবার মন-মানসিকতা কে সৃষ্টি করবে? **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে,** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ। এই মাদানী উদ্দেশ্য অর্জনে তাদেরকে সাহয়তা করবে? হায় আফসোস! সকল মুসলমান ভাইয়েরা এই নিয়্যত করে নিন, জীবনে কমপক্ষে একবার ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে ৩০ দিন এবং সারা জীবন প্রতি মাসে ৩ দিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতেভরা সফর করব, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ। মাদানী কাফেলার বরকতসমূহ অনুধাবনের উদ্দেশ্যে একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন:

ঘৃণারপাত্র, কীভাবে প্রিয়পাত্র হয়ে গেল?

লাসিগোঠের (বাবুল মদীনা, করাচী) অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য প্রায় এরকম। আমি অত্যন্ত বিপথগামী লোক ছিলাম। ফিল্ম-ড্রামায় আসক্ত হওয়ার পাশাপাশি ভবঘুরে ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব সহ রাতারাতি তাদের সাথে বেহায়াপনা করা ছিল আমার দৈনিক কাজ। আমার মন্দ আচরণের কারণে আমার গোষ্ঠীর প্রায় সকলে এমনকি আমার পিতাও আমাকে পাশ কেটে চলতেন। আমি ঘরে এলে তারা ভয় পেত। এমনকি তারা একে অপরকে আমার সাথে মেলামেশা করতেও বারণ করে থাকত। শেষ পর্যন্ত এতটুকুতে গিয়ে গড়াল যে, আব্বা আমাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার রুক্ষ জীবনের শেষে ভোরের বসন্ত হাওয়ার দোলা লাগল ঠিক এভাবে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগ নিতান্ত ভালবাসা সহকারে **ইনফিরাদী কৌশিশ**করে আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনায় পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর কোয়েটায় প্রাদেশিক পরিমন্ডলে অনুষ্ঠিত দুইদিন ব্যাপী সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদানের জন্য দাওয়াত দিলেন। আমি বিষয়টি আমার পিতার অনুমতির উপর ছেড়ে দিলাম। নেকীর দাওয়াতের একনিষ্ঠ আশিকে রাসুল ইসলামী ভাইটি আমার এই প্রস্তাবটি শোনামাত্র খুশিতে লাফিয়ে উঠেন। কেন না, আমার আব্বাজান প্রথম থেকেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে খুবই পছন্দ করতেন। সুযোগ পেতেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সেই মুবাল্লিগটি আব্বাজানের নিকট ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার ইজতিমায় যোগদানের জন্য অনুমতি চাইলেন। আব্বাজান আমার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎক্ষণাৎ সানন্দে খরচা-পাতি সহ ইজতিমায় যোগদানের অনুমতি দিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট তারিখে আশিকে রাসুলটির সাথে আমার ইজতিমায় যোগদানের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ইজতিমায় হওয়া সুন্নাতেভরা বয়ান, **আল্লাহ্ তা'আলার** জিকির এবং অন্তর গলানো দো'আ আমার হৃদয়কে মুগ্ধ করে ফেলে। মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত পাওয়ায় সাথে সাথে আশিকনে রাসুলদের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলার**ও মুসাফির হয়ে গেলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসুলদের সাহচর্য ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ আমার মত বদকারের হৃদয়ে মাদানী ইনকিলাব সৃষ্টি করে দেয়। গুনাহ্ থেকে তাওবা করার আগ্রহ ও সুন্নাতেভরা মাদানী লিবাসের অনুপ্রেরণা পেলাম। পিতা-মাতার অধিকার খর্বের ক্ষমা চাওয়ার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হল। মুখে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অর্থাৎ দাঁড়ি শরীফ এবং মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজাবার নিয়্যত করলাম। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করতেই আমি আব্বা-আম্মার পায়ে পড়ে গেলাম, তাঁদের কাছে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইলাম। এমনিভাবে আমার মত গুনাহ্গার ও ব্যর্থ মানুষও সুন্নাতের মাদানী ফুল সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই। বিগত দিনগুলোতে আমার যেসব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন আমাকে পাশ কেটে চলত, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ তারাও আমার সাথে সাক্ষাত করছে। গতকাল পর্যন্ত আমি সমাজের লোকজনের কাছে ঘৃনিত ও নিকৃষ্ট ছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি আজ তাদের নিকট 'প্রিয় পাত্রে' পরিণত হয়ে গেছি।

জব থক ভি কে না থেহ্ কোয়ী পুছতা না থাহ্
তুম নে খরিদ কর মুঝে আনমোল করদিয়া!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পরিবার-পরিজনকে নেকীর দাওয়াতের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকানে রাসুলদের **ইনফিরাদী কৌশিশ** পরিবর্তন সাধন করল, সমাজের মন্দ ও তুচ্ছ একটি লোক সকলের চোখের মণি ও প্রিয়পাত্র মুসলিমে পরিবর্তিত হল। আমরাও যদি রাস্তায় সবাইকে নামাযের কথা বলি, সুন্নাতেভরা ইজতিমার দাওয়াত দিই, মাদানী কাফেলায় সফর করার মন-মনাসিকতা সৃষ্টি করিয়ে দিয়ে থাকি, তাহলে সমাজে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে! বিশেষ করে পরিবার-পরিজনকেও সৎকাজের প্রতি আহবান করা উচিত, তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানো আবশ্যক। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা যায়ন ইবনে আসলাম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত: **ছরকারে আবদ-করার, ছাহেবে পসীনায়ে খুশবোদার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিচের আয়াত শরীফটি তিলাওয়াত করেন:

قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> "তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর।" (পারা: ২৮, সূরা: আত তাহরীম, আয়াত: ৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরজ করলেন, **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে কীভাবে আগুন থেকে বাঁচাতে পারি? **হুজুর পুর নূর, শাফেয়ে, ইয়াউমুন নুশুর, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তাদেরকে তোমরা সেসব কাজ করতে আদেশ দেবে, যা **আল্লাহ্ তা'আলা**র পছন্দ। আর সেসব কাজ থেকে বারণ করবে, যা **আল্লাহ্ তা'আলা**র অপছন্দ।" (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্-ভীতির ঈমান তাজাকারী ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস শরীফটিতে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২৮ পারার সূরা তাহরীমের ৬ নম্বর আয়াতের যে অংশটি তিলাওয়াত করলেন: সেটির তাফসির করার পূর্বে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন। যথা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল' কিতাবের ২য় খন্ডের ৮৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলছেন: **আল্লাহ্ তা'আলা** যখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এই আয়াত শরীফটি নাযিল করলেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَةُ

(পারা: ২৮, সূরা: আত তাহরীম, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর।"

তখন **শাহেনশাহে মদীনা, করারে কলব ও সীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সম্মুখে তেলাওয়াত করলেন। সাথে সাথে একজন যুবক বেহুশ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বক্ষে আপন হাত মোবারক রাখতেই তিনি নড়া-চড়া করতে লাগলেন। তিনি ইরশাদ করলেন: "হে যুবক! তুমি لَا اِلٰهَ اِلَّا الله বল। তিনি বললেন: তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কারোও কি? (অর্থাৎ আমাদের মধ্য হতে কেউ যদি এরূপ হয়ে যায়, তাহলে?) **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা কি **আল্লাহ্ তা'আলা**র এই বাণীটি শোননি?

ذٰلِكَ لِمَنۡ خَافَ مَقَامِىۡ وَ خَافَ وَعِيۡدِ ﴿۱۴﴾

(পারা: ১৩, সূরা: ইবরাহীম, আয়াত: ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এটা তারই জন্য, যে, আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং আমি যেই শাস্তির নির্দেশ শুনিয়েছি সেটারও ভয় রাখে।"

(আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, ৩য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৯। আযযাওয়াজির, ২য় খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

আযাব হতে কীভাবে বাঁচাবেন?

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খাযায়িনুল ইরফানে یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِیۡكُمۡ نَارًا এই আয়াত শরীফটির টীকায় লিখেছেন: **আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য স্বীকার করে, ইবাদত করে, গুনাহ্ থেকে দূরে থেকে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান ও অসৎকাজ থেকে বারণ করে, তাদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা দেয়। **(হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর)**।

পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের শিক্ষা দাও

মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা হযরত আলী মুর্তজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আয়াত শরীফটি সম্পর্কে বলেছেন: নিজেও সৎকাজের শিক্ষা নাও, আপন পরিবার-পরিজনকেও সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর এবং আদব শিক্ষা দাও। (জমউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, ১৩তম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৭৭৬)

প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সংশোধন সম্পর্কে আ'লা হযরতের ফতোয়া

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৪তম খন্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠা থেকে একটি শিক্ষণীয় ফতোয়া সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি। ফতোয়াটি লক্ষ্য করুন। **প্রশ্ন:** প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে সৎকাজের প্রতি আহবান করা এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করা পিতা-মাতার উপর কি ফরয না ওয়াজিব? **উত্তর:** শরীয়াত অনুযায়ী যে কাজটি যে মর্যাদা রাখে সন্তানদেরকে সংশোধন করার ক্ষেত্রেও তদ্রূপই। অর্থাৎ ফরয হলে ফরয, ওয়াজিব হলে ওয়াজিব, সুন্নাত হলে সুন্নাত, মুস্তাহাব হলে মুস্তাহাব। ক্ষমতা সাপেক্ষে, মঙ্গল কামনার্থে (অর্থাৎ নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সংশোধনের নির্দেশ দেবে, মনোভাব উপকারের রাখতে হবে)। না হয় (কুরআন শরীফের আদেশ হল)

عَلَیۡكُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ ۚ لَا یَضُرُّكُمۡ مَّنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَیۡتُمۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমরা নিজেদেরই চিন্তা-ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট রয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।" (পারা: ৭, সূরা: আল মায়িদা, আয়াত: ১০৫)

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জাহান্নামের পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, নিজেদের পরিবার-পরিজনদের সংশোধনের বিশেষ দৃষ্টি রেখে নিজেকে এবং তাদেরকে সেই জাহান্নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ভয়াবহ কালো আগুন থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখা। **আল্লাহ্**র কসম! জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত ভয়বহ। কোনভাবেই কেউ সেই আগুন সহ্য করতে পারবে না। ফরয নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্বে যারা অলসতা প্রদর্শন করেছে, যারা মাতা-পিতাকে কষ্ট দিয়েছে, নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে সুন্নাত মোতাবেক যারা শিক্ষা দেয়নি নি, নিজের পুত্র সন্তানকে দাঁড়ি রাখতে যারা বাধা দেয়, যারা নিজেরাও দাঁড়ি রাখে না, যারা এক মুষ্ঠির চেয়ে কম করে দাঁড়ি রাখে, ত্রুটিযুক্ত পণ্য যারা গ্রাহককে চালিয়ে দেয়, প্রতারণা করে যারা পণ্য চালায়, চোর, ডাকাত, পক্যেটমার, টিভি (T.V.), ভিসিআর (V.C.R.) ও ইন্টারনেট (INTERNET) এ যারা ফিল্ম-ড্রামা দেখে থাকে, যারা গান-বাজনা শোনে, পরিবার-পরিজনের জন্য এসবের ব্যবস্থা করে দেয়, যারা ঘরে ফিল্ম ইত্যাদি দেখার জন্য ডিস-এন্টেনা (DISH ANTENNA) এর ব্যবস্থা করে থাকে, লোকজনদের ফিল্মের লিড (LEAD) ও কেবল (CABLE) এর ব্যবস্থা যারা করে, যারা বিভিন্ন ভাবে গুনাহের বাজার গরম ও বৃদ্ধি করতে থাকে সকলের জন্য এখন গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। দৃঢ় বিশ্বাস করুন! জাহান্নামের অন্ধকারে ডুবে থাকা কালো কালো আগুন কখনও সহ্য করতে পারবেন না। **তিরমিযী শরীফে** হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত: **হুযুরে মদীনা,রাহাতে কলবো সীনা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দোযখের আগুনকে হাজার বছর ধরে জ্বালানো হয়েছে, ফলে তা **লাল** রং ধারণ করেছে। পুনরায় হাজার বৎসর প্রজ্জলিত করা হয়েছে, ফলে তা **সাদা** হয়ে গেছে। আবারও হাজার বৎসর দগ্ধ করা হয়েছে, ফলে তা **কালো** রূপ ধারণ করেছে। অতএব বর্তমানে তা অত্যন্ত কালোই।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬০০)

জিবরাঈলের ভাষায় জাহান্নামের হৃদয়-বিদারক কাহিনী

আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারবে না। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফেজ আবুল কাসিম সোলায়মান তাবারানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ উদ্ধৃতি দিচ্ছেন: একবার **হুযুরে নামদার, মদীনার তাজেদার, জনাব আহমদে মোখতার** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে হযরত জিবরাইল عَلَیْهِ السَّلَام এসে আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যিনি **আপনি** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাঠিয়েছেন সত্য নবী হিসেবে, সেই মহান সত্তার কসম, জাহান্নামকে যদি একটি সুঁইয়ের তাগার ছিদ্র পরিমাণ খোলে দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র দুনিয়াবাসী সেই তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি জাহান্নামিদের একটি কাপড় যদি জমিন এবং আসমানের মাঝখানে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার সকল জীব মারা যাবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই সত্তার কসম যিনি **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত ফেরেশতাদের একজনও যদি দুনিয়াবাসীদের সামনে প্রকাশিত হয়, তাহলে তার ভয়ে সকল দুনিয়াবাসী মারা যাবে। সেই মহান সত্তার কসম যিনি **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য রাসুল করে পাঠিয়েছেন! জাহান্নামের জিঞ্জিরের একটি মাত্র কড়া যার কথা কুরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিকে যদি দুনিয়ার পাহাড়গুলোর উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে সেগুলো চুরমার হয়ে যাবে এবং তাহ্তাছ ছরা (সাত স্তর জমিনের নিচে) গিয়ে পৌছবে। **ছরকারে দো আলম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! থাম! এতটুকুই যথেষ্ট, আর বলো না, কখনো যেন এমন না হয় আমার অন্তর ফেঁটে যায়, আর আমি ওফাত পেয়ে যাই। **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকে তাকালেন, তিনি কান্না করছেন। ইরশাদ করলেন: হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! তুমি কেন কান্না করছ? **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট তো আপনার একটি সুনির্দিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। তিনি আরজ করলেন: **হে আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কেন কান্না করব না, কখনো যদি এমন হয়ে যায় যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** ইলমে আমার বর্তমান অবস্থান যা আছে, আমার অবস্থা যদি তার বিপরীত হয়ে যায়, ইবলিশের মত আমাকেও যদি পরীক্ষায় ফেলা হয়। কখনো হারূত-মারূতের মত আমাকেও যদি অগ্নিপরীক্ষার শিকার হতে হয়! বর্ণনাকারী বলেন: **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কান্না করতে আরম্ভ করে দিলেন, হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও কান্না করতে লাগালেন। উভয়ে কান্না করতে লাগলেন। শেষে আওয়াজ এল, হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনারা উভয়কেই **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁর অবাধ্যতা থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আসমানের দিকে চলে গেলেন। **মদীনার তাজেদার, শাহে বাহ্রু বার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিলেন। তিনি কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাঁরা হাসি-তামাশায় মগ্ন ছিলেন। বললেন: তোমরা হাসতে রয়েছ আর এদিকে তোমাদের পেছনে রয়েছে জাহান্নাম! যদি তোমরা এটা জানতে যা আমি জানি তাহলে হাসতে কম আর কান্না করতে বেশি, আর তোমার খাওয়া ও পানকরা ছেড়ে দিতে, আর পাহাড়ের দিকে বের হয়ে যেতে, আর খুব কষ্ট করে **আল্লাহ্ তা'আলার** ইবাদত করতে। আওয়াজ এল: হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করবেন না, আমি আপনাকে সুসংবাদ দাতা রূপেই প্রেরণ করেছি, আর হৃদয়কে গাভরিয়ে দেবার জন্য প্রেরণ করি নি। অতএব **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা **আল্লাহ্ তা'আলার** রাস্তায় অটল থাকো (অর্থাৎ সোজা রাস্তায় চলো) এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আফসোস! আমাদের মন কাঁপে না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালভাবে চিন্তা করুন, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেবল নিষ্পাপ নন বরং সায়্যিদুল মাসুমীন (নিষ্পাপদেরও ছরদার) হওয়া সত্ত্বেও এবং সায়্যিদুনা জিবরাঈলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَام ও নিষ্পাপ তথা নিষ্পাপ ফেরেশতাকুলের ছর্দার হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের আগুনের আলোচনায় মহান সৃষ্টিকর্তার ভয়ে কান্না-কাটি করতে থাকেন, আর এদিকে আমরা, গুনাহের পর গুনাহ্ করতেই চলেছি কিন্তু জাহান্নামের ভয়ানক আলোচনা শুনেও আমাদের না অন্তর কাঁদে না মন কেঁপে ওঠে আর না এতটুকু টনক নড়ে। আফসোস! জাহান্নামের আযাবের ভয়ানক বর্ণনা শুনেও আমাদের না আছে কোন পরিবর্তন না আছে উৎকণ্ঠা, না আছে লজ্জাবোধ, না আছে শঙ্কা!

নাদামাত সে গুনাহো কা ইযালা কুছ তো হোজাতা
হামে রুনা ভি তো আতা নেহী হায় নাদামাত সে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাতের একাকীত্বে আয়াত শুনে ওফাত

আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অবস্থা এমন ছিল যে, জাহান্নামের বর্ণনা শুনে কিংবা জাহান্নামের আযাবগুলোর বর্ণনাসম্বলিত আয়াত শুনে তাঁরা বেহুশ হয়ে যেতেন, বরং অনেকে তো ইন্তিকাল করতেন। যথা, হযরত মনছুর বিন আমামা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: হজ্বের সফর কালে আমি কুফার কোন এক গলিতে অবস্থান করছিলাম। কোন এক প্রয়োজনে একা অন্ধকারে বের হলাম। এক ঘরের ভিতর থেকে করুণ আওয়াজে মুনাজাত করতে শুনছিলাম এভাবে: হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইজ্জত ও তোমার জালালিয়তের দোহাই! আমি আমার গুনাহ্গুলোতে তোমার অবাধ্যতার নিয়্যত করি নি। এ কথা অবশ্য সত্য যে, গুনাহ্ করার সময় তোমার কথা যে মনে ছিল না তাও না। এভাবে আমার গুনাহ্ হয়ে গেছে। তোমার শিথিলতাজনিত গোপনিয়তা আমাকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, আর আমার দূর্ভাগ্য আমাকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং আমি আমার অজ্ঞতার কারণে গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছি। আমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের আক্বা রাখি যে, তুমি আমার চাওয়াগুলো কবুল করে নিবে। এমতাবস্থায় তুমি যদি আমার ফরিয়াদ কবুল না কর, আমার উপর তোমার রহমত না কর, তাহলে তোমার শাস্তির কারণে আমার দুর্ভাবনার সীমা থাকবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

দো'আর আওয়াজ যখন বন্ধ হয়ে গেল, আমি তখন ২৮ পারার সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াত শরীফটি তেলাওয়াত করলাম:

يٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِیْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلٰٓىٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ ۝۶

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর। এর উপর নিয়োজিত রয়েছে কঠোর ফেরেশতারাজি, যারা **আল্লাহ্**র আদেশ লঙ্ঘন করে না এবং যা তাদের উপর হুকুম হয় তা-ই করে থাকে।"

আয়াত শরীফটি পাঠ করার পর আমি একটি জোরে চিৎকার ও পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর নিস্তব্ধ, আর কোন রকমের কোন শব্দ বলতেই কানে এল না। অতঃপর আমি আমার কাজ সেরে আমার জায়গায় চলে এলাম। সকালে যখন আমি সেদিকে গেলাম, শোকার্ত মানুষের ঢল আর কান্নার শব্দ দেখতে পেলাম। এমন সময় এক বৃদ্ধা কান্না করতে করতে বললেন: **আল্লাহ্** আমার সন্তানের হত্যাকারীর মঙ্গল না করুন। কারণ, সে আমার সন্তানের কানের উপর **আল্লাহ্ তা'আলা**র আযাবসম্বলিত আয়াত তেলাওয়াত করেছে, যার উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে সে **আল্লাহ্ তা'আলা**র আযাবের ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর মারা যায়। হযরত মনছুর বিন আমামা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: সে রাতে আমি এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম। ব্যক্তিটি আমাকে বলছিল: আমি সেই ব্যক্তি যে আপনার মুখে সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতের তিলাওয়াত শুনে **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে মারা যাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তা'আলা** আপনার সাথে কীরূপ আচরন করেছেন? জবাবে সে বলল: বদর যুদ্ধের শহীদদের সাথে যে আচরণ করেছেন, **আল্লাহ্ তা'আলা** আমার সাথে সেই আচরণই করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী কারণে? সে জবাব দিল: তা এ কারণে যে, তাঁরা শহীদ হয়েছিলেন কাফেরদের তলোয়ার দিয়ে, আর আমাকে শহীদ করেছে নিজের ইশকের তলোয়ার। (মাওয়ায়িজে হাসানাহ্, ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা)

খোদা ইয়া তেরে খওফ কা হো মে সায়িল, সদা দিল রহে তেরী উলফত মে ঘাইল
গুনাহো সে হার আন ডরতা রহো মে ফকত নেক হি কাম করতা রহো মে
তুকর দরগুজার মুঝকো হার মুছিবতে ছে নাওয়াজ এয় খোদায়ে করীম মাগফিরাত ছে।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

পরিবার-পরিজনকেও নেকীর দাওয়াত দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন, **আল্লাহ্ তা'আলাকে** যারা ভয় করেন তাঁদের মর্যাদাই কত মহান হয়! যে আয়াতে করীমাটি শুনতেই **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে ভীত লোকটি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছিলেন, সে আয়াতটিতে নিজেকে বাঁচাবার পাশাপাশি পরিবার-পরিজনকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবার নির্দেশ রয়েছে। প্রত্যেকেরই উচিত নিজেও নেক আমল করবে, গুনাহ হতে বাঁচবে, পাশাপাশি পরিবার-পরিজনকেও সংশোধন করবে। হযরত আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ইলকিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: 'আমাদের উচিত আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে দ্বীনের শিক্ষা দান করা, সৎকাজের শিক্ষা দেওয়া, আর সেসব আদব ও বিষয়ের শিক্ষা দান করা যেগুলো ছাড়া কোন উপায়ই নেই।'

(তাফসীরে কুরতুবী, ৯ম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

বাচ্চাদেরকে সর্ব প্রথম ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দিন

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সব কাজের আগের কাজ হল বাচ্চাদেরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া। নামায, রোযা, পবিত্রতা, বেচাকেনা, ইজারা (পারিশ্রমিক ইত্যাদির লেনদেন) সহ অপরাপর সকল নিত্য প্রয়োজনীয় লেনদেন সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া যেগুলো জানা না থাকলে অসাবধানতা বশতঃ শরীয়াত-বিরুদ্ধ অপরাধের শিকার হতে হয়। যদি দেখতে পান যে, বাচ্চার শিক্ষা গ্রহণের দিকে উৎসাহ আছে এবং মেধাবী, তাহলে তাকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ছাড়া মহান কাজ আর কী হতে পারে, আর যদি দেখেন যে তেমন যোগ্যতা নেই, তাহলে তাকে সহীহ্-শুদ্ধ আকীদা ও জরুরী কিছু মাসআলা-মাসায়িল শিখানোর পর যে কোন জায়েয কাজে লাগানোর স্বাধীনতা আপনার রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা) কন্যা সন্তানদেরকেও আকীদা ও জরুরী মাসআলা-মাসায়িল শিখানোর পর কোন মহিলা দ্বারা সেলাই, নকশা, বুটিক-বাটিক ইত্যাদি এমন সব কাজ শিখাবেন, যেগুলো সাধরণতঃ মহিলাদের প্রয়োজনে আসে। তাছাড়া খাবার-দাবার তৈরি করা সহ ঘর-গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজ-কর্ম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করুন। কেননা, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ শিখা একজন মেয়ে যেভাবে সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পার, না-জানা মেয়ে তা পারে না।

(প্রাগুক্ত, ২৫৭ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুখতার, ৫ম খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

সন্তানকে দানশীলতা ও উদারতার শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াতের'** ৩য় খন্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে; ইমাম আবু মনছুর মাতুরিদী رَحمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: "মুমিন নিজের সন্তানদেরকে দান ও উদারতার শিক্ষা দান করা তদ্রূপ ওয়াজিব, যেরূপ তাওহীদ (**আল্লাহ্**র একত্ববাদ), ঈমান (**আল্লাহ্**র উপর ঈমান আনয়ন করা) ইত্যাদির শিক্ষা দান করা ওয়াজিব।" কেননা দানশীলতা ও ইহ্সান এর কারণে দুনিয়ার ভালবাসা দূর হয়ে যায়, আর দুনিয়ার ভালবাসা সব গুনাহের মূল। (দুররে মুখতার, ৮ম খন্ড, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

নিঃসন্তান যখন সন্তান পেল!

বর্ণিত আছে: এক সম্পদশালীর সন্তান ছিল না। সন্তানের জন্য সে অনেক চেষ্টা-তদবীর করেছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। কেউ তাকে পরামর্শ দিল, মক্কা শরীফ গিয়ে মসজিদে হারামের 'মকামে ইবরাহীমে'র নিকট দো'আ কর। তাহলে তোমার আক্বা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পূর্ণ হবে। সে তাই করল। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে চাঁদের মত এক সুন্দর পুত্র সন্তান দান করলেন। সে বড় আদর-যত্ন করে তার সন্তানের লালন-পালন করতে লাগল। একটি মাত্র সন্তান বড়ই আদরে বড় হতে লাগল। কিন্তু সঠিক শিক্ষা দেওয়া হল না। ফলে সে বখাটে ও অপব্যয়ী হয়ে গেল। পিতা অনেক দেরীতেই বুঝতে পারল। সে তার বিপথগামী পুত্রকে টাকা-পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দিল। ফলশ্রুতিতে সে তার পিতার বিরুদ্ধ হয়ে গেল। যেখানে গিয়ে তার পিতা একটি সন্তানের জন্য দো'আ করার ফলে তার জন্ম হয়েছিল, সেখানেই অর্থাৎ মক্কা শরীফেই উপস্থিত হয়ে 'মকামে ইবরাহীমে'র নিকট গিয়ে অযোগ্য এই পুত্রটি পিতার মৃত্যুর জন্য দো'আ করতে লাগল, যাতে করে পিতার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সমস্ত সম্পদ তার হস্তগত হয়ে যায়।

সন্তান প্রত্যাশীদের নিকট নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেসব লোক নিঃসন্তান হওয়ার বেদনায় অস্থির, তাদের জন্য নিচের বর্ণনাটিতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। **আল্লাহ্ তা'আলা**র কাছে কেবল সন্তানের জন্য প্রার্থনা করবেন না, 'সুসন্তানের' জন্য প্রার্থনা করুন। নতুবা কখনো যেন এমন না হয় যে, সন্তান পেয়েছেন বটে কিন্তু রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, অপারেশনের মাধ্যমে জন্ম নিল কিংবা জন্ম নিতেই মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়েগেল ইত্যাদি। কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, সন্তান বড় হয়ে বে-নামাযী হয়ে যায়। মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়। অসৎ ছেলেদের সঙ্গদোষে নেশা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কিংবা চোর, ডাকাত হয়ে সমাজে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। অথবা বদ-আকীদার লোকদের সঙ্গদোষে কুধর্ম অবলম্বন করে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এমনকি কখনও কখনও স্বয়ং রাসুলের সাথে বে-আদবী মূলক স্পষ্ট কুফরী কথা-বার্তা বলে কিংবা দ্বীন ইসলাম থেকে সরে গিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। মোটকথা কেউ জন্ম নেওয়া মানে দুনিয়া-আখিরাতের অনেক পরীক্ষারই শিকার হওয়া। এরই আলোকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মেঁ সাওয়াল জাওয়াব’ কিতাবের ৫ থেকে ৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুটি খুবই শিক্ষণীয়। হাদীস শরীফে উম্মত বাড়ানোর জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মত বেশি হওয়ার কারণে আনন্দিতও হবেন এবং অপরাপর উম্মতদের উপর গর্ব করবেন। সুতরাং সন্তান লাভের আশায় দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করতে হবে। আজ পৃথিবীতে যারা নিঃসন্তান হওয়ার আগুনে দগ্ধ রয়েছে এবং সন্তান লাভের জন্য বিভিন্ন চেষ্ট-তদবির করছে তারা যেন একটি বিষয় অনুধাবন করে যে, এর মূল উদ্দেশ্য যদি হয় সন্তান ঘরের সৌন্দর্য এবং পার্থিব প্রশান্তি, সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের মঙ্গলের কোন ভাল নিয়্যত না থাকে, তাহলে এমন নিঃসন্তান লোক অজ্ঞতা বশতঃ যেন ‘কারো’ পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া এবং পরে বড় বড় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ারই ইচ্ছা পোষন করছে। আমার এই কথাটি হয়ত সে ব্যক্তি বুঝবেন, যে স্বয়ং ‘মন্দ মৃত্যুর ভয়ে’ ভীত। **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে ভীত এমন এক বুজুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বর্ণনার সারমর্ম হল: ‘কিয়ামতের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখে থাকেন এমন বড় বড় নেক বান্দাদের উপরও আমার ঈর্ষা হয় না। আমার ঈর্ষণীয় লোক কেবল সেই ব্যক্তি ‘যে কিছুই না’ (অর্থাৎ জন্মই নেয়নি)।’ (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৭০) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ের কারনে বলেছেন: “হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিত!” (আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সাআদ, ৩য় খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাশ! কেহ মে দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা, কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হুতা,
আহ! কসরতে ইছইয়া হায় খওফে দোযখ কা, কাশ! ইছ জাহাঁ মে না বশর বানা হুতা,
আহ! সলবে ঈমা কা খওফ খায়ে জাতা হে, কাশ! মেরী মা নে হি মুজ কো না জানা হুতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

একজন আলিম পিতার শিক্ষণীয় পরিণতি

মাতা-পিতার কাছে সন্তান কখনও কখনও যেন বড় নেয়ামত হিসাবে সাব্যস্ত, আবার সহীহ্ ইসলামী শিক্ষা না দেওয়ার কারণে কখনও বড় ধরনের অভিশাপ হয়েও দেখা দেয়। এই কথাটিকে 'হিলিয়াতুল আউলিয়া' কিতাবে উল্লিখিত নিচের বর্ণনাটি থেকে বুঝার চেষ্টা করুন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক আলিম নিজ ঘরে ইজতিমা করে তাতে বয়ান করতেন। একদিন তাঁর যুবক সন্তানটি সুন্দরী এক মেয়ের দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করে। সেই ইশারা আলিম ছাহেবটি দেখে ফেলেন। বললেন: **হে বেটা! সবর কর।** এই কথা বলতেই তিনি মঞ্চ থেকে মুখ নিচু করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ফলে তাঁর বিভিন্ন জোড়ার হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। তাঁর স্ত্রীর গর্ভপাত হয়ে যায় (পেটের বাচ্চা বের হয়ে যায়), আর তাঁর সন্তান যুদ্ধে মারা যায়। **আল্লাহ্ তা'আলা** তদানীন্তন নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করেন যে, অমুক আলিমটিকে সংবাদ দাও যে, আমি তার বংশে কখনও সিদ্দীক দেব না। আমার জন্য কি কেবল এতটুকুই মুখে এসেছিল **'হে বেটা! সবর কর'?** (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮২৩) উদ্দেশ্য এই যে, নিজের পুত্রকে কঠোরতা দেখালেন না কেন? সাজা দিলেন না কেন? তাকে তার অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে নিল না কেন? এই বর্ণনাটিতে সিদ্দীকের আলোচনা রয়েছে। আউলিয়াদের উচ্চতর পদকে সিদ্দীক বলা হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমাদের গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সিদ্দীকই ছিলেন।

পেন্সিল চুরি থেকে ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানদের এমন শিক্ষা দান করা আবশ্যক যে, সে যেন শিশুকাল থেকেই ভাল কাজকেই পছন্দ করে এবং মন্দ কাজকে বর্জন করে চলে। এমন যদি করা না হয়ে থাকে তাহলে হতে পারে সন্তানটি বিপথগামী হয়ে যাবে এবং বড় হয়ে সে কিছু একটা করে ফেলবে। যেমন বর্ণিত আছে যে, এক ভয়ানক ডাকাতকে পাকড়াও করা হয়। মামলা চলতে থাকে। এতে করে ডাকাতি, খুন, রাহাজানি সহ আরো অনেক অপরাধের সাথে তার জড়িত থাকার সত্যতা বেরিয়ে আসে। এসব কারণে তাকে ফাঁসির সাজা শোনানো হয়। ফাঁসির সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তার কাছে তার সর্বশেষ ইচ্ছার কথা জানতে চাওয়া হয়। সে তার মায়ের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করল। যথারীতি তার মাকে নিয়ে আসা হল। সে তার মাকে দেখার সাথে সাথে তার উপর আক্রমণ শুরু করে দিল, মার-ধর আরম্ভ করল। কর্তব্যরত আমলা তৎক্ষণাৎ আহত মাকে নিষ্ঠুর পুত্রের কবল থেকে উদ্ধার করে নিল। সেই ডাকাতটি থেকে যখন মায়ের সাথে এমন পাশবিক আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সে বলল: এই মা-ই আমাকে ফাঁসির ফাঁদ পর্যন্ত এনে দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মূল কাহিনীটি শুনুন। শৈশবে আমি স্কুলের এক শিক্ষার্থীর পেন্সিল চুরি করে নিয়ে আসি। ঘরে এনে আমার মাকে দেখাই। তার উচিত ছিল আমার এই মন্দ কাজের জন্য আমার মনে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়ে দেওয়া। তিনি তা না করে বরং মুচকি হেসে চুপ হয়ে রইলেন। সে সময় আমার বুদ্ধিই বা আর কত ছিল? আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি কতই না ভাল কাজ করে ফেলেছি। ফলে আমার সাহস বৃদ্ধি পেল। আমি আরও পেন্সিল, খাতা ইত্যাদি চুরি করতে থাকি। বড় হওয়ার সাথে সাথে চুরির অভ্যাসও আরও পাকা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ডাকাতি করতে আরম্ভ করি। সেই লুটতরাজ ইত্যাদি করা কালে কয়েকটি খুনও আমি করে বসি। এভাবে আমি এক নামকরা জঘন্য ডাকাত হয়ে যাই। শেষে পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে আজ আমি এই অযোগ্য মায়ের অপরিণামদর্শী ভুল শিক্ষার ফলশ্রুতিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁসির রশি গলায় পরব।

আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি কিছুই না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শৈশবের ভুল শিক্ষায় কী পরিণতি ডেকে আনল! কেউ হয়ত মনে করতে পারে, আমি তো আমার সন্তানকে ছোট-খাট চোরই না হয় বানেই, তা এমন কী? ঠিক আছে। সকল মাতা-পিতাই অন্যের সম্পদ চুরি করার শিক্ষা দেয় না বুঝলাম, কিন্তু আমি বলতে চাই চুরিকে মন্দ তো অন্ততঃ বলেনা। এছাড়াও তো আরও অনেক মন্দ কাজ রয়েছে যা কোন কোন মাতা-পিতা আজকাল নিজেদের সন্তানকে শিখাচ্ছে। যেমন: মিথ্যা বলা, কারও সাথে প্রতারণা করা, মাপে কম দিয়ে পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি। সূদী লেনদেন শিখানো, নষ্ট পণ্যকে ভাল বলে বিক্রি করার কৌশল শিখানো, পুত্র সন্তানকে দাঁড়ি রাখায় বাধা দেওয়া এবং কন্যা সন্তানকে পর্দা করতে বাধা দেয়া কি গুনাহ্ নয়? এ রকম যারা করে তাদের কি '**সমাজের ভদ্র চোর ও সাদা পোষাকের ডাকাত**' বলা যাবে না? পৃথিবীতে সম্মানিত বলে মনে হওয়া এসব লোক কি আখিরাতেও সম্মান পাওয়ার আশায় বুক বেধে রয়েছে? **আল্লাহ্‌র** কসম! সেই ডাকাতের উপর হওয়া ফাঁসির পার্থিব শাস্তির কষ্ট ও মায়ের পাওয়া সেই সময়ের কষ্ট আপন সন্তানদেরকে গুনাহের শিক্ষা দানকারীদের শাস্তির পরিমাণের তুলনায় কোটি ভাগের এক ভাগের চেয়েও নগণ্য। **আল্লাহ্!** তুমি মুক্তি দাও, তুমি রক্ষা কর!

পিতাকে জ্বালানোর জন্য কাঠ-খড় নিয়ে আসি

আমাদের বর্তমান সমাজের মর্মদায়ক এক দুর্লভ ঘটনা শুনুন। অবশ্যই হতবাক হয়ে যাবেন। মাতা-পিতার পক্ষ থেকে সুন্নাতেভরা শিক্ষা না পাওয়ার ফলশ্রুতিতে সন্তান কী কী ধরনের অভাবনীয় কর্মকান্ড ঘটায় দেখুন! হায়দ্রাবাদের এক ইসলামী ভাই বলেছেন: ২০০১ সালে আমাদের এলাকায় এক জন বড় শেঠের মৃত্যু হয়। তার আলীশান দালানে লোকজন জমায়েত ছিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তার ১৯ বৎসর বয়সের মডার্ন স্কুলে পড়ুয়া সন্তানটি কোথাও যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করতে লাগল। কেউ তাকে তড়িঘড়ি করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল: আমার পিতা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আমি চিন্তা করলাম যে, শেষ কালে নিজের হাতে তার কিছু সেবা করব। তাই তার মৃতদেহ জ্বালানোর জন্য আমি নিজেই কাঠ-খড় নিয়ে আসি। এ কথা শুনে লোকজন হতবাক হয়ে গেল। তার পিতা তো মুসলমান ছিল। তাকে জ্বালানোর জন্য কাঠ নিয়ে আসতে হবে কেন? ভাবনার এক পর্যায়ে তারা বুঝতে পারল যে, এই মুর্খটি অমুসলিমদের ফিল্মে হয়ত মৃতদেহ জ্বালানোর দৃশ্য দেখেছে, তাতে তার মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, কেউ মারা গেলে তাকে জ্বালাতে হয়। এসব ফিল্ম-দর্শকরা জানেই না যে, মুসলমানদেরকে পোড়াঁনো হয় না, দাফনই করা হয়। যাই হোক তার মৃত বাবাকে দাফন করা হল। ফিল্মের ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব-জনিত এই ঘটনাটি এলাকার লোকজনের কাছে বড় ধরনের এক শিক্ষা হল। কতিপয় যুবক জোশে উঠে ক্যাবল লাইন কেটে দিল। কিছু দিন যাবৎ এমন চলল। কিন্তু ক্রমশঃ নফস ও শয়তান আবার সবল হয়ে ওঠে। ক্যাবলও পুনরায় লাগানো হয়।

সরওয়ারে দি! লি'জে আপনে নাতোয়ানো কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা কবতক দাবাতে জায়েঁ গে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর এই শেরটির অর্থ হচ্ছে: হে **আল্লাহ্**র রাসুল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাদের মত দুর্বল গোলামদেরকে গুনাহ্ হতে হেফাযত করুন। হে আক্বা! আমরা এই গুনাহের রোগ থেকে শেষ অবধি কখন মুক্তি পাব! এই নফস ও শয়তান কত দিন পর্যন্ত আমাদেরকে ফাঁসিয়ে রাখবে! (নফস ও শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার এক উত্তম পদ্ধতি এই যে, কোন কামেল পীরের মুরিদ হয়ে যাওয়া। কেননা, পীর হবার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে পরিপূর্ণ সেসব শর্ত পাওয়া যায় এমন পীরের উপর যখন নফস ও শয়তানের আক্রমণ চলবে না তখন তাঁর বরকতে তাঁর মুরিদদেরও হেফাযতের উপায় হয়ে যাবে। কোন শায়ের কী সুন্দরই বলেছেন!

পীর দে হাত ওইচ হাত কুঁ ডে কর
নফস দি বা নাহা মারুড তা তু হিগা তেহওয়ী।

(অর্থাৎ-নিজের হাত কোন কামিল পীরের হাতে দিয়ে নফস ও শয়তানের হাত ভেঙ্গে দাও, যাতে তুমি ফানাফিয়্যতের মর্যাদা অর্জন করতে পার।)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

ইছালে সাওয়াবের অপেক্ষা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুর্লভ কাহিনীটিতে কেবল শিক্ষাই শিক্ষা। আপনি আজ যদিও জীবিত কিন্তু কাল তো অবশ্যই মরতে হবে। আপনি যদি আপনার সন্তানকে কেবল পার্থিব শিক্ষাই দিয়ে থাকেন, সম্পদ লাভের শিক্ষাই দিয়ে থাকেন, খুব করে গানবাজনা শুনিয়ে থাকেন, একের পর এক ফিল্ম দেখিয়ে থাকেন, দ্বীনি শিক্ষা না দিয়ে থাকেন, মসজিদের রাস্তা না দেখিয়ে থাকেন, তার হৃদয়ে ইশকে রাসুলের প্রদীপ না জ্বালিয়ে থাকেন, **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের নিদর্শন নয়নাভিরাম দাঁড়ি তার মুখে না সাজিয়ে থাকেন, বরং কেবল পশ্চিমা ফ্যাশনের উপরই তাকে বড় করে তুলে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন সে না আপনার জানাযা পড়তে পারবে আর না তাকে দিয়ে আপনার ইছালে সাওয়াবের কাজ হবে। অথচ মৃত্যুর পরে আপনি নিতান্তই ইছালে সাওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন। **ছরকারে নামদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবরে মৃতব্যক্তির অবস্থা ডুবন্ত কোন ব্যক্তির ন্যায় হবে। সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায়মান থাকবে, তার পিতা, মাতা, ভাই, বোন কিংবা কোন বন্ধু-বান্ধব যেন তার জন্য দো'আ করে। কারও দো'আ যখন তার নিকট পৌঁছে তখন তা তার কাছে 'সমস্ত পৃথিবী ও এতে যা কিছু রয়েছে' সেসবের চেয়েও অধিক ও উত্তমই হয়। **আল্লাহ্ তা'আলা** কবরবাসীদেরকে তাদের জীবিত আত্মিয়দের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া সাওয়াব, পাহাড়ের সমান করে দান করে থাকেন। জীবিতদের উপহার হল মৃতব্যক্তির জন্য 'মাগফিরাতের দো'আ' করা।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯০৫)

হার ভালে কি ভালায়ী কা সদকা,
ইছ বুরে কো ভী কর ভালা ইয়া রব! (যওকে নাত, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমাকে আমার বাবাই ধ্বংস করে দিল!

এক যুবক সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক)কে দুঃখভরা এক সুদীর্ঘ পত্র লিখে পাঠিয়েছিল। সেটি আমি এখানে উল্লেখ করছি। সেই যুবকটির বক্তব্য হল: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে নতুন নতুন সম্পৃক্ত হয়েছিলাম, একবার রাতের শুরুর দিকে আমার ঘরে হাত তুলে অত্যন্ত লজ্জাবোধ নিয়ে কেঁদে কেঁদে আমার গুনাহ্ থেকে তাওবা করছিলাম। কান্নার আওয়াজ শুনে আমার আব্বা ভয় পেয়ে আমার ঘরে এসে পড়েন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে আমার কান্না-কাটি সম্পর্কে তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। তিনি আমার বাহুতে ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে ফেললেন এবং ধরে ধরে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে টিভি অন করে বললেন: বড় মৌলভী হয়ে যেও না। এগুলোও দেখ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আমি যদিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে অন্যান্য গুনাহ্গুলোর পাশাপাশি ফিল্ম, ড্রামা, গান-বাজনা থেকেও তাওবা করে নিয়েছিলাম, কিন্তু আব্বাজান আমাকে টিভি দেখতে বাধ্য করলেন। তখন টিভিতে ড্রামা চলছিল। অশ্লীল মেয়েদের নগ্নতা পরিবেশনায় আমি আকৃষ্ট হতে লাগলাম। হায়! এই কিছুক্ষণ আগেই আমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে ভীত হয়ে কেঁদে কেঁদে গুনাহ মাফ চাচ্ছিলাম! আর এখন... এখন... কুপ্রবৃত্তি আমার উপর একদম জয়ী হয়ে গেল! এই সুবর্ণ সুযোগে শয়তান আমাকে পুরোপুরি পেয়ে বসল, আর সেখানে বসে বসেই আমার গোসল ফরয হয়ে গেল! এই ঘটনার পর পুনরায় আর একবার আমি গুনাহের সাগরে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। যেহেতু অত্যাচারী সামাজিকতার অযথা রীতিনীতি আমার বিয়ের বিপরীতে বাধ হয়ে রয়েছে তাই আমি কামভাব চরিতার্থ করণার্থে নিজের হাতে আপন যৌবন ধ্বংসে মেতে উঠেছিলাম, আর সেই নোংরা আচরণের ফলশ্রুতিতে এখন আমার এ অবস্থা যে, আমি এখন বিয়ের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছি। এবার বলুন, অপরাধী কে? আমি নিজে নাকি স্বয়ং আমার বাবা?

প্রকৃত মাদানী মুন্নার আল্লাহ্-ভীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেমন নাজুক পরিস্থিতি এসে পৌঁছাল, আজ কাল বেশির ভাগ পিতা-মাতাই 'ভালবাসার নামে ধ্বংসের' মাধ্যমে নিজ হাতেই আপন সন্তানদের অধঃপতনের গভীরে নিপতিত করছে। এমনকি সন্তান যদি নিজে থেকে সংশোধন হতে চায়, তখনও সে পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমন সব মাতা-পিতা যেন তাদের সবকিছু দিয়ে এ কথাই ঘোষণা করছে, 'আমরা একা কেন জাহান্নামে যাব, আমাদের সন্তানদেরকেও সাথে করে নিয়ে যাব (**আল্লাহ্**র পানাহ!)'। এমন এক সময়ও ছিল যখন **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে ভীত মায়েদের আদরমাখা কোলে এবং পিতার ভালবাসার ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়া মাদানী মুন্নারা সমাজে এমন রঙের বাহার ছড়াত যে, তাদের সেই হৃদয়গ্রাহী কর্মকান্ডগুলো আজও আমাদের হৃদয়-মনে আবেশ বুলিয়ে যায়। যেমন: চার বৎসর বয়সের সৈয়্যদ বংশীয় প্রকৃত এক মাদানী মুন্না বাজারের মাঝেই অঝোর-নয়নে কান্না-কাটি করতে থাকে। কোন ভদ্রলোক আওলাদে রাসুলের সেবার আগ্রহে হয়ে বললেন: 'শাহজাদা! কী ব্যাপার! তোমার কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বল, তোমার জন্য তা আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।' এটা শুনে মাদানী মুন্নাটির কান্না আরও বেড়ে গেল। বলল: 'চাচাজান! **আল্লাহ্ তা'আলা**র গজব এবং জাহান্নামের ভয় থেকে আমার এই কান্না।' ভদ্রলোকটি অত্যন্ত আদর নিয়ে বললেন: 'শাহজাদা! তোমার বয়স তো এখনও খুবই কম। এই বয়সেই কেন তুমি এত ভয় করছ? তুমি শান্ত হও। কোন শিশুকে **আল্লাহ্ তা'আলা**র শাস্তি দেওয়া হবে না।' এ কথা শুনে মাদানী মুন্নাটির ভয় আরও বৃদ্ধি পেল। কাঁদতে কাঁদতে বলল: 'চাচাজান! আমি দেখেছি যে, বড় বড় কাঠগুলোতে আগুন জালাবার জন্য আশেপাশে কিছু ছোট ছোট খড়-খুটো জাতীয় ইন্ধন দিতে হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এসব ইন্ধন আগুনকে তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, পরে সেই আগুন হতে বড় বড় কাঠও জ্বলে ওঠে। আমার ভয় যে, আবু জাহেল ও আবু লাহাবের মত বড় বড় কাফেরদেরকে জাহান্নামে জ্বালাবার জন্য ইন্ধনস্বরূপ কখনো আবার আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।' **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, চার বৎসর বয়সের সেই মাদানী মুন্নাটি কে ছিলেন? তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন আমাদের ভগ্ন-হৃদয়ের আশার ভরসা, পবিত্র আহলে বাইতের চোখের মণি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। (আনিসুল ওয়ায়িজীন, ৭৫ পৃষ্ঠা)

তেরী নসলে পাক মে হ্যায় বাচ্চা বাচ্চা নুর কা,
তু হে আইনে নুর তেরা সব ঘরানা নুর কা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই শেরটিতে বলেছেন: **হে আল্লাহ্র নূর!** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি তো নূরই বরং নূরের উপর নূর (অর্থাৎ সোনায় সোহাগা)। আপনার মোবারক বংশধারায় কিয়ামত পর্যন্ত যেসব প্রজন্ম দুনিয়াতে আসবেন, অর্থাৎ ইমামগণ, তাঁরাও প্রত্যেকেই নূর। **হে নূরসমৃদ্ধ প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার সকল বংসধরও তো কেবল নূর আর নূরই।

নুর আন্দর নুর বাহার ঘর কা ঘর সব নুর হে
আ'গেয়া ওহ নুর ওয়ালা জিস কা সারা নুর হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনি বিষয়াদিতে উৎসাহ ভঙ্গকারী মাতা-পিতার আক্ষেপ

প্রত্যেক মাতা-পিতারই উচিত, আপন সন্তানদের জন্য প্রথম থেকেই সৎকাজের ও সুন্নাতেভরা মাদানী পরিবেশের সুযোগ করে দেওয়া। নাহয় অসৎসঙ্গের কারণে বিপথগামী হয়ে মাতা-পিতার জন্য বিপদের কারণ হবে। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) কে তার বড় বোন বলেছেন: এক ইসলামী বোন তার সন্তানের সংশোধনের জন্য কেঁদে কেঁদে দো'আ করতে বলেছেন। সে বেচারী বলছিলেন হায়! হায়!! আমি নিজেই তাকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাকে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদরাসাতুল মদীনায় হেফজের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে যেসব সুন্নাত সেখান থেকে শিখে এসে ঘরে বলত, তা নিয়ে ঘরের সবাই ঠাট্টা-মশকরা করত। অবশেষে তার মন ভেঙ্গে গেল এবং সে মাদরাসায় যাওয়া ছেড়ে দিল। এখন সে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখাটে হয়ে গেছে। সৌভাগ্য ক্রমে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ মিলে গেল। এখন আমার আক্ষেপের শেষ নেই। হায়! আমার কী হবে!!

সোহবতে চালেহ তুরা চালেহ কুনদ, সোহবতে তোলেহ তুরা তোলেহ কুনদ।
(অনুবাদ: সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সুন্নাতেভরা ইজতিমার ফযীলত

নিজেদের সন্তানদেরকেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদানে উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও উপস্থিত থাকুন। এভাবে ইজতিমায় যোগদানের বরকতের কথাই বা কী বলব। যেমন: **নবী করীম রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন এমন কিছু লোক থাকবে; যারা নবীও না, শহীদও না। কিন্তু তাদের চেহারার নূর সবার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে। নবীগণ ও শহীদগণ তাদের সম্মান, মর্যাদা ও **আল্লাহ্**র নৈকট্যের অবস্থা দেখে আনন্দিত হবে। কোন এক সাহাবী আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা হবে? ইরশাদ করেন: তারা হবে বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোক, যারা (দুনিয়াতে) **আল্লাহ্ তা'আলা**র জিকিরের জন্য একত্রিত হত। তারা পূতঃপবিত্র বিষয়গুলো এমনভাবে খুঁজে নিত, যেমন কোন খেজুর খেতে বসা লোক ভাল ভাল খেজুর খুঁজে থাকে।"

(আত তারগীবু ওয়াত তারহীব লিল মুনজিরী, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৩৪)

ইয়াকিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দর, জিছে খাইর ছে মিল গেয়া মাদানী মা'হল।
ইহা সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলে গী, দিলায়ে গা খোওফে খোদা মাদানী মা'হল।

(ওয়াসাইলে বখশিশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অলস যুবক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে মনকে কাঁপিয়ে তোলার, নবীপ্রেমে হৃদয়-মন উৎফুল্ল করবার, গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করবার, সৎকাজের প্রতি আগ্রহ বাড়াবার এবং নিজেকে সুন্নাতের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের জন্য মাদানী কাফেলার আশিকানে-রাসুলদের সাথে সুন্নাতেভরা সফর করতে থাকুন। মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী আমল করে জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করুন। আসুন, উৎসাহ প্রদানের জন্য আপনাদের একটি মাদানী বাহার শুনাই। যেমন: গুলজারে তাইয়্যেবার (সরগোধা, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই তার তাওবার কথা বর্ণনা করেন। এরই সারাংশ এখানে বলার চেষ্টা করছি। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুগন্ধিময় পূতঃপবিত্র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি তারুণ্যের উচ্ছৃংখলতায় ভবঘুরে কিছু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গদোষে আমার জীবনের মূল্যবান মূহুর্তগুলো নষ্ট করছিলাম। সমাজে প্রচলিত এমন কোন গুনাহের কাজই ছিল না যাতে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম না। মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘোরা, তাদের বিরক্ত করা, রাতে ক্লাব, দিনে তাস খেলা, পরিবারের লোকজন আমাকে কিছু বোঝাতে চাইলে তাদের বকা-ঝকা করা ইত্যাদি ছিল আমার নিত্য দিনের স্বভাব।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

এভাবেই গুনাহ্‌পূর্ণ উদাসীনতায় জীবন কাটছিল। সৌভাগ্যক্রমে এক আশিকে রাসুলের **ইনফিরাদি কৌশিশে**র বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুগন্ধিময় মাদানী পরিবেশের সন্ধান পেলাম। আশিকানে রাসুলদের আমার সংস্পর্শে সৎকাজে আমল করার এবং অসৎকাজ হতে বিরত থাকার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! আমি মুখে দাঁড়ি সাজিয়ে নিয়েছি। মাথায় সবুজ পাগড়ীর মুকুট সাজিয়ে নিয়েছি। মাদানী কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী রিসালা সমূহ গলিতে গলিতে ঘরে ঘরে গিয়ে বিতরণ করার মন-মানসিকতাও সৃষ্টি হয়ে গেছে।

মেরা হার আমল বাস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এয়ছা আতা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

এই মাদানী বাহারটির আলোকে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **ইনফিরাদি কৌশিশে**র বাহারও যে কত বেশি! গুনাহে ডুবে থাকা অলস যুবক নবীপ্রেমে বিভোর হয়ে গেল। আমাদেরও উচিত সকলের উদ্দেশ্যে **ইনফিরাদি কৌশিশ** অব্যাহত রাখা। কেউ আমাদের কথা শুনুক না শুনুক অন্তত: তাদের বুঝাবার সাওয়াব তো পাওয়া যাবে। আমাদের **ইনফিরাদি কৌশিশে** কেউ যদি সঠিক রাস্তায় এসে যায়, তাহলে **আল্লাহ্** চাহেন তো আমাদের উভয় জাহানের সফলতা অর্জিত হবে। অসৎ সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। কেননা, এতে করে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। অপর দিকে ভাল সঙ্গ বা সৎসঙ্গ সুফল বয়ে আনে। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'আচ্ছে মা'হল কি বরকতেঁ' কিতাবের ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে; একটি হাদীস শরীফ: হযরত আবু রাযীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিব না, যা দ্বারা তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মঙ্গল অর্জন করতে পারবে? (সেই সঠিক পথ হল) তোমরা **আল্লাহ্ তা'আলা**র জিকিরের মাহফিলে যোগদান করবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯০২৪)

উক্ত হাদীসের টীকায় প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেছেন: (**আল্লাহ্ তা'আলা**র স্মরণকারীদের) মাহফিল দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওলামায়ে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন, সালিহীন, ওয়াছিলীনদের (**আল্লাহ্ তা'আলা**র নৈকট্যশীল বান্দা) মাহফিল। কেননা, এসব মাহফিল জান্নাতেরই বাগান।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

যেমন; অপর হাদীসে রয়েছে, এই মাহফিল বা মজলিস হতে পারে মাদরাসা, হতে পারে দরসে হাদীস ও কুরআন, হতে পারে সূফী-সাধকদের মাহফিল ইত্যাদি। বাণীটি অত্যন্ত ব্যাপক। যে মাহফিলে **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়, **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তাঁর **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে মজলিস তো অন্যতম ফলদায়ক ও উপকারী। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬০৩ থেকে ৬০৪ পৃষ্ঠা)

ছানুওয়ার জায়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহল
বহুত সখ্ত পচতা'ওগে ইয়াদ রাখো, না আত্তার তুম ছোড় না মাদানী মাহল।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কালেমায়ে তাইয়্যেবা উপকারে আসবে, যে পর্যন্ত ...

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবীকুল শিরোমণি হযরত মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(لَا اِلٰهَ اِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله) যে ব্যক্তি সর্বদা পড়তে থাকবে, তা তাকে বিশেষভাবে উপকার পৌঁছাবে, তার শাস্তি দূর করতে থাকবে, যতক্ষণ না সে এটির 'হক'কে শিথিল মনে করবে না। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটির হককে শিথিল মনে করার অর্থ কী? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: يَظْهَرُ الْعَمَلَ بِمَعَاصِى اللهِ فَلَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ অর্থাৎ (এটির হককে শিথিল মনে করা এই যে,) **আল্লাহ্**র নাফরমানিমূলক কোন কাজ হতে দেখে এটিকে বারণ না করা আর এটিকে শোধরিয়ে না দেওয়া।" (আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৩৮)

ইসলামের ৮টি অংশ

হযরত সায়্যিদুনা হোযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন: ইসলামের ৮টি অংশ রয়েছে। (১) ইসলাম (২) নামায (৩) যাকাত (৪) রমযান মাসের রোযা (৫) হজ্বে বাইতুল্লাহ্ (৬) সৎকাজে আদেশ দেওয়া (৭) অসৎকাজে বারণ করা এবং (৮) **আল্লাহ্**র রাস্তায় জিহাদ করা। সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যার কাছে এর একটি অংশও নেই। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫৮৫)

দুনিয়াতেও শাস্তি হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সম্প্রদয়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অসৎকর্ম সম্পাদনকারীকে বাধা দেয় না, আশঙ্কা রয়েছে সেই বাধা না-দেওয়া সম্প্রদায়ের মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন হয়ে যাবে। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা জরীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত;

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

নবীকুল শিরোমণি, দো-জাহানের মালিক ও মোখতার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সম্প্রদায়ের কোন লোক যদি অসৎকাজে লিপ্ত হয়, সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে সেই অসৎকাজ থেকে নিষেধ না করে, তাহলে **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের মৃত্যুর আগেই তাদের উপর তাঁর শাস্তি নাযিল করবেন।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৩৯)

আখিরাতেও শাস্তি হবে দুনিয়াতেও শাস্তি হবে

উক্ত হাদীসের টীকায় **'মিরআতুল মানাজীহ্'** কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: 'যে সম্প্রদায় বা যে দলে কিছু লোক অসৎকাজে লিপ্ত, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা দিল না, তবে সে সম্প্রদায়ও **আল্লাহ্**র শাস্তির সম্মুখীন হবে। এই শাস্তি তারা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই আপন চোখে দেখবে।' হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: 'অসৎকাজে বাধা দেবার ক্ষেত্রে অবহেলা করা অন্যান্য অপরাধের তুলনায় ভিন্ন। কেননা, অন্যান্য সব গুনাহের শাস্তি আখিরাতে মিলবে, এদিকে এই অবহেলার শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করবে। আখিরাতে তো আছেই।' (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা)

আপনাদের হৃদয় কাঁপে না!

জান্নাতের অশেষ নেয়ামতের আক্বাবাদী **ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনাদের হৃদয় কাঁপে না? আপনাদের ভয় আসে না? **আল্লাহ্ তা'আলা**প তো অমুখাপেক্ষী। তাঁর কিসের পরোয়া যে, লোক তাঁকে সিজদা করবে কি করবে না? নিঃসন্দেহে সমস্ত সৃষ্টি জগতও যদি তাঁর দরবারে মাথা নত হয়ে থাকে, তবু এটি তাঁর প্রতি কোন ইহসান বা উদারতা কখনো নয়। আমাদের উচিত, তাঁর অমুখাপেক্ষিতা ও গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করা। আর তাঁর শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। দুনিয়ায় আমরা কতদিন মনের খুশি মত চলতে পারব? মনে রাখবেন! একদিন না একদিন সবাইকে মরতে হবেই। অন্ধকার কবরে যেতে হবেই, আর আমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

اَلْمَوْتُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُهَا   اَلْمَوْتُ قَدَحٌ كُلُّ نَفْسٍ شَارِبُهَا

অনুবাদ: মৃত্যু এমন এক দরজা, যেটি দিয়ে প্রত্যেক প্রাণীকে প্রবেশ করতে হবে এবং মৃত্যু এমন এক পেয়ালা, যা থেকে প্রতিটি প্রাণীকে পান করতে হবে।

জী লাগানে কি জা নেহী দুনিয়া
কিছ হাসিল দাওয়াম হো তা হে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তখন কেমন নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসবে, যখন দেহ থেকে প্রাণবায়ু পৃথক হয়ে যাবে। তখন কেমন নিঃস্বতার পরিস্থিতি বিরাজ করবে, যখন দামী দামী পোষাকগুলো শরীর থেকে খুলে ফেলা হবে, গোসলদাতারা গোসল দিতে থাকবে, মৃত ব্যক্তির শরীরে কাফন পরানো হবে। তখন কেমন আফসোসের মূহুর্ত সৃষ্টি হবে, যখন মৃতদেহ কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। হায়! হায়! সেই দুনিয়া যাকে সুন্দর করার জন্য আজীবন ছুটাছুটি করেছিলাম, যার জন্য রাতের ঘুমকে হারাম করে দিয়েছিলাম, অনেক বিপদ সঙ্কুলতা উপেক্ষা করেছিলাম, হিংসুকদের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জান বাজি রেখে সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত ছিলাম, সম্পদ বৃদ্ধিতে বিভোর ছিলাম, ঘর নির্মাণ করে তাতে মনোরম দামী দামী আসবাব দিয়েও সাজিয়েছিলাম, সেসব কিছু ছেড়ে এখন চলে যেতে হচ্ছে। হায়! দামী দামী পোষাক হ্যাঙ্গারে টাঙ্গানো থাকবে, কার-গাড়ি গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকবে, খেলাধূলার সরঞ্জামাদি সহ সব ধরনের মালামাল আপন আপন স্থানে পড়ে থাকবে। তখন মৃতব্যক্তির নিঃস্বতা ও অসহায়ত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে, যখন তাকে আলো থেকে, মন-মাতানো ক্ষণিকের আনন্দ থেকে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর ঘর হতে বের করে নিয়ে এসে অন্ধকার কবরে স্থানান্তরিত করার জন্য তাকে নিয়ে গর্ব করা লোকেরা কাঁধে চড়িয়ে কবরস্থানের দিকে রাওয়ানা হবে।

আ'লমে ইনকিলাব হে দুনিয়া, চন্দ লমহো কা খোয়াব হে দুনিয়া
ফখর কিউঁ দিল লাগায়ে ইছ ছে, নেহী আচ্ছি, খারাব হে দুনিয়া।

কবরের হৃদয়-কাঁপানো নেকীর দাওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এক মৃতদেহের সাথে কবরস্থানে গমন করে একটি কবরের পাশে বসে বিভোর চিন্তায় মগ্ন হলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল: 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এখানে কেন একা বসে আছেন! তিনি বললেন: এইমাত্র একটি কবর আমাকে ডেকে এনেছে। কবরটি আমাকে বলেছে: হে ওমর বিন আবদুল আযীয! আপনি কেন আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছেন না যে, আমার ভিতরে আসা লোকদের সাথে আমি কী আচরণ করে থাকি? আমি কবরটিকে বললাম: অবশ্যই বল। সে বলতে লাগল: কেউ যখন আমার ভিতর চলে আসে তখন আমি তার কাফন ছিঁড়ে তার শরীরকে টুকরো টুকরো করে ফেলি এবং তার মাংস খেতে থাকি। আপনি কি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আমি তার জোড়াগুলোকে কী করি? আমি বললাম: তাও বল। কবর বলতে লাগল: তার হাতগুলোকে কব্জি থেকে, হাঁটুগুলোকে জোড়া থেকে আলাদা করে ফেলি। এতটুকু বলার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন।

যখন একটু শান্ত হলেন, তখন তিনি কিছু শিক্ষামূলক মাদানী ফুল উপহার দেন, **হে ইসলামী ভাইয়েরা!** এই দুনিয়ায় আমরা খুব কম সময়ই অবস্থান করব। যারা এ পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বশীল তারা শেষ পর্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। যারা এই পৃথিবীতে সম্পদশালী তারা শেষ পর্যন্ত সম্পদহারা হবে। যুবক বুড়ো হয়ে যাবে। জীবিত মৃত হয়ে যাবে। তোমাদের সাথে পৃথিবীর নৈকট্য যেন তোমাদের প্রতারিত করতে না পারে। কেননা, তোমরা জান যে, এই নৈকট্য শীঘ্রই বিদায় নিয়ে যায়। কোথায় কুরআন তিলাওয়াতকারী! কোথায় বাইতুল্লাহর হজ্ব পালনকারী! কোথায় রমযান মাসের রোযা-রাখা লোক! মাটি তাদের শরীরের কী অবস্থা করে দিয়েছে? কবরের কীটেরা তাদের মাংসগুলোর কী দশাই যে করেছে? তাদের হাড় ও জোড়াগুলোকে কেমন যে করা হয়েছে? **আল্লাহ্**র কসম! যারা (যেসব বে আমল) পৃথিবীতে আরামদায়ক বিছানায় আরাম করত আজ তারা তাদের গৃহবাসীদের ছেড়ে অত্যন্ত কোণঠাসা হয়েই রয়েছে। তাদের সন্তানেরা পথে পথে ঘুরছে। কেননা, তাদের স্ত্রীরা আবার বিয়ে করে নতুন সূত্রে ঘর সাজিয়ে নিয়েছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের বসবাসের স্থানগুলো দখল করে নিয়েছে। পরিত্যক্ত সম্পত্তি তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তবে অবশ্য, তাদের মাঝে কিছু সৌভাগ্যশীলও রয়েছেন, যারা কবরে অতীব স্বাদপূর্ণ পরিবেশে রয়েছেন। অপর দিকে এমনও রয়েছে যারা কবর-আযাবে নিমজ্জিত। আফসোস! শত কোটি আফসোস! সেই নির্বোধদের জন্য! যে ব্যক্তি আজ মৃত্যুর সময় কখনও চোখ বন্ধ করে রাখা আপন পিতার, কখনও আপন সন্তানের, কখনও আপন ভাইয়ের গোসল করিয়ে দিচ্ছে, কাফন পরিয়ে দিচ্ছে, মৃতদেহ কাঁধে নিচ্ছে, কবর নামের ছোট্ট-অন্ধকার গর্তে দাফন করছে (মনে রাখবে, আগামী কাল এসব কিছু তোমার উপরও হবে)। হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে, কবরে সর্বপ্রথম কোন গাল আগে পঁচবে? অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কান্না করতে লাগলেন। কান্না করতে করতে তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। এক সপ্তাহ পর তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।' (আর রওযুল ফায়িক, ১০৭ পৃষ্ঠা) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইহ্ইয়াউল উলুমে লিখেছেন: ওফাতের সময় হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর পবিত্র জবান দিয়ে নিচের আয়াতটি জারি ছিল:

تِلۡكَ الدَّارُ الۡاٰخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِیۡنَ لَا یُرِیۡدُوۡنَ عُلُوًّا فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالۡعَاقِبَةُ لِلۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۸۳﴾

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> "এই আখিরাতের আবাস আমি তাদের জন্য করছি, যারা পৃথিবীতে অহংকার চায় না। আর না চায় ফ্যসাদ। উত্তম প্রতিদান তো খোদাভীরুদের জন্যই।"

(পারা: ২০, সূরা: কাসাস, আয়াত: ৮৩)

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ইয়াদ রাখ হার আ'ন আখির মউত হে, বন তু মত আনজান আখির মউত হে
মরতে জা'তে হে হাজারোঁ আদমি, আ'কিল ও নাদান আখির মউত হে
কিয়া খোশী হো দিল কো চান্দে যিসত ছে, গমজাদা হে জান আখির মউত হে
মুলকে ফানী মে ফানা হার শে কো হে, চুন লাগা কর কান আখির মউত হে
বারহা ইলমি তুজে সমজা চুকে
মান ইয়া মত মান আখির মউত হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিতকে অপমানিত করা হয়

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: "কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোক যখন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন অসৎকাজে বাধা দেয় না, **আল্লাহ্ তা'আলা** তখন তা কে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে দেন।" (তানবীহুল মুগতররীন, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

কান কাটা বধির

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: "যে ব্যক্তি শোনে যে, অমুক লোকটি অসৎকাজে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর (ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) সে তাকে নিষেধ করে না, তাহলে কিয়ামতের দিনে সে কান কাটা বধির হয়ে উঠবে।" (প্রাগুক্ত)

গুনাহ্ থেকে নিষেধ না করা কখন গুনাহ্

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত দুইটি রিওয়ায়াতই ভালভাবে অনুধাবন করুন, অসৎকর্ম সম্পাদনকারীকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও নিষেধ না করলে তার জন্য লাঞ্ছনা, অপমান ও কিয়ামতের দিন কান কাটা বধির হওয়ার শাস্তিবার্তা রয়েছে। এই বিষয়টি খুব করে খেয়াল করুন যে, কেউ যখন গুনাহ করতে থাকবে, আর অবলোকনকারীর যদি এই ধারণা হয় যে, তাকে নিষেধ করা হলে ফিরে আসবে, এমতাবস্থায় নিষেধ করা ওয়াজিব, নিষেধ না করলে গুনাহ্গার হবে। যে কোন মানুষই দৈনিক প্রায় এ ধরনের সুযোগ পেয়ে থাকে যে, কিছু কিছু লোক অজ্ঞতা বা উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে কিছু গুনাহ করে থাকে, অথচ তাকে যদি বুঝানো হয় বুঝবে। কিন্তু মানুষ উদাসীনতা, চক্ষুলজ্জা, মানবিকতা ইত্যাদির কারণে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ গুনাহ্গার হওয়ার পাশাপাশি জাহান্নামের শাস্তিরও শিকার হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত পরীক্ষিত বিষয় যে, যারা আংটি পরে, গলায় ধাতব পদার্থের চেইন ঝুলায় এদেরকে যখন বুঝানো হয়, অধিকাংশই সাথে সাথেই খুলে ফেলে। অনেককে তো জযবায় এসে সোনার চেইনই ছিঁড়ে ফেলতে দেখেছি। স্বীকার করছি! প্রত্যেকেই এরূপ করে না, আর প্রত্যেকের অপরের উপর এমন প্রভাবও পড়ে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তার পক্ষে এমন গুনাহ্ সমূহ থেকে নিষেধ করা কষ্টসাধ্য নয়। অথচ অসৎকর্মশীল ব্যক্তিকে নিয়ে যদি এই ধারণা হয় যে, তাকে নিষেধ করা হলে সে মানবে, তাহলে নিষেধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

সোনার আংটি পুরুষদের জন্য হারাম

শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, তাজেদারে আহলে সুন্নাত, হুযুর মুফতিয়ে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এ ধরনের বিষয়ে খুবই আমলদার ছিলেন। যেমন: 'মুফতিয়ে আযম কি ইস্তেকামত ও কারামত' কিতাবের ১৪৬ পৃষ্ঠায় কলম-সম্রাট হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত রয়েছে, তাঁর (ভারতের মুফতিয়ে আযমের) পক্ষে সর্বাধিক কষ্টদায়ক দৃশ্য ছিল, যখন তিনি কোন মুসলমানকে ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত কোন কাজ করতে দেখতেন। 'اَمۡرٌ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهۡیٌ عَنِ الۡمُنۡكَرِ'এর ফরয আদায় করার সময় তিনি ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শাসক-প্রজা এদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর দরবারের নিয়ম ছিল যে, বড় থেকে বড় কোন নেতা হোক, আর উচ্চ থেকে উচ্চ পদস্থ কোন অফিসারই হোক না কেন আংগুলে স্বর্ণের আংটি পরিধান করে যদি তাঁর দরবারে আসতেন, সাথে সাথে তা খুলিয়ে নিতেন, আর নিতান্তই আদর-ভালবাসা সহকারে তাদের শিক্ষা দিতেন যে, মুহাম্মদী শরীয়াত অনুযায়ী পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। অতঃপর অন্তর জয় করা মিষ্টি ভাষায় বলতেন: কিছু গুনাহ্ কয়েক মূহুর্তের বা এক কি দুই ঘন্টার জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু স্বর্ণের আংটির গুনাহ্ এমন যে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত পরিধান করা অবস্থায় থাকবে, কেবল গুনাহ্ই গুনাহ্ হবে।

মুফীতয়ে আযম ছে হাম কো পেয়ার হে
اِنۡ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বানর ও শুকরের আকৃতি

বে নামাযীদের, গালমন্দকারীদের, গীবত ও চুগোলখোরীতে অভ্যস্তদের, সিনেমা-নাটকের দর্শকদের, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গুনাহের সাথে জড়িতদের সাথে উঠাবসাকারীদের, নিষেধ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও নিষেধ না-করা লোকদের ভয় করা উচিত। কেননা, **আল্লাহ্র মাহবুব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর পবিত্র কুদরতের হাতে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জীবন, আমার উম্মতের মধ্য হতে কিছু লোক বানর ও শুকরের আকৃতিতে উঠবে। এরা হবে সেসব লোক যারা গুনাহ্গারদের সাথে যোগাযোগ রাখত, আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে গুনাহ্ থেকে নিষেধ করত না।" (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৩য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

বানর আর শুকরের মত চেহারা

অনুরূপ চেহারা পাল্টে যাওয়া সম্পর্কে আর একটি বর্ণনা পড়ুন আর আতঙ্কিত হোন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: "এই উম্মতের কিছু লোক কিয়ামতের দিন বানর ও শুকরের আকৃতিতে উঠবে। কেননা, তারা অবাধ্য বান্দাদের সাথে মেলামেশা করত, আর তাদেরকে গুনাহ থেকে নিষেধ করত না। অথচ তারা তাদের নিষেধ করার ক্ষমতা রাখত। বর্ণনাটি দেওয়ার পর হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেছেন: নাফরমানদের সাথে যারা কেবল মেলামেশা করে তাদের যদি এই অবস্থা হয় যে, যারা নিজে আমল-বিমুখও না, গুনাহেও লিপ্ত না, তাহলে সেসব লোকদের কেমন অবস্থা হতে পারে যারা নিজেদের অঙ্গকে গুনাহ হতেই সরিয়ে রাখে না। আমি **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট রহমতের প্রার্থনা করছি।" (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

চেহারার ব্রণ ও মেছতা তো আজ ভাবিয়ে তুলছে কিন্তু....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুটি বর্ণনা পাঠ করেও কি আপনাদের কোনরূপ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হয়নি? একবার ভেবে দেখুন তো, কারও চেহারায় যদি মেছতা, ব্রণ বা অন্য কোন দাগ দেখা যায়, তাহলে সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে খুবই দুঃখভাব দেখায়। অর্থাৎ মানুষ নিজের চেহারার রং ও রূপে তুচ্ছ কোন দাগ তাও (কিন্তু নিতান্তই সাময়িক) সহ্য করতে পারে না, তাহলে একটু ভাবুন তো যখন কোন অসৎকর্ম সম্পাদনকারীকে দেখে এ ধারণা প্রবল হয় যে, তাকে যদি বুঝানো হয় বুঝবে, তা সত্ত্বেও তাকে সেই গুনাহ হতে নিষেধ না করার কারণে যদি কাল কিয়ামতের ময়দানে **আল্লাহ্**র পানাহ্! চেহারা বানর বা শুকুরের ন্যায় হয়ে যায় তাহলে কেমন অবস্থা হবে? এ তো কেবল গুনাহ্ থেকে নিষেধ না-করা মেলামেশাকারীদের অবস্থা, যে ব্যক্তি স্বয়ং গুনাহ্ করেই চলেছে সে তো জানেই না যে, তার কী অবস্থা হবে!

আমার অন্ধকারে আলোর কিরণ পড়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতুল ফিরদৌস অর্জন করার জন্য এবং অন্যদের জান্নাতি বানানোর জন্য, জাহান্নামের আযাব হতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, অন্যদেরকেও এর ভয় প্রদর্শন করার জন্য **নেকীর দাওয়াতে**র মাদানী কাজে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে নিজেও মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন এবং অন্যান্যদেরকেও এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং অন্যদেরকেও দাওয়াত দিন। উৎসাহ প্রদানের জন্য আপনাদের একটি মাদানী বাহার শুনাই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

হাফেজাবাদের বাসিন্দা (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য শুনুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের গভীর কূপে নিপতিত ছিলাম। ফিল্ম-ড্রামা দেখা, গান-বাজনা শোনা সহ অশ্লীল নোবেল বই পড়া আমার নিত্যদিনের কাজ ছিল। আমার মাথায় ভূত চাপ ছিল। ঘর ছেড়ে রাতারাতি খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে জীবনের অমূল্য মূহুর্তগুলো নষ্ট করতে থাকতাম। আমার এমন আচার-আচরণে গৃহবাসীদের নিকট আমি হয়ে উঠি গলগ্রহ। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আমার বড় ভাইজান অনেক করে আমার সংশোধনের চেষ্টা করতেন কিন্তু তাঁর উপদেশমূলক কথাবার্তায় আমল করা তো দূরের কথা আমি আদৌ তাঁর কথা শুনার জন্যও প্রস্তুত থাকতাম না। ভাইজান উদার মন-মানসিকতা নিয়ে **ইনফিরাদি কৌশিশ** চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা সফলতার মুখ দেখল। একদিন হঠাৎ করে নিজের অজান্তে তাঁর মিষ্টি কথায় আমার মন গলে যায়। **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ে ভীত তাঁর কথা শুনে প্রভাবান্বিত হয়ে আমি কান্না করতে লাগলাম। اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ, আমার চোখ থেকে অলসতার পর্দা সরে যায়। আমার অন্তরে **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয় সৃষ্টি হয়। আমি সাথে সাথে আমার ভাইজানের সমনেই সমস্ত গুনাহ্ থেকে সত্যিকার তাওবা করে ফেলি এবং ইসলামী জীবন গড়ার সংকল্পবদ্ধ হই। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতে ভাইজানের সাহচর্যে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করি। এরই বরকতে আমার জীবনের অন্ধকার রাস্তাগুলো আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে। ভাইজান সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিলেন। তাঁর এই মনোভাবকে কার্যতঃ রূপায়িত করার চেষ্টায় এটি লেখা পর্যন্ত اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমি ছাব্বিশ মাসের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যাই। এসব কিছু একজন মাত্র ইসলামী মুবাল্লিগ অর্থাৎ আমার বড় ভাইজানের একক কৌশলে করা **ইনফিরাদি কৌশিশে**রই ফলাফল। তাঁর বদৌলতে আমার মত দ্বীনের আমল হতে হাজারো মাইল দূরত্বে অবস্থান-করা গুনাহ্গার মানুষ এখন নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের কাজে নিয়োজিত রয়েছি।

তুমহে লুতফ আ'জায়েগা যিন্দেগী কা, করিব আ'কে দেখো জরা মাদানী মাহল
নবী কা মুহাব্বত মে রোনে কা আন্দাজ, চলে আও সিখলায়েগা মাদানী মাহল।

(ওয়সায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শেষ পর্যন্ত বড় ভাইয়ের বিরামহীন **ইনফিরাদি কৌশিশ** সুফল বয়ে এনেছে। ছোট ভাইটি গুনাহের সাগর থেকে বের হয়ে ২৬ মাসের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল। সকল ইসলামী ভাইয়ের উচিত, তারা যেন ঘরে-বাইরে সর্বত্র অন্যান্যদের সৎভাবে গঠন করার জন্য **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে এবং সাওয়াব অর্জন করতে থাকে। এই মাদানী কাজটি কখনো যেন বাদ পড়ে না যায়। **ইনফিরাদি কৌশিশ** যেন স্বর্ণের খনি। যতই খনন করবেন, ততই স্বর্ণ বের হতে থাকবে। অর্থাৎ **ইনফিরাদি কৌশিশ** যতই বেশি হবে, ততই সাওয়াবও বেশি হবে। সাওয়াবের স্বর্ণ উপার্জন করতে থাকুন। **রহমতে দো'আলাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তোমার মাধ্যমে যদি **আল্লাহ্ তা'আলা** একজন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করে থাকেন, তাহলে তা তোমার পক্ষে ‘লাল উট’ থেকেও বহুগুণে উত্তম।” (মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৬) আপনার মাধ্যমে কেউ যদি হিদায়াত পেয়ে যায়, মাদানী পরিবেশে এসে যায়, তাহলে সাওয়াব তো আরও বাড়ল। কেউ মাদানী কাফেলার মুসাফির হলে সেটির সাওয়াব আলাদা। কেউ যদি মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমলে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তো আপনার সোনায় সোহাগা। ব্যস্, আপনি যত লোকের সংশোধনের মাধ্যম হবেন, ততই আপনার জন্য সাওয়াব বৃদ্ধি হতে থাকবে। সুতরাং আপনি চলে যান **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার জন্য। **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “اِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه অর্থাৎ নিশ্চয় সৎকাজের প্রতি নির্দেশকারী ব্যক্তি সেই সৎকাজটির সম্পাদনকারীরই ন্যায়।” (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৭৯)

জান্নাতি হে ওহ জু সুন্নাত কে
খোদ কো চাঁছে মে ডালকে রাখা হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে নিজে সৎকাজে অটল থেকে অন্যদেরকেও **নেকীর দাওয়াত** দানকারী এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে অন্যদেরকেও গুনাহ্ থেকে নিষেধকারী বানিয়ে দাও। **হে আল্লাহ!** তুমি আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদৌস দান কর। **হে আল্লাহ্!** তুমি সেখানে আমাদেরকে তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

মু'আফ ফযলে করম ছে হো হার খ'তা ইয়া রব, হো মাগফিরাত পায়ে সুলতানে আম্বিয়া ইয়া রব।
বিলা হিসাব হো দাখিলা জান্নাত মে ইয়া রব, পরোস খুলদ মে সরওয়ার কা হো আ'তা ইয়া রব।
নবী কা সদকা সদা কে লিয়ে তু রাজি হো, কাভী ভী হোনা নারাজ ইয়া খোদা ইয়া রব।

(ওয়াসাইলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আওয়াজ বসে যাওয়ার তিনটি চিকিৎসা

(১) লবণের একটি ছোট টুকরা আগুনে ভালভাবে উত্তপ্ত করে কিছু দিয়ে ধরে তৎক্ষণাৎ ঠান্ডা পানির গ্লাসে রাখুন। অতঃপর লবণের সেই খন্ডটি পানি থেকে বের করে নিন। এবার পানিটুকু পান করে নিন। দুই কি তিনবার এই চিকিৎসা নিলে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (২) এক চামচ যবের দানা চিবান আর চুষতে থাকুন পরে গিলে ফেলুন। (৩) পোস্তার ছিলকা সমপরিমাণ আজওয়াইন (আজৈন) নিয়ে পানিতে সিদ্ধ করে সহ্য করার মত হয়ে গেলে সেই পানি দিয়ে গড়গড়া করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরসের ২২টি মাদানী ফুল

(১) **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোনো ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে তার মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা বদ-মাযহাবী দূর হয়ে যায় তাহলে সে জান্নাতী।” (হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৪৬৬)

(২) **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তা'আলা** ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছায়।” (সুনানে তিরমীযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৬৫)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্‌রীস عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারক নাম এর একটি হিকমত এও যে **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রদানকৃত সহীফা সমূহ মানুষদেরকে অধিক হারে শুনাতেন অতঃপর তাঁর নামই ইদ্‌রীস (অর্থাৎ দরস দাতা) عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হয়ে গেল। (তাফসীরে কাবীর, ৭ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা। তাফসীরুল হাসানাত, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

(৪) হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا অর্থাৎ আমি ইলমের দরস দিতে থাকলাম শেষ পর্যন্ত কুতুবিয়্যতের মর্যাদা অর্জন করলাম। (কসীদায়ে গাওছিয়া)

(৫) **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দরস দেয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি মাদানী কাজ। ঘর, মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, চৌক ইত্যাদিতে সময় নির্ধারন করে প্রতিদিন দরসের মাধ্যমে খুব বেশী পরিমাণে সুন্নাত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

(৬) **ফয়যানে সুন্নাত** হতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

(৭) ২৮ পারা সূরাতুত্ তাহরীমের ৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন মানুষ এবং পাথর।”

নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হল **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরস। (প্রতিদিন দরস ছাড়াও সুন্নাতে ভরা বয়ান অথবা মাদানী মুযাকারা এর ক্যাসেট বা V.C.D. পরিবারবর্গকে শুনিয়ে দিন)

(৮) যিম্মাদার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন চৌক দরসের ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ স্বরূপ: রাত ৯টা বাজে মদীনা চৌক সাড়ে ৯টা বাজে বাগদাদী চৌক ইত্যাদি, ছুটির দিন একের চেয়ে অধিক জায়গায় চৌক দরসের ব্যবস্থা করুন (কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন সর্বসাধারণের হক যেন নষ্ট না হয়। অন্যথায় গুনাহ্‌গার হবেন।)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৯) দরসের জন্য এমন সময় বেছে নিন, যাতে অধিক পরিমাণ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

(১০) যে নামাযের পর দরস দিবেন ঐ নামায ঐ মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তকবিরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করুন।

(১১) মিহরাব থেকে দূরে (মসজিদের বারান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোন জায়গা দরসের জন্য নির্ধারণ করে নিন। যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াত কারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

(১২) যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরানের উচিত যে, নিজের মসজিদে ২ জন খের'খা নির্ধারণ করা। যারা দরস (বয়ান) এর সময় চলে যাওয়া লোকদের নম্রভাবে দরসে (বয়ানে) অংশগ্রহণ করতে বলেন এবং কাছাকাছি করে বসিয়ে দিবেন।

(১৩) পর্দার উপর পর্দা করাবস্থায় দু'জানু হয়ে বসে দরস দিন। যদি শ্রবণকারী বেশী হয়, তখন দাঁড়িয়ে কিংবা মাইকে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যাতে অন্য নামাযীদের অসুবিধা না হয়।

(১৪) আওয়াজ যেন বেশী বড় না হয় আবার একেবারে ছোটও যেন না হয়। যথাসম্ভব এতটুকু আওয়জে দরস দিবেন যে, শুধুমাত্র যেন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ শুনতে পান। কোন অবস্থাতেই অন্যান্য নামাযীদের যেন কষ্ট না হয়।

(১৫) দরস সর্বদা থেমে থেমে, ধীরগতিতে দিবেন।

(১৬) যা কিছু দরস দিবেন, তা আগে কমপক্ষে একবার দেখে নিন, যাতে ভুলত্রুটি না হয়।

(১৭) **ফয়যানে সুন্নাতে**র ইরাব (অর্থাৎ যবর, যের, পেশ) দেয়া শব্দ সমূহ ইরাব অনুযায়ী পাঠ করুন। এভাবে করলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(১৮) হামদ ও সালাত, দরূদ সালামের লিখিত বাক্য সমূহ, দরূদের আয়াত এবং সমাপনী আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলিম বা ক্বারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। যতক্ষন না নিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত একাকীও পাঠ করবেন না।

(১৯) **ফয়যানে সুন্নাত** ছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত রিসালাসমূহ থেকে দরস দিতে পারবেন।[১]

(২০) দরস এবং শেষের দোআ সহ ৭ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করুন।

(২১) প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত যে, দরসের নিয়ম, শেষের তারগীব ও শেষের দো'আ মুখস্ত করে নেয়া।

(২২) দরসের নিয়মের মধ্যে ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নিন।

---

[১] আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা ছাড়া অন্য কোন কিতাব থেকে দরস দেওয়ার অনুমতি নেই।- মারকাযী মজলিশে শুরা

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার পদ্ধতি

তিন বার এভাবে বলুন: “কাছাকাছি এসে বসুন।” পর্দার উপর পর্দা করে দু’জানু হয়ে বসে এভাবে শুরু করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

এরপর এভাবে দরূদ সালাম পড়ান:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

যদি মসজিদে দরস দেন, তাহলে এভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (অর্থাৎ : আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

তারপর এভাবে বলুন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু’জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয়, তাহলে যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় সেভাবে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়্যতে **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দরস শ্রবণ করুন। কেননা, অমনোযোগী হয়ে এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে, জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক, শরীর, চুল কিংবা দাড়ি ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলে এর বরকত সমূহ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতেও এভাবে তারগীব দিন এবং ভাল ভাল নিয়্যতও করান।) এর পর **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দেখে দেখে দরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। অতঃপর বলুন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী ইবারত সমূহের শুধুমাত্র অনুবাদই পড়ুন। নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না

দরস শেষে এভাবে তারগীব দিবেন

(প্রত্যেক মুবাল্লিগের মুখস্ত করে নেয়া উচিত। দরস ও বয়ানের শেষে কোনরূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে তারগীব দিন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহণ করে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের **মাদানী কাফেলা**য় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন (মনমানসিকতা) গড়ে তুলুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য[১] **মাদানী কাফেলা**য় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্ করম এ'ছা করে তুজপে জাহাঁ মে   আয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচি হোঁ।

পরিশেষে খুশু ও খুযু (দেহ ও অন্তরে বিনয়ভাব)র সাথে একাগ্রচিত্তে দো'আতে হাত উত্তোলনের আদব সমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দো'আ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ   وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। **ইয়া আল্লাহ্!** দরসের ভুল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। নেক আ'মলের প্রতি উৎসাহ প্রদান কর। আমাদেরকে পরহেজগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। **ইয়া আল্লাহ্!** আমাদেরকে তোমার এবং তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত আশিক বানিয়ে দাও। আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে মুক্তি দান কর। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তারগীব দেয়ার উৎসাহ দান কর।

---

[১] এখানে ইসলামী বোনেরা এভাবে বলুন: "পরিবারের পুরুষদের মাদানী কাফেলায় সফর করাতে হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

ইয়া আল্লাহ্! মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান কর। **ইয়া আল্লাহ্!** ইসলামের উন্নতি দান কর এবং ইসলামের শত্রুদের অপদস্থ কর। **ইয়া আল্লাহ্!** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান কর। **ইয়া আল্লাহ্!** আমাদেরকে সবুজ গুম্বদের নীচে তোমার **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব কর। **ইয়া আল্লাহ্!** মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দো'আ সমূহ কবুল কর।

কেহ্‌তে রেহ্‌তে হে দো'আকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে, কার্‌দে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর পর এই আয়াত পাঠ করুন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা: ২২, সুরা: আহজাব, আয়াত: ৫৬)

সবাই দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা: ২৩, সুরা: আচ চাফাত)

দরসের উপকারীতা পাওয়ার জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে (দাড়িয়ে দাড়িয়ে নয় বরং) বসে উৎফুল্লতার সহিত সবার সাথে সাক্ষাৎ করুন, কিছু নতুন ইসলামী ভাইকে আপনার কাছে বসিয়ে নিন এবং **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে মুচকি হেসে তাদেরকে **মাদানী ইন'আমাত** ও **মাদানী কাফেলা**র বরকত সমূহ বুঝান। (বসে সাক্ষাৎ করার হিকমত এটাই যে, কিছু না কিছু ইসলামী ভাই হয়তঃ আপনার সাথে বসে থাকবে নতুবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকারী অধিকাংশ চলে যায়, আর এতে **ইনফিরাদি কৌশিশে**র সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।)

তুমে এ্যয় মুবাল্লিগ ইয়ে মেরী দো'আ হে, কিয়ে জাও থে তুম তরক্কি কা যিয়না।

আত্তারের দো'আ: **ইয়া আল্লাহ্!** আমাকে এবং নিয়মিত **ফয়যানে সুন্নাত** হতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস একটি ঘরে আর একটি মসজিদে, চৌক অথবা স্কুল ইত্যাদিতে দাতা এবং শ্রোতার মাগফিরাত কর এবং আমাদের সুন্দর চরিত্রের অনুসারী বানাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুঝে দরসে ফয়যানে সুন্নাত কি তৌফিক, মিলে দিন মে দু মরতবা ইয়া ইলাহী!

নং	কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/প্রকাশকাল
১	কুরআন শরীফ	আল্লাহ তাআলার বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
২	কানযুল ঈমানের অনুবাদ	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
৩	তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সুনা'নী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৪	তাফসীরে তাবরী	আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৫	আহকামুল কুরআন	আবু বকর আহমদ বিন আলী রাজী জাসাসرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
৬	তাফসীরে বাগ'ভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
৭	তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাজী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৮	তাফসীরে কুরতুবি	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৯	তাফসীরে খাযিন	আল্লামা আলাউদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	আকোড়া খটক
১০	তাফসীরে বায়জাভী	আল্লামা আব্দুল্লাহ আবু ওমর বিন মুহাম্মদ বায়জাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
১১	তাফসীরে দুররে মুনসুর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
১২	তাফসীরাতে আহমদিয়া	আল্লামা আহমদ বিন আবু সায়িদ জুনপুরী ওরফে মাল্লা জীবন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	পেশাওয়ার
১৩	তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাঈল হক্কী বারোসী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ
১৪	হাশিয়াতুস সাবী আলাল জালালিন	আহমদ বিন মুহাম্মদ সাবী মালকী হালুফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১৫	রুহুল মাআনী	আল্লামা শাহাবুদ্দিন সৈয়্যদ মুহাম্মদ আ'লুসী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
১৬	তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সায়্যিদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
১৭	তাফসীরে নাঈমী	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	মাকতাবায়ে ইসলামীয়্যা, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
১৮	তাফসীরে নুরুল ইরফান	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	পীর ভাই এন্ড কোম্পানি
১৯	সহীহ বোখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বোখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
২০	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
২১	সুনানে তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ

২২	সুনানে নাসাঈ	ইমাম আহমদ বিন শায়িব নাসাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
২৩	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম সুলাইমান বিন আশ'আশ সাজাস্তানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
২৪	সুনানে ইবনে মাজাহ্	ইমাম মুহাম্মদ বিন যায়িদ কযভিনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
২৫	সুনানে কুবরা	ইমাম আবু বকর বিন হুসাইন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
২৬	সুনানে দারামী	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল আরাবীয়্যা, বৈরুত, ১৪০৭হিঃ
২৭	মুয়াত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
২৮	নাওয়াদিরুল উছুল	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান হাকীম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	মাকতাবাতুল ইমামুল বোখারী আল কাহিরা, ১৪২৯হিঃ
২৯	মুসনাদিল বজার	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন ওমর বিন আব্দুল খালিক বজার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হুকুম, মদীনা মনওয়ারা, ১৪২৪হিঃ
৩০	মুসনাদে আব্দ বিন হামিদ	আল্লামা আব্দ বিন হামিদ বিন নসর আবু মুহাম্মদ আল কাসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	মাকতাবাতুল সুন্নাতুল কাহেরা, ১৪০৮হিঃ
৩১	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাঈন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
৩২	মুসতাদরাক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৩৩	আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১১/১২হিঃ
৩৪	মুসনাদে আবি ইয়ালা	ইমাম আহমদ বিন আলীম মুসলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৩৫	আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	আল্লামা শেরভিয়া বিন শেহেরদার দায়লামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৬হিঃ
৩৬	মু'জাম কাবির	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
৩৭	মু'জামুল আওসাত	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৩৮	মু'জামুস সগীর	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
৩৯	মুসনাদুশ শামিইন	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	মু'সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ
৪০	মাকারিমুল আখলাক	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
৪১	আল কামিল ফি দা'আফাআর রিজাল	ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আ'দী জারজানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৪২	শরহুস সুন্নাহ্	ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন বিন মাসউদ বাগভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ

৪৩	মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানআয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৪৪	মুসান্নিফ ইবনে আবু শায়বা	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবু শায়বা কুফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
৪৫	কিতাবু যিকিরুল মউত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৪৬	কিতাবুত তাওবা	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৪৭	কিতাবুস সমৃত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৪৮	কিতাবুল মানামাত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৪৯	কিতাবুল মুহ্তদরিন	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৫০	কিতাবু জম্মুদ্দুনিয়া	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৫১	আযযুহুদ	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক মারুযি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
৫২	আযযুহুদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল গদীল জাদীদ, মিশর, ১৪২৬হিঃ
৫৩	আযযুহুদ	আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল মিশকাতু বাহ্লুয়ান, মিশর, ১৪১৪হিঃ
৫৪	আযযুহুদুল কাবীর	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাঈন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মওসাসাতুল কিতাবুস ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
৫৫	আল ইহ্সান বিতারতিবে ছহীহ্ ইবনে হাবান	হাফেজ মুহাম্মদ বিন হাবান বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
৫৬	জমউল জাওয়ামে	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৫৭	জামেউছ ছগীর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
৫৮	মজমুয়াজ জাওয়ায়েদ	ইমাম হাফেজ নূরুদ্দিন হাশেমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৫৯	কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৬০	হিলিয়াতুল আউলিয়া	আল্লামা আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৬১	আল বদুরুস সাফিরাতু ফি উমুরিল আখিরাহ্	ইমাম জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	মওসাসাতুল কিতাবুস ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
৬২	শরহে মা'আনিল আ'ছার	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাভি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
৬৩	কাশফুল খাফা	শায়খ ইসমাইল বিন মুহাম্মদ আ'জলুনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ

৬৪	উমদাতুল কারী	আল্লামা আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৬৫	শরহে সহীহ মুসলিম	আল্লামা আবু যাকারিয়্যা বিন শরফ নববী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০১হিঃ
৬৬	ইরশাদুস সারী	আল্লামা শাহাবুদ্দিন আহমদ মুহাম্মদ কুস্তুলানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৬৭	মিরকাতুল মাফাতিহ্	আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
৬৮	আত-তাইছির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল হাদীস, মিশর
৬৯	ফয়যুল কদির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
৭০	আশ'আতুল লুম'আত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	কোয়েটা
৭১	মিরাতুল মানাজিহ	মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
৭২	নুযহাতুল কারী	মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	ফরিদ বুক স্টল, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
৭৩	মাবসুত	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবী সাহাল সারখসী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৭৪	হেদায়া	আল্লামা আলী বিন আবী বকর মারগীনানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
৭৫	তাবিইনুল হাকায়িক	আল্লামা ওসমান বিন যিলঈ رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৭৬	শরহুল বেকায়া	আল্লামা ছদরুশ শরীয়া আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	বাবুল মদীনা করাচী
৭৭	জুহারা নিরা	আল্লামা আবু বকর বিন আলী হাদাদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	বাবুল মদীনা করাচী
৭৮	গুনিয়াতুল মুতামলি	আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহিম বিন হাবলী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	সাহিল একাডেমি, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
৭৯	আল মিজানুল কুবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শেরানি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	মুস্তাফাল বাবি, মিশর
৮০	আল ফাতাওয়াল হাদীসিয়্যা	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর হায়তামী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৮১	তানভিরুল আবছার	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ তামারতাশী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৮২	মিরাকিল ফালাহ্	আল্লামা হাছান বিন আম্মার বিন আলী শরনিবালালী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	বাবুল মদীনা, করাচী
৮৩	দুররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী হাচকাফী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৮৪	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী	শায়খ নিজাম ও জামাতে ওলামায়ে হিন্দ رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِمۡ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ

৮৫	হাশিয়াতুল তাহতাভি আলাল মিরাকী	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	বাবুল মদীনা, করাচী
৮৬	হাশিয়াতুল তাহতাভি আলাদ দুররে মুখতার	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	কোয়েটা
৮৭	রুদ্দুল মুহতার	আল্লামা ইবনে আবেদীন মুহাম্মদ আমীন শামী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৮৮	জদ্দুল মুমতার	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
৮৯	ফাতোয়ায়ে রযবীয়া	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
৯০	আল মালফুয	মুফতি মুস্তাফা রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪২৯হিঃ
৯১	ফাতোওয়ায়ে আমজাদিয়া	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪১৯হিঃ
৯২	বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪২৯হিঃ
৯৩	ওয়াকারুল ফতোয়া	মুফতি ওয়াকারুদ্দিন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	বযমে ওয়াকারুদ্দিন, বাবুল মদীনা, ২০০১খৃঃ
৯৪	তারিখে বাগদাদ	হাফেজ আহমদ বিন আলী খতিবে বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
৯৫	তারিখে দামেশক	আল্লামা আবুল কাছেম আলী বিন হাছান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
৯৬	আত তাবকাতুল কুবরা	আল্লামা মুহাম্মদ বিন সা'আদুল মারূফ বাইবনে সা'আদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৯৭	আত তাবকাতুল কুবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৯৮	আল মুনতাজাম ফি তারিখুল মুলুকি ওয়াল ওমাম	আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫হিঃ
৯৯	আল ইসতিয়াব ফি মারূফাতিল আসহাব	আল্লামা ইউছুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
১০০	তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	বাবুল মদীনা, করাচী
১০১	শামাঈলে মুহাম্মদীয়া	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
১০২	দালায়িলুন নবুয়ত	আল্লামা আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আছফাহানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ
১০৩	মাদারিজুন নবুয়ত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	নূরীয়্যা রযবীয়্যা, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৯৯৭খৃঃ
১০৪	আল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়্যা	আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ কস্তলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
১০৫	শরহুয যারকানী আলাল মাওয়াহেব	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যারকানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ

১০৬	বাহজাতুল আসরার	আল্লামা নূরুদ্দিন আলী বিন ইউছুফ শতনূফি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ
১০৭	আল হায়রাতুল হিসান	আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন হাজর হায়তামী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
১০৮	আল কওলুল বদী	ইমাম হাফেজ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	মুসাসাতুর রিয়ান, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
১০৯	রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা	ইমাম আবুল কাছিম আব্দুল করিম বিন হাওয়াজেন কুশাইরি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
১১০	কু'তুল কুলুব	শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
১১১	তানবিয়্যাল মাগফিরিন	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানিرَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
১১২	ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুচ্ছাদির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১১৩	মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
১১৪	কিমিয়ায়ে সা'আদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান, ১৩৭৯হিঃ
১১৫	ইত্তিহাফুস সা'দা	আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হোসাইনি জুবাইদি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
১১৬	হাদিকায়ে নাদিয়া	আল্লামা আব্দুল গণী নাবলসী হানাফী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	পেশাওয়ার
১১৭	সবয়ে সানাবিল	আল্লামা মীর আব্দুল ওয়াহেদ বালগিরামী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	**মাকতাবায়ে কাদেরীয়্যা, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৪০২হিঃ**
১১৮	তাযকিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরিদুদ্দিন মুহাম্মদ আত্তার رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
১১৯	আখবারুল আখইয়্যার	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	ফারুখ একাডেমী
১২০	আত তাযকিরা	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনছারী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল ইসলাম, মিশর, ১৪২৯হিঃ
১২১	**কাশফুল গুম্মাহ আন জমিউল উম্মাহ**	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
১২২	কিতাবুল আজমত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবুল শায়খ رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
১২৩	রওযুর রিয়াহীন	আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আছআদ বিন আলী ইয়াফেয়ী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১২৪	আর রওযুল ফায়েক	আল্লামা শা'য়িব বিন সা'দ আব্দুল কাফী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
১২৫	বেহরুদ্দামাউ	আল্লামা ইবনে জওজী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	মাকতাবায়ে দারুল ফযর, দামেশ্ক, ১৪২৪হিঃ
১২৬	উয়ুনুল হিকায়াত	আল্লামা ইবনে জওজী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ

১২৭	যম্মুল হাভী	আল্লামা ইবনে জওজী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল কিতাব ওয়াল সানা, পেশাওয়ার
১২৮	কুর্‌রাতুল উয়ুন	ফকিহ্ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
১২৯	আজ্জাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির	আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজর হাইতামি رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
১৩০	শরহুছ ছুদুর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকত রেযা, হিন্দ, ১৪২৩হিঃ
১৩১	নুফহাতুল ইনস্	আল্লামা আব্দুর রহমান জামী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	শাব্বির ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৪২৩হিঃ
১৩২	তানবিহুল গাফিলিন	ফকিহ্ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	পেশাওয়ার, ১৪২০হিঃ
১৩৩	মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
১৩৪	মুসতাতরাফ	আল্লামা শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবু আহমদ رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
১৩৫	হায়াতুল হায়ওয়ান আকবরী	আল্লামা কামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মূসা দামিরী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫হিঃ
১৩৬	কিতাবুত তাওয়াবিন	শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭হিঃ
১৩৭	গুনিয়াতুত তালিবিন	শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
১৩৮	আনফাসুল আরেফিন	আল্লামা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	ফযল নুর একাডেমী, গুজরাট
১৩৯	কাশফুল মাহযুব	হযরত আলী বিন ওসমান হাজভীরী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
১৪০	বারালুদ্দিন	আল্লামা আবু বকর মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ তারতুশি رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	মওসাসাল কিতাবিছ ছাকাফিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ
১৪১	ইমালী ইবনে বশরান	আল্লামা আবুল কাসিম আব্দুল মালিক বিন বশরান رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল ওয়াতান, ১৪১৮হিঃ
১৪২	জজবুল কুলুব	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	নুরী বুক ডিপো, লাহোর
১৪৩	আত তা'রিফাত	আল্লামা সায়্যিদ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ জুরজানী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	দারুল মানার, সুদান
১৪৪	মসনভী	মওলানা জালালুদ্দিন রুমী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
১৪৫	ফযায়েলে দো'আ	আল্লামা মওলানা নকী আলী খান رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩০হিঃ
১৪৬	হায়াতে আ'লা হযরত	আল্লামা মওলানা জাফরুদ্দিন বাহারী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

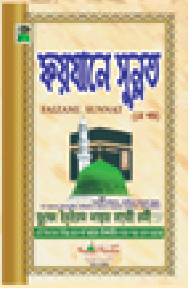

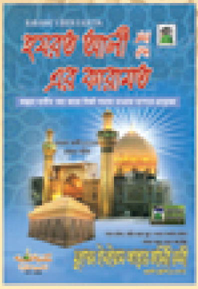
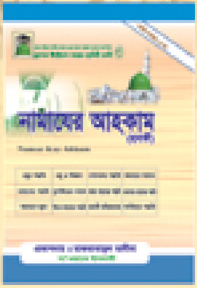

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়, প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিতব্য **দাওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্** তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশেকানে রাসূলদের **মাদানী কাফেলায়** সওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিকরে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন'আমাতে**র রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করে তুলুন, ان شاء الله عزوجل এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মন মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য **'মাদানী ইন'আমাত'** এর উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য **'মাদানী কাফেলা'**য় সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৬৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net

مكتبة المدينة (دعوت اسلامی)

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী